শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, চাঁদপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—গোকুলাধিপ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ [illegible] শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন অধিকারী সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীদীননাথ।

(৪) [illegible] ভজন [illegible]

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) শ্রীবাস অঙ্গন [illegible]

[illegible]পুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

[illegible] প্রয়াগ ই. পি

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব। ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগোলোকনাথ পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—শ্রীপ্রণতার্ত্তিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্ম[illegible] শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈ[illegible]

কুমারহট্ট, চিরকুমারী।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপ[illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রী মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদা ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচা শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল [illegible]

[illegible], চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]গোপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৩০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১৫১তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ২৯শে আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতাবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮এ জগমি ষ্ট্রীটের দামোদর মজুমদার নামক জনৈক [illegible], আই রেলের কমার-[illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, কে, নন্দ প্রমুখ বহু শ্রোতার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ২ঘটা কাল হরিকথা আলোচনা করেন।

উক্ত শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে দামোদর বাবুর Godhead এর Conception কিরূপে করা যাইতে পারে এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য' উপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যামুখে বলেন যে, মানব তাহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা কখনও ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া যখন যে শরণাগত জীব-সমীপে উপনীত হন, তখন ভগবৎ কৃপায় তাঁহারই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে যেমন মানুষ রাত্রিকালে শত সহস্র আলোর সাহায্যে দর্শন করিতে পারে না এবং সূর্য্য যেমন নিশাবসানে স্বয়ং উদিত হইয়া লোকলোচনের গোচরী-ভূত হন, সেইরূপ ভগবানও স্বয়ং যখন ভগবদনুগ্রহপ্রার্থী [illegible] আবির্ভূত হন, তখনই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

মহামহোৎসব উপলক্ষে

বিরাট্

নগর সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা

তারিখ :—

আগামী ১৩ই ভাদ্র রবিবার (৩০শে আগষ্ট)

সময় :—

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবে

পথ :—

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্কোয়ার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন্ রোড, অপার সারকুলার রোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া সন্ধ্যা ৭॥ টায় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ২০শে ভাদ্র (৬ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ২ টার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পুনরায় এইরূপ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদনু-কম্পা প্রার্থী জীবের দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ মানসে বাদসার কারাগার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একজন ভৃত্য ঈশান-সপ্ত স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। সেই সপ্ত মুদ্রাই কিরূপে ভগবৎসাক্ষাৎকারের বিঘ্নোৎপাদক হইয়াছিল এবং সনাতন গোস্বামী সেই অসৎ বিষয়ী ভৃত্যের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া কিরূপে ভগবদনু-সন্ধানে আপনহারা হইয়া ছুটিয়াছিলেন ইত্যাদি আলোচনার দ্বারা দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ গ্রহণই ভগবদালোচনার সহায়ক তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৬শে আগষ্ট রবিবার প্রাতে কলি-কাতার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম,এ ও এসিষ্টাণ্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৪শে আগষ্ট সোমবার দিন বরিশাল নিবাসী শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র গুহ এবং কলিকাতা ৪৪।৪ শিবঠাকুর লেনের শ্রীপুরুষোত্তম দাস মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আগমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। উক্ত দিবস [illegible] নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং কলিকাতা ১১ [illegible] রোড নিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সস্ত্রীক [illegible] নিত্যকৃষ্ণতনয় [illegible] শ্রীবাস অঙ্গন, [illegible] আচার্য্য ভবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া ছিলেন।

উক্ত দিবস শ্রী[illegible] চন্দ্র গুহ মহাশয় কিঞ্চিৎ অন্নকল্প গ্রহণান্তর নিবিষ্টচিত্তে শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। প্রাচীন নবদ্বীপের বিশেষ চিহ্ন—বল্লালদীঘি, শ্রীবাস-অঙ্গন—গোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন অর্থাৎ ব্রজপত্তন—যেস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণাবেশে ব্রজলীলার অভি-নয় করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং শ্রীরাধা-কুণ্ড দর্শন করেন।

বৃন্দাবনে যৈছে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে শ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠ মায়াপুর॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] প্রণীত। [illegible] একমাত্র [illegible] ... [illegible] অজ্ঞান [illegible] ... [illegible] নাই। [illegible] ... প্রশ্নোত্তর [illegible] কথাসার [illegible] বিরাট গ্রন্থ, [illegible] —চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ২, [illegible]।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রণীত [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] লীলা, বৈরাগ্য, [illegible] প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible] বিশদার্থ ও প্রসঙ্গের পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীন [illegible] ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুবাদ [illegible]। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ। ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

[illegible] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক [illegible] ও আপনাদের পক্ষের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই [illegible] গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও [illegible] পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, [illegible], ভজনলালসা, [illegible] শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক [illegible], ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রী[illegible] ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আবাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সাধনপন্থাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে স্বাচরিত সম্মোদন ভাষ্য, নিগূঢ় বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাহ্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়স্থিত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গদেশে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, গৌ[illegible] ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বি[illegible] গ্রন্থ। পাকপাড়া রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র [illegible] মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত [illegible] সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়্যাল বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের [illegible] শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্ট[illegible] নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর [illegible] আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্য[illegible] বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ [illegible] ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মা[illegible]

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মা[illegible]

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতা [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ [illegible] গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়া[illegible] সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বি[illegible] সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল [illegible] সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে [illegible] নামের নিজর-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতে[illegible] কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক [illegible] এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

প্রতিভাসম্পন্ন ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible] বলের [illegible] জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের [illegible] ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ৷০ আনা, পাইট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, [illegible] গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। [illegible] (বাড়ী এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible]।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, ১২৭, [illegible] ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার [illegible] গত ছয় মাস যাবৎ রাজযক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ [illegible] আশঙ্কা করিয়াছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং-এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কানপুরে বিপ্লবী ইস্তাহার

গত ২৩শে আগষ্ট প্রাতে কানপুর জেনারেলগঞ্জ পোষ্ট অফিসের নিকট বৈদ্যুতিক তারের একটা থামে একটা পোষ্টার লটকান দেখা যায়। উহাতে বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তনের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে বিপ্লবী দলের ২০৫টা বোমা আছে। ইস্তাহারে সরকারকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করা হইয়াছে। উহা হিন্দী ভাষায় লিখিত। লেখকের নাম লেখা হইয়াছে বদরী বিশাল। পুলিস উহা তখনই সরাইয়া ফেলে এবং সেখানে যে সব লোক সমবেত হইয়াছিল তাহাদিগকে হটাইয়া দেয়।

শ্রীহট্ট বোমা মামলার রায়

গত ২০শে আগষ্ট শ্রীহট্টের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এম, জি, এডলি আই, সি, এস, শ্রীহট্ট বোমার মামলার রায় দিয়াছেন। উহাতে প্রথম আসামী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসী আসরাফ খাঁ বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ বি ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছে। ঐ দুই দণ্ডাদেশই এক সঙ্গে চলিবে।

বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৫ ও ৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় আসামী মহম্মদ আবদুল সোভানের প্রতি যথাক্রমে ৪০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ প্রদত্ত হয়।

তৃতীয় আসামী খিলাফৎ কমিটীর সম্পাদক মহম্মদ মর্ত্তুজা চৌধুরীকে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

বোমার মামলার আসামী

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বিশ্বাস জামীনে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, বঙ্গীয় সংশোধিত [illegible]

করিয়া তাঁহাকে স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে। বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে [illegible] হুকুম হইতে তাঁহাকে লইয়া ১৯ ৩০কে গ্রেপ্তার করা হয়।

মদ্য নিরোধ সপ্তাহ

২৩শে আগষ্ট হইতে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে পতাকা অভিবাদন এবং জনসভা হইয়াছিল। শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী শ্রীযুত যমুনাদাস মেহটা এবং নরীম্যান প্রমুখ কংগ্রেস নেতাগণ সভাগুলিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাগরিকদের এই সপ্তাহটি পূর্ণ সাফল্যে মণ্ডিত করিতে বলেন, পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকদের প্রভাত ফেরী বাহির হইয়াছিল এবং সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মদ্যবর্জ্জনসংক্রান্ত বাণী সম্বলিত প্রচারপত্র লইয়া শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। এইগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উৎসাহপ্রদ হইয়াছিল। পানদোষের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণ পথে পথে ক্রমান্বয়ে ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্লাকার্ড, পোষ্টার এবং হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিয়াছেন।

ডাকাতভ্রমে পুলিসে ও গ্রামবাসীতে অনর্থের উৎপত্তি

গত ২১শে আগষ্ট রাত্রিতে আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে একদল দস্যু উপস্থিত হইবে এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একদল সশস্ত্র পুলিশ তথায় গমন করে। ভ্রান্তিক্রমে পুলিসদলকে দস্যুদল মনে করিয়া গ্রামবাসিগণ পলায়ন করে এবং সাহায্যের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট উপস্থিত হয়। অনন্তর পুলিসদলের নিকট একদল লোক গমন করে। পুলিসদল ভ্রান্তিক্রমে ঐ গ্রামবাসীদিগকে দস্যু মনে করিয়া একবার বন্দুক ছুড়ে। কিন্তু তাহাতে কেহই আহত হয় নাই। গ্রামবাসিগণ এক্ষণে তাহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া পুনরায় পলায়ন করে। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসিগণ উক্ত পুলিসদলকে দস্যু মনে করিয়া তাহাদের প্রতি দুইবার গুলী ছুড়ে। পুলিসদল উহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে থাকে।

ঐ সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী একখানি গ্রাম হইতে একদল পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আমেদাবাদের পুলিসের দলকে গ্রেপ্তার করে। উভয় দল পরস্পর পরস্পরকে অবগত হয়। গ্রাম্য পুলিসের নেতা গ্রামবাসিগণকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের নিকট প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করেন।

ভীতিবিহ্বল গ্রামবাসিগণ পলায়নকালে কয়েকজন গ্রামবাসী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর কেহই আহত হয় নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মীর বিপত্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, লাটার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত অবিনাশ ঘোষ গত ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে স্থানীয় ষ্টীমার ঘাটে ভবানীগঞ্জ ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলে জনৈক পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহার দ্রব্যাদি তল্লাস করেন; কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

দৈব দুর্ঘটনা

(নিজস্ব সংবাদ দাতা প্রেরিত)

গত ৩১শে শ্রাবণ তারিখে বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়া একটী পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ডুবিয়া যায়; তাহাকে তুলিতে গিয়া পর পর ২। টী স্ত্রীলোক জলে ডুবিয়া যায়। তখন তাদের পুরুষ ও সন্তানগুলি ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে থাকে। জলমগ্ন স্ত্রীলোকগুলি মারা গিয়াছে।

ঝুলনোপলক্ষে বৃন্দাবনে যাত্রীসংখ্যা

এবৎসর ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে সামান্য কয়েক হাজার মাত্র লোক আসিয়াছে। গত বৎসর ২০।২৫ হাজারের বেশী লোক হইয়াছিল। এবৎসর লোকসংখ্যা খুবই কম।

কুমাররাণীর দুই লক্ষ টাকা খাজনা মাফ

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকারকল্পে কুমাররাণী সায়িদা খাতুন এষ্টেটের মালিকানী ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রজাদের প্রায় দুই লক্ষ টাকার খাজনা তিনি ছাড়িয়া দিবেন।

১৯শে আগষ্ট তারিখে গয়া জিলার অন্তর্গত আওরঙ্গাবাদে উক্ত এষ্টেটের প্রজাদের যে বিরাট জনসভা হইয়াছিল, কুমাররাণী সায়িদা খাতুন সেই সভাতেই প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কনষ্টেবলের আত্মহত্যা

কুমিল্লার জিলা গোয়েন্দা বিভাগের ২৫ বৎসর বয়সের কনষ্টেবল রামনিহার শুকুল গত ২২শে আগষ্ট একটা রিভলভারের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে।

জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য

জাফুরবিল প্রজা সম্মিলনের অব্যবহিত পরে ধৃত শ্রীযুত দ্বারকানাথ গোস্বামীকে মৌলভীবাজার হইতে সশস্ত্র পুলিসের পাহারায় হাতে হাতকড়া ও দড়ি দিয়া শ্রীহট্ট জেলে লইয়া আসা হইয়াছে। তাঁহার পক্ষ হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জামীনের জন্য আবেদন করা হইলে তাহা মঞ্জুর হয় নাই। তাঁহার মামলার দিন পড়িয়াছে ২৬শে তারিখে।

পাটনায় পাঁচ লক্ষ টাকার সন্ধান

পুলিস গত ২১শে আগষ্ট তারিখে চুটকিয়া বাজারে শ্রীযুক্ত বসন্তলাল হরগোবিন্দ মাটন ও শ্রীযুক্ত মদনলাল মাটনের গৃহে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ খানাতল্লাস করিয়াও কোন সন্দেহজনক দ্রব্যাদি পায় নাই। পুলিস মহাজন শ্রীযুক্ত বসন্তলালের বাটীতে ৫ লক্ষ টাকা ও ২ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভা

আগামী ৩০শে আগষ্ট রবিবার পুরী স্বরাজ আশ্রমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৪৬ তম অধিবেশনের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভা হইবে। সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কার্য্যকরী সদস্যগণের নির্বাচন হইবে। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের অন্যান্য সম্বন্ধেও এই সভায় আলোচনা হইবে।

গোবিন্দপুরে বোমা প্রাপ্তি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ যে, গোবিন্দপুর কংগ্রেস কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি অব্যবহৃত বোমা এবং বিস্ফোরক পদার্থ পাইয়াছে। ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাস এবং গোবিন্দপুরের এক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

জিলা কংগ্রেস কমিটী, আইন অমান্য পরিষদ এবং ছাত্র সমিতির কার্য্যালয়ে পুলিশ হানা দিয়াছিল।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ৷৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম মূল্যের হার
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩১

গোলটেবিল বৈঠক

বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা সন্তোষজনক

জমীদার বহিষ্কৃত

মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তনে আশঙ্কা

বিপ্লবী যুবকদের জামীন

আহত কমিশনার আরোগ্যের পথে

গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা

নূতন ভারত সচিব স্যার সামুয়েল হোর

বন্যা সাহায্যে সমিতির সভা

আলীপুরে দায়রা জজ আক্রমণ

নানা কথা

গোল টেবিল বৈঠক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তনে ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। ভারতের কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বৈঠকের সভাপতি হইবেন। লর্ড চ্যান্সেলার সভা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, লর্ড রিডিং তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা সন্তোষজনক

২৮শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৩টা ৩০ মিনিটের সময় এসোসিয়েটেড প্রেসের কলিকাতা অফিসে সিমলা হইতে এই মর্ম্মে টেলিফোন আসিয়াছে যে, গান্ধীজীর সহিত প্রতিনিধির সহিত সন্তোষজনকভাবে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ২৯শে আগষ্ট তিনি বোম্বাই হইতে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। ২৭শে আগষ্ট অপরাহ্ণে তিনি সিমলা হইতে সরাসরি বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

অপরাহ্ণ ২॥টার সময় রাজপ্রতিনিধির শাসনপরিষদের অধিবেশন বসে।

বিলাতকে টাকা ধার দিবে

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ যে বিলাতের নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে আমেরিকা সন্তুষ্ট হইয়া বিলাতকে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ দিলেই মার্কিণের প্রাইভেট ব্যাঙ্কেরেরা বিলাত যত টাকা চায় তত টাকা দিবে।

সম্বলপুরে প্রবল বৃষ্টি

১৯শে আগষ্ট তারিখ হইতে দুই তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে সম্বলপুরে জনসাধারণের বহু বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, জর্জের রিজার্ভারগুলি কাণায় কাণায় ভরিয়া গিয়াছে এবং খালের বাঁধের ধারের বাড়ীগুলিতে দুই ফিট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। প্রাণভয়ে অনেকে গৃহত্যাগ করিয়াছে। সেনাপার্ক ও নিকটের রাস্তা দুইটী জলমগ্ন; ধানের চারাগুলিও জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

মহানদীর জল দ্রুত বাড়িতেছে। নদীতে একটি পুরুষ, একটী শিশু, তিনটি ভল্লুক, দুইটী বানর, একটি শূকর, তিনটি গাভীর মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের ন্যায় বন্যার আশঙ্কায় জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নূতন ভারত সচিব স্যার সামুয়েল হোর

মিঃ ওয়েজউড বেনের স্থলে ৫১ বৎসর বয়স্ক স্যার সামুয়েল হোর নূতন ভারতসচিব হইয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। গত ২১ বৎসর যাবৎ স্যার সামুয়েল পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ইতোপূর্ব্বে ঔপনিবেশিক সচিব রাইট অনারেবল এ, লিটলটনের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি বিমান সচিব ছিলেন।

উপাধি বিতরণ সিভিল সার্ভিস কমিশনের এবং নির্ব্বাচন সংস্কার সম্পর্কীয় কনফারেন্সের ইনি এক জন সদস্য ছিলেন।

মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তনে আশঙ্কা

শ্রমিক মন্ত্রী সভার পতনে অবস্থা নিরাশাজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্যার স্যামুয়েল ভারত সচিব হওয়ায় জাতীয় বৃটিশ সরকারের অধীনে কংগ্রেস নেতারা বিশেষ সাফল্যলাভের আশা করেন না। কিন্তু গান্ধীজী লণ্ডন যাওয়াই অধিক পছন্দ করেন। সুস্পষ্ট ভাবে ভারতের দাবী উপস্থিত করিবার পক্ষে তাঁহার পথ যখন পরিষ্কার হইতেছে, তখন তিনি লণ্ডন যাওয়াই ভাল মনে করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকৈবল্য সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরোত্তম, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগদানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রামবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীধ্যানীদাস পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী বপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার — ১৭২তম সংখ্যা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব উপলক্ষে অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী

সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার দ্বারা মানব জীবনের চরম কল্যাণ সাধনের জন্য কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছেন, ইহা সজ্জন মাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ মূল মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা ও প্রচারকেন্দ্রই এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ। বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ এবং আচার্য্যগণ রচিত ভক্তিগ্রন্থাবলী তথা সাময়িক পত্র তিনখানি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আগামী ৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) রবিবার হইতে ৯ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে নন্দোৎসব ২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার হইতে ৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার) পর্য্যন্ত একটী অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। ইহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা, মানবজীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তিবিচার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ, বহুপ্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলাকৌশলের দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে উপদিষ্ট ও প্রদর্শিত হইবে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদত্ত হইবে। বাগবাজার ষ্ট্রীটে করপোরেশনপ্রদত্ত বিস্তৃত মাঠে গত বৎসর অপেক্ষা অনেক বড় আকারে ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার খোলা থাকিবে। ইহার পর সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশমূল্য নাই। সজ্জনগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

— —

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২০।৮।৩১ তারিখে বীরভূম জেলা নিবাসী দুইজন আগন্তুক শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আগমনকরতঃ 'শ্রীচৈতন্যমঠ কি বস্তু এবং সেবা কাহাকে বলে' এরূপ প্রশ্ন করায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বলেন,—"এই শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ জগতের সাধারণ কর্ম্মী বা জ্ঞানীদের ভোগপর বা ত্যাগপর পন্থাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত একটী কর্ম্মমন্দির বিশেষ নহে। এটী একটী ভক্ত মঠ। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু অমন্দোদয়-দয় বারিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র এই পুণ্য-তোয়া পূত-ভূমি।

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুণ্যকীর্ত্তি বুকে লইয়া তাঁহারই আচরিত এবং প্রচারিত জগন্মঙ্গলকর উন্নতোজ্জ্বল প্রেমধর্ম্মের বিষয় জগজ্জীবকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করাইবার জন্যই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমগণ এই আকর মঠ-রাজ শ্রীচৈতন্যমঠকে উঁহারই কেন্দ্ররূপে প্রকট করিয়াছেন।

— —

এই স্থান হইতে সংসারবন্ধন ছেদনকারী চৈতন্যবাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়া জীববৃন্দকে তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধনাশের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। যাঁহারা এই বাণীকে আশ্রয় করতঃ তাঁহার বিনোদন কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবেন তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবারিধারা অভিষিক্ত হইয়া ভবসংসার দাবাগ্নির করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য করিতে সমর্থ হইবেন।

— —

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যে স্থানে আবির্ভূত হন সেস্থান শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন। সে স্থানের জীববৃন্দ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সেবানন্দে সতত নিমগ্ন, সে স্থানের বৃক্ষরাজি কল্পতরুসদৃশ—কথা গান—গমন নৃত্য—সারং মন্দাকিনী। এ-স্থলের প্রতি রেণু-কণা ভগবৎস্মৃতি-বিজড়িত এবং ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী।

কিন্তু এইপ্রকার শ্রীধামশোভা দর্শন জীবের বদ্ধাবস্থায় সম্ভব নহে, 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' বর্ত্তমানে আমরা জড়াভিমানে মগ্ন হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত আছি। এই বিষয়ভোগবাসনা বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত নেত্রের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা শ্রীধামশোভা দর্শনের অধিকারী নহি।

সমুদয় জড়াভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের চরণে শরণাগত হইতে পারিলে তাঁহারই কৃপায় আমাদের শ্রীধামসেবায় অধিকার হইবে এবং তখন নিষ্কপটে শ্রীধাম-সেবা, শ্রীধামপ্রদর্শক গুরুদেবের সেবা, ধামের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদভিন্ন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাফলে আমাদের অপ্রাকৃত নেত্রের উদয় হইবে তখন আমরা সেই অপ্রাকৃত নেত্রে শ্রীধামদর্শনে সমর্থ হইব। তৎপূর্ব্বে আমাদের শ্রীধামকে প্রাকৃতবুদ্ধি হইবে এবং সেই অপরাধের ফলে আমরা ধামদর্শনে বঞ্চিত থাকিব।

— —

সেবা অর্থাৎ ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম। এই চৈতন্যমঠে এবং ইহার বিভিন্ন শাখামঠসমূহের সেবকগণ যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন তাহা সমস্তই সর্ব্বারাধ্য বৈষ্ণবগণের প্রীত্যর্থে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই কৃত হইতেছে। এই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণকেই দেখুন না,—কৃষি, গোরক্ষণ, পুষ্পোদ্যান রচনা, মন্দির মার্জ্জন এবং অর্চ্চন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যই শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ উদ্দেশ্যেই কৃত হইতেছে। কৃষিজাত শাকসব্জি দ্বারা ভগবানের সেবা হইবে, এই উদ্দেশ্যেই কৃষি-কর্ম্ম, গোদুগ্ধের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা হইবে সেই জন্যই গোরক্ষণ, পুষ্পের দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন এবং শৃঙ্গার হইবে সেই-জন্যই পুষ্পোদ্যান। এবম্প্রকার এইস্থানের যাবতীয় কার্য্যই শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের জন্যই, কাহারও নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের তৃপ্তিবিধানকল্পে অনুষ্ঠিত নহে।

— —

শ্রীভগবানের তৃপ্তিবিধান মানসে অখিল চেষ্টার নামই ভগবৎসেবা। এতদতিরিক্ত সমস্তই অন্যাভিলাষ, ভোগ বা কর্ম্ম॥

ভগবৎকৃপালাভের উপায়

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি এই চৌদ্দটী মন্বন্তর।

বর্ত্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর, এই বৈবস্বত মন্বন্তরে মানব সভ্যতার প্রাক্কালে শ্রীভগবান বামনদেব ক্ষুদ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ভিখারীর [illegible] বলি মহারাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন।

বলি মহারাজ ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে পর সেই সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বামনদেব তাঁহার নিকট সর্ব্বস্ব গ্রহণ করি। তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মস্তকে অশোক অভয়ামৃত পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছিলেন।

বলি মহারাজ তাঁহার কৌলিকগুরু মহর্ষি ভৃগুর পুত্র কবি শুক্রাচার্য্যের বিবিধ উপদেশের ছলনা এবং যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি সেই গুরুব্রুবের কুহকে না ভুলিয়া বামন ভিখারীর ছলনাকেই পরম মঙ্গলের সেতু জানিলেন, তাই তাঁহার বামনরূপী বিষ্ণুর চরণে যথাসর্ব্বস্ব বলি দিবার বা আত্ম নিবেদন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

এই উপাখ্যানটী আলোচনা করিলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবগণ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি উপদেশের ছলনা করিলেও সত্যানুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান জনগণের তাঁহাদের কুহকে এবং কথার জালে পতিত না হইয়া সেই গুরুব্রুবগণকে দম্ভধর্ম্মী ও বঞ্চক জ্ঞানে পরিত্যাগ করাই বিধি, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হইবে না, বরং পরিত্যাগ না করিলেই ভগবদ্বস্তু [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হই।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে—শ্রীভগবান সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা সুতরাং আমার বলিতে কিছু না রাখি। যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার পাদপদ্মে (আত্মসমর্পণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে) অর্পণ করিলেই তাঁহার আত্মনিবেদন করিলেই তাঁহার কৃপা [illegible]। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

দেহরোগ ও ভবরোগ

বদ্ধ জীব মাত্রই ভবরোগী। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কাহার যে কখন এই রোগের জন্ম হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা কঠিন, আর কতদিন এ রোগ ভোগ করিতে হইবে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট কালও কিছু নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে যতদিন না জীবের এ বহির্ম্মুখতা দূর হইবে ততদিন তাহাকে ভবরোগে ভুগিতে হইবে।

দেহরোগের জন্ম ভবরোগ হইতে। দেহরোগের জন্মকাল এবং অবস্থানকাল—সীমাবদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন রোগের ভোগকাল একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত। যেমন, গঙ্গার ভোগকাল সহস্র দিবস। এইরূপ আয়ুর্ব্বেদে যাবতীয় রোগের এক একটা হিসাব আছে।

দেহরোগের জন্য ঔষধ সেবনে তাহার বিনাশ হয়। আবার অন্য আকারে তাহা দেখা দেয়। অর্থাৎ যতদিন দেহ আছে, নিত্য নূতন ব্যাধির জন্ম হইতে থাকে। ব্যাধি নিরাময় হইলে আমরা মনে করি আমি সুস্থ হইলাম, আর কোন ব্যাধি হইবে না। এবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখ ভোগ করিতে পারিব। দেহের যে বিনাশ আছে, এটা আমরা সুস্থ অবস্থায় ধারণা করিতে পারি না। তজ্জন্যই যুধিষ্ঠির মহারাজই বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

কিন্তু গীতা বলিতেছেন,—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" জন্মিলেই মরিতে হইবে। আবার মরণের পর জন্ম, যতদিন ভবরোগ আছে এ জন্ম মৃত্যুর অবসান নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিচার করেন যে, দেহ ধারণ করিলেই যখন রোগ জন্মিবে এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপেও যখন দুঃখ ভোগ, তখন ত্রিতাপদিগ্ধ পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট না হইয়া যাহাতে ভবরোগ নষ্ট হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই অপ্রাকৃত কবিবর কুলশেখর মহারাজ বলিয়াছেন,—

কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥

হে ব্যাধিবদ্ধ মূঢ় দুর্ম্মতি জীব, তুমি দেহরোগ বিনাশের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাহাতে ত ব্যাধি নিরাময় হইবে না। যতদিন ভবরোগ আছে, ততদিন দেহরোগও থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়নগুলির সেবনে দেহরোগ বিনাশের চেষ্টা না করিয়া কৃষ্ণরসায়ন পান কর, তাহা হইলে ভবরোগের হাত হইতে সম্যক্ প্রকারে নিষ্কৃতি পাইলে আর দেহরোগ জন্মিবে না।

দেহরোগের চিকিৎসক অনেক; কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসক কোটির মধ্যে গুটি-এক্টী। দেহ রোগের চিকিৎসক অর্থকামী সুতরাং তাহারা দেহীর রোগই প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভবব্যাধিচিকিৎসকের চেষ্টা—যাহাতে সকলেরই রোগ শীঘ্রই নাশপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তাঁহারা কোন অর্থ গ্রহণ করেন না; কিন্তু কিরূপে তাঁহার রোগীর ঔষধ সেবনে রুচি হইবে তজ্জন্য যত্ন করেন এবং তাঁহার ঔষধের মূল্য—'শ্রদ্ধা'। যদি কাহারও ঐ মূল্য না থাকে, তবে তাঁহারা উহা নিজ হইতে প্রদান করিতে [illegible] থাকেন। তথাপি বদ্ধজীব আমরা রোগ নিরাময় করিতে চাহি না। ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি কিন্তু ব্যাধি নাশ না করিয়া ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হয় তাহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, তজ্জন্য চিকিৎসকের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত নহি। হায়রে কলিকাল। এমনই তোমার প্রভাব!

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

নানা মুনির নানা মত এবং তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবশতঃ মহাজনবাক্যই যে একমাত্র স্বীকার্য্য,—ইহা বেদ-ভারত-ভাগবতাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধ মহাজন' বলিয়া স্বীকৃত, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ এখনও তাঁহাকে 'পরম গুরুদেব' বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, এইরূপ জগদ্গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাজন স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের নিদর্শন ও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদিঘির নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

আমেরিকার কাগজওয়ালারা বিশেষ আনন্দসহকারে প্রচার করিতেছেন যে, ঐ দেশের কুড়িহাজার গ্রামে কোনও ধর্ম্মযাজক বা প্রচারক নাই এবং প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ ধর্ম্মোপদেশ পান নাই এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনও রূপ আলোচনা করিবার সুবিধা পান নাই। তাঁহাদের মতে—'এই সমস্ত লোক ধর্ম্মের অত্যাচার হইতে মুক্ত সুতরাং বিশেষ সৌভাগ্যবান্। ঈশ্বর মানিবার মত দুর্ভাগ্য তাহাদের হয় নাই।'

রুষিয়া দেশেও ধর্ম্মকে বয়কট করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও রূপ উপদেশ পান নাই, এরূপ বালক বালিকাদিগের মধ্যেও শতকরা ৭০ জন ঈশ্বরে কিছু না কিছু বিশ্বাস করে—ইহাই রুষগবর্ণমেন্টের গণনায় বাহির হইয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক মন্দভাগ্য, বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করে, তাহারা ক্রমশঃ কুসংস্কারপরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না।

দেশ বিদেশ ও দ্বীপ দ্বীপান্তর নিবাসী মানববৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। জীব নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয় নাই সে পর্য্যন্ত তাহাতে চেতন ধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণ ঈশ্বর বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্ক দ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদনপূর্ব্বক হয় নাস্তিকতা না হয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন।

আব্রাহাম কাউলে নামক লেখক 'মহত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালের রাক্ষসেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত। তাহাদের স্বর্গে উঠিয়া দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হয়। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা ওলিম্পাস পর্ব্বতের উপর অসাপর্ব্বত ছুড়িয়া ফেলে এবং তদুপরি পীলিয়ন পর্ব্বত স্থাপিত করে। রাক্ষসগণের ধারণা ছিল যে, আরও দুই তিনটা পর্ব্বত উহার উপর স্থাপিত করিলেই তাহারা স্বর্গে পৌছিতে পারিবে, কিন্তু এক বজ্রপাতেই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কর্ম্মীর এই পরিণাম!

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদ্রোহ মামলায় লাটের দয়া

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, যে সকল আসামী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষ হইতে প্রাণভিক্ষা করিয়া বর্ম্মার লাটের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। লাট বাহাদুর দয়া করিয়া ৯ জন আসামীর মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ করিয়া দিয়াছেন। ২ জন আসামীর আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং বাকী ১০ জন আসামীর প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশ সম্পর্কে পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাহাদের প্রতি ৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে ও অপর ২ জন আসামীর প্রতি যে ১০ বৎসরের অধিক কালের জন্য দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পুনর্বিচার করা হইবে।

ট্রাইব্যুনালের সহিত সরকারী কৌঁসিলীর মতভেদ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভের পরে ২৫শে আগষ্ট সর্ব্বপ্রথম সরকার পক্ষের কৌঁসিলী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ট্রাইব্যুনালের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে চাহিয়াছেন। লায়ালপুরের দারোগা গোলাম মহম্মদ সাক্ষ্য লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। আসামীপক্ষের কৌঁসিলী গোলাম মহম্মদকে জেরা করিতে করিতে তদন্তকালে গোলাম মহম্মদ সকল সাক্ষীর নাম জানিতে চাহেন। সাক্ষী উত্তর করে যে, সে পুলিসের ডায়েরী না দেখিয়া সাক্ষীদের নাম বলিতে পারিবে না। ইহাতে আসামী পক্ষের কৌঁসিলী সাক্ষীকে ডায়েরী দেখিয়া লইতে অনুরোধ করেন। সরকারী উকীল ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে আসামী পক্ষের উকীল এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ট্রাইব্যুনাল আদেশ করেন সুবিচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাক্ষীর ডায়েরী দেখিয়া লইয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। ইহাতে সরকারী উকীল বলেন ট্রাইব্যুনালের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আবেদন করিতে চাহেন। সে কারণ আদালত সাক্ষীদের জেরা স্থগিত রাখিয়াছেন। হাইকোর্টের আদেশ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তদন্তকারী কর্ম্মচারিগণের সাক্ষ্যও গৃহীত হইবে না।

বন্যা সাহায্য সমিতির সভা

গত ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে পূর্ণ কুটীরে ফরিদপুর জিলা কংগ্রেস বন্যা-সাহায্য-সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত যদুনাথ পাল পদত্যাগ করায় ফরিদপুর উকিল সমিতির সভাপতি শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র তাঁহার স্থানে উক্ত সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং এখন হইতে সকলপ্রকার সাহায্য তাঁহার নিকটেই প্রেরণ করিতে হইবে। শ্রীযুত সতীপ্রসাদ কর ও কংগ্রেস সাহায্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীরামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এই সভায় সেই স্থানগুলির অবস্থা বর্ণনা করেন। ২২শে আগষ্ট জিলা কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুত অখিলচন্দ্র মহলানবিশ সাতজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সাহায্যের জন্য চৌদ্দরশী এবং সদরপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জমীদার বহিষ্কৃত

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, উলানিয়ার জমীদার হাজী ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী নোয়াখালীতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ও তাঁহার উপর এই রকম আদেশ দেওয়া হয় ও তাঁহাকে সেবার কলিকাতা যাইতে বলা হয়। দিল্লী চুক্তির পর তিনি

আহত কমিশনার আরোগ্যের পথে

২৩শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে নর্থব্রুক হলে ঢাকায় নাগরিকগণের এক সভার অধিবেশনে তথাকার নবাব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত এক তারের সংবাদ পঠিত হয়। উহাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন যে, আহত কমিশনার মিঃ কাসেলস এর অবস্থা সন্তোষজনক।

উক্ত সভায় কমিশনারকে আক্রমণের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিপ্লবী যুবকদের জামীন

ছাপরা হইতে প্রকাশ যে বিপ্লবী দলের লোক রাম নরেশ সিং ও সচ্চিদানন্দ সিং, কয়দিন পূর্ব্বে ছাপরার রেল ষ্টেশনে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে সেই সময় হাজতে পাঠান। ছাপরার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহাদের জন্য জামীনের প্রার্থনা করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে নগদ ২ হাজার টাকা হিসাবে জামীনে মুক্তি লইবার আদেশ দেন।

আসামী পক্ষ হইতে জামীনের পরিমাণ কমাইবার ও নগদ জামীনের পরিবর্ত্তে সম্পত্তি জামীন লইবার প্রার্থনা জানাইয়া সারণের দায়রা আদালতে আবেদন করা হয়। দায়রা জজ আসামীদিগকে ২ হাজার টাকা হিসাবে জামীনে মুক্তি লইবার আদেশ দিয়াছেন।

বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

জয়পুর ভিজগাপট্টম হইতে প্রকাশ যে, গত ১৯শে আগষ্ট এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার সময় উড়িষ্যায় বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ মিশ্রকে পুলিস ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অমবার পথে জগৎ সিং এবং তাঁহার বন্ধুগণ ও অন্যান্য বাজেয়াপ্ত চিত্রাবলী পুলিস লইয়া যায়।

আলীপুরে দায়রা জজ আক্রমণ

আসামী দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বারাকপুর ডাকাতি মামলায় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মামলার বিচারকালে আলীপুরের দায়রা জজ মিঃ জে, এন, তালুকদারকে হত্যার চেষ্টা করিতে যাইয়া বেঞ্চ ক্লার্ক, দুই জন পুলিস কনষ্টেবল এবং একজন বন্দীকে আহত করে। আক্রমণের ফলে বন্দী হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছিল। আসামী ননীগোপালের বিরুদ্ধে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইনগামের এজলাসে হত্যাপরাধে মামলা উপস্থিত করিয়াছে। ৩রা সেপ্টেম্বর মামলার শুনানী হইবে।

চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জের ও চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

পুলিস ২৪শে আগষ্ট সকালে অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা সম্পর্কে এই খানাতল্লাসের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। চুরি সম্পর্কে ৭ জন লোককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে, তিনি যেন ১৯শে আগষ্ট ইংলণ্ড যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হন; কেন না, গান্ধীজীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে পথ প্রশস্ত হইতেছে। এই টেলিগ্রাম হইতে গান্ধীজীরও ঐ তারিখে ইংলণ্ড যাত্রার সম্ভাবনা অনুমান করা হইতেছে।

রিভলভার রাখায় ২॥০ বৎসর

খুলনা হইতে প্রকাশ যে, গত ২০শে এপ্রিল সুধীরকুমার কর্ম্মকার ও রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক বে-আইনীভাবে রিভলভার টোটা রাখিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাহারা ২॥ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাদিগকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান সদস্যদের তালিকা

২৫শে আগষ্ট লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ বেন ঐ তারিখে পদত্যাগ করিয়াছেন। স্যার স্যামুয়েল হোর ভার সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, লর্ড রেডিং মিঃ হেণ্ডারসনের স্থলে বৈদেশিক সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং অন্যান্য পদে নিয়োগ যথা:—মিঃ বল্ডুইন—লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব কাউন্সিল সার হার্বার্ট স্যামুয়েল—স্বরাষ্ট্র সচিব লর্ড স্যাঙ্কি—লর্ড চ্যান্সেলার। মিঃ স্নোডেন—চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার মিঃ নেভিল চেম্বারলেন—স্বাস্থ্য। সার ফিলিপ কুনলিফ লিষ্টার—বোর্ড অব ট্রেড। জে, এইচ, টমাস—ঔপনিবেশিক সচিব।

শেয়ার বাজার উঠিল

গান্ধীজীর লণ্ডন গমনের সম্ভাবনায় বোম্বায়ের শেয়ার বাজার বেশ চড়িয়া গিয়াছে। তবে পাকা সংবাদ পাওয়া গেল না বলিয়া অল্পক্ষণ পরেই আবার দর পড়িয়া যায়। মিলের শেয়ারের দরে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় নাই। ২৬শে আগষ্ট অর্দ্ধঘণ্টা বেশী সময় পর্য্যন্ত বাজার খোলা ছিল। কোম্পানীর কাগজের দরও বেশ উঠা নামা করিয়াছিল।

নীলাম ইস্তাহার

ভ্রম সংশোধন

১৪৯ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের ৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত ২৯ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত ক্রমিক নম্বরান্তর্গত ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২ ও ৫৭৩নং থাকে জারীগুলিতে ডিক্রিদার জয়দুর্গাদাসী স্থানে দুর্গাবালা দাসী সাং মাধবপুর হইবে।

টেলি— "শ্রীমায়াপুর"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ·১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম্ ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই ভাদ্র সোমবার, ১৩৩৮, ৩১শে আগষ্ট ১৯৩১

মণিভবনে কলরব

গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রায় এনড্রুজ সাহেব

সুভাষচন্দ্রের তার

শ্রীযুত মুকুন্দলালের ভাগায় আগমন

মালব্যজীরও যাত্রা

বরের পিতা ও পুরোহিতের জরিমানা

পুলিসের চর নিহত

রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা

গোলটেবিল বৈঠক

বোম্বাই অভিমুখে সেনগুপ্ত

নানা কথা

মণিভবনে কলরব

গান্ধীজীর যাত্রা উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান মণিভবনে অপূর্ব্ব কলরবের সৃষ্টি হইয়াছে। কুমারী মীরা বেন তাঁহার মালপত্র গুছাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মালপত্রের মধ্যে একটি খাদি নির্ম্মিত ট্রাঙ্ক, একটী বেতের একটী চরকা ও আরও সামান্য দুই একটা পুটুলী মাত্র। খদি ট্রাঙ্কের মধ্যে তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত বস্ত্রাদি আছে ও বেতের বাক্সের মধ্যে তিনি জেলে যে বাসনকোসন ব্যবহার করিতেন, সেইগুলি লওয়া হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের তার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর নিকট এক তারে প্রকাশ করিয়াছেন,—

'আপনি যেখানে থাকুন না কেন, আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে থাকিবে। জাগ্রত ভারত বেশ বুঝিয়াছে যে আপনার হস্তে জাতির সম্মান সুরক্ষিত থাকিবে। ভারত আশাপূর্ণ নেত্রে আপনার গতিপথের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং আবশ্যক হইলে আমরা আবার সংগ্রামে লিপ্ত হইব, কিন্তু কদাচ আমাদের প্রাপ্য বস্তুর এক কপর্দকও কম লইব না।"

মালব্যজীরও যাত্রা

বেনারস হইতে প্রকাশ যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য লণ্ডন যাত্রার উদ্দেশ্যে গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রি ১টার সময় বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। গান্ধীজীর সহিত 'রাজপুতনা' জাহাজে যাত্রা করিবার জন্য যাহাতে তিনি সময় মত বোম্বাই পৌঁছিতে পারেন, সেইজন্য পণ্ডিতজী এলাহাবাদের নিকট ছেওকী ষ্টেশনে বোম্বাই মেল ধরিবেন। সম্প্রতি গান্ধীজীর নিকট হইতে মিটমাট সম্বন্ধে টেলিফোন আসিলে তাঁহাকে বোম্বাই যাইতে বলা হয়।

তাঁহার সহিত পণ্ডিত মুকুন্দ মালব্য ও পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য যাইবেন।

টাঙ্গাইল ধর-পাকড়ের ধুম

ঢাকার কমিশনার মিঃ ক্যাসেলকে গুলী করার সম্পর্কে আকুটাকুর গ্রামের অশোক মজুমদারকে গত ২৭শে আগষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন হল ও উকীল শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে, আশু বাবুর পুত্র রামতোষ এখনও জেলের হাজতে আছে। পিপলস্ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুত কমলাকান্ত মজুমদারকে আবার থানায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পুলিস জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা

ছিলির গ্রাম সমূহ হইতে অন্নাভাবে লোকের দারুণ দুর্দ্দশার এবং অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুর ও আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেস হইতে ভাটুরিয়াতে এবং হিন্দু মিশন হইতে দাউদপুরে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে কিন্তু যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্য।

শ্রীযুত মুকুন্দলালের ভাগায় আগমন

২৭শে আগষ্ট প্রাতে নিখিল ভারতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীযুত মুকুন্দলাল ভাগায় মানভূম আগমন করিয়াছেন। কয়েকদিন এইখানে থাকিয়া তিনি খনির শ্রমিকদের চাকুরীর অবস্থা অবগত হইবেন এবং কয়লার শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবেন। কয়েকটা কয়লা খনির কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগকে বরখাস্ত করার ভয় দেখাইয়াছেন। তাহা যাহাতে না ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে শ্রীযুত মুকুন্দলাল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আলোচনা করিবেন। আগামী সভায় শ্রীযুত মুকুন্দলালও যোগদান করিবেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চক্ষুপ্রাণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথারাম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীকমলদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী॥

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রামবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী বনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী নলপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল॥

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-[illegible]

৫নং গোপীভবন ডাকঘর লেন, [illegible] দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible], শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণ[illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার ১৫৩৬ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ৯।৮।৩১ তারিখে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত প্রায় ১॥০ঘণ্টাকাল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করেন। তিনি নিজে নিজে শাস্ত্রালোচনা করিতে গিয়া ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই চরম প্রয়োজন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার নিকট চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদের কথা কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—

মায়াবাদ দোষ যার হৃদয় পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥

গত ৩০শে শ্রাবণ রবিবার দিবস ময়মনসিং শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ধলার নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মণপুর গ্রামনিবাসী শ্রীপাদ সুরেন্দ্র সুন্দর মুন্সী মহাশয়ের সাগ্রহ আহ্বানে ও চেষ্টায় চৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবশিক্ষালীলা-বিষয়ী পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও মহামন্ত্র সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীপাদ সুরেন্দ্র বাবু সজ্জন ও ধনাঢ্য ব্যক্তি; তাঁহার ঐকান্তিক সেবা ও শ্রীশ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে অচলা ভক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবস বাম অমৃতবাজারের মার্চ্চেন্ট শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র লাহা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র লাহা বি,এ মহাশয়ের সাতিশয় চেষ্টা ও আহ্বানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের কতিপয় ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কালীপাড়া গ্রামে উক্ত লাহা মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ যদুবর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শুকদেব পরীক্ষিৎ সংবাদ' পাঠ করেন। ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এরূপ গৌরবাণী কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সাধুবৈষ্ণবগণের প্রতি সুরেশ বাবুর ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টা প্রশংসার্হ।

গত ৭ই ভাদ্র সোমবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বহরমপুর কলেজের প্রোফেসার শ্রীযুত দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ মহোদয় বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী তাহা প্রাচীন ইতিহাস, শাস্ত্র, মহাজনবাক্য, সুপ্রাচীন প্রবাদ প্রভৃতি বহু প্রমাণাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন।

আরও বলেন, এই অন্তর্দ্বীপে যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে, শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। এই স্থানের বিশেষত্ব—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে এই ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হয়। সেই সময় তথায় সহস্র সহস্র লোক আসিয়া ধাম পরিক্রমা, মহাপ্রসাদ সম্মান, শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করেন।

দীনদয়াল বাবু শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন।

গত ৯ই ভাদ্র তারিখে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবজীউর ঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অপূর্ব্ব দর্শন, চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন। দর্শকবৃন্দ শৃঙ্গারকার্য্যে দক্ষ শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবাসৌষ্ঠবে নানা সুগন্ধিপুষ্পসুশোভিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারীজী 'কুলিয়া সহরে যে ঠাকুর দেখাইয়া ও ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থাদি গ্রহণ করা হইতেছে তাহা যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিগর্হিত ও অপরাধ-জনক এবং শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজের ভোগে না লাগাইয়া কায়-মন-বাক্য এবং যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সাধুগুরুর আনুগত্যে নিষ্কপটে আমাদের নিত্য সেব্য বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার সেবা করা উচিত, এই সব কথা শাস্ত্রযুক্তি দিয়া অতি সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। এইরূপ নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ৬ই ভাদ্র হইতে ঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা শ্রীচৈতন্যমঠের সুসজ্জিত ও চিত্তা-কর্ষক শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আসিতেছেন।

গত ১৩ই আগষ্ট অমাবস্যামেলা উপ-লক্ষে রিণাটার মিশ্রিকেন ষ্টেশন মাষ্টার চৌবেজী সস্ত্রীক মধ্যাহ্ন সময় শ্রীপরম-হংস মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আগমন করেন। তিনি শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও চিত্তা-কর্ষক শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত মেলা উপলক্ষে বহু লোক শ্রীবিগ্রহ দর্শনাভিলাষী হইয়া পরমহংসমঠে আসিয়াছিলেন।

সেই সে বিভার রস জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

কৃষ্ণভজনের জন্য মাতাপিতা ত্যাগ অসঙ্গত নহে

কোন ব্যক্তি যদি নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিবার জন্য মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া মঠাদিতে সাধুসঙ্গে অবস্থান করেন তবে লৌকিক বিচার অবলম্বনকারিগণ সমস্বরে ইহাই বলিবেন যে—"এই প্রকার আচরণটী অতিশয় অসঙ্গত, ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা এবং যাহারা এই কার্য্যের প্রশ্রয় দেন তাঁহারাও নিন্দনীয়।"

মায়ান্ধ ব্যক্তির বিচার এই যে—পুত্র যদি চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া বারবনিতার গৃহে গমন করে, মদ্যপায়ী হয়, পিতার অর্থ চুরি করিয়া অপব্যয় করে, এমন কি, পিতামাতার মস্তকে আঘাত করে তাহাতেও তাঁহাদের তত আপত্তি হয় না; কিন্তু যে কার্য্য করিলে নিজের, পিতা-মাতার, পিতৃ মাতৃকুলের ও জগতের বহু জীবের নিত্যমঙ্গল হইবে সেই হরিভজন করিবার জন্য যদি পুত্র গৃহত্যাগ করেন, তবে পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, এমন কি শত্রু পর্য্যন্ত সকলেই তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিবেন এবং যাহাতে হরিভজন করিতে না পারেন তজ্জন্য সকলেই কোমর বাঁধিয়া বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

অবশ্য পুত্র যদি সাধুসঙ্গে হরিভজন না করেন অথচ যদি পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া খেয়ালের তৃপ্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার সেই কার্য্যটী অতিশয় অসঙ্গত ও নিষ্ঠুরতার পরিচয়; কিন্তু যদি পুত্র সৎসঙ্গে নিষ্কপটে হরিভজন করেন তবে সজ্জন-সমাজের বিচারে তাহা দোষের নহে, কারণ পুত্র হরিভজন না করিয়া যদি কেবল অর্থোপার্জ্জনাদি দ্বারা পিতা মাতার সেবা করিতেন তাহাতে তাঁহাদের যত উপকার হইত কেবলমাত্র হরিভজন করিলেই তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে উপকার হইয়া থাকে।

দেখা যায় অনেক পুত্র হরি-ভজন-শূন্য অবস্থায় নিরন্তর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও পিতা মাতার জাগতিক অভাবগুলিও দূর করিতে পারেন না, কিন্তু যে পুত্র হরিভজন করেন তিনি নিকটে না থাকিয়াও পিতামাতার সংসার ও পরমার্থ উভয় দিকের ভার ভগবানে অর্পণ করেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের পালক ও রক্ষক সেই নাথে, এমন—শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন।

কোন মহাজন বলিয়াছেন—পুত্র যদি হরিভজন করেন তবে তিনিই যথার্থ পুত্র, নচেৎ তাঁহাকে মৃত বলা যায়। আরও শাস্ত্রে দেখা যায়, পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া তিনি পুত্র পদ বাচ্য। হরিভজন না করিলে নিজেই উদ্ধার হইতে পারেন না, তবে কি করিয়া পিতামাতাকে উদ্ধার করিবেন?

যে হরিভজনের দ্বারা আত্মমঙ্গল হয় এবং পিতামাতার সংসার ও পরমার্থ উভয় দিকের মঙ্গল হয় ও বহু জীবেরও নিত্য মঙ্গল হয় সেই হরিভজনোদ্দেশ্যে মাতা পিতা ত্যাগ পারমার্থিকগণের বিচারে কখনও অসঙ্গত এবং নিষ্ঠুরতা হইতে পারে না।

হরিভজনোদ্দেশ্যে মাতা পিতা ত্যাগ করা যে শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত তাহা জানিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ারগুলি আলোচ্য।

'স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্ব দোষ উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সফল তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায়।

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম অঃ)

'স্বামিনীরা দেবহুতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভবানন্দে হরি বলিয়া বেড়ায়॥
পরমার্থে এই ত্যাগ, ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥'

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু প্রথম যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে তিনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। একদিন দাস গোস্বামী স্বরূপ গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন,—

'কি লাগি ছাড়াইলা ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু করুন উপদেশ॥"

শ্রীল রঘুনাথ মহাপ্রভুর সম্মুখে কথা কহিতে পারিতেন না, সেই জন্য স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে শ্রীল রঘুনাথের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হাসিয়া দাস গোস্বামীকে বলিলেন,—"স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছি; ইহাঁর নিকট তুমি সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিক্ষা করিও, এবিষয়ে ইনি আমা অপেক্ষা জ্ঞানী।

যৎকিঞ্চিৎ

পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডিদলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদর স্বরূপ' হয়। পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বকাল থাকিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ পরম প্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ় ভাব সমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্তগণের উপলব্ধি হইয়াছে।

স্বরূপগোস্বামী প্রভুর সন্ন্যাস-গুরু তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন,—"তুমি বেদান্ত পড়িয়া সকলকে বেদান্ত পড়াও," পরম বিরক্ত পণ্ডিত স্বরূপগোস্বামী কায়মনে কৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিয়া 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শিখাসূত্র ত্যাগ করিলেও যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না এবং গুরুর আজ্ঞা লইয়া

প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার অবসর পাইতেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,—

তিঁহ কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ব বেত্তা, দেহ-প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদরসম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

শ্লোকের অর্থ—

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন ক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য মর্য্যাদা-দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জনেই প্রেমাবেশে অচেতন হইলেন। স্থির হইলে পর মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আসিলে, ভাল হইল; অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।" স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিলেন।

(২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

কাজি-উদ্ধার-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর সংকীর্ত্তনের যে পথ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যে ২৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে এই শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা সুদৃঢ়রূপে জানা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনসহ নিজের ঘাট, মাধাইএর ঘাট, বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাটে নৃত্য করিয়া গঙ্গানগর হইয়া সিমুলিয়া পৌঁছিয়া কাজির বাড়ার পথ ধরিয়া কাজির বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং তৎপরে শঙ্খবণিক নগর, তন্তুবায়ের নগর ও শ্রীধরের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং তারপর গাদিগাছা, পারডাঙ্গা, মাজিদা হইয়া গঙ্গা-তীরে তীরে নিজের বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনের পথটী মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীমায়াপুর যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান, তাহা পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে।

কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজির বাড়ীর পরেই শঙ্খবণিক নগর, তারপর তন্তুবায় নগর, তারপর শ্রীধরের গৃহ, তারপর গাদিগাছা গ্রামে গমন করেন। কাজির বাড়ী অদ্যাপি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই স্থানে বাস করিতেছেন। কাজির সমাধিও ঐস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। গাদিগাছা গ্রামও এখনও বর্ত্তমান। সুতরাং আমরা এই বিবরণ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, শঙ্খবণিকনগর, তন্তুবায় নগর ও শ্রীধরের গৃহ—কাজির বাড়ী ও গাদিগাছার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। তন্তুবায় পল্লীও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী যে শঙ্খবণিক নগর, তন্তুবায় নগর ও শ্রীধরের বাড়ীর নিকটেই অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের ১২শ অধ্যায়ে লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মধ্যাহ্নকালে ভ্রমণের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। এই স্থানগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকট না হইলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুঁথি হস্তে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত স্থানে ভ্রমণ সম্ভব হইত না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্থানে (শ্রীবাস-অঙ্গনে) অবস্থিত হইয়া মহাপ্রকাশ-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে শ্রীধরের বাড়ীর দূরত্বের অর্দ্ধেক পরিমাণ রাস্তা গিয়া ভক্তগণ শ্রীধরের উচ্চারিত হরিনাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীধরের বাড়ী যে মহাপ্রভুর বাড়ীর খুব নিকটেই ছিল ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মূল্য ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত 'অনুভাষ্য'সহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত শ্লোক প্রাক্কথা-সূচী ও বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, গ্রন্থ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীরূপে বড় বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের শেষ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন'-নামক ভাবানুবাদ-সম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ ... উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বার ... ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সংযোজিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ পাঁচ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিপ্রের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বার্ষভানবী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রসসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী

সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভোগ ও অত্যাচার

কাপাডোচিয়ার রাজার বহু ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু টাকার অভাব ছিল, আবার রোমের সম্রাটগণের অধীনে প্রায় সমুদয় সভ্যদেশই ছিল সুতরাং তাহাদের টাকার অভাব ছিল না এইরূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রোমের সম্রাটগণ প্রায় সকল সময়েই অর্থের অভাব অনুভব করিতেন সেই কারণে বন্ধু-বর্গ এবং অনুচর বর্গের উপর অত্যাচার করিয়া, দেশের লোকের উপর প্রবঞ্চনা করিয়া এবং অধীনস্থ প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন। রোমসম্রাটগণের অধীন কর্ম্মচারি-বৃন্দ "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরেজনাঃ" নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐরূপ লুণ্ঠনে যোগ-দান করিল; কিন্তু ঈশ্বরের চাবুক আটিলা পদবী নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর পড়িল, এবং রোম ও ধ্বংসমুখে পতিত হইল।

বরের পিতা ও পুরোহিতের জরিমানা

চাপরা হইতে প্রকাশ যে পূরণ, সিং ও তাঁহার পুরোহিতগণ বীনা ওঝা, চন্দ্রমা ওঝা ও রঘুনি ওঝা সর্দ্দা আইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বরের পিতা পূরণ সিং এর ২০ টাকা ও পুরোহিতের ৫ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করিয়াছেন। এ জিলায় সর্দ্দা আইনের মামলা এই প্রথম; শ্রীযুত হরিহর সিং মামলায় বাদী ছিলেন।

রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা

গত ২৭শে আগষ্ট ১৮৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বন্দুক বিক্রেতা মেসার্স আশুতোষ দাঁ এণ্ড কোম্পানীর দোকানে দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার স্বত্বাধিকারী পুত্র সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ নামক একবিংশতি বৎসর বয়স্ক এক যুবক রিভলভারের গুলীতে আত্ম হত্যা করে। মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। দোকানের মধ্যে রিভলভারের গুলীর আওয়াজ শুনিবামাত্র দোকানের সমস্ত লোক ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং যুবককে আহতাবস্থায় পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃতের অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী এবং বহু আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছেন।

গান্ধীজী বোম্বাই অভিমুখে

সিমলা হইতে কলিকাতায় এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, গান্ধীজী ও সরকারের মধ্যে আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে এবং গান্ধীজী ২৭শে আগষ্ট বাত্রিতেই বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। সুতরাং তিনি যথাকালে 'রাজপুতনা' পোতে আরোহণপূর্ব্বক লণ্ডন অভিমুখে গমন করিতে পারিবেন।

পুলিসের চর নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, উত্তর ব্রহ্মে এবং সেগিন ও টংগু জেলাতে বেশ শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রোম জেলা হইতে কয়েকটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি ডাকাতিতে হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে। একটি ব্যাপার বিদ্রোহী দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। সেগু জেলা হইতে কয়েকটি নরহত্যার সংবাদ আসিয়াছে। পুলিসের জনৈক চর তথায় গত ২০শে আগষ্ট তারিখে নাগালেন অঞ্চলে বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। আর একজন চর গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে পেগু অঞ্চলে নিহত হইয়াছে। গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে নাও অঞ্চলে মাঠের মধ্যে এক কুটীরে একজন ব্রহ্মদেশীয় লোক নিহত হয়। কিয়কটাগায় গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে এক ডাকাতিতে হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে। থায়েটাম ও হইতে তিনটি গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং হেনজাদা হইতে দুইটী ডাকাতির খবর আসিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ডাকাতি বিদ্রোহীরা করিয়াছে।

আদালত অবমাননায় কারাদণ্ড

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টেলো গত ২৬শে আগষ্ট আদালত অবমাননার দরুণ সতীশচন্দ্র দেবকে ৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, মুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগে বিচারে সতীশ বাবুকে কয়েক ট্রেডমার্ক ব্যবহার করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আসামী পত্রিকান্তরে উক্ত ট্রেডমার্ক বজায় রাখিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এই অপরাধে বিচারপতি আসামীর কারা দণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। আসামী পক্ষের উকিল দয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক আসামীর দণ্ড মকুবের নিমিত্ত বিচারপতিকে অনুরোধ করিলে বিচারপতি অসম্মত হইয়া বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে আসামীগণ আদালতের আদেশ কর্ণপাত করেন না এবং কেবলমাত্র সেজন্যই কোর্টের আদেশ বহাল রাখা হইবে।

গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রায় এনড্রুজ সাহেব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ এফ সি. এনড্রুজ গান্ধীজীর লণ্ডন আগমন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার লণ্ডন যাত্রা সম্বন্ধে এনড্রুজ সাহেবকে জানান হইলে তিনি অত্যন্ত হর্ষ অনুভব করিয়াছেন। এনড্রুজ সাহেব মনে করেন যে, গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রায় আর কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

পাটনায় খানাতল্লাস

২৭শে আগষ্ট প্রাতে স্থানীয় পুলিস গোয়েন্দাবিভাগের সাহায্যে আদালতগঞ্জ মহল্লা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। শ্রীযুত সি সি দাস ও জগদীশপ্রসাদের বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছে। কতিপয় চিঠিপত্র ও অন্যান্য কাগজ গৃহীত হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সাইকেল চুরির মামলা

অমৃতলাল পাঁড়ে নামক এক ব্যক্তি বড়তলা পুলিস টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে একখানি সাইকেল চুরি করিবার সন্দেহে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত ২৭শে আগষ্ট আসামীকে বিচারার্থ জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও তদন্ত করিবার জন্য আসামীকে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বোম্বাই অভিমুখে সেনগুপ্ত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বন্যা পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার জন্য ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করেন কিন্তু তিনি আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত যাত্রার দিন পিছাইয়া দিলেন। কেননা গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রিযোগে তিনি দেশের অবস্থা বিশেষতঃ বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত কথাবার্ত্তা করিবার জন্য বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। আগামী ৩১শে আগষ্ট সকালে শ্রীযুত সেনগুপ্ত পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

শিশুর মৃতদেহ সাধুর ভক্ষ্য

বাঁকুড়ার মহকুমা হাকিম-রায় সাহেব শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের এজলাসে খুলনাবাসী অজিৎ ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী এক আশ্রমে বাস করিতেছে। এখানে সকলে ইহাকে "সাধু বাবা" নামে জানেন। তাহার সঙ্গে চক্র আচার্য্য নামক জনৈক স্থানীয় ব্রাহ্মণের বিচার চলিতেছে।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, ১১ই জুন তারিখে উল্লিখিত ২ ব্যক্তি সমাধিস্থান খুঁড়িয়া একটি ২ বৎসর বয়স্ক শিশুর মৃতদেহ আনিয়া রন্ধন করিয়া ভোজন করে।

উক্ত ২ ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড বিধির ২৯৭ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে। মহকুমা হাকিমের নিকট অজিৎ স্বীকার পাইয়াছে যে সে মৃতদেহ সমাধিস্থান খুঁড়িয়া বাহির করিয়া রন্ধন করিয়াছে এবং তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে উহার কিয়দংশের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। চক্র আচার্য্য বলিয়াছে যে, নগরের কালী মন্দিরে রাত্রিকালে সে নিদ্রা যাইবার সময়ে অজিৎ আসিয়া তাহাকে সমাধি ভূমিতে যাইয়া কালীর প্রীত্যর্থে একটী মৃতদেহের পূজা করিতে বলে। এতদনুসারে সে তথায় যাইয়া সচন্দন পুষ্প দ্বারা শিশুর মৃতদেহের পূজা করে। পূজা শেষ হইলে সে পুনরায় শয়ন করিতে যায়!

আগামী ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

গোলটেবিল বৈঠক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য যেরূপভাবে হইবার কথা আছে ঠিক সেই ভাবেই চলিবে। ভারতীয় ডেলিগেটগণ বিলাত আসিয়া পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে সম্বর্দ্ধনা পাইবেন। গোল টেবিল বৈঠক এবং রাষ্ট্রনিরূপণ কমিটীর সভা ঠিক সময়েই বসিবে।

তিন দলের প্রতিনিধি সংখ্যা যেমন নির্দ্ধারিত আছে ঠিক তাহাই থাকিবে। শ্রমিকদলের প্রতিনিধি এমন কে কে হইবেন, সঠিক বলিতে পারা যায় না। মিঃ ওয়েজউড বেনের পরিবর্ত্তে সার সামুয়েল হোর ভারতসচিবের সভায় উপস্থিত থাকিবেন। গত বৈঠকে যেরূপ মনোভাব লইয়া মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বৈঠকেও ঠিক সেই মনোভাব লইয়াই সভাপতির কার্য্য করিবেন। রাষ্ট্র নিরূপণ কমিটীও পুনরায় লর্ড স্যাঙ্কিকে সভাপতির আসনে পাইবেন।

টেলি— "শ্রীপ্রকাশ"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৪ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩১

সরকারের উত্তরে আনন্দ

প্রতিনিধিগণের সহিত গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা

রাজবন্দীর অসুবিধা

পুলিশ-কর্ত্তৃক রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

মোটর চালক দণ্ডিত

পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

কাশ্মীর ঘটনার জের

বড়লাটের তার

জাহাজ হইতে নেতৃবৃন্দের বাণী

নানা কথা

প্রতিনিধিগণের সহিত গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা

শনিবার অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটের সময় বোম্বাই সমুদ্রতটে অগণিত নরনারীর বিদায় অভিনন্দনের মধ্যে গান্ধীজী রাজপুতনা জাহাজে করিয়া লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। জাহাজে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি আজাদ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'আপনাদের ন্যস্ত বিশ্বাস আমি নষ্ট করিব না।'

গান্ধীজীর সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনিও গমন করিয়াছেন। ভুপালের নবাব, কোরিয়ার .. শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং এবং আরও কতিপয় প্রতিনিধিও গান্ধীজীর সহযাত্রী হইয়াছেন। শ্রীযুত মহাদেব শাহ, পিয়ারীলাল, ডাঃ মেটা এবং মিস মীরা বেন তাঁহার সাথীরূপে গমন করিয়াছেন।

জাহাজ হইতে নেতৃবৃন্দের বাণী প্রদান

লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে বোম্বায়ে নেতৃবৃন্দ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেওয়া হইল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন,—"ভারতের ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা পরস্পর একতাবদ্ধ হউন। স্বরাজ আগত প্রায়।

স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনি বলেন,—'জনসাধারণের নিকট আমার কোন বাণী নাই কারণ গান্ধীজীর আদেশ মানিয়া চলাকেই আমি বিশ্বাস করি।

তিনি বড়লাট এবং গান্ধীজীর মধ্যে সন্তোষজনক ভাবে কথাবার্ত্তার মীমাংসা হওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন—বড়লাটের সৎ প্রকৃতি এবং গান্ধীজীর নির্ভীক মনের অসীম ধৈর্য্য দ্বারাই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। লণ্ডনেও গান্ধীজী অনুরূপ সফলতা লাভ করিবেন—বৃটেন এবং ভারতবাসী তাহা আশা করিতে পারেন। লণ্ডনের মিলিত তিন দলও অনুরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি সম্ভবপর করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন,—গোলটেবিল বৈঠকের প্রত্যেক সদস্যই ভারতের সম্মান এবং গৌরব রক্ষার দায়িত্ব নিয়া উক্ত বৈঠকে যোগদান করিলে উহা সাফল্য মণ্ডিত হইবেই ভারতের সম্মান রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইতেছে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান। আমরা হিন্দু কিম্বা মুসলমান ইহা যখন ভুলিয়া যাইব তখনই উক্ত সমস্যার সমাধান হইবে।'

ভিক্ষু উত্তমের তার

"ভারতের পূর্ণস্বরাজ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার আকাঙ্ক্ষার অসামান্য সাফল্য কামনা করিতেছি। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ব্রহ্মবাসীর ভাগ্য যুক্ত থাকায় তাহারা দেশ হিসাবে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ইচ্ছা করেন।"

পুলিশ কর্ত্তৃক রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

গত ২০শে আগষ্ট বাসাইল থানার এলাকায় মাদনপুর গ্রামের বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক ললিতচন্দ্র বাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া টাঙ্গাইলে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া তাহার বাড়ীতে একটা রিভলভার ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাইয়াছে। এই রিভলভারের কোনো লাইসেন্স নাই। তাহার পিতা মাধব বাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, তাহার কাকা যাদব রাহান টাঙ্গাইলের বাড়ী খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ একটা ট্রাঙ্কের ভিতর লুকানো একটা দ্যনলা রিভলভারের কার্ত্তুজ ও কয়েকটা তাজা রাইফেলের কার্ত্তুজ পাইয়াছে। তাহারা যাদব বাবুকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসাগর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিসুধীর শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিগৌরব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবজ্জনচ্ছিদ্র দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীগন্ধাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমৎকুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্র, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী বিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক - ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপ্রণতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাসতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীজন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীভূপেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ   ৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারীজী বারাণসীতে গত ১৭।৮।৩১ তারিখে স্থানীয় স্বনামখ্যাত পরলোকগত জমিদার শ্রীযুত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সনাতন ধর্ম্মের অপর নামই যে আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করায় তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন। পরে ব্রহ্মচারীজী বিদ্ধাভক্তি, ছলভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তি, অনুকরণ এবং অনুসরণ, ভারবাহী এবং সারগ্রাহী, অক্ষজ জ্ঞান এবং অধোক্ষজ জ্ঞান, গৃহস্থ এবং গৃহব্রত প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য কি তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। বিনয় বাবু যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

তিনি সংসারে বহু বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিয়া যাবতীয় বিষয়ের মালিক পরম বিষয় শ্রীভগবানের কথায় অনুরাগ এবং জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি আভিজাত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার বিনয় এবং নিরভিমানিতা দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু আনুকূল্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণে বিনয়বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

উক্ত ব্রহ্মচারীজী বারাণসীতে বিগত ১৮।৮।৩১ তারিখে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ভেটারিনারি ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রলাল সুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে দেখা করেন। তিনি ব্রহ্মচারীজীর নিকট হইতে সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীভগবানের কথা শুনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারীজী ন্যূনাধিক ১॥০ ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতার কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন।

আলোচনাস্থলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ও অপর কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন। আলোচনাফলে ভগবদ্ভজনই গীতা এবং ভাগবতের চরম উদ্দেশ্য ইহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এমন দেবদুর্ল্লভ মানব জন্ম বৃথা নষ্ট করিতেছেন বলিয়া অনুতপ্ত হন।

— —

শ্রীভগবানের কথা, ভগবানই যাঁহাদের জীবাতু সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন সাধুমুখে না শুনা পর্য্যন্ত প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না, ইহা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গ্রামোফোন, টিয়াপাখী এবং বারবনিতার মুখের হরিকীর্ত্তনের সহিত সাধুমুখবিগলিত হরিনাম যে সম্পূর্ণ পৃথক্, ভাড়াটিয়া পাঠকের ভাগবতপাঠের সহিত, ভাগবত জীবন যাঁহাদের তাঁহাদের পাঠ গোলোক এবং নরকের ন্যায় প্রভেদ প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ সত্য কথা শুনিয়া "আজ আমাদের বহু সৌভাগ্য"—বলিয়া তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করেন। এবং মাঝে মাঝে এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ

সিদ্ধেশ্বর বাবু ও ব্রজেন্দ্র বাবু শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারীজী গত ১৯।৮।৩১ তারিখে বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা কলেজের ভূতপূর্ব্ব একাউন্টেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বহু হরিকথা আলোচনা করেন। প্রমথ বাবু বৈষ্ণব শাস্ত্র কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাসলীলার কথা উত্থাপন করায় ব্রহ্মচারীজী তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন, শ্রবণকালে উক্তলীলা যে পরিমুক্ত পরমহংসগণের আস্বাদনের এবং শ্রবণের বিষয়, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সাধন ভজন করিতে করিতে বহুসৌভাগ্যফলে তদধিকার লাভ করিতে পারা যায় কিন্তু বর্ত্তমানে অনধিকারী অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব সকল এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া নিজেদের অমঙ্গল এবং জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছে জানিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

— —

ঘৃত বলবর্দ্ধক হইলেও দুর্ব্বল রোগীর রোগাবস্থায় ঘৃত সেবন যেমন মহদপকারক, অনর্থাবস্থায় লীলাকথা শ্রবণও তদ্রূপ। আবার স্বাস্থ্যবানের পক্ষে ঘৃত বেশ বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য। সেইরূপ মুক্তাবস্থায় আমাদের আত্মা স্বাস্থ্যবান হইলে রাসলীলাদি পরমাস্বাদনের বিষয় হয়। ভাগ্যবান জীব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাসপঞ্চাধ্যায়ের চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত চিন্ময় কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া শ্রবণপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময় তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিলে চিৎপ্রেমের উদয়ানুসারে তাঁহাদের জড়কামাদি বিদূরিত হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে অনাদর করিয়া অনর্থাবস্থায় যাঁহারা মোহ-বশতঃ লীলা স্মরণাদি করেন, তাঁহাদের সদ্য কালকূট ভক্ষণের ন্যায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥

—এই সমস্ত না মানিয়া লোক সহজিয়া, জড়রসিক, আউল, বাউল প্রভৃতি হইয়া জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

প্রমথবাবু স্থির চিত্তে ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করেন এবং যাহাতে মাঝে মাঝে এই সমস্ত কথা শুনিবার সুযোগ পান, সেজন্য বারবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিও শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতেছেন।

কীর্ত্তন-তাৎপর্য্য

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া ভক্ত ভাগবতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা বিদ্যামদে মত্ত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া লইব মনে করেন, তাঁহারা গদ্দভের মত ভারবাহী হইয়া শাস্ত্রের কদর্থ করেন; তাহার ফলে নিজে কুপথগামী হন এবং অন্যকেও কুপথে চালিত করেন।

অনেকে কেবল লোক দেখান মালা তিলক ধারণ করিয়া 'আমি গৌরভক্ত' বলিয়া পরিচয় দেন, গৌরনামে কৃত্রিমভাবে ঢলিয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহারা সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের কোন আচরণই পালন করেন না এবং কোন বিচারও গ্রহণ করেন না, এমন কি গৌর নাম, নিত্যানন্দ নাম, ডাকিতে ডাকিতে চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, লাম্পট্য, জীবহিংসা প্রভৃতি অন্যাচরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। দুঃসঙ্গে শাস্ত্রের কদর্থ শ্রবণ-ফলেই এইরূপ কপটতা শিক্ষা হয়।

ভাগ্যবান জনগণের কর্ণেই শ্রীচৈতন্য বাণী ও মহাজনগণের উপদেশামৃত প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহারাই মহাজনগণের অনুসরণ করেন, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ উপরি উক্ত ধর্ম্মধ্বজী, কপটীগণের বাক্যজালে মুগ্ধ হন, তাঁহাদের কর্ণে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের নিম্নলিখিত বাণীটী প্রবিষ্ট হয় না;—

> গোরার আমি, গোরার আমি,
> মুখে বল্লে নাহি চলে।
> গোরার আচার, গোরার বিচার,
> লইলে ফল ফলে॥
> লোক দেখান গোরা ভজা তিলক
> মাত্র ধরি।
> গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
> যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
> কুটী নাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তর্যামী, সুতরাং মুখে 'গোরার আমি' বলিয়া গোপনে অত্যাচার করিলেই তিনি ধরিয়া ফেলিবেন, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না; অতএব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিতে হইলে ঐরূপ কপটতা ছাড়িয়া অন্তরটী সরল করিতে হইবে এবং গৌরভক্তসঙ্গে যথাযথ তাঁহার প্রদর্শিত আচরণ ও বিচার শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীহরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। তাঁহাদের সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বাতেই শ্রীনাম প্রভু অবিরত নৃত্য করিতে পারেন, অনর্থগ্রস্ত বহির্ম্মুখ জীবের প্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না, যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাকে নামাক্ষর বা নামাপরাধ বলে; এইরূপ অপরাধযুক্ত নাম কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম লাভ হয় না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই; তাঁহাদের নাম লইতেই প্রেম লাভ হয় ও প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

> কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
> তথাপি না কৃষ্ণপদে মিলে প্রেমধন॥
> কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
> কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
> চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
> নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

উপরি উক্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, কৃষ্ণনামে যেরূপ অপরাধের বিচার আছে গৌর নিত্যানন্দের নামে সেরূপ অপরাধের বিচার নাই। এ কথাটী সত্য হইলেও ইহার মর্ম্মটী শ্রৌত পন্থায় অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, গৌর নিত্যানন্দের নামও বহু বৎসর ধরিয়া অনেকে করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের প্রেম দেখা যায় না এবং সময় সময় বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়।

ইহার সুমীমাংসা শ্রৌতপন্থায় যেরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম এই যে—"অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেমদান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্ত অবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌরনিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ গৌরনিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয় ভোগ্য কোন বস্তু এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌরনাম কীর্ত্তন হইবে না। ভোগের ইন্ধনস্বরূপ মায়ার নাম কীর্ত্তন হইবে মাত্র। গৌরনাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। ডাকাতের দল যদি 'প্রাণ গৌরনিত্যানন্দ, প্রাণ গৌরনিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করে, তবে ঐরূপ ডাকাতের দলের উচ্চারিত 'গৌরনিত্যানন্দ' নাম নামাক্ষর মাত্র, গৌর-নিত্যানন্দের নাম নহে; ইহাই নাম কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য।"

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর—বল্লালদীঘি, বামুনপুকুরের কিয়দংশ, শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। বামুনপুকুরের যে অংশ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত তাহা জলকর দমদমা এবং দ্বীপের মাঠ নামে খ্যাত। ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর সংলগ্ন মাঠ বলিয়া খ্যাত এবং এই মাঠ জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে দ্বীপের মাঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত একটী স্থান 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে খ্যাত এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রেও 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত কতক স্থান 'বৈরাগীডাঙ্গা' কতকস্থান 'বরজপোতা' (ব্রজপত্তন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন) বলিয়া অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে এবং জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাগজেও তাহা বৈরাগীডাঙ্গা ও বরজপোতা নামে অভিহিত আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপুকুর প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত এবং এই স্থানে কাজির সমাধি বর্ত্তমান। শ্রীসীমন্তদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিতা।

যদি শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার বিবরণ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নবদ্বীপ দর্শনের বৃত্তান্ত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাজি-উদ্ধার-দিবসের সংকীর্ত্তন-পথের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীধাম মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামুনপুকুরের কতকাংশ, শ্রীনাথপুর ও গঙ্গানগর এই সমস্ত স্থানেই যে অন্তর্দ্বীপ ব্যাপ্ত ছিল এবং এই স্থানেই যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস অঙ্গন, মুরারিগুপ্তের স্থান, শ্রীধরের স্থান, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ প্রভৃতি ছিল, তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইবে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরকে দক্ষিণে (ডানদিকে) রাখিয়া যথাক্রমে—১। আতোপুর, ২। সিমুলিয়া, ৩। গাদিগাছা, ৪। মাজিদা, ৫। বামনপোখেরা, ৬। হাটডাঙ্গা, ৭। কুলিয়া-পাহাড়পুর, ৮। সমুদ্রগড়, ৯। চাঁপাহাটী, ১০। রাতুপুর, ১১। বিদ্যানগর, ১২। জান্নগর, ১৩। মাউগাছি, ১৪। বৈকুণ্ঠপুর, ১৫। মহৎপুর বা মাতাপুর, ১৬। রুদ্রপুর, ১৭। বেলপুকুর ১৮। তারুইডাঙ্গা পর্য্যন্ত আসিয়া পূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যে সুবর্ণবিহার দেখাইয়াছিলেন, সেই সুবর্ণ বিহারে শ্রীঈশান, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে লইয়া গেলেন এবং তথা হইতে পুনরায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের মাঠে অর্থাৎ আতোপুরের মাঠে দাঁড়াইলে এখনও তথা হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়, সুতরাং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয় হইতে সুবর্ণবিহার যে বেশী দূর নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর আগ্রহে মহাপ্রভু তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন—

> "গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা
> না কহিবে।
> ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
> অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

—এবং স্বরূপের নিকট সমস্ত বিষয় জানিয়া লইবে" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পুনরায় স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনিও স্বরূপের সহিত অন্তরঙ্গ-সেবা আরম্ভ করিলেন। মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই অন্তরঙ্গ-সেবা। স্বরূপ গোস্বামী ললিতা দেবী; তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজসেবা করিতেন।

শ্রীল দাসগোস্বামীপ্রভু ভিক্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া, গাভীতেও যে অন্ন খাইতে পারে না এরূপ পরিত্যক্ত অন্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপগোস্বামীপ্রভু একদিন তাঁহার নিকট ঐ অন্নের কিছু চাহিয়া খাইলেন আর আদর করিয়া বলিলেন—"তুমি প্রতিদিন এইরূপ অমৃত খাও অথচ আমাদিগকে দাও না, তোমার প্রকৃতি কিরূপ?"

দাসগোস্বামীপ্রভু ষোল বৎসর যাবৎ স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর সহিত অন্তরঙ্গসেবা করিবার পর স্বরূপগোস্বামীর অন্তর্দ্ধান হয়।

স্বরূপপ্রভু মহাপ্রভুর শেষ লীলায় কৃষ্ণ-বিরহোন্মাদ, এমনকি চেষ্টা সমস্তই দেখিয়াছিলেন। রাত্রিতে মহাপ্রভু তাঁহার গলা ধরিয়া নিজ ভাব প্রকাশ করিতেন এবং তিনিও তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের পদসমূহ গান করিতেন।

স্বরূপ ও দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের কড়চা হইতেই আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আস্বাদন করিবার সুবিধা পাই।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-রচিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ঐ ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সহ্যাদ বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বড়-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কাঁধাগ্রহমপোহোবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমদ্ধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠসেবার শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী মহানন্দক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার গ্রন্থ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় রহস্যাত্মক এই-রূপ সরল ও সহজ ভাষায় গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সংস্কৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। দ্বি সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত॥ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত॥ ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র॥

চিত্রে

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিব গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নার রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় ক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূ নহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্ট নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলস নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচ উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রা সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পর মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মা

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্র ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মা

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমহা এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয় সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্র পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পার মার্থিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতে কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তা এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্র দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলস টাকা মাত্র॥

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইলে গাড়ী ভাড়া সহ রোগী দেখিবার খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইতে হইবে। এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের জন্য বিনা চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈহাটী, যশোহর।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত ক্ষিতীশ মিত্র, ১১৭, নেবুতলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজযক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩৫, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেড়িং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং-এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সরকারের উত্তরে আনন্দ

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ধার গ্রোভে এক অল্প সময়ের মধ্যে বড়লাটের চরম সিদ্ধান্তের সংবাদ আসিয়া পঁহুছিলে সকলে বিস্মিত হইয়া উঠেন। সরকারের শেষ ঘোষণা জানিবার জন্য ধার গ্রোভ-ভবনে বহু নরনারী বহুক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ইহারা সকলেই ঘোষণার মর্ম্ম অবগত হইয়া আনন্দিত হন।

কুমারখালির বীভৎস হত্যাকাণ্ড

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ যে, গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে রাত্রিতে কুমারখালি থানার জগন্নাথপুর গ্রামের ৬২ বৎসর বয়স্ক ডাক্তার প্রসন্নকুমার সরকারকে অজ্ঞাতনামা লোক বা লোকেরা হত্যা করিয়াছে। জগন্নাথপুর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী শ্যামগঞ্জ গ্রামের এক খালের ধারে মৃতদেহটি পরদিবস পাওয়া যায়। কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। ২৬শে আগষ্ট সকালে শবটি শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য কুষ্টিয়ায় আনয়ন করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সন্দেহ করিয়া পুলিস এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

রাজবন্দীর অসুবিধা

ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা হইতে শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পত্রযোগে জানাইতেছেন,—রাজবন্দী শ্রীযুত বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার চরভদ্রাসন থানার এলাকায় আটক আছেন। তাঁহার বাসগৃহ চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত থাকায় তাঁহার বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সমগ্র চরভদ্রাসন থানার অধীনস্থ ভূভাগ এখন জলমগ্ন হইয়াছে। সর্পগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সময়ে সময়ে তাঁহার ঘরে সর্প প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় ঐ ঘরে বাস করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। আশা করি, সমস্ত বিবেচনা করিয়া সরকার শীঘ্র তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

কারাগারে বন্দীদের স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কতিপয় আসামী নানা অসুখে ভুগিতেছেন। ডাক্তার ঘিক বা পুনঃ পুনঃ জ্বর ও পেটের অসুখে ভুগিতেছেন। কাদেলে পেটের পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতেছেন। আসামীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পেণ্ডী পেট ফাঁপা ও অনিদ্রা রোগে ভুগিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ, চিকিৎসার জন্য পুণা যাইবার অনুমতি চাহিয়া তিনি সরকারের নিকট চিঠি দিয়াছেন। মুজফ্ফর আহমদ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রায়োপবেশনের ফলে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; সুতরাং তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ড নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কমিশনার আক্রমণের নিন্দা

গত ২৭শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে মুসলমানদিগের একটি শোভাযাত্রা সহরের প্রধান প্রধান রাজপথসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া দিলওয়ারের জমিদার লেফ্টেনাণ্ট মহম্মদ হোসেন চৌধুরীর ভবনে যাইয়া উক্ত জমিদারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশনে মিঃ হায়দার আলি খাঁ পানি, মহম্মদ মেহের আলি খাঁ পানি ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তৃতা করিবার পর ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, ক্যামেরণ সি, আই, ই, আই, সি, এসের প্রতি কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

নির্ব্বাচন কেন্দ্রে মারামারি

লাহোর মিউনিসিপ্যাল কমিটির মুসলমান আসনগুলির জন্য ভোট গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গত ২৭শে আগষ্ট নানা কেন্দ্রেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহের সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহাদের দলের লোকজন লাঠি ও ছুরিকাহস্তে নির্ব্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সেগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। ২টি ওয়ার্ডে রীতিমত মারামারি আরম্ভ হয়। ফলে উভয় পক্ষের লোকজনই জখম হয়, এমন কি শান্তিস্থাপন করিতে যাইয়া কয়জন পুলিসও আহত হয়। অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৭ জনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের কাহারও মাথা কাটিয়াছে, কেহ বা ছুরির আঘাতে আহত হইয়াছে। মুসলমান ওয়ার্ডে আরও ৩ দিন ভোটগ্রহণ চলিবে।

গোরা অফিসার গ্রেপ্তার

গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে প্রায় ১১টার সময় কোন মুসলমান ভৃত্য তাহার মনিবের স্ত্রীকে লইয়া যাইবার সময় কাদুরাণ ষ্টেশনে নামিয়া তিনি কিছু চাহেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে যায়, ইত্যোমধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় ও ভৃত্যটি তাহার নিজের কামরায় উঠিতে না পারিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়ে। সে কামরায় একজন য়ুরোপীয় লেফ্টেন্যাণ্ট ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে লেফ্টেন্যাণ্ট কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই নাকি উক্ত মুসলমান ভৃত্যটিকে রিভলভারের সাহায্যে গুলী করে। প্রকাশ, ভৃত্যটা তখন নামিয়া যাইতেছিল। ২টা গুলী তাহার পায়ে ও একটা তাহার তলপেটে লাগে। ভৃত্যকে ঝেলাম হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। লেফ্টেন্যাণ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মোটর চালক দণ্ডিত

অপার সারকুলার রোডে নাগেশ্বর সিং নামক এক মোটর লরী চালক অসাবধানতায় একখানি মোটর গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ করায় মোটর গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া যায় সেজন্য সে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এস, এম, করিমের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৮০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কাশ্মীর ঘটনার জের

...কতকগুলি স্বার্থপর মুসলমান কাশ্মীর রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলে সিমলার হিন্দুসভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং মুসলমানদিগকে তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিতেছে। এইরূপ আন্দোলন চলিতে থাকিলে ইহার পরিণাম অতীব শোচনীয় হইবে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইবারও সম্ভাবনা। উপরোক্ত হিন্দুসভা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে কাশ্মীরের মহারাজা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে।

ব্রিটিশ ভারতে একটি বিশিষ্ট রাজভক্ত দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাইতেছে, ভারত সরকারের পক্ষে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পুলিসের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, রাঁচীর কংগ্রেসকর্ম্মী রামেশ্বর পাণ্ডে পুলিসের ২ জন দারোগাকে বলিয়াছিলেন যে, "এইবার তাহাদের মাহিনা কমাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সহর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন। রায় প্রকাশের দিন আদালতে কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকার দণ্ডে দণ্ডিত হন।

শ্রীহট্টে লাল মিঞা

চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন ওরফে লাল মিয়া গত ২৬শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এই স্থানে আগমন করেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহু লোক উপস্থিত ছিলেন।

ঐ তারিখে গোবিন্দ পার্কে শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস, বি, এল এর সভাপতিত্বে এক জনবহুল সভার অধিবেশনে অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন প্রায় এক ঘণ্টাকাল আবেগময়ী ভাষায় বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমান মিলনের উপর জোর দিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মী দিগকে অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন স্বার্থান্বেষী ও যো হুকুমদিগের কথায় প্রতারিত না হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহারা যেন হিন্দুভ্রাতৃ দলের সহিত একযোগে কাজ করেন।

শ্রীহট্টের জনসাধারণ এবং যুব সঙ্ঘগুলি লাল মিয়া সাহেবকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

বন্যা পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করিবেন।

বড়লাটের তার

বোম্বাই হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, বড়লাট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে এক তারে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্তা নাইডু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত অনুসারে লণ্ডনে যাইতেছেন কিনা। শ্রীযুক্তা নাইডু তারের উত্তরে ঐরূপ অভিমত জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা নাইডু পিকাডিলি পল্লীর লাইসেনিয়ম ক্লাবে অবস্থান করিবেন।

রোমে ২০০ বাড়ী ভস্মীভূত

ক্যালাব্রিয়ায় সান্টো নিকোনো নামক গ্রামে আগুন লাগিয়া স্থানটিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ১৯০৭ অব্দের ভূকম্পনে এখানে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল আগুনটা প্রথম খড়ের গুদামে লাগিয়াছিল। পরে ২০০ খানি খড়বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

টেলি— শ্রীমায়াপুর
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩১

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের খেয়াল

গুলির আঘাতে পুলিশ ইন্সপেক্টার নিহত

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

সশস্ত্র লোক কর্ত্তৃক জমিদার নিহত

এবং কন্যা নিহত

বাড়ীশুদ্ধ লোক পুড়াইয়া মারার ফল

মূলতানে ভূমিকম্প

ষ্টেশন মাষ্টার প্রহারের অভিযোগ

স্পেনে ণ প্লেগ

গান্ধীজীর বিরোধী ও সমর্থক দলের সংঘর্ষ

নানা কথা

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের খেয়াল

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রাহাম নাকি আদেশ করিয়াছেন যে, মৈমনসিং জিলার কেহ যেন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অপর কাহাকেও বন্যা পীড়িতের সাহায্যের চাঁদা না দেয়।

একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীর এরূপ অশোভন আচরণের নিন্দা করিয়া অনেকে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানীয় এস, কে, টাউন হলে সভা হইয়াছিল।

গুলীর আঘাতে পুলিশ ইন্সপেক্টার নিহত

৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লা প্যারেড গ্রাউণ্ড মাঠে ১৬ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু যুবক কর্ত্তৃক গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। খান বাহাদুর টাউন ক্লাব ও রেলওয়ের মধ্যে ফুটবলের ফাইন্যাল খেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। খেলা শেষ হইবার পর রেলওয়ে কাপ লাভে তিনি অন্যান্য ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় আততায়ী হঠাৎ আসিয়া একটি রিভলভার বাহির করিয়া খান বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার গুলী চালায়। একটী গুলী তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যায়। টাউন ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় সাবইন্সপেক্টার সিদ্দিক দেওয়ান কর্ত্তৃক আততায়ী তৎক্ষণাৎ ধৃত হন। ধস্তাধস্তি করিলে উক্ত সাবইন্সপেক্টার আঘাত প্রাপ্ত হন। খেলার মাঠে রীতিমত পুলিশ পাহারা ছিল।

খানবাহাদুর আসানুল্লা চট্টগ্রামে প্রায় ২৩ বৎসর কাজ করিতেছিলেন। ১৯২৭ সালের নববর্ষে তিনি খান সাহেব হন এবং সম্রাটের গত জন্ম দিন খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

তিনি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারের তদন্ত এবং ফেরার আসামীদের অনুসন্ধান কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি খুব দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। স্থানীয় জনসাধারণ এই ব্যাপারে ব্যথিত হইয়াছেন। স্থানীয় এক পিকচার হাউসে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল; এই সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভবানী সহায়কে ২৮শে আগষ্ট রাত্রিতে হাউজ কাজীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভবানীকে কেহ ধরিয়া দিলে সে ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রকাশ, এক ব্যক্তি ভবানীকে হাউজ কাজীতে খাবার খাওয়াইবে বলিয়া লইয়া গিয়া সেখানে তাহাকে পুলিসের হাতে দিয়া

গান্ধীজী ২য় শ্রেণীর যাত্রী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত বিরলা জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, ডেকের উপর যাত্রীর স্থান হইবে না, সুতরাং গান্ধীকে ২য় শ্রেণীর যাত্রীরূপে গমন করিতে হইবে।

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ লর্ড স্যাঙ্কি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত

যে সকল ভারতীয় প্রতিনিধি লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য ২৯শে আগষ্ট গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারীকে কলম্বোতে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে পৌঁছিবেন।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে স্বয়ং লর্ড স্যাঙ্কি, প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত সচিবের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। …ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিসুধাকর বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিহৃদয় গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রোহিণীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(২) …শ্রীমোদদ্রুম…

…ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদাধিকারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রী…

…গাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী…দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী…দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী…, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনবপ্রসাদ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্নেহানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার | ১৫৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে আগষ্ট রবিবার মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভু পূর্ব হইতে আহূত হইয়া দশা ৩॥০ ঘটিকার সময় মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ উত্তরাদি মঠের মোহান্ত শ্রীপাদ সত্যধ্যান তীর্থ মহারাজের সঙ্গে মাস পূর্ব্বস্থিত তদীয় প্রবাস ভবনে সাক্ষাৎ করেন। হস্তী, অশ্ব, শকটাদি-পরিপূর্ণ ও শিষ্যসঙ্ঘ মুখরিত বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত দ্বিতল অট্টালিকার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মোহান্ত মহারাজ অধ্যাপনা করিতেছিলেন। মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ তথায় নীত হইলে সশিষ্য মোহান্তজী আস্তে ব্যস্তে তাঁহাদিগকে উপবেশন করান।

বর্ত্তমানে মাধ্ব সম্প্রদায়ে উত্তরাদি মঠ বিশেষ শক্তিশালী প্রচারকের স্থান। বর্ত্তমান মোহান্তজী চতুর্থাশ্রমী ও শাস্ত্র-বিচারে বিশেষ নিপুণ। সম্প্রতি কুম্ভ-কোনমে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত অনন্তকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিচারে তিনি জয়লাভ করেন। উপস্থিত তিনি মাদ্রাজ সহরের শিষ্যগণের আগ্রহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন।

প্রথমে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীধর মহারাজ তাঁহার দর্শনলাভে সংস্কৃত ভাষায় আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আগমত প্রদর্শনীর জন্য আবশ্যক শ্রীমধ্বাচার্য্যের অধস্তন আচার্য্যগণের লেখ্য মূর্ত্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন। ক্রমশঃ প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত, ইংরাজী, ও হিন্দি ভাষায় দেড়ঘণ্টাকাল মাধ্ব ও মাধ্বগৌড়ীয় মায়াতত্ত্ব, জীবের তটস্থধর্ম্মিত্ব, মায়ার নিত্যত্ব, শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব, ভেদাভেদ বিচার, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের অর্থ-সামঞ্জস্য, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিচার, সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলাপ হয়। জীবের তাটস্থ্যধর্ম্মের তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়া 'তটস্থ' শব্দটী মায়াবাদ-সঙ্গ-দূষিত বলিয়া উহার ব্যবহারে অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিলে ঐ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শ্রীমদ্ভাগবতের "মুক্তিপদে" 'মুক্তি' শব্দ উচ্চারণে অনিচ্ছার বিষয় শুনিয়া নিঃশব্দে হাস্য করেন।

মোহান্ত মহারাজ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। পরিশেষে মাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুদ্ধভক্তি প্রচারে ও মায়াবাদ নিরাসে অতিমানবিক প্রচেষ্টার কথা ও ভারতের সর্ব্বত্র ভক্তিকেন্দ্র-সংস্থাপনের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আগামী অক্টোবরে মদ্র নগরে শ্রীগোস্বামী মহারাজের আগমন সম্ভাবনা জানিয়া সাক্ষাতের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নাম-আলাপে আহ্বান করিয়াছেন এবং শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আবাসস্থানে একদিন আগমনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বামীজী অতিশয় আগ্রহভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত দশমূলের প্রথম শ্লোকটী (আম্নায় প্রাহতত্ত্বং) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সার জানি। স্বহস্তে লিখিয়া লন এবং বিদায়কালে গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সঙ্গ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া উভয় মঠে একযোগে কার্য্য করিলে সাফল্যের সম্ভাবনা প্রকাশ করেন।

গত ২২শে ও ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারীজী কর্ণেলগঞ্জে শ্রীযুত সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ব্রহ্মচারী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণার্থ বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সারদা বাবুর ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট অতি সহজ ও সরল ভাষায় ভাগবততত্ত্ব ও প্রহ্লাদ চরিত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিমলানন্দ অনুভব করেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ. শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুত প্রসাদ রায়চৌধুরী এম, এ. (কর্ণেলগঞ্জ) শ্রীযুত হরিদাস মুখোপাধ্যায় বি এ, (কটরা) রায়সাহেব শ্রীযুত রামাচরণ ঘোষ, শিক্ষক শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত তারাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র এ বি এস, শ্রীযুত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি এল, (কর্ণেলগঞ্জ) ও সজ্জন ভক্তগণ ও ভদ্র মহিলারা ছিলেন।

শ্রীযুত সারদা বাবু শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের বহু প্রকার সেবা করিয়া থাকেন। এই নিষ্কপট বাস্তবসত্য প্রচারের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, সারদা বাবু এই সেবোৎসাহে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

গত ২৭।৮।৩১ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নন্দ-গোপাল ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ভক্ত-বৃন্দ-সমক্ষে পাঠ করেন। প্রায় প্রত্যহই এইরূপ ভাবে ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ব্রজবাসী প্রভু সুললিত স্বরে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রনাম কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥

তীর্থভ্রমণের সার্থকতা

আমরা অনেকেই মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বহুতীর্থ ভ্রমণ করি, কিন্তু তীর্থভ্রমণের তাৎপর্য্য কি, তীর্থ ভ্রমণের সার্থকতা কি করিলে হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না থাকায় তীর্থভ্রমণ দ্বারা কেবল নিরর্থক পরিশ্রমই হইয়া থাকে।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখা যায়। কতকগুলি ভারবাহী ও কতকগুলি সার গ্রাহী। ভারবাহিগণ যে কার্য্য করেন, তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা অনুসন্ধান করেন না, কেবল এই প্রকার কার্য্য সকলেই করিয়া থাকেন, সুতরাং আমিও করি, এই গতানুগতিক বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত হন, অথচ প্রচুর অর্থব্যয়, অনেক পরিশ্রম ও বহু সময় নষ্ট হইয়া থাকে।

সারগ্রাহিগণের বিচার ঐরূপ নহে। তাঁহারা সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই তাহার মর্ম্ম উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট বুঝিয়া লন, তাঁহারা নিজ নিজ খেয়ালের বশবর্ত্তী না হইয়া সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য শ্রবণ করেন এবং মহাজনগণের আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া তাহার অনুসরণ করেন।

আমরা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সাধু, শাস্ত্র, পারিব যে—"সাধুসঙ্গই তীর্থভ্রমণের সার্থকতা" সুতরাং সাধু অন্বেষণ করিবার জন্যই তীর্থভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। আবার গৃহের নিকটে সাধুসঙ্গের সুবিধা থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সেই প্রকার তীর্থ ভ্রমণ করিবার জন্য যদি ব্যস্ত হই তাহা হইলে আমরা ভারবাহী হইয়া বঞ্চিত হই।

তীর্থভ্রমণকারিগণের শিক্ষার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী অবন্তিয়া
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে গমন করিয়া যখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তীর্থভ্রমণকারিগণের মঙ্গলের জন্য এই সারগর্ভ উপদেশটী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;—

'প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥'
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৭শ অঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর তাঁহারা পরস্পর যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলেও আমরা তীর্থভ্রমণের সার্থকতা কি, তাহা বুঝিতে পারিব।

নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥
* * *
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥

শ্রীধাম মায়াপুরে গঙ্গাদেবী

জয় সুরধুনী ভক্তি প্রদায়িনী
জয় বিষ্ণুপাদোদ্ভূতে।
তোমার পরশে কলি তম নাশে
নমি পদে বিষ্ণুপ্রীতে॥
নিরখি তোমায় পড়ে আজি মনে
অতীত দিনের কথা।
এ পূত সলিলে ক'রেছিল কেলি
গৌর বনমালী হেথা॥
তব উপকূলে হরি হরি ব'লে
নেচেছিল প্রেমে হরি।
জীবদুঃখ হেরি' কেঁদেছিল হরি
(ব'লে) বল জীব হরি হরি॥
প্রেমের আবেশে মাতি হরি-রসে
আনন্দে উছলি তুমি।
নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গ তু'লেছ
উল্লাসে চরণ চুমি॥
অজ ভব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়
ধরি তাঁরে হৃদি' পরে।
চৌদিকে বেড়িয়া রাতুল চরণ
রেখে'ছিলে প্রেমভরে॥
বক্ষে ধরি আজি অতীত কাহিনী
তাই বুঝি জহ্নুসুতা।
বৎসরের পরে আনন্দে উছলি
হও গৌর কুণ্ডে যুতা॥
অভিন্ন গোকুল মায়াপুর ধামে
বিরহে এসেছ ছুটে।
পাদপীঠ-পরে কোথা গৌর ব'লে
আছাড়ি' পাড়ছ' লুটে॥
এই দিব্য ধাম মধু বৃন্দাবন
বুঝি দেখা'বার ছলে।
বিশ্ববাসীরে তীর্থ জননী
ডাক 'আয় আয়' ব'লে॥
তরল তরঙ্গে করুণা অপাঙ্গে
চাহ মা দাসের প্রতি।
যেন তোমা' কূলে গৌর গৌর ব'লে
কাঁদি গৌর প্রেমে মাতি॥

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীমায়াপুরকে কেন্দ্র ও শ্রীসীমন্তদ্বীপকে ব্যাসার্দ্ধ করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীধাম মায়াপুর এই সমস্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ইহা অন্তর্দ্বীপভুক্ত। এইজন্যই সাধারণ লোকের মুখে এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্রাদিতে এই স্থানে "দ্বীপের মাঠ" এবং মাউগাছি রুদ্রপুর ইত্যাদি স্থান "দ্বীপের মাঠ" বলিয়া এখনও প্রচারিত রহিয়াছে।

কাজির খোলভাঙ্গার ব্যাপার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১৭পঃ ১২৫ সংখ্যায়,—

"ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি একঘরে আইল। মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥"—এই ঘটনা যে স্থানে হইয়াছিল, সেই সর্ব্ববাদিসম্মত খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গাও অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত আছে। শ্রীবাস অঙ্গন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর খুব নিকটেই অবস্থিত ছিল, ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেই জানিতে পারি। সুতরাং যেস্থান অদ্যাপি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে পরিচিত, সেই স্থানে যে শ্রীনবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তনের কেন্দ্র স্থলী শ্রীবাস অঙ্গন এবং তন্নিকটেই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানা যাইতেছে।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও বল্লালদীঘি নামে খ্যাত হইয়া অতীত কালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। ঐস্থানের নিকটস্থ মুসলমান কর্তৃক 'ভক্তগণের খোলভাঙ্গার স্থান' বলিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এইস্থানের অব্যবহিত উত্তর পশ্চিমে শ্রীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে "নবদ্বীপের মাঠ" বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ পরিচয় দিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ধ্যানাধিকারী)

(১)

পরম বৈষ্ণব কিনা সর্ব্বদাই ব্যস্ত; একটু সময়ও বাজে কথা কহিবার অবকাশ নাই। পরের হিংসা, নিন্দা, কুটীনাটীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভোর ভোর আহ্নিক সমাপনান্তে সকালে হরিনাম অঙ্কন করিয়া—হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে "কচে খায়ো কচে খায়ো" করিয়া বাবাজীমহাশয়বর মালা জপে নিযুক্ত আছেন; ত্রিকণ্ঠ তুলসী মালিকা কণ্ঠদেশে শোভিত, বায়ুভরে দোদুল্যমান অর্দ্ধহস্তপরিমিত শিখাগুচ্ছ সর্ব্বদা নর্ত্তনশীল। 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' দ্বাদশ অঙ্গে ছাপ মারিয়া চতুর্বিংশতিবার অঙ্কিত। জপমালিকাঝুলি একটী সেফ টি-পিন দ্বারা কণ্ঠমালিকার সঙ্গে আবদ্ধ। বাম হস্তে গড়গড়ার নল ও নস্যদানী, মধ্যে মধ্যে তাহা আদান প্রদান হইতেছে। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে খুবই প্রাণের টান, কিন্তু এহেন অবস্থায় যেন লাল নীল ঘুড়ী লইয়া মধ্যে মধ্যে বিবাদের অভিনয় হইতেছে।

একরকম দৃশ্য যেন আমি একদিন কোথায় দেখিয়াছিলাম! হাঁ! ঠিক মনে পড়ে'ছে— বাগবাজারে একটা প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর ফটোও যেন একটী গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মজা দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই গৌড়ীয় খানি লইয়া বাবাজীদ্বয়ের নিকটে হাজির হইলাম। বাবাজী মহাশয়দের সঙ্গে আমার খুব ভাব। মাঝে মাঝে তাঁহাদের আখড়ায় হরিকথা শ্রবণের জন্য গমন করিতাম। পান, বিড়ি, গাঁজা, চরস অনেক খরচ করিতাম। আমাকে তাঁহারা খুব ভাল বাসিতেন। কিন্তু আজ এখন যেন কিরকম ভার হয়ে গেলেন। গৌড়ীয় দেখিয়াই আমাকে আদর করিলেন না। ও পত্রিকা আমাদের পাঠ করিতে নিষেধ। স্পর্শ করা দূরে থাকুক এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ, ইহা আমাদের গুরু-দেবের আদেশ। ও কাগজে যা' তা' লেখে। ওদের তৃণাদপি সুনীচতা নাই, কেবল পরের নিন্দা; পরনিন্দা কি বৈষ্ণবধর্ম্ম! ছাপাছুপির ভেতর কি বৈষ্ণবধর্ম্ম থাকে? আমরা তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব, কারুর নিন্দেচর্চ্চায় থাকি না। এই দেখনা কেন বাপু, সংসারের কল্‌কচ্‌কচি ছেড়ে কেমন নির্জ্জনে থাইকো'ক একটা কিছু নিয়ে সময় কাটাচ্ছি। আমরা প্রতিষ্ঠাকামীও নই ছাপা ছুপো ক'রে নাম কিন্‌তেও চাই না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্ [illegible] তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible], তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] স্কন্ধের প্রাক্তপাদ্ধ কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible] সারনহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible] ৭০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible] ভাষ্য বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible] অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিষ্কার [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি- [illegible] প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। নূতন মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক- [illegible]' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ [illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্প্রদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।।০ চারি আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

[illegible] শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর [illegible] আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্যান্য-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

[illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে গ্রেট ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা [illegible])। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের [illegible] হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য [illegible] আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার শালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট: ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৶১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] [illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible]রের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার— গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৬৩/২ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জমীদার নিহত

রঙ্গপুর হইতে প্রকাশ যে, সন্ধ্যার পর পার্শ্ববর্ত্তী এক হাট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ডোমার থানার অন্তর্গত গোমনাটীর জমীদার ও ধনী মহাজন কইমুদ্দীন চৌধুরী পথিমধ্যে একদল সশস্ত্র লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। দুর্ব্বৃত্তগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রামের লোকদের সহিত মামলা সম্পর্কে শত্রুতাই নাকি এই হত্যার উদ্দেশ্য। সন্দেহক্রমে পুলিশ গ্রামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ষ্টেশন মাষ্টার প্রহারের অভিযোগ

মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী জগৎপ্রভা দেবী ধুবড়ীর সিনিয়র একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ বি. পি ভূঁয়াদের এজলাসে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১২১ এবং ১২২ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারানুযায়ী অভিযুক্তা হইয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে।

অভিযোগ বিবরণে প্রকাশ, বিগত ৬ই আগষ্ট উক্ত মহিলা কর্ম্মী সকালবেলা ট্রেনে ধুবড়ীতে আগমন করিলে তথাকার ষ্টেশনমাষ্টার তাহার নিকট টিকিট চাহিলে তিনি ষ্টেশন পরিত্যাগের সময় টিকেট প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট পুনরায় টিকেট চাওয়া হইলে উক্ত মহিলা (ষ্টেশন মাষ্টারকে) হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা প্রহার করেন। মহিলা বলেন যে, ষ্টেশন মাষ্টার তাহার হাত ধরিয়াছিল বলিয়া আত্মরক্ষার্থেই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহার প্রতি ৩০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় দুইমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইলে ২০ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ ফরিয়াদীকে দেওয়া হইবে।

সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিদারক দৃশ্য

ভীষণ জল-প্লাবনের ফলে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা একমাত্র দর্শক ব্যতীত অপরে উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। দিনাজপুর, চাঁদপুর রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, বাজশাহী, গোপালগঞ্জ, বগুড়া (সেরপুর, পাবনা) গুরুদাসপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের করাল-কবলে পতিত জন প্রাণিগণের সাহায্যার্থে কংগ্রেস-কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, শঙ্কর মঠের সভাপতি ও অন্যান্য সাহায্য কেন্দ্র নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা সকলে সাধ্যমত অর্থ, চাউল ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিদের কিয়দংশ কষ্টের লাঘব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ইহাদের প্রতিকারার্থে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।

ঢাকায় ১০ জন গ্রেপ্তার

২৮শে আগষ্ট ঢাকা পুলিশ বহুগৃহে খানাতল্লাস করিয়া ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্য হইতে ১০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপকের পুত্র নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য অন্যতম। সম্প্রতি জেনারেল পোষ্ট অফিস, মিউনিসিপ্যাল আফিস ও সারস্বত সমাজে যে সমস্ত ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, এই সকল গ্রেপ্তার তৎ-সম্পর্কিত বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ, পুলিশ খানাতল্লাসীর সময় কিছু কাগজ পত্রও পাইয়াছে।

স্ত্রী এবং কন্যা নিহত

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ যে, গত ২৭শে আগষ্ট দক্ষিণ পাইচারালী নিবাসী পচাই গোয়ালা ভোর সময়ে তাহার ৩৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী এবং ৩ বৎসর ছয়মাস বয়স্কা দুইটী মেয়েকে খুন করিয়াছে। মৃতদেহগুলি পরীক্ষার জন্য বাঁকুড়া শব ব্যবচ্ছেদাগারে আনয়ন করা হইয়াছে। পচাইকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে সে বলে যে, ঘটনার দিবস রাত্রিতে সে তাহার পত্নী ও শিশু কন্যাদ্বয় সহ নিদ্রা যায়। পরে সে জাগরিত হইয়া ধুমপান করে। এই সময় তাহার মনে হঠাৎ খুন করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়।

বাড়ীশুদ্ধ লোক পুড়াইয়া মারার ফল

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ যে, গত মাসের মধ্যে চারিটী গৃহদাহের মামলা হইয়াছে। তিনটী মামলার আসামীরা মুক্তি পাইয়া গিয়াছে। চতুর্থ মামলার আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই লোকটী শত্রুতাবশতঃ এক বাড়ীতে যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইয় ছিল, সেই সময় আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। ফলে ঐ বাড়ীর সকলে পুড়িয়া মরিয়াছে।

স্পেনে ভীষণ প্লেগ

বার্সিলোনা সহরে ভীষণ প্লেগে এ পর্য্যন্ত ৬০ জন মারা গিয়াছে এবং -- জন এখন হাসপাতালে আছে। কোনও জাহাজ হইতে প্রাপ্ত প্লেগ-দুষ্ট কাপড় ব্যবহারের ফলে নাকি বার্সিলোনায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ প্লেগ নিবারণের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাপি বহুলোক ভয়ে বার্সিলোনা সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে।

মুলতানে ভূমিকম্প

২৮শে আগষ্ট প্রাতে নয়টার, তাহার পর বেলা সাড়েএগারটায় ও তাহার একটু পরেই ভূমিকম্প হয়। পাখীসমূহ ভয়ে বাসা হইতে বাহির হইয়া উড়িতে থাকে এবং জনসাধারণ শঙ্কিত হইয়া উঠে। ঐ তারিখে সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ রাখা হয়।

গান্ধীজীর বিরোধী ও সমর্থক দলের সংঘর্ষ

ব্যালার্ড পায়ারের নিকট রক্ত পতাকা সমিতির বা গিরনী কামগড় ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকের সহিত কংগ্রেস সমর্থনকারী দলের এক সংঘর্ষের ফলে রক্ত পতাকা সমিতির প্রায় বারজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে। রক্ত পতাকা সমিতি এক গান্ধী বিরোধী মিছিল বাহির করায় কংগ্রেস জনতা তাহাদের পতাকাসমূহ কাড়িয়া লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং পতাকা দণ্ডগুলি লইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। একটি পতাকায় লেখা ছিল,—"গান্ধী নতজানু হইয়া লণ্ডন যাইতেছেন।" গান্ধীজীর বোম্বাই পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই এই গোলযোগ আরম্ভ হয়। তিনি মোটরে করিয়া বরাবর আজাদ ময়দানে গিয়া এক ব্যক্তির বাড়ীর অলিন্দ হইতে বক্তৃতা করেন। তাহার পনের মিনিট পরে তিনি তাঁহার বোম্বাইস্থিত বাসভবন "মণি ভবনে" যান। জনতা আজাদ ময়দান হইতে চলিয়া যাইবার সময় রক্ত পতাকা সমিতির মিছিলকারীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। গিরনী কামগড় ইউনিয়নের মিছিলকারীরা গান্ধীজীকে ধিক্কার দিয়া চীৎকার করিতেছিল। গান্ধীজীর সমর্থনকারী জনতা পায়ার পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করে এবং তথায় উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হওয়ায় গান্ধী-বিরোধীগণ জখম হয়।

হাওড়া জিলায় নৃশংস খুন

গত বৈশাখ মাসে রাত্রে হাওড়া জিলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত রাধাপুর গ্রামে সন্তোষ কুমার সামন্ত নামক এক ব্যক্তিকে বিছানা হইতে ঘুমন্ত তুলিয়া লইয়া গিয়া গলায় দড়ি আঁটিয়া হত্যা করার পর মাঠের মধ্যে একটী গাছে লটকাইয়া রাখা হয়। তাহা দেখিয়া পরদিন পুলিশে সংবাদ দেওয়ায় নিবারণ মণ্ডল, মন্মথ মণ্ডল প্রভৃতি সাতজন আসামী ধৃত হয় এবং পরে দায়রা সোপর্দ্দ হয়।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হত্যা করিবার জন্য নরহত্যা ও হত্যার উদ্দেশ্যে জীবন্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করণ।

আসামীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তাহাদিগকে পূর্ব্বের মনোমালিন্য প্রভৃতির জন্য সন্দেহ করিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

নয়জন জুরী তাহাদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করায় হাওড়ার সেসন জজ আর, সি, সেন, তাহাদিগকে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন।

আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন উকীল শ্রীযুত সন্তোষকুমার ঘোষাল তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন শ্রীযুত গোবিন্দলাল পাইন।

দুইজনের হাতে হাতকড়া

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ যে, নীরোদচন্দ্র দাস, বিভূতিভূষণ পোদ্দার, মুরারিমোহন কুণ্ডু, বিজয়চন্দ্র সাহা এবং মণীন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে পুলিশ যুগপৎ খানাতল্লাস করিয়াছে। বিভূতিভূষণ পোদ্দার ও বিজয়চন্দ্র সাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাতে হাতকড়া দিয়া ফরিদপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, গোবিন্দপুর কংগ্রেস অফিসে বোমা প্রাপ্তির সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হইয়াছে।

দৈনিক — শ্রীঅরোজ — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সাঃ কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩১

বিদ্রোহীদিগের নির্ব্বাসন

চীনে আড়াই লক্ষ লোকের জীবন নাশ

রাজসাহীতে ডাকাতি

ব্রহ্মে ডাকাতি ও নরহত্যা চলিতেছে

মাদ্রাজে পতাকা উৎসব

গান্ধীজীর প্রতি দিল্লী আসামীর উক্তি

সীমান্তে আফ্রিদি সমস্যা

পেশোয়ারে মুসলমান নেতৃদ্বয় গ্রেপ্তার

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর জের

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

নানা কথা

বিদ্রোহীদিগের নির্ব্বাসন

পর্ত্তুগালের মন্ত্রীসভা হইতে এক লিপিতে প্রকাশ, বিদ্রোহীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্ব্বাসিত করা হইবে এবং সেখানে একজন সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইবে। যে সকল সংবাদপত্র বিদ্রোহীর পক্ষপাতী, তাহাদিগের প্রচার বন্ধ এবং সংবাদ পরীক্ষা করিবার নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা

চীনে আড়াই লক্ষ লোকের জীবন নাশ

হাঙ্কো হইতে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে—ইয়াংসির ভীষণ বন্যায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ৭৮২০০০ জন লোক গৃহশূন্য হই

ব্রহ্মে ডাকাতি ও নরহত্যা চলিতেছে

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, হেনজাদা ও প্রোম জিলায় বিদ্রোহীদের দুইটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি গত ২০শে আগষ্ট তারিখে পণ্ডেডে অঞ্চলে ডাকাত কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং গত ডন অঞ্চলে একজন মোড়ল ও তাহার স্ত্রী ঐ দিনই নিহত হইয়াছে।

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে থেল অঞ্চলে একটি ডাকাতিতে ঐ মোড়ল ও তাহার জামাতা ডাকাতের কার্য্যে বাধা দেয় এবং ডাকাতদের দলের ১১ জন লোকের মধ্যে ১ জনকে মারিয়া ফেলা হয়। ডাকাতদের নিকট ৩টি বন্দুক ছিল।

টুঙ্গু ও থানাবড়িতে কয়েকজন লোককে মারিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাজসাহীতে ডাকাতি

গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রিতে ১০টার সময় সম্পত্তিপন্ন অধিবাসী শ্রীযুত ভবেন্দ্রনাথ ঘটকের বাটীতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর কয়জন লোক থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে রাত্রি প্রায় ২॥০ টার সময় কয়জন লোক দরজায় ধাক্কা দেয়। ঘটক মহাশয়ের জননী দ্বার খুলিয়া কয়জন বাহিরের লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা জোর করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া রিভলভার এবং ছোরা দেখাইয়া লোহার সিন্দুকের চাবী চাহে। চাবী পাইয়া ডাকাতেরা নগদে ও গহনাপত্রে ১২॥০ শত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বাড়ীর লোকজনের সহিত তাহারা বাঙ্গালা ভাষায় এবং নিজেদের মধ্যে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। তাহারা মোট ৭ জন ছিল। তাহাদের মুখে মুখোস ও হাতে টর্চ্চ আলো ছিল।

গান্ধীজীর প্রতি দিল্লী আসামীর উক্তি

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের পক্ষ হইতে তাহাদের ব্যারিষ্টার ডাঃ কিচলু গান্ধীজীর সাফল্য কামনা করিয়া এক তার করিয়াছেন; এবং আরও বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী যেন পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনবিধি লইয়া আসেন। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত না হয়। ৩০শে আগষ্ট মিটমাটের পর হিংসার ও অহিংসার সকল রাজনৈতিক বন্দীকেই যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

পেশোয়ারে মুসলমান নেতৃদ্বয় গ্রেপ্তার

পাঞ্জাব লাটের আক্রমণকারী হরিকিষণের ফাঁসীতে গত ১১ই জুন তারিখে যে হরতাল হয়, সেই উপলক্ষে ঐ দিবস শাহীবাগে রাজদ্রোহের বক্তৃতা প্রদান করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারানুসারে পেশোয়ার নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি ও সদস্য যথাক্রমে মৌলবী আবদুল রহিম এবং মৌল[illegible] গফুরকে গত ৩০শে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধরেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকেশবছন্দচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীনর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী নলিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং অগস্ত্যকুণ্ড কুঞ্জ, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোঁসাইচরণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার

পরমগুরুদেবের সমাধি

সমাধির অপবিত্রীকরণ ও মন্দির ভাঙ্গা-ভাঙ্গির সম্বন্ধে আমরা কতক খবর শুনিয়াছি। স্বরূপগঞ্জ-নিবাসী কএকটি আগন্তুক ব্যক্তি সমাধিগৃহটি ভাঙ্গিয়া স্বরূপগঞ্জে লইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুত হরলাল সাহা নিজ ব্যয়ে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ পোদ্দারের পৌত্র শ্রীমান্ অনন্তকুমার পোদ্দার সমাধিমন্দিরের ভূমির জনৈক প্রজা। উক্ত পোদ্দার শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসকে তথাকার ভূমির আগলদার রাখিয়াছিলেন।

শুনা যায় উক্ত পোদ্দার দেউলিয়া হওয়ায় সতীশচন্দ্রের আগলদারি আদালত-কর্ত্তৃক রহিত হয়। পুলিসের দারোগা বাবুর সাহায্যে দেউলিয়ার সম্পত্তির নিলাম খরিদ্দার তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কএক-জনকে মন্দির ভাঙ্গিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে শ্রীযুত হরলাল সাহা অনন্ত কুমার পোদ্দারকে ঐ মন্দির দান করিয়াছিলেন কিনা? যদি দান করিয়া থাকেন তাহা হইলে কি উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন? এবং দেউলি-য়ার সম্পত্তির বিক্রয়ের সহিত দাতার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে? এই সকল সংবাদ জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল স্বাভাবিক।

শ্রীহরলাল সাহা দেউলিয়াকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই কি ঐ মন্দির স্বীয় ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? দেউলিয়ার জমিতে অন্যের সেবার উপকরণ থাকিলে তাহাও যে নিলাম হইয়া যাইবে ইহা কি বর্ত্তমান আইন সম্মত নহে? ভূগর্ভস্থ সমাধিও কি দেউলিয়ার সম্পত্তি—যে উহাও দেউলি-য়ার সম্পত্তির সহিত নিলাম হইয়া গিয়াছে? এবং নিলাম খরিদ্দার কি উহা খনন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার অধিকার পাইয়াছেন? যে সকল ব্যক্তি ঐ সমাধি সেবার উদ্যোগী হইয়া সমাধি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কি সমাধি স্থানান্তরিত করিবার সময় সংবাদ পাইয়াছিলেন? আগলদার সতীশচন্দ্র তাঁহার নিজ সম্পত্তি বোধে নিলাম খরিদ্দারকে আপত্তি জানাইয়াছিল সে ঐ সকল কথা কি খরিদ্দারগণের কর্ম্মচারিগণকে জানাইয়াছিল?

দারোগা বাবুর নিকট এই সকল কথা জানাইলে তিনি কখনও সমাধি খনন করাইবার সহায়তা করিতেন না। ভূগর্ভস্থ সমাধি যাঁহারা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই ত' উহা স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হইলে স্থানান্তরিত করিতে পারেন। অপর যাঁহারা নিলাম খরিদ্দারের পক্ষে সমাধি উঠাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আইনানুসারে তাঁহাদের ঐ প্রকার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করিয়াছিলেন কি? ভূগর্ভস্থ সমাধি যদি পোদ্দারদিগের বা দেউলিয়ার সম্পত্তি-বিশেষ না হয়, তাহা হইলে নিলাম খরিদ্দার সমাধির প্রতি অযথা লোভ কেন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

প্রতিবাদ-সভায় ইঁহাদিগকে যে "হিন্দু কুলাঙ্গার" বলিয়া উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতদূর সঙ্গত, এক্ষণে বিচার্য্য। প্রত্যক্ষদর্শী অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া যদি বলিতে পারেন যে, গুণ্ডা মুসলমানদিগের দ্বারা সমাধি-ভূমি উৎখাত হইয়াছিল, তাহা হইলে বলিতে হয়,—অবশ্যই ঐ কার্য্য সকল, সদাচারের বিগর্হিত ও বহিভূর্ত কার্য্য হইয়াছে। ইঁহারা হিন্দু হইয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করেন? তাঁহারা হিন্দু সাধারণ সকলেই জানিবার দাবি রাখেন।

সিন্ধুনদীর তীরের বাসকারিগণ 'হিন্দু' নামে পরিচিত। সুতরাং বেদশাস্ত্র-বিরোধী সম্প্রদায়ও, সিন্ধুনদীর তীরে বাসকারিগণের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী হওয়ায়, সকলেই হিন্দু এইরূপ বিচারে সমাধি ভঙ্গকারী অবৈদিকগণকে নিযুক্ত করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা উহাও বিচার্য্য।

শ্রীহরলাল সাহার প্রাপ্য; কেন না, যে উদ্দেশ্যে তিনি ইষ্টকগুলি দিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যের হানি হওয়ায় যাহারা লাভবান্ হইলেন, মনে হয় তাহারা অবশ্যই উক্ত সাহা মহাশয়কে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

দেনদার বা দেউলিয়ার স্থানে অপরের সেবোপকরণ থাকিলে উহা কিছু দেউলি-য়ার দেনার দায়ে বিক্রীত হইতে পারে না বা নিলাম খরিদ্দার উহা দেউলিয়ার সম্পত্তি বোধে পাইতে পারেন না, ইহাই আমাদের বিবেচনা।

নিলাম খরিদ্দার কেন লোকের বশবর্ত্তী হইয়া ভূগর্ভস্থ সমাধিতে হানা দিলেন, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ-সভা নীরব কেন? আবার অবৈধ লোকের বশবর্ত্তী না হইয়া যদি সদুদ্দেশ্যে সমাধি স্থানান্তরিত হয়, তাহাতেই বা প্রতিবাদ সভার আপত্তি কি?

আর মুসলমানগণকে সিন্ধু নদী-তীরবাসী বলিয়া হিন্দু বলিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। এরূপ অসৎ সাহস কেহই অবলম্বন করিবেন না। আমরা এতৎসম্বন্ধে আরও বিশেষ অনু-সন্ধান করিতেছি। অনুসন্ধানের ফল পাঠকগণকে ক্রমশঃ জানাইব।

সাময়িকী

গত ২৩শে শ্রাবণ তালপুকুর নিবাসী শ্রীযুত গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি এক রাত্রি ও একদিবস মঠে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের বিষয় শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করেন ও তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। অন্যান্য স্থানের শ্রীমূর্ত্তির সেবায় যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার দৃষ্ট হয় তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত মঠসমূহের শ্রীমূর্ত্তির সেবার তুলনা করিয়া তিনি, চৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে নিষ্কপট সেবাসৌষ্ঠবের জন্য বার বার ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি একরাত্রি ও একদিবস মঠে বাস করিয়া মঠবাসের অনাবিল শান্তি ও গৃহবাসের অনিমিশ অশান্তির বিষয় উপলব্ধি করেন॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥

মায়াবাদ ও নাস্তিকতা

(প্রেফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, এম, এ. কটক রেভেন্স কলেজ)

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকগণের অহৈতুকী কৃপায় আজকাল অনেকেই মায়াবাদের অসারতা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধুনা প্রায় কেহই মায়াবাদী বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষে মায়াবাদ সাক্ষাৎভাবে অস্বীকৃত হইলেও উহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব সম্যক্ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীর সঙ্গ যাহাতে পরমার্থপথের পথিকগণ সযত্নে পরিহার করিতে পারেন, তজ্জন্য মায়াবাদের স্বরূপ আলোচিত হওয়া অতীব প্রয়োজন।

"মায়াবাদ পরিহার্য"— এই প্রস্তাবের অর্থ ইহা নয় যে, মায়াশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবেনা। মায়াশক্তিই ভগবানের একমাত্র শক্তি এরূপ বিশ্বাস পোষণের এবং ভগবানের চিচ্ছক্তির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য অস্বীকার করার নাম মায়াবাদ।

'মীয়তে অনয়া' ইতি মায়া। যদ্দ্বারা বদ্ধ জীবের পরিচ্ছিন্ন দর্শন সম্পাদিত হয়, সেই বহিরঙ্গা শক্তির শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 'মায়া'। মায়া বদ্ধ জীবকে ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত করে। মায়ার দ্বিবিধ বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। মায়া বদ্ধজীবের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া বস্তুর স্বরূপ দর্শনে বাধা প্রদান করে। মায়া অসত্যকে সত্য কল্পনা করাইয়া কপট ব্যক্তিকে সত্য হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। কপট ব্যক্তি অপস্বার্থ-সাধন মোহে মায়ার উপাসনা করে। সুতরাং মায়াবাদী মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া আবৃত দর্শন এবং বহির্মুখতাকে বহুমানন করে। মায়াপ্রবর্তিত খণ্ড দর্শন ভগবদ্দর্শনের প্রতিকূল, ইহা মায়াবাদী স্বীকার করে না।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কথিত মায়াবাদ একরূপ স্পষ্টতঃ ভগবদ্বিদ্বেষী না হইলেও উহা যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। শ্রীশঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু—সজাতীয়, স্বগত ও বিজাতীয় ভেদরহিত। মায়া ব্রহ্মের একপ্রকার কল্পিত শক্তি। শঙ্কর-মতে মায়ার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছাক্রমে নিজেকে অন্যথা মায়াগ্রস্ত বলিয়া অভিমান করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া অদ্বয় অখণ্ড, একরূপে অবস্থিত হয়েন। ব্রহ্ম বস্তুতঃ নিঃশক্তিক। মায়া ব্রহ্মের কল্পিত বস্তু মাত্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। ব্রহ্ম সেব্য-সেবক সম্বন্ধের বিষয় হইবার যোগ্য নহেন। শ্রীশঙ্কর মায়াকে ভগবানের একমাত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাকে মিথ্যা বলায় তদ্দ্বারা ভগবানের শক্তির অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। ভগবানের চিচ্ছক্তি শঙ্কর কর্তৃক আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। যাবতীয় ক্রিয়া ও দর্শন শঙ্কর মতে একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া একটা মিথ্যা ব্যাপার মাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর জগতের সত্তা স্বীকারও করেন নাই, সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেন নাই। জড় জগৎকে ভগবানের শক্তিও বলেন নাই। তাঁহার মতে জড় বাস্তবিকই মিথ্যা। মিথ্যা জড় জগৎ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির ক্রিয়ার অস্তিত্ব শঙ্কর কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

জড় জগতের ব্যাপারকে যাঁহারা ভগবানের একমাত্র পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেরূপ প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্বিরোধী, জড় জগৎকে যিনি মিথ্যা কল্পনা করিয়া ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বিচার তিনিও সেইরূপ সম্পূর্ণ ভগবদ্বিরোধী, ইহা নিরপেক্ষ বুদ্ধিমানের উপলব্ধির বিষয় হওয়া সঙ্গত।

সুতরাং মায়াবাদ নানাপ্রকারের হইলেও বস্তুতঃ উহা নাস্তিকতারই প্রকারভেদমাত্র। জড় জগৎকে একমাত্র শক্তি কল্পনা করিলে ভগবানকে বদ্ধজীবের দৃশ্য বস্তু কাঠ পাথরের সহিত সমান বলি। বিচার করা প্রকৃত পৌত্তলিকতা। ভগবান তাঁহার স্বরূপশক্তি সম্পূর্ণরূপে, নির্গুণধর্ম্ম ও নিত্য সবিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়া কবলিত অবস্থায় বদ্ধজীবের চিচ্ছক্তির উপলব্ধি অসম্ভব হইলেও উহা একমাত্র পরম সত্য এবং জীবের স্বরূপের একমাত্র অনুশীলনীয় সেব্য বস্তু। এই নিখিল বেদ-প্রতিপাদ্য ভাগবতীয় তত্ত্ব সম্প্রদায়বিহীন মায়াবাদ কর্তৃক অস্বীকৃত হওয়ায় উহাকে নাস্তিকতা বলা হইয়া থাকে।

দেখিলাম। তাহারা বলিল,—"এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপই নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই সেই নিমগাছের নীচে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি।"

সম্প্রতি নবদ্বীপধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপ্রভু একদা রাত্রি প্রায় একপ্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মথাদি প্রক্ষালন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-পদে প্রীতি। গৌরজন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম শ্রীধাম মায়াপুরস্থ যে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির প্রকাশ করিয়াছেন, সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, সেইস্থানে এক 'মধুর আলো' উদ্ভূত হওয়ায় শ্রীগঙ্গার ওপারস্থ তটাবধি আলোকিত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ক্ষণবিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—"অবশেষে কালক্রমে পবিত্রাত্মক মায়াপুরাদি গ্রামে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞলোকে কেহ কেহ মায়াপুরের নাম "মেয়াপুর"ও বলিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের কথায় কিছু যায় আসে না। সরকারী কাগজ, কাজি বংশের হাতে অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐস্থানকে "মায়াপুর" বলিয়া স্পষ্ট লেখার রহিয়াছে। আমরা কাজি বংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি।" পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিলেন যে, এই উঁচু স্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া লোকে উহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া তথায় যে তুলসী বন ছিল, তাহারই চারা উঠিল।"

এইরূপে তাহাদের বহু বারের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসী গাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিনকতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসী বৃক্ষ! আবার উৎপাটন, পুনরায় তুলসীর আবির্ভাব!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল। ভাবিল যে, পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে,—এস্থানে তাহারা গোরস্থান করিবে। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না। গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

তারপর ঐ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল,—ওখানে কিছু করা ভাল নহে; মক্কাগণ বলিয়াছেন ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান, ওখানে কিছু করিবে না। মুসলমানগণ আরও বলিল যে, ঐস্থানে তাহারা কখনও কখনও কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদের একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, এই গুঁড়িও অমন, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন; অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা গাছটীর গুঁড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে,

২য় কলমে দ্রষ্টব্য

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

পিসীমার বাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরেছে, যাবিনে? বাজারা এত ধুম-ধাম করছে, জন্ম সার্থক করবিনে? ময়নাডাল থেকে মিত্তির ঠাকুরের দল, আমডাল থেকে দাস-ঠাকুরের দল, আরও কত বড় বড় দল এসেছে, দেখ্‌বিনে? এত জাঁকের ২৪ প্রহর—যা শুনলে মানুষ ভবসমুদ্দুর পার হ'য়ে যায় সেই কেষ্ট কেত্তন শুন্‌বিনেরে?" এই কথা ব'লে পিসীমা আমার খুব খুসী হ'য়ে ভব সমুদ্দুর পার হবার জন্য ছুটে চল্‌লেন—সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে, ছেলে মেয়েদের সব গুলিকে নিয়ে কেষ্ট কেত্তন শুনতে। তখন সন্ধ্যা ৭টা, পিসীমা বল্লেন, এখন 'গৌর গৌর' হচ্ছে, এর পরেই দাস ঠাকুরের পালা। একটু বোস্‌, অপেক্ষা কর্‌। কিছুক্ষণ পরেই সপার্ষদে দাস ঠাকুর চা মোহনভোগে মৌতাত ক'রে নস্যি টান্‌তে টানতে আসরে প্রবেশ করলেন। আহা! যেন সাক্ষাৎ ঋতুরাজ! হরকোপানলে ত রক্ষা পেয়েছেনই, রুদ্রঃ কোপানলেও দেখ্‌ছি কিছু দগ্ধ হন নাই—যাঁর জোরে মধুবনের মধু(?)চেলাদাসীগণ চিপ ঢাপ ক'রে পদতলে নিপতিত হ'লেন।

লোকের দেখাদেখি আমারও সুকৃতি সঞ্চয় করবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু আমার মনটী বড় পাষণ্ড কিছুতেই রইল না। সভা নিস্তব্ধ, কীর্ত্তন আরম্ভ হ'চ্ছে ব'লে। বাদক মহাশয় শ্রীখোলে চপেটাঘাত করলেন। 'চিড়ে আন দে দই' 'গুড় গুড় মাথাচুকো' 'লুচি চিনি সপাসপ' 'লুচি চিনি সপাসপ' ব'লে গৌরচন্দ্র হ'লো। দাস ঠাকুর 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' ব'লে হাঁ ক'রে কেত্তন ধরলেন। কেত্তন খুব লম্বা ভাবে চল্‌তে লাগ্‌ল। পান খেয়ে ঠোঁটটা টুক্‌টুকে করে চেলাদাসগণ দোহারকি করতে লাগলেন। কি শোভা! মাঝে মাঝে কেত্তন মেতে উঠছে, দাস-ঠাকুর উঁচু গলায় গাচ্ছেন "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, পুলক, কম্প, অশ্রু। চেলাদাসগণের শিখাগুচ্ছ হাডুডু খেল্‌তে লাগ্‌লো। কেত্তনের চোটে জিভ শুকিয়ে গেল, মুখ আম্‌সিয়ে গেল, তখন তারা এক এক ক'রে বাইরে গিয়ে এক একটা জরদা দেওয়া পান আর চোঁ চোঁ ক'রে ছুটান সিগার টেনে মুখটা তাজা ক'রে ঠোট লাল ক'রে আবার এসে বসছেন। দূর থেকে মুখ গুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন কে তামাক খাবার জন্য টিকে ধরিয়ে অন্ধকারে খুব পাক দিচ্ছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible] তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible] সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible] শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [illegible] পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-[illegible] প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]বেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]বেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-[illegible]" নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ[illegible]ণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্ঠাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদের স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী সুদক্ষিণনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত "বিদ্বদ্রঞ্জন" নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্বয়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। **শ্রীচৈতন্যশিক্ষা**। [illegible] শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব-গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

ওঁবিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা. অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

ড ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ, ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের [illegible] হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজবন্দীর অবস্থা শঙ্কাজনক

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ ব্যানার্জ্জী রামগঞ্জে অন্তরায়িত ছিলেন। তাঁহার অভাব অভিযোগের প্রতীকারার্থে তিনি গত ১২ দিন যাবৎ অনশনে আছেন। তাঁহার অবস্থা অতীব শঙ্কাজনক। জলপাইগুড়ি হাঁসপাতালে তাঁহাকে আনা হইয়াছে।

কয়েক লক্ষ লোকের দুর্দ্দশার একশেষ

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, চীনে প্রচণ্ড "টাইফুনে" (এক প্রকার ঘূর্ণীবাত্যা) কয়েকলক্ষ লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে।

প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শত শত বর্গমাইল জনপদ, নগর এবং গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়াছে। অধিবাসীদের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই।

হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের জের

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, চিন্তাদ্রিপেট হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ সম্পর্কে দশ দিন পূর্ব্বে যে চারজন মুসলমান ও একজন হিন্দু গ্রেপ্তার হইয়াছিল, বিচারে তাহাদের প্রত্যেকে ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অনাদায়ে তাহাদের প্রতি একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসরের শান্তি রক্ষার জন্য তাহাদের মুচলেকা দিতে হইয়াছে।

কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, শ্রীনগর ও কাশ্মীরের অন্যান্য সহর সমূহে করাচিদফা চুক্তি মতে আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ১৩ই জুলাই তারিখে জেলে দাঙ্গা সম্পর্কে ধৃত ৪৮ জন বন্দীকে জামীনে মুক্তি দিবার জন্য হাইকোর্টকে জানাইয়াছেন এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ১০৭ ধারা ও ১৪৪ ধারা মতে সমস্ত মামলা আপাততঃ স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

মাদ্রাজে পতাকা উৎসব

জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঃ সত্যমূর্ত্তি বিরাট জনতার মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পূর্ব্বে প্রায় ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক পতাকাতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

মিঃ রাজাগোপালচারিয়া বক্তৃতায় বলেন যে, মিঃ গান্ধীর অবর্ত্তমানে সন্ধি সর্ত্ত পালন করিতে এবং কংগ্রেসের কার্য্য করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

সীমান্তে আফ্রিদী সমস্যা

আফ্রিদীদের সহিত যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রকাশ, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আফ্রিদীরা জামরুদে একটী জির্গা প্রেরণ করিবে। আলোচনা কয়েক দিবস যাবত চলিবে। এই মীমাংসায় সীমান্তে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে।

ষ্টীম লঞ্চের দুরবস্থা

শুনা গেল মেসার্স চৌধুরী মিলার কোম্পানীর ঘাটাল সার্ভিসের একখানি ষ্টীম লঞ্চ "অম্বা" রাণীর চক হইতে কোলাঘাট যাওয়ার পথে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়; ও তাহার বয়লারটী ফাটিয়া যায়। বহু আরোহী জলমগ্ন হয় এবং কতকগুলি নৌকা আসিয়া তাহাদিগকে অতিকষ্টে উদ্ধার করে। বর্ষাকালে আরামবাগ হইতে কলিকাতা যাইবার মাত্র এই পথটী খোলা থাকে।

ডাঃ কিচলুর শুভ কামনা

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের পক্ষ হইতে ডাঃ কিচলু গান্ধীজীর সাফল্য কামনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজী ফিরিয়া যেন এমন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করেন যাহাতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয়—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান না থাকে আর সহিংস সকলেই মুক্তি পায়।

বন্দুক উধাও

বেতুর হইতে প্রকাশ যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র পালিতের বাড়ী হইতে গত ২৮শে আগষ্ট একটা বন্দুক কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। উহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ২৯শে আগষ্ট পুলিশ এ বিষয়ের তদন্তের জন্য আসিয়াছে।

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর জের

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কলিমগঞ্জের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব ও শ্রীহট্টের শ্রীযুত দ্বারকানাথ গোস্বামীর বিরুদ্ধে ৩০২।১১৭ ধারায় এক মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছে। বিগত ২৯শে আগষ্ট তাঁহাদের মোকদ্দমার তারিখ ছিল কিন্তু ঐ তারিখে বিচার হয় নাই। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর মামলার দিবস ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত কর্ম্মিদ্বয় শ্রীহট্ট জেলে আছেন। তাঁহাদের প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারও সন্তোষজনক নহে বলিয়া প্রকাশ।

রেলওয়ে কর্ম্মচারী সম্মেলন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, তদন্ত কোর্টকে বয়কোট করা সম্পর্কে কর্ম্ম-সংসদ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কর্ম্মচারী সম্মেলন কি করিবেন ইহা বিবেচনা করিবার জন্য নিখিল ভারত রেল কর্ম্মচারী সম্মেলনের জেনারেল কাউন্সিলের এক সভা হয়।

পতাকার সম্মান রক্ষার্থ

দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, জনসাধারণের উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে মিঃ আসফ আলি ৩০শে আগষ্ট সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রায় ৫ হাজার লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইয়া জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, পতাকার সম্মান রক্ষার্থ তাহারা তাহাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ যে, ২৯শে আগষ্ট সকালবেলা পুলিশ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী কালিপ্রসন্ন ঘোষ, প্রফুল্লকুমার মজুমদার—এবং ডাঃ মন্মথনাথ সেনের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজপত্র এবং কতিপয় ফটোগ্রাফ হস্তগত করে। প্রকাশ, ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি এবং বিস্ফোরক ৪,৫ এবং ৬ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অহিংসার আদর্শ প্রচার

গত ২৮শে আগষ্ট বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এক সভায় বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে হত্যার চেষ্টা গার্লিককে হত্যা ইত্যাদির নিন্দা করা হইয়াছে এবং সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতে বলা হইয়াছে।

অহিংসার আদর্শ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার জন্য সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া গান্ধীজীকে অনুসরণ করিতে বলা হইবে, নবকল্পিত জাতীয় পতাকার ব্যাখ্যা সকলই বুঝিতে হইবে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব অনুযায়ী বিহারের সকল জিলা কংগ্রেসকমিটীকে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে বলা হইয়াছে।

ঢাকা বিদেশী বহিষ্কার সমিতির অনুষ্ঠান

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, গত ২৬শে আগষ্ট বুধবার সকালে ৮টায় সমিতি প্রাঙ্গণে নব জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিশিষ্টদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র চাটার্জ্জি, নলিনী কিশোর গুহ, বিমলা মোহন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র মোহন সেন, ডাঃ অবনী দাসগুপ্ত, আলেকা সেন, সরমা গুপ্তা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের শেষে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাদের সামান্য জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

আমেরিকায় ভারতীয়গণের সুবিধা হরণ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, "মহাত্মজীর জনৈক ভারতীয় সংবাদদাতা পানামা (আমেরিকা) হইতে লিখিতেছেন,—"ক্রমশই দেখা যাইতেছে যে আমেরিকায় ভারতীয়গণের সুবিধা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। অধুনা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশীকে আমেরিকায় আগমন ও নিষ্ক্রমণবিষয়ে কঠিন আইন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ আছে যে স্থানীয় আইনানুসারে কতিপয় ব্যক্তিগত অধিকার ও সুবিধা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ঐরূপ আইন প্রচলিত থাকিবে। এতৎসরকার নূতন প্রণালী মতে বারজন বিদেশীকে ইতোমধ্যেই তাহাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন।

তাড়ির দোকান নীলাম

গোবিন্দটিপালায়াম তালুকের ৭২টি তাড়ির দোকানের মধ্যে গত ৪ঠা আগষ্ট ৭৪ খানি ও গত ২০শে আগষ্ট ২০ খানির নীলাম হইয়া গিয়াছে, এবং একখানি দোকান বন্ধ আছে। কিন্তু উক্ত ২০ খানা দোকানের ক্রেতা নীলামের সর্ত্তগুলি পালন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, আগামী ২রা সেপ্টেম্বর তাঁহাদের দোকানগুলি পুনরায় নীলাম বিক্রী হইবে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী উক্ত নীলামে পিকেট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"শ্রীপ্রবাস"
দৈনিক —
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সাত কলম ২৲
চাক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৩৮, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

ভাগরামের অনশন ত্যাগ

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ভাগরাম অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই ব্রত ত্যাগ করিয়াছেন। কারা আইনের বলে জেলবিধি ভঙ্গ করার অপরাধে সরকার উহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই অভিযোগও প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকে বিঠলভাই

ভারত হইতে যে সকল নেতারা বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলে শ্রীযুত বিঠলভাই পেটেলকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পেটেলের অঙ্গে অস্ত্রোপচার হওয়ায় তাঁহার জ্বর হইতেছে। সেইজন্য তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। তিনি এখনও ভিয়েনার স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিতেছেন। তিনি এখনও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারেন না। চিকিৎসকেরা অনুমতি দিলেই তিনি লণ্ডনে যাইবেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার দেহে যে ভীষণ অস্ত্রোপচার হইয়াছে, তাহাতে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব ঘটিবে।

আকাশ-যানে প্রলয় কাণ্ড

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে, লুখ্‌টহান্‌সা প্যাসেঞ্জার বিমানখানি মুনিক হইতে বার্লিন যাতায়াত করিবার সুদূর পথে

ভাগরামের অনশন ত্যাগ

গোলটেবিল বৈঠকে বিঠলভাই

কানপুরে সৈন্যদলে কলহ

নিখিল ভারত জাতীয় পতাকা দিবস

ব্রহ্ম বিদ্রোহীর অত্যাচার

সারেঙ কর্ত্তৃক ৫ জনের প্রাণরক্ষা

মালব্যজীর প্রার্থনা

মিঃ ক্যাসেল্‌সকে গুলীর জের

বেকারের আত্মহত্যা

মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিশোধ

হঠাৎ তাহার মধ্যে একটা তীব্র গন্ধ উত্থিত হয়। বিমান ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, একজন আরোহী একটা এসিডের বোতল লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় হঠাৎ বায়ু-সাহায্যে এসিড জ্বলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা না পড়িলে বোধ হয় বিমানে আগুন ধরিয়া উঠিত। ইনস্পেক্টর আরোহীকে তৎক্ষণাৎ আটক রাখিয়া দেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে আসিয়া তাহাকে পুলিসের হাতে ধরিয়া দেন। আরোহীর মতলব এখনও বুঝা যায় নাই।

সারেঙ কর্ত্তৃক ৫ জনের প্রাণরক্ষা

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, সেদিন মহানন্দ ষ্টীমারে চর ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তী পদ্মাগর্ভ হইতে সারেঙ মুন্সী আবেদ আলি ৫ জনের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। একখানি কয়লা বোঝাই দেশীয় নৌকা পদ্মার জলে উল্টাইয়া যায়। সারেঙ ৫টি লোককে ভাসিতে দেখিয়া বহু কষ্টে তাহাদিগকে অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় ষ্টীমারে তুলিতে সমর্থ হয় এবং ষ্টীমারের মধ্যে তাহাদিগের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সুস্থ হইবার পর তাহাদিগকে কাদিরপুর ষ্টীমার ঘাটে নামাইয়া দেওয়া হয়।

বোমার মামলায় দ্বীপান্তর

১লা আগষ্ট তারিখে দায়রা জজ বেনারস বোমার মামলার রায় দিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমতী রাধারাণী মুক্তি পাইয়াছেন এবং সুবিমলকুমার রায় ও শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারা অনুসারে ১৪ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে ও অস্ত্র আইনের ১৯ বি ধারা অনুসারে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে ভোগ হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্রোহীর অত্যাচার

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, থায়েটমিওতে ৫টি ডাকাতি ও নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে এবং বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক দুই জন লোককে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা হইয়াছে। এই কার্য্যের ফলে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে ৫ জন গ্রামবাসীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, একশত টাকা নজরানা দিয়া বিদ্রোহীদের নিকট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ দুই জন লোককে খুন করিয়াছে। উহাদের একটি খুনের সম্পর্কে কয়েক জন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) গৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকবান্ধব গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীধামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী নলিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী জ্ঞানেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্রজগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১৭৭তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩০শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীবলদেবের আবির্ভাব বাসর ছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর" গীতটী উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে গান করিলে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীবলদেব প্রভু—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-রূপ বিগ্রহ। তিনি সন্ধিনীশক্তিমদ্ বিগ্রহ, তাঁহা হইতে বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রকাশ। তাঁহারই অংশ মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর প্রকাশ। তিনি সকল কারণের কারণ, সুতরাং বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সকলেরই কারণ—শ্রীবলদেব প্রভু।

শ্রীবলদেব প্রভুর বল ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। শ্রুতি বলেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" শ্রীমদ্ বলদেবের বল ব্যতীত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করাও যায় না। শ্রীবলদেবের পাদপদ্ম-কৃপালেশ লাভ করিলে জীব পরমার্থবলে বলী হইয়া স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব গত ৬ই ভাদ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপরিভাগে এবং পশ্চাতে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছে। নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর বিনোদানন্দজিউর দর্শনার্থী বহু ব্যক্তি প্রত্যহই আগমন করিতেছেন এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত ভাগবত-বাণী শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

আগামী ২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার শ্রীনন্দোৎসব দিবসে একটী পারমার্থিক সৎশিক্ষা প্রদর্শনী খোলা হইবে। ইহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, দর্শনের বিভিন্ন অবস্থা, মানবজীবনের কর্ত্তব্য, [illegible], ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ, বহু প্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলাকৌশল দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করা হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার খোলা থাকিবে। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশমূল্য নাই। সুতরাং ধনী, নির্ধন সকলেই অবাধে প্রদর্শনী দর্শন করিতে পারিবেন।

মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্ব পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের দুরবস্থাগতি। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি পাঠ করিতে গিয়া অনেকে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাহার কারণ, মহাজনের নিকট শরণাগতির অভাব। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিলেই ধর্ম্মের জটিল তত্ত্বগুলির সুসমাধান হইয়া যাইবে।

অনর্পিতচরদানকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা বর্ত্তমানে হাটে, ঘাটে, মাঠে, বিক্রীত হইতেছে কিন্তু তাহা চৈতন্যব্রুব সম্প্রদায়-গণের অপস্বার্থপরতার নিমিত্ত কোথাও বিপন্ন, কোথাও বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীল [illegible] ধর্ম্মের এই বিপন্ন দশা অপনোদনের জন্য জগতের জীবকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছেন। যাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্য লীলার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয় দয়ার অধিকারী হইতে চান, তাঁহারা জগদ্গুরুবরের এই মহাবদান্যতার কথা অনুশীলন করুন, শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিয়া সিদ্ধান্ত সমুদ্রের তরঙ্গগুলির সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হউন।

গত ২১শে আষাঢ় শ্রীপাদ কুলশেখর ব্রহ্মচারীজী কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি হরিকথা প্রচারার্থ সম্প্রতি সিমলা যাত্রা করিবেন।

মাদ্রাজের আর, কামেথ মিসার্স ভি, কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভগবানের বিশ্রামের জন্য ৩০০৲ টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত অতি সুন্দর সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। উক্ত কারের মহোদয় ও বিশেষতঃ তাঁহার দোকানের ম্যানেজার মিঃ ভাট মহোদয় নানা প্রকারে শ্রীমঠের প্রভুর সেবানুকূল্য করিতেছেন। মিঃ ভাট মহোদয় [illegible] রবিবারের পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান মানসে সবান্ধবে শ্রীমঠে আগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দপ্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন ও বিরক্তস্বামী শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন।

গত ৯ই আষাঢ় তারিখে এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু শ্রীপরমহংস মঠে আগমন করেন। শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনান্তে হরিকথা আলোচনা কালে তিনি বলেন যে তিনি হঠযোগাভ্যাস করিবার মানসে উপযুক্ত হঠযোগাভ্যাসী গুরুর অন্বেষণ করিতেছেন। হঠযোগতত্ত্বসম্বন্ধে জগন্নাথ-প্রসাদ বাবু শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীজীকে হঠযোগের বিষয় প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মচারীজী বলেন, হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম, এবং ইহাই কলিহত পতিত জীবের ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পন্থা। সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তনই কলিজীবের প্রধান কর্ত্তব্য, হঠযোগাবলম্বনে কোনদিন আমাদের নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না, উহা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র, এবিষয় সুষ্ঠুভাবে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদ বাবুকে বুঝাইয়া দেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দুই দিবস যাবৎ ব্রহ্মচারীজীর নিকট এই সমস্ত গবেষণাপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ

পিতৃদ্রোহী কে ?

কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, তিনি যে ভূমিকায় অবস্থান করেন সেই ভূমিকায় থাকিয়াই বিচার করিয়া একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং আপন আপন সিদ্ধান্তকে অধিকাংশ ব্যক্তিই নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করেন।

জগতে বিচারকগণের বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা থাকিলেও কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত বিচারকগণের সিদ্ধান্তটী সত্য তাহা স্থির করিবার জন্য ভূমিকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটী ভূমিকা লৌকিক, দ্বিতীয়টী পারমার্থিক।

প্রথম ভূমিকায় অবস্থিত লৌকিক বিচারাবলম্বী ব্যক্তিগণ আরোহবাদী সুতরাং তাঁহারা অক্ষজজ্ঞানকেই সম্বল করিয়া বিচার করেন কিন্তু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটবাদি দোষদুষ্ট বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তটিও নির্ভুল নহে।

দ্বিতীয় ভূমিকায় অবস্থিত পারমার্থিকগণ অবরোহবাদী বা শ্রৌতপন্থী। স্বয়ং ভগবান্ যে নিরস্তকুহক সত্যসিদ্ধান্তের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রৌতপন্থায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পারমার্থিকগণ সেই শ্রৌত সিদ্ধান্তটীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভুল থাকিতে পারে না।

পিতৃদ্রোহী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে লৌকিকগণ বলিবেন যে, যে জন্মদাতা পিতা বহু কষ্টে পুত্রকে লালনপালনাদি করিয়াছেন সেই পুত্র যদি পিতার অবাধ্য হন বা বিভিন্ন প্রকারে রীতিমত তাঁহার পরিচর্য্যা না করেন অথবা পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করেন তবে তিনি পিতৃদ্রোহী।

মনোধর্ম্মের বিচারটী যাঁহাদের আরও কিছু উন্নত হইয়াছে, তাঁহারা বলিবেন যে, রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করেন সুতরাং রাজা ও পিতৃস্থানীয় অতএব যাঁহারা রাজদ্রোহ করেন তাঁহাদিগকেও পিতৃদ্রোহী বলা যাইতে পারে।

মনোধর্ম্মের বিচারটী সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে যাঁহাদের, ঋষিগণ তপস্যাদি করিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান করেন এবং দেবগণ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতিদ্বারা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন, সুতরাং ঋষিগণের ও দেবতাগণের যাঁহারা পূজা না করেন তাঁহারা পিতৃদ্রোহী।

উপযুক্ত বিচারগুলি লৌকিক জগতের ব্যক্তিগণকে পাপ বাধা হইতে রক্ষা করিয়া অনিত্যকালের জন্য স্বল্পপুণ্যময় রাজ্যে লইয়া আসে ইহা সত্য, তবে উক্ত বিচার অবলম্বন করিয়া মানব নিত্যকালের জন্য নিত্য আনন্দময়ধামে যাইয়া নিত্য সেব্য শ্রীভগবানের সেবায় অধিকার পান না। নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে পারমার্থিক বিচার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পারমার্থিকগণের বিচার এই যে—পিতৃগণের, রাজা বা মহারাজগণের, ঋষিগণের এবং দেবতাবৃন্দের সকলেরই সেব্য সকলেরই আদি সেই অনাদি পুরুষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং লৌকিক বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক পিতা, রাজা, ঋষি ও দেবতাবৃন্দের পূজা করিলেও তিনি যদি জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করেন, তবে তিনি পিতৃদ্রোহী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীকে উপদেশ দিবার ছলে আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম অঃ)

এই কলিকালে, জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ভজনা যে না করে তাহার ন্যায় পিতৃদ্রোহী আর কেহই নাই।

চরম সাধ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

করুণাময় দেব !
যে পথে চলি যাও
ভকত সনে,
গৌর করুণাবাণী
সুকীর্ত্তনে।

তীরথরাজ সেই
পথের ধূল,
মহামণি রাজি
না হয় তুল।
সেথা হ'তে সাধ—
একটী কণা,
তবে, হবে সার্থক
পতিত জনা।

ন'হত' দীনের 'পরে
কৃপার ফলে—
দিও স্থান, শ্রীধামের
তৃণের দলে।
বিচরণ পথ বাটে
রহিব পড়ি',
গৌর-প্রণয়ী জন
করুণা স্মরি'।

হবে কি এহেন দয়া ?
জানি না প্রভু !
ভিখারীর রাজা আশ
সাজে কি কভু ?

ধাম-প্রসঙ্গ

বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই শ্রীধাম প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পান। 'ধাম' শব্দের অর্থ **"প্রকাশ, আলো বা জ্যোতিঃ"** মিশ্র সত্ত্বে বা মলিন চিত্তে কেহ শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হন না। কেন না সেবোন্মুখ না হইয়া ভোগোন্মুখী বৃত্তি লইয়া, অর্থাৎ শ্রীধামের সেবা করিব এই বুদ্ধি না লইয়া শ্রীধাম-দর্শনে কেহ আসিলে তাহার শ্রীধাম দর্শন হয় না। ধাম ও গ্রাম কখনও সমপর্য্যায় ভুক্ত নহে। শ্রীধাম—**'যোগপীঠ'** বা **"সেবা মন্দির"** আর গ্রাম—**'ভোগপীঠ'** বা **"ভোগ মন্দির"** এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র যুক্তি অনুযায়ী নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। শ্রীধামে ভগবৎসেবা হয়, আর গ্রামে মায়ার সেবায় জীবের অধঃপতন হয়। শ্রীধামে শ্রীহরিকীর্ত্তন, আর গ্রামে বিষয় কীর্ত্তন এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং আমরা যেন বিচার রহিত হইয়া, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া, কখন শ্রীধামের সহিত গ্রামকে আসনে স্থাপন করিয়া না বসি। তাহা হইলে আমাদের শ্রীধামের চরণে অপরাধ সঞ্চয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা যেন ভ্রমেও শ্রীধামকে পণ্য-দ্রব্য বা ব্যবসা বাণিজ্য স্থান বা নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ বলিয়া মনে না করি।

'বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥

শ্রীধাম গুণাতীত স্থান; প্রাপঞ্চিক স্থানসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীধাম অপ্রাকৃত—নির্গুণ ও প্রাকৃত গুণশূন্য; যে স্থানে দ্যূতপানাদি অর্থাৎ সতরঞ্চ, তাস, পাশা, বাবাক্রীড়াদি ধূম্রপান এবং অমেধ্য ভক্ষণাদি ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, সেস্থান কলিরাজের অধিকৃত, সুতরাং অজ্ঞ চক্ষে ধামে বাস করিলেও তাহা শ্রীধাম হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত জানিতে হইবে। এই স্থান সমূহ নিতান্ত অধম বলিয়া শাস্ত্রসমূহ ইহাকে তামসিক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আর যে স্থানে যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্যগীত ইত্যাদি, স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে সেই স্থানসমূহকে রাজসিক স্থান কহে।

আর যে স্থান 'তপোবন' অর্থাৎ যে স্থানে ঋষিবৃন্দ শম-দমাদি-গুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া, ব্রহ্মানন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া, চিন্মাত্র সমাধি সুখ অবলম্বন করেন, সেই স্থান সমূহকে সাত্ত্বিক স্থান কহে।'

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

মূল বাবাজীর আর উঠ্বার উপায় নেই। খুব জোর কেত্তন চল্‌ছে—লোকে কিল্‌বিল্। অনেক ঝেঁকে উঠেছে প্রেমে বাবাজীর আট আট্‌টে চৌষট্টিখানা মস্তক নাগর দোলায় মত চক্রাকারে ঘুর্‌ছে; যদি দৈবাৎ ছিঁড়ে যায় তবে ৫২ গজ তফাতে গিয়ে পড়্‌বে। নর্ত্তনশীল শিখা-গুচ্ছটীর ত' আর নজরই পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ঠিক সোমের পূর্ব্বে পুলক হচ্ছে। তালের মাথায় বুবু ক'রে শিউরে উঠ্‌ছেন। নৈবিদ্যির কলার মত মাঝখানে দোহারগণের কীর্ত্তন কালে গড়াগড়ি-খাচ্ছেন। আবার উঠে ঠিক তালে গান ধর্‌ছেন। পিসীমা কাঁদ্‌ছেন—সরল দর্শক কাঁদ্‌ছেন, বল্‌ছেন আচ্ছা কেত্তন। আর আমি কুটিল, নিন্দুক, হিংসুক কিনা দেখ্‌ছি ছুঁচোর কেত্তন, শুন্‌ছি কুকুর কেত্তন ! আর বল্‌ছি, ধন্য কলি তোমার কেত্তন !!!

বাজ-বাজড়ার চব্বিশ-পহর কিনা তাই এত ধুম। ভাণ্ডার সব জিনিস পত্রে বোঝাই, নানা দেশের নানা রকমের ঝুড়ি ঝুড়ি ফল মূল ; নানা রকমের গামলা গামলা গোল সন্দেশ ; চরস, চণ্ডু, গাঁজা, গুলী, আফিং ভরি ভরি ; চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, দেশলাই বাণ্ডিল বাণ্ডিল ; ভাল সাবান তেল, গোলাপজল, অটো, এসেন্স ডজন বন্দী ; গয়া বনবিষ্ণুপুরের ভাল অম্বুরী তামাক মণওয়ার ; ময়দা ঘি, চিনি, ছানা, মাখন, দই, দুধ, তরকারী-পত্র গাড়ী গাড়ী, ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যে ৩।৪ টী ভাণ্ডারে আর স্থান নাই। তা'ছাড়া 'অভয়া মায়ের কৃপাবারি'ও ২।১ গ্যালন অন্যত্র লুকান ছিল।

খুব জোড়তাড় ক'রে বৈষ্ণব ভোজন হ'য়ে গেল। ৩।৪ দিনে বাবাজী-প্রভুগণ কেল্লা ফাঁক ক'রে দিলেন। অনেক গরীব দুঃখী প্রসাদ পাবার আশায় ব'সেছিল। মানুষের ত' দূরের কথা ও যে দেবতাদেরও দুর্লভ বস্তু—বৈষ্ণব প্রসাদ পায় কে ? কুকুর বেড়াল এমন কি একটা পিঁপড়েও না ! তবে বৈষ্ণবের অপার দয়া কিনা, চরজলে আর চরমিস্ত্রিকেই দেশের পুকুর গ'ড়ে বোঝাই ক'রে দিয়েছেন। যত পার খাও—পান কর—আর দুহাতে বিলোও, দুনিয়া শুদ্ধ উদ্ধার ক'রে দাও।

উক্ত প্রকার সত্ত্বরজস্তমোগুণসম্পন্ন স্থানসমূহ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার ত্রিগুণ দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রহিয়াছে বলিয়া মায়ামুগ্ধ জীবগণ সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কখনও শ্রীধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ব্যাখ্যা ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; ২০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্য শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত টীকা ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ... ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্য-সহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী রুষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ রামানুজপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নবটী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলে সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইণ্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হবে। অগ্রিম গাড়ীভাড়া (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে তথায় রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের ঔষধ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক পোঃ [illegible] [illegible]।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনন্দ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সুন্দর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কর্ম্মাধিপ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম. এ. এক, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অতি বৃষ্টিতে লাইন ভঙ্গ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, অতি বৃষ্টির দরুণ কোপায়লহর ও জ্বওলামুখী রোডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেল লাইনের মাটি ধ্বসিয়া যাওয়ায় যাত্রী পারাপার করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিনের জন্য জ্বওলামুখী রোড ও কোপায় লহর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে মাল বা যাত্রীদের যাওয়া আসা বন্ধ রাখা হইবে।

নিখিল ভারত জাতীয় পতাকা দিবস

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নিখিল ভারত জাতীয় পতাকা দিবস পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে লাহোরে, বোম্বায়ে, দিল্লীতে, কাঁথীতে, পাটনায়, বাগেরহাটে, বর্দ্ধমানে সিরাজগঞ্জে, বালিয়া কান্দীতে, বনগাঁয়ে, পেশোয়ারে, নবাবগঞ্জে, লৌহজঙ্গে ও অন্যান্য বহুস্থানে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। লাহোরে, পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি লালা দুনীচাঁদ লাজপৎ নগরে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে তিনি উপসংহারে বলেন যে, ভারতের এমন একদিন আসিবে যখন সমগ্র ভারতবাসী ইংরাজগণ ও জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিবে। ঐ দিবস সমবেত হইয়া জাতীয় পতাকার সম্মান করেন।

মৌলানা সৌকত আলী

মৌলনা সৌকত আলী 'মুলতান' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা সময়ে পথিমধ্যে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় আর 'মুলতান জাহাজে চড়েন নাই। শুনা যাইতেছে, তিনি 'রাজপুতনা জাহাজেই গান্ধীজীর সহিত পুনরায় রওনা হইবেন।

বন্দুক চুরি

য়ুনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র পালিতের বাড়ী হইতে গত ২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যায় তাঁহার বন্দুকটি রহস্যময় ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুলিশ সুপারের একজন দারোগা এখানে আসিয়াছেন।

রেলগাড়ীতে রাইফেল প্রাপ্ত

গত ৩০শে আগষ্ট অপরাহ্নে ৫৯ নম্বর আপ ট্রেণখানি ক্যানিং হইতে বেলিয়াঘাটা রেল ষ্টেশনে উপনীত হইলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ৯৪২৯৬ নম্বর মার্কা রাইফেল পাওয়া যায়। ট্রেন পরীক্ষক উহা প্রাপ্ত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকটে উহা জমা রাখেন। তিনি উহা শিয়ালদহের রেল পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রামে দারোগা হত্যায় খানাতল্লাসের ধুম

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে একজন ১৬ বৎসর বয়স্ক যুবক কর্ত্তৃক গুলির আঘাতে নিহত হইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে ঐ তারিখের রাত্রিতেই চট্টগ্রামের অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয় এবং বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খাঁ বাহাদুরের আক্রমণকারীর নাম মনোমোহন ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রকাশ। তাহার নিবাস গোপালদিয়া। তাহার নিকট একটা বিলাতি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। সে প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিশোধ

চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হত্যা করায় একটা জনতার লোকজন গত ৩১শে আগষ্ট তারিখের সকালে প্রতিশোধ লইবার জন্য লালদিঘীর ধারে বড় একখানা দোকান আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করে। এই দৃশ্য দেখিয়া হিন্দুরা অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নিজ নিজ বাড়ীর ভিতর অবস্থান করিতে থাকে। এমন কি সকল দোকান, আদালত, ও আফিস বন্ধ হইয়া যায়। শান্তি স্থাপনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুসলমান নেতারা খুব চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অবস্থা এতই গুরুতর হইয়াছে যে, সশস্ত্র পাহারার মধ্যে ডাক বিলি করা হইতেছে এবং তার প্রেরণ করিবার সময়েও অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে না।

শিক্ষকের উপর সন্দেহ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, কামারকাঠি হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক এক নোটীশ পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যেন পুনরায় কোন বিপ্লবমূলক ও সরকারের বিরোধী মতের সমর্থন না করেন এবং তাহাদের সহিত যেন মেলামেশা না করেন। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ১৪ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে স্থানীয় জেলে ৩ সপ্তাহ আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তিনি বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

খুলনায় ডাকাতি

গত ২৫শে আগষ্ট রাত্রিতে বাগেরহাটের নিকট বাঁশবেড়িয়া নামক স্থানে জলপথে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বহু ব্যাপারী ধান্য কিনিবার জন্য আসিয়া নদীতে তাহাদের নৌকা বাঁধিয়া যখন নিদ্রা যাইতেছিল, তখন কয়জন ডাকাত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া টাকা চাহে। ফলে ব্যাপারীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময় একজন ব্যাপারী নিহত হইয়াছে। সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার সমিতি

গত ২৬শে আগষ্ট বুধবার সকালে ৮টায় ফরাশগঞ্জ স্থিত সমিতিপ্রাঙ্গণে নব জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিশিষ্টদের মধ্যে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্রনাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, নলিনীকিশোর গুহ, বিমলামোহন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন সেন, ডাঃ অবনী দাশগুপ্ত, আশালতা সেন, সরমা গুপ্তা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় এই প্রথম মেয়েদের দ্বারা বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইল। তাঁহারা দোকানে দোকানে যাইয়া সমস্ত বিদেশী কাপড় সিল মোহর করিয়া দিতেছেন। প্রতিদিনই এই ভাবে কাজ চলিতেছে।

দীনেশের প্রশংসার জের

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ যে, কর্ণেল সিম্সনের হত্যাকারী দীনেশ গুপ্তের প্রশংসা করার জন্য ধৃত শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দেব ও দ্বারকানাথ গোস্বামীর পক্ষ হইতে দায়রা জজের নিকট জামীনের আবেদন করা হইয়াছে। য়ায় প্রদান করা হয় নাই। নিম্ন আদালতে তাহাদের মামলা ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

মালব্যজীর প্রার্থনা

লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সন্ধ্যার সময় কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া গোল টেবিল বৈঠকের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া প্রার্থনা করেন।

ফরিদপুরে খানাতল্লাস

গত ২৭শে আগষ্ট পুলিস সহরের ডাক্তার মন্মথ নাথ সেন এবং উকীল শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ ঘোষের বাটীতে এবং গোবিন্দপুরের কয়েকটি বাটীতে খানাতল্লাস করে। সতীশ বাবুর বাটীতে পুলিস কতকগুলি কাগজ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েক জনের ফটো লইয়া গিয়াছে।

বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪, ৫ ও ৬ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ খ ধারা অনুসারে ব্রজলাল চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে এবং আরও কয়েক জন ধৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

বেকারের আত্মহত্যা

দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, বেকার হইবার ফলে একজনের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পূর্ত্ত বিভাগের কেরাণী কিশোরীচাঁদ ব্যয়-সঙ্কোচ খসড়া অনুসারে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া সালফিউরিক এসিড খাইয়া আপনার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

কানপুরে সৈন্যদলে কলহ

গত ২৯শে আগষ্ট প্রাতে ব্যাটারী সৈন্য ও লাইন মুহপারদের মধ্যে কলহ বাধিয়া যায়। ফলে, মুহপারদের একজন নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে।

মিঃ ক্যাসেল্সকে গুলীর জের

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, গত ৩০শে আগষ্ট জেলের মধ্যে সনাক্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রকাশ, শ্রী, ললিতচন্দ্র রায়কে কয়জন সাক্ষী মিঃ ক্যাসেল্সের আক্রমণকারী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে।

এই সম্পর্কে শ্রীযুত দাশরথি চৌধুরী ও অন্যান্য যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ময়মনসিংহে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপ্রাণ
চৌদি — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ।৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সাত কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

চট্টগ্রামে ভীষণ হাঙ্গামা

বর্দ্ধমানে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

মন্ত্রীর পদত্যাগ

জাহাজ হইতে গান্ধীজীর বাণী

উত্তর মালাবারে দাঙ্গা

নরমাংস ভক্ষণে সাধু দণ্ডিত

বরিশালে জনসভা

দক্ষিণ ভারতে রেল দুর্ঘটনা

৪০ বাড়ীতে খানাতল্লাস

নানা কথা

চট্টগ্রামের তাণ্ডব লীলার আরও কাহিনী

গত ১লা আগষ্ট তারিখে সংবাদ পাওয়া যায় যে বিস্তর মুসলমান চকবাজার আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য একদল সশস্ত্র পুলিশ মিঃ জালালুদ্দিন কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হয়। ফলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। কাটতলিতে জনৈক হিন্দু-মহিলা দা হস্তে জনতাকে আক্রমণে অগ্রসর হওয়ায় সকলে পলায়ন করে। হালিসহরের শ্রীযুত জীবন মহাজনের ১॥০ লক্ষ টাকা একদিনে লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখনও হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত দোকানই বন্ধ আছে। সহরে যথেষ্ট পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে অফিসগুলি বন্ধ ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ প্রতীকারোপায় অবলম্বন করায় ও নেতাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ফলে বর্ত্তমান অবস্থায় স্পষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। তবে লোকের মনে এখনও আতঙ্ক রহিয়াছে।

বর্দ্ধমানে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

একটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার বিচার দায়রা জজ মিঃ দে, দে জুরীর সাহায্যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

প্রকাশ, একটী সাত বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকাকে তাহার পিতামহী ও মাতার অনুপস্থিতির সুযোগে হত্যা করা হয়। ঐ গ্রামের অধিবাসী ভজহরি আসামীর উপর সকলের সন্দেহ হওয়ায় তাহার গৃহ খানাতল্লাস করায় দূষিত রক্তের দুর্গন্ধ ও গলিত মাংস প্রাপ্ত হয়। আসামী তাহার দোষ স্বীকার করে এবং তাহার দুই জন সাহায্যকারীর নাম প্রকাশ করে। বালিকার শরীরে প্রায় ১০০৲ মূল্যের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে হত্যা করা হয়। অলঙ্কারগুলি অপর একজন আসামীর নিকট পাওয়া যায়। মৃত দেহের অবশিষ্ট অংশ একটী পুষ্করিণীর কিয়দ্দূরে পাওয়া যায়। আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্তি করে, পরে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারানুসারে জুরীগণ এক বাক্যে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদিগের সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়া আসামীদিগের সকলকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেন।

জাহাজ হইতে গান্ধীজীর বাণী

২রা সেপ্টেম্বর "রাজপুতনা" জাহাজ হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন—

গান্ধীজী বলেন "এক্ষণে আমি ভারতের তীরভূমি হইতে চলিয়া যাইতেছি, এক্ষণে আমার দেশবাসীর নিকট এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আমার অনুপস্থিতিকালে সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকেন।" গান্ধীজী ভারতবাসীকে মাদকতা, বিদেশী বস্ত্র এবং অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অভিশাপ সকল পরিহার করিতে এবং গ্রাম্য কলাশিল্পের পুনরুদ্ধারে এবং সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "সরকারী কর্ম্মচারী প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রভুত্ব ভারতীয়গণের হস্তে যাইবে বলিয়া যদি তাঁহারা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন, তবে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ওয়ালাদিগের উপর যেন তাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন।"

মন্ত্রীর পদত্যাগ

নাইনিতাল হইতে প্রকাশ যে, কৃষি ও আবগারির মন্ত্রি মহারাজকুমার মেজর মহীজিৎ সিং স্বাস্থ্য হানির জন্য ১লা সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজকুমারের গত কয় মাস হইতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে য়ুরোপে যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই য়ুরোপে যাত্রা করিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর-	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমদ্বেশ্বর, শ্রীপাদ শশীচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌররাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদাশিব, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড (?) জঙ্গমবাড়ী/জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনবনী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীভূষণশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ইসেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৫৮তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ১২ই আগষ্ট তারিখে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী বর্ত্তমান ৪ নং মদনগোপাল লেনস্থিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় মায়াপুরে আসিয়া শ্রীপরমহংস মঠে আগমন করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নন্দদুলাল প্রভুর সেবাসৌষ্ঠবে সুসজ্জিত মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-বিলাসজীউএর শৃঙ্গার ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি পরম আনন্দলাভ করেন। তৎপরে কিছুক্ষণ যাবৎ ব্রহ্মচারী-জীর সহিত হরিকথা আলোচনা করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে ব্রহ্মচারীজীকে ভগবৎ তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মচারীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

———

গত ২৭শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার (১৯৩১) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে দৈনিক 'অমৃতবাজার' যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

GAUDIYA MATH

GRAND RELIGIOUS EXHIBITION

The annual Mahotsab Ceremony of the Calcutta Gaudiya Math commenced on the 23rd of August last and will continue up to the 26th of September, 1931. The daily functions from 6 a m. to 9 p. m. will include Aratrika, Recitation of the sree mat Bhagabatam, Nagar Sankirtan Processions, worship, discourses and instruction, exposition Sankirtan to which all are invited to attend. Special ceremonies on special occasions will be notified in due course.

During the annual cere nonies of the Gaudiya Math last year an Exhibition was held in the open land adjoining to the temple. The form, design and plan of the Exhibition was quite unique and their execution was so exquisite that the Exhibition drew about hunbreds-thousands people every day throughout the duration. The visitors were highly satisfied with the grand arrangement of the educative shows and many e ninent persons of all communities se it to the or ganisers and to the press of their own accord their gratetul appreciation in highly eulogistic terms.

The unprecedented success of the unique form of Exhibition has inspired the authorities of the Gaudiya Math to hold a similar Exhibition in a much bigger scale this year from Sunday, the 6th september to the 23rd September, 1931. Owing to paucity of space inside the Math premises for the too big crowd there was great rush causing difficulty both to the organisers and to the visitors. To avoid rush and to offer facilities to the public, the Corporation of Calcutta has kindly [illegible] to hold the Exhibition in a much [illegible] scale in the extensive [illegible] Corporation [illegible] Street known as the Baghbazar Metal Depot lying near the Gaudiya Math Temple

Corrugated iron fencing and different rows of stalls are being briskly erected and beautiful gates with tasteful decorations are being constructed for the Exhibition. The passages and enclosure for ladies and gentlemen respectively are being arranged quite separately throughout the whole of the Exhibition ground. Relief scenes and resting places separately for ladies and gentlemen will be provided. The Corporation is making arrangement for drinking water to the public. The Calcutta Fire Brigade will take upon themselves the task of providing all necessary precautions against preventive appliances for fire.

The Exhibition is of such a novel form that it was never attempted nor ever thought of before anywhere. It will be a pictorial demonstration of the intricate principles and methods of riligion and the different stages and conditions of its practice in social and individual life. There will be a very educative arrangement for a comparative study of religion, the stages of development of theism, pitfalls and safe factory solution of confounding [illegible] of life and such other encyclopedic informations. The shows will be arranged in figures, dolls, charts etc., with scenic background [illegible] various kinds of shifting, wheeling and other manner of electric arrangements so as to make everything as real and life-like as possible so that a vivid expression may easily be taken. After all every attempt is being made to educate the mass comprising of the uneducated and uncultured of all sex and age to be thoroughly acquainted with the basic and working principles of the Absolute Truth, of the world or Universe and of the life in the Universe.

The Exhibition will also contain a Museum of various religious antiquities, articles of interest, a collection of rare literature and manuscripts, pictures and other rare, valvable and interesting collections in connection with religion from all over India.

The Exhibition will remain open to the public daily from 7-30 a. m to 9 p m No entrance fee will be charged

All particulars regarding the Exhibition may be had from the Secretary Gaudiya Math, Calcutta.

———

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

মহামহোৎসবউপলক্ষে

বিরাট্

নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

তারিখ

আগামী ২০শে ভাদ্র রবিবার (৬ই সেপ্টেম্বর)

সময়

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবে

পথ ঃ—

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বিডন রো, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া সন্ধ্যা ৫টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

সমন্বয়বাদীর ভ্রম

(ভক্তিশাস্ত্রোপাদিকা শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী)

ত্রিগুণগঠিত, বদ্ধভূমিকাবস্থিত, বহির্মুখবাদী, ভোক্তাভিমানী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের নির্ব্বিশেষ-তর্পণমূলা কাল্পনিক বিষ্ণুপূজার ছলনা, বা অশুদ্ধদর্শন, কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম সাযুজ্য-লালসায় নাগা-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিলাসবৈচিত্র্যহীন ক্লীব-ব্রহ্মের উপাসনার অভিনয় ও চেতনরাজ্যে বিচরণশীল নির্গুণ স্বরূপজ্ঞানলব্ধ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট একায়ন-পন্থা, শ্রীচৈতন্য দাসাভিমানী নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, নিত্য-চিন্ময়বিগ্রহবান্, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তোষণপর সেবা সাধনা, অতত্ত্বজ্ঞ চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর ভোগময় দৃষ্টিতে সমজাতীয়রূপে প্রতিভাত হইলে বাস্তবিক তাহা সমজাতীয়তা বিশিষ্ট নহে।

কৃষ্ণৈকসর্ব্বস্ব সমর্পিতাত্ম অপ্রাকৃত-রসরসিক ভাবনাচতুর মহাভাগবতগণের আরাধ্য দেবতার মনোহভীষ্ট সেবাসৌভাগ লাভে ও স্মরণমঙ্গলে (নৈবর্ত্ত্য) যে নিজাস্তিত্বনিস্মৃত (বিলোপ নহে) অর্থাৎ ভক্তজ্ঞানীর সোঽহংবাদীর স্বকপোলকল্পিত নির্ব্বিশেষ কল্পনার সহিত ভীষণ অপরাধময়ী প্রচেষ্টা কখনও এক নহে।

নিখিল-জীব-কল্যাণকামী করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ দুর্গত জীব বান্ধব যুগাচার্য্যের কলি-বিক্রান্ত জগন্মঙ্গলকর প্রচেষ্টার সহিত শৌকরী বিষ্ঠালোলুপ, মাৎসর্য্য পরায়ণ, পরশ্রীকাতর, যোষিত্ত্যাগ্ধুক্ লম্পটগণের আত্মবিনাশকারিণী ও লোকবঞ্চনাময়ী অনন্ত নিরয়প্রাপিকা শঠতা কখনও সমফলপ্রসূ নহে।

আরোহবাদবিচারপুষ্ট, বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত জড়কাম-প্রপীড়িত, কুচক্রী শয়তানের ক্লান্ত রোগাক্রান্ত চিত্তবৃত্তির সাহায্যে ও কামিনী মুখদর্শনসুলভ দৃষ্টিতে ভক্তবৎসল অধোক্ষজ বস্তু শ্রীহরির শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, গোপীন্দ্র-মুনীন্দ্র-আরাধিত, সর্ব্বলক্ষ্মী-অংশিনী মহাভাব-স্বরূপিণী বৃষভানুজার করকমল-পরি সেবিত শ্রীশ্রীপাদপদ্মনখচন্দ্রিমার অতুল-নীয় শোভা-সন্দর্শন কখনও সম্ভবপর নহে।

সমর্পিতাত্ম ভক্তের অন্যাভিলাষশূন্য নির্ম্মল চিত্তমুকুরে সর্ব্বলোকগতি বিশ্বপ্রাণপতি বিরাট পুরুষোত্তমের ভক্তানন্দপ্রদ, মধ্যাকার, অতি মধুরোজ্জ্বল, নবনীপদলাঙ্কিত ত্রিভঙ্গিমঠাম, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকেন, ভক্ত তখন নিজ প্রাণেশ্বরের পাদপদ্ম সেবা সম্পত্তি পাইয়া নিত্যকাল অখণ্ড আনন্দামৃত পানে উন্মত্ত হইয়া, অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-পরিপূরণ যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করতঃ জন্ম ও জীবন সফল করেন।

ভক্ত তাঁহার নিত্যারাধ্য প্রাণের ... কে কখনও অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও বধির ... সর্ব্বশক্তিমান্ ... শ্রীভগবানের বিশ্বনিয়ন্তৃত্বকে স্বরাটের বিশ্ববিরাট্ বিপর্য্যস্ত করিয়া, জগদারাধ্যের বিশ্বধারণা, মহামহিমবিমণ্ডিত, ভক্তের ভাবকুসুমবিভূষিত চিরগৌরোজ্জ্বল সিংহাসন হইতে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বরকে বিতাড়িত করিয়া সর্ব্বভোক্তা পুরুষোত্তমের সর্ব্ববিধ ভোগোপকরণরাজি ভাগার্থে, মধ্যপথে আত্মসাৎ করিয়া, মহামহেশ্বরকে কাঙ্গাল ভিখারী সাজাইয়া, ভীষণ অরণ্যানী প্রদেশে, বিশাল বনানী পরিবেষ্টিত গিরিকন্দরে কিম্বা সাহারার মরুপ্রান্তরে বা অণ্ডামান্ দ্বীপে চিরনির্ব্বাসিত করেন না; অথবা প্রাণপুরুষের প্রাণ-স্বরূপ পূজ্য শ্রীচৈতন্যমহাপুরুষকে স্বীয় প্রয়োজন সাধক যন্ত্রপুত্তলজ্ঞানে তাঁহার দ্বারা নিজাভীষ্ট করিয়া লইয়া বিপুল জলধির অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হন না।

ভক্ত জানেন তাঁহার প্রাণধন একমুষ্টি সি ... তণ্ডুল, ছটি ছোলাভিজা উৎকোচের গ্রাহক নহেন; পরন্তু ভক্তের ভগবান প্রেমবশ্য সর্ব্বস্ব আত্মসাৎকারী ও সর্ব্বভুক; কেননা, ভক্তবৎসল ভগবান স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

হে সাধুগণ! আপনারা ব্রজযুব-যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের মিলিততনু-স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণামপূর্ব্বক প্রমাণ-সংগ্রহ গ্রন্থে কথিত শ্রীনবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি বৈষ্ণব-সজ্জনগণের প্রীতির জন্য এস্থলে তাহা সংগ্রহ করিতেছি।

হে সাধুজন, ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপ ধামের উদ্দেশে যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহকারে তাহাই প্রথমতঃ শ্রবণ করুন।

এই শরীরের অভ্যন্তরে 'ব্রহ্মপুর' নামে যে পদ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ অদ্ভুত 'পুর' পদ্মাকৃতি এবং অষ্টদল-বিশিষ্ট। ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ "দহর" নামক স্থানই শ্রীমায়াপুর বলিয়া কথিত, ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার নিবাস-ক্ষেত্র এবং উহার মধ্যস্থিত আকাশই (অর্থাৎ অন্তরাকাশ) অন্তর্দ্বীপ বলিয়া কথিত হয়। এই ব্রহ্মপুরে "দহর" নামক যে ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে, ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশ-মধ্যে পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে।

এই বহির্জ্জগতে যেরূপ আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও (অন্তর্জ্জগতেও) বস্তুতঃ তৎসদৃশ আকাশ বর্ত্তমান; তথায়ও এই বহির্জ্জগতের ন্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র এবং এই জগতের অন্যান্য যাহা কিছু আছে তাহা এবং এখানে যে সকল পদার্থের অভাব রহিয়াছে তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান আছে।

হে সাধুগণ! আপনারা চৈতন্য উপনিষদ্ বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তথায় সাক্ষাৎভাবে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তিনি পুনরায় তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্! কলিযুগে পাপাচ্ছন্ন মতি লোক সকল কিরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে? কলিযুগে দেবতাই বা কে এবং উপসনামন্ত্রই বা কি তাহা বলুন।"

তিনি উত্তর করিলেন,—তোমার নিকট গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর; গঙ্গাতীরে গোলোক-সংজ্ঞক নবদ্বীপ ধামে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ গোবিন্দ দ্বিভুজ গৌরকান্তি, মহাত্মা, মহাযোগী, মায়িক গুণত্রয় রহিত, শুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন।" তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিবেন প্রশ্ন করিলে বলেন,—"মুণ্ডক উপনিষদে যে 'হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম' বর্ণিত আছে, শ্রীমায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম।"

যৎকিঞ্চিৎ

(৪)

ঝাঁক ঝাঁকে চব্বিশ পহরের খুলো.ট হ'য়ে গেল। বাবাজী প্রভুগণ বিদেয় হ'চ্ছেন। বার-বরদারী পোয়াকীর বিল পেমেণ্ট হয়ে গে'ল। ধাড়ী খোর্ক্কা হাজির; খড়িয়া কাঁধে ক'রে বাবাজী মহাশয় সব উঠে পড়্লেন। আহা কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন চাষীরা কাটোয়ার হুন কিন্তে যাবার জন্য ছালার বলদে সারি দিয়ে চা'ল বোঝাই করেছে।

ঠিক এই সময়ে প্রসাদের অতিরিক্ত সম্মানহেতু ৪।৫টী বৈষ্ণবের পেটে সামান্য গোলমাল হ'লো, তাঁ'রা তাড়াতাড়ি ছালা ফেলে পুকুরে ছুটে গেলেন। এই অবকাশে এই ফাজিল এঁচড়ে পাকা থিয়েটারের ছোঁড়াটা শুচ্ছেন বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় ক'রে পরকালের পথ ঝরঝরে ক'রে নিলে। যাক্ বৈষ্ণবাপরাধ ত হয়েচেই, ছালার ব্যাপারটা বল্তে হয়েচে। আমার ছালা যে খুল্তে ব'লে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

১টা ছালায় বন-বিষ্ণুপুরের অম্বুরী তা'ল তামাক ৪।৫সের, পান ৩।৪শ', সুপারিও ঐ প্রায় আড়াইসের; আন্দাজ মাস-তিনেকের যোগাড় হয়েছে। আর ১টাতে দিস্তা দিস্তা শুকনো লুচি, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি। ডাবাহুকো প্রায় ২০।২৫টা আনা হ'য়েছিল, কাজের সময় ১টারও সন্ধান পায় নাই, দেখ্লাম ৪।৫টী ছালাতে ভাগাভাগি ক'রে ২।৩টী ক'রে ১২।১৩টার সন্ধান পাওয়া গেল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ...তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ... স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম ...উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ... ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ... ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০, দশম স্কন্ধ ১১৲; ...গ্র ৭০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ...ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও ...প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ...প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ...পয়ার, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ...জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ...কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ...সহিত মূল ...অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ...টীকা ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-...সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ...ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ...খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ...হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...মাত্র ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ...টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ...সমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-...রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ...শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...সমন্বয়-সহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই খ্যাত ...গ্রাহকগণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ময়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব— অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ— অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্— শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটা ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম পূজ্যপাদ পরমহংসবর্য্য এই-রূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-দাস-গোস্বামী-পাদের সংবাদে, মহাজনগণে এক প্রশ্নোত্তর উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথামালার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলানক বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রভৃতি বহুপ্রযোগ গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তিবলে বাহ্য চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আধাবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ। বারুনি রাওলাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক ... এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ... সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃত সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রামে ভীষণ হাঙ্গামা

খাঁ বাহাদুর আমানুল্লা নিহত হইবার পর মুসলমানরা বিশেষ চাঞ্চল্য বশতঃ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সকল প্রকারের দোকান লুণ্ঠন করে, অনেক বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়, খুব ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে, লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া খুলিয়া উহার জিনিষপত্র জনতার মধ্যে বিলি করে এবং আরও অনেক অত্যাচার করে। ফলে, কাজ কর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অনেক নরনারী ও শিশুরা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, ডাক মোটেই বিলি হয় নাই এবং টেলিগ্রাম ও অস্থায়ী ভাবে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। হতাহতের তালিকা এখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। প্রধান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল নন্দীর মাথা ফাটিয়া গিয়াছে এবং ৮ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হইয়াছে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অস্থায়ী নেতারা বহুচেষ্টার ফলে অপরাহ্ণ ৫টার সময় অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনেন এবং সহরের প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিশ স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া পাহারা দিবার জন্য একদল সৈন্য রাখা হয়। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী হইয়াছে।

বরিশালে জনসভা

স্থানীয় শঙ্কর মঠের উদ্যোগে, উকীল সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল, এর সভাপতিত্বে ২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যায় অশ্বিনীকুমার হলে এক সাধারণ অধিবেশনে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহা স্থির হয়।

বাঙ্গালার বন্যায় সাহায্য

গত ৩০শে আগষ্ট এক অধিবেশনে জনসাধারণ কর্ত্তৃক লাল পতাকাদলের প্রতি গুণ্ডামির নিন্দা করিয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ঐ আক্রমণের জন্যই দায়ী বলিয়া যে অভিযোগ বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীতে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহারও প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অন্য একটী প্রস্তাবে কংগ্রেস কমিটী বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কংগ্রেস দল গঠনের সিদ্ধান্ত করেন।

তৃতীয় প্রস্তাবে কমিটী বাঙ্গালার বন্যায় সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে ঐ টাকা প্রদান করা হয়।

দুই গ্রামে ৮০ জনের প্রাণহানি

করাচী হইতে বেলুচিস্থানে ভূমিকম্পের ফলে চারিখানি গ্রাম মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে। এবং বহু লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সরকারী সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর তিয়ারও হইতে যে শেষ সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধাদার নামক স্থানের ধ্বংসের যে খবর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ঐ স্থানে হতাহত সংখ্যা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। সাগ্নি নামক স্থানে ৬০ জন এবং গোরাণ নামক স্থানে ২০ জন লোক মারা গিয়াছে। এই উভয় স্থানেই কালি কামাত নামক সামন্ত রাজ্যের অধীন। কিন্তু করাচী হইতে প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে এই দুইটী স্থানকে ধরা হলে না।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্ধারিত পূর্ব্বাভাস হইতে জানা যায় যে, আগামী কয়েক মাস ধরিয়া মধ্যে মাঝে অল্প বিস্তর কম্পন অনুভূত হইবে; তবে ক্রমে ক্রমে উহার বেগ কমিয়া আসিবে।

গান্ধীজীর কাজের খসড়া তৈয়ারী

সংবাদে প্রকাশ যে, ৩১শে আগষ্ট নীরবে থাকিয়াই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে কি ভাবে কার্য্য করিবেন তাহার খসড়া তৈয়ারী করিয়াছেন। তিনি অন্ততঃ দুই শত তার-বার্ত্তা পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে বড়লাটের তারও ছিল। বড়লাট বাহাদুর তাকে জানাইয়াছেন— "আপনার সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হউক। আমি আপনার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করিতেছি।"

গান্ধীজী বোম্বাই ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মিঃ ইমারসনকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন— গত আপোষ নিষ্পত্তির সময় আপনি যেরূপ গঠন প্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমি অতীব দুঃখিত হইয়াছি।"

ঢাকায় ১১ জন যুবক গ্রেপ্তার

গত ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃকালে পুলিস নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্র বয়কট কমিটীর অফিস ঘেরাও করে। ভোর হইতে রাত্রি সাড়ে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত অফিসের ভিতরে ও বাহিরে পুলিস সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে পুলিস বহু গৃহে খানাতল্লাস করে। ফলে ১১ জন যুবক গ্রেপ্তার হয়। তাঁহাদের সকলকেই 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

---

৪০ বাড়ীতে খানাতল্লাস

চট্টগ্রামের পুলিস ইনস্পেক্টার নিহত হওয়ার পর প্রায় ৪০ খানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। প্রকাশ, হত্যাকারী একজন চট্টগ্রাম জিলার পোপাডুয়া গ্রাম নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মবিচ্ছেদ বিরোধীদের সভা

গত ৩০শে আগষ্ট জুবিলী হলে ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী ও বয়কট দলের এক বিরাট সভার অধিবেশনে মিঃ ব ভাগ্য সায়াদা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সংহিত ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। ৫নং অর্ডিনান্সের প্রত্যাহারের দাবী ৩নং অর্ডিনান্সের ধারানুযায়ী ব্রহ্মদেশীয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের প্রতিবাদ ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যকল্পে সরকারকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে দণ্ডনীতির প্রতিবাদ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। অন্য আর একটী প্রস্তাবে অবিলম্বে মাপটকরের বিলোপ সাধন ও ভূমিরাজস্ব হ্রাস করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং বেকারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এবং সাধারণ লোকদিগকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

দক্ষিণ ভারতে রেল দুর্ঘটনা

সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রির শেষভাগে বৃদ্ধাচলম নামক স্থানে রেল লাইনের সংযোগ মুখে বল্টু আলগা হওয়ায় ত্রিবেন্দ্রম এক্সপ্রেসখানি উল্টাইয়া যাওয়ায় গাড়ীর ড্রাইভার ও চারিজন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে বৃদ্ধাচলম সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আরোহীগণ ঘটনার হৃদয়বিদারক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা ড্রাইভারের তৎপরতা ও উপস্থিত বুদ্ধির এবং নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া যাত্রী সাধারণের জীবন রক্ষার্থ যেরূপ অবস্থায় গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহার প্রশংসাবাদ করিতেছে। ড্রাইভারকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। একখানি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উক্ত গাড়ীর আরোহীগণ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানকে ইঞ্জিন রডের সহিত ঝুলিতে দেখা গিয়াছিল। লাইনের গাড়ী চলাচল পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

রাজসাহীতে ১০০০৲ টাকা লুট

সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গত ৩০শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘটকের বাটীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, পরিবারস্থ যাবতীয় পুরুষ লোকেরা থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গমন করিলে কয়েকজন রুমাল দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ গৃহে প্রবেশকরিয়া মহিলাদের নিকট হইতে অর্থ ও অলঙ্কার দাবী করে। তাঁহারা তখন সকলেই নিদ্রিত ছিলেন। ভয় প্রদর্শন করায় তাঁহারা চীৎকার করিতে পারেন নাই। দস্যুদল নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। এ পর্য্যন্ত ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস জোর তদন্ত করিতেছে।

উত্তর মালাবারে দাঙ্গা

উত্তর মালাবারের অন্তর্গত মনদীশ্বর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৩০শে আগষ্ট আদিদ্রাবিড়দিগের যে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, প্রায় দুইশত সনাতনী হিন্দু লাঠি প্রভৃতি লইয়া উহা আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় কয়েকজন সাংঘাতিক আহত হইয়াছে।

নরমাংস ভক্ষণে সাধু দণ্ডিত

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কবর হইতে একটি মৃতশিশুর শব বাহির করিয়া রন্ধন করিয়া ভোজন করিবার এবং শিশুটির একখানি হস্ত ও একখানি চরণ আশ্রমের প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া জনসাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত করিবার অভিযোগে খুলনা জিলার অখিল গোপাল ও বাঁকুড়ার চক্র আচার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৭ ধারা অনুসারে বাঁকুড়ার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচারে আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া অখিলকে ৬ মাস ও চক্রকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকৈবল্য সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকবরবন্ধনচিহ্ন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবাশ্রয়ী শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরাধানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী,

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার ১৫৯তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবোপলক্ষে গত ১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, রবিবার দিবস বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় দিবস ছিল। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ২ঘটিকা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবিশাল নাটমন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুজ্ঞাক্রমে সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ বাগবাজারের রাজপথে বহির্গত হইলেন।

সঙ্কীর্ত্তন দিবস সমস্ত দিনই মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও আকাশের অবস্থা এরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, অনেকেই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরুবরের আদেশ-ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ ষ্ট্রীট হইতে বহির্গত হইবামাত্র ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ সহসা নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল।

সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ কালীপ্রসাদ ষ্ট্রীট হইতে বহির্গত হইয়া প্রশস্ত রাজপথ বাগবাজার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে ছিল শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব-নামাঙ্কিত পতাকা, তৎপশ্চাৎ সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল জগদাচার্য্যদেব, তৎপশ্চাতে চতুর্দ্দশ জীবন্ত মৃদঙ্গ—শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় কায়-মনোবাক্য নিযুক্তকারী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ এবং তৎপশ্চাতে অগণিত পতাকা ও খোল করতালসহ শত শত ভক্ত শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিয়া চলিতেছিলেন।

প্রথমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর বন্দনাগীতি গান করিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।" এই পঞ্চতত্ত্ব-নাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। পরে সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবতরণ করিয়া "রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই" এই গীতটি গান করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যখন সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ "রাধা-কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই"— এই বাণী কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের তৎকালীন ভাব, সোল্লাস উদ্দণ্ড-নৃত্য ও কীর্ত্তন, উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া রাজপথে বাহির করিয়া ছিল এবং নগরের যাবতীয় কোলা-হল নিরস্ত করিয়া শুদ্ধভক্তমুখ-নিঃসৃত বৈকুণ্ঠবাণীতে কলিকাতা-নগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘ অতঃপর "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।" "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার সার্কুলার রোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট দিয়া যখন কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে পৌঁছিল, তখন "হরি ব'লে মোদের গৌর এল" গীতিটী উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল কীর্ত্তন-ধ্বনিতে সমগ্র মঠগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

অতঃপর সমাগত সকলেই শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গত ২৪শে আগষ্ট সন্ধ্যার সময় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শশধর গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুদর্শনসনাতন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলা-বর্গ আগমন করিয়া সন্ধ্যা আরতি দর্শন করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত জানকী বাবু বেশীক্ষণ অবস্থান করিতে ও হরিকথা শ্রবণ করিতে না পারায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্যান্য সকলেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী মহোদয় পাঠের আদি ও অন্তে গৌরমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বলেন, শ্রীহরিবাসর প্রভৃতি মাধব-তিথি—ভক্তিজননী, সুতরাং তাহা নিয়মা-গ্রহ বর্জ্জন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করিলে আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারি। কেবল অন্নাদি গ্রহণ না করিলেই তাহাকে উপবাস বলে না। উপবাস অর্থাৎ সমীপে বাস, হরি গুরু-বৈষ্ণব সমীপে বাস করার নাম উপবাস। হরিবাসর দিবসে আহার নিদ্রাদি বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও হরিগুরু বৈষ্ণব সেবার কার্য্য করিলেই হরিবাসরের সম্মান করা হয় ইত্যাদি কথা তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামীপাদ অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী দোষ বর্জ্জন না করিলে ভগবদ্ভক্তি-লাভের বিঘ্ন উপস্থিত হয় ইহা বলিয়া উক্ত দোষ ছয়টীর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

গত ২৪।৮।৩১ তারিখে ঝুলন উৎসবো-পলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর প্রভুর সেবাসৌষ্ঠবে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকিশোরজীউর মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি ও নয়নাভিরাম শৃঙ্গার দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন।

এই অপ্রাকৃত লীলা মাহাত্ম্য যে প্রাকৃত ষড়্‌রিপুর বশীভূত বদ্ধজীবের আলোচনার বিষয় নহে তাহা ব্রহ্মচারীজী বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই সে বিভার কর জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমৎকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীধর স্বামিপাদের ভাবার্থ-দীপিকা টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক অধ্যায়ের উপক্রম, শ্লোক সূচী প্রভৃতি সম্বলিত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি দিয়া। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচী উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা শীঘ্রই শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০॥০, দশম স্কন্ধ ১২, একত্র ৪০, ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত ‘অনুভাষ্য’ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্লোক সূত্রাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [illegible] পাদের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], হান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিষ্কার [illegible] অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫, মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible], শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি [illegible] বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]। অগ্রিম ভিক্ষা ৫, টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ আদর্শ সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। বুক্‌ফোটো অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া [illegible] টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত ‘রসিক-রঞ্জন’ নামক ভাষাভাষ্য সম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বড় ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী [illegible] মহোপদেশাবলী অমৃত-কাম নিঃস্যন্দিনী ভাবস্রাবিণীর [illegible]—বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিন্তামণিচিন্মাত্র আচার্য্য-প্রচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ব্যাসপূজা, শ্রীপার্থসারথি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১০ পাঁচ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সত্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, উদার স্বামিবাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জিহ্বার ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও নামকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিম্বপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১, এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত ‘বিদ্বদ্রঞ্জন’ নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২, টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২, টাকা, অবাঁধা ১৮০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধর্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ‘ধামমাহাত্ম্য’—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২, টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১, টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাধা কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আদ্যন্ত সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ⅟০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীন নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।⁄০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন্ন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপে একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবি এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।⁄০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, তৈজস, প্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাতক্ষিরা রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৩ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।⁄০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।⁄০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রত্যহ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

পেগুতে ট্রেণ দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামে উৎপীড়িতগণের সাহায্য

ছুরিকাঘাতের জের

যুবকের অসামান্য আত্মহত্যা

অস্ত্রাগারে চুরির উদ্যম

আফিম সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

পাটনায় ছাত্র ধর্ম্মঘট

অলীক ব্যাঙ্ক স্থাপয়িতা গ্রেপ্তার

যমুনার ভাঙ্গন

কংগ্রেস সম্পাদকের নির্দ্দোষতা

রেলের বাঁধই বন্যার কারণ

নানা কথা

পেগুতে ট্রেণ দুর্ঘটনা

পেগু হইতে প্রকাশ, ব্রহ্মের রেল ইয়ার্ড ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি পৌনে ৫ ঘটিকার সময় ৪৩নং মিশ্র মালগাড়ী খানি পেগু রেলওয়ে ইয়ার্ড পরিত্যাগ করিবার সময় উক্ত লাইনের শেষ ভাগে প্রবেশ করে এবং লাইনের শেষে যে স্তুপ থাকে তাহার সহিত গিয়া ধাক্কা লাগায় ইঞ্জিনখানি সামান্য রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিগন্যাল কেবিনের লোক সুইচম্যান ও পিটারকুলী আহত হইয়াছে। প্রকাশ, রেল লাইনে গাড়ী চালনা করিবার সঙ্কেত প্রদান করিতে কেবিনের লোকটী ভ্রম করার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

অস্ত্রাগারে চুরির উদ্যম

কতকগুলি লোক সিমলা অতিরিক্ত বাহিনীর সদর অস্ত্রাগারের ট্রং রুম নামক মজুদ ঘরে গোপনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকাশ, এই ঘরে বহুতর আগ্নেয়াস্ত্র সঞ্চিত থাকে।

সংবাদে প্রকাশ যে ৫ই সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রিতে ৩ জন লোক গভীর কুয়াশার অন্তরালে দেহ আবৃত করিয়া গোপনে অস্ত্রাগার ভবনে প্রবেশ করে এবং দরজার ৩টি তালার মধ্যে একটি তালা ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু যথাসময়ে প্রহরী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নির্ব্বিবাদে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

যুবকদের অসামান্য আত্মহত্যা

গত একমাস কাল ধরিয়া ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার কতিপয় যুবক সদস্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ত্রিপুরা জেলার সারিবপুর গ্রামের দীননাথ রায়ের পত্নীর জীবন রক্ষার্থ প্রতি সপ্তাহে নিজেদের দেহের রক্ত দান করিয়া আসিতেছেন। উক্ত মহিলা রক্তাল্পতার দরুণ কষ্ট পাইতেছিলেন। মহিলাটি ক্রমে রোগমুক্ত ও সুস্থকায় হইয়া উঠিয়াছেন।

ছুরিকাঘাতের জের

পাবনা হইতে প্রকাশ যে তথাকার জিলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটী ছাত্র আমজাদ আলি জলযোগের সময় স্কুল প্রাঙ্গণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে। স্কুলের কার্য্য সমিতি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের রিপোর্ট আলোচনা করিয়া আমজাদ আলিকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর আবদুল হাই ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র পরেশচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি এক বৎসরের জন্য বহিষ্কারের আদেশ দেন। অপর কয়েকটি ছাত্রও লঘু দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রামে উৎপীড়িতগণের সাহায্য

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সভার এক জরুরী অধিবেশনে চট্টগ্রামের উৎপীড়িতগণের সাহায্যার্থ একটী রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি, সি, চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, বসন্তলাল মুরারকা সীতারাম সাকসেরিয়া, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐ কমিটীর মেম্বার হইলেন।

আবশ্যকবোধে কমিটী অন্যান্য ব্যক্তিকে কমিটীর সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীল নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম মধুকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথেশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র [illegible], শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরাধানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী বপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম – মায়াপুর – নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ　　১১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২ শ ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার　　১৬০ শ সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ৩০শে আগষ্ট সোমবার দিন ২৮ নবদ্বীপবাসী শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনো মোহন সেনের মাতা এবং ভগ্নী, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ পাল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার (কৃষ্ণনগর), পাটুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামানন্দ মাইতী, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ নন্দী ও নবদ্বীপবাসী উকিল শ্রীযুক্ত দেবকী মোহন সেন প্রভৃতি বহু সজ্জন মণ্ডলী যোগপীঠ আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এই সকল সুধীবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন।

"শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশ্বভবনে আবির্ভূত হইয়া কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি, তিন উক্ত একার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২।২৫)

বস্তুতঃ এই কলিকালে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীগৌরহরিকে অর্চ্চনা করেন। অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর এই জগন্নাথমিশ্রভবনে, শচীগর্ভসিন্ধুতে উদয় হইয়া শ্রীহরিনাম ও প্রেম প্রদান করিয়া জগতের জীবসমূহকে উদ্ধার করেন। কারণ এই ঘোর কলিকালে শ্রীতারকব্রহ্ম নাম ভিন্ন জীবের আর কোন গতি নাই। কারণ কলিকালে জীবের আয়ু অতি অল্প; অন্নগত প্রাণ ও ব্রহ্মচর্য্যহীন; এমতাবস্থায় যদি কৃচ্ছ্র-সাধনাদি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, রেচক, পূরক কুম্ভক ইত্যাদি যোগপ্রণালী সাধন করিতে যায়, তাহা হইলে শ্বাস, কাস এবং উন্মাদ হইয়া, জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন যে শ্রীহরি ভজন সেই সাধনোপযোগী অমূল্য জীবনটী বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়।

এযুগে শুধু ফলাহার, দুগ্ধপান কিম্বা অনশন ব্রত নিয়মাদি কিছুতেই পবিত্রতা কিম্বা পরমগতি প্রদান করিতে পারে না। চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন হইতে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ ও সর্ব্বাত্মার স্নান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন দ্বারাই সাধিত হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম ও প্রেম প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জয় হউক।

বৃন্দাবনে যৈছে গোপীনাথ সুমধুর।
তৈছে শ্রীনবদ্বীপে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর॥

ব্রজে যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান শ্রীগোকুল ও মথুরা হয়। শ্রীগৌরজন্মস্থান নবদ্বীপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন—শ্রীমায়াপুর।

আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে আসিয়াছেন সুতরাং আপনারা ধন্য; বহু-জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে কেহ শ্রীধামে আসিতে সমর্থ হন না। আপনাদের সম্মুখস্থ ঐ নিম্বতরুতলে শ্রীনিমাই চাঁদ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন।"

গত ৭ই ভাদ্র, একাদশী দিবস বৈকালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত উখরা গ্রামের নিকটবর্ত্তী খাঁন্দরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়লাল বক্সী মহাশয় আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করেন। নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রায় ১০ ঘটিকাল প্রপন্নাশ্রম মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী প্রভুর সহিত তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব কথা আলোচনা হয়।

জগতের স্বতন্ত্র একমাত্র সদ্যোত্তর—শ্রীবিগ্রহ সেবা। সেই কারণে তাঁহার দর্শন লাভ হইলে আমাদের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। জীবের বদ্ধ দশায় প্রাকৃত নেত্রে অপ্রাকৃত তত্ত্ব বস্তু দর্শন ঘটে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি-বলে জীব যখন মহাপুরুষ শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় অপ্রাকৃত নেত্রে প্রকাশিত অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে সমর্থ হন।

দুর্ল্লভ ও পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনের একমাত্র নিত্য আশ্রয় করণীয় যে হরিভজন, সদ্গুরু চরণাশ্রয়ে নামসংকীর্ত্তনমুখে সেই হরিসেবা ব্যতীত কলিহত পতিত জীবের এই দুঃখময় সংসার সমুদ্র উত্তরণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই; এসব নিত্যমঙ্গলের কথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীপাদ হরিকিশোর প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দিয়া জয় বাবুকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুত জয় বাবু ব্রজবাসী প্রভুর শ্রীমুখে এরূপ নিরস্তকুহক সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন॥

সমন্বয়বাদীর ভ্রম

(২)

তবে যে সর্ব্বশক্তিমান্ অজেয় ভগবানের ভক্তের নিকট পরাজয়লীলা দেখা যায় তাহা কেবল ভক্তের প্রেমাধিক্যবশতঃ ভগবানের বিভুতা আবরিত হয় মাত্র, তাহাতে ভগবানের ভগবত্তা বিপর্য্যস্ত বা তিরোহিত হয় না, বরং ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তাধীনতায় ভগবত্তা আরও কোটি গুণে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

দৈবীমায়ায় বিমোহিত জীবও সমন্বয়বাদীর চিদ্বিলাস-ব্যাপারে অনধিকার হইবে ও ভাষা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে সেই দিন,—যে দিন বিশ্ববংশী সমন্বয়বাদের তিমির-জাল-যবনিকা ভেদ করিয়া চিৎসূর্য্য জনগোচর দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী শব্দব্রহ্ম নিষ্ণাত জাগ্রত মহাপুরুষের শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণী-স্বর্ণ-কুণ্ডলের দ্বারা কর্ণবেধ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া একান্ত গুরুভক্তের সহিত বিপ্রশ্ন ও প্রণিপাত উপাদান হস্তে ত্রিলোক-বরেণ্য পূর্ব্বাচার্য্য সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইবে; নতুবা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

—জন্মজন্মান্তরে ইহাই লভ্য।

মায়াবাদীর ভাবনৈমগ্যোদ্ভূত, নিঃশক্তিক, মায়াকবলিত, ক্রন্দনরত বন্ধের সহিত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাময়, ষড়ৈশ্বর্য্য-ঔদার্য্যোদধি, নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর, মহামাধুর্য্যের বিগ্রহ, আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি, গোকুলনারীর নয়নানন্দমণি, ব্রজবিলাসিনী আভীরললনাগণের প্রেমাস্পদ, বৃন্দাবিপিনের অধীশ্বরী, রমণীর শিরোমণি শ্রীমতীর পদ নিন্দাস্পর্দ্ধি-পারিবন্দনকারী শ্যামসুন্দর মদনমোহনের সাম্যবিচার নরকাভিযানের বিপুল প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতএব, জড়মতি মায়াবাদীর ভ্রান্ত মত ভৎসনীয়, বিচারবিমূঢ়, আত্মবঞ্চিত সমাজে আদরণীয় হইলেও, বেদোজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী ধীমান পণ্ডিতগণ তত্ত্বভ্রম দোষদুষ্ট স্বৈরাচারের কখনও পক্ষপাতী নহেন, ইহা নিশ্চিত সত্য, ধ্রুব সত্য।

সেবা ও ভোগ

(২)

শ্রীগুরুসেবকগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন না, তাঁহারা নিজেকে বৈষ্ণবের দাসের দাস বলিয়াই অভিমান করেন, সুতরাং বৈষ্ণবসেবাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত: বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আদৌ থাকে না।

নিষ্কপটে বৈষ্ণবসেবা করিলে উত্তরোত্তর বৈষ্ণবসেবায় উৎসাহ হইবে, 'আমি বৈষ্ণবের দাস' এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইবে, এবং হরি গুরু বৈষ্ণবসেবা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগিবে না। আমি যখন বৈষ্ণবগণের সেবা করিয়াছি তখন তাঁহারা আমার সেবা করিবেন না কেন? এইরূপ 'শালগ্রাম' দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় বিচার অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা পাইবার দাবী নিষ্কপট গুরুসেবক করেন না।

গুরুদাসগণ মানস দেহ গেহাদি নিজের বলিতে যা কিছু সমস্তই গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করেন—হে প্রভো! আমি আপনার অশোকঅভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম বরণ করিলাম সুখদুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জীবনে মরণে, আমার আর কোন চিন্তা নাই। আপনার এই নিত্যদাসের উপর সম্পূর্ণ অধিকার, আপনি মারিলেও মারিতে পারেন না রাখিলেও রাখিতে পারেন।

শ্রীগুরুসেবক যেরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াই নিশ্চিন্ত, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ তাঁহার প্রতি সংরক্ষণ বিবিধ প্রকারে অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ করেন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ শরণাগত জনের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, আবার তাঁহার হরিভজনানুযোগী দেহটী রক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন, এমন কি ভগবানের অনুগ্রহরূপে যখন আশ্রিতজনের কোন প্রকার শারীরিক পীড়াদি উপস্থিত হয় তখনও তাঁহারা যথাযোগ্য ঔষধ, পথ্য, পরিচর্য্যাদি আকারে অজস্র অনুগ্রহ প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সেবককে যাহা কিছু দেন তাহারই নাম অনুগ্রহ। তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুকে অনুগ্রহরূপে অর্থাৎ 'আমার সেবারূপে' দর্শন না করিয়া যদি ভোগরূপে দর্শন করি তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আমি স্বরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছি, তখনই নানা প্রকার উৎপাত আসিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে লইয়া যাইবে।

'অনুগ্রহটী বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা অভাব থাকিতে পারে না। জগতের লোক যে ঔষধ, পথ্য প্রদান ও পরিচর্য্যাদি করেন তাহাতে অভাব আছে বলিয়া তাহার দ্বারা আমার অভাব পূরণ নাও হইতে পারে বা আমি অতৃপ্ত হইতে পারি, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবগণ কিম্বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে কেহ অথবা তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত অন্য কেহ যে ঔষধ পথ্যাদি দেন এবং পরিচর্য্যাদি করেন তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে সুতরাং সেই অনুগ্রহটী বাহ্য দর্শনে যে আকারেই আসুন না কেন তাহা পরিপূর্ণ বস্তু বলিয়া তাহার দ্বারাই আমার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার অভাবই বিদূরিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন। মিশ্র পুরন্দর এই স্থানে নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথিসেবা করিতেন। এই স্থানেই বালক নিমাই তৈর্থিক বিপ্র অতিথিকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অচ্ছেদ্য তুলসীবন বিরাজিত। এই স্থানে নিম্ববৃক্ষবর অদ্যাপি বালক নিমাইএর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং নীলা বা দুর্গা শক্তি শ্রীনামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মালিঙ্গিতা চিন্তামণি ভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব যুগলমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন। তৃতীয় কক্ষে পঞ্চতত্ত্ব বিরাজ করিতেছেন। নিম্ববৃক্ষ-নিকটে মূলদেশেই শ্রীশচীমা সূতিকাগৃহ। এই স্থানে শিশু নিমাই খট্টোপরি শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে শচীমাতা উপবিষ্টা।

ভাগীরথী সর্ব্বদা চঞ্চলা হইয়া বহু জনাকীর্ণ পল্লীগুলিকে গ্রাস করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্থান ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী যেরূপ জলমগ্ন হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাযোগপীঠ গৌরজন্মস্থান ব্যতীত মায়াপুরের অনেক স্থান নদীগর্ভগত হইয়াছিল। ইহা কেবল অনুমান বা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। সেনরাজের ভগ্ন প্রাসাদস্তূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, চারিশত বৎসরের কাজির সমাধি ভাগীরথীদেবী অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোনদিন কোন নদী করাল কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে সুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, স্থানের সীমাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু উপযুক্ত নিদর্শনসমূহ আজও আমাদিগকে সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতেছে।

মায়াপুর গ্রামের ভূমি প্রাচীন; চরজমি নহে। প্রাচীন জমির বিশেষত্ব এই, উহা 'এটেল', বালিচরা নহে। কুটিল কুট নিয়মের কারণে এই স্থানকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

গম্ভীরা মন্দিরে বৃদ্ধা নাগরী মহাশয়া থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মস্তকে ক্ষত (!) হইতে দিতেন না, তাঁহার সমুন্নত কোমল বক্ষে (!) মহাপ্রভুর মস্তক রক্ষা করিতেন। অতএব হে স্বরূপ দামোদর! আপনি শিবতলার মাইয়া বৃদ্ধা নাগরীর নিকট একটু গৌরভক্তি শিক্ষা করুন (?) ধন্য কলিকাল! ধন্য গৌরনাগরী!

যৎকিঞ্চিৎ

"সখী ভেক" সম্বন্ধে আমরা বহুবার শ্রীপত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি এবং তাহা শাস্ত্র-যুক্তিমূলে সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু মূর্খতার অছিলা লইয়া তাঁহারা বলেন, এ বেশ যখন আমাদের গুরুদেব (!) দিয়াছেন, তখন আমরা অন্য কোন বিচারের কথা শুনিব না।

সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে কখনও পৃথক্ বিচার থাকিতে পারে না; শাস্ত্রবাক্যে এবং শ্রীগুরুবাক্যে কোন ভেদ নাই; শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। যেখানে শাস্ত্রবাক্যের সহিত গুরুবাক্য পার্থক্য স্থাপন করিতেছে, সেখানে গুরুর গুরুত্বে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় গুরু-নির্ব্বাচনে বিবর্ত্তবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। অবশ্য আমাদের কপটতাই এই দুর্ভাগ্য উদয়ের কারণ, নিষ্কপট না হওয়ার জন্যই মায়া লঘুতে গুরু বুদ্ধির বিবর্ত্ত ঘটাইয়া "মুণ্ডিতগুম্ফ সখী" সাজায়। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, কঠিন শাস্ত্রবাক্যে প্রবেশের অধিকার না থাকিলেও অতি বড় মূর্খও বোধ হয় শ্রীদেবকীনন্দন দাসের শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার এই সহজ সরল পয়ারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। যথা,—

দ্বিজ রঘুনাথ বন্দো উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
যার গান শুনি প্রভুর অখিল উল্লাস।
তাঁর ভাই বন্দো শ্রীবনমালি দাস॥

'সখী ভেক' ত্যাজ কৈল গোপীনাথ আশ।

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" রঙ্গমঞ্চে দেখান হইতেছে "কাঞ্চনা" "মালতী" প্রভৃতি নাগরী; অনেকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; শিবতলার বৃদ্ধা নাগরী মহাশয়া কি আসেন নাই? আহা সন্ন্যাসের পূর্ব্ব দৃশ্য—মহাপ্রভুর কত আসক্তি (!) গৃহত্যাগের সময় বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িতে হৃদয় চাহিতেছে না, তাই পুনঃ পুনঃ বিষ্ণুপ্রিয়ার বদন দেখিতেছেন (!) নাগরীগণ পরস্পর এই প্রকারে আলাপ করিতেছিলেন।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।" কামুক সকল কামিনীর প্রতি কত আসক্ত! শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে স্ব স্ব কামিনী-ভোগের আসক্তি চাপাইয়া গৌরভক্তের বেশে লাম্পট্যের পরিচয় দিতেছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না (?) অতএব হে গৃহমেধ-যজ্ঞের আসামী সম্প্রদায়! তোমরা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিও না কেবল গৃহমেধী হইয়া গৌরনাগরী-বংশ বৃদ্ধি কর, নচেৎ মহাপ্রভুর সেবা কে বুঝিবে (?) স্বরূপ দামোদর গৌর-সেবা-বিমুখ ছিলেন (?) নচেৎ গম্ভীরা মন্দিরে যখন ভিত্তিগাত্রে মস্তক ঘর্ষণ করিয়া মহাপ্রভুর মস্তক হইতে রক্ত (?) পাত হইয়াছিল, তখন স্বরূপ দামোদর নিদ্রা যাইতে ছিলেন।

৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও পদচ্ছেদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত একরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী

জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক- ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, প্রভুগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ক্রমব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত - বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধর্ম—জীব- অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়- নামভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধভক্তি —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ-বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাটনায় ছাত্র ধর্ম্মঘট

৩রা সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষিত হওয়ায় তাহারা ক্লাস-পাঠ্যাদের কার্য্য ফেলিয়া সকলে একযোগে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আইসে। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণের হোষ্টেলে ছুটি হওয়া সম্বন্ধে ও পীড়িত ছাত্রদিগের পথ্যাদির সুব্যবস্থা সম্পর্কে ছাত্র সম্প্রদায়ের দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে।

আফিম সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল বাবু নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ; শ্যামপুকুর থানার পুলিস এই সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

উক্ত উকীল বাবু শ্যামপুকুর থানার অধীন হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট বাস করিতেন। আফিম খাইবার পরে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে তিনি সেখানে মারা যান।

জোড়াবাগান পুলিস আদালতে উক্ত উকীল বাবুর বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা চালাইতেছিল। অনুমান করা যায় যে, তিনি সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় এই শোচনীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সম্পাদকের নির্দ্দোষিতা

গত ১৪ই ভাদ্র সোমবার দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুর মহাশক্তি কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে সমিতির সভাগণ ও হুগলী জেলার বন্ধী শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যসাধন বাবের বিরুদ্ধে প্রবাদ উঠে, তিনি কংগ্রেসের তহবিল তছরূপ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার হিসাবের খাতা পরীক্ষা করা হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ঐ প্রবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কতকগুলি হিংসাপূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের লোক দ্বারা এইরূপ নিন্দা প্রচার হইয়াছে।

শ্রীযুত জে. এম, সেনগুপ্ত

বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত বহির্গত হইয়া গত ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে মোটর লঞ্চযোগে পাবনায় আগমন করিয়াছেন। তিনি ঘাটে অবতরণ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। টাউনহল প্রাঙ্গণে একটী জনসভার অধিবেশনে মিউনিসিপ্যালিটী, কংগ্রেস নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ও মহাজন সভা তাঁহাকে পৃথক পৃথক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত একযোগে ঐ সকল অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া রাত্রিতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

রেলের বাঁধই বন্যার কারণ

ময়মনসিংহ জিলার বন্যা পীড়িত অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণের জন্য বঙ্গীয় কংগ্রেস বন্যা সাহায্য সমিতি স্বামী জ্ঞানানন্দকে ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত সাহায্য বিতরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর টাউনহল ময়দানে শ্রীযুত সূর্য্য কুমার সোমের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় তিনি বন্যার কারণ সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলেন কৃষকদিগের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রেলের বাঁধগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় বন্যার প্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। দেশের কোটী কোটী লোকের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত কংগ্রেস চেষ্টা করিতেছে সুতরাং বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য দান সম্পর্কে সকলের কংগ্রেসকেই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

সীতাকুণ্ডে ২৫জন শ্রমিক গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ড ষ্টেট হইতে প্রকাশ যে তথায় ২০।২৫ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার হইয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ কিছু জানা যায় নাই। তথাকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ডাঃ ভবে তথায় গমন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সীতাকুণ্ড মহারাজার নিকট অনুমতি পাইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে। কারণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে ডাঃ ভবের নিষেধ ছিল।

গান্ধীজীকে ৩২৫ পাউণ্ড দান

এডেনবাসী ভারতীয়রা ৩২৫ পাউণ্ড পূর্ণ একটি থলিয়া গান্ধীজীকে অর্পণ করেন। এই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি টাকা পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। পরন্তু প্রকাশ করিয়াছেন যে এডেন বন্দরের সওদাগরদের নিকট হইতে তিনি আরও অনেক বেশী টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন।

ব্যাঙ্ক কেরাণী গ্রেপ্তার

রঙ্গপুর সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কেরাণী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র নন্দী ২,৭৩০৲ প্রবঞ্চনা করা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুত নন্দীকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছিল, ফলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এক্ষণে তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

তাজিয়া সমস্যার অবসান

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, তাজিয়া সমস্যার অবসান হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান সমস্ত সাইনবোর্ড গুলিকে রাজপথ সমূহ হইতে অপসারিত করিবার জন্য একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। গঙ্গা সেবা সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্য ও তাজিয়া অপসারণের কথা বিবেচনা করিয়া সাইনবোর্ডগুলি সরাইয়া ফেলা আবশ্যক। গত ২রা সেপ্টেম্বর অধিক রাত্রিতে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

অলীক ব্যাঙ্ক স্থাপয়িতা গ্রেপ্তার

কালিকট হইতে প্রকাশ, মাঙ্গালোরের অধিবাসী দুই ভ্রাতা একটা 'চ্যারিটেবল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' নামক অলীক ব্যাঙ্ক সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় সম্প্রতি কালিকটে এই ব্যাঙ্কের একটা শাখা স্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানে আনিয়া উহারা টাকা জমা লইয়া কতকগুলি লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপনের দ্বারা তাহারা ১৬০০৲ টাকা হস্তগত করিয়াছিল।

ইহারা কানানুরেও একটি শাখা স্থাপন করিয়াছিল এবং প্রচার করিয়াছিল যে মাঙ্গালোর সহরে এই ব্যাঙ্কের হেড অফিস আছে। তাহাদের কার্য্যকলাপে সন্দেহ হওয়ার পুলিস তদন্ত করিয়া অবগত হয় যে, মাঙ্গালোরে ইহাদের ব্যাঙ্কের হেড অফিস নাই।

উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় গত ৩রা সেপ্টেম্বর কালিকট হইতে মাঙ্গালোর যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিবার সময় সবিশেষ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করে।

যমুনার ভাঙ্গন

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, বন্যার জল কমিবার পর যমুনার ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়ায় বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ মহকুমা হাকিমের বাংলোটি নদী হইতে মাত্র ২৭০ ফীট দূরে অবস্থিত বলিয়া উহার সম্বন্ধে ভয়ের কারণ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সেচবিভাগ হইতে বড় বড় কাঠের গুড়ি দিয়া ভাঙ্গন রোধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে বাঁধের নিকট দেওয়ানী আদালতের যে পুরাতন পরিত্যক্ত বাটী আছে, তাহাতে তিনি উঠিয়া যাইবেন।

যমুনার জল কমিতেছে; কিন্তু স্রোত প্রবল।

ছাত্রদের নিকট লাল মিঞার আবেদন

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ যে বহু বিপন্ন ব্যক্তি গত ৩রা সেপ্টেম্বর হরিরামপুর, মাধবদিয়া, ভাটিলক্ষ্মীপুর ও চরটেপাখোলা হইতে সহরে আসিয়া খাদ্য ও সাহায্যের জন্য রাস্তাসমূহে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে অম্বিকা ময়দানে এক বিরাট জনসভার অধিবেশনে উকিল শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুত ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য ও মিষ্টার লাল মিঞা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্রদিগকে বন্যার সাহায্য সম্পর্কে কার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সভাপতিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থে ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করেন।

টেজি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

রিভলভার দেখাইয়া টাকা আদায়

পুরাতন পাপীর দণ্ড

অমৃতসরের কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার

শ্রমিক দলের প্রতিনিধি

পাঞ্জাব গবর্ণরকে আক্রমণের মামলা

চন্দননগরের পদত্যাগ

নারায়ণগঞ্জ বিদ্যুতের আলো

শ্রমিকদের অবস্থা

নানা কথা

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রি ১০-৩০টার সময় বি, আই পি রেল লাইনের ইটারসি-ভুপাল এই দুইটী জংসনের মধ্যবর্ত্তী দোমখেরা ও ভবাঙ্গুলাগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যে অবস্থিত লাইনের কতক অংশ বৃষ্টির জন্য ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ১০নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি ইঞ্জিন সমেত লাইনচ্যুত হয়। প্রকাশ যাত্রীসহ ৫খানি বগী গাড়ী ও ইঞ্জিনখানি একেবারেই উল্টাইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষের প্রকাশিত সংবাদে ৩ ও ৪ জন যাত্রী নিহত ও ৭ জন আহত হইয়াছে।

রিভলভার দেখাইয়া টাকা আদায়

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে কাঠিয়াদি থানার অন্তর্গত জঙ্গল গ্রামের শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে কয়েকজন যুবক রিভলভার দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে। থানায় এই সংবাদ জানাইলে বিটলের শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ললিত চন্দ্র দে এবং চারিপাড়ার ধীরেন্দ্র দত্ত এবং ... ও পাগেরু গ্রামের তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া কিশোরগঞ্জ আনা হইয়াছে। বাণী গ্রামের পার্ব্বতীগোস্বামীর বাড়ী, চারিপাড়ার সাধু দত্ত এবং মামুরদিয়ার দীনেশ ধরকে পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।

কারারুদ্ধা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতে বাধা

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত বি, এম, চৌবে জেলের মধ্যে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা গঙ্গাবাঈ চৌবের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্তা গঙ্গাবাঈ চৌবের জেনারেল আয়ারীর সহিত কারাদণ্ড হইয়াছিল তিনি এক্ষণে নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে দণ্ড ভোগ করিতেছেন। শ্রীযুত চৌবেকে জানান হইয়াছে যে, যাহাদের আচরণ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় শুধু তাঁহাদিগকেই প্রতি তিন মাস অন্তর সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। গঙ্গাবাঈয়ের আচরণ সন্তোষজনক নহে বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। শ্রীযুত চৌবেকে আরও জানান হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে আর কোন চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া হইবে না।

শ্রমিক দলের প্রতিনিধি

গত ৩১শে আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর অধিবেশনে শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের যোগদানে যে বাধা ছিল তাহা আপাততঃ দূরীভূত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, শ্রমিকদলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ না হওয়ায় মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন, মঃ ওয়েজউড বেন এবং মিঃ স্মিথ যুক্তরাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর অধিবেশনে আপাততঃ যোগদান করিবেন।

অমৃতসরের কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার

অমৃতসরের এক জন-সভায় বক্তৃতা দেওয়া সম্পর্কে শেখপুরার স্বামী কুশলানন্দ নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে ১০৮ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে কেন শান্তি রক্ষার্থ এক বৎসরের জন্য জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য অমৃতসরে আনা হইয়াছে।

শ্রীযুত প্রমথ মজুমদার

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, মৈমনসিংহের শ্রীযুত প্রমথনাথ মজুমদার বঙ্গীয় অডিন্যান্স অনুসারে বন্দী হইয়া হিজলী বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত আমতলী গ্রামে অন্তরীণ হইবার আদেশ পাইয়াছেন।

পুরাতন পাপীর দণ্ড

মিসেস পার্টার তাঁহার চাকর সেক হোসেনকে ৫৲ টাকা দিয়াছিলেন। সে তাহা খাইয়া পলাইয়া যাওয়ায় অভিযুক্ত হয়। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিশরণ গিরি	অমৃতসর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-উৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীদর্শেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হারাধন, বেণীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভাক্তকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবংশীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী - ব্রহ্মচারী শ্রী বনমালী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১, বুধবার } ১৬১তম সংখ্যা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী

প্রফুল্লনাথ ঠাকুরকর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

পারমার্থিক শিক্ষা মন্দির (কলিকাতা বাগবাজারস্থ) শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম কারুণ্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় আজ বিশ্বের সুধীমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। শুধু শ্রীমঠের নাম নহে, শ্রীঝুলন একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া তদীয় মাসাধিক ব্যাপী বার্ষিক উৎসবের বিবরণও বঙ্গের, তথা ভারতের, তথা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে নিমন্ত্রণপত্র ও সংবাদপত্রাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে; তাই বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতেছেন।

কলির প্রাবল্যহেতু পরমার্থ শিক্ষার প্রতি অধিকাংশ ব্যক্তিই মনোযোগ প্রদান করেন না। তাই পরমার্থ শিক্ষার অভাবে জগতে শোক-দুঃখ-দৈন্যের মাত্রা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জগদ্বাসিগণকে এই দুর্দ্দশার কবল হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আজ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকৃত পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিভিন্ন স্থানে বহু আয়াসসাধ্য পরম চিত্তাকর্ষক অথচ পরম শিক্ষাপ্রদ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করিতেছেন। পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন—গত বৎসর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমিতে একটী সুরম্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীর চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হওয়ায় প্রত্যহ এত লোকের সমাগম হইত যে, প্রদর্শনীক্ষেত্রে স্থান সঙ্কুলান হইত না। তাই সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণকে অধিকতর সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত মঠকর্ত্তৃপক্ষ এবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সহানুভূতিতে কর্পোরেশনের বাগবাজারষ্ট্রীটস্থ সুবৃহৎ মেটারিয়াল ডিপোতে সুরম্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

কলিকাতা মহানগরীর সেরিফ স্বনাম-ধন্য সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয় গত ২০শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রদর্শনীটী ৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। ইহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা, মানব জীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তিবিচার ও অধর্ম্মের স্বরূপ প্রভৃতি বহু প্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলাকৌশলের সাহায্যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অতি সুন্দররূপে উপদিষ্ট ও প্রদর্শিত হইতেছে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্বকে সরল ও সহজ ভাবে বোধগম্য করার জন্য যতদূর সুগম পন্থা আবিষ্কারের সম্ভব হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রদর্শনীর দ্বার প্রত্যহ প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত খোলা থাকে। ইহার পর সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ-মূল্য নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৭ই ভাদ্র হইতে ১১ই ভাদ্র পর্য্যন্ত চম্পহট্ট শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠে প্রত্যহ পাঠকীর্ত্তনাদি করা হইয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীবিগ্রহ দর্শনাভিলাষী হইয়া মঠে আগমন করতঃ মঠের মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার নয়নাভিরাম শৃঙ্গার দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণের সমক্ষে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দর্শকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ২২।৮।৩১ তারিখে জি, এ, ভি স্কুলের হেডমাষ্টার সীতাপুর নিবাসী শ্রীযুত এস, কে মজুমদার শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মঠের চিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

গত ২৮।৮।৩১ তারিখে নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠকীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীবলদেবপ্রভু তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আসিয়া পৌঁছিলে সূত গোস্বামী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামাদি না করাতে তিনি তাঁহাকে বিনাশ করেন। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় হইতে এতৎপ্রসঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছেন।

গত ৭ই ভাদ্র হইতে ১১ই ভাদ্র পর্য্যন্ত চিরকালের শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলযাত্রা মহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অপূর্ব্বদর্শন, চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন। প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন সমাপনান্তে সমাগত দর্শকবৃন্দকে মিষ্টান্ন [illegible] বিতরণ করা হয়। পূর্ণিমার দিবস বিপুল বাদ্য ও সঙ্কীর্ত্তন-যোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী —"মানব জীবনের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য যে নিষ্কপটে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা" এতৎপ্রসঙ্গে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল অতি সহজ ভাষায় একটী সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করেন।

সেবা ও ভোগ

(২)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুগত বলিয়া পরিচিত হইলেও যদি আমি তাহাতে অতৃপ্ত হই। মনে করি বা বলি যে 'আমি এতদিন প্রাণপণে বৈষ্ণবসেবা করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা এখন আমার ভক্ষ্য রীতিমত প্রসাদ, পথ্য ও পরিচর্য্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন না বা কিছুই করিতেছেন না কিম্বা অন্য বৈষ্ণবের যেরূপ করিতেছেন আমার সেরূপ করিতেছেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমি অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি তাই উক্ত রোগের উপসর্গরূপে ঐ রূপ প্রলাপ বাক্য, ঐ প্রকার মাৎসর্য্যাত্মক উক্তি আমার রসনা ও মানসে নৃত্য করিতেছে এবং আমি পূর্ব্বে বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছি বলিয়া যে অভিমান করিতেছি তাহা বৈষ্ণবের পাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারে নাই, উহা পাত্রাদি অন্য কাহারও চরণে ঢালিয়া দিয়াছি, যদি বৈষ্ণবের সেবা নিষ্কপটে করিতাম তবে আমাকে অবিদ্যাপীড়ায় গ্রাস করিত না।

শরণাগত গুরুসেবক—"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥" এই কথাটী কেবল কথায় বলেন না, পরীক্ষার স্থলেও তাঁহারা আচরণের দ্বারা উহা স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দেখান।

গুরুসেবকের কিরূপ সহিষ্ণুতা হওয়া উচিত, কি প্রকার শরণাগত হওয়া আবশ্যক, তাহা জগতে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সময় সময় তাঁহাদের আশ্রিত জনের সহিত এরূপ ব্যবহার-লীলার অভিনয় করেন যে, অজ্ঞজনগণ বা সেবাভিনয়কারী অপক্ক জনগণ তাহাতে অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন, কিন্তু সত্য সত্য নিষ্কপট গুরুসেবক যিনি, তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না, বরং শ্রীগুরু বৈষ্ণবের অসীম করুণা উপলব্ধি করিতে করিতে নিম্নলিখিত পদটী কীর্ত্তন করেন।

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবাসুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

তবে যাঁহারা মাদৃশ সেবকব্রুব, সেবার পর ঠাট বাট দেখিয়া মান, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির সেবা করেন, মাৎসর্য্য চণ্ডালকে হৃদয়ে স্থান দেন, তাঁহারাই এইরূপ পরীক্ষার স্থানে শ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অতৃপ্ত হন এবং অনুগ্রহটীকে দাবী করিয়া আদায় করিবার বস্তু মনে করিয়া নানাবিধ প্রলাপ বকিতে থাকেন; এইরূপে তাঁহাদের কপটতা প্রকাশিত

যখন আমি অনুগ্রহটীকে দাবী করিবার বস্তু মনে করিব, তখন জানিতে হইবে যে—'আমি নিজেকে সেবক অভিমান না করিয়া ভোক্তা অভিমান করিতেছি এবং শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে [illegible] না দেখিয়া আমার

আমার এখনও [illegible] বিচার ভ্রমপূর্ণ ও অপরাধজনক হইতেছে।

এইরূপ ঠিকের উপস্থিত হইলেই আমরা বৈষ্ণবের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি এবং এইরূপ যুক্তি দেখাই যে,—বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং লাভই আছে কারণ তাঁহাদের নিকট যদি ঋণী হই তবে ঋণ শোধ করিবার উপলক্ষে তাঁহাদের সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইব।'

উপরি উক্ত বিচারটী ভ্রমপূর্ণ। ভোগ প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলেই এরূপ বিচার উপস্থিত হয়। যিনি আমার সেবা করিতেছেন তাঁহাকে যদি আমি বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতাম তাহা হইলে আমি বৈষ্ণব-সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইতাম, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভোক্তা অভিমান হওয়ায় আমি তাঁহাকে বৈষ্ণব বা সেবকরূপে না দেখিয়া ভোগ্য বা যোষিৎরূপে দেখিতেছি সুতরাং সেই অপরাধ ফলে বৈষ্ণব সেবা করিবার সৌভাগ্য না হওয়ায় অনন্ত কাল জন্মজন্মান্তরে যোষিতের সেবা করিবার যোষিতের লাথি খাইবার উত্তম উপস্থিত হইবে। জন্মে জন্মে যে সকল বিভিন্ন যোষিৎ-মূর্ত্তির সেবা করিতে হইবে ও তাহাদের লাথি খাইতে হইবে সে মূর্ত্তিগুলির চিত্র আর অঙ্কিত করিব না, তবে ইঙ্গিতে এইপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে—আমি যখন ভোগবাঞ্ছী হইলাম, আমি যখন অসাধুপ্রাপ্তী হইলাম তখন জন্মজন্মান্তরে আমি সেইরূপ জন্ম, সেইরূপ সঙ্গ লাভ করিব, সেই প্রকার যোষিৎ মূর্ত্তির সেবক হইব এবং তদুপযুক্ত খাদ্য ও আমাকে খাইতে হইবে।

কৃষ্ণভক্ত কে?

আমাদের মঙ্গল লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবাচার পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আচারভ্রষ্ট জনগণ সৎসঙ্গাভাবে ভজনোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন না বরং অসৎসঙ্গফলে বিপথগামী হইয়া পড়েন।

কেহ কেহ মনে করেন মালা, মুদ্রাদি ধারণই বৈষ্ণবাচার, আবার কোন কোন ব্যক্তি বিচার করেন হবিষ্যান্ন-ভোজনই বৈষ্ণবাচার, এইরূপে নিজ নিজ কল্পনার দ্বারা অনেকেই আচার ঠিক করিয়া নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান করেন, কিন্তু তাঁহারা মুখ্য আচরণের দিকেই দৃষ্টি রাখেন না।

যতই আমরা হরিনামের ঠাট বাট, তিলকের ঘটা দেখাই না কেন, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া কৃত্রিমভাবে চক্ষের জল ফেলাইয়া দিই না কেন, সাধুগণ সেগুলিকে বৈষ্ণব আচার বলিবেন না বরং তাহাকে কপটতা

আচারটী বাদ দেই।

'সাধুসঙ্গই' অন্বয়রূপে বৈষ্ণবাচার এবং 'অসৎসঙ্গ ত্যাগই' ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণব-আচার, ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী। এই সদাচারটী না থাকিলে অন্যান্য লোক দেখান আচারের কোন মূল্য নাই।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইলে অসৎ কাহারা তাহা জানা আবশ্যক, তাই বলিয়াছেন—যাহারা স্ত্রীসঙ্গী বা কৃষ্ণাভক্ত তাহারাই অসাধু।

অবৈধভাবে পরদারাদিতে বা বারবনিতায় আসক্ত হইলে স্ত্রীসঙ্গী বলে, আবার যাহারা নিজস্ত্রীতে অত্যধিক আসক্ত হওয়া অশাস্ত্রীয়ভাবে গমন করেন তাঁহারাও স্ত্রীসঙ্গী পদবাচ্য।

স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না করিলেও যাহাদের মনে মনে স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা আছে তাঁহারাও স্ত্রীসঙ্গী। আবার আরও সূক্ষ্ম বিচার করিলে জানিতে পারিব যে—দুষ্ট বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে না দেখিয়া নিজ ভোগ্য জ্ঞান করিলেও স্ত্রীসঙ্গী হইয়া পড়িব। যাঁহারা কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা করেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে সকল কার্য্য করেন না, অথবা অন্যাভিলাষের সহিত ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছামূলে কৃষ্ণসেবার ঠাট বাট করেন, অনুকূলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করেন না তাঁহাদিগকেই 'কৃষ্ণাভক্ত' বলে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীমন্নরহরি দাস বলেন,—

নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর শ্যাম রূপে প্রভু সদা বিলসয়॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাক্য,—

গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌড় মণ্ডল ও ব্রজ মণ্ডল অভেদ বলিয়াই জানেন। শ্রীনবদ্বীপধাম এবং শ্রীবৃন্দাবনে যে ভেদ দর্শন করে সে শাস্ত্রযুক্তিমূলে পাষণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে প্রকার চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল তদ্রূপ চৌরাশি ক্রোশ শ্রীগৌড়মণ্ডল, উক্ত চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভিতর যেমন ষোলক্রোশ শ্রীবৃন্দাবন সেই প্রকার চৌরাশি ক্রোশ গৌড়মণ্ডলের ভিতর ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম বিরাজমান আছেন।

নবদ্বীপ মানে নূতন দ্বীপ নয়; নয়টী দ্বীপ লইয়াই নবদ্বীপ, যথা, গঙ্গার পূর্ব্ব পারে চারিটি দ্বীপ আছে (১) অন্তর্দ্বীপ (২) সীমন্তদ্বীপ (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ। গঙ্গার পশ্চিম পারে পাঁচটী দ্বীপ আছে (৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) (৬) ঋতুদ্বীপ (৭) জহ্নুদ্বীপ (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (৯) রুদ্রদ্বীপ। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নববিধা ভক্তিমণ্ডিতই শ্রীনবদ্বীপ। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ হইতেছে আত্মনিবেদনের স্থান। বলিরাজা যেমন সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ এ আত্মনিবেদনের স্থান; সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুচরণে আত্মনিবেদন করিলে তবে শ্রীধামের দর্শন লাভ হয়; কেন না এ চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম দর্শন হয় না। এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

"প্রীতি সন্দর্ভঃ" একটি সন্দর্ভঃ—ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত। মূল লেখক শ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভু "গো-স্বামী" ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রীতি বিষয়ক অভিজ্ঞান theoryতে মাত্র আবদ্ধ ছিল এবং তাঁহার গুরুবর্গেরও তাহাই ছিল। বংশাবতংশ মহাশয় এই প্রীতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে practical training লইবার জন্য গার্হস্থ্য আশ্রম অঙ্গীকার করতঃ দাম্পত্য-রসাস্বাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা অন্যত্র যার নাহি পরকাশ॥" এই মহাজন বাক্যে একান্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বৈধ পথকে "এহ বাহ্য আগে কহ আর।" বিচারে শ্রীবৃন্দাবনে কোনও কুঞ্জে প্রীতিধর্ম্মের practical training লইয়াছিলেন। training period এই তাঁহার প্রীতি সম্বন্ধে এমন অভিজ্ঞান হইয়াছিল যাহার ফল মাত্র ৩ মাস পরেই সাধারণে জানিতে পারিল এবং আর ছয় মাস পরেই প্রত্যক্ষ ফল সাক্ষাৎ ভাবেই পাওয়া গেল এবং মথুরায় গৌরাঙ্গ missionএ ফলটি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভু এবং তাঁহার গুরুবর্গ সকলেই প্রীতিরসের প্রচার মাত্র করিয়া ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন আচার ও প্রচার উভয়েই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধবিশিষ্ট তাই অবতাংশ "আচার লীলা" (!) চারি মুদ্রা দর্শনী দিলেই হেছুয়ার নিকটে কোন স্থলে প্রীতির ফল বর্ত্তমানে অঙ্গরূপে দেখিতে পাইবেন।"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জল, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বক্তৃসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২.।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible]।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' প্রাপ্ত সূত্র্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible]১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষা—চিদ্বিলাস চিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্য[illegible]ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ক্রোম ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত [illegible]কা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিত ভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছু অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সারগ্রাহক এইরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস এই গ্রন্থানুভৃত উপস্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, কৌপীনী ও সাধনভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত প্রণীত ভক্তপরিবেশ শ্লোকসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাণিরাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [illegible]দেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা[illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ।৹ আনা, পাঁচটা ৷৷৵৹ আনা, বোতল

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ বৈকাঠা, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার থালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট: ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পুস্তকবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাশ্মীরে মুসলমানগণের আনন্দ প্রকাশ

কাশ্মীর রাজ্যের সম্প্রতি মীমাংসা হওয়ায় উক্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান প্রতিনিধিগণ কাশ্মীরাধিপতিকে অভিনন্দন করিয়া এক তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা সিকান্দার খাঁ জাগীরদারের সভাপতিত্বে গত ৩রা সেপ্টেম্বর বারোহাল হাজারা ও রাওয়ালপিণ্ডি জিলার মুসলমানগণের এক সভার অধিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দ মীমাংসার সংবাদ সাদরে গ্রহণ করেন এবং সার মেহার সাকে প্রশংসা করেন। কাশ্মীরাধিপতির শান্তিপ্রিয় মনোভাব দর্শনে সভা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং মুসলমানগণের দাবি বিবেচনাকালে তুল্য উদারতা প্রদর্শন করিয়া কাশ্মীরের ও ভারতের মুসলমানগণের হৃদয় জয় করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

ভারতকে অর্থ সাহায্যে উষ্মা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, গত জুন মাসে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে বিলাতের সরকার ভারত সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার জন্য পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী গ্রহণ করিবেন। উহার উল্লেখ করতঃ "ডেলি মেল" পত্রিকা লিখিতেছেন যে ভারতের অর্থ সমস্যার সহিত বিলাতের সংস্রব রাখিলে উহাতে বিলাতের অর্থনীতিক সমস্যার উদ্ভব হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। উক্ত পত্রিকা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, এ সম্পর্কে গত শ্রমিক সরকারের আকাঙ্ক্ষা যেরূপই থাকুক, নবগঠিত জাতীয় সরকারের আবলম্বে ইহা ঘোষণা করা উচিত যে, শ্রমিক সরকারের অভিমত বর্ত্তমান সরকার অনুমোদন করেন না।

বিক্রমপুরে সাহায্য সমিতি

ভাগ্যকুল হইতে প্রকাশ যে, ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় কয়েকটী গ্রামের প্রতিনিধিদিগের এক সভায় জমাদার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে রাঢ়াপাল ইউনিয়ন কংগ্রেস সাহায্য সমিতি গঠিত হয়। বিক্রমপুরের এই অঞ্চলে বন্যাপীড়িত অধিবাসিগণের দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্ম্মীরা এবং স্থানীয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা একযোগে উক্ত স্থান সমূহে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন।

এখনও রেঙ্গুণে ডাকাতি

উপদ্রুত অঞ্চলে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ডাকাতি চলিতেছে। থারাবড়ীতে একটী খুন হইয়াছে। থিয়েটমিও অঞ্চলে গ্রামবাসিগণ একদল ডাকাতকে বাধা প্রদান করে।

মানবেন্দ্র রায়ের মামলা

আইনগত পরামর্শের জন্য মানবেন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আহুত হইয়া মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুত দেবকীপ্রসাদ সিংহ গত ৫ই সেপ্টেম্বর কানপুরে আসিয়াছেন। তিনি মানবেন্দ্র রায়ের পক্ষে দাঁড়াইবেন কি না, এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। মানবেন্দ্র রায় তাঁহার জামীনের আপীল সম্পর্কে নিজেই সওয়াল জবাব করিবেন।

জামাতা বাবাজীর কীর্ত্তি

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ যে, বালুর ঘাটের ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এক গ্রাম হইতে গত ২রা সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রে স্থানীয় অধিবাসিগণ উক্ত গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনিতে পাইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া দেখে যে, স্ত্রীলোকটির গলায় কতকগুলি আঘাতের চিহ্ন। সে উপস্থিত সকলকে বলে যে, আততায়ী আর কেহই নহে—তাহার জামাতা বাবাজী ও তস্য ভ্রাতা। বাড়ী তাহাদের মনোহালী গ্রামে—ঘটনাস্থল হইতে ২৫ মাইল দূরে। এই কথার সূত্র ধরিয়া পুলিশ তদন্ত করে এবং তাহার জামাতা রাধা কান্ত ও তাহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করে।

স্ত্রীলোকটি হাসপাতালে আছে।

নারায়ণগঞ্জ বিদ্যুতের আলো

ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, জি, ডারনো, আই, সি, এস, চট্টগ্রাম ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সহরের ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মিঃ এইচ, এম সিরকবী রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুইচ জ্বালাইয়া দিয়া এই সহরস্থ লোকের বহু দিনের অভাব দূরীভূত করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ এস, কে মুখার্জ্জি ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেলস্ আই, সি, এস, এই কার্য্যের সকল প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। উদ্বোধন উপলক্ষে বহু ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেট বৃটেনে জলপ্লাবন

বিগত দুইদিন ধরিয়া অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে গ্রেট বৃটেনের নানাস্থান জলমগ্ন হইয়াছে। ডার্বি সায়ার, ইয়র্ক সায়ার প্রভৃতির অনেক গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সহরের মধ্যে সেফিল্ড ও ডার্বি জল-প্লাবিত হইয়াছে।

মিডল্যাণ্ডের কয়েকটি রেলপথ জলমগ্ন হওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়াছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর গ্লাসগো'র একখানা জাহাজ বিপন্ন হইয়াছে। নয়জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে; কিন্তু কাপ্তেন ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার জলমগ্ন হইয়াছেন।

চন্দননগরের পদত্যাগ

প্যারিস হইতে এই মর্ম্মে একটা বে-সরকারী তার পাওয়া গিয়াছে যে, চন্দননগরের লোক্যাল কাউন্সিলের ৮ জন সদস্য পদত্যাগ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, প্যারিসের ঔপনিবেশিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দননগরের কাউন্সিলের পণ্ডিচেরীস্থিত নিখিল ভারত ফরাসী ৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জনের পদত্যাগ পত্রও গৃহীত হইয়াছে। ইহারা চন্দননগর প্রজাসমিতির পক্ষে গত ২৮শে জুন নির্ব্বাচিত হন। ইহারা য়ুরোপীয়ানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পক্ষে।

কালিকাজোয় বিদেশী বস্ত্র পরিহারের সঙ্কল্প

গত ১লা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণকালে খালপার মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্তা মানববাসিনী বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যাবিনোদ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং গঠনমূলক কার্য্যে মহিলাদিগের কাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিদেশী বস্ত্র পরিহার ও চরকার সূতা কাটিতে প্রতিশ্রুত হন।

পাঞ্জাব গবর্ণরকে আক্রমণের মামলা

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পাঞ্জাব গবর্ণরকে গুলী মারার ষড়যন্ত্র মামলায় এসেসরগণ ৬ই সেপ্টেম্বর (রবিবার) অপরাহ্ণ ৫ ১৫ মিনিটের সময় রায় দিয়াছেন।

এসেসরগণের মধ্যে দুইজন সকল আসামীকেই ষড়যন্ত্র এবং (গুলীমারা'র) সাহায্য করার অভিযোগে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। অপর দুইজন এসেসর দুর্গাদাস এবং রণবীর সিং কোন অভিযোগেই অপরাধী নহে বলিয়া রায় দেন, কিন্তু চমন লালকে (গুলীমারায়) সাহায্য করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন।

দায়রা জজ আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর রায় দিবেন।

বুড়ীগঙ্গার শোচনীয় অবস্থা

বাঙ্গালা সরকারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যার পর ঢাকায় নদীগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আগমন করেন। প্রকাশ, তিনি ফুলবেড়িয়ার নিকট বুড়ীগঙ্গা নদীতে একটী বৃহৎ বালুকাস্তূপ দেখিতে পান। ইহাতে লোকের মনে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস ইহা দ্বারা বুড়ীগঙ্গা নদীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে এবং শীতকালে উহার জল শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব অনুভূত হইবার সম্ভাবনা। আরও আশঙ্কা হইতেছে যে, ইহা দ্বারা সহরে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। পোড়াবাড়ী হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত লৌহজঙ্গ নদীর অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। শীতঋতুতে এই নদীরও অনুরূপ অবস্থা হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

শ্রমিকদের অবস্থা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, নিখিল ভারত ট্রেডয়ুনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত এস, মুকুন্দলাল লিখিতেছেন—টাটার জামাদোবা কয়লার খনির শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস এবং মালকেরা ও চৈতাদিহির কলিয়ারী দুইটি বন্ধ হইবার সম্পর্কে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত এস, মুকুন্দলাল, ডব্লিউ, ইউ, আর নাইডু এস, বি, সেন টাটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুত দালাল এবং কয়লা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যদিও কোন শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই, তাহা হইলেও আশা দেখা দিয়াছে। আবশ্যকীয় বিষয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য শ্রীযুত বসু দলবল কয়েকজনকে লইয়া জামাদোবা যাত্রা করিতেছেন।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষান্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

শ্রীযুত বিনোদ চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার

মাঠের মধ্যে মৃতদেহ

পুলিশের নিকট মিথ্যা চুরির সংবাদ

রেল লাইন জলমগ্ন

যৌথ কারবার আইন অনুযায়ী দণ্ডিত

পেগুতে রেল দুর্ঘটনা

হিন্দু কৃষকের শোচনীয় পরিণতি

লণ্ডনে বৈঠক আরম্ভ

পাঁচ শত টাকা পুরস্কার

ধর্ম্মঘটের অবসান

নানা কথা

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

প্রকাশ, পদুকোটা হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থলে একখানি মোটর চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার ফলে ২ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৬ জন লোক আহত হইয়াছে।

মাঠের মধ্যে মৃতদেহ

কাশী হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে একটী চতুর্দ্দশ বয়স্ক বালকের মৃতদেহ মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। সন্দেহক্রমে একজন ধৃত হইয়াছে। বালকটির পিতা ধৃত ব্যক্তির প্রজা বলিয়া প্রকাশ।

মালদহে দুর্ভিক্ষ

মালদহ জিলার ভীষণ অর্থ কষ্টের ফলে রত্না থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ায় অনাহারে দুই জন স্ত্রীলোকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত বিপন্ন স্থান সমূহের কতিপয় লোক মালদহে আসিয়া সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়েছে। এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য রত্ন থানার বিভিন্ন য়ুনিয়ন বোর্ডের সভাপতিদিগকে লইয়া এক সভায় আহ্বান করা হইয়াছে।

পাঁচ শত টাকা পুরস্কার

আলিপুরের দায়রা আদালতে গত ২৭শে জুলাই বন্দুকের গুলীতে নিহত আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব জিলা ও দায়রা জজ পরলোকগত মিষ্টার আর,আর গার্লিকের নিহত আততায়ীর ফটো সনাক্ত করিবার জন্য ৫ শত টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। প্রথমে ১ শত ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৫ শত টাকা করা হইয়াছে।

লণ্ডনে বৈঠক আরম্ভ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ছয় মাসেরও অধিককাল স্থগিত থাকিবার পর ৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে পুনরায় ভারতীয় গোলটেবিল সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড স্যাঙ্কির সভাপতিত্বে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে গঠিত ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটীর মোট ২৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ সদস্য ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। গান্ধীজী প্রমুখ উক্ত কমিটীর অন্যান্য সদস্যগণ এখনও লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছেন নাই। এই সপ্তাহের শেষে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। প্রধান মন্ত্রী সদস্যগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

হিন্দু কৃষকের শোচনীয় পরিণতি

যাজাপোরের সন্নিকটবর্ত্তী ইয়েলহামকা নামক এক স্থান হইতে প্রকাশ যে, বেকার জনিত অনাহারের ফলে অতি শোচনীয় ভাবে একটি পরিবারের সমস্ত লোকই মারা গিয়াছে। উহারা সংখ্যায় ৪ জন ছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একজন হিন্দু কৃষক শ্রেণীর লোক অভাবের তীব্র পীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া গত ৫ই সেপ্টেম্বর দিবস স্বীয় পত্নী এবং দুই শিশু পুত্রকে নিহত করতঃ ছুরি দ্বারা স্বীয় গলা কাটিয়া অবশেষে এক কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া স্বীয় জীবনের অবসান করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা,
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাবলি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১০৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রাণবল্লভ? ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীসুধানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ সাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঘনশ্যাম ন্যায়বাগীশ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

রুক্মিণী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীতারাকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীবনমালি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী? জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেখরিয়া।

(২৬) শ্যামগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকান্ত ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদাশ্রম

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁটাপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমপালক

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে গত ২০শে ভাদ্র রবিবার নন্দোৎসব দিবস হইতে যে পারমার্থিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে তাহাতে প্রদর্শিত বিষয় সমূহ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য স্বল্প বিচারমুখে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে ;—

ভারবাহিরূপে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া পণ্ডিতাভিমানিগণের সর্ব্বদা বাদবিতণ্ডা

বহির্ম্মুখ, কর্ম্মজড় ও আধ্যাত্মিকজ্ঞানমত্ত-সম্প্রদায় শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া সর্ব্বদা সুদার্শনিক শ্রীভগবৎসেবকগণের সহিত বাদবিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল বন্ধ্যা বিতণ্ডা ও নিরর্থক শাস্ত্র প্রবাদের দ্বারা কুতার্কিকের ভারবাহিত্বই প্রকাশিত হয়। জগতে শুদ্ধা চেতনময়ী কথার প্রচারের অভাবেই মনোধর্ম্মী নায়কগণের শিষ্য-সম্প্রদায়ে ঐ সকল বিতণ্ডার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং বহির্ম্মুখ জগতের স্বভাবানুসারে অদ্যাপি ন্যূনাধিক ঐসকল বাক্ষুব্ধ অধস্তন জগতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিলে পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিরর্থক শাস্ত্রপ্রবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে সমগ্র জগতের সহিত ঘাত, প্রতিঘাত ও মনোধর্ম্ম চিন্তাধারার বিনিময়ে শাস্ত্রের ভারবাহিত্ব, কদর্থ প্রবৃত্তি ও তন্মূলে বাদবিতণ্ডার চেষ্টা নানাভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে ; সুতরাং এই যুগে সুদার্শনিক ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শ্রীচৈতন্য-বাণী আরও প্রবলবেগে প্রচারিত ও লোক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা পুনরাবৃত্তিমুখে তুলিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

ভণ্ড যোগীর কৃত্রিম মনঃসংযম

কবিকর্ণপূর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থাবর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রসুধা স্যন্দাস্পদবোধে
মহচ্ছাকা, ব্যঞ্জিতো নির্মীল্য নয়নে
বদ্ধাসনং ধ্যানতঃ।
স্রোতোপান্ত-নদীতটস্থ কিময়ং জনঃ
সমাদেবদ্বূং

* * *

পানীয়াহরণ প্রবৃত্ত-তরুণী-শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ ॥
তদ্দিদ্যুদর ভবনায় কেবলং নাট্যমেতস্থ।

কোন এক অজ্ঞ যোগী জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত-ক্ষরণের পথ রুদ্ধ করিয়া নিজের ধ্যান-পটুতা প্রকাশপূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান-স্তিমিতলোচনে নদীতটে উপবেশন করিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ ইঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কোন এক তরুণী নারী জল আনয়ন করিতে আসিয়াছে, তাহার হস্ত-পরিহিত শঙ্খ-বলয়ধ্বনি শ্রবণে যোগীর এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অতএব তাঁহার ধ্যানাদি কেবল উদর-উপস্থের ইন্ধন-সংগ্রহের নাট্য মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ বায়ু নিয়মনকারী ক্লেশ-পরায়ণ যোগীর অভাব ছিল না। পূর্ব্বকালেও বিশ্বামিত্র সৌভরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোগীর কথা শ্রুত হয়। মেনকাদি দর্শন এবং জলস্তম্ভনাদি যোগক্রিয়াকালে জলমধ্যস্থ মৎস্যের স্পর্শ-সুখ ভোগের উদ্দীপনায় তাঁহাদের ক্ষণিক যোগ হইতে বিয়োগের কথা ইতিহাসে প্রমাণিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হই। শুদ্ধভক্তির স্বাভাবিক ও সহজ রাজনীয় পথের কথা প্রকাশিত করিলে ঐরূপ যোগিগণও যোগচর্য্যার নিরর্থক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং যোগিগণের আরাধ্য কৈবল্য সুখকে নরকতুল্য এবং বুঝিতে পারিল। ভগবৎসেবানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। কারণ,—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

সর্ব্বদা কাম লোভাদি রিপু বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ সেবা-দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

প্রসাদ মাহাত্ম্য

জীব দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্মোন্মুখী বা জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিলেও তাঁহাদিগকে স্বল্পপুণ্যবান্ বলে। সেই স্বল্পপুণ্যবান্ জনগণের মহাপ্রসাদে, মহামহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলি ও ভক্তপদজলে বিশ্বাস হয় না।

যে-সকল বিশেষ ভাগ্যবান্ জনের জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইয়াছে কেবলমাত্র তাঁহাদেরই মহাপ্রসাদাদির মহাত্ম্যে বিশ্বাস হয় এবং তাঁহারাই মহাপ্রসাদকে ও মহামহাপ্রসাদাদিকে সাধনের একমাত্র বল জানিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেই সকলের সেবা করেন।

ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য কৃষ্ণগ্রহণ করেন। পরে কৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অনুগ্রহরূপে যে বস্তুটী প্রদান করেন তাঁহার নাম কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ। সেই মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবা করিলে জীবের প্রপঞ্চ জয় হয়।

ভক্তগণ সেই মহাপ্রসাদ জিহ্বাদ্বারা সেবা করেন এবং জীবের মঙ্গলের জন্য তাহা বিতরণ করেন। যেরূপ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ, সেইরূপ ভক্ত-ভুক্তশেষের নাম মহামহাপ্রসাদ।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে 'মহামহাপ্রসাদাখ্যান" ॥

যাঁহারা কেবলমাত্র জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগবুদ্ধিতে কপটতামূলে মহাপ্রসাদ সেবনের অভিনয় করেন কিন্তু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে, বৈষ্ণবের পদধূলি ও বৈষ্ণবের পদজলে অনাদর করেন কিম্বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করেন তাঁহাদের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় নাই জানিতে হইবে।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভক্তপদধূলি, ভক্ত-পদজল ও ভক্তভুক্তশেষ এই তিনটীকে সাধনের বল জানিয়া এই তিনের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রেমলাভ হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টাদি ভোজন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রেমাকাঙ্ক্ষিজনগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই তিন বস্তুর সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা।
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ, এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ষোড়শ পঃ)

যৎকিঞ্চিৎ.

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(৫)

কএকদিন বেশ আমোদ আহ্লাদ হ'য়ে গেল ; চারিদিক বেশ মজ্‌গুল হ'য়েছিল, আজ সব চুপ চাপ। বাম্নাঘ'র আর ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দও ওঠে না, মটোরকারগুলোও আর হ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ ক'রে বাবাজীর খাপ্ খেলে না। সব ষ্টেশনে হাজির। বাবাজী-প্রভুগণ ২৪ প্রহরের স্থানে ৪০ প্রহর ক'রে নিদেন হ'লেন। তথাকার ভক্তবৃন্দ সব পুনরায় গমনার্থ চ র'লে তৃপ্তি হ'য়ে বিদায় ক'রে মোসাহেবী চাকরীতে হুজুরদের তোয়াজে ব্যস্ত রহিলেন। কিন্তু কেউ যেন সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র সাবধান ক'রে দিচ্ছে। 'গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানং' ব'লে পাটা শুরু যে বিসর্জ্জন হ'বার যোগাড়। আর ভোগ রাগ ত' দূরের কথা, বোধনেই বিসর্জ্জন।

বাবাজী প্রভু মোসাহেবী কার্য্যে দ্বিতীয় গোপালভাঁড়। হুজুর বল্‌ছেন, 'বাবাজী-মশায় বলুন ত পুকুরের ও ধারের জলটা একটু উঁচু বোধ হচ্ছে না?' 'আজ্ঞে আজ্ঞে উঁচু ব'লে উঁচু, হিমালয়ের উপর গণ্ডা তিনেক হিমালয় থাক্-থাক্ ক'রে সাজিয়ে তার উপরে দুটো মই বেঁধে খুঁড়িয়ে দাঁড়ালে হবে ওর সমান হবে।' হুজুর বলছেন, 'দেখুন দেখুন এধারের জলটা যেন একটু নীচু মনে হচ্ছে।' 'আজ্ঞে—হেঁ—একটু নীচু? নীচু ব'লে নীচু! পাতালে বলি রাজার ছুতোরের ঘণ্টা নজর হচ্ছে।'

শিষ্য বল্‌ছেন 'প্রভো! নিরামিষ প্রসাদ পেয়ে মুখে যে ঘাস বেরিয়ে গেল, এ বৈষ্ণব ধর্ম্মে আর পোষাচ্ছে না। প্রভু বল্লেন, 'দরকার কি নিরামিষ? মাগুর মাছের ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।'

এক শিষ্য বল্‌ছেন 'প্রভু আমার শরীর যে ভেঙ্গে গেল, শরীরে রক্তের লেশমাত্র নাই।' প্রভু ব্যবস্থা দিলেন, রামপাখীর যুস ঔষধ রূপে গুরুদেবকে নিবেদন করে খেতে পারেন, ঔষধে দোষ কি?' বিপত্নীক শিষ্য বল্‌ছেন, 'শক্তি না হলে আমার ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যাঘাত হচ্ছে, এর শীঘ্র প্রতি বিধান করুন। প্রভু বললেন আপনার যা ইচ্ছে, সব করতে পারেন।

চুরি, জোচ্চুরি, দাগাবাজি, পরস্ত্রীহরণ, গোবধ, ব্রহ্মবধ ইত্যাদি যত রকমের কুকা[illegible] করুন, চরস, চণ্ডু, গুলি, মদ, ভাং, আফিং, দেদার চালান, ছাগল, ভেড়া, মৎস্য, মাংস, গুগ্‌লী কাঁকড়া আদি দুপাশে যা দুহাতে ক'রে খান, কোন আপত্তি নাই। যে মন্ত্র দিয়েছি তাতে জগাই মাধাই যে মহা পাপী উদ্ধার হ'ল আপনি কোন ছা[illegible] জানেন না "একবার কৃষ্ণনামে যত পা[illegible] হরে। পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

শিষ্য ও গুরু গত প্রাণ! আহা [illegible] এমন মনের মতন গুরুদেব আর কে পা[illegible]

যেমন গুরু তেমনি শিষ্য! ধন্য কলি! ধন্য তোমার লীলা!

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও বিবৃতি, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ও স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অন্বয়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা খণ্ডরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; গ্রন্থ ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত [?] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় শেষ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [?] ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি [?] প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [?] রয়েল ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [?] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [?] কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার *

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাদে কিছুই অজ্ঞান থাকে না। পরম গুপ্ত [illegible] এই রূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি-শাস্ত্র-মতে [illegible] এই গ্রন্থানি [illegible] হইয়াছেন। [illegible] সূচী, [illegible] করা হইয়াছে। বিলাত গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় [illegible] স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি [illegible] চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসন্ধান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে [illegible] পরিপাটিভাবে বর্ণিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জীবমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, [illegible] শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা [illegible] গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য [illegible] শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল [illegible] সুনির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা। বিস্তৃত বিবৃতি, [illegible] অর্থ [illegible] ব্যাখ্যা ও মহাজন-গ্রন্থ [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, অনুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের [illegible] ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। অনুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের প্রামাণ্য লীলা-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী কৃত। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য [illegible] এক নবপ্রয়াস। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে [illegible] দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও লৌকিক আলোচনায় কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, তীর্থ, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসংগৃহীত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। [illegible] কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাক্তন প্রোফেসর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা [illegible] উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ [illegible] ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের [illegible] সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিশেষ সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবালয়াদির পরিচয় [illegible] যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে এই নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সুভদ্র ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে সবিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ কম করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ডগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৶১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার - পুস্তকবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

...স্বদেশের সু বর্ধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের মধ্যে ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং ঊল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার - গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পেগুতে রেলদুর্ঘটনা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, পেগু ষ্টেশনে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ভোরে ৪-৪৫ মিনিটের সময় ৮৮নং মালগাড়ী পেগু ষ্টেশন পরিত্যাগ করিবার সময় লাইনের শেষ মাথায় চাপিয়া যায় এবং একটি কাঠের সহিত ধাক্কা লাগে। ফলে এঞ্জিনখানির সামান্য ক্ষতি হয়। ষ্টেশনের ১ ব্যক্তি আহত হইয়াছেন; দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

রেল লাইন জলমগ্ন

বন্যার জল এখনও হ্রাস পায় নাই। সুতরাং কবে পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইতে পারে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। অন্ততঃপক্ষে ৪ দিবসের পূর্ব্বে কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে।

মিঃ ক্যাসেল্সকে গুলীর জের

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, উকীল ও হিন্দু সভার সভাপতি শ্রীযুত ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও আর কয়েকজনের বাটীতে মিঃ ক্যাসেল্সকে গুলী করার সম্পর্কে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই ও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

শ্রীযুত বিনোদ চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার

মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভ্য শ্রীযুক্ত বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যখন বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে নবীন অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া মুচীপাড়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

বিনোদ বাবু বিগত অসহযোগ আন্দোলন হইতে কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। প্রায় ৪ দিন হইল কংগ্রেস নির্ব্বাচন-বিরোধ সম্পর্কে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

বিনোদবাবু "বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী"র কাপ্তেন। তিনি বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে "বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট"এর সভ্য হইয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁর কংগ্রেসের বর্ণিত কর্ম্মী মৈমনসিংহ জেলায় খুব কদর আছে।

টাকার জন্য পাউণ্ডের বিপদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গত জুন মাসে বলিয়াছিলেন—প্রয়োজন হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে আর্থিক সাহায্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে এবং তাহা করিতে পার্লামেণ্টের নিকট ক্ষমতার জন্য আবেদন করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রীর ঐ উক্তিতে 'ডেলী মেল" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—"টাকা যখন পিছনে আটকাইয়া আছে তখন পাউণ্ডের আর রক্ষা নাই" উক্ত পত্রিকার মতে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের মনে এসম্বন্ধে যাহাই থাকুক না কেন, নূতন গবর্ণমেণ্ট যে সেইমত পোষণ করেন না তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে।

কাশীতে অর্থ সংগ্রহ

কাশী বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বাঙ্গলার বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে।

ধর্ম্মঘটের অবসান

পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ হওয়ায় ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারা পুনরায় কলেজে যোগদান করিয়াছে।

পুলিস কমিশনারের সাক্ষ্য

পাদুকোটাই হইতে প্রকাশ যে, পুলিশ কমিশনার মিঃ রেনিয়াস পিল্লে পুনরায় পুলিশ আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার সমিতির নিকট সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, এই ষ্টেটের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উপযুক্ত নহে। সাধারণ ট্যাক্স প্রবর্ত্তন ও বিশেষভাবে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স পুনঃ প্রবর্ত্তন করায় স্থানীয় সংবাদ পত্রাদিতে দরবারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়। গত ২ বৎসর যাবৎ এইরূপ চলিয়াছিল। সুতরাং আমি ইহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করি নাই। আমার মনে হয়, পুলিসের স্বল্পতা ও জনতার সংখ্যাধিক্যই গোলযোগের উৎপত্তির কারণ। পুলিশের শিক্ষা প্রয়োজনানুরূপ ছিল। কনেষ্টবলদিগকে যদি জনতার উপর গুলী বর্ষণের আদেশ দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা কি করিয়া বসিত তাহা আমি বলিতে পারি না।

স্বর্গীয় আনন্দকিশোর রায়

কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বনগ্রামের আনন্দ কিশোর রায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্যামসুন্দর রায়ের নামে স্থানীয় হাই স্কুল এবং হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ঐ মহকুমার সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি তিন পুত্র, কয়েকটী কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

২০ জন লালকোর্ত্তা দণ্ডিত

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ডাকাইতি ও কোন পুলিস কনেষ্টবলকে আহত করিবার অভিযোগে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হবাদেলের ২০ জন 'লালকোর্ত্তার' প্রতি ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

আফ্রিদি উপদ্রব

আফ্রিদি জির্গা পেশোয়ারে আসিবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা অমূলক বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আফ্রিদিগণের বশ্যতা স্বীকার করিবার গুজব ভিত্তিহীন না হইলেও অচিরে উহা হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কেবলমাত্র মালিকগণ, খাইবারের নব নিযুক্ত এজেণ্ট মেজর টমসন এলোভানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। এই ব্যাপারেই বোধ হয় জির্গা আসিবার গুজব রটিয়াছিল। আফ্রিদী উপদ্রবের বর্ত্তমানে মীমাংসার কোন লক্ষণ ইহা হইতে করা মোটেই চলিতে পারে না।

লম্বা ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা

ইতঃপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনোভন ঢাকায় যাইয়া ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ ক্যাসেল্সের স্থানে অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন। কিন্তু পরে এখন আমরা জানিতে পারিলাম, এই বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মিঃ ডোনোভন ঢাকায় যাইবেন না। তিনি লম্বা ছুটি লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ফিলপট ঢাকা বিভাগের কমিশনার হইবেন।

বড়বাজারে জোর পিকেটিং

যদিও অবিরামভাবে সারাদিন বৃষ্টি হয় তথাপি গত শনিবার ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মনোহর দাস কাটরা, তুলাপট্টি পগেয়াপট্টি, ক্রশ ষ্ট্রীট, প্রভৃতি স্থানে পূর্ণোৎসাহে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলে। প্রায় ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ৩০ জন মহিলা কর্ত্তৃক পিকেটিংয়ের ফলে আশাপ্রদরূপ সাড়া পাওয়া যায়। যথারীতি বহু সশস্ত্র সার্জ্জেণ্ট ও লাঠিধারী পুলিশ উপস্থিত ছিল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বহু দোকান বন্ধ থাকায় ৫-৩০ টায় পিকেটিং শেষ করা হয়। কিন্তু মনোহর দাস কাটরায় ৬টা পর্য্যন্ত পিকেটিং চলে।

পুলিশের নিকট মিথ্যা চুরির সংবাদ.

মহাবীর লালা তাহার ১০০ শত টাকার ছইটী বাক্স চুরি গিয়াছে, এই মিথ্যা সংবাদ পুলিশের নিকট দেওয়ায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পুত্র

গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী ক্যাবিনেটের অধীন নহেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল। এই সকল কার্য্য এবার রক্ষণশীল এবং উদারনীতিক দলেই ভাগ বাঁটোয়ারা করিতেছেন। শ্রমিক দলের উপভোগের জন্য প্রায় কিছুই রাখেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে এবার একটু বিশেষত্ব এই যে, মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পুত্র মিঃ ম্যালকম উপনিবেশের সহকারী সেক্রেটারীর পদে এবং স্যার উইলিয়ম জোইট আটর্ণী জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যৌথ কারবার আইন অনুযায়ী দণ্ডিত

ওয়েজ লোন এবং ত্রিপুরা টি ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট বি, ব্যানার্জ্জি তাহার অংশীদারের লিষ্ট দাখিল না করায় প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যৌথ কারবার আইন অনুসারে ২০০ শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি ঐ কোম্পানীর অংশীদারদের তালিকাও প্রদান না করায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

টেলি- "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৩৮, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নারীর অপূর্ব্ব সাহস

ছুরিকাঘাতে কনষ্টেবলের মৃত্যু

সর্পদংশনে মৃত্যু

গান্ধীজীর ইংলণ্ডের পরিচ্ছদ

পণ্ডিত জহরলালজী

ব্রহ্মে সামরিক বাহিনীর জন্য

চুরির সন্দেহে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে হিন্দুমিশন কর্ম্মী

বক্তৃতায় আপত্তি

কংগ্রেসের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

নানা কথা

নারীর অপূর্ব্ব সাহস

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, গত ৭ই সেপ্টেম্বর তামিজী নামক একজন লোক বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে ৪ জন সশস্ত্র ডাকাত তাহাকে ধরে ও তাহার নিকট টাকা চাহে। তামিজী টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া উহাদিগকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া প্রায় ২ হাজার টাকা তাহাদের হস্তে অর্পণ করে। ডাকাতেরা ঐ পরিমাণ টাকায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বাড়ীর নারীদের গহনাগুলি দাবী করে। ডাকাতেরা এইরূপ দাবী করিলে ঐ বাড়ীর একটি নারী চীৎকার করিতে আরম্ভ করে এবং শুধুহাতেই একজন ডাকাতকে আক্রমণ করতঃ তাহাকে পরাভূত করে। উভয় পক্ষে ধস্তাধস্তি চলিতে থাকায় ঐ নারী ও তাহার স্বামীর অঙ্গে অল্প বিস্তর আঘাত পায়। ২ জন ডাকাতকে ঐ স্থানেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপর ২ জন পলায়ন করিয়াছে।

ছুরিকাঘাতে কনষ্টেবলের মৃত্যু

প্রকাশ, কাশীপুর থানার কনষ্টেবল নায়েহুবে গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ২-৪৫ মিনিটের সময় জনৈক মুসলমানের ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রথমে ঐ কনষ্টেবল ঐ মুসলমানকে সাউথ সিঁথি রোডে মাতাল অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। পরে উক্ত কনষ্টেবল যখন আসামীকে থানায় লইয়া যাইতেছিল, তখন আসামী তাহাকে টানিতে টানিতে একটী গলির মধ্যে লইয়া একখানি ছুরিকা দ্বারা তাহাকে কয়েকটী আঘাত করে, ফলে তাহার মৃত্যু হয়। আসামী এখনও পলাতক আছে।

সর্পদংশনে মৃত্যু

ইসলামপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ যে, ৬ই সেপ্টেম্বর বাহাদুরাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী তারাটিয়া কাছারীর হেড মহুরী শ্রীসতনাথ ঠাকুরতা রাত্রিকালে প্রস্রাব করিবার সময় একটি বিষাক্ত সর্পের দ্বারা দংশিত হয়েন এবং অল্পকাল পরেই কতকগুলি অপোগণ্ড সন্তান সন্ততি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

"বড় পাজাগী ইউনিয়ন বোর্ডে অন্তর্গত হাওড়া গ্রামনিবাসী নৈমুদ্দিন পরামাণিকের পরিবারের লোকসংখ্যা ৭ জন,—ঐ সাত জনের ভরণপোষণের কার্য্যই তাহাকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। কয়েক দিন হইল উক্ত নৈমুদ্দিন সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার মাতা ও স্ত্রীর চীৎকারে প্রতিবেশিগণ সত্বর আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে পল্লী সংস্কার সমিতি হইতে তাহাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা হইয়াছে।

কূপের ভিতর হইতে থলিয়া প্রাপ্তি

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, ফুলবাড়িয়া বোমার মামলা সম্পর্কে ধৃত সাধখাঁকের ভারত সিং নামক এক ব্যক্তি এমন কতকগুলি স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে হাজিপুর ট্রেন ডাকাতি মামলার সম্বন্ধে কতকগুলি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। সে নাকি তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছে যে, যে থলিয়াটিতে টাকা রাখা হইয়াছিল, তাহা হাজিপুর ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে একটা কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত নন্দকুমার মিশ্রের সহিত তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সে সেই কূপটী দেখাইয়া দিলে অনুসন্ধানের পর তাহার ভিতর হইতে সেই থলিয়াটি পাওয়া যায়। উহা ঢাকায় লইয়া আসা হইয়াছে।

আসামী ভারত সিংকে ঢাকা জেলে রাখা হইয়াছে। চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকৈবল্য সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাত্মষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

অধিকারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগৎকারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীজীবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনবন্ধুনন্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাত্মজ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ও শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান

শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনদাস ব্রজবাসী

(১৬ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮, আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পাঞ্চর্বাধ পোঃ বর্দ্ধমান।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যাই চরণ অধিকারী, শ্রীনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভূত্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোবিন্দন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ, শ্রীকুঞ্জেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
য়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার — ১৬৩তম সংখ্যা।

সাময়িকী

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিকুলিয়া গ্রামে অবস্থিত শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে শ্রীপাদ ভগবান দাস ব্রজবাসী প্রভুর বিশেষ উদ্যোগে এবং শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী প্রভুর ঐকান্তিক যত্নে ঝুলনযাত্রা উৎসবোপলক্ষে বক্তৃতান্তে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ৩০০ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

এতদুপলক্ষে স্থানীয় শ্রীযুত শশীভূষণ মাইতি এবং শ্রীযুত কেনারাম মাইতির সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গত ১১ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজের আদেশানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহন জীউএর ঝুলনযাত্রা মহামহোৎসব মহাসমারোহে শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু ভক্তবৃন্দ মনোহরবিলাস শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ ও সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীমঠে আগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বর্তমান যুগাচার্য্য জগদ্গুরুদেবাবতার ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মনোহভীষ্ট প্রচারার্থ সমাগত বহু শিক্ষিত ও ভদ্রজনমণ্ডলী সমক্ষে 'জীবের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, ধাম কি বস্তু, কাম ও প্রেমের পার্থক্য, কলিযুগে নামধর্ম্মই সার—এতদ্ব্যতীত ত্রিতাপজ্বালাময় দাবাগ্নি সদৃশ এই ভবকারাগার উত্তীর্ণ হইবার জীবের আর কোনও উপায় নাই, সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাদ্বারা আমাদের নিত্যমঙ্গল হইবে' প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর শ্রীমুখে এরূপ নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। বক্তৃতান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের গগনভেদী জয়ধ্বনি সহকারে মহানন্দে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন।

বৈষ্ণব সার্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীশ্রীল বিহারী দাস বাবাজী মহারাজ ঝুলন উপলক্ষে শ্রীধামাগত ভক্তবৃন্দের সমক্ষে কিয়ৎকাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তা বলেন,—"ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব প্রপঞ্চে আগমন করিয়া রূপরসাদিকে নিজের ভোগসামগ্রী জ্ঞান করে। অধোক্ষজ শ্রীভগবানই যে একমাত্র ভোক্তা, এবং যাবতীয় বস্তু তাঁর ভোগ্য একথা ভুলিয়া গিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন জীব প্রত্যেক বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করে। এইরূপ ভোগবুদ্ধি লইয়া যে দর্শন, তাহার নাম ইন্দ্রিয়জ বা অক্ষজ দর্শন। হরিসেবাবিমুখ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দর্শন তাহা মায়িক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এরূপ অক্ষজ দৃষ্টিবলে জীবের শ্রীধাম দর্শন হয় না। ঐ দৃষ্টিতে কাঠ, পাথর, গাছ, মাটী, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতির দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন হরি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মায়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি স্ফুটিয়া উঠে তখন জীব সেবোন্মুখনেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।" সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীধামতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ সুললিত স্বরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

ফল্গু তপস্বীর কঠোর তপশ্চরণ

কেহ বা হেঁটমুণ্ড, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কৃচ্ছ্রতাচরণকেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপায় মনে করিত, কেহ গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, শীতকালে হরিদ্বারের বরফবাহি-গঙ্গাস্রোতে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপশ্চাচরণ, কেহ বা নগ্নদেহে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থান, কেহ বা জটাজুট-বিভূতি ধারণপূর্ব্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণ দ্বারা দেহের পুষ্টি-রক্ষাকরণ, কেহ বা অনাহারে প্রায়োপবেশনাদি কৃচ্ছ্রসাধনকেই ধর্ম্ম এবং সিদ্ধির পথ বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া নিখিল চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচার করিলে ঐসকল কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধন বৃথা কালক্ষেপণ ও চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণের সেতুমাত্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদি অসুরগণও তপস্যা করিয়া জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও আত্মবিনাশের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখ ও হৃদয় হইতে নিঃসৃত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের কল্যাণকল্পতরুর শ্রেষ্ঠ ফললাভের উপায় ও উদ্দেশ্য। তাই,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরামাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥
(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১০।১৩)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃতবিষয়রসমগ্ন বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদবিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগীন্দ্রগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার রসই জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

নিন্দার কয়েকটী উদাহরণ

(শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর হরিকৃপাশ্রী)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করা জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবশ্য করণীয় যাঁহারা কার্য্যতঃ সর্ব্বদা পালন করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবপদবাচ্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই অমূল্য উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মানদধর্ম্মের কপট অভিনয়দ্বারা অবৈধ উপায়ে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠাকামী কতকগুলি নিরীশ্বর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তগণের আচার ও প্রচারের আদর্শকে 'নিন্দা' বলিয়া অবৈধভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'মানদ' হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা নহে। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। মানদধর্ম্ম হরিকীর্ত্তনের অনুকূল গুণগুলির অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হরিকীর্ত্তনের বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের ভগবদ্বিদ্বেষ সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে 'মানদ' হইবার আদেশ শ্রীগৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীয় আচরণ হইতে মানদ ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। তিনি ভক্তিবিদ্বেষী ব্যক্তিগণের সঙ্গ এবং তাঁহাদের সঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রকেই স্পষ্টতঃ আদেশ করিয়াছেন। কাহাকেও তাহার যোগ্যতাতিরিক্ত মান প্রদান করা কপটতামাত্র সন্দেহ নাই। হরিকীর্ত্তনই যখন জীবের একমাত্র কৃত্য, তখন হরিবিমুখ ব্যক্তি কিরূপে সম্মানের পাত্র হইতে পারেন? তাঁহাকে কি প্রকারে মান দান করা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত হইতে পারে? সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে হরিসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন আমাদের অন্য কৃত্য নাই। সুতরাং যাঁহারা হরিকীর্ত্তনে উদাসীন এবং হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইয়া কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানমার্গে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের নিমিত্ত চেষ্টাবিশিষ্ট, তদ্রূপ চেষ্টার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদান করা গৌরাবিহিত মানদ ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য যে হরিকীর্ত্তন তাহার সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূল সন্দেহ নাই। হরিকীর্ত্তনই জীবমাত্রের একমাত্র কৃত্য; ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা। তাহাতে আদীর সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় নিয়ম হওয়া সঙ্গত। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহচেষ্টা কিম্বা ভগবানের আসন গ্রহণের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত না হইলে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনরূপ একমাত্র ধর্ম্ম পালন করা যায় না। যদি এই কর্ত্তব্য পালনে কেহ উদাসীন হয়েন কিম্বা যদি কেহ কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহকারী কিম্বা জন্মাভিমানীর সমর্থক হন তাহা হইলে গৌরাঙ্গপাদে তাঁহাদের মানদ ধর্ম্ম পালনের অভিনয় কপটতা মাত্রে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনই সকল জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া স্বীকার না করেন, তাঁহারাই নিষ্কপটে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণের উদ্দেশ্য সমর্থন করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে উহা শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট মানদ ধর্ম্মের অবৈধ অনুষ্ঠান মাত্র বলিয়া স্বীকার্য্য। ফলকথা, পরমার্থের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপার শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক।

জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস। মায়ার দাস বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সম্মানজনক নহে। যাঁহারা জীবকে মায়ার দাস অভিমান করিয়া গৌরব অর্জ্জন করেন তাঁহারা নিজের প্রকৃত স্বরূপের অসম্মানই করেন। মায়ার দাসত্ব বিরূপের ধর্ম্ম। মায়ার দাস্য এবং কৃষ্ণদাস্য পরস্পর বিরোধী। কৃষ্ণদাসকে মায়ার দাস বলা অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর নিন্দা আর কি হইতে পারে? সুতরাং কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা এবং 'হাম খোদাই' মতের সমর্থকগণকে কৃষ্ণদাসের অযোগ্য তদ্রূপ বাক্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলা দ্বারাই তাঁহাদের স্বরূপের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হয়। সর্ব্বপ্রকারে কৃষ্ণদাসের নন্দনন শ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট মানদ ধর্ম্মের একমাত্র এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট মানদ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, হরিকীর্ত্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তিসমূহ যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আশ্রিত শুদ্ধ ভক্তগণের আচার ও প্রচার প্রণালীতে মানদ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নিন্দাবাদের অবতারণাদর্শনরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বিবেচিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আশ্রিতগণের প্রচারিত নিন্দাবাদের কয়েকটী উদাহরণ উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না।

১। গৌড়ীয় মঠ নামাপরাধী ব্যক্তিগণকে বহির্ম্মুখ ও পাষণ্ড প্রভৃতি শব্দদ্বারা অভিহিত করেন।

২। ভক্ত পাঠক ও দেবল ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদিগের সমর্থক সম্প্রদায়গুলিকে গৌড়ীয় মঠ সর্ব্বদা গর্হণ করেন।

৩। আচারবর্জ্জিত শৌক্র ব্রাহ্মণব্রুবগণকে গৌড়ীয়মঠ অব্রাহ্মণ বলেন।

৪। গৌড়ীয় মঠ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণকে ও সমর্থকগণকে দুঃসঙ্গ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

৫। অসৎ গুরুব্রুবগণকে এবং তাঁহাদের আশ্রিতবর্গকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ নরকের যাত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন।

৬। সম্পূর্ণভাবে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে গৌড়ীয়মঠ গৃহস্থাশ্রমের পরিবর্ত্তে গৃহমেধী এবং গৃহব্রত প্রভৃতি শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত করেন।

৭। গৌড়ীয়মঠ বলেন যে বিষ্ণুই ব্রাহ্মণের একমাত্র উপাস্য।

৮। গৌড়ীয়মঠ বলেন যে, সদ্গুরু-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য।

৯। গৌড়ীয়মঠ বলেন যে, কৃষ্ণভক্তই একমাত্র সদ্গুরু। অবৈষ্ণব কখনও সদ্গুরু পদবাচ্য হইতে পারে না।

১০। গৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণেতর দেবদেবীর উপাসনার অভিনয় পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই কৃষ্ণের সম্যগ্ আশ্রিত হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

১১। এই সমুদয় কর্ত্তব্যগুলির কীর্ত্তন এবং আচরণ—গৌড়ীয়মঠ হরিকীর্ত্তনের অনুকূল বিচার করিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবিশিষ্ট।

১২। গৌড়ীয়মঠ সত্যৈকনিষ্ঠ।

১৩। গৌড়ীয়মঠ কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক নহেন।

১৪। গৌড়ীয়মঠ হরিনাম এবং হরিনাম-ভজনকারীতে অপ্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। যাঁহারা হরিনামকে কিম্বা বৈষ্ণবকে প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুবিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের ভ্রম অপনোদনের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবিশিষ্ট।

সুতরাং নাস্তিকগণের মতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ মানদ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহেন, পরন্তু অভদ্র এবং নিন্দক। এই সমুদয় সুধীমাত্রেরই নিরপেক্ষভাবে বিচার্য্য। সুবিচার অবলম্বন করিলে সকলেই প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন।

কপট অভিনয়

অন্তরে যদি না জাগে প্রেরণা
সেবাতরে যদি না কাঁদে প্রাণ;
শ্রীমের চরণে আত্ম নিবেদিতে
চৈত্য চেতনা না গাহে গান।
শুধু বাহিরের পূজা অভিনয়
দেখা'য়ো না তবে, হে মূঢ় মন!
বাঁধা বুলি গুলি শুনা'য়ো না তবে,
ছলনায় করগো বর্জ্জন॥

যৎকিঞ্চিৎ

সে আজ ৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জগন্নাথ মন্দিরের ভক্ত সেবকের বাসায় নীরভূম অঞ্চলের কোন বক্তৃতাজীবী ভাগবত ব্যবসায়ী কালিকা প্রসাদের সহিত শিশু ছাগের ন্যায় সদ্ব্যবহার করিয়া তাজা হইয়া বৈকালে যখন নরেন্দ্র সরোবরে বক্তৃতা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অন্নদা বাবাঠাকুরের ভাব-বিকার উপস্থিত হইয়া হাত পা বাঁকিয়া গিয়াছিল; দীর্ঘগুম্ফযুক্ত কোন বোষ্টম জমিদারের প্রেমাশ্রু (!), গুম্ফ ভেদ করিয়া যখন পড়িয়াছিল তখন ঠিক শিবের জটাভেদ করিয়া গঙ্গা-পতনের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। আর লঘু ত্রিপদি গোঁসাই পড়ায় (যিনি বষ্টম জমিদার বাবুর কৃত দাস মাত্র) কুঁচ কুঁচ চোপে পানি আবির্ভাব হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

—কিন্তু এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও সমাধান কি?

কলিকাতায় নাম প্রচার (?) হইতেছে। প্রায়ই ৫, ৭ ও ৯ বৎসরের বালিকা ভাবোন্মত্তা হইতেছে। এবার কি ১২।১৪। ১৬ বৎসরের দেখা দিবে? ধন্য নামমহিমা! ধন্য ভাব!! শাস্ত্র বলেন,—অনর্থনিবৃত্তির পর ভাবের ভূমিকা। তবে পরমহংসের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে কোন হংসক্রব যখন বলিয়াছিলেন ২ বৎসরের ২॥০ বৎসরের বালক যেমন পরমহংস, ঠিক্ সেই প্রকার, সুতরাং ৬।৭।৯।১২।১৪ বৎসরের বালিকাদের ইহাদের বিচারে অনর্থই নাই; তাঁহারা ভাবের ভূমিকার উপরেই স্থিত। কাজেই পূর্ব্বপক্ষ উঠিতে পারে না। ভগবন্নামে একটু চোখের জল বা ভাব হইবে, তাহাতেও কটাক্ষ (!) এই কি বৈষ্ণবতা?

মায়া ব্রহ্মের শিক্ষাগুরু রাজেন-ব্রহ্ম অদ্বৈত সিদ্ধিতে সিদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্য ও জলের তরঙ্গ জলে লয় করিয়া গুরুব্রহ্মে বর্ত্তমানে সবিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছেন। পরে নির্ব্বিকল্পের সম্ভাবনা আছে।

দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন সেখানে নাই, আছে এক দেহ ব্রহ্ম আর এক দেহ ব্রহ্মের সঙ্গ-লালসার উৎকট ব্যাকুলতা; তার পরই "শিবঃ কেবলোঽহম্"! জয় ব্রহ্ম সনাতন! তোমারই ইচ্ছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০, দশম স্কন্ধ ১১৲; মোট ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাবিপাটোর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ১৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুবিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ— বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবনিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় স্তব—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস চিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ চার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাখ্যা-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ব্রাহ্মণাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৶০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত- বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রেজ্ঞ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এহ উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৶০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুই অজ্ঞাত বা সংশয় থাকিবে না। পারমার্থিক জগতে এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে। আবার বিষয়সূচী, বর্ণানুক্রমিক সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ। ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, তাৎপর্য্যের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তদুপযোগী পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ। ভিক্ষা ।৶০ আনা।

মানস-কণ্ঠ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আধাবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায় নিত্যগোপাল বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, লাহোর, গৌরাঙ্গভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বোর্ড) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ ৬০ ডাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, ধাম-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত মুক্তামালার ন্যায় অনুক্ষণ স্মরণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে উক্ত নামের বিষয়-বৈভবশ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গভর্ণরকে গুলীর মামলা

লাহোর হইতে প্রকাশ যে পাঞ্জাব গভর্ণরকে গুলী মারার ষড়যন্ত্র মামলার এসেসারগণ ৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ২ জন এসেসর ষড়যন্ত্র ও সাহায্যের সকল আসামীকে নির্দোষ বলিয়াছেন। বাকী ২ জন বলেন, দুর্গাদাস ও রণবীর কোনরূপ অপরাধে অপরাধী নয়। কেবল চমনলাল [illegible] [illegible] অপরাধে অপরাধী। [illegible] আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] মুলতুবী রাখিয়াছেন।

ব্রহ্মে সামরিক বাহিনীর জয়

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্রোহীদের আর একটি আড্ডা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্রোহীরা গুলী বর্ষণ করিয়া সামরিকগণকে আক্রমণ করে। কিন্তু সামরিক বাহিনী পাল্টা জবাব দিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। সংগ্রামের ফলে ২ জন বিদ্রোহী নিহত ও ১ জন আহত হইয়াছে। একটী বন্দুক, কতকগুলি কার্তুজ ও কতকগুলি দা পুলিসের হাতে পড়িয়াছে।

এইদিন সামরিক বাহিনী আর একটী গ্রামে যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করে এবং ফলে ২ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে।

তৃতীয় সামরিক দল গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে আর ১টী গ্রামে ৪ জন বিদ্রোহীকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

চুরির সন্দেহে গ্রেপ্তার

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্যামপুকুর পুলিস থানার ইনস্পেক্টর মিঃ গুহ সহবেন শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটী বাটীতে উপনীত হইয়া নাগেশ্বরী নাম্নী একটী নারী ও ৪ জন পশ্চিমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, খানাতল্লাসের ফলে পুলিস কতকগুলি অলঙ্কার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, সন্দেহ জমে যে ধৃত ঐ সকল ব্যক্তি শ্যামপুকুর থানার অধীন বহু স্থানে চুরি করিয়াছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ঐ সকল লোককে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বালিকা হরণ

মুক্তু নামক জনৈক মুসলমানকে এক অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারার্থে উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি মিঃ জি, আর গোমেস নামক এক ব্যক্তির পঞ্চদশ বর্ষীয় কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে। মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] [illegible] আছে।

কমিশনার আক্রমণের জের

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই সেপ্টেম্বর জেল প্রাঙ্গণের মধ্যে আর একজন সাক্ষী শ্রীযুত শান্তিচন্দ্র বাগচীকে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ কাসেলের আক্রমণকারী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে ধৃত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তীকে গত ৫ই সেপ্টেম্বর সশস্ত্র পুলিসের পাহারায় ময়মনসিংহ জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর ইংলণ্ডের পরিচ্ছদ

গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, শীতের মাত্রা অধিক হইলে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ভারী রকমের পশমী বস্ত্র পরিধান করিবেন। এই পোষাক তাঁহার পায়ের গাঁট অবধি পড়িবে, এবং হাতে বোনা চ্যাপেট পরিধান করিবেন।

ভারতকে সাহায্য প্রস্তাব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড গত জুন মাসে এক বিবৃতি দেন যে, প্রয়োজন হইলে ভারত সরকারকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য বৃটিশ সরকার পার্লামেন্টের অনুমোদন চাহিবেন। এই সম্পর্কে "অবজার্ভার" বলিতেছেন, টাকার ব্যাপার মতিষ্ক বিজড়িত থাকিলে পাউণ্ডের বিপদ দূর হইবে না। এই সম্পর্কে শ্রমিক সরকারের অভিমত যেরূপই হউক, নূতন জাতীয় সরকার অবিলম্বে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিন যে, তাঁহারা শ্রমিক সরকারের মত সমর্থন করেন না।

পণ্ডিত জহরলালজী

আহমদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ডাক্তার মাহমুদের সহিত আহমদাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম এবং স্থানীয় অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত জহরলালজী ষ্টেশন হইতে সরাসরি গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভবনে গিয়া উঠেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি তথায় অবস্থান করিবেন।

সরকারের চুক্তি পালন

শ্রীযুত প্রকাশমের প্রশ্নের উত্তরে মাদ্রাজ সরকারের চীফ সেক্রেটারী তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, সাতটি গ্রামের গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন এবং অপর চারিজনের নিয়োগের বিষয় তাহাদের আবেদনপত্র পাওয়া গেলে বিবেচিত হইবে।

চট্টগ্রামে হিন্দুমিশন কর্ম্মী

প্রকাশ, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী ব্রহ্মচারী অমৃতকৃষ্ণ এবং উপেন্দ্রনাথ দাস ৫ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হিন্দুদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দুই এক দিনের মধ্যে সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার জন্য তাঁহারা স্থানীয় হিন্দুমিশনের সভ্যদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং স্থানগুলি পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা মফঃস্বলের গ্রামগুলিও পরিদর্শন করিবেন।

বক্তৃতায় আপত্তি

অমৃতসর হইতে প্রকাশ যে, জাতীয় কর্ম্মী স্বামী কুশলানন্দকে শেখপুরায় কার্য্যবিধির ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। শান্তিরক্ষার্থে কেন তিনি এক বৎসরকাল জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ থাকিবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে অমৃতসরে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, অমৃতসরে এক জনসভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, সেই সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সলপে ভীষণ বৃষ্টি

সলপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গত রাত্রি হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল পর্য্যন্ত ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে, বন্যার জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। ঘাটিনা খালের মুখ বন্ধ হওয়ায়, জল বহিয়া যাইতে পারিতেছে না। ইহাতে এ স্থান বিষাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, দেশে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; ইনফ্লুয়েঞ্জাও দেখা দিয়াছে।

বড়বাজারে পিকেটিং

মনোহর দাস কাটরা, সদাশুক কাটরা, ক্রস ষ্ট্রীট ও গণেশ ভকতে অধিকতর প্রবল ভাবে পিকেটিং চলিয়াছিল। বেলা ২টা ৩০ মিনিট হইতে অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত পিকেটিং হইবার পরিবর্ত্তে সকাল হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত পিকেটিং চলিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত কয়েকজন মহিলা এবং উত্তর দক্ষিণ কলিকাতার বহু সংখ্যক ছাত্র ছিলেন শুনা যাইতেছে, একজন পিকেটকারী আহত হইয়াছেন।

আর্কডিউকের মৃত্যু

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ যে, অষ্ট্রীয়ার আর্কডিউক লিওপোল্ড ভন, হ্যাপসবর্গের শয্যাগত শুনিয়া আর্কডিউক আন্টন হ্যাপসবার্গ এবং রুমানিয়ার রাজকুমারী ইলিয়ানস্ ইংলণ্ড হইতে দ্রুতগামী বিমানযোগে অষ্ট্রীয়া অভিমুখে গমন করিয়াছেন অষ্ট্রীয়ায় পৌঁছিয়া তাঁহারা আর আর্কডিউককে দেখিতে পান নাই। তাঁহার রাস্তায় থাকিতেই ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে।

কংগ্রেসের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ভারতীয় কয়লা সমিতির প্রতিনিধি রায় বাহাদুর এ.সি, ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুত কানাই দত্ত, শ্রীযুত মৃণালচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুত কুমুদকান্তি বসু কয়লার খনির ভারতীয় মালিকগণের দুর্দ্দশার বিষয় কংগ্রেসের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে গত ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে আমেদাবাদ রওনা হইয়া গিয়াছেন। আমেদাবাদে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ বোম্বাইয়ের কাপড়ের বিনিময়ে তথাকার কলসমূহে যাহাতে বাঙ্গালার কয়লা প্রচলন করা যায় সেবিষয়ে কংগ্রেসের সাহায্য চাহিবেন।

বিমানপোতের অবতরণ ক্ষেত্র জলপ্লাবিত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ডাকবাহী ওলন্দাজ বিমানপোতটি গত ৬ই সেপ্টেম্বর রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল। উহা দমদমের বিমানপোত অবতরণ ক্ষেত্রে গিয়া দেখে যে, অবতরণ ক্ষেত্র জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। জলের গভীরতা সত্ত্বেও বিমানপোতটি ভালভাবে অবতরণ করিতে সমর্থ হয়। এলাহাবাদ এবং যোধপুরের অবতরণ ক্ষেত্র দুইটী উপস্থিত অবতরণের উপযুক্ত নহে বলিয়া বিমানপোতটির যাত্রা করিতে অন্ততঃ আরও দুই দিন বিলম্ব হইবে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

কংগ্রেসের জন্য ভুমিদান

পুষ্করিণীতে নেপালীর মৃতদেহ

তমলুকে অদ্ভুত চুরি

গান্ধীজীর মোটরযোগে লণ্ডন গমন

স্বাধীনতা কোথায়

পাঞ্জাবে কতিপয় যুবক অভিযুক্ত

পাটনায় ২জন ধৃত

গোগেটের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

নানা কথা

কংগ্রেসের জন্য ভুমিদান

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ যে, বায়হাটার অধিবাসী শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ মানপত্রের দ্বারা বায়হাটা কংগ্রেস কমিটীকে একখণ্ড ভুমি দান করিয়াছেন।

অঞ্চলে কংগ্রেসের জন্য ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ অস্থাবর সম্পত্তি দান করেন নাই। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ ইতো মধ্যেই তথায় কংগ্রেস গৃহ এবং একটি বক্তৃতাশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দেরা ইসমাইল খাঁর হাঙ্গামা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, দেরা ইসমাইল খাঁর কংগ্রেস কমিটী সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে লিখিয়া ইসমাইল খাঁর হাঙ্গামা সম্পর্কে কংগ্রেস হইতে তদন্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়াছেন। সীমান্ত কমিটী গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে এক সভা করিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সীমান্ত কমিটী বলেন যে, প্রস্তাবিত তদন্ত যে শুধু অনাবশ্যক তাহা নহে, ইহাতে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিবে।

সীমান্ত কমিটী আরও স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা আফগান জাতীয় জীগার প্রতি অভিনন্দন জানাইবেন। জীর্গার মনন ঘটায়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন বলিয়া সীমান্ত কমিটী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে নিখিল কংগ্রেস কমিটী ও জীর্গা উভয়ে কার্য্য করিলেই মঙ্গল।

ট্রেণের মধ্যে গুলী বর্ষণ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, সাহারাণপুরের নিকট আপ বোম্বাই মেলে "সিভিল মিলিটারী গেজেটে"র কোন সহকারী সম্পাদকের পুত্র প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্ক ডোণাল্ড ক্লার্ক গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

ঐ যুবক ৯ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে ট্রেণে প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করে। সে কামরায় লেপ্টেন্যাণ্ট নিজাম নিদ্রা যাইতেছিলেন। লেপ্টেন্যাণ্ট নিজাম মনে করেন, ক্লার্ক তথায় কুউদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। ফলে, তিনি রিভলভারের সাহায্যে ৩টা গুলী করেন এবং যুবক সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

যুবক মুসৌরী হইতে লাহোরে তাহার পিতার নিকট যাইতেছিল। মৃতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং যুবকের পিতা সংবাদ পাইয়া সাহারাণপুর যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধি

প্রকাশ, গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকিবেন মিঃ বেণ্ডারসন, ওয়েজউড বেন, লেস স্মিথ, পেথিক লরেন্স ও শ্নেল। তন্মধ্যে প্রথম ৩ জন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন কমিটীতে থাকিবেন।

গোগেটের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

৮ই সেপ্টেম্বর পুণার দায়রা জজ মিঃ ওয়াদিয়া কর্ত্তৃক পুনরায় গোগেটের মামলার বিচার আরম্ভ হয়। তাহাতে গোগেটকেই দোষী বলিয়া রায় প্রদান করা হয়। তৎপর জজ সাহেব রায় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে আদালত গৃহ হইতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন।

জুরীগণের মুখপাত্র তাঁহাদের সর্ব্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করিবার সময় নিম্নরূপ উক্তি করেন:—"আসামী যে দুইটি গুলী করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে কার্ত্তুজগুলি তেমন ভাল ছিল না বলিয়া সৌভাগ্যক্রমে লাটসাহেব রক্ষা পাইয়াছেন। আসামীর মনোবৃত্তির বয়স এবং তাহার স্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

জজ সাহেব জুরীগণের অভিমত বিবেচনা করতঃ আসামীকে ৮ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জাইনস্থই বিদ্রোহের মামলা

থারাবাড়ি হইতে প্রকাশ যে, ৮ই সেপ্টেম্বর জাইনস্থই বিদ্রোহীদের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। বারজন বিদ্রোহীকে যুদ্ধ করিবার অপরাধে স্পেশ্যাল জজ এক জনের প্রতি প্রাণদণ্ড, ১১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন, এক জন অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিসুদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতনন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবগোবিন্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবাধ্যক্ষ শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅঘহর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ. বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরের্নাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রী.মাদক্রমছত্র

মাউগাছি, জাগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮, আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী (?) পুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার ১৬৭তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যূষ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সংকীর্ত্তনমুখে নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দ সুললিতস্বরে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও গৌরবিহিত মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

—— ——

ভক্তবৃন্দ মোল্লাসে মধ্যাহ্ন ১২ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ব্রজবাসী প্রভু গুরুবন্দনান্তে মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের পারায়ণ আরম্ভ করেন। শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ অপরাহ্ন ৫ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত কীর্ত্তন করেন।

———

তাহারপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক বিপুল সংকীর্ত্তন যোগে সমাপনান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ রাত্রি ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত গৌরবিহিত উচ্চকীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন।

———

কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত ভক্তবৃন্দ সমীপে অতি সহজ ভাষায় বিবৃত করা হয়। অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে সুললিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

তদনন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগ আরতি কীর্ত্তনান্তে সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দকে ফলমূল ও মিষ্টান্নাদি বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য মঠের নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থী বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বহু সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সমাগত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

———

গত ৪ঠা তারিখে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির অধিবাস কীর্ত্তনমুখে হইয়াছে। মঠসেবক শ্রীপাদ-গদাধর দাসাধিকারী প্রভু কটকস্থ প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান জনের গৃহে গৃহে যাইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মহোৎসবে ও শ্রীনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা আরতির পর সমাগত সজ্জনগণের সমক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ নিয়মিত পাঠ কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য-পার্ষদ মুকুন্দকে দণ্ডদানের লীলাভিনয় করিয়া আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আলোচিত হইয়াছিল।

———

নবদ্বীপে তথাকথিত বহু তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, যোগী প্রভৃতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা না পাইলেও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দাসদাসীগণ কেবল মাত্র বৈষ্ণব সেবা করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা পাইলেন অর্থাৎ—“ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞী॥” এই কথাটীও কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

———

অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধারণের আবশ্যকতার কথা, অনিশুক হইয়া কৃষ্ণভজনের কথা ও নিন্দার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছিল।

———

মাদ্রাজের মিঃ পি, ভিজিয়া রত্নম্ পিলে মহোদয় কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর জন্য বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

———

মিঃ পি, এন, শঙ্কর নারায়ণ আয়ার মহোদয় উক্ত প্রদর্শনীর জন্য অনেক মূল্যবান্ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সেবার জন্য পিলে মহাশয় এবং আয়ার মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

———

মাদ্রাজের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, মিঃ পি, এন, শঙ্করনারায়ণ প্রভৃতি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন।

—— ——

সাংসারিক হিসাবে এই সমস্ত সুধী-বর্গের সময়ের মূল্য অত্যধিক। সেই সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর জন্য মাদ্রাজে এবং স্বয়ং কলিকাতা আসিয়া তাঁহাদের প্রদর্শনীতে যোগদানের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

গত ২৯শে আগষ্ট শনিবার দিন অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ভক্তি-বিজয় ভবনে ভক্তবৃন্দ সমক্ষে, জীবের স্বরূপ, দেহ, মন ও আত্মার পার্থক্য এবং জীব ও ভগবানের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা অতি সুষ্ঠু-রূপে সরলভাবায় বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর শ্রীমুখে নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়া সেবকবৃন্দ দক্ষ হইয়াছেন।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

দেন কর্তৃক প্রকাশানন্দের নির্ব্বিশেষ বিচার খণ্ডন

ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া চিন্তার গতির সীমা—নির্ব্বিশেষ বা শূন্য পর্য্যন্ত। কেবল মায়াশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মায়াবাদীর ব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা-দ্বারা চিৎশক্তির নিত্যক্রিয়াশীলতা অবরুদ্ধ হয়

না; কারণ, বেদ বলেন —"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। যে মায়াশক্তি হইতে জগৎ নিঃসৃত, সেই জগতের জীব জাগতিক মনীষার দ্বারা যাহা কিছু কল্পনা করে, তাহা সমস্তই মায়াশক্তির অধীন। আকাশরূপ অবকাশকে নিরাকার এবং সেই অবকাশের জড়পিণ্ডগুলিকে সাকার বা সবিশেষ বলিয়া জড়-পিণ্ডরূপ আধেয়ের বা ঘটাকাশের মহাকাশরূপ আধারে প্রলয় কিম্বা নির্বিশেষ পরিণতি—জড়ান্তর্গত মাত্র; কারণ, আকাশ নিরাকার হইলেও জড়পিণ্ডের জড় আধারই বটে। মায়াবাদী ব্রহ্মকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে। মায়াবাদীর যে 'মায়াবাদ' বা নিরীশ্বর কপিলের 'প্রকৃতিবাদ', তাহা বৌদ্ধদেরই একটি প্রচ্ছন্ন বিচারমাত্র। মায়াবাদী বলেন,—আমরা অতীন্দ্রিয়কে আমাদের মায়াশক্তিজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইব। মায়াবাদী যেন অতীন্দ্রিয় সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয়ে সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই, সর্ব্বশক্তিমত্তার অচিন্ত্য শক্তিমত্তায় তাঁহার ইন্দ্রিয়ের কবলে কবলিত হইবার বা মাপিয়া লইবার বস্তু। তাহাই প্রতিবাদসূচক "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং," শ্লোক সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে পরিদৃষ্ট হইয়াছেন। মায়াবাদী শ্রীবলদেবপ্রভুকে আধ্যক্ষিক বিচারে বিলুপ্ত করিবার যত্নবিশিষ্ট,—শ্রীবলদেবপ্রভুর অধিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার আক্রমণ। মায়াবাদী জড়শক্তির লোপকারী, সুতরাং অজড়শক্তির কোন কথা না জানায়, বস্তুজ্ঞানে অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তাকে বর্ত্তমান না করিয়া অভেদ স্বপ্রকাশ বলদেব স্বরূপে যাহা নিহিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই সবিশেষত্বের পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীবলদেবের অধিষ্ঠান বিরুদ্ধে মায়াবাদীর হাস্যাস্পদ ক্ষুদ্র আস্ফালন—নিখিলজীবপ্রভু শ্রীবলদেবের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের যুদ্ধ চেষ্টা!—সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিঃশক্তিকতার বিকৃত চিন্তাধারার মধ্যে একটা আপাত অভিধানের অভিনয়। নির্ব্বিশেষবাদ সবিশেষেরই একটি ব্যতিরেকমুখী অসম্যক্ প্রতীতিমাত্র। সুতরাং উহা কখনও পূর্ণভাব হইতে পারে না।

এইসকল সুসাম্প্রদায়িক বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশানন্দের দুইটি উদাহরণ ও আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,—

(ক) কাশীতে প্রকাশানন্দের কুবিচার স্মরণে নবদ্বীপে ভক্ত মুরারির নিকট মহাপ্রভুর ক্রোধোক্তি। মুরারিগুপ্ত—রামভক্ত। কৌশল্যাতনয় শ্রীরাম সকল-মঙ্গলের স্থান কোশলপুরীর রাজ-চক্রবর্ত্তী কৌশল্যাকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন, সুতরাং কৌশল্যাতনয় শ্রীরাম—শিবদ। তিনি শিব বা মঙ্গলকে দান করিয়া থাকেন। শিবও তাঁহার আশ্রিত। শ্রীরাম—দশরথ-তনয়। দশদিকেই তিনি বিচরণশীল আত্মারাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু সীতারামের ও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনার বিরুদ্ধবাদী হন নাই, তাঁহাদের পরিপূর্ত্তি সম্পাদন করিয়াছেন। দাশরথি শ্রীরাম—সবিশেষতার পূর্ণ বিগ্রহ, আর রৌহিণেয় বলরাম—সবিশেষতার পূর্ণতম বিগ্রহ। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—মায়াবাদী প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করি' স্বস্বরূপ যে আমি, সেই আমার সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রকাশমূর্ত্তিকে খণ্ডিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—শ্রীবলদেবমূর্ত্তির অস্তিত্ব লোপসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সেবকরূপে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানাইয়া দিতেছেন, যিনি জ্ঞাতার বর্ত্তমানতা, জ্ঞেয়ের বর্ত্তমানতা এবং জ্ঞানের বর্ত্তমানতা দেখাইয়া দেন, সেই নিত্যানন্দ-স্বরূপ অবিচ্ছেদশীল ভগবদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ বলদেবের হস্তপদ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। শক্তিদ্বারাই বস্তু জ্ঞেয়, কেবল বস্তু জ্ঞেয় নয়, লীলাময়ের জ্ঞান—লীলা-দ্বারা; মায়াবাদী লীলাময়ের লীলা রহিত করাইবার চেষ্টা দেখাইয়া লীলাপুরুষোত্তমকে কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ করিতে চাহিতেছেন! ইহা অপেক্ষা সুরবিরোধী ভাব আর কি হইতে পারে? সর্ব্ববেদান্তসার চতুঃশ্লোকী ভাগবতের 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং" শ্লোক তাঁহার ঐরূপ চেষ্টাকে বিপর্য্যস্ত করিতেছেন। তাই রামভক্ত মুরারির নিকট মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের উদ্দেশে এইরূপ ক্রোধোক্তি করিয়া বলিতেছেন,—

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইল অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহি,—মুরারি, আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সে যায় বিনাশ।
অজ ভবানন্দ প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে, সর্ব্ব দেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য সত্য কহোঁ। তোরে এই পরকাশ।
'সত্য' মুই, 'সত্য' মোর দাস, তার দাস।
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান॥
ইহা মিথ্যা বলি' মোরে করে খানখান॥
যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে, মিথ্যা সে বিলাস॥
যে যশঃ শ্রবণরসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥
যে যশঃ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদ বাখানে, যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥
গুপ্তলক্ষ্যে সবারে শিখান ভগবান্।
'সত্য' মোর বিগ্রহ সেবক, লীলা-স্থান॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ অঃ)

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

অন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকরে লিখিত আছে,—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর-মহিমা কেবা নাহি গায়॥
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূরে।
হেন মায়াপুরে চলে অ চাপা ঠাকুর॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবী জীবন॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধামসার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর অবতার॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন॥
এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্য কিঙ্কটীপ॥
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার॥
এই যোগপীঠে মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হৈতে যোগপীঠের মহত্ত্ব॥
অতিশীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথী জলে হবে সংগোপিত প্রায়॥
কভু পুন প্রভু ইচ্ছা হবে বলবান্।
প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তিমান॥
নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হয়ে পুনর্ব্বার হয়ত উদয়॥
ভাগীরথী পূর্ব্ব তীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর, নবদ্বীপ ধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ॥
তুমিও দেখহ তাঁর গৌরাঙ্গ দর্শন॥
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়

(শ্রীধাম মাহাত্ম্য)

এই অন্তর্দ্বীপ হইতেছে আত্মনিবেদনের স্থান। বলিরাজা শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

নিয়মাগ্রহ—জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব। উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে নিয়মাগ্রহ বলে।

ভগবান্—স্বরূপবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণাধার পরমেশতত্ত্বই ভগবান্।

অবিদ্যা—জড়বদ্ধক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহার নাম অবিদ্যা।

অহঙ্কার—স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূল সম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান তাহাকেই অহঙ্কার বলে।

চিত্ত—জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ—ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যা-কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়ামাত্র! জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে।

মর্কট বৈরাগী—বৈরাগ্য হয় নাই অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, এই স্থলে যে বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কট বৈরাগী বলিয়াছেন,

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥

প্রায়শ্চিত্ত—পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে। পাপের মূল যে পাপ বাসনা তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারা দূরীভূত হয়।

তীর্থযাত্রা—যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোক আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্বপাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও পোষ্টিপক্ষ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্য-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার জ্ঞাতব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাজ্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা।

উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্‌" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদি কালের সাত্বত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দাঁত শুকনারণা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে গলীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত পদ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হইবা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৭৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইয়া ঔষধ লউন। অথিম পাঁচ টাকা (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ বেলঘাটা, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং-এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩।১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর মোটরযোগে লণ্ডন গমন

বৃটিশ [illegible] । [illegible] গান্ধীজী [illegible] মোটরকারে লণ্ডন [illegible] পৌঁছলে [illegible] । [illegible] পারিবেন না। [illegible] রাস্তাতেই রাজী হইলেন।

কোয়েটায় এখনও কম্পন

চমন [illegible] প্রকাশ যে, [illegible] ভূকম্প অনুভূত হই[illegible] ৩ রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ২টা ধাক্কা অনুভূত হয়। ধাক্কা ২টায় বেশ জোরও দেখা যায়। প্রায় ৮ হাজার লোক কোয়েটা ছাড়িয়া গিয়াছে, এখনও অনেকে যাইতেছে।

ভাড়িয়াল বন্দী স্থানান্তরিত

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্যকে ১৯৩০ [illegible] এপ্রিল মাসে তাঁহার [illegible] বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখা হয়। [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ, তিনি নানাপ্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ যে, আগামী ৩০শে অক্টোবর শ্রীরামপুরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন হইবে। [illegible] কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, কংগ্রেস হইতে এক জনকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী করা হইবে। কংগ্রেসের বহির্ভূত কয়েকজন [illegible] লোকও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন।

স্বাধীনতা কোথায়?

[illegible] গান্ধীজী বলিয়াছেন—" [illegible] যাহা চাহিতেছে তাহা পাইলে আমি খুব আনন্দিত হইব। [illegible] মিশর অবশ্য [illegible] । মিশরকে বলুন আর যাহাকেই বলুন, বল প্রয়োগ না করিলেই স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। [illegible] মিশর [illegible] আমাকে অভিনন্দন করিতে ও আমার [illegible] উক্তি বারণ করায় আমি [illegible]।"

সরকারী মালখানায় চুরি

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, বান্নু [illegible] মালখানায় যে টাকা চুরি [illegible] সম্পর্কে এখনও তদন্ত [illegible] ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা [illegible] হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চীনে ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু

চীনের লোক সংখ্যা খুব বেশী কিন্তু এবার বন্যায় বিস্তর লোক মারা পড়িয়াছে। উত্তর চীনের পীতনদীর বন্যায় এবার চীনের দশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ইহাতে চীনের একটা প্রদেশই উজাড় হইয়া গিয়াছে

তমলুকে অদ্ভুত চুরি

[illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত [illegible] ও সহরের অপর কতিপয় [illegible]

[illegible] জেনে। [illegible] দিক [illegible] উঁচু [illegible]। দস্যুগণ এক দড়ির সাহায্যে নীচে অবতরণ করে এবং নগদ টাকা গহনা ও [illegible] কয়েক সহস্র টাকার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। পুলিস এ ঘটনার তদন্ত করিতেছে

বোম্বাই গভর্ণর অসুস্থ

বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার আর্ণেষ্ট [illegible] ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে গত ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে শয্যাগত আছেন। আশঙ্কা হয়, তাঁহাকে তিন চার দিন এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হইতে পারে। গভর্ণরের আদেশানুসারে [illegible] ও অন্যান্য কাজ [illegible] বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাঞ্জাবে কতিপয় যুবক অভিযুক্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, লাল বিপ্লব প্রচার করিবার অভিযোগে পাঞ্জাবে কতিপয় যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ১১৫, ১২০ এ ও ১২১ ধারা মতে উহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সত্বরই ইহাদের মামলার বিচার আরম্ভ হইবে। আসামীদিগের মধ্যে কয়েকজন ইতোমধ্যে ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত অভিযোগের মামলা এখনো চলিতেছে।

পুষ্করিণীতে নেপালীর মৃতদেহ

সম্প্রতি একজন নেপালী [illegible] কাজের সন্ধানে আসে। গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় একটি পুষ্করিণীতে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। লোকটি ডুবিয়া মরিয়াছে কি আত্মহত্যা করিয়াছে তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই।

রাজসাহী ডাকাতীর জের

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘটকের বাটীতে ডাকাতী সম্পর্কে স্থানীয় পুলিস শ্রীযুত [illegible] প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও অপর কয়েক ব্যক্তির গৃহে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; ধৃত ব্যক্তিগণ জামীনে মুক্ত আছে

বিমান পথে নিরুদ্দেশ

[illegible] মার্কিণ দম্পতী মিঃ ও মিসেস [illegible] রেঙ্গুণে বিশেষ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা ৮ই [illegible]

রেঙ্গুণের উদ্দেশে আকিয়াব ত্যাগ করেন। তাঁহারা এখনও তথায় পৌঁছেন নাই [illegible] কোথায় আছেন সে বিষয়ে [illegible]

পাটনায় ২জন ধৃত

পাবনা থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ী [illegible] মামলা সম্পর্কে আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন চাপরা মহলের [illegible], তাহাকে গত ৮ই জুলাই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে বাসা হইতে আসিয়াছিল এবং তাহার বাসস্থানে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। [illegible] যুক্তপ্রদেশের ফরাক্কাবাদ জিলার অধিবাসী ছিল, তাহাকে সেইখানেই গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। রামরতন সিং এবং [illegible] কুর্ম্মী ব্যতীত আর কেহ স্বীকারোক্তি প্রদান করে নাই।

মৌলানা সৌকৎ আলি

পোর্টসৈয়দ হইতে প্রকাশ যে, মৌলানা সৌকৎ আলি 'রাজপুতনা' জাহাজে অধিরোহণ করিয়া গান্ধীজী এবং ভূপালের নবাবের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন।

কোহাটের পথে বিপদাশঙ্কা

পেশোয়ার হইতে এই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে যে যেন কোন য়ুরোপীয় রমণী অতঃপর পেশোয়ার হইতে কোহাট যাইবার পথে আর গমন না করেন এবং যে সকল স্থানে য়ুরোপীয় পুরুষরা যাতায়াত করিবে ঐ সকল যানে যেন অন্ততঃ একজন সশস্ত্র প্রহরী থাকে। সময় সম্বন্ধে যে কড়াকড়ি নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা পূর্ব্ববৎ বহাল রহিল।

বিক্রমপুরে বিধবা-বিবাহ

প্রকাশ, গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে হিন্দু সভার বিধবা-বিবাহ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ঢাকা হিন্দুসভার বিধবা বিবাহ সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ললিতমোহন রায়ের বাটীতে একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর গ্রামবাসী শ্রীযুত [illegible] চন্দ্র বসুর সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী মিলন বালা বসুর সহিত যশোহর জিলার [illegible] গ্রামের পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র ভৌমিকের পুত্র ডাক্তার [illegible]

হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহোৎসবে যোগদান করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুত সুধাংশুভূষণ দত্ত, রজনীকান্ত দাস, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুত মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীযুত ভুবনমোহন দাশগুপ্ত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

বিদ্রোহ বিচার বিল গৃহীত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় ব্রহ্ম বিদ্রোহের বিচার সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে আবার আলোচনা আরম্ভ হইলে, উক্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের মূল কথা ইহাই যে, চিরাচরিত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া সরকার ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশীয় লোকের বিরোধী করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন।

বে-সরকারী দলের প্রবল বাধা প্রদান সত্ত্বেও বিলটি সভায় গৃহীত হইয়াছে। স্বপক্ষে ৪৪ এবং বিপক্ষে ৩০টি ভোট হইয়াছিল। বিলটির কোথাও কোথাও সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

[৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে ভাদ্র সোমবার, ১৩৩৮, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

টাঙ্গাইলে চট্টগ্রাম কাণ্ডের নিন্দা

পুলিস কনষ্টেবল নিহত

বিমানপোত অবতরণে বাধ্য

ট্রেণের উপর গুলী

পাটনা বোমার মামলা

রেঙ্গুণে ভীষণ কাণ্ড

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের অপমান

মুক্তির পরে গ্রেপ্তার

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

গত ৯ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে স্থানীয় পুলিশ কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হানা দেয়। সনৎবাবুকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলখানার হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সনৎবাবু আবদুল মান্নানের সহিত কৃষ্ণনগর বোমার মামলার আসামী। নদীয়ার দায়রা আদালতে তাঁহাদের মামলা বিচারাধীন কেবল একপক্ষকাল পূর্ব্বে সনৎবাবু ও আবদুল মান্নান্ নদীয়ার জিলা জজ শ্রীযুক্ত এস, এন, মোদকের আদেশে জামিনে মুক্তি পান।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৭৷৷টার সময় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও আই বি ইনস্পেক্টরের নেতৃত্বে নদীয়া পুলিস কৃষ্ণনগর হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী [illegible] আবদুল মান্নান মিঞার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া অপরাধজনক কিছু পায় নাই। খানাতল্লাসের কারণও জানা যায় নাই।

পাঞ্জাব পুলিসের উত্তম

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের পুলিস একটি নূতন বিপ্লবী দল আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাহারা জনৈক সাংবাদিককে এই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করিয়া অমৃতসরের এক বাটীতে হানা দেয়। কিন্তু পুলিস তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই। প্রদেশের আর এক স্থানেও আর একজন লোকের সন্ধান হইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। ধৃত ছয় জনের মধ্যে একজনকে রেল পুলিস লাইনে ও চারজনকে আদালতের হাজতে রাখা হইয়াছে এবং একজনকে হাজার টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হয়।

প্রকাশ, পুলিস উপস্থিত আরও তিনটি জবানবন্দী পাইয়াছে এবং অমৃতসরে এই যে খানাতল্লাস, তাহাও উহারই উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছিল।

পুলিস কনষ্টেবল নিহত

পুলিস কমিশনার কাশীপুর থানার কনষ্টেবল রামদোস্তান দোবেকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিবার অভিযোগে বক্তিয়ার খাঁ ওরফে মুক্তিয়ার খাঁ নামে পরিচিত আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ১ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি এক দিন প্রত্যুষে উক্ত কনষ্টেবল মদ্যপান ও উশৃঙ্খল ব্যবহার জন্য আসামীকে ধৃত করিয়া তাহাকে কাশীপুর পুলিস থানায় লইয়া যাইবার সময় আসামী একখানি বড় ছোরা বাহির করিয়া তাহার আঘাতে উক্ত কনষ্টেবলকে হত্যা করে ও অন্ধকারে পলায়ন করে।

পোষ্ট মাষ্টারের কীর্ত্তি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে, হাতীয়া দ্বীপের অন্তর্গত তামারুদ্দিন নামক স্থানের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার কমলাকান্ত দাস নিজের নাম দস্তখত করিয়া কতকগুলি মনি অর্ডারের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দুইটি মামলার একটিতে কমলাকান্ত ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৩৭৫৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অপর মামলায় এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দণ্ডভোগ একযোগে চলিবে। অর্থদণ্ডের অর্থ আদায় হইলে উহা ডাক বিভাগে প্রদান করা হইবে। ইতঃপূর্ব্বে একরূপ অভিযোগের এক মামলায় কমলাকান্ত এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। অন্য এক মামলায় সে দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে, শীঘ্র ঐ মামলার বিচার হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার ১৬১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১।৯।৩১ তারিখে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বহু লোক শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য শ্রীল গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ইঁহারা সকলেই প্রভুভক্তিউর শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর শ্রীমূর্তি দর্শন ও সাধু-মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা, স্বেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত স্বরে মহাজন গীতি কীর্ত্তন করা হয়। ব্রজবাসী প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ নির্মলানন্দ অনুভব করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে তথায় প্রত্যহ বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি শুশ্রূষু হইয়া আগমন করিতেছেন। শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের মনোভীষ্ট পূরণ উদ্দেশে জীবের নিত্য-কল্যাণ বিধানার্থ মঠে অবস্থান পূর্ব্বক ইষ্টগোষ্ঠী দ্বারা তাঁহাদিগকে হরিকথামৃত অকাতরে বিতরণ করিতেছেন।

গত ১৩।৫।৩৮ তারিখে রবিবার দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের হরিকথা কীর্ত্তন কালে জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত উপাধিধারী সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করেন—'জীব যখন ভগবানের অধীন অস্বতন্ত্র। তখন তিনি ইচ্ছা না করিলেই ত জীবের আর এই সাংসারিক দুর্গতি ঘটিত না, বা তিনি জীবকে অসৎকার্য্যে বাধা দিলেও ত জীব ঐরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। মনে হয়, জীবের এই দুর্গতির জন্য ভগবানই দায়ী।'

স্বামীজী মহারাজ এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া প্রশ্নকারীকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, জীব অনাদি বহির্ম্মুখতার অজ্ঞান্ত অবস্থায় তাহার যাবতীয় দুরাচার ভগবানের উপর চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে চাহে। জীব নিজের দোষ লক্ষ্য না করিয়া ভগবানেরই দোষ দেখিতে থাকে।

জীবের এমনই দুর্বুদ্ধি যে, সে তাহার কৃত সমস্ত কার্য্য বা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের যাবতীয় ব্যাপার ভগবানের দ্বারা করাইয়া লইতে চাহে। জীব নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের সময় তাহার স্বতন্ত্রতা বা চেতনতার পরিচয় দিবে, কিন্তু দোষ এড়াইবার সময় অস্বতন্ত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্ত দোষ ভগবানের উপর ন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তটভূমি বলা হয়। তট-প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তি জলে ও স্থলে উভয় দিকেই যাইবার উপযোগী। জীব সেইরূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি।

জীব তটস্থাশক্তি বিষয়। তাহাতে উভয় বৃত্তি বর্ত্তমান। জীব যখন অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে প্রপন্ন হয়, তখন অন্তরঙ্গা শক্তি তাহাকে আত্মসাৎ করে এবং বহিরঙ্গা শক্তির দিকে উন্মুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তি তাহাকে গ্রাস করে অর্থাৎ বশীভূত করিয়া ফেলে।

জীব—শক্তি, শক্তিমান নহে। শক্তিমান হইলে সে বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিত এবং মায়াকবলিত না হইয়া মায়াধীশ হইতে পারিত। আবার জীব নিঃশক্তিকও নহে। সে অচেতনও নহে, পূর্ণ চেতনও নহে। জীব দুই শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি মাত্র।

জীব যদি শক্তি না হইয়া অচেতন হইত, তাহা হইলে তাহার অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে উন্মুখ হইবার শক্তি থাকিত না, আর তৎসঙ্গে আবার বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি বিমুখ হইবারও শক্তি থাকিত না। জীব শক্তি জাতীয় বিষয়, তাহাতে উক্ত উভয় বৃত্তি বর্ত্তমান।

জীব যদি নিঃশক্তিক বা অচেতন হইত, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দানুভূতি কোন দিন তাহার ভাগ্যে ঘটিত না। ঐরূপ উভয় দিকে যাইবার শক্তি থাকায় জীব যখন তাহার ঐ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি উন্মুখ হয়, তখন অন্তরঙ্গা শক্তি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের নিত্য সেবায় প্রতিষ্ঠিত করেন। জীব এই ভাবে স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহার আর কোন দুর্গতির অবসর হয় না।

কিন্তু সে যখন তাহার ঐ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে ভোগবাঞ্ছা প্রণোদিত হইয়া বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার করলে কবলিত হয়, তখন মায়াদেবী তাহাকে আত্মসাৎপূর্ব্বক ত্রিগুণ নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া এবং সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করিয়া ঘোর অন্ধতামিস্র নরকে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই বা জীবের এই দুর্দশার জন্য ভগবান দায়ী নহেন।

মহারাজের এইরূপ সৎসিদ্ধান্ত-পূর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণান্তে প্রশ্নকারী ব্যক্তি এবং উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করি। বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা জীবনে কখনও এরূপ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

সেই বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

('খ) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণু ও কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের তর্কপথাশ্রয়ে ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টা—

মায়াবাদী প্রকাশানন্দ কিরূপে বিষ্ণুকে নির্ব্বিশেষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার একটি আদর্শ ১১শ সংখ্যক প্রদর্শনী-মধ্যে (খ) প্রকোষ্ঠে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কুতর্ক-তরবারি দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠস্থিত বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ কাটিবার চেষ্টার উদাহরণ এবং মায়াবাদীর ঐরূপ শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিষ্ণুর অসংস্পৃষ্টরূপে নিত্যাবস্থানের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কাচভাণ্ডে সংরক্ষিত মধুর কাচাবরণের উপরে উপবিষ্ট মক্ষিকা যেরূপ 'মধু স্পর্শ করিতে পারিয়াছি' এইরূপ বিবর্ত্তে পতিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে মধুর নিকট পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না, কিম্বা রাবণ মায়া-সীতা হরণের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া 'রাম লক্ষ্মীকে হরণ করিয়াছে'—এরূপ বিবর্ত্তগ্রস্ত হইলেও যেরূপ সীতার অঙ্গ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, সীতার দর্শন পর্য্যন্ত পায় না, তদ্রূপ মায়াবাদী প্রকাশানন্দ বা তদনুগগণ তাঁহাদের অসংখ্য তর্কপথাশ্রয় দ্বারা নিত্য সবিশেষবিগ্রহ পরতত্ত্ব বিষ্ণুকে নির্ব্বিশেষ করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যত্র মুরারিগুপ্তের নিকট বলিয়াছিলেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ডখণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব-অঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ?"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ

ভগবানের অঙ্গ বলিতে—তাঁহার স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব অর্থাৎ তাঁহার নিত্যধাম, জীব ও প্রধান। পরতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিক্রমে নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীধর

শ্রীধর বাহ্যদর্শনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে লোকে 'খোলাবেচা শ্রীধর' বলিত। তিনি খোলা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকানির্ব্বাহের অভিনয় করিতেন। অধ্যাপক নিমাই শ্রীধরের সহিত সকল সময়ে নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতেন। তিনি বলপূর্ব্বক শ্রীধরের থোড়, মোচা ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীধরের খোলায় ভোজন করিতেন। শচীমাতা শ্রীধরের থোড়, মোচা, মূলা ইত্যাদি প্রত্যহ পরম প্রীতির সহিত রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিতেন এবং শ্রীশচীনন্দন ঐ সমুদয় ভোজ্য আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেন। শ্রীধর বাহ্য লোকের দর্শনে দরিদ্র থাকিলেও তাঁহার দারিদ্র্যজনিত কোন ক্লেশবোধ ছিল না। উচ্চ নামকীর্ত্তনেই তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—

—— তুমি সে অগুরুক্ষণ।
হরি হরি বল, তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী-বিষহরির পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া ?

উত্তরে শ্রীধর বলিলেন—

সত্ত্ব ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সমান এক নাহি যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥

মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—

প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥

(চৈঃ ভাগবত আদি ১২শ অঃ)

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে উক্ত আদর্শের দ্বারা এই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ-যশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তা'র না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র, যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সে নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, মজয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(৩)

সীমন্ত দ্বীপ শ্রবণের স্থান। এই স্থানে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা মহাজন মুখে শ্রবণ করিতে হয়। ভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; নববিধাভক্তিস্বরূপ এই নবদ্বীপেই তাহা অর্জ্জন করিতে পারা যায়। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণপ্রভাবেই পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ : এই স্থানে কীর্ত্তন করিতে হয়; শ্রীশুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তন প্রভাবেই ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ দ্বীপের নাম শ্রীমধ্যদ্বীপ, এই দ্বীপ স্মরণের স্থান; প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবৎস্মরণপ্রভাবে অনলে, হস্তীপদতলে, গরলে, সমুদ্রবক্ষে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আত্মনিবেদন হইলে, তবে জীবের শ্রবণ সম্ভব; শ্রবণ হইলে, কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়। সুতরাং এই দ্বীপে ভগবল্লীলা স্মরণ হয়।

তৎপরে পঞ্চম শ্রীকোল-দ্বীপ, এস্থানে পাদসেবনের স্থান। এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের পাদপদ্মসেবায় নিযুক্তা আছেন। আর এইস্থানে শ্রীভগবান এক বৃদ্ধ বিপ্রকে বরাহরূপে (কোলরূপে) দর্শন দান করায় এই দ্বীপের নাম কোলদ্বীপ হইয়াছে।

ষষ্ঠ দ্বীপের নাম শ্রীঋতুদ্বীপ, এই দ্বীপ অর্চ্চনের স্থান, পৃথুরাজা এইস্থানে অর্চ্চন করিয়াছিলেন। এই স্থানে চম্পহট্ট গ্রামে দ্বিজ বাণীনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত ভক্তজনের নয়নাভিরাম শ্রীশ্রীগৌর গদাধর শ্রীবিগ্রহযুগল বর্ত্তমান আছেন।

সপ্তম দ্বীপের নাম শ্রীজহ্নুদ্বীপ—এই স্থানে জহ্নুমুনি ভগীরথ আনীত শ্রীগঙ্গাদেবীকে উরু বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত করিয়াছিলেন। ইহা বন্দনার স্থান। শ্রীঅক্রূর মহারাজ এখানে শ্রীভগবানের বন্দনাপ্রভাবে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টম দ্বীপের নাম শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ—এই দ্বীপ ভক্তির দাস্যাঙ্গ যজন স্থান। দাস্যপ্রভাবে বজ্রাঙ্গজী ভক্তোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নবম দ্বীপের নাম শ্রীরুদ্রদ্বীপ। ইহা সখ্যের স্থান। শ্রীঅর্জ্জুন সখ্য-প্রভাবে শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

এই রাহুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে।
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে।
দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্য ধরে॥

যৎকিঞ্চিৎ

আঙ্গোরা, রুষিয়া প্রভৃতি দেশে উপাসনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ বর্ত্তমান শাসকবর্গ মনে করেন যে ধর্ম্মপরায়ণতা হইতে ধর্ম্মান্ধতা ও ধর্ম্মভীরুতার উদ্ভব হয়, এবং তাহা হইতেই ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, অনাচার প্রভৃতি সমাজের ব্যাধির উৎপত্তি। আবার তাঁহারা প্রকাশ্যেই বলেন যে, ঈশ্বর মানিলে মানসিক দুর্ব্বলতা আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় হইতেই এইরূপ ধারণাসমূহ রাজনৈতিকবর্গের শাসন প্রণালীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এরূপ হইবার কারণ এই যে, ধর্ম্মের নাম করিয়া অনেকে আপনাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেন এবং ইচ্ছামত রাজাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। এমন কি তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুতও করিতেন। জনসাধারণও ঐ সমস্ত উচ্চপদধারী ব্যক্তিবর্গকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিত। পরে যখন তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল, তখন লোকের মনে প্রতিক্রিয়া এরূপ ভীষণ ভাবে হইল, যে অনেক দেশেই গুরুপরম্পরায় (?) এবং বংশ পরম্পরায় ধর্ম্মবিষয়ে নেতৃত্ব অস্বীকৃত হইল, এবং দেব-হিংসাও আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে "দেব-হিংসাটীও গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মানবসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরাৎপরতত্ত্বের উপাসনারূপ পরম ধর্ম্ম লব্ধ হয়। অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্ম্মবাদিগণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন। এমন কি, অন্য দেশের ধর্ম্ম-মন্দির ও ঈশ্বর-নিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নহেন। এই সকল কার্য্যদ্বারা সেই একমাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয়। সৎলোক মাত্রেই এরূপ অবৈধ ও পশুবৎ কার্য্য হইতে সর্ব্বদা নিরস্ত হইবেন।"

বর্ত্তমান যুগে কোন কোন 'অতি সভ্য দেশে' আপনাদিগের নিজের উপাসনা মন্দিরই লোকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, পাছে শিশুরা এই সমস্ত দেখিয়া ঈশ্বর পরায়ণতারূপ দুর্ব্বলতা লাভ করে।

রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন।
স্বর্গে নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ॥
ওহে শ্রীনিবাস এ পরম পুণ্য স্থান।
শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি "রুদ্রদ্বীপ" নাম॥

(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিধৃত। শ্লোকসূচী 'বক্তৃসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্যাজ্য—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে ...ত্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ সরল ও অবয়পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। অনেক সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সংস্কৃত করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ... সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, ...তথ্যের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত পদ্যানুবাদ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ... নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত্রামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, অবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌, এ, প্রোফ্ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ক... ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বি... গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বি... গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এ... গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি... ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্র... এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে... সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি... পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ... সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থি... মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ব... ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... মাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রেঙ্গুণে ভীষণ কাণ্ড

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, থায়েট-মিয়োতে ৭টা ডাকাতি ও একটা নরহত্যা হইয়া গিয়াছে। ছয়টি ক্ষেত্রে গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ডাকাতরা তথায় কিছুই লুঠ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি গত জুলাই মাসে একজন গ্রাম্য সর্দ্দার নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হেনজাদা, প্রোম ও পেগু হইতেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইয়ামেথিন গ্রামবাসীরা থায়েট-মিয়োর সীমান্তে এক জন ডাকাতকে নিহত করিয়াছে। হেনজাদায় তালোক্কান অঞ্চলে গত ৮ই সেপ্টেম্বর একজন সর্দ্দার নিহত হইয়াছে। পেগুতে একটা ডাকাতি হইয়াছে, বিদ্রোহীদিগকেই তাহার জন্য দায়ী করা হইতেছে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ভোরে পুলিস ও সৈন্যদিগের একটা দল সিন্দোনদ ৮ মাইল দূরবর্ত্তী এক বিদ্রোহী-শিবির আক্রমণ করে। ফলে কতিপয় বিদ্রোহী পরিচালক নিহত, ১ জন বিদ্রোহী আহত এবং ৩ জন বিদ্রোহী ধৃত হয়। বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদিগের উপর গুলী চালায়, কিন্তু সেনোদলদিগের কেহ হতাহত হয় নাই। শিবিরে ২টা বন্দুক ও কতকগুলি বোমা ধৃত হইয়াছে। অন্য এক পরিত্যক্ত বিদ্রোহী শিবিরে ৩টা দেশীয় কামান ধৃত হইয়াছে। শিবির ধ্বংস করা হইয়াছে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর আপানিয়ো অঞ্চলে প্রোমের ২৫।৩০ জন বিদ্রোহী খুন জখম ও রাহাজানি করিয়াছে। আক্টুইন অঞ্চলেও খুন ও ডাকাতির কথা শুনা গিয়াছে।

দুষ্কৃত্তরা ঐ দেশীয় এক ব্যক্তির বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে জোর পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া বাটীর লোকদিগকে বাঁধিয়া ফেলে। তারপর স্ত্রীলোকদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে ২০০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দস্যুদিগের কেহই এখনও ধরা পড়ে নাই।

বাঙ্গালী যুবকের সঙ্কল্প

বগুড়া হইতে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার ও বগুড়া জিলার গণমঙ্গল নামক স্থানের শ্রীযুত নরেশচন্দ্র দেনগুপ্ত বগুড়া হইতে পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। তাঁহারা বাঙ্গালার সমস্ত মহকুমা সহর ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

জমি লইয়া দাঙ্গা

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, মসলিপত্তমের কালিদিন্দী গ্রামে আর কোনও গোলমাল নাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উভয়েই সদর মোকামে ফিরিয়া আসিয়াছেন. অকুস্থলে আর কেহই নাই। ভূ-সম্পত্তি লইয়াই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। দাঙ্গায় অনেক পুলিস প্রহরী এবং পুলিসের সার্কল ইনস্পেক্টর জখম হইয়াছেন।

কোর্ট ইনস্পেক্টরের অপমান

ময়মনসিংহে কোর্ট ইনস্পেক্টরকে অপমান করার অভিযোগে ধৃত শ্রীযুত বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরীকে প্রমাণের অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইনে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ট্রেণের উপর গুলী

কোয়েটা হইতে প্রকাশ যে, চমন ষ্টেশনের নিকটে একখানি ফলের ট্রেণে সীমান্তের অপর দিক হইতে কতিপয় আক্রমণকারী গুলী বর্ষণ করে। ফলে একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

টাঙ্গাইলে চট্টগ্রাম কাণ্ডের নিন্দা

গত ৫ই সেপ্টেম্বর মুসলমানদের এক শোভাযাত্রা সহরের বড় বড় রাস্তা দিয়া গমন করিয়া লেফটেন্যাণ্ট মজম্মর হোসেন চৌধুরীর বাড়ীর কম্পাউণ্ডে আসিয়া শেষ হয়। সেখানে মৌলভী মজম্মর খান্দেকর এ, বাসির বি, এলএর সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশনে চট্টগ্রামের পুলিস ইনস্পেক্টার হত্যার ও গুণ্ডাদিগের দ্বারা হিন্দুদিগের দোকান লুট করার নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিমানপোত অবতরণে বাধ্য

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ১০-২৫ মিনিটে আমেরিকার বৈমানিক মিষ্টার ও মিসেস ডে আকিয়াব হইতে রেঙ্গুণ যাত্রা করেন। তাঁহাদের বিমানপোতে পেট্রোল আধারে একটি ছিদ্র হওয়ায় তাঁহারা স্যাণ্ডওয়েতে অবতরণ করিতে বাধ্য হন।

স্যাণ্ডওয়ে আকিয়াব ও রেঙ্গুনের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। তথায় একটি সুন্দর বিমান পোতাশ্রয় ও বিস্তীর্ণ তট-ভূমি আছে, অতএব সম্ভবতঃ উক্ত বিমানপোতের কোন ক্ষতি হয় নাই।

বার্ষিক সভায় অধিবেশন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, স্বদেশী লীগ নিখিল ভারত স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন। এই বিরাট মেলা স্বরাজ ভবনের প্রাঙ্গণে বসিবে। স্বর্গগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু জাতির সেবায় এই বৃহৎ ভবন ও তৎসংলগ্ন ভূমি দান করিয়াছিলেন। আগামী ১৫ই নভেম্বর হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত মেলা স্থায়ী হইবে। মেলায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে।

সালদা মামলার রায়

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে সালদা ডাকাতি মামলার বিচার চলিতেছিল, ১০ই সেপ্টেম্বর তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবোধকুমার রায়, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ও নগেন্দ্র মোদক ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৭ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সুধার জন্য ৫॥ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নরেশ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্র নাগ ও মুরারি দে মুক্তি পাইয়াছেন। নগেন্দ্র মোদক অস্ত্র আইন অনুসারে হতঃপূর্ব্বেই ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়. মামলার বিচারের সময় একজন আসামী মুক্তি পায়।

মুক্তির পরে গ্রেপ্তার

গত ৮ই সেপ্টেম্বর পুলিসের কোর্ট ইন্সপেক্টার পরলোকগত হেমচন্দ্র উকীলের বাটী হইতে একটি রিভলভার অপহরণ সম্পর্কে শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দের সহিত ধৃত শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু উহার অব্যবহিত পরে সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিনয়েন্দ্র বাবুর সহরের বাসভবনে পুলিস খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

পুলিস সাহেবের জবরদস্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, ঝিলমের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হার্ণ গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে একজন ইনস্পেক্টার, একজন দারোগা, একজন লাইন ইনস্পেক্টার, একজন হেডক্লার্ক ও একজন হেড কনেষ্টবলকে অপমান করেন। ফলে, সেই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদকল্পে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর সকলে ডেপুটি কমিশনারের নিকট গিয়া এই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বলে। ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ লাইনে গিয়া তাহাদের শান্ত করিতে পারেন না। অতঃপর ইনস্পেক্টর জেনারল এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারলকে খবর দেওয়া হইলে ডেপুটী ইন্স্পেক্টর জেনারেল উপরোক্ত ব্যক্তিদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন কিন্তু তাহাতেও অসন্তোষ থামে না। পুলিসের সকলে গিয়া তাঁহার সম্মুখে উর্দ্দী ও কোমরবন্ধ খুলিয়া দেয়।

অতঃপর ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ হার্ণকে ছুটি লইতে বলেন। প্রকাশ মিঃ হার্ণ আর ঝিলমে ফিরিবে না শুনিয়া পুলিশ আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

রাজপথের উপর কুমীর

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টায় সময় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাধু খাঁ নামক এক ব্যক্তি টালীগঞ্জ ১১নং প্রিন্স আনোয়ার সাহা রোডের ফটকের সম্মুখ দিয়া সাইকেলে যাইবার সময় একটী ৭ হাত পরিমিত কুমীর রাস্তার উপর দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। ফলে নিকটস্থ শ্রীযুত রাজকুমার ঘোষ বন্দুকের গুলি করিয়া কুমীরটিকে নিহত করে। এই ঘটনাস্থান রসারোড সাউথ ট্রাম লাইন হইতে মাত্র ২০০ গজ দূরে অবস্থিত।

পুলিসের যথেচ্ছাচারিতা

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত ব্রজগোপাল বসাক ও শ্রীযুত যশোদালাল বসাক গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

৩০০ শত বৎসরের পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা যখন যুগেক রোড দিয়া যাইতেছিল, তখন সিটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে পরিচালিত পুলিসদল লাইসেন্সের সর্ত্তসমূহ অমান্য করিয়া উক্ত মিছিল থামাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হিন্দুগণ অতীব ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইহাতে প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। গবর্ণর বাহাদুর যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

পাটনা বোমার মামলা

পাটনা সহরে বোমা বিস্ফোরক মামলা সম্পর্কে ধৃত রায় মহেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতিকে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

দৈনিক— "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
পাত কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গ্রাহকদিগের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীমায়াপুরে বন্যা

শ্রীমায়াপুর অঞ্চলে বর্ত্তমান বৎসরে অধিক বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন গঙ্গার খাত বন্যার জলে ভরিয়া যাওয়ায় স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যও যেমন সুন্দর হইয়াছে, সেইরূপ নবদ্বীপ ঘাট (ই, বি, আর) অথবা নবদ্বীপ (ই, আই, আর) রেল ওয়ে ষ্টেসন হইতে শ্রীধামে আসিবারও সেইরূপ সুযোগ হইয়াছে। ভাগীরথী অথবা খড়ি নদীতে নৌকায় চড়িয়া একেবারে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈত ভবন বা শ্রীচৈতন্যমঠের ফটকে নামা যায়। নৌকায় যাতায়াত এক টাকার

পিকেটীং সংবাদ

নদীয়া জেলায় আজকাল বিলাতী বস্ত্র অথবা মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটার দেখা যায় না।

বিলাতে মিঃ গান্ধী

মিঃ গান্ধী ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। স্বাধীন প্রধান দেশে এরূপ কর্ম্মীর আদর হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক জাহাজ-ঘাটে আসিয়াছিল। ইউরোপের নানা দেশ হইতে প্রবাসী ভারতীয়েরা তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনে সমবেত হন।

শ্রীমায়াপুরে বন্যা

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

পিকেটিং সংবাদ

বাঙ্গালার দুর্দ্দশার সহানুভূতি

ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা জারী

পুলিশের কীর্ত্তি

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

হিন্দু শিখ সমস্যা

লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু

পুলিশের কীর্ত্তি

সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডনে পুলিশগ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়পড়তা প্রতিদিন দুইজন করিয়া লোক আত্মহত্যা করিতেছে। মোটর চুরির সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেকে অনুমান করেন যে এই জন্য মোটর গাড়ী বিক্রয় বাড়িয়াছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও রিপোর্টে প্রকাশ যে, পুলিশের কার্য্যকরী ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জনতাপূর্ণ রাস্তার ধারের দোকানেও মোটর ডাকাতি হইতেছে। অনেক দোকানে এরূপ চোরাই কপাট বসান হইয়াছে যে চোর সার্সি ভাঙ্গিলেই ঐ কপাট উপর হইতে আসিয়া চোরের হাতে আসিয়া পড়িবে।

আইন সভায় নূতন বিল

যাহাতে চাষী লোকদিগের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়া তাহাদের উপর ডিক্রী জারি করিতে না পারে, এতদুদ্দেশ্যে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় আইন সভায় পেশ করা হয়। কিন্তু বিলটী পাশ হয় নাই।

চাষী প্রজাদিগের যেরূপ অর্থাভাব, তাহাতে তাহারা ডিক্রীর টাকা দিতে পারিবে না এবং মহাজন তাহাদিগের সম্পত্তি নিলাম করাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে এই আশঙ্কায় এইরূপ একটী আইনের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। কিন্তু মহাজন দেখে যে চাষী টাকা ধার লইয়া যদি পরিশোধ না করে, তাহার নিকট হইতে আদালতের সাহায্যে টাকা আদায় হইবার উপায় নাই তাহা হইলে সে কোন হিসাবে তাহাকে টাকা ধার দিবে? এরূপ একটী আইন পাশ হইলে চাষী প্রজারই অসুবিধা এই বিবেচনা করিয়া সভা আইনটী পাশ করেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা জারী

মিঃ সতীন সেন কলিকাতায় পিকেট কেমন চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন, এমন সময় তাহার উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের এক পরওয়ানা জারি হয়।

লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু

পূর্ব্ববঙ্গ এবং চীনে প্লাবন বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। গৃহহারা নিঃস্ব পশুদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই। সঙ্কট ত্রাণ সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারি সভা, কংগ্রেস এবং অন্যান্য সমিতি তাহাদের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও মড়ক অনিবার্য্য।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপ্রাকৃত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী, শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবানন্দ [illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারায়ণ, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাম্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—পণ্ডিত কুঞ্জ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জনাথজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগঙ্গেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উৎকল।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুঞ্জ, চিরকুঞ্জ, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকমল ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরদকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ১৬৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৮ই হৃষীকেশ, ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অনেকেই বিভিন্ন প্রকারে সেবা সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামপদ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীকে বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং অর্চ্চন, আরাত্রিকাদি ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জন্য বিচিত্র সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠসেবক শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারীজী মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক পাঠ কীর্ত্তনাদি ও অন্যান্য সেবাকার্য্য করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস ভোর ৪টার পর শ্রীমঙ্গলারতি সমাপনান্তে মঠরক্ষক ও সেবকগণ সকলে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন, অরুণোদয় কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং উক্ত গ্রন্থ অহর্নিশ পাঠ হইলে পরদিন প্রাতে ৭টায় পারায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল। মধ্যে সন্ধ্যায় ও কৃষ্ণাবির্ভাবকালে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, আরাত্রিকাদি হইয়াছিল।

কটকবাসী বহু সজ্জন ও মহিলাবর্গ আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনেকেই রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে অবস্থানপূর্ব্বক পাঠ কীর্ত্তন আরাত্রিকাদি শ্রবণ ও দর্শন করিয়া মাধবতিথির সম্মান করিয়াছিলেন। যাঁহারা নির্জ্জল উপবাস করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে রাত্রি ১টার পর ফল, মূল, সন্দেশ ও অন্যান্য বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের সেবকবৃন্দ নানাবর্ণের বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করিয়া শ্রীমঠের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করেন।

শ্রীগৌরবিনোদবিলাসজীর মঙ্গলারাত্রিক সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ প্রভাতিসুরে মধুর কণ্ঠে মহাজন গীতাবলী প্রায় ২ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

সুসজ্জিত, চিত্তাকর্ষক, শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থী বহু সজ্জন ব্যক্তি সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীজী মঙ্গলাচরণান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পঞ্চতত্ত্ব ও মাধবতিথি পালনের বিষয়াদি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সমীপে সুষ্ঠুভাবে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন

রাত্রি ১১টা হইতে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ আবেগময়ী বক্তৃতা দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

রক্তাক্তে প্রভুজিউএর ভোগ আরতি-কীর্ত্তন সমাপনান্তে সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান

পরদিবস স্থানীয় বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদাদি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। তাঁহারা প্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীমঠের নয়নাভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বহু অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

গত ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোৎসব ও নন্দোৎসব যথারীতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। নন্দোৎসব দিবসে স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার পণ্ডিত মনোহর লাল শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্যামাচরণ পাণ্ডা, এসিস্টাণ্ট সিভিল সার্জ্জন পণ্ডিত রাজারাম শর্ম্মা, লালা ভাকুল দে, ও লালা মনসারাম প্রমুখ বহু সম্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রী জন্মলীলা ও নন্দোৎসব বৃত্তান্ত সমবেত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে হিন্দী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

তৎপর সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে দিল্লী শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে কতিপয় ভদ্রলোক আগমন করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ রাধারমণ চরণশরণ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সুললিত কণ্ঠে প্রথমে গুরুবন্দনা, পরে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অনন্তর শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রায় দুইঘণ্টাকাল অতি সহজ ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পাঠ করেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—

সেই বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণসঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসের তান্ত্রিক ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের মোহে পতন ও মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধার লাভ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কন্যাকুমারী দর্শন পূর্ব্বক মল্লার দেশে আসিয়াছেন। তথায় "ভট্টথারি" নামক এক সম্প্রদায় বাস করে। মালব-প্রদেশে শুচি অতি মানি যে-সকল নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস, ভট্টথারিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণের পুরোহিত। ইহারা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় ইহারা যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করে। যেখানে যখন থাকে, তথায় শিবির অর্থাৎ সামান্য শিবির স্থাপন করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু ব্যবসায়—চৌর্য্য ও প্রতারণা। ইহারা প্রতারণা দ্বারা বহু স্ত্রীলোক সংগ্রহ পূর্ব্বক শিবিরের মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং ঐসকল স্ত্রীলোকের দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া আপনাদের দল বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণদাস বিপ্র—"সরল ব্রাহ্মণ।" ভট্টথারিগণ সেই নারীগণ "আর্য্য সরল বিপ্র"কে দেখিয়াই তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সামগ্রী মনে করিল। উহারা "স্ত্রীধন দেখাইয়া" 'আর্য্য সরল বিপ্র' কৃষ্ণদাসের "লোভ জন্মাইল" এবং তাঁহার "বুদ্ধিনাশ" করিয়া দিল। তৎসঙ্গে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর নিত্যসেবা সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভট্টথারি গৃহে চলিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস বিপ্র—স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস বটে; কিন্তু 'তটস্থা শক্তি।' তটস্থা শক্তির যোগ্যতা এই যে, উহা স্বচ্ছ তটভূমিকার যে কোনও দিকে পতিত হইতে পারে—জলের দিকেও হইতে পারে স্থলেও পতিত হইতে পারে—কৃষ্ণপাদপদ্ম স্থলে পতিত—সম্পূর্ণ আশ্রিত হইতে পারে, আবার কাম ক্রোধ নক্র মকর সঙ্কুল সংসার-জলধিতে—মায়াসিন্ধুতেও পতিত, কবলিত হইতে পারে। বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা অমন্দোদয় দয়ানিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই লীলা প্রকট করিলেন।

> ছুঁইবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
> সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে॥
> সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
> সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥
> (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে সেই লীলাই প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং আবলম্বে কৃষ্ণদাসের উদ্দেশে ভট্টথারিগণের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কি জন্য আটকাইয়া রাখিয়াছ. তাহাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও সন্ন্যাসী, তোমরাও সন্ন্যাসী; সুতরাং তোমাদের পক্ষে আমার হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ক্রূর প্রকৃতি ভট্টথারিগণ অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল, কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রের দ্বারাই তাহারা আহত হইতে লাগিল, ভট্টথারিগৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, এই অবসরে পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ নিত্যদাস বিপ্র-কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নিজস্থানে লইয়া চলিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ উদ্ধারপূর্ব্বক নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিলেন।

পতিতোদ্ধারণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নীলাচল-আগমনের সংবাদবাহকরূপে পাঠাইয়া কৃষ্ণদাসকে একেবারে সেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন না। কৃষ্ণদাসের যোগ্যতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাদদেশে থাকিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য থাকিল না। সেই সৌভাগ্য কৃষ্ণদাস নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সেবার আবশ্যকতা

মাদৃশ মনোধর্ম্মী জীব মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে অবস্থানকালে নানাপ্রকার সেবাকে তাহার মঙ্গলের হেতু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। জীবমাত্রের সেবাদ্বারাই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে এরূপ অনেকেরই ধারণা। কিন্তু জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে বলিয়াছেন,—

> "প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
> দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি জীবের চরম কল্যাণ লাভের হেতুরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশে বৈষ্ণব সেবাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। উহাই গৃহস্থগণের প্রধান ধর্ম্ম। এইরূপ বৈষ্ণব সেবা কিরূপে হয় তাহার বিচার করা আবশ্যক। নিমন্ত্রণ করিয়া যে কোন বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিকে ভোজন করাইলেই যে বৈষ্ণবসেবা হইয়া যাইবে ইহা বিচারসঙ্গত নহে।

যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব তাহা জানিবার নির্দ্দেশ স্বয়ং মহাপ্রভু কুলীনগ্রামী ভক্তের উত্তরে বলিয়াছেন যথা :—

> প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
> কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
> কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
> সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
> যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
> তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
> ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
> বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।

যিনি অপরাধশূন্য হইয়া একটীবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণব পদবী প্রাপ্ত হন। সম্বন্ধজ্ঞানবর্জ্জিত অপরাধশূন্য নামাভাসের ফলে জীবের পাপ সকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধে নাম হয়। নিরপরাধে যিনি কদাচিৎ কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি, বৈষ্ণবতর, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র জীবের জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তিনিই বৈষ্ণবতম।

এইরূপ বৈষ্ণবগণের সেবাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ জগতের বন্ধু। তাঁহাদের নিজের কোন কৃত্য না থাকিলেও তাঁহারা গৃহস্থগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের দ্বারে অতিথিরূপে আসিয়া উপস্থিত হন।

> মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
> নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

বৈষ্ণবসেবার লক্ষণ নির্ণয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

> 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
> ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং
> প্রীতিলক্ষণম্॥'

প্রীতিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাঁহাকে দেওয়া, তদ্দত্ত দ্রব্য গ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্ত কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করা, তাঁহাকে গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা এবং বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয়টী সংপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য।

চরম মঙ্গলের পন্থা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের জন্য প্রমাণশিরোমণি সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥"

যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিত্যযুক্ত, অক্রোধী, সর্ব্বভূতহিতে এবং অদোষদর্শী, তাঁহারাই মহৎ নামে পরিচিত। বৈষ্ণবেই এই সমস্ত গুণ বিরাজমান। অতএব

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে একজন বিচারক-পদধারী ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তনে বাধা দেয় এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাতে কুপিত ভাব প্রকাশ করিয়া নগরীয়াগণকে আদেশ করিলেন, যেন তাহারা প্রত্যেকে একটী করিয়া মশাল দীপ লইয়া কীর্ত্তনে বহির্গত হয়; তিনি আরও প্রচার করিলেন যে, সেদিন তিনি ঐ অত্যাচারীর ঘরদ্বার ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবেন।

তাঁহার আদেশ মত কীর্ত্তন আরম্ভ হইল;

> গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
> আগে সেই পথে নাচি যান গৌর রায়॥
> আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
> তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
> বারকোণা ঘাটে নগরীয়া ঘাটে গিয়া॥
> গঙ্গার নগর দিয়া গেল সিমলিয়া॥
> নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
> নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥

সেখান হইতে কীর্ত্তনের দল ঐ বিচারকপদধারী ব্যক্তির বাটী যাইবার পথ ধরিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন।

> সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
> আইলা নাচিয়া যথা কাজীর নগর॥

সেখানে স্বকার্য্য সাধন করিয়া—

> অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
> প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক নগর॥
> এই মত সকল নগরে শোভা করে।
> আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
> সর্ব্ব মুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
> নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে।
> ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
> উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস॥
> সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
> গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥

যে সমস্ত ধামাপরাধী ব্যক্তি বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রমুখ ভক্তগণের নির্দ্দিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উপরিলিখিত পয়ার কয়টির আলোচনা করিলে তাঁহাদের সন্দেহের সমাধান করা হয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এইরূপ বৈষ্ণবের সেবাই জীবের মুক্তির অর্থাৎ চরম কল্যাণ লাভরূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন, 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে, শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিশ্লেষণ-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেদান্তবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীরাধষ্টমী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্য শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

নিয়মাবলী ও সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সঙ্কোচকের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা প্রথম ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁচটা ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীভাড়া খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক পোঃ নৈকাটী, বাঙ্গালা।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—ছবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্দেহজনক মৃতদেহ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ যে, একজন কনেষ্টবল সংবাদ পাইয়া একটি চৌ-তোলা আনিয়া একটি মৃতদেহ কাপড় ঢাকা অবস্থায় দেখিতে পান। ঐ

হইয়াছিল মহিলা প্রকাশ, পাদের ভিতরে ও বাহিরে রক্তের দাগ দেখা যায়। কনেষ্টবল লাস ভাল করিয়া দেখিতে চাহিলে তাহাকে কেবল পা দেখান হয় এবং বলা হয় লোকটিকে সাপে কামড়াইয়াছিল, বিষ নামাইবার জন্য তাহাকে বাসে করিয়া আনিবার সময় পথিমধ্যে মারা যায়। উহারা নাকি শিবপুর জগন্নাথ হইতে আসে। পরে পুলিসের এই মৃত্যুর সংবাদ কাগজে লিখিয়া একপত্র দেখান হয় যে লোকটিকে সাপে সাপে কামড়াইয়াছে।

মৃতদেহ থানায় এই সংবাদ দিতে যাইলে মৃতদেহকে আগুন দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে বড় পুলিস আসিয়া পড়ে। এবং ঐ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং চিতার আগুন নিবাইয়া দিয়া মৃতদেহ হাসপাতালে প্রেরণ করা। প্রকাশ, পুলিশ আসিয়া পড়িলে শবদেহের নাম হইতে রক্তের দাগ তুলিয়া ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শব ব্যবচ্ছেদ করিবার মৃত দেহের গলার নিকট আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। বাসখানা ও ১০ লোকদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে। পুলিসের লোক চন্দননগরে আসিয়াছে। কিন্তু মৃতদেহের রহস্য প্রকাশ হওয়ার মত কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় সহানুভূতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালার বন্যার ফলে যে দারুণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিবারণকল্পে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতগণের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে আবেদন করা হইলে আমেদাবাদের বঙ্গবাসী সমাজ গত এই সেপ্টেম্বর বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া প্রতি বাড়ী হইতে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সংগৃহীত বস্ত্র ও অর্থ কলিকাতায় রিলিফ কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, মুথু মিরাণ নামক জনৈক পুলিশ দারোগা গ্রেপ্তার এক চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত দোষী হয়। উহাকে যখন মাদুরায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সে চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পুলিসের হাত এড়াইয়া পলায়ন করেন।

রাহাজানি

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে রংপুরের অন্তর্গত চালতাটীর পোষ্ট মাষ্টারের ভ্রাতা মনসুর গোস্বামী করিয়া ভাওয়ালগঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে প্রায় ১২ জন ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। উদ্ধারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি তাঁহার টাকার থলিয়াটি ডাকাতদের হস্তে অর্পণ করেন।

মোটর বাস দুর্ঘটনা

প্রকাশ, ডিগ্রিগাল ও মাদুরায় যাতায়াতকারী একখানি মোটরবাস একটি ক্ষুদ্র নদীর উপর দিয়া গমন করার কালে উল্টাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ছই ব্যক্তির সন্ধান মিলিতেছে না। সম্ভবতঃ উহারা জলে নিমজ্জিত হইয়া মারা গিয়াছে।

কলমা রামকৃষ্ণ সমিতি

কলমা রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ী থানার অন্তর্গত আউটসাহী, পাতগাঁও এবং বহর যুনিয়নগুলির মধ্যে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা ৮৩টি পরিবারের ২৪১ জনকে সাহায্য করিয়াছেন।

হিন্দু শিখ সমস্যা

লাহোরে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে দাঙ্গা ব্যাপার লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মিটমাটের জন্য আবার চেষ্টা করা হইতেছে। সিমলাস্থিত পাঞ্জাবের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাংএর সহিত জাতীয় দলের কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু ও শিখ নেতা টেলিগ্রামে দীর্ঘ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তাহার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আকালী দলের আপোষ সর্ত্ত জানিয়া লইয়া সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। লাহোর ও শিয়ালকোটের হিন্দুদের প্রতিনিধিদিগকেও সিমলায় আহ্বান করা হইয়াছে।

এই আপোষ চেষ্টা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় যে আকালী দলের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর অভিমুখে অভিযান করার কথা ছিল, তাহাদের যাত্রা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, ১০ই সেপ্টেম্বর ১২ ঘটিকার সময় এক বিরাট নারী সভার অধিবেশনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"দেশের উন্নতি, দেশের রমণীগণের উপরেই নির্ভর করে।"

সমবেত রমণীগণকে পণ্ডিতজী এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন—"দেখুন, আপনাদিগকে দুই প্রকারের যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রথম দেশের স্বাধীনতা সম্পাদনের জন্য; দ্বিতীয়, আপনাদিগের নিজের স্বাধীনতার জন্য রমণীর স্বাধীনতা না থাকিলে কোন দেশও স্বাধীন হইতে পারে না। আপনারা প্রত্যেক গ্রামে গমন করিয়া যাহাতে স্ত্রী স্বাধীনতার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, তাহারা চেষ্টা করুন।

২৫ হাজার টাকার ক্ষতি

৭ই সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে ময়মনসিংহে উকীল শ্রীযুত দেবেন্দ্র প্রসাদ রায়ের বাটীতে যে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দুর্বৃত্তগণ প্রায় ২৫ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

প্রকাশ ডাকাতগণ নিঃশব্দে তাঁহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিয়া গহনা এবং কোম্পানীর কাগজ ও নগদে প্রায় ২৫০০০ টাকার সামগ্রী লইয়া পলায়ন করে। কোম্পানীর কাগজগুলি ১৬ হাজার টাকার।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গত কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার সময় দেবেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ও শ্যালক চন্দ্রপ্রসাদ রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ তাঁহার পরিবারের নয়জন, মুসলমান দাঙ্গাবাজদের হস্তে অগ্নিদগ্ধ নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই দেবেন্দ্রবাবু পরিবারের সকলকে আনিয়া ময়মনসিংহ সহরের বাটীতে রাখিয়াছেন।

গান্ধীজীর অর্থাভাবে ঋণ

'রাজপুতানা' বোম্বাই ছাড়া অবধি তাঁহার বেতার যন্ত্রে টেলিগ্রাম প্রেরণ কার্য্যে ৩ জন কর্ম্মচারী অনবরত গান্ধীজীর টেলিগ্রাম গ্রহণ ও প্রেরণে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। টেলিগ্রামের খরচের জন্য তিনি টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজসাহী কলেজে সভা

গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজসাহী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং রাজসাহী জিলা ছাত্র সমিতির সভাপতি মহম্মদ বাহাদুর উদ্দিন আমেদ বগুড়া জিলার অন্তর্গত জয়পুর হাটে স্বগ্রামে দেহত্যাগ করেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রাজসাহীতে পৌছিবামাত্র এফ, এন, বালিকা বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুল ও অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী কলেজের বিশ্রামাগারে সমবেত হন। কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং সকলেই মহম্মদ বাহাদুর উদ্দিনের অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করেন। পরদিন ঐ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে ছাত্রদিগের এক সভার অধিবেশনে পরলোকগত বাহাদুর উদ্দিনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

হুগলী ছাত্র সম্মিলন

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর তারকেশ্বরে হুগলী জিলা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন বসাইবার আয়োজন হইতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগের সকল ছাত্র সমিতির কর্ম্মীদেরও এক সম্মিলন ঐ সঙ্গে বসান হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

বেনারস হইতে প্রকাশ যে, মন্ত্রোশ্রি পার্কের সন্নিকট মল্লে ছুরা নামক স্থানের এক বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, নিহত স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর গৃহে ঘুমাইতে ছিল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় তাহারা উভয়েই হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া চারি জন লোককে তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিতে দেখে। তাহারা তাহাদের উভয়কে বর্শা ও ছুরিকার সাহায্যে আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ নিহত হয় ও তাহার স্বামী ভীষণভাবে আহত হয়। সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ স্ত্রীলোকটির স্বামীর তাহার স্বজাতীয়দের সহিত সদ্ভাব ছিল না। উক্ত স্বজাতীয়দের মধ্যে একজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপ্রাম
ঠৈদি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

শোচনীয় ট্রেণ দুর্ঘটনা

সীমান্তে কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

বিমানে মহিলা যাত্রী

মধ্য আমেরিকায় ভীষণ বাত্যা

বাঁশের ধান

বন্দুক গ্রহণের চেষ্টার মামলা

বিষ ভক্ষণে মৃত্যু

চুচুড়ায় ট্যাক্সি অ্যাটকের জের

ঢাকায় তদন্ত

প্রেস বিল সম্বন্ধে আলোচনা

নানা কথা

শোচনীয় ট্রেণ দুর্ঘটনা

বুড়াপোষ্ট হইতে কালোন যাত্রী এক্সপ্রেস ট্রেণখানি যখন বুড়াপোষ্ট হইতে ১০ মাইল দূরে পৌছিয়াছিল তখন রাস্তার এক অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নয়খানি কামরা নিম্নে পতিত হয়। কত লোক হতাহত হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কোন দুষ্টলোক ট্রেণ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বিমানে মহিলা যাত্রী

গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ডাকবাহী যে ফরাসী বিমানপোত দমদমায় অবতরণ করে, ইংলণ্ড হইতে বিমানযোগে ভারতে আগত প্রথম মহিলা যাত্রী সেই বিমানে আগমন করিয়াছে। তাঁহার নাম মিসেস এলিয়ট, বয়স ৬৫ বৎসর, আধঘণ্টা কাল বিমানাগারে বিশ্রাম করতঃ তিনি বিমানযোগে ব্যাটেভিয়ায় যাত্রা করিয়াছেন।

ঢাকায় তদন্ত

ঢাকায় সম্প্রতি যে ভীষণ লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বে-সরকারি তদন্ত শেষ হইয়াছে। তদন্ত-কারীরা পুলিশের উপরই দোষারোপ করিতেছেন, এমন কি, তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পুলিশ এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই সমস্ত অত্যাচার করাইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত খবর না পাওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়া মত প্রকাশ করা নিরাপদ নহে। তবে কোন কোন খবরের কাগজ ওয়ালারা লিখিতেছেন যে, যেখানেই কমিশনার সাহেব পদার্পণ করিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা থামিয়া যায়।

সিংহলের পুলিশ

সিংহলের ষ্টেট কাউন্সিলের জনৈক সদস্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন:—সিংহলবাসী পুলিস কর্ম্মচারীদের স্বার্থের দিক হইতে এবং ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন এই সভা মনে করেন যে, স্পেশ্যাল ইউরোপীয়ান পুলিস রাখায় কোনই দরকার নাই। এখন হইতে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় পুলিশের সংখ্যা হ্রাস করাই এই সভার অভিপ্রায়।

বাঁশের ধান

এবার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত মাধনগর থানায় সমস্ত বাঁশের ঝাড়ে ফুল ধরিয়াছিল। তাহা হইতে এক প্রকার ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার চাউল দেখিতে অনেকটা সাধারণ চাউলেরই অনুরূপ।

দুর্ভিক্ষ এবং দুর্যোগ হইলেই সাধারণতঃ বাঁশের ফুল দেখা যায়। এবার উপরোক্ত নাটোরের মাধনগর থানার অন্তর্গত স্থান হইতে প্রচুর বাঁশের ধান সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে কম পক্ষে ৫ ৬ মণ চাউল তৈয়ারী হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ এই এই চাউল খাইয়া বাঁচিয়া আছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় পিকেটিং

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বালীগঞ্জ লেক কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকগণ ভবানীপুরের বিদেশী কাপড়ের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছিল। উক্ত কংগ্রেস কমিটীর পিকেটিং বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুত অনন্তলাল গাঙ্গুলী এই পিকেটিংএর পরিচালন ভার লইয়াছিল। তাঁহার উপস্থিতিতে পিকেটারগণের মধ্যে খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পুলিশের খোঁজ

কয়েকদিন হইল স্থানীয় পুলিশ শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা সেন মহাশয়ার নিকট শ্রীযুত নীরদবরণ সেন ও ব্যায়াম মন্দিরের শিক্ষক শচীন্দ্রনাথ নন্দীর খোঁজ করে। এরূপ খোঁজ করার কারণ এখনও জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত সেন এবং নন্দী উভয়েই কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রকাশ শ্রীযুক্ত সেনের খোঁজে পুলিশ তাঁহার স্বগ্রামে চাঁদরাটেও গিয়াছিল।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধনেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী, সেবাধ্যক্ষ শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৃহদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাপুর, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরক্ষানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

রুক্মিণী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীতারাকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীধানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবদনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীনপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোদামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্‌, ক্যাথিড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার ১৬৭৩ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীও উন্মুক্ত হইয়াছে। শ্রীমঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। বহু সজ্জন ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবৃন্দ শ্রবণার্থী হইয়া বহুদূর হইতে আগমন করিয়া শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিতেছেন।

গত ২৯।৫।৩ তারিখে প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বহু শ্রোতৃবর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনকালে কৃষ্ণভক্তের সহিত অন্যান্য ইতর ভক্তগণের পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় বুঝাইয়া দিতেছিলেন। তিনি বলিলেন যে, একমাত্র কৃষ্ণভক্তই নিষ্কপটে অবিমিশ্রভাবে তাঁহার সমস্ত মনটী কৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কৃষ্ণভক্তের সেবা অহৈতুকী। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের সেবা করিয়া তাহার বিনিময়ে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

ইতরভক্ত-অভিলাষী ব্যক্তিগণ রাজভক্তই হউন, পিতৃভক্ত বা মাতৃভক্তই হউন, দেশভক্তই হউন বা অন্যান্য ইতর দেবদেবীর ভক্তই হউন তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সেবা-কার্য্যের অভিনয় করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের মনটি স্ব-স্ব সেব্যে অর্পণ করিতে পারেন না। মনটী তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহের উপর পড়িয়া থাকে।

রাজভক্ত ব্যক্তি রাজার সমস্ত সেবা করিলেও তাহার মনটি পড়িয়া থাকে নিজ গৃহের দিকে, অর্থাৎ রাজসেবার বিনিময়ে কিছু অর্থ লাভ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের বা নিজ দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, দেশভক্ত বা অন্যান্য ইতর দেবদেবীর ভক্তগণের সকলেই চান বিনিময়ে কিছু সুবিধা বা সুযোগ বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ। কিন্তু যাহার মূলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বর্ত্তমান, তাহা 'কাম' শব্দবাচ্য, তাহা কখনও 'প্রেম' নামে অভিহিত হইতে পারে না।

ইতরভক্ত মানবগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণের বশবর্ত্তী হইয়া কোনদিন নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে না। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ দ্বারাই জীব নিজ মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তিগণ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোনদিন শান্তি লাভ করিতে পারে না। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণ কোনকালেই শান্তি পায় না। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,—

'কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥'

কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া স্বামিজী আরও বলেন যে, একমাত্র কৃষ্ণের সেবা করিলে জীবের আর কাহারও সেবা করিবার আবশ্যক হয় না, কারণ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমস্তই অন্তর্নিহিত এবং সকলেই তদন্তর্গত ও আশ্রিত। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা-তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন, যেমন বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের সমস্ত অবয়ব পুষ্টি লাভ করে, প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত দেহ পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু পাতায় বা ডালে জল সেচন বা দেহের হস্তপদাদিতে আহার প্রদান করিলে সেরূপ হয় না, সেই প্রকার সমস্ত জগতের আদি এবং সর্ব্ব কারণের কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেই আর পৃথক ভাবে কাহারও সেবার আবশ্যকতা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষে বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই জগতের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে আর অন্যান্য দেবদেবীর পৃথক্ ভজনের আবশ্যকতা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর বা অন্য কাহারও কোন প্রকার স্বতন্ত্র শক্তি নাই। সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিতে শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শক্তি অপহরণ করিলে আর অন্য কাহারও শক্তি কার্য্যকরী হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য উল্লেখ করিয়া বলেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহাকে যেরূপ শক্তি দিয়া যেরূপ কার্য্য করাইবার ইচ্ছা করেন, সে সেইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, নচেৎ কাহারও কৃষ্ণশক্তিকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। শ্রোতৃবৃন্দ আবিষ্ট চিত্তে স্বামিজী মহারাজের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন এবং বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের মহীয়সী শক্তি ও অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবোপলক্ষে পারমার্থিক সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন সম্বন্ধে গত ২৭শে ভাদ্র শুক্রবারের 'দৈনিক বসুমতী' যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
সৎশিক্ষা প্রদর্শনী
পি. এন. ঠাকুর কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটিত

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে অনুষ্ঠিত সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে গত ২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় উক্ত মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় সুমধুর কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। তৎপরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তৎপর

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, অন্বয় অর্থ ও প্রাতিপদিক ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্দের আরম্ভে এই স্কন্দের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০, দশম স্কন্ধ ১১৲; মগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, গ্রাম, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, শ্লোকার্দ্ধ-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যাবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বাঁধা সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী ভাবাগ্রহরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর পুষ্প-নিচয়—বৈষ্ণবাচার্য্য-বক্তৃমালার কোষ্ঠ ভণিতি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাদির মৌলিক তথ্য - পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়তত্ত্ব—মহাত্মগণের অবদানাবলী নিচয় -চিদ্বিলাসচিন্ময়াত্ম-অচিন্ত্যাত্ম-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাবলের মৌলিক গবেষণার - সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীল স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের দম্ভ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবর্ণাশ্রমধর্মপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-রত্নে বিভূষিত।

৩। **তৃতীয় খণ্ড** -লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রী• —এই নয়টী সুদার্শনিক র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় লিখিত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

পরিক্রমার সংবাদ বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান, যোগাদির বিচার -বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলাপরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—ব্রহ্ম শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ - অভিধেয় —সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম— আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রায়—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সূচীসহ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড - শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থপদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্তাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অনুবৃত্তি ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

বাধা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাঙ্গার পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নিয়মে ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সীমান্তে কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে পেশোয়ার সহরে এক শ্রমিক ও কৃষক সভায় রাজদ্রোহের বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য মিঃ রহিম বকস গজনভীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (ক) ধারানুসারে ১১ই সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নূতন ষ্টীমার লাইন

আই জি এন ও আর এস এন কোং ফরিদপুর হইতে মাদারিপুর পর্য্যন্ত একটা নূতন ষ্টীমার লাইন খুলিয়াছে ই ষ্টীমার পথে বাখরগঞ্জে [illegible]। এই স্থানটী একটা গঞ্জ। এই পথে প্রত্যহ ষ্টীমার চলিবে এবং ২১টা ষ্টেশনে থামিবে।

প্রেস বিল সম্বন্ধে আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রেস বিল উপস্থিত, শ্রীযুক্ত এ. রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার সেই সম্বন্ধে ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, সে সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

কাঁথিতে খানাতল্লাস

নবাবগঞ্জ যুব কনফারেন্সের সভাপতি-রূপে প্রমথ বাবুর "নবাবগঞ্জ যুব সম্মিলনী অভিভাষণ" শীর্ষক বক্তৃতা সম্পর্কে পুলিস ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কংগ্রেস আফিস, জাতীয় বিদ্যালয় ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। কংগ্রেস আফিস অথবা জাতীয় বিদ্যালয় ভবনে কিছুই ধৃত করা হয় নাই। প্রমথ বাবুর বাটী হইতে উক্ত অভিভাষণের ৩ খণ্ড ধৃত করা হইয়াছে। প্রায় ১ ঘণ্টা-কাল খানাতল্লাস চলিয়াছিল।

চুচুড়ায় ট্যাক্সি আটকের জের

চুচুড়ায় সম্প্রতি রিভালভার দেখাইয়া ট্যাক্সি আটক করার অভিযোগে ধৃত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্যামাবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক বাঙ্গালী যুবকদ্বয়কে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পুলিসের বিরুদ্ধে মামলা

শিলচর হইতে প্রকাশ যে, উদারবন্দ নামক স্থানের হেকমন মিঞা নামক এক ব্যক্তি ঐ থানার তুনিয়র সাব ইনস্পেক্টর কাজি বদিরুল ইসলাম ও আবদুল খালেক নামক একজন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে সিভিলিয়ন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার মিঃ বি এম. কে দাসের এজলাসে এক মামলা আনয়ন করিয়াছে।

প্রকাশ যে, ঐ বাদী থানার নিকটে অবস্থিত বাজারে একটি ছাগল বিক্রয় করিতে গমন করে। দুই ব্যক্তি ছাগলের মূল্য বাবদে তাহাকে ১০্ প্রদান করিতে চাহিলে সে তাহা লইতে অস্বীকার করে। ইহাতে উভয়পক্ষে বাদানুবাদ হয়। ইহার কিছুকাল পরে দারোগা বাদীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন কনেষ্টবল তথায় প্রেরণ করে। সে বাদীকে ছাগল সহিত টানিতে টানিতে থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, তাহাকে একটি ঘরে আটক রাখিয়া প্রহার করা হয়। তৎপরে সে থানা হইতে বাহির হইয়া আসে কিন্তু ছাগলটিকে তথায় আটক রাখা হয়।

প্রহারের ফলে বাদীর দেহ কয়েকটি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সহকারী সার্জ্জেনের নিকট প্রেরণ করেন এবং মিষ্টার ফসরুউল্লাকে তদন্ত করিবার আদেশ দেন। তিনি তদন্ত করিয়া এই মর্ম্মে রিপোর্ট দেন যে, উভয় ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারে।

মিষ্টার দাস ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ও ৩৫২ ধারানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে সমন জারি করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বড়বাজারে পিকেটিং

কলিকাতা বড়বাজার অঞ্চলে বিলাতী কাপড়ের দোকানসমূহে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলিতেছে। এ বৎসর পূজার বাজারে কেনাবেচা আশাতীতরূপে কম। পুলিশ আর পিকেটারদিগের উপর অত্যাচার করে নাই।

বন্দুক গ্রহণের চেষ্টার মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, পাঠকগণ অবগত আছেন ডাক্তার ললিত পালের বন্দুক ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সাগুদ্দীন আমেদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষের ৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে অভিযোগ না হওয়ায় আসামীকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, ধীরেন্দ্রবাবু এই সম্পর্কে গত ১১ই জুলাই ধৃত হন। বারম্বার আবেদন সত্ত্বেও তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দান করা হয় নাই।

মধ্য আমেরিকায় ভীষণ ঝাত্যা

মিয়ামি ফ্লোরিডা হইতে প্রকাশ যে, মধ্য আমেরিকার বৃটিশ হণ্ডুরাসে বেলাইজ নামক স্থানে ঘণ্টায় দেড়শত মাইল গামী বেগবান ঝড়ের ও সেই সঙ্গে উদ্বেল সমুদ্রের জলস্রোতে ২ শত লোক নিহত এবং অর্দ্ধেক অধিবাসী নিরাশ্রয় হইয়াছে। পোর্টোরিকো ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ের অন্যান্য স্থানেও ক্ষতি হইয়াছে। বিপন্নদের সাহায্যের জন্য প্রেসিডেণ্ট হুভার নৌ-বিভাগের জাহাজ ও এরোপ্লেনগুলিকে পানামা খাল অঞ্চল ও ম্যানাগুয়া হইতে বেলাইজ যাইতে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত ঝড়ে চারিশত লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীহট্টবাসীদের প্রস্তাব

মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশ যে, ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাতে স্থানীয় উকীল শ্রীযুত দুর্গাচরণ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দক্ষিণ শ্রীহট্টবাসীদের এক সভা হয়।

বাঙ্গালার সহিত শ্রীহট্ট জিলার সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কমিটী যেন শ্রীহট্টবাসী-দের দাবী সীমা কমিশনের নিকট উপস্থিত করেন। সভা গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যদিগকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন যে, বাঙ্গালার সহিত শ্রীহট্টের ভাষায় ও দীক্ষার সাদৃশ্য থাকায় ঐ জিলাকে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যেন তাঁহারা মত প্রকাশ করেন।

জালদহে বিরাট সভা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় অধিবেশনে হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ ও শ্রীযুত দিগিন্দ্র ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন।

সমবেত জনমণ্ডলীকে অস্পৃশ্যতা দোষ পরিহার এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন ও ঐ অঞ্চলে একটি হিন্দু মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বিষ ভক্ষণে মৃত্যু

পল্লীতলা হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় রেজেষ্ট্রী আফিসের পিয়ন মাধব চন্দ্র মুন্সির পত্নী পারিবারিক কলহ হেতু করবী বৃক্ষের ফলে প্রস্তুত বাটী ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পুড়িরার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বিবাহিতা কন্যাও অনুরূপ কারণে উক্ত ফলের কাথ ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পল্লীতলার সাব ইনস্পেক্টার উপরোক্ত ঘটনা-বলীর তদন্তে গমন করিয়া সমস্ত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছেন।

রোলার চালকের মৃত্যু

শিলচর হইতে প্রকাশ যে, গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় একটী মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। দুর্ঘটনায় ফলে সাধারণ পূর্ত্ত বিভাগের ষ্টিম রোলারের ড্রাইভার আসান আলি প্রাণ হারাইয়াছে। আসান আলি বাথ করিয়া বাটী ফিরিতেছিল এমন সময় একখানি লরী চাপা পড়িয়া তাহার মাথা ফাটিয়া যায়। আসান আলিকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। লরী চালক গ্রেপ্তার হইয়া জামিনে খালাস আছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

বেতার ও চার্চ্চিল

ইংলণ্ডের বেতার বার্ত্তা কোম্পানী ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলকে ভারত সম্বন্ধে ব্রড কাষ্টিংএ বক্তৃতা দানে সম্মতি দান করেন নাই। কোম্পানীর ধারণা এই যে, মিঃ চার্চ্চিল ভারতবাসীর বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলিতে পারেন, যাহাতে গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যদিগের মন বিক্ষুব্ধ হইতে পারে। গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের পর তিনি বক্তৃতা করিতে অনুমতি পাইবেন, মিঃ চার্চ্চিল তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৮-তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

কংগ্রেসের নিন্দা

পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

জহরলালের অভিমত

মিঃ এনের কলিকাতায় আগমন

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

ছাগদুগ্ধের বোতল হস্তে গান্ধীজী

লুণ্ঠতরাজের মামলা

জাহাজ খালাসীদের সশ্রম কারাদণ্ড

গান্ধীজীর প্রতি আস্থাজ্ঞাপন

চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের তার

নানা কথা

কংগ্রেসের নিন্দা

হবিগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কয়েক জন খৃষ্টান মিশনারী স্ত্রীলোক এই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, ঐ স্থানের যাবতীয় কংগ্রেস কমিটী তাহাদের এই প্রচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

মিষ্টার এনের কলিকাতায় আগমন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক বাঙ্গালার নির্ব্বাচন কলহের একমাত্র সালিস মিঃ এম. এস. এনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি তার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর নাগপুর মেলে পৌঁছাইতেছি। পৌঁছিয়া অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে মহারাষ্ট্র নিবাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও সেনগুপ্ত উভয় দলের প্রতিনিধিগণের মধ্যে একটি বৈঠক বসাইতে মনস্থ করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকল ব্যবস্থা করিবেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সময় বার এসোসিয়েশন ভবনে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট হিন্দু-সভার নেতৃত্বে ঢাকা সহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের এক সভা সভায় অধিবেশনে নবাবপুর এবং ইসলামপুরের বিস্তর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিরূপে নিযুক্ত হন। মিছিল বন্ধ করিবার জন্য পুলিসের উপর নিন্দাবাদ এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীর অপকৃষ্ট ব্যবহারের তদন্ত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

মিছিল ভঙ্গ সম্বন্ধে কি করা উচিত এবং মিছিল বাহির করিবার জন্য একটি প্রতিনিধি কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে হিন্দুনির্য্যাতন সম্বন্ধে কি স্থির করা হইবে, তজ্জন্য জনসাধারণের মতামত চাওয়া হইয়াছে। হিন্দু সভা রিলিফ কমিটীর উপর চাঁদা আদায়ের ভার দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মনেতা রেভারেণ্ড উত্তমের অবিচলিত আস্থা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্মনেতা রেভারেণ্ড উত্তম সংবাদপত্রের মারফতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—

"ভারতীয় সংহিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন প্রদেশরূপে স্থান লাভ করিবার নিমিত্ত আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার জন্য আমি আমার পক্ষ হইতে এবং ব্রহ্ম এসোসিয়েশনের জেনারেল কাউন্সিলের ইউ, সো থীনের পক্ষ হইতে ইউ, মাং মাং জীকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করার জন্য তাঁহার উপর ভারার্পিত হওয়ায় ব্রহ্মবাসী নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করিতে পারিবেন। ব্রহ্মের উন্নতিবিধান সম্পর্কে চেষ্টার কোন ত্রুটি তাঁহার দ্বারা হইবে না। তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

ছাগদুগ্ধের বোতল হস্তে গান্ধীজী

১৪ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ছাগ দুগ্ধের একটি বোতল হস্তে লইয়া রাষ্ট্র গঠন কমিটীর সভায় প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। রাত্রি পর্য্যন্ত সভা চলিবে, সুতরাং তিনি অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দুগ্ধ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দেহ কম্বলে আবৃত ছিল। তিনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে বোপল্লীর কুটীর হইতে মোটরযোগে সেণ্ট-জেমস নামক সুরম্য প্রাসাদে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible]। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ[illegible], ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রী[illegible]দাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবাপরা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্ত [illegible] দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ [illegible], সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীনয়নিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলময়, শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূধরেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible], সীতাকুণ্ড

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনবী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীভূপেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible]

[illegible]ভূমি, [illegible], নদীয়া

[illegible]চারী শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

২০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩১:শ ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ১৬৮তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার দিবস শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে স্থানীয় শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবারাত্র শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে বহু লোক সমাগত হইলে একটী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। সমাগত ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে অত্র মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী প্রভু উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ করিয়া তাহা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন এবং পরে শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী প্রভু "বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতের অবস্থা" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং আরতি সমাপনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা রাত্রি প্রায় ১টার সময় বিচিত্র প্রসাদ সম্মানান্তে সকলে বিদায় গ্রহণ করেন।

পরদিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে সুমধুর কীর্ত্তনান্তে বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিতে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ করেন এবং পাঠমুখে শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম এবং বদ্ধ জীবের জন্মাদি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি এবং অন্তে শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারীজী গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২৯শে ও ৩০শে আগষ্ট শনিবার ও রবিবার দিবসদ্বয় কর্ণেলগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ও স্থানীয় শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজী সারদাবাবুর ভবনে গমন করিয়া সমাগত বহু শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বাস্তব সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার তারিখে লীভার রোড নিবাসী স্বনামধন্য শ্রীযুত অমূল্য চন্দ্র দে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তদীয় ভবনে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত সুললিত কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৯শে ভাদ্র তারিখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে ভুবনকোণ্ডা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক হরিগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনি সহকারে সমাপনান্তে সুললিত স্বরে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও শরণাগতির গীতাবলী কীর্ত্তনে শ্রীমঠের চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন। গৌরবিহিত উচ্চকীর্ত্তন-রোল শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু ব্যক্তি সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ অধিকারী প্রভু প্রাতে ৬॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্মের কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। মঠরক্ষক প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুধীমণ্ডলী বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় একশত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ রামতীর্থ দেবগৃহী প্রভু বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ শ্রীমঠে আগমন করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করতঃ বিমলানন্দ অনুভব করেন।

তদনন্তর শ্রীপাদ রমানাথ প্রভু রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত এবং জীবের নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রকটতিথি, আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক অণু-চৈতন্য জীবের সর্ব্বতোভাবে পালনীয় তাহা অতি সহজ ভাষায় শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর রাত্রি ১১টা হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ সুমধুর স্বরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকল লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ সোল্লাসে জয়ধ্বনি ও প্রসাদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

তৎপর দিবস নন্দোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উষাকীর্ত্তন, পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে মঠের সেবকবৃন্দ বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগ আরতি কীর্ত্তনান্তে সমবেত বহু ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব শ্রীযুত রমানাথ রায় মহাশয়ের বিপুল উৎসাহে ও আনুকূল্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রামাণ্য, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সুপরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেধা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপ্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদ, সান্বয় অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ রেক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ আনন্দদায়িনী অবশ্য বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বেদ বা বেদান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমূহের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় সূত্র—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিন্ত্যাত্র অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীবাসুদেবাবলী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷০ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীরূপ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার স্থানাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, বর্ণাশ্রম, ধাতু, মাংসাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে জোড়া নু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ব এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ။৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ။০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ অনন্ত পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গানগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ভজনে শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী. ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে অভিজ্ঞতারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, টীকাদির প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত পদ্যপদ্যাংশ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ পীঠে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ও কলম আকারে প্রতি মাসে চারি ফর্ম্মার বিচিত্র-বৈভবশ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জহরলালের অভিমত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, নেলোর জিলাতে ভেঙ্কটাগিরিতে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলালের মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—ঘটনাবলীদ্বারা দেখা যায় যে, তথার কৃষকগণ তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করে। মূলতঃ যদিও উহা কংগ্রেসের অধিবেশন নহে, তথাপি ঐ সম্মেলনে কংগ্রেস কর্মীদের সহানুভূতি ছিল এবং তাঁহারা সভায় উপস্থিতও ছিলেন। প্রকাশ, সম্মেলন আরম্ভ হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বাহ্নে উদ্যোগীগণের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪ ধারা জারী করিয়া জানান হয় যে, সভা হইতে পারিবে না। কেননা সভা হইলে বিরুদ্ধ দল জমিদারবর্গ উত্তেজিত হইবেন। ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাহারা স্ব-অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চাহেন, তাহাদের কথা বিবেচনা করা হইল না। রায়তগণ সভা করিতে পারিবে না বলিয়া আদেশে পক্ষপাতিত্ব এবং বুদ্ধি হীনতারই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশ, নিষেধাজ্ঞা সত্বেও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে আইন অমান্য মোটেই বলা চলে না। যখন হেডকোয়ার্টারে জানান অসম্ভব হয়, তখনই ব্যক্তিগত দায়িত্বে এরূপ আদেশ জারী করা হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; কিন্তু একটি কথা খুবই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কংগ্রেসের কার্য্য খর্ব্ব কিম্বা বন্ধ করিতে ১৪৪ ধারার সাহায্য আর দীর্ঘকাল চলিবে না।

বোমার আকারে জড়ানো পুলিন্দা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাখরগঞ্জ পুলিশ থানার এলাকাধীন সাহেবগঞ্জে বরিশাল হইতে জনৈক গোয়েন্দা কর্ম্মচারী বাখরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং কতিপয় পুলিশ কনেষ্টবল সহ তথায় গমন করিয়া স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি কবিরাজ ফণিভূষণ দাসগুপ্তের বাড়ীতে হানা দেয় এবং খানাতল্লাস করে।

প্রকাশ, পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া বোমার আকারে জড়ান একটী পুলিন্দা জলের বালতির মধ্যে পায়। কবিরাজ দাসগুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়া বরিশালে আনয়ন করা হয় এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তাহাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আরও জানা গিয়াছে যে, সাহেবগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র গুহকেও গ্রেপ্তার করিয়া বরিশালে আনয়ন করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সম্মুখে হাজির করা হয়। প্রকাশ, তাঁহাকে তিনি ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কাজ কিম্বা কংগ্রেস কর্ম্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চট্টগ্রামে আবার তিনটী কলকারখানা ভস্মীভূত

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জিনিং মিল, অয়েল মিল এবং সমস্ত জিনিষপত্র সহ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন সেনের সাবানের কারখানাটী পুড়িয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ তিন লক্ষ টাকার উপর। প্রকাশ, এই সমস্ত মিল ও কারখানা বীমা করা আছে।

সংবাদ পাইয়াই আগুন নিভাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী একদল সৈন্য লইয়া ঘটনাস্থলে গমন করেন। আগুন তখনও জ্বলিতেছিল। মিঃ সেনের সাবানের কারখানার নিকটেই ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটী ছিল। উহাও আগুনে পুড়িয়া যায়। ইহার কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই।

লুঠতরাজের মামলা

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, কে, পাত্র কণিকা-রাজার তরফ হইতে বাবু চক্রধর বেহারা প্রমুখ ২৩ জনের বিরুদ্ধে লুঠতরাজ হত্যাদি অভিযোগের মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। সকলকেই বিভিন্ন মিয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বাবু চক্রধর বেহারা দুইটি অভিযোগে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইনি একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ও জেলা বোর্ডের সভ্য।

জাহাজ খালাসীদের সশ্রম কারাদণ্ড

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, ১৪ জন চট্টগ্রাম নিবাসী "সিটি অব নিউক্যাসেল" নামক জাহাজের জল যুদ্ধের খালাসী জাহাজের সারেঙ্গের আদেশ অমান্য করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে আপত্তি করিলে পশ্চিম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আসামিগণ বর্ত্তমান সারেঙ্গের অধীন কাজ করার চেয়ে কারাদণ্ড ভোগ করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছে।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

শিলং হইতে প্রকাশ যে, আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত আসাম ব্যবস্থাপক সভার শারদীয় অধিবেশনে সমস্ত কাজ শেষ না হইলে অধিবেশনের কার্য্যকাল আরও তিন দিন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

প্রথম দিনেই গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কয়েকটি বিলের সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট উপস্থিত করা হইবে। ১লা এবং ৩রা অক্টোবর তারিখে বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বড়ুয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিবেন যে, প্রত্যেক জেলার ডেপুটি কমিশনার, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যকে লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটী গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি রায়তদের অবস্থা, রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবেন এবং সেই রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া ১৯৩০-৩১ সালে কি পরিমাণ মকুব করা উচিত তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন।

১৮৭০ সালের তরবারি উপহার

মিঃ ডি মার্গারি বার্লিনে থাকিয়া ফরাসী দূতের কাজ করিতেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তাঁহার স্থলে কাজ করিবার জন্য মসিয়ো ফ্রাঙ্কোয়েস পনসেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ ডি, মার্গারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে একবার প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। হিণ্ডেনবার্গ তখন বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং একখানি তরবারি উপহার দিয়া বলেন, ১৮৭০ সালে আমি জনৈক ফরাসী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ফরাসীগণ মনে করেন, ইহাতে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেন বার্গ বুঝাইয়াছেন যে, ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর মিত্রতা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, গোখেল হলে মুসলিম মিলনবোর্ড মোসলেম লীগ জেলা কংগ্রেস কমিটী এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১২ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত এক বিরাট সভায় মিঃ জাফর আলী খাঁকে বিদায় অভ্যর্থনা দেওয়া হয়।

মিঃ ইয়াকুব হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলেন যে, দক্ষিণ ভারতে, হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য মিঃ জাফর আলী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহার উত্তরে মিঃ জাফর আলী খাঁ বলেন যে, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি তথায় সর্ব্বত্রই শান্তির ও মিলনের আবহাওয়া দেখিতে পাইয়াছেন। প্রেস বিলের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, উহা দ্বারা একটি নিকৃষ্ট বিধান অবলম্বন করা হইতেছে। উহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে। সুতরাং উহার প্রতিবিধানকল্পে জনসাধারণের কংগ্রেসের সমর্থন করা উচিত।

অতঃপর সভায় নিম্নলিখিত তারটি গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্থির করা হয়।

"মহাজনসভা মুসলিম লীগ, মুসলিম মিলন বোর্ড, এবং কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ নাগরিকদের এই সভা হিন্দু মুসলমান একতা সমস্যার সমাধান করিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনয়ন করা সম্পর্কে একমাত্র গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের তার

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে চট্টগ্রামে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—

আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছি যে, চট্টগ্রামের অবস্থা এতই কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা বর্ণনার বিষয় নহে। দাঙ্গার ফলে লোকের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশে এখনও যে বিভীষিকা রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আপনি যে সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে যোগদানের কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে, সুতরাং আমি দুঃখের সহিত দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেছি। আপনাদের কার্য্যে আমার সহানুভূতি রহিয়াছে।

টেলি— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চাক্‌রির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

বঙ্গরত্নপ্রেসে খানাতল্লাস

কর্পোরেশন ঝাড়ুদার সভা

আর্থিক দুর্দ্দশা

পেশোয়ারে আফ্রিদি সভা

লাইসেন্স প্রত্যাবর্ত্তন

গ্রামবাসীদের সহিত ডাকাতদের সংগ্রাম

বোম্বায়ের ভূমি রাজস্ব

ময়মনসিংহে খানাতল্লাসের হিড়িক

ছোট গোল টেবিল

কানপুরে সাম্প্রদায়িক প্রীতি

পতাকা-দিবস

পুরীতে কংগ্রেস-নগর নির্ম্মাণ

নানা কথা

বঙ্গরত্ন প্রেসে খানাতল্লাস

গত ১১ই সেপ্টেম্বর পুলিশ কৃষ্ণনগরের বঙ্গরত্ন মেশিন প্রেসে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি নমুনার টাইপ লইয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে।

——

কর্পোরেশন ঝাড়ুদার সভা

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৫টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের জমাদার, পিওন, অপরাপর কর্ম্মচারী সমিতির উদ্যোগে হাজরা পার্কে এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুত রাধারমণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রমিক নেতা মিষ্টার এ, মমিনের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

ঝাড়ুদারদিগের চাকুরীর অবস্থা, অন্যায় পদচ্যুতি ও কোনও ব্লক সরকার কর্ত্তৃক উৎকোচ জন্য পীড়ন সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ঝাড়ুদারদিগের বাসভবনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, সরবরাহের অল্পতা ও আলোক প্রদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ঐ সভায় আলোচনা হয়। সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে যে, সম্পাদক ও অপর ৪ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত একটী প্রতিনিধি দল মেয়রের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আর্থিক দুর্দ্দশা

প্রকাশ, হবিগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মফঃস্বল হইতে দুর্দ্দশার ভীষণ সংবাদ আসিতেছে। বেনিয়াচং গ্রামে একজন মুসলমান রমণী তাহার ক্ষুৎপীড়িত সন্তানের অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পাড়ার লোক তাহাকে রক্ষা করে। বক্তারপুরেও পরোক্ষভাবে এইরূপ কারণে একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হবিগঞ্জ কংগ্রেস সাহায্য সমিতি কয়েক স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীযুত নৃপতিকুমার দত্ত এবং অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য লথাই এবং মাদারীপুর থানার দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছেন।

গান্ধীজীর রঙ্গ-চিত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ব্যঙ্গ চিত্রের চিত্রকররা গান্ধীজীকে লইয়া ব্যস্ত আছেন। ডেলি হেরাল্ডের রঙ্গ-চিত্রে একজন ইংরেজ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"ওহে প্রাচীন, আপনি সার ফিলিপ স্নোডেনকে ত চিনেন।" উক্ত সম্ভ্রান্ত ইংরেজের পোষাক পরিষ্কার অথচ নীচু চাক, জীর্ণ চামড়ার হ্যাট, কটিবাসের মত পরিধেয়।

"ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" রঙ্গচিত্রে আছে—মিঃ চার্চ্চিহিল ও লর্ড রদারমিয়ার গান্ধীজীর মৌন-দিবসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

ডেলি মেলের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মসংক্রান্ত। উক্ত পত্র আরও লিখিয়াছেন, গান্ধীজী হিন্দু জাতি ও হিন্দুধর্ম্মকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চান। "ডেলিমেল ভারতীয় রাজন্যগণ ও মুসলমানদিগকে তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ জোর দিতে বলেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা,
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীধরেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রণববিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাত্মজ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রাম্বাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরিদাস, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক - ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে শ্রীশ্রীভূতবৃত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁটাদপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৬৯তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৬।৯।৩১ তারিখে গোকাল গভর্ণমেণ্টের Senior Auditor শ্রীযুক্ত বাবু ললিতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীস্থ ভবনে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী জীবের নিত্যধর্ম্ম তথা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা ন্যূনাধিক ১॥ ঘটাকাল কীর্ত্তন করেন। গিরিজা বাবু ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হন এবং পুনঃ পুনঃ নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করেন। নিরন্তুরক বাস্তব সত্যের প্রচারকারী গৌড়ীয়মঠের আচারবান্ প্রচারকগণের প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত ৩।৯।৩১ তারিখে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রমোদাচরণ মিত্র বি, এল, মহাশয়ের সহিত জীবের Free will (স্বতন্ত্রতা) সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করেন এবং তাহা সমর্থনের জন্য বহুবিধ যুক্তিপ্রদর্শন করেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার সমস্ত যুক্তিকে শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেন এবং পরিশেষে বলেন শ্রীভগবান্ জীবকে স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন কিন্তু জীবের সে স্বাধীনতা ভগবানের স্বাধীনতার ক্রোড়ীকৃত অর্থাৎ অধীন, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাই জীবের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির গুণ জলবিন্দুতেও আছে; এই সকল সিদ্ধান্ত কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অন্তরে জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী বৈধজীবন যাপনের শাসনাদি পালন করা কষ্টকর জানিয়া বাহ্যতঃ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন।

গত আগষ্ট মাসের শেষভাগে কলিকাতা বহুবাজার-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চাঁদ দাস মহাশয়ের সহিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভুর তাঁহাদের কাশীস্থ সুবৃহৎ শ্রীনাথ ভবনে কিছুক্ষণ হরিকথার আলোচনা হয়। তিনি গৌড়ীয়মঠের আচারবান্ প্রচারকগণের সহিত অন্যান্য মঠ এবং আশ্রমধারী সাধু-সন্ন্যাসীর আচারপ্রচারের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ৬।৯।৩১ তারিখে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত অডিটর স্বনামখ্যাত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অনুমান সওয়াঘণ্টাকাল ভগবজ্‌জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুক্তকুলের সংসার ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধজীবের সংসার এবং উভয়ের দর্শন সম্বন্ধে বহু তত্ত্বপূর্ণ হরিকথা ভুবনেশ্বর প্রভু আলোচনা করেন। তিনি বর্ত্তমানে বন্যার প্রপীড়িত দুঃস্থের সেবা করা অধিক প্রয়োজনীয় কি না জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মচারীজী তাহার সদুত্তর প্রদান করেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তদনুগগণের অমন্দোদয়-দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পয়ারগুলি কীর্ত্তন করেন।

> একলা মালাকর আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
> একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
> একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
> কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
> অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
> যাহা তাহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥
> অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
> খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
> ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
> জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥
>
> —চৈঃ আদি ৯ম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগগণ ভগবৎসেবা বিমুখ জীবকুলকে অভাবের রাজ্য হইতে স্বভাবের রাজ্যে লইয়া যাওয়াই 'দয়া' শব্দের যথার্থ অর্থ বলিয়াছেন। রায় সাহেব অধর বাবু মহাবদান্যাবতারের 'অমূল্য দয়া'নিধি শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা ধীর ভাবে শ্রবণ করেন। 'আজ আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম' পুনঃ পুনঃ এই কথা বলেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রকৃত সাধুমুখে এইরূপ নিরপেক্ষ হরিকথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ১৯শে ভাদ্র শ্রীশ্রীদ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট চাকদহ কাঁঠালপুলী মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে সুমধুর স্বরে কীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই যে সমস্ত জীবের একমাত্র নিত্যকর্ত্তব্য এতৎপ্রসঙ্গে একটী সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তদনন্তর শ্রীপাদ কেশবানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবাসুদেব এবং শ্রীনন্দনন্দনের লীলাগত বৈশিষ্ট্য কি, এবং বাসুদেবের বসতিস্থল কোথায়? এবং কি উপায় অবলম্বনে তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে ধারণ করা যায়, এই সমস্ত তত্ত্বপূর্ণ বিষয় সমাগত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীর শ্রীমুখে তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন।

শ্রীবিগ্রহের মনোভিরাম শৃঙ্গার দর্শন ও রথিক।। পরদিন শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত সতীনাথ রায়, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র পাল, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত বি,এ, শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করেন এবং আনন্দভরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয় ধ্বনি সহকারে শ্রীমঠ মুখরিত করেন।

তৎপর প্রায় [illegible] শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশু পক্ষী-তৃণ-লতাকে প্রেম দান

নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ
তা'র মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তা'রা একপাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তা'র গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জলে 'কৃত্য' করেন, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ' কহ বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যা'র গায়।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগগণ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তা'র অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥
হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি' মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হইল।
বৃন্দাবন গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগিগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা'সবাকে তাহা ছাড়ি' আগে চলি' গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা॥
"হরিবোল" বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি'॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
[illegible]
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম-পাষণ্ড॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কা'র?
বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ অঃ)

ঝারিখণ্ড বৃন্দাবন-গমনপথের বন্যপ্রদেশ-বিশেষ। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, অঙ্গুল, লাহারা, কিওঞ্ঝর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা, প্রভৃতি পার্ব্বত্য জঙ্গলময় রাজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা স্থাবর-জঙ্গমের আবৃতাবস্থা বিদূরিত করিয়া, তাহাদের চেতনতার কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম উদিত করাইয়া দেখাইলেন যে, নিখিল বস্তুতেই কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। মহাভাগবতের শ্রীমুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে প্রত্যেক আপাত আবৃতস্বরূপ কৃষ্ণদাসেরই চেতনময় স্বরূপে নিত্যাসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রকটিত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে দৈহিক সম্প্রদায়গত হিংসা বিদ্বেষাদি আর থাকে না। তখন সকলেই উদ্বুদ্ধস্বরূপে কৃষ্ণসেবায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য পরোপকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও উপেয়রূপে একমাত্র উচ্চ কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম। জপ, ধ্যান, যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি দ্বারা উচ্চ কীর্ত্তনের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয় না। এই জন্য ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন,—

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্রে শুনিয়া পায় বিমোচন॥

এই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম-প্রচারার্থই এবং শুদ্ধ উচ্চকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ অপনোদনার্থই মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের যাবতীয় প্রচার কার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট লীলা

(২)

জন্মাদি লীলা প্রকট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, প্রকটা লীলা অপ্রকট করিয়াও তিনি অনন্ত; অনাদি হইয়াও তিনি প্রকটলীলায় জন্ম বা আদি-বিশিষ্ট এবং বস্তুতঃ সনাতন পুরুষ হইয়াও তিনি নিত্য নবযৌবনাঢ্য। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি বহুবিধ বিরুদ্ধগুণযুক্ত হইলেও সেই গুণচয় সর্ব্বত্র অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা সমন্বিত। তিনি ত্রিকালসত্য অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ-শূন্য চিদ্ধামের শুদ্ধ বর্ত্তমান কালে বিরাজমান।

গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্তলীলা প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি স্বপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিবারগণকেও সেই সেই ভাবে বিভাবিত করেন। যে সকল লীলা প্রপঞ্চগোচর তাহাই প্রকট লীলা; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকটলীলা ও

একটী প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটী প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এই মাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশে দ্রষ্টার অধিকারভেদে দর্শনের তারতম্য হয়। যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণরূপার্থ চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তিনি ভৌম-গোকুললীলায় গোলোকলীলা দেখিতে পান। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণ ভক্তিচক্ষুশূন্য, তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকট সম্বন্ধশূন্য কেবল জড়প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। প্রকট ও অপ্রকট বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধত্ব ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার-নিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তু নিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্ত্বদোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব দর্শনে সমর্থ।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে রজনীর প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম দর্শন করান। অন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধে তথায় এইরূপ লিখিত আছে যথা:—

শুন শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান।
বহু কালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥

পূর্ব্বে দ্বাপর যুগেতে শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে ব্রজে গোষ্ঠ বিহার করিতে ছিলেন, সেই সময়ে দৈবে ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুমায়ামোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোধনসমূহ হরণ করেন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ নন্দনন্দনকে সামান্য গোপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার গোবৎস সমূহ হরণ করেন।

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করেন।

তখন ব্রহ্মা অপরাধ ভয়ে শ্রীভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন 'হে প্রভো! আপনার যখন শ্রীগৌর অবতার হইবে, তখন যেন আপনার শ্রীচৈতন্যলীলার সঙ্গী হইতে পারি। আর আমার কখন যেন এইরূপ কুবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত না হয়, কেন না রজোগুণ-বশতঃ আমার অত্যন্ত অহঙ্কার, সেই জন্য আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অতি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার 'গণ' মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই।' শ্রীভগবানও ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় তুমি অস্পৃশ্য যবন কুলে জন্ম গ্রহণ করিবে ও হরিদাস নাম প্রাপ্ত হইয়া তিন লক্ষ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্য পদবী লাভ করতঃ জীবগণকে শ্রীহরিনাম প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের পরমাগতি প্রদান করিবে।

এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর অবস্থিত আছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ মথুরা হইতে অভিন্ন।

শ্রীযোগপীঠ হইতে শতধনু উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন। ইহাকেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুল বা মহাবন কহে। ইহার দশধনু উত্তরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোল বাড়ী অবস্থিত আছে, যিনি বহির্ম্মুখ জীব-দুঃখে কাতর হইয়া গঙ্গাজলে তুলসী দল অর্পণ করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন হইতে, মিশ্রভবনে অবতরণ করাইয়াছিলেন, সেই 'গোরা আনা' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমায়াপুরের শেষ সীমায় বৃদ্ধ শিবালয় অবস্থিত আছে। ইহা এখন শিব ডোবা বলিয়া খ্যাত আছে। ইনিই ক্ষেত্র পাল শিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রৌঢ়মায়া ইহারই শক্তি। নিত্যকাল এই শিবশক্তি ক্ষেত্রস্থানে অবস্থান করিয়া নিষ্কপট ভক্তগণকে গৌরশক্তি প্রদান করিয়া শ্রীধামের সেবা প্রদান করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ অভক্তগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক শ্রীধাম হইতে নিত্যকাল বহুযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেন।

এই শিবশক্তিদ্বয় ক্ষেত্রপালের কার্য্য করিয়া শ্রীধামের পবিত্রতা নিত্যকাল রক্ষা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর ঘাটের কিছু উত্তরে মাধাই-এর ঘাট, তৎপরে ইহার পঞ্চধনু উত্তরে নাগরিয়া বা বারকোণার ঘাট। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

শ্রী, ভূ এবং নীলশক্তিযুক্তা 'শ্রীধাম' শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদদেশে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর সেবা সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-স্বটীক

... সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ..., তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ ...য়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী ...সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম ...তে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ... ছাপা সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ... ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১১৲;

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ...ভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া ...শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও ...ক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ...ক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ...র, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ...ত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ...পি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ... স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ...ড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ। ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ...দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ...শিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ..., কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...ছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ...সমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-...' নামক ভাষাভাষ্য...। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ...সূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...বিষয়-সহ ... বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বারু ...পের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ ... মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর

বেদান্তবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় সূচক—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তা ও অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভগবৎ—বৈভব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—রস—শক্তি—ভগবান—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ... অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৵০ ... সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম সুখ মুক্তিবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। নানা সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিষয় সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, নিত্যসিদ্ধ শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষণ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে [illegible] দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, কাঙ্গালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৸০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধ

সম্প্রতি কাশ্মীর ব্যবসায়ী সমিতির এক অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আগামী পূজার সময় বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন না।

লাইসেন্স প্রত্যাবর্ত্তন

পিংনা (মৈমনসিং) হইতে প্রকাশ যে, গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জামালপুরের উকীল শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র মুখার্জ্জির বন্দুকের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অতঃপর শৈলেশ বাবুর লাইসেন্স ফিরাইয়া দিবার অনুমতি দিয়াছেন। শৈলেশ বাবুর বন্দুকটীও তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিশ বাহিনীর বেতন হ্রাস

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ইংলণ্ডের দেশরক্ষা বাহিনীর বেতন হ্রাস পাইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৃটিশ ভারতের শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি ও সৈনিকেরও বেতন হ্রাস পাইবে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও এইরূপ হইবে। ভারতীয় বাহিনীর পেন্সন ও দীর্ঘ অবকাশের বেতনও হ্রাস পাইবে, কিন্তু তাহাদের সাধারণ বেতন হ্রাস পাইবে কিনা তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

ময়মনসিংহে খানাতল্লাসের হিড়িক

গত ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত পাবলিক হোষ্টেলের একটী ঘরে পুলিশ খানাতল্লাস করে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে আবার অপর পাঁচখানি বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তবে এক বাড়ী হইতে নাকি পুলিস একখানি ছোরা ও কয়েকখানি পত্র লইয়া গিয়াছে।

কানপুরে সাম্প্রদায়িক প্রীতি

কানপুরে বিগত মহরমের যে কয়টি তাজিয়া কবর দিতে বাকী ছিল, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ সম্পাদন হওয়ায় সেগুলি গত ১৩ই সেপ্টেম্বর নিরাপদে কবরস্থ হইয়াছে। হিন্দুদের যে সাইনবোর্ড লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সাইনবোর্ড হিন্দুরা পরে সরাইয়া লইয়াছেন। তাজিয়াগুলি লইয়া যাইবার সময়ে কোন মিছিল করা হয় নাই। তাজিয়া কমিটী পূর্ব্বাহ্নে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। সরকারী ইস্তাহারে উভয় সম্প্রদায়ের আপোষ সম্বন্ধে যে সর্ত্ত প্রস্তাবিত হইয়াছিল, অবশেষে উভয় সম্প্রদায়ই তাহা যথাযথভাবে পালন করিলেন।

বোম্বায়ের ভূমি রাজস্ব

১২ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই সরকার ঐ প্রদেশের ভূমির আদায়ী কর সম্বন্ধে যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, আইন অমান্য আন্দোলন প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রদেশের রাজস্ব আদায় খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। সরকারের মোট প্রাপ্য খাজনা ৩.৮৭ কোটি টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ ব্যতীত বাকী সবই কর্ই আদায় হইয়াছে। ১০৪ লক্ষ টাকার আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং ২০৫ লক্ষ টাকার বকেয়া কর সরকার চুক্তি সর্ত্ত অনুসারে আদায় করিবেন না।

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীর অন্তর্গত কাশীকোল গ্রাম হইতে ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী এবং গত আইন অমান্য সমরের অন্যতম সভাপতি শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর আনা হইয়াছে। তিনি বন্যাবিধ্বস্ত স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য গোয়ালন্দে গিয়াছিলেন। গতাব রাত্রিতে রাজবাড়ীতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, গোবিন্দপুর কংগ্রেস অফিসে বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পতাকা দিবস

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে চুপাটী অঞ্চলে পতাকা-দিবসের উৎসব হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশজন প্রভাতফেরীর দল এবং বিস্তর কংগ্রেসকর্ম্মী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত নগিনদাস মাষ্টার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তিনি পতাকা হস্তে লইয়া সমবেত জনতাকে দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

গ্রামবাসীদের সহিত ডাকাতদের সংগ্রাম

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে থারাভি জিলার নাটানিন নামক স্থান হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থানে বিদ্রোহীদের একটা বড় দল ২টা বন্দুক, রিভলভার ও দা লইয়া একখানি গ্রাম আক্রমণ করিয়া মোড়লের বাড়ী একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে।

রাত্রিকালে সামরিক পুলিসের সহিত ১৫ জন বিদ্রোহীর একটি দলের সহিত সংঘর্ষে পুলিস বিদ্রোহীদিগকে গুলী করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে কয়েকজন আহত এবং সকলে দ্রুতগতিতে পলাইয়া যায়। পুলিসের দলে কেহ হতাহত হয় নাই।

গত রবিবার ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হেনজাদা জিলায় একজন বর্ম্মা পুলিস ইনস্পেক্টর ৪ জন কনষ্টেবল সহ একটি স্থানে গোপন তদন্তে যাইবার সময় জঙ্গলের মধ্যে দৈবক্রমে একদল বিদ্রোহীর সম্মুখে পতিত হয়েন। পুলিসদল তৎক্ষণাৎ গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। গুলীর আঘাতে একজন বিদ্রোহী তখনই নিহত হয়। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। সুতরাং তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

হেনজাদা জিলায় হবোগুলার বাহিনী গত ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে ডাকাতদের প্রতি গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। গুলীর আঘাতে কয়েক জন ডাকাত জখম হয় বটে, কিন্তু পরিশেষে উহারা সকলেই পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

হেনজাদা জিলায় ও থাইয়েটমাইও জিলায় আরও ডাকাতি হইয়াছে। একটা স্থানে গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদের কার্য্যে বাধা দেয়। বিদ্রোহীরা গুলী করিতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে গ্রামবাসীরা ২ জন ডাকাতকে হত্যা করে। একজনকে জখম করিয়া দেয় এবং আর ১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। গ্রামবাসীরা একটি বন্দুক ও আরও কোন কোন দ্রব্য হস্তগত করিয়াছে।

পুরীতে কংগ্রেস-নগর নির্ম্মাণ

কংগ্রেস নগরের নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য প্রায় দুই লক্ষ বাঁশ আসিতেছে। নগরের অনেকগুলি রাস্তা হইতেছে। কোনটির নাম 'কংগ্রেস রোড' কোনটির নাম 'স্বরাজ রোড'। এখন হইতেই বাড়ী ভাড়া লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

পেশোয়ারে আফ্রিদি মালিক

সিমলা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আফ্রিদি মালিক পেশোয়ারে আসিয়া খাইবার সঙ্কটে সরকারের এজেন্টের সহিত মালিকের আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচনার পরিণামে শুধু স্যার ষ্টুয়ার্ট পিয়ার্সের মৃত্যুতে সহানুভূতি প্রকাশ করা ব্যতীত অপর কোন ফল হয় নাই।

রেসিডেন্টের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

কাশ্মীরের রেসিডেন্ট কর্ণেল অ'গল্ভিকে তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে মহারাজা এক বিদায় ভোজে আপ্যায়িত করেন।

মহারাজা কর্ণেল আগেলভির সুখ্যাতি করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তদুত্তরে কর্ণেল সাহেব মহারাজার সৌজন্যের উল্লেখ করতঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ছোট গোল টেবিল

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ডরচেষ্টার হোটেলে যে ছোট সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাকে কার্য্যতঃ ছোট গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে। সম্মিলনে কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীজী, পণ্ডিত মালব্য এবং জাতীয় দলের প্রতিনিধি স্যার তেজ বাহাদুর, শ্রীযুত জয়াকর ও সম্ভবতঃ আরও একজন এবং বৃটিশ প্রতিনিধিদের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড স্যাঙ্কি ও ভারতীয় রাজ্যের পক্ষে বিকানিরের মহারাজ ও ভূপালের নবাব থাকিবেন।

আশা করা যাইতেছে, সম্মিলনের ফলে পথ অনেকটা পরিষ্কার হইবে এবং কংগ্রেস ও বৃটিশ জাতি পরস্পরের নিকট হইতে সরাসরিই পরস্পরের অবস্থা জানিতে পারিবেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টাক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সাং ।
চুক্তিতে হার
স্বতন্ত্র ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮, ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জিলা কংগ্রেস

বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির অফিস গৃহে উক্ত সমিতির অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির এক সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে :—

সম্মিলনীর অধিবেশনের দিন স্থিরীকরণ, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা, সমিতির সভ্যগণকে ঐ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

কুষ্টিয়ায় ডাকাতি

কুমারখালি থানার অন্তর্গত সাদিরাজপুর গ্রামের জনৈক ধনী মুসলমানের গৃহে প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র লোক প্রবেশ করিয়া নগদ টাকা এবং গহনাপত্রে প্রায় ১২০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি গত ৯ই সেপ্টেম্বর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী ডাকাতদের বাধা দিতে যাইয়া তাহাদের হাতে জখম হইয়া চিকিৎসার্থ কুষ্টিয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে পুলিশ চারজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পাঠাইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

পলাতক আসামীদের বিচার

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, মজঃফরপুরের দায়রা জজের আদালতে মোলানিয়া রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় পলাতক

নদীয়া জিলা কংগ্রেস

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার ও টোটা

কুষ্টিয়ায় ডাকাতি

গান্ধীজীর জন্মতিথি উৎসব আহ্বান

প্রেস বিলে গান্ধীজী

ভারত-সচিবের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

জীর চরম কথা

৫০ হাজার লোকের অন্নের সংস্থান

বরিশালে খানাতল্লাস

বিষধর সর্পের মস্তক চর্ব্বণ

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

গান্ধীজীর লাঙ্কাশায়ার গমন

কটকের উকিলের মৃত্যু

আসামী যোগেন্দ্র শুকুল এবং কেদারমণি শুকুলের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, তাহারা এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিল। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এই ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহৃত হয়, এবং একজন গ্রামবাসীকে মারাত্মক ভাবে বর্শাবিদ্ধ করা হইয়াছিল। কেদারমণির সহিত স্বর্গীয় ভগৎসিং এর সংস্রব ছিল। বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। কেদারমণি এখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী।

অভিযোগে বলা হয় যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামীদের সাহায্য করিবার জন্য এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ, যোগেন্দ্র শুকুলকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাহার বালিসের নীচে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়াছিল।

মিঃ চার্চ্চিহিলের পুত্র ও গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত কমিটীর প্রাতঃকালে অধিবেশন শেষ হইলে গান্ধীজী বৃটীশ প্রতিনিধিদের একজন সেক্রেটারীর সহিত একত্রে জলযোগ করেন।

ইণ্ডিয়া অফিসে স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর গান্ধীজী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিলের পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন মিঃরাণ্ডল্ফ মিঃ চার্চ্চহিলের স্থানে প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছেন। গান্ধীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা,
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি[illegible]। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীবংশীধর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগন্নাথ[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারায়ণ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাম্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীকিশোর[illegible]।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযামুনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী নবপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাসতীর্থ [illegible]।

(২৬) প্যারিগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীবনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভূস্মৃতি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) আনন্দগোপাল পাট

কাঁটালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার ১৭০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে ভাদ্র চাপাহাটী শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মহোৎসব নিরবধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারীজীর সেবাসৌষ্ঠবে নানাবিধ বস্ত্রা-লঙ্কার ও সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দ জীবন সার্থক করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে ঋতুদ্বীপ-বাসী ভাগ্যবান্ সজ্জনবৃন্দ অজ ভগবানের অপ্রাকৃত জন্মলীলা-মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন।

শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যামুখে বলেন, 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্মফল বাধ্য গত্যাগতি নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলোক বিহারী। তিনি স্বেচ্ছায় সপার্ষদ ভূলোকে গোলোক আনয়ন করেন। শ্রীবলদেব প্রভুতেই শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাকেতন।

বসুদেব ও দেবকীর বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃষ্ণেন্দু প্রকাশিত হইলেন। আমরা যদি শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারি, তবে আমরাও নিত্যকাল হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা দর্শন করিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বৃত্তান্ত অপ্রা-কৃত এবং নিত্য মঙ্গলপ্রদ।

আমরা প্রকৃত সদ্গুরুর শ্রীমুখে হরিকথাশ্রবণ করি না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা-রহস্য বা ভাগবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আমরা যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে শ্রদ্ধাবান হইয়া অভিগমন করি ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি তাহা হইলে আমরা নিত্য-কাল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া আত্মার নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিব।

ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ ও আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভোগারতিকীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ শুগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে পরমানন্দে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

পরদিন ২০শে ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসব মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপ-লক্ষে সমাগত জনমণ্ডলীকে অকাতরে চতুর্ব্বিধ রস সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে গত ২০শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীনন্দোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠসেবক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারি প্রভু কর্ত্তৃক আহুত হইয়া বহুসম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ রামপদ ব্রহ্মচারীজী কর্ত্তৃক সুসজ্জিত কক্ষে শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-রমণ-জিউ-এর ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেরই নয়নমন সার্থক হইয়াছিল।

ঐদিবস অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরীমহারাজ সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের সহিত শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামিজী মহারাজ শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে একটী গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে খোলকরতাল সংযোগে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

রাত্রি ১০॥টার পর হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সমাগত সকলকেই বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সাধু-মুখবিগলিত মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে সকলেই পরিতৃপ্ত প্রসাদ সেবন করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছেন।

গত ১৯শে ভাদ্র মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি ও গুরুবন্দনান্তে অতি প্রত্যূষ হইতে বেলা ৭ঘটিকা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্ত্তন হয়।

কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ মঙ্গলাচরণান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ আরম্ভ করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ক্রমান্বয়ে পাঠ কীর্ত্তনাদি করিয়া পারায়ণ সমাপ্ত করেন। পাঠকালে মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং মধ্যরাত্রে ভক্তবৃন্দ এক ঘণ্টা করিয়া সুললিতস্বরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

পরদিন নন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সমাগত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে নৃত্যকীর্ত্তনাদি উচ্চকীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অতি সহজভাবে সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে তত্ত্বসহ বুঝাইয়া দেন।

পাঠান্তে সমাগত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া ও ভগবদ্ভক্তের শ্রীমহা-প্রসাদ সম্মান করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী অশেষ অপ্রাকৃত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর-ব্রহ্মচারীজী গত ৩।৯।৩১ তারিখে চুঁচুড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন দে সরকার মহাশয়ের সহিত হরিকথা আলোচনা করেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তর প্রশ্নাদির পরের সুমীমাংসা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, 'অদ্য আমার সত্য সত্য সাধুসঙ্গ হইল' ইত্যাদি বলিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

ভক্তির বিষয়াশ্রয় ভূমিকা

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই তত্ত্বটী জগতে প্রচার করিয়াছিলেন,

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম ফল।
ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তা'র শুখি' যায় পাতা॥
তা'তে মালি যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে মালি আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি, মালি 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম-ফল রস করে আস্বাদন॥
এইত' পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর ১৮শ সংখ্যক মঞ্চে নানাবিধ আদর্শের সাহায্যে শ্রীরূপশিক্ষার এই চিত্রটির নিদর্শন করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবানের অর্থাৎ ভক্তিপ্রদ কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-কৃপাপ্রাপ্ত সুকৃতি-ফলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হয়। সদ্গুরুর কৃপায় শ্রবণ ফলে সম্বন্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি ও শ্রদ্ধার অঙ্কুর বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে মালীর ন্যায় ভক্তিলতার বীজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল অনুক্ষণ সেচন করিতে হয়। অনর্থযুক্তাবস্থায় নিরপরাধে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তাবস্থা লাভ হয়। অনর্থমুক্তাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তখন রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়ে রূপমাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ঐশ্বর্য্যে শুদ্ধভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্য স্থান নাই।

এখন কি 'সখ' করিবার সময়?

(শ্রী দ কি শশীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

প্রাকৃত জগতে মহামায়ার ত্রিগুণ নিগড়ে আবদ্ধ অবস্থায় থাকাকালে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বালাই লইয়া যখন আমরা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ জগৎ হইতে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ কোন শক্তিমৎ মুক্তপুরুষের লীলা-কাহিনী বা কার্য্যাবলীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের সীমাবদ্ধ বিকৃত ধারণায় শ্রেয়ঃকেই প্রেয় বলিয়া প্রতীত হয়, শ্রেয়ঃকেই অশ্রেয়ঃ বলিয়া ভ্রম হয় এবং উপকারীকে অপকারক বলিয়া ধারণা হয়।

সম্প্রতি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবকালে যে এক বিরাট পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটী প্রহেলিকাময় ভাব উদিত হইয়াছে— এখন কি 'সখ' করিবার সময়? এ সময় কি আমোদ আহ্লাদে মন দিবার, শখ করিবার, সময় নষ্ট করিবার সময়? যে সময় দেশ দারুণ আর্থিক সমস্যায় প্রপীড়িত, যে সময় কোটি নরনারী বন্যায় প্রপীড়িত হইয়া ক্ষুধাতুর ও বস্ত্রহীন অবস্থায় লজ্জা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া বিপন্ন ভাবে বিকট আর্ত্তনাদে গগন পবন কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, দেশের সেই দুর্দ্দিনে কি গৃহস্থগণের কষ্টার্জ্জিত এবং পরমার্থ বাক্যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ জীবের নিত্য কল্যাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সংগৃহীত অর্থে প্রদর্শনী খুলিয়া 'সখ' মিটাইবার সময়? না, মহোৎসবে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় আস্বাদনের সময়? শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ কি এরূপ যুক্তিহীন [illegible] বস্তু?

প্রাকৃত মানব যে চিন্তায় মগ্ন আছেন, যে আলোচনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন, যে বিপদে মুহ্যমান হইয়া নিত্য মঙ্গলের পন্থা হারাইয়াছেন, যে মহামায়ার প্রদর্শনীতে মুগ্ধ হইয়া কাল্পনিক সুখসাগরে গা' ভাসাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট একরূপ প্রশ্ন, সন্দেহ বা যুক্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। প্রাকৃত জগতের আর্থিক প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি মানবের মজ্জাগত ও হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ভ্রান্ত ধারণাগুলি অপসারিত করিয়া জীবগণকে প্রাকৃত মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই জগদ্গুরুর এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন বর্ত্তমানকালে এই সঙ্কটের দিনে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হেয় ও বিকৃত প্রতিফলিত হইলেও মহামায়া আমাদিগকে এই প্রাকৃত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের বিবর্ত্তবুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছেন ও ইহাতেই মুহ্যমান করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে সহজ, স্বাভাবিক প্রকৃষ্ট উপায়ে উদ্ধার লাভ করিবার জন্যই এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব বা প্রদর্শনীর আয়োজন কর্ম্মজগতের কর্ম্মিগণের ভোগ-বিলাসের আনন্দোৎসব বা 'সখ' নহে, অথবা ক্ষণিক চপল আমোদ আহ্লাদে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয়মাত্র নহে। এই প্রদর্শনী সাধারণ কর্ম্মিগণের আর্থিক প্রদর্শনীর ন্যায় কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর বা জাগতিক কোন সুফলপ্রদানকারী চেষ্টামাত্র নহে।

নিরপেক্ষ সুধীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব বা পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কেবল চৈতন্যময়ী বাণী-কীর্ত্তনরূপে অচৈতন্য জৈব-জগৎকে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিত্যমঙ্গলে ও নিত্যশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। বহির্ম্মুখতা বশতঃ জীবগণ চৈতন্যবাণী শ্রবণে বিমুখ, অতএব নিত্যকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু জগদ্গুরু আসিয়াছেন জগৎ উদ্ধারের জন্য; তিনি ত' ছাড়িবার পাত্র নহেন, যে কোন প্রকারে হউক জীবের কর্ণে চৈতন্যবাণী প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তাই পারমার্থিক প্রদর্শনী দ্বারে সৎশিক্ষা প্রদানের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন। রোগী যেমন তাহার স্বভাবে তিক্ত ঔষধ সেবনে বিরত, কিন্তু সদ্বৈদ্য তাহার রোগ প্রতিকারের জন্য যে কোনপ্রকারেই হউক ঐ ঔষধ সেবন করাইতে যত্নবান হন, সেই প্রকার জগদ্গুরু আজ এই পারমার্থিক প্রদর্শনী লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাই জীবের চরম মঙ্গলের বার্ত্তাপ্রদানকারী বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীগৌড়ীয়' যথার্থই বলিয়াছেন যে 'বিশ্বপ্রাণী কেন ক্ষুধায়—বুভুক্ষায়—মুমুক্ষায়—ক্লেশ পাইতেছে? সেই রোগের মূল বীজ কোথায়? মূল প্রতিকার কোথায়? তাহা নিরূপণ ও বাস্তবতার মূল নিরাকরণের জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন। কোটি নরনারীর বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? কেনই বা হইল? বস্ত্র কাহার? বসন, ভূষণ কাহার? বিলাসের সম্রাট কে? বিলাস সাম্রাজ্যের অধিকারী প্রত্যেক জীব কেন হইতেছে না? চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়াও বুভুক্ষু বুভুক্ষার ক্লেশ হইতে মুক্ত নহে কেন? মুমুক্ষু ঐ গুলি ত্যাগ করিয়াও নিশ্চিন্ত—অশান্ত কেন? চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় কাহার ভোগ্য? কোন্ সময় ইহারা বিষ, এবং কোন্ সময় অমৃত? ভোগীর নিকট উহা দুষ্প্রাপ্য কেন? ত্যাগী উহা হইতে বঞ্চিত বা কেন? এই সকল প্রশ্নের সুসমাধান ও সুসমন্বয় করিবার জন্যই পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন।

জগদ্গুরু কৃপামুখর আচার্য্যদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আজ আমাদিগকে মহামায়ার বিশ্বরূপ প্রদর্শনী হইতে যোগমায়ার স্বরূপ প্রদর্শনীতে আকর্ষণ করিবার জন্য, অচৈতন্য বিশ্বের রূপ-প্রদর্শনী হইতে শ্রীচৈতন্যদিগের শ্রীরূপ-প্রদর্শনীতে আহ্বান করিতেছেন। বৈকুণ্ঠ বিজ্ঞানের দান ও বৈকুণ্ঠ বৈভব প্রদর্শনের জন্য, তিনি অতীত ও বর্ত্তমান নিষ্কপট সেবক-সজ্জের সেবাসৌন্দর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভাবী সেবকগণকে সেবাসৌন্দর্য্য প্রদর্শনে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়দয়ার সীমা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য এবং বৈকুণ্ঠাগত আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভাগবত বাণীর রসাস্বাদন ও আনুসঙ্গিক ভাবে ত্রিতাপমূল উৎপাটনপূর্ব্বক বিশ্বে নিত্য শাশ্বত শান্তি স্থাপনের জন্য, ভূর্লোকে গোলোকের বিচিত্র চিদ্বিলাস প্রদর্শন করিয়া যাবতীয় নাস্তিক্য মতবাদ নিরসন ও তন্মূলে আস্তিকতার সাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য পারমার্থিক বা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগের তিনি কি অভূতপূর্ব্ব অমোঘ মঙ্গল সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আচার্য্যবরের এই প্রদর্শনীকে আর সখ বা বিলাসিতার জিনিষ বলিয়া ধারণা হইবে না।

যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি আছে তাঁহারাই কুসংস্কারবর্জ্জিত হৃদয়ে জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের আহ্বানে সাড়া দিয়া এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে—এই শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে আচার্য্যের আনুগত্যে যোগদান করিয়া সাধ্যমত সেবা দ্বারা নিজেদের নিত্যমঙ্গলের বাস্তব পরোপকার ও আত্মোপকারের সুবর্ণ সুযোগ করিয়া লইয়া এই ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, অর্থদ ও সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া লইবেন, কারণ আবার এই জীবনে কোন দিন এইরূপ সুযোগ ঘটিবে কি না সন্দেহ।

তাই বলি, 'হে বিশ্ববাসী ভ্রাতৃগণ! এই জীবনমরণের সঙ্কটকালে, সমুদয় জাগতিক সমস্যার সন্ধিক্ষণে এবং জীবের যাবতীয় দুর্গতির সম্পূর্ণ সমাধানকল্পে নিঃশ্রেয়স-বিতরণকারী আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যোগদান করুন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিযুক্ত। শ্লোকসূচী পদ্যসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা সমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-বিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসবিচিন্ময়-অচিন্ত্যাদি-বিচারক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, এবং আমিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশেষ ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সুযোগ্য ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্বল্য, স্বপ্ন দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জনের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমষ্টা সহ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইণ্ট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজযক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহুর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গৌরীপুর) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট: ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪-৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমায়াপুর
চৈতন্য — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৮, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

গৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী

এক সময়ে তিনটী সন্তান প্রসব

উজীরপুরে ডাকাতি

কংগ্রেস ময়দানে সভাধিবেশন

গান্ধীজীর বক্তৃতা স্থগিত

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের অনশন

বাদলীতে গুলী বর্ষণ

মালব্যজীর জলদ গম্ভীর বাণী

আখাউড়ায় পিকেটিং

তরবারির বলে ভারত রক্ষা

নানা কথা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শিত পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনিক বসুমতী যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

গৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী

আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে গৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের কতকগুলি উপদেশপূর্ণ বিবরণ মূর্ত্তিমান করিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাধারণ লোকদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই এই প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ এই জড়বাদ-প্লাবিত যুগে এইরূপ প্রদর্শনীর যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বসমেত ইহাতে ৯২টি মূর্ত্তি আছে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই অতি সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছে। ৩৩ নং মূর্ত্তি, প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, অগ্নিকুণ্ডে বিষ্ণু প্রহ্লাদকে কিরূপে রক্ষা করিতেছেন। এই মূর্ত্তিটি চমৎকার হইয়াছে। প্রহ্লাদ চরিত্রের সকল চিত্রই ভাবপূর্ণ। কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি মূর্ত্তিও বেশ চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। অনেক দার্শনিক ভাবকে মূর্ত্তিমান করিয়া ইহাতে দেখান হইয়াছে, যথা ৫৯ নং মূর্ত্তির জলের কম্পনফলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বচন্দ্রের কম্পন, তদ্দর্শনে মূল বস্তু বিম্বচন্দ্রের কম্পন ভ্রম। ৮২৮৪ সূর্য্যের কাল চক্রে ভ্রমণ ইত্যাদি। প্রদর্শনীতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবহারও বেশ শিষ্টাচারপূর্ণ। এই প্রদর্শনী সকলের দেখা উচিত। সকলে বিনামূল্যে ইহা দেখিতে পারেন।

উজীরপুরে ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উজীরপুরের মধুসূদন হাওলাদারের বাটীতে এক অসম সাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সাত আটজন লোক বৈদ্যুতিক আলো এবং লাঠী লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং মধুসূদনের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া বাটীর আর সকলকে চীৎকার করিতে নিষেধ করিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নগদ ১৫ টাকা ও প্রায় ২৫ ভরি সোণার গহনা লইয়া পলায়ন করে। অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চুরি ডাকাতি এই অঞ্চলে প্রায়ই হইতেছে; কিন্তু কদাচিৎ দুর্বৃত্তগণ ধরা পড়িতেছে।

গান্ধীজীর বক্তৃতা স্থগিত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পার্লামেণ্ট মহাসভার তিনটি দলের সদস্যদের সম্মুখে গান্ধীজীর যে বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, মহাসভার নৌ-বিভাগ সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। অল্প সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতির জন্য যদি কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, সেইজন্যই এইরূপ করা হইয়াছে।

মহামারীর অভ্যুদয়

বগুড়ার গ্রামে গ্রামে মহামারী দেখা দিয়াছে। এখানে বিসূচিকার রাজত্ব; এমন বাড়ী নাই যেখানে দু একজন বিসূচিকার করাল কবলে পড়ে নাই। গ্রামের লোকের আহারের ব্যবস্থা শুনিলে রোগের কারণ জানিতে হয় না। মাঠের ঘাস, বনের লতা, গাছের পাতা এই তাহাদের আহার্য্য হইয়াছে। কেহ কাহাকেও অন্ন দিবে, গ্রামে এরূপ অবস্থা কাহারও নাই। ঘাস খাও, পাতা খাও, আর উদরাময়, বিসূচিকা, জ্বর প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাও, কেহ তোমাকে দেখিবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার } ১৭১তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সেই দিনে প্রাতে ঊষায় মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পারায়ণ এবং অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধ্যাপক শ্রীপাদ যতিবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অপ্রাকৃত বস্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত বা মায়ার জগতে অবতরণ কোন অসম্ভূত ব্যাপার নহে। কংসপ্রমুখ অসুরগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িতা বসুন্ধরার ভার হরণ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া শ্রীভগবানের স্তব স্তুতি করিলে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইতে প্রতিশ্রুত হন। শ্রীভগবান সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণাতীত স্বরাট্ পুরুষ। ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে বা বসুদেব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবে বসুদেবের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং বসুদেব স্বীয় পত্নী দেবকীকে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক দেবকীর হৃদয়েও শ্রীভগবানকে আবির্ভূত করাইলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তিমাত্র সচ্চিদানন্দ পরম-পুরুষের আবির্ভাবে দেবকীর হৃদয়ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্রের উদয়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ব্যাপারটীও তদ্রূপ। ইহা আবির্ভাব মাত্র। ইহা সাধারণ মায়াধীন জীবের জন্মগ্রহণের ন্যায় কোন ব্যাপার নহে। পিতামাতার শুক্রশোণিত দ্বারা মাতৃজঠরে গঠিত জড়দেহে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে প্রবিষ্ট হয়, এবং কালক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই জীবের নূতন দেহগ্রহণ বা জন্ম। শ্রীভগবানের জন্ম তাদৃশ ব্যাপার নহে। ইহা স্বেচ্ছায় স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপে স্বরাট্ পুরুষের প্রপঞ্চে অবতরণ মাত্র।

চন্দ্রদেব ছিলেন না—[illegible] নহে, কিন্তু তিনি যথাকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হন অর্থাৎ লোকচক্ষুর গোচর হন, এবং পুনঃ অস্ত যান অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরাল হন। চন্দ্রোদয় ব্যাপারটী চন্দ্রের উৎপত্তি বা জন্মপরিগ্রহ নহে, উদয় বা আবির্ভাবমাত্র। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অনন্তকাল নিত্য-বিরাজমান আছেন। তিনি অজ, প্রয়োজন বশতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বে বা বসুদেবহৃদয়ে প্রথমে আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর বসুদেব-হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া পরে যথাকালে বসুদেব-দেবকীর অভীষ্টরূপে বহির্দৃষ্টে কংস কারাগার মধ্যে প্রকটিত হয়েন। তিনি শুক্রশোণিতজাত গর্ভমধ্যস্থ কোন জড় দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাতে ভূমিষ্ঠ হন নাই এবং হয়েন ও না ইহাই শ্রীকৃষ্ণজন্মতত্ত্ব বা ভগবানের আবির্ভাবতত্ত্ব।

দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিধন প্রাপ্ত হইবে জানিয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভ সম্ভাবনা দর্শনে নিজ মৃত্যুচিন্তায় অস্থির হইয়া ভাবী শিশুর বিনাশার্থ সম্ভব সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল। এই তন্ময়তা প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের ফলমাত্র; অতএব ভক্তি নহে—শত্রুতামাত্র। সেবকভাবে নিত্য সুখে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিপদবাচ্য এবং তাহার ফলে তন্ময়তা হইলেই পরম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম লাভ হয়।

অষ্টমমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবকীর হৃদয়স্থ কৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে দৃষ্টিগোচর আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে কংসভয়ভীতা বাৎসল্যরসাবিষ্টা দেবকীর প্রার্থনানুসারে দ্বিভুজ শিশুরূপ ধারণ করিলেন। বসুদেব একদিকে যেমন ভগবানের আবির্ভাবে আনন্দনিমগ্ন হইলেন, অপরদিকে পরক্ষণেই বাৎসল্যে অভিভূত হইয়া শিশুপুত্রকে কংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবনার্থ বিশেষভাবে চিন্তান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়া-প্রভাবে কারারক্ষকগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কারাগৃহের শৃঙ্খল সকল উন্মুক্ত হইয়া গেল। বসুদেব তৎক্ষণেই শিশুপুত্রকে লইয়া বাহির হইলেন, এবং গোকুলে নন্দগৃহে সূতিকাগারে নিদ্রিতা যশোদার পার্শ্বে শিশু কৃষ্ণকে রাখিয়া, তথা হইতে সদ্যঃপ্রসূতা শিশুকন্যা যোগমায়াকে লইয়া পুনঃ মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কারাগারে দেবকীর পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য।

পাঠান্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-অভিষেক, আরাত্রিক, এবং বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীনামমঙ্গল সংকীর্ত্তন হইবার পর সমবেত [illegible] সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

সমস্ত মঠগৃহ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে ও বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। বিচিত্র বসন ও পুষ্পমাল্যাদি মনোহর শৃঙ্গারে শোভিত শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ অপরূপ রূপপ্রকাশে দর্শকমণ্ডলীর নয়ন-মন হরণ করেন। পঞ্চাশ বিচিত্র উপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগ হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহ দর্শন, পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সম্মানে সকলে সর্ব্বাঙ্গে পরম আনন্দ লাভ করিয়া রাত্রি প্রায় ৯টা ঘটিকার সময় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সহরের গণ্যমান্য সকল ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠের এই উৎসব অনুষ্ঠানে ও আমন্ত্রণে সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অনেকেই উৎসবে যোগদান করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রমণ্ডলীবর্গের একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২৷৶০; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সংব্যাবয়-সহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ মাধ্বপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার প্রত্যব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিধৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

লাহোরে পিকেটিং

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, ম্যাক-লাগান কলেজে পিকেটিং চলিতেছিল। জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৩ জনের এক হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের

অপরাধ অত্র প্রথমের। তাহাদিগের বিচার পরে হইবে।

এক সময়ে ৩টি সন্তান প্রসব

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র বাগচীর বাটীতে একটি স্ত্রীলোক অবস্থান করে। সে সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটি শিশুসন্তান প্রসব করিয়াছিল। তন্মধ্যে ২টি কন্যা ও একটি পুত্র; ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুগুলি পর পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রসূতি শারীরিক কুশলে আছে।

আখাউড়ায় পিকেটীং

আখাউড়া হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেসের পিকেটিং এতদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে নূতন উদ্যমে আবার আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় দোকানদারেরা বিলাতী মাল আদৌ আনে না এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ মদ গাঁজার দোকানে আর পিকেটিং করিতে হয় না।

স্যার পুরুষোত্তম ও মিঃ জামালের লণ্ডন যাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য স্যার পুরুষোত্তমদাস এবং মিঃ জামাল মহম্মদ ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ৬ই অক্টোবর তাঁহারা লণ্ডনে পঁহুছিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুত বিরলা যিনি এখন লণ্ডনে আছেন, তিনিও বৈঠকে যোগদান করিবেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের অনশন

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের জন্য স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ দিন যাবত অনশনে রহিয়াছেন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বস্ত্র ব্যবসায়ী ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেসের সর্ত্ত গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। স্বামীজীর দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

রিলিফ কেন্দ্রে ভিড়

পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গ্রামবাসী একমুঠা চাউল আর ৮ হাতি একখানি বস্ত্রের জন্য রিলিফ কেন্দ্রে ছুটিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবার [illegible] কাহিনী শুনিবার। দেখিলে অশ্রুজল [illegible] না, শুনিলেও প্রাণটা ফাটিয়া যায়। বন্যাপীড়িতদের সাহায্য ভাণ্ডার নাম দিয়া যাহারা রিলিফ কেন্দ্র খুলিয়াছেন, তাঁহারা আর কয়েকদিন এই সকল নিরন্ন নিবস্ত্র লোকদিগের মুখের পানে না চাহিলে অচিরেই তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে।

চট্টগ্রাম কাণ্ডের তীব্র নিন্দা

বগুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে বগুড়ার জাতীয় মুস্লিম সঙ্ঘের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার মফিজউদ্দিন আমেদ এম, বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:—

১। বগুড়া জাতীয় মুস্লিম সঙ্ঘের এই সভা খাঁ বাহাদুরের আসানউল্লাকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং সভা এই মত পোষণ করেন যে, এইরূপ কার্য্যের দ্বারা দেশের মুক্তির চেষ্টা ব্যাহত হইয়া প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

২। যে সকল গুণ্ডা চট্টগ্রামের হিন্দু দোকানসমূহ লুঠ করে এবং হিন্দুদিগকে নির্য্যাতিত ও প্রহার করে, এই সভা সেই গুণ্ডা দলের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং গুণ্ডা দলের হস্তে যাহারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতি এই সভা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বাদলীতে গুলী বর্ষণ

নূতন দিল্লী হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত দিল্লীর সন্নিকটস্থ বাদলীর জেলদার ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রায় ছয়বার পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছে। কংগ্রেস কর্ম্মীর মধ্যে বালকের ভাগই বেশী ছিল। একটা সভার আয়োজন করিয়া বণিকদল তথায় যাইতেছিলেন। জেলদার গুলী চালাইয়াছে এই কথা শুনিবামাত্র দিল্লী কংগ্রেস কমিটী তাঁহাদিগের সেক্রেটারী এবং জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্তরূপ তদন্ত করিবার পর কংগ্রেস কমিটী এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতির মর্ম্ম এই যে, কংগ্রেসের সভা নিবারণ উদ্দেশ্যে জেলদার কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছেন। এই বিবরণ তাঁহারা তদন্ত করিয়া পাইয়াছিল। সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কংগ্রেস কর্ম্মীগণ জেলদারকে কোনরূপ বিরক্ত করেন নাই। জেলদার ফাঁকা আওয়াজ করা ছাড়া কংগ্রেসের লোকদিগকে গালিমন্দ দিয়াছে। কংগ্রেস কর্ম্মী তাহার কোনও জবাব দেয় নাই এবং যাহাতে কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রমিকদিগের প্রতিবাদ

গত ৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জামসেদপুর হইতে আপ্পারাও নামক একজন ক্রেণ (ভারোত্তোলনকারী যন্ত্র) ড্রাইভার তাহার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায়, ফোরম্যানের নিকট ছুটী পাইবার মানসে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করে। আপ্পার তখন অবশ্য ছুটী হইয়া গিয়াছিল। আপ্পারাও ফটকে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে এবং উত্তম মধ্যম প্রহার করে। এই ঘটনায় ফ্যাক্টরীর কারিকরদিগের মধ্যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশীতে যতীন্দ্র দিবস

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাশী হইতে প্রকাশ, কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৩ইসেপ্টেম্বর কাশীতে সহীদ যতীন্দ্রনাথ-দিবস পালিত হইয়াছে। অপরাহ্ন ৫টার সময় মানমন্দির কংগ্রেস ভবন হইতে জাতীয় পতাকার নীচে যতীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। যতীনদাস জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা সহরের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া শেষ হয়। অতঃপর সেইস্থানে ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় যতীন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মালব্যজীর জলদ গম্ভীর বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রাষ্ট্র তন্ত্র গঠন কমিটীতে গান্ধীর পরেই পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বক্তৃতা করেন। গান্ধীজী যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন, মালব্যজী তাহা সমর্থন করেন। তিনি বলেন, গোল বৈঠক বসাইবার ফলে বিশেষতঃ কংগ্রেস প্রতিনিধিদিগকে উহাতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করায় লোকের প্রাণে এইরূপ আশা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন অংশীদারের অধিকার দিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মন স্থির করিয়াছেন। ইহার কম কিছুতেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে না। এই সমস্যার সমাধান করা হইলে সকল কঠিন সমস্যারই সমাধান সহজ হইবে। ভারতের বন্ধুদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার জন্য সম্ভবমত সকল ব্যবস্থাই করা হইবে।

অষ্ট্রীয়ায় ট্রেণ দুর্ঘটনা

সে-দিবস কলোন বুদাপেষ্ট এক্সপ্রেস ট্রেণে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে একজন ইংরাজ নিহত হইয়াছে। সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তদন্তের ফলে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনায় একজন রমণীও প্রাণ হারাইয়াছেন। রমণীর নাম হিলদা ফাউলডন, নিবাস কেন্ডারসাম, পেশা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে, জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে গমন করে। সাতটি হস্তী ও সহরের সকল স্থান হইতে আগত সুসজ্জিত চৌকীগুলি এই মিছিলের সঙ্গে ছিল। সহস্র সহস্র দর্শক ও বহু মুসলমান রাস্তার মোড়ে সমবেত হয়। মিছিলে কীর্ত্তন ও ব্রজ অভিনয়েরও ব্যবস্থা ছিল। চৌকীগুলির মধ্য একখানিতে 'রাজপুতনা, জাহাজে গান্ধীজী শ্রীযুক্তা নাইডু ও পণ্ডিত মালব্যের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কংগ্রেস ময়দানে সভাধিবেশন

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে রাড়ুলী হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় কমিটীর উদ্যোগে যতীন্দ্র-দিবস পালিত হইয়াছে। একটী বৃহৎ মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং কংগ্রেস ময়দানে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।

তরবারির বলে ভারত রক্ষা

গান্ধীজী বলেন, তরবারির বলে ভারত রক্ষায় বৃটেনের যে কম ক্ষমতা আছে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু বৃটেনের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করিবে কে—দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিদ্রোহী ভারত, না সম্মানীয় অংশীদার ভারত— বিপদের দিনে বৃটিশের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সাহায্যকারী প্রয়োজন হইলে বৃটেনের সংগ্রামে যোগদানকারী ভারত? তবে, সে সংগ্রাম পরদেশ শোষণের জন্য নহে, সমগ্র জাতির

Reg No C.1544

টেলি— নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।০
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

গুরুতররূপে আহত

গাড়োয়ানের সহিত পিয়নের গোলযোগ

দিবালোকে চুরি

খুনী আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ

সাপে কাটায় মৃত্যু

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন

তরুণ দেশকর্ম্মীর মৃত্যু

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

মালব্যজীর বক্তৃতা

কংগ্রেসকর্ম্মীদের মামলা

নানা কথা

গুরুতররূপে আহত

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুত কৃষ্ণপদ দত্ত হিজলী হইতে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজবন্দী শ্রীযুত গোবিন্দপদ দত্ত ও শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯.৩০ মিনিটের সময় হিজলী বন্দি শিবিরে বন্দুকের গুলীতে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

গাড়োয়ানের সহিত পিয়নের গোলযোগ

পশু ক্লেশ নিবারণী সভার কয়েকজন পিয়ন যখন কয়েকটী গরু ও মহিষ লইয়া পশু চিকিৎসালয়ে যাইতেছিল তখন প্রায় ৩০ জন গাড়োয়ান তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে, তিন জন পিয়ন আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয়।

এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

খুনী আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ

দৌলতপুর হইতে প্রকাশ, বেলকুচি থানার অন্তর্গত আলিগাকান্দি সোটকা সেখের খুনের আসামী ভাদু বাছু আফিজল ও আদেল সরকার পাবনা দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

তরুণ দেশকর্ম্মীর মৃত্যু

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, অভয় আশ্রমের তরুণ কর্ম্মী বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী ম্যালেরিয়া রোগে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হইয়াছে।

সাহাজাদপুর থানার অধীন শিবপুর গ্রামের সুধন প্রামাণিক ক্ষীরোদলাল ফৌজদারের স্ত্রীকে তাহার জীবিতাবস্থায় বিবাহ করিয়াছে। প্রকাশ, ক্ষীরোদ নাকি বিবাহের পর তাহার স্ত্রীকে বহুদিন ধরিয়া বাড়ীতে রাখিত না, খোরপোষও দিত না। কিন্তু সুধনের সহিত দ্বিতীয় বার বিবাহের পর সে ফৌজদারীতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে। মামলার শুনানী চলিতেছে।

দিবালোকে চুরি

পাঁশকুড়া হইতে প্রকাশ যে, এই অঞ্চলে চুরির মাত্রা বড়ই বাড়িয়াছে। কোলাঘাট অঞ্চলের দেউলিয়া এম, ই স্কুলে কয়েকদিন হইল এক চুরি হইয়া গিয়াছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ৯ ঘটিকার সময় উপরে জনৈক স্ত্রীলোকের পাঁশকুড়া বাজারের বাড়ী হইতে উক্ত স্ত্রীলোকের অনুপস্থিতিতে কয়েকজন চোর সাত শত টাকা লইয়া গিয়াছে। দুইজন লোক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। তাহারা জামিনে খালাস আছে।

সাপে কাটায় মৃত্যু

৪।৫ দিন হয় আলগীবর গ্রামের সেক কিতাবউদ্দিনের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোণ্ডাগ্রামে ডাকাতি

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন হইল নবাবগঞ্জ থানায় কোণ্ডাগ্রামে শ্রীযুক্ত মনমোহন সাহার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এগার শত টাকা ও ৫০১৬০ টাকার অলঙ্কার লুণ্ঠিত হইয়াছে এপর্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই। ডাকাতদল নাকি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

বিলীন হওয়াই ব্রহ্মবাদিগণের মতে চরম সিদ্ধি—মুক্তি লাভ। কিন্তু এখানে অসুবিধা এই—ব্রহ্মে লীন হইলে জীবের স্বাভাবিক চেতন ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া জীবের আত্মবিনাশ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব "ব্রহ্মে বিলিন হওয়াই চরমসিদ্ধি" এই মতটী অবৈজ্ঞানিক এবং জীবের পক্ষে চরম সিদ্ধি হইতে পারে না।

অতএব আশ্রয়ের অভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামে পূর্ব্বোক্ত ভক্তিলতার স্থিতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাধক বিশেষ যত্ন সহকারে শ্রবণ কীর্ত্তন-রূপ জলসেচন করিতে থাকিলে ভক্তিলতা এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা ঐশ্বর্য্য প্রধান সবিশেষ ধাম বৈকুণ্ঠ বা নারায়ণ ধামে পৌঁছে; কিন্তু এখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চরসের অবস্থিতি নাই, মাত্র সার্দ্ধদ্বিরস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, এবং গৌরব সখ্যের অবস্থিতি। গো, বেত্র, বিষান, বেণু শান্ত রসের, পত্রক, চিত্রক, রক্তক দাস্য রসের এবং অর্জ্জুন সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ গৌরব সখ্যের অধিকারী। কারণ নারায়ণ ধাম ঐশ্বর্য্য-প্রধান এখানে নারায়ণে যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ছয় গুণ অবস্থিত। এখানে সাধক সর্ব্বদাই সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া শ্রীনারায়ণে ভক্তিবিধান করিয়া থাকেন। —ভক্তিলতা বৈকুণ্ঠ বা নারায়ণ ধাম অতিক্রম করিয়া গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকল্পবৃক্ষের পাদমূলে পৌঁছিলেই প্রকৃত আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে অবশিষ্ট সার্দ্ধ দ্বিরস যথা বিশ্রম্ভ সখ্য, যেমন শ্রীদাম, সুদামাদি ব্রজ রাখালগণের সেবা; বাৎসল্য যেমন নন্দ, যশোদা প্রভৃতির সেবা এবং মধুর যেমন ব্রজগোপীগণের সেবা অবস্থিত; অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনে সাধক পূর্ণভাবে পঞ্চরসে ভজন করিয়া থাকেন।

জীবের অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্ত বা স্বরূপে অবস্থিতি হওয়ার পরেও প্রকৃত ভজন আরম্ভ হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নহে। তখনই ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থরূপ প্রেমদান করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ

সদ্বার্ত্তা ও অসদ্বার্ত্তা

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু চরম মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ প্রথমেই ঐ সকল বার্ত্তার গূঢ় অভিসন্ধি কি তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন; আর ভুক্তিমুক্তি পরায়ণ জনগণ সদ্বার্ত্তা ও অসদ্বার্ত্তাকে একই পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া সদ্বস্তুর পরিবর্ত্তে পূতিগন্ধময় নিরয়গর্ত্তে পতিত হওয়াকেই মঙ্গলজনক মনে করেন।

সাধু মহাজনগণ এবং প্রমাণ শিরোমণি ভাগবত শাস্ত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বদা তারস্বরে ইহাই কীর্ত্তন করিতেছেন যে, পরমমঙ্গলময়-পূর্ণ শ্রীঅচ্যুত-গাথা ভিন্ন শ্রীঅচ্যুতের সেবা হয় না। সেবা-সম্বন্ধীয় পাবন কাহিনী ভিন্ন বহির্ম্মুখ বিশ্বাকাশের সমুদয় শব্দতরঙ্গ একান্তই অসদ্বার্ত্তা। ঐ সকল কথাগুলি আমাদের ভ্রান্ত উৎপাদন পূর্ব্বক স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য স্বৈরিণী যোগ্য পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া জনবিমোহিনী রাগিণী আলাপন করিতেছে; কত মায়া কৌশলে বিচিত্র 'হাব ভাব' প্রকাশ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

নিখিল জীবের মহোপদেশক শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপাদ গাহিয়াছেন—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ

মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ

কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু

কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতি মিতো

ব্যোমনয়নীং

ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ

ত্বং ভজ মনঃ॥

অসতী বারনারীগণ যেরূপ মানবকুলকে প্রলোভনে পতিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের ধন বিত্তাদি সমুদয়ই আত্মসাৎ করে, সেইপ্রকার কৃষ্ণবার্ত্তা-লেশশূন্য অসদ্বার্ত্তারূপ অসতী নারীও জীবের কৃষ্ণ-সেবা-সম্বন্ধিনী সুন্দর চিত্তবৃত্তিকে হরণ করিয়া লইয়া, মহোল্লাসের সহিত মায়াদেবীর আদেশ পালন করে। ভুক্তি-কথা মানুষকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া দেয়; আবার মুক্তি-কথা ব্যাঘ্রিণীও কম দুষ্টা নহে; সে সবিশেষ চতুরা; তাই জীবকুলকে একবার তাহার সন্নিহিত করিতে পারিলে জীবের যাহা কিছু সম্পত্তি কলই তাহার বিশাল বদনবিবরে নিক্ষেপ করে। সংসার-মরুতপ্ত আমরা অনেক সময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের কথিত 'ত্রিতাপ-জ্বালা-নিবৃত্তি' 'সংসার মোচন' ইত্যাদি মনোরম কথাতে মুগ্ধ হইয়া শান্তি ও শুভ সুশীতল ছায়ার আশায় মুক্তিব্যাঘ্রীর কবলে আত্মসমর্পণ করি; কিন্তু তাহাতে কি লভ্য হয়? আত্মার সঙ্গে সম্পত্তি যে কৃষ্ণানুরাগ তাহা হারাইয়া চরমে শুষ্ক প্রস্তরাদির ন্যায় অনুভূতি রহিত একটা নিশ্চল অবস্থা—যাহার অপর নাম 'আত্মহনন' সেই নির্ব্বিশেষ অকল্যাণ লাভ হয়। জীবের পরম কল্যাণ-কামী গৌর-প্রেষ্ঠ মহাজন-প্রবর মুক্তি ও ভুক্তি এই উভয় কথা ত্যাগ করিয়া এমন কি বৈকুণ্ঠপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা কথাকেও সর্ব্বোত্তম কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন নাই; কারণ, বিধিমার্গে সম্ভ্রম জ্ঞানের সহিত লক্ষ্মী-নাথের উপাসনায় প্রবিষ্ট হইলে মর্য্যাদা পথের পথিকগণের না হয় পরব্যোম লাভ হয় কিন্তু পরমমাধুর্য্যময় শ্রীব্রজধামের পরমপ্রেষ্ঠা ললিতাদি সখিগণের শ্রীচরণ-গত্যে ব্রজ নব-যুবদ্বন্দ্ব সেই চিন্ময় কিশোর কিশোরীর প্রেম-সেবা-প্রাপ্তি ঘটে না। উন্নত উজ্জ্বল প্রেম-ভক্তি-রস-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদীয় প্রিয় পার্ষদ গোস্বামীবর্গ, শ্রীমদ্বৃন্দারণ্যের চিল্লীলা-মিথুন-যুগলের প্রীতি সেবাকেই জীবের চরম গতি, সর্ব্বোত্তম লাভ-পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অতএব মর্য্যাদা বিচারে পরব্যোম-পতি লক্ষ্মীনারায়ণের সেবাভিলাষের অপেক্ষাও পরমাশ্রিতের কথা—এই অতি মধুরতম রাধাকৃষ্ণ রতির কথা। যদি আমরা ভোগের অভিলাষ-যুক্ত বাগ্বৈখরিতে মুগ্ধ হই, যদি আমরা মুক্তি-কথার বহুমানন করি, এমনকি পরমধাম বৈকুণ্ঠ-কথাতেও যদি আসক্ত হইয়া পড়ি তবে অপূর্ব্ব চিদ্বিলাস মধুরিমাপূর্ণ নিত্য নবনবায়মান সেবা বিচিত্রতা যুক্ত পরম-সম্পদ্-শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব।

অন্যকথা আমাদিগকে বহির্ম্মুখতার কলুষ স্রোতে নিক্ষিপ্ত করে, আর গৌড়ীয়-গণের রাধাকৃষ্ণ সেবাময়ী কথা আমাদিগকে অলৌকিক চিৎস্বরূপযুক্ত অনন্ত অক্ষয় সুধা ভাণ্ডারের সন্ধান দান করে।

গৌরপ্রিয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অকপট শরণাগতি না হইলে আমরা পরম-শুভদা সেবা-সুরধুনীর অখিল তাপনাশিনী মৃদুমধুর-কলধ্বনি শুনিতে পাইব না; ইতর কথাকেই কৃষ্ণকথা বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। তাই সর্ব্বাগ্রেই সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীআচার্য্য-চরণারবিন্দে নিষ্কপট অন্তরটিকে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা তখন তদীয় কৃপাশীষে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সদ্বার্ত্তা ও অসদ্বার্ত্তার, সাধুর ও অসাধুর, কামের ও প্রেমের, ভক্তের ও ভাক্তের, সেবার ও ভোগের পার্থক্য জানিতে পারিব। এই শব্দতরঙ্গময়ী বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কত গান, কত ক্রন্দন, কত ছন্দ, কত নৃত্য, কত অভিনয় চলিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ-গাথার মত সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী, পরমশান্তিময়ী সেবা-রাগিণী আর কোথায়? আর যিনি জগজ্জীবের বেদনামূল উৎপাটন করিবার জন্য হরিগুণ গানেই জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় মহোপকারক দাতাশ্রেষ্ঠই বা আর কোথায়?

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

সীমন্তদ্বীপ

(২)

পশুপতি পার্ব্বতীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—'তুমি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার অংশ সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এ গুহ্য রহস্য বলিব। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া কৃষ্ণ এবার কলিকালে "মায়াপুরে" মিশ্রভবনে শচীগর্ভে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। তুমি কালবিলম্ব না করি। তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক "শ্রীগৌরমন্ত্রে" একাগ্রমনে তাঁহার তপস্যা কর। তপস্যা-প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। ধূর্জ্জটীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী দেবী এই সীমন্তদ্বীপে আসিয়া কঠোর তপশ্চরণপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের দর্শন পাইয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে যথা—

কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতরিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া॥
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান॥
প্রেমে গদ গদ বাক্য কহে গৌর রায়।
বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায়॥
জগতের প্রভু-পদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি॥
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগতজীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন॥
তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিলে মোরে পতিতপাবন॥
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া।
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া॥
লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাহি তথা।
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা॥
কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নিরাশ॥
এত বলি শ্রীপার্ব্বতী গৌর পদধূলি।
"সীমন্তে" লইল সতী করিয়া আকুলি॥
সেই হতে 'শ্রীসীমন্তদ্বীপ' নাম হৈল।
সিমুলিয়া বলি অজ্ঞ জনেতে কহিল॥

শ্রীভাগবত গাহিয়াছেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২॥৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকোপেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি চিত্রাবলী সহ বঙ্গে-উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

জৈবধর্ম্ম

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র এতাদৃশ মন্থনফলে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই গ্রন্থকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যাবশ্য; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়ের পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সদাচারের সমোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সম্যক ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সং নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। বাঙ্গালা ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াশ্রিত শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন স্থিত মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমন্বিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। ঝাড়বিকাওগ্রাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নিকাহন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সাধুজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা রোগে আসন্ন মৃত্যু

বেগুয়া ক্ষেত্রের অধীন কাছারীখোলা গ্রামের এক পরিবারের ছয়টি ভাই কোন আহার্য্য দ্রব্য না পাইয়া কিছুদিন কলার থোড় সিদ্ধ ও গাছের পাতা সিদ্ধ খাইয়া পাকস্থলীতে নানা রূপ রোগে আক্রান্ত হন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের একজনমাত্র [illegible] কিছুদিন যাবৎ কিছু না খাইয়া থাকে, পথের পথিক

[illegible]র নিকট আমাদের এখানে আসিতেছে।

কালীমূর্ত্তি অপবিত্র

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ যে, ফেণী মহকুমার সেনেরখিল নামক স্থানের শ্রীযুত শশিভূষণ গুপ্ত চৌধুরীর গৃহে কালীমূর্ত্তি অপবিত্র করিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে কয়েক জন লোক জানালা দিয়া গোপনে জয়কালী মন্দিরে প্রবেশ করে এবং ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত চন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজা জয়কালীর বিগ্রহ অপবিত্র করে। দুর্বৃত্তগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারের কোন ক্ষতি করে নাই।

পাটনা বোমার মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, সেসন জজ রায় বাহাদুর এস, মুখার্জ্জীর এজলাসে পাটনা বোমার মামলায় সম্পর্কে ইন্সপেক্টার অজিতকুমার গাঙ্গুলী এবং সাব ইন্সপেক্টর এম, এ, কদরুল হকের জবানবন্দী ও জেরা হইয়াছে। সাব ইন্সপেক্টার অভিযুক্তদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ম্যাকলাগান কলেজ ঘটনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ম্যাকলাগান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৫৯ জন ধর্ম্মঘটকারীর মধ্যে ৩৬ জন পুনরায় কলেজে যোগদান করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট ফরমে নাম স্বাক্ষর করার পর উহাদিগকে কলেজে পুনরায় ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় আর পিকেটিং হয় নাই।

মালব্যজীর বক্তৃতা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে প্রকাশ, অপরাহ্নে সংঘটিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাপক সভার উপসমিতিতে কি ভাবে নির্ব্বাচন ব্যাপারের সমাধান হইবে, তাহা অবিলম্বে দীর্ঘ বাদানুবাদ চলে। সেদিনকার সভায় মালব্যজী মিঃ হাকেসন, শ্রীযুক্তা সুব্বারায়ন শ্রীযুত যোশী বক্তৃতা করেন। শ্রমিকদিগের দাবীর কথা তুলিয়া শ্রীযুত যোশী বলেন যে, সাম্প্রদায়িক ভোট দিবার প্রথা হইলে শ্রমিক দলের জন্য স্থান স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার আবশ্যক হইবে না।

শ্রীযুক্তা সুব্বারায়ন বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতের নারীদিগের বহু প্রতিষ্ঠান নারীদিগের জন্য সংরক্ষণ অধিকার প্রার্থনা

যোগ্যতায় ব্যবস্থাপক সভাদিতে আসন লাভ করিতে বাসনা করেন। কিন্তু এতদর্থে পুরুষদের সহিত তাঁহাদের সম অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তবে তাঁহার মত এই যে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে স্বার্থ সংরক্ষণ আবশ্যক।

মালব্যজী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, দায়িত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অতঃপর সভায় লর্ড স্যাঙ্কি বক্তৃতা করেন।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

পাটনা হইতে প্রকাশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জন আসামী অসম সাহসিকতা সহকারে পুনঃ পুনঃ পলায়নের চেষ্টা পায়। বাড় হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বন্দীদিগকে লাহোর হইতে কলিকাতায় আনা হইতেছিল। মোকামের সন্নিকটে উহারা চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

উহাদিগকে পরে গ্রেপ্তার করিয়া পাটনায় আনয়ন এবং পাটনা হইতে বিচারের জন্য বাড়ে প্রেরণ করা হয়। বিচার মুলতুবীর পর বন্দীদিগকে যখন পুনরায় পাটনায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন উহারা পুলিশের হস্ত এড়াইয়া এবং হাতকড়া ও বেড়ী ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়। বন্দীদের ৫ জনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ২ জনের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

ডাইনী হত্যা

পাটনা হইতে প্রকাশ, ভাগলপুরের দায়রা জজ করণটুডা নামক জনৈক সাঁওতালকে নরহত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টের অবসরকালীন বিচারপতি জাষ্টিস জেমস ও জাষ্টিস খোজা মহম্মদ নূরের এজলাসে আপীল করা হইয়াছে। হত্যাকারী [illegible]বিদ্যার প্রভাব এড়াইবার জন্য হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সরকার পক্ষের বিবরণ এই যে, আসামী শৈবর স্ত্রী কোমাকে হত্যা করে। আসামী-পক্ষ হইতে বলা হয়, নিহত স্ত্রীলোকের স্বামী শৈবর একটি ভাই ছিল। হত্যার কয়েক মাস পূর্ব্বে এবং শৈবর বিবাহের এক মাস পরে তাহার ভাইয়ের মৃত্যু হয়। শৈব একদিন গ্রামের গুরু জগরু নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করে। জগরু শৈবকে বলে যে, তাহার স্ত্রী ডাইনী, এ ডাইনীর কু-প্রভাবেই তাহার ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া শৈব কুঠার দ্বারা তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে। শৈব অভিযুক্ত হইতে কুঠার চাহিয়া লয়। আসামীর কাউন্সেল ইহাও বলেন যে, কু-সংস্কারাপন্ন করণ হয়ত তাহার গ্রামকে ডাইনীর কু-প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য শৈবর স্ত্রীকে হত্যা করিয়া থাকিবে। রায় এখনও দেওয়া হয় নাই।

মহিলা দর্শকের হঠাৎ মৃত্যু

মিস নোনা নোল্যান নাম্নী জনৈকা ভারতবাসী ইংরাজ মহিলা গত বুধবার সিনেমা অভিনয় দেখিবার সময় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মিস নোনার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর।

অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় যে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে, রমণী সেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন পুরুষ বন্ধু ছিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইবার দশ মিনিট পরে দেখা যায়, রমণী তাহার মাথাটি পুরুষ বন্ধুটির স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছেন। পুরুষটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখেন, রমণীর প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

একজন ডাক্তার কিছুদিন ধরিয়া রমণীর হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মিস নোনা হৃদ্‌রোগেই মারা গিয়াছেন।

রমণী স্থানীয় একটা ফারমে চাকুরী করিতেন। তিনি বুধবার অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে চাকুরী করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সভার অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঐ সভায় কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলী রবীন্দ্রকে একটি সম্মানজনক উপাধি প্রদান করিবেন।

গান্ধীজীর ছুটী যাপন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী এই সপ্তাহের শেষে কি করিয়া কাটাইবেন? বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে লইয়া তাহাদের সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সহরের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে যে, কে গান্ধীজীকে অগ্রে তাহাদের সহরে লইয়া যাইবে।

রাজ-মন্ত্রীর পরলোক গমন

আগরতলা হইতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান মহারাজার মন্ত্রী ও প্রপিতৃব্য কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মবাহাদুরের মৃত্যুতে রাজ্যের অন্তর্গত আদালত, স্কুল ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিবার জন্য মহারাজা আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ দে এবং কেদারনাথ মজাদার নামক দুইজন স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছে, ১৯শে সেপ্টেম্বর তাহার শুনানীর কথা ছিল। কিন্তু পুলিস অভিযোগ দাখিল করিতে না পারায় মামলা ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

যমুনার জল বৃদ্ধি

পাবনা হইতে প্রকাশ যে, আবার যমুনার জল বাড়িতেছে। অকস্মাৎ জলবৃদ্ধি হওয়ায় নূতন রোপিত ধান্যের চারাগুলির সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আমন ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এইরূপভাবে জল বাড়িতে থাকে তাহা হইলে কৃষকদিগের শেষ সম্বল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৩৮, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

বৃদ্ধার অপমৃত্যু

গান্ধীজীর স্থান পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা

ল্যাঙ্কাশায়ারে গান্ধীজী

ক্যাণ্টারবেরির ডীনের সহিত অবস্থান

ভারতের ভবিষ্যৎ

রাজবন্দীদের প্রায়োপবেশন

গোলটেবিলে যোগদান

ট্রেণে শ্বেতাঙ্গ হত্যার মামলা

মুকদেন নগর অধিকার

বাঙ্গালার বন্যা ও স্থানীয় সাহায্য

নানা কথা

বৃদ্ধার অপমৃত্যু

প্রকাশ যে, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সাপুকরুণ গ্রামের নদীয়া চাঁদের মাতা দুঃখ এবং রোগের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। উক্ত বৃদ্ধার বয়স ৯০ বৎসর।

রাজবন্দীদের প্রায়োপবেশন

রাজবন্দীদের প্রায়োপবেশন এখনও চলিতেছে। তাঁহারা নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য যে দাবী করিয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়োপবেশন চলিতে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রায়োপবেশনকারী শ্রীযুক্ত শান্তিহারী চক্রবর্ত্তীর (কৃষ্ণনগরের) অবস্থা উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশার কারণ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ল্যাঙ্কাশায়ারে সাইবার আগে গান্ধীজী বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী হন। বিদেশী অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া কেবল ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় বাজার হইতে দূর করিবার মতলবে ভারতে জোর প্রচার হইতেছে—একথা গান্ধীজী অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমস্ত বিদেশী বস্ত্রই বয়কট করা হইয়াছে, তাহারই ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। প্রধানতঃ এ দুর্দ্দশার মূলে কিন্তু জাপান সমস্তই খুব সুবিধা করিয়া নিয়াছে তবে ভারতের লোকের সামান্য প্রয়োজনের জিনিষ কিনিবার ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে।

মুকদেন নগর অধিকার

টোকিও হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতে জাপানী সৈন্য সিবিফিল্ডের অস্ত্রাগার ও মুকদেন সহর অধিকার করিয়াছে। ৪৫০ জন চীনাকে তাহারা বন্দী করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান স্থানগুলি তাঁহারা অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, একদল জাপানী সৈন্য সিং-টাও নামক স্থানে অবতরণ করিতেছে।

ক্যাণ্টারবেরির ডীনের সহিত অবস্থান

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৯ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইবে সেই সপ্তাহ শেষে গান্ধীজী ক্যাণ্টারবেরির ডীনের সহিত অবস্থান করিবেন। এই সংবাদে সকলের মনে বিশেষ কৌতুহলের সঞ্চার হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদের আর একটু গর্ত্তান্তর ব্যঞ্জনা আছে। সংবাদে প্রকাশ, শৈলশিখরের উপদেশের প্রতিমূর্ত্তি গান্ধীজীর সহিত এ্যাঙ্গলিক্যানচার্চের কর্ত্তা ডাঃ ডেভিডসনের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা চলিতেছে।

চুরি

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কান্দীর শশীভূষণ জমাদারীর বাটীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা একটি ঘর হইতে দুইটি বাক্স বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই বাটীর এক নিভৃত প্রান্তে বাক্স দুইটা ভাঙ্গিয়া উহা হইতে নগদ টাকা, কাপড় প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার বন্যা ও স্থানীয় সাহায্য

কাশী হইতে সাহায্য রজনী অভিনয়ের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে চারিশত টাকা ও কাশী বিবেকানন্দ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক দুইশত টাকা এদাবৎ বন্যা পীড়িত বঙ্গ বাঙ্গলায় প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট একশত টাকা পাঠান হইয়াছে। দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত প্রবেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাস এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা ম্যাজিক লণ্ঠনে বক্তৃতা দিতেছেন এবং ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সহযোগে বন্যার সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আগামী শুক্রবার এতদ্ উদ্দেশ্যে ইউ-রোপীয়ান ও বাঙ্গালীদের মধ্যে চারটী ফুটবল ম্যাচ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার ১৭৩৬ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার বৈকালে ২॥০ ঘটাকাল ধরিয়া শ্রীগৌড়ীয় হাসপাতালে ভব-রোগের ভিষক্‌রাজ শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের সুদূর প্রদেশ মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত এবং কলিকাতাবাসী কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তির নিকট অজস্র-ধারায় ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিনামামৃত অকাতরে বিতরণ করিতেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ, উকীল শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায়ণ আয়ার, শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার, শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য এবং একের লঘুত্ব ও অপরের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটী সুষ্ঠু বিচার প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, পাপ কেবলমাত্র নৈতিক নীতিকে উল্লঙ্ঘন (transgressing of civic rules) করাকেই লক্ষ্য করে, কিন্তু অপরাধ জিনিষটী এত লঘু নহে। অপরাধ জীবের চিন্ময় আত্মা সম্বন্ধীয় ব্যাপার। অতএব পাপ হইতে অপরাধের গুরুত্বই অধিক। পাপ সহজে দূর হইবার যোগ্য হইলেও অপরাধ সহজে দূর হয় না। অপরাধ বিচারে শ্রীল প্রভুপাদ নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতির কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, নিত্যমঙ্গলপ্রয়াসী জীবের পক্ষে ঐ সমস্ত অপরাধ হইতে সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

হরিদাস বাবু প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কেবল ভক্তির কথাই বলিলেন, তবে কর্ম্মটা কি কিছুই নয়? মানুষ দেহযাত্রার জন্য কি কর্ম্মও করিবে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

'নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥'

—অর্থাৎ ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয় সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ প্রাণধারণের কোন মূল্যই নাই।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥'

—অর্থাৎ হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন; এই বৈধী-ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। অতএব দেহযাত্রার জন্য যে কর্ম্মের কথা আপনি বলিলেন তাহা যদি হরিভজনের উদ্দেশে কৃত হয়, তবেই তদ্দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সংঘটিত হয়, নচেৎ তাহা যদি নিজের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য কৃত হয়, তাহাতে জীবের নরকের পথই প্রশস্ত হয় মাত্র।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যখন কর্ম্মফল আমি পাইব এরূপ আশান্বিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই কর্ম্ম তাহার বন্ধনস্বরূপে পরিণত হয়; কিন্তু সেই কর্ম্ম যখন শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহা কর্ম্ম না হইয়া ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ।' বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যাবতীয় কর্ম্মই জীবের বন্ধন স্বরূপ।"

এইরূপ প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় আচার্য্যত্রিক প্রভু একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিলেন। ভদ্রলোকটী আসন গ্রহণ করিয়া প্রভুপাদকে বলিলেন, 'দীর্ঘকাল পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি দর্শনীক্ষেত্রে আপনার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া অনেককে আপনার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলাম। এখানে আপনার নিকট আসিয়া আমি যেন এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। কোথায় আমাদের পঠদ্দশায় সেই বাল্যজীবন, আর আজ কোথায় আপনি এবং কোথায় বা আমি। আপনি আজ বিশ্বে—এই অচৈতন্য বিশ্বে, যে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্লাবন আনিয়াছেন, তাহাতে শুধু 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়' কেন, আজ সমগ্র বিশ্ব সেই প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জড়ভোগোন্মত্ত জীবকুলকে আজ আপনি কৌশলে প্রদর্শনদ্বারে আকর্ষণপূর্ব্বক নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় প্রেমামৃত গলাধঃকরণ করাইয়া দিতেছেন।"

অমানী মানদ বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনি নব মাতৃক ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।" শ্রীল প্রভুপাদের সহাধ্যায়ী ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটী বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক পরমানন্দিত চিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের অভিনব কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিতে করিতে সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলে শ্রীল প্রভুপাদ আবার অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তনে

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

ভক্তির বিষয়াশ্রয়-ভূমিকা

(৭)

কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ, তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিন পাদ বিভূতি এবং জড়জগতে এক পাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দ-ভুবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল, নারায়ণচন্দ্র তথায় রাজরাজেশ্বর, অনন্তচিদ্বিভূতি-দ্বারা তিনি পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিগণ স্বকীয়া স্ত্রীরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন, স্বকীয়া পুরবনিতা অর্থাৎ দ্বারকার মহিষীগণ যথাস্থানে সেবা তৎপর। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমাথুরমণ্ডলের অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকটলীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকটলীলায়—গোলোক। গোলোকস্থ বিপ্রলম্ভ-শান্তের আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যামুন তট, বংশী, কদম্ব প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বিপ্রলম্ভভাবময় দাস্তের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি এবং বিষয়—একমাত্র নন্দ নন্দন কৃষ্ণ। বিপ্রলম্ভভাবময় সখ্যের আশ্রয়—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—নন্দকুমার। বিপ্রলম্ভভাবময় বাৎসল্যের আশ্রয়—নন্দ, যশোমতী উপানন্দ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—নন্দগোপাল। পারকীয় মধুর রসের আশ্রয়—শ্রীমতী রাধিকা ও ব্রজবনিতাগণ এবং একমাত্র বিষয়—নন্দনন্দন কৃষ্ণ।

অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা শ্রীগৌর সুন্দর ভক্তিলতার আরোহণের সীমাপরাকাষ্ঠার কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥
(উপদেশামৃত ৯ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে অচিন্ত্য অজত্বের বিপরীত ধর্ম্ম প্রকাশকারী মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, সেই বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কাম-কেলি-স্থান বলিয়া গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, গোবর্দ্ধনের সন্নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-প্রান্তে বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত না করিয়া থাকেন?

যখন সাধকের ভক্তিলতার বীজ ক্রমে ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি নিকটে কোন বিষ্ণুভক্তের চরণে নিন্দাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লতার মূলশাখা বৃদ্ধি না পাইয়া ভোগ-বাঞ্ছা, মোক্ষ-বাঞ্ছা, জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, জড়ীয় বিষয়-লাভেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ -মত্তহস্তীর ন্যায় লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বা লতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে। তাহাতে সমস্ত পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমেই উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে লতা রসাচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রপক্ব প্রেমফল প্রদান পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনজল সেচনকারী মালীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

নাম শ্রবণে অধিকারী কে?

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ করা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম একটী অপরাধ। যাঁহারা অর্থাদির লোভে যাহাকে তাহাকে হরিনাম দান করেন তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের মুখোচ্চারিত শব্দকে শুদ্ধনাম বলা যাইতে পারে না, তাহাকে নামাক্ষর বা নামাপরাধ বলে। নামাপরাধ ফলে ধর্ম্ম, অর্থ কামাদি লাভ হইলেও কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ হয় না। ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়। অতএব সজ্জনগণ অশ্রদ্ধাবানজনকে প্রথমেই হরিনামোপদেশ না করিয়া তাহাদের যাহাতে শ্রদ্ধোদয় হয় তজ্জন্য যত্ন করেন, অর্থাৎ তাহাদের প্রাণ, অর্থ, কায়া বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা কলে-কৌশলে হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবার কার্য্য করাইয়া লন; তদ্দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন সেই জীবের হরিনাম শ্রবণের অধিকার হয়।

কোন কোন কপট ব্যক্তি যখন যে সভায় যান তখন কপটতামূলে সেইরূপ ভাব প্রকাশ করেন অর্থাৎ ভক্তের নিকট যাইয়া দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া খুব নৃত্য করেন, আবার পরক্ষণেই অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া ভক্তির নিন্দা করেন ও ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করেন; সেইরূপ কপটীগণকে শ্রদ্ধাবান বলে না। তাঁহারা ঐপ্রকার আচরণ দ্বারা ভক্তির চরণে অপরাধ করেন।

প্রভু বলে এ বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথায় মিশায়॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়।
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হইতে বড় আছে ইহা যে বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেকে ইহার হৈল দরশন বাধ॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অঃ

"কৃষ্ণভক্তি করিলেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" এই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার নাম শ্রদ্ধা। এইপ্রকার শ্রদ্ধা যাঁহার হইয়াছে তাঁহাকেই শ্রদ্ধাবান বলে তিনিই হরিনাম শ্রবণের অধিকারী।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

যৎকিঞ্চিৎ

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, এম্‌-এ)

আমরা নিজদিগকে রূপানুগ পথের পথিক বলিয়া খুবই অভিমান করি। সুতরাং আমরা সকলেই 'রাগমার্গের' অধিকারী ও অনুসরণকারী (?) বিশেষ কোন বিধির বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু রূপানুগ সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু স্বয়ং 'উপদেশ' করিয়াছেন,—
'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ
প্রসিধ্যতি॥'

উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন সঙ্গত্যাগ সদাচার—ছয় ভক্তির সাধন॥

কিন্তু আমরা সকলে শতকরা প্রায় শতজন রাতারাতি 'মহাভাগবত' হইয়া পড়িয়াছি! শ্রীল রূপগোস্বামীর 'উপদেশামৃতের' অধিকার ছাড়াইয়া গিয়া তাঁহার জীবকল্যাণসাধন-প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি!

শাস্ত্র ও গুরুমুখে শুনিয়াছি—'মহাভাগবত' কোটি মুক্তমধ্যেও এক জন দুর্লভ আর শতকরা প্রায় শতজনই বদ্ধজীব এবং বিধির অধীন ও বৈধমার্গের অধিকারী আমরা কিন্তু এমনই হতভাগ্য আত্মপ্রবঞ্চক যে আমরা সকলেই মহাভাগবত সাজিতে ব্যস্ত, এবং মহাভাগবত (?) সাজিয়াই বসিয়াছি! বিধির কথা আলোচিত হইলেই কাহারও মুখখানি ম্লান, কাহারও মুখখানি ক্রোধে আরক্তও হয়। মহাভাগবতের (?) আচরণের বিচার করিতে যাওয়া এবং তাঁহাকে বিধির গণ্ডীর মধ্যে আনয়নের চেষ্টা পাষণ্ডতামাত্র, কেবল নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করা মাত্র—এইরূপ বলিয়া নিষ্কপট আলোচনাকারীকেও জব্দ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হই না! বিধিপালন ত দূরের কথা, বিধির প্রয়োজন স্বীকার করিতেও আমরা কুণ্ঠিত।

'মহাভাগবত' সাজিতে গিয়া যে দুর্দ্দৈবের আবাহন, তাহার ফলভোগী কি কেবল আমরা নিজেই? তাহা নহে। নিজের কপাল ত' পুড়িয়েই, ইহাতে পরেরও সর্ব্বনাশ করিতেছি। আত্মপ্রতারণা ও পরপ্রতারণা দুইই যুগপৎ সাধন করিতেছি। যাহারা আমাদের অনুকরণপূর্ব্বক এখনও মহাভাগবত (?) সাজিবার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস অবলম্বন করিতে পারে নাই, ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য কিঞ্চিৎ দুরাকাঙ্ক্ষা (?) ও সরলতা এখনও হৃদয়ে পোষণ করে, আমাদিগকে আদর্শ মনে করিয়া আমাদের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের সর্ব্বনাশের জন্যও আমরা দায়ি নহি কি? কারণ অনুগামিগণ স্বভাবতই অনভিজ্ঞ কোমলশ্রদ্ধ এবং বিচারে অনিপুণ। কিন্তু তখনও আমরা পিছু হটিবার পাত্র নহি। অমনি ইহার সোজা উত্তর দিয়া বসিব—'তাহারা আমাদের মত মহাভাগবতকে চিনিবার অক্ষমতা লইয়া এবং বঞ্চিত হইবার দুর্দ্দৈব লইয়াই জন্মিয়াছে। তাহারা ত বঞ্চিত হইবেই'। আর আমরা যেন তরিয়াই যাইতেছি! হায়রে আত্মবঞ্চনা!

'উপদেশামৃতের' উপদেশ কি কেবল পরকেই উপদেশ করিবার জন্য থাকিবে? নিজেরা কার্য্যে কিছুই অনুসরণ না করিয়া, শুধু ভক্তিপ্রতিকূল নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলির অনুষ্ঠান করিতে গেলে, তাহাতে অনুকূল বিধিসকলের অনুষ্ঠানের সমধিক প্রয়োজনীয়তাই ব্যতিরেকভাবে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। অনুকূল অনুশীলন চাই। আচার চাই অন্যথা কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বাচালতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। অনুকূল অনুশীলনের জন্য বলদেবের চিদ্বল প্রয়োজন। সেই বল, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যমের জন্য অকপটে বলদেবাভিন্নপ্রভু শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ই একমাত্র সম্বল।

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাক্কথন, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেরইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে খাঁটি শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর স্থান পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কিংসলি-হল সেণ্টজেমস প্রাসাদ হইতে অনেকটা দূরে। যান বাহনাদির ভিড় ঠেলিয়া প্রাসাদে যাইতে গান্ধীজীর মোটরের প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া যায়। এই কারণে প্রাসাদে গান্ধীজীকে একটি ঘর দেওয়া হইয়াছে, এই ঘরে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার বন্ধুবর্গ ও বাহিরের দর্শকবৃন্দ দেখা করিতে পারিবেন।

স্বাস্থ্য এবং সময়ের সুবিধার জন্য গান্ধীজীর স্থান পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইলেই তাঁহার পক্ষে সুবিধা হয়। বন্ধুবর্গ তজ্জন্য অতঃপর একটা সুবিধামত স্থানের খোঁজ করিতেছেন। সম্ভবতঃ ওয়েষ্টমিনিষ্টারে একটা বাড়ী নেওয়া হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী সপ্তাহের শেষভাগে এদেশে কি ভাবে কাটাইবেন? নানা প্রতিষ্ঠান তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গান্ধীজীকে দিয়া বক্তৃতা করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাইবার জন্য বিভিন্ন সহরের অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। গান্ধীজীর নিজের ইচ্ছা সপ্তাহের শেষ দুইটী দিন যতটা পারেন, লণ্ডনের বাহিরে কাটান। ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণের ট্রেনযোগে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তস্থ একটী ছোট গ্রামে গমন করিবেন, সোমবার পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা; সপ্তাহের শেষের এই সব দিনে গান্ধীজী কোন বক্তৃতা করিবেন না, কিম্বা জনসাধারণের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন না। ইংরেজ শ্রমিকদের কুটীরে সহজ সরল জীবন যাপন করা এবং তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তাহাদের সঙ্গে মেশাই তাঁহার প্রধান ইচ্ছা।

ল্যাঙ্কাশায়ারের নদের কারবারের কয়েকজন মালিক প্রতিনিধি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তার বন্দোবস্ত হইতেছে। বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের জয়েণ্ট কমিটির উদ্যোগে এই সব কাজ হইতেছে, এ ব্যাপারে তাঁহারা মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজের সহায়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

গান্ধীজীর ল্যাঙ্কাশায়ার পরিদর্শনের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য মিঃ এণ্ড্রুজ ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ল্যাঙ্কাশায়ারে যাইতেছেন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজের অধ্যক্ষের সহিত গান্ধীজী যাহাতে কয়েকদিন অবস্থান করেন, এজন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং পরে কোন সময় তাঁহাকে ক্যাম্ব্রিজ পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

গোলটেবিলে যোগদান

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ও মিঃ জামাল মহম্মদ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান জন্য ১২শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন। তাঁহারা ৩রা অক্টোবর তথায় পৌঁছিবেন। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা এক্ষণে লণ্ডনে রহিয়াছেন। তিনিও বৈঠকে যোগদান করিবেন।

রাষ্ট্রীয়রূপ নিরূপণ কমিটীতে যোগদান করিবার নিমিত্ত স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাসকে নূতন করিয়া আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ হইতে বড়লাট ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স বা ভারতীয় বাণিজ্য সমিতির সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ ও ঘনশ্যাম দাস বিরলাকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

নানাস্থানে বন্যার সংবাদ

ডোমরায় কয়েক দিনে আবার ৪ ইঞ্চি জল বাড়িয়াছে। একেই লোকে উপবাসে দিন কাটাইতেছে তার উপর প্রতি ঘরে জ্বরের প্রবল আক্রমণ। কোন কোন বাড়ীতে পরিবারস্থ সকলেই জ্বরে শয্যাগত। ঔষধ পথ্যের কোন ব্যবস্থাই নাই, লোক অনাহারে এবং রোগের জ্বালায় ক্রমেই মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যৎসামান্য সাহায্য ভিন্ন বাহিরের কোন প্রকার সাহায্য এ পর্য্যন্ত এখানে আসে নাই। গবর্ণমেণ্টের কাছে ঋণ প্রার্থনা করিয়া দীর্ঘকাল পর ৭০০ শত জনের জন্য ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই অবস্থায় লোক ক্ষুধা এবং রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী আবেগময়ী ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতেছিলাম, কেন আইন কেন হইতেছে অনেক ভাবিয়াও একটা কিনারা করিতে পারি নাই। আজ বন্দীশালার লোমহর্ষণ কাণ্ডের পর ভাস্কর সূর্য্যের ন্যায় তাহা আমার মনে স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বিচারে অত্যাচার চলিলেও আর বলিবার কিছু থাকিবে না। বাঙ্গালী কি এই অবিচারের কোন কিনারা করিবে না?

শ্রীযুক্ত লালমিঞা সাহেব প্রমুখ কয়েক জনের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ

ট্রেনে শ্বেতাঙ্গ হত্যার মামলা

খাণ্ডোয়া হইতে প্রকাশ, দায়রা আদালতে লেফটেন্যাণ্ট হেওটকে খুনের মামলার শুনানী উঠিলে আসামী যশবন্ত সিং বলে যে, সে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাইতে মনস্থ করে এবং একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে উঠে। ঐ কামরার মধ্যে দুইজন শ্বেতাঙ্গ তাহারা তাহাকে গালাগালি দেয় এবং লেফটেন্যাণ্ট সাহেব একখানা ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে উহা দ্বারা আঘাত করে। সে লেফটেন্যাণ্ট সাহেবের হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ঐ ছোরা দ্বারা আঘাত করে এবং তারপর ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে। তাহার কোন বৈপ্লবিক মতলব ছিল না।

ট্রেনে তাহার সঙ্গী ও এই মামলার অন্যতম আসামী দেওনন্দনেরও কোনরূপ বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার পরিধেয় কাপড়ে তাহার নিজেরই রক্তের চিহ্ন লাগিয়াছিল। আদালতে প্রদর্শিত ছোরা দুইখানি তাহার নহে, অন্য লোকের।

আসামী দেওনন্দন বলে যে, বিনা টিকিটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলে একটি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করায় সে উহাকে ছোরা মারে। লেঃ হেওট ছোরা ধরিয়া ফেলায় তাহার হাত কাটিয়া যায়। ইতোমধ্যে গাড়ীর গতি হ্রাস পাওয়ায় সে লাফাইয়া নীচে পড়ে। সে বলে যে দলপতি তাহার সঙ্গে ছিল না।

উপসংহারে সে বলে যে, লেঃ গীতানের সহিত তাহার হাতাহাতি হয় নাই, লেঃ হেওটের সহিত হাতাহাতি হইয়াছিল।

জেলের মধ্যে সনাক্ত করার বন্দোবস্ত

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, ঢাকাতে ডাকাতি ও লুঠ সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সেণ্ট্রাল জেলে তাহাদের সনাক্ত করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটীর টাকা লুঠ সম্পর্কে সেণ্ট গ্রিগরী হাইস্কুলের দরজায় জনৈক দুর্বৃত্তকে রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদার রিক্ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহাকে সনাক্ত করার জন্য ফাদার রিককে সেণ্ট্রাল জেলে নেওয়া হয়। প্রকাশ, ফাদার রিক্ যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন নাই।

টঙ্গীবাড়ী আমতলা সাহায্য সমিতি

বর্ত্তমান বৎসর বন্যায় বিক্রমপুরের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির এলাকাধীন প্রায় ১৮।১৯টী গ্রাম লইয়া একটী বন্যা সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সামান্য পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করা হইতেছে ও বিতরিত হইতেছে। তাহাতে ক্ষুধিতের প্রাণ রক্ষা হইতেছে না।

ভারতের ভবিষ্যৎ

রোম হইতে প্রকাশ, মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার এলবিয়ন ব্যানার্জ্জী রোমে গিয়া সিনর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা হয়। সিনর মুসোলিনী বিশেষ আগ্রহের সহিত ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন ভারতবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলিয়াই আমার মনে হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ক্ষতিগ্রস্ত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বর্দ্ধমানের মহারাজার কেনিংটনস্থিত বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের গহনা লইয়া চোর প্রস্থান করিয়াছে।

শ্রীমায়াপুর' পোঃ—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, জেলা কংগ্রেস কমিটী এবং মহাজন সভার উদ্যোগে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে মাদ্রাজে "মাদক দ্রব্য নিবারণী সপ্তাহ" আরম্ভ হয়। এ সম্পর্কে কংগ্রেস ভবনে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ডাঃ ইউ, রামরাও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। মাদক দ্রব্য কিরূপে বর্জ্জন করা যায়, তৎসম্পর্কে বহু চার্ট, মডেল, প্রভৃতি প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বলেন যে, স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম কার্য্যই হইবে মাদকদ্রব্য নিবারণী আইন প্রচলন ও প্রচার করা।

ডাঃ রামরাও তাঁহার বক্তৃতায় মাদকদ্রব্য প্রভৃতির দোষ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, মাদকদ্রব্য ব্যবহার মানব সমাজের ক্ষতি স্বরূপ।

মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগ বাতিল

খেয়াঘাটে ভীষণ দুর্ঘটনা

চাঁদপুরে বিদেশী বস্ত্র বন্ধের চেষ্টা

লর্ড আরউইন ও গান্ধীজী

অসতর্ক বাস চালকের দণ্ড

সর্দ্দা আইনের মামলা

রমণীর গলা হইতে হার চুরি

ব্যবসায়ী সর্ব্বস্বান্ত

দুইজন প্রতিনিধির লণ্ডন যাত্রা

খেয়াঘাটে ভীষণ দুর্ঘটনা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার দিন হাতিয়াকেল্লি ঘাটে এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় ১১টার সময় খেয়া নৌকায় পার হইবার অভিপ্রায়ে প্রায় পঁচিশ জন লোক নদীর খাড়া পাড়ের উপর দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ নদীর পাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় সকলেই নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়। কয়েকজন বেশ আঘাত পাইয়াছে—দুই জনের এখন পর্য্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সকলেরই প্রায় টাকাকড়ি, মূল্যবান কাগজপত্র এবং সজের দ্রব্যাদি নদীসাৎ হইয়াছে এবং তাহা আর পাওয়া যায় নাই।

লর্ড আরউইন ও গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইয়র্কসায়ার হইতে লর্ড আরউইন বৃহস্পতিবার দিন লণ্ডনে আসিবেন এবং শুক্রবার দিন তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিবেন।

বাগেরহাটে খানাতল্লাস

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রণদাকান্ত রায়ের পত্নী শ্রীমতী লক্ষীপ্রিয়া দেবী প্রণীত, রণদাবাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বাগেরহাটের পল্লীচিত্র প্রেসে মুদ্রিত "সহিদ দীনেশ গুপ্তের পত্রাবলী" নামক পুস্তিকার সন্ধানের জন্য পুলিশ বাগেরহাট কংগ্রেস আফিস, দেশবন্ধু লাইব্রেরী, পল্লীচিত্র প্রেস এবং শ্রীযুত রণদাকান্ত রায় চৌধুরীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ঐ পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। রণদাবাবুর বাড়ী হইতে কয়েক খণ্ড পুস্তিকা পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

ব্যবসায়ী সর্ব্বস্বান্ত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, বিগত ৩১শে আগষ্ট সোমবার বেলা ১০-১১ টার সময় চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কাট্টাল রামপুর গ্রামে কতকগুলি গুণ্ডা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নাথকে প্রহার করিয়া তাঁহার দোকান লুট করিয়া তাঁহাকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। ঐ দোকানের আয়ের দ্বারাই তিনি এতদিন কোনও মতে সংসারের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন।

হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগ বাতিল

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, পনের বৎসর বয়স্ক বালিকা সফিরা খাতুন তাহার স্বামী আমাহুল্লাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে ৩০৭ ও ৩২৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেসন জজ মিঃ বি, এম, মিত্র বিচার করিয়া তাহাকে খালাস দিয়াছেন। জুরীগণ সকলে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ১৭১৩ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব

অদ্য ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবস আমাদের অভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব বাসর। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অষ্টোত্তরশতব্যাপী মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় ঘোষণা করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ পাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব খণ্ডকালের বহির্ভূত। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম তাঁহার অনুগত জনের হৃদয়ে নিত্য আবির্ভূত হইয়া থাকে; তবে যেখানে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাগ্রহিতা প্রভৃতি প্রবল তথায় তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের অভাব।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হন, অথবা তাঁহার নিজ জনকে জগতে প্রেরণ করেন। যখন ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের অপস্বার্থপরতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল—যখন জগতের লোক জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করিতেছিল, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ এ জগতে নিজ পাদপদ্ম প্রকটপূর্ব্বক গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন—নিজ প্রভুর প্রচারিত শুদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ জগৎকে জানাইয়াছিলেন শুদ্ধ ভক্তি মন্দাকিনীর স্রোত জগতে পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

সুতরাং আজ ভক্তিবিনোদ-কৃপায় জগৎ পুনরায় শুদ্ধ বৈষ্ণবের কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত। ভক্তিবিনোদ প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে ভক্তিবিনোদানুগ সম্প্রদায়ের সকলেরই হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন কি, জগতের প্রধান মনীষিগণও ভক্তিবিনোদ প্রভুর মহৎ কার্য্যের প্রশংসায় শতমুখ। ভক্তিবিনোদ প্রভুর ভক্তিবিনোদন অবদানের মহিমা কথা আজ অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তির বিনোদনার্থ জগতে প্রকট হইয়াছিলেন। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার কৃপায় ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ হয়। ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দের বিনোদনেই সকলের বিনোদ। তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ প্রভাবেই ভক্তিপথের যাবতীয় কণ্টক বিদূরিত হয়—শুদ্ধভক্তিস্রোত-ধারার অমিত প্রভাবে অভক্তি-কণ্টক-তৃণাদি কোথায় ভাসিয়া যায়।

সুতরাং ভক্তিবিনোদ পাদপদ্ম আজ কেবল আমাদের স্মরণীয় নহেন—ভক্তিবিনোদ পাদপদ্ম নিত্য স্মরণীয় এবং ভক্তিবিনোদ-কথা নিত্য কীর্ত্তনীয়। তাহা হইলে আর ভক্তিপথে কোন অসুবিধা থাকিবে না। আজ ভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাব বাসরে তাঁহার দাসানুদাসাভিমানী মাদৃশ বরাকের এই প্রার্থনা—যেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুর পাদপদ্ম মদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার ভক্তিপথের কণ্টক বিদূরিত করতঃ আমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত থাকেন।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গত শনিবার ১৯।৯।৩১ তারিখে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গোবিন্দসম্পদ শ্রীরাধাঠাকুরাণীর বিষয়ে পরম রহস্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি এল মহাশয় শরণাগতি হইতে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন।

অতঃপর শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতামধ্যে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী। শ্রীবার্ষভানবীর কৃপায়ই শ্রীগোপীজনবল্লভের কৃপা সুলভ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের সেবাই শ্রীবার্ষভানবীর সেবা।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ প্রদর্শনী-প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিলে সঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত সকলেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ২রা আশ্বিন শনিবার দিবস আকনমঠগাছ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষ হইতে মঠসেবকবৃন্দ বিপুল উৎসাহে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারতি সমাপনান্তে উষা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অতঃপর বেলা ১০ঘটিকা হইতে ১২ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব-বিষয় আলোচনা ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। বেলা ১-ঘটিকার পর পুনরায় ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে দর্শকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। গত ১৯।৯।৩১ রাধাষ্টমী দিবস লোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, প্রদর্শনী দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা এই প্রদর্শনী যাহাতে দীর্ঘকাল খোলা থাকে তবে কএকটী দুষ্টমেধ নগণ্য অকর্ম্মণ লোক এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছে। আমরা সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই প্রদর্শনীতে সহানুভূতি পাইতেছি।

গীতার সংসার

শ্রীগুরুদেব তাঁহার কোন একটি বিরক্তের অভিমানকারী শিষ্যকে তুলসী মালিকা ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,— "বৎস, তুমি নিষ্কপটভাবে শ্রীনাম জপ কর, সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনামোচ্চারণ দ্বারা তোমার সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হইবে, অন্য সাধন ভজনের কোন আবশ্যক নাই।

মনোধর্ম্মী শিষ্য কিছুদিন মালা টানিয়া গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধ হইয়া ভাবিল, গুরুদেব আমাকে এই মালিকা অর্থাৎ কালক্ষেপণকারী যন্ত্রটী কেন দিলেন? ইহাতে আমার কি সুবিধা হইবে? আমাকে শাস্ত্রালোচনার অবসর না দিয়া কেবল মালা টানিতে বলিলেন! অতএব এবার গুরুদেব আসিলে তাঁহার নিকট হইতে গীতা পাঠের ব্যবস্থা করাইয়া লইব।

কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেব আসিলে শিষ্য তাঁহাকে মালিকা ফেরৎ দিয়া পরিবর্ত্তে গীতা পাঠের ব্যবস্থা দিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গীতা পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

শিষ্যের গীতা পুস্তকখানি প্রত্যহ রাত্রিতে ইঁদুরে কাটিয়া ফেলিতে থাকায় তিনি তাহার প্রতিকার চিন্তা করিয়া একটী বিড়াল পুষিলেন। পরে সেই বিড়ালের লালন পালন করার জন্য গৃহস্থের বাটী হইতে দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনিবার অসুবিধা বোধে একটী গাভী সংগ্রহ করিলেন। আবার গাভীর পরিচর্য্যার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হওয়ায় দারপরিগ্রহ করিলেন এবং গাভীর খাদ্য খড় প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য জমী-জমা সংগ্রহপূর্ব্বক চাষাদি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রভূত অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক গ্রামের মধ্যে একজন ধনী, প্রতিপত্তিশালী বিষয়ী ও ঘোর সংসারী হইয়া উঠিল।

শিষ্য গীতা পাঠের ফল বাস্তব জীবনে গীতার যে উক্তি "মায়াশ্রয় শাস্ত্র কৌশল [illegible] [illegible] সে [illegible]" তাহা বহু পুত্র কন্যা ও দাসদাসী পরিবৃত হইয়া অতীব [illegible] জীবন যাপন করিয়া আজ [illegible] [illegible] এবং ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

এমন সময় বহুকাল পরে একদিন শ্রীগুরুদেব আসিয়া [illegible] শিষ্যের বহু অনুসন্ধানের পর তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তোমার এসমস্ত ঐশ্বর্য্য কি [illegible]? তোমার গীতার আলোচনা [illegible] [illegible] তোমার এত [illegible] এসব কি ব্যাপার?" শিষ্য বলিল—"গুরুদেব, এসব গীতারই [illegible] গীতা পাঠের ফলে এই সব।"

অহো! মনোধর্ম্মী জীব মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কি ভীষণ অধঃপতিত হয়।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

ভিক্ষার ছলে বৈরাগীর বেশধারী ছোট হরিদাসের স্ত্রীলোকের সহিত ভোগবুদ্ধিতে আলাপ

মহাপ্রভুর ভক্ত ভগবান আচার্য্য একদিন প্রভুর এক কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখিমাহিতির ভগ্নী পরমা বৈষ্ণবী বৃদ্ধা ও তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য কিছু শুক্ল শুক্ল তণ্ডুল আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ছোট হরিদাসের আনীত উক্ত তণ্ডুল পাক হইলে যখন মহাপ্রভু ভগবান আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভোজনে বসিলেন, তখন এরূপ শুক্ল তণ্ডুল কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য জানাইলেন ছোট হরিদাস মাধবী মাতার নিকট হইতে ঐ তণ্ডুল আনিয়াছেন। মহাপ্রভু ভোজনান্তে নিজ গৃহে আসিয়া নিজ-সেবক গোবিন্দকে বলিলেন, আজ হইতে ছোট হরিদাসের আমার এখানে প্রবেশ নিষেধ থাকিল। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট প্রবেশাধিকার না পাইয়া তিন দিবস দুঃখে উপবাস করিয়া কাটাইলেন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রমুখ ভক্তগণ হরিদাসের অপরাধ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন,—

* * বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
(ভাঃ ৯।১৯।১৭)

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

প্রদর্শনীর আদর্শে ছোট হরিদাসের [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তমা মাধবী মাতার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে যান, মাধবী মাতার পশ্চাতে [illegible] একটি যুবতী দণ্ডায়মান আছেন। ছোট হরিদাসের আদর্শে দেখা যায়, [illegible] মহাপ্রভুর জন্য ভিক্ষার ছলনায় [illegible] মাধবীমাতার পশ্চাতে স্থিতা যুবতী [illegible] দর্শন আর্ত্তিকে কামা ছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার মহাপ্রভুর সেবা এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] নিকট হইতে ভিক্ষা [illegible] [illegible] অন্তর্গতগে [illegible] সমাজে বিরাজিত আছে, সেইরূপ কপটাচারীর কামিনী-পিপাসা কখনও মহাপ্রভুর অনুমোদিত সেবা নহে দেখাইলেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ (গাদিগাছা)

কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা গ্রামেতে হইল উপনীত॥
ঈশান কহয়ে এই গাদিগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুম দ্বীপ নাম॥
—(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ।

ঈশান শ্রীনিবাস প্রভুকে গোদ্রুমদ্বীপের পরিচয় দিতেছেন। কিরূপে এই দ্বীপের নাম গোদ্রুম হইল তাহার বর্ণনা করিতেছেন। এই গোদ্রুম দ্বীপেতে সুরভী নামে একটি কামধেনু আছেন; পূর্ব্বে দেবরাজ

শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া গোকুল ধ্বংস করিবার [illegible] উপরে সপ্ত দিন ব্যাপী ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সেই অহঙ্কার দেখিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন।

ইন্দ্র তখন শ্রীহরির পদতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, ভগবান তাহার সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অভয় প্রদান করিলেন। তথাপি ইন্দ্রের ভয় ঘুচিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া সুরভী মাতার নিকট কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, —

কৃষ্ণলীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি॥
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্রসুত।
করিবে নদীয়ায় লীলা অদ্ভুত॥
পাছে সে সময় মোহিত হব।
অপরাধী পুনঃ হইয়ে রহিব॥
তুমিও সুরভী সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান॥
সুরভি বলিল চলহ যাই।
নবদ্বীপ ধাম হরি নিমাই॥
দেবেন্দ্র সুরভী হেথায় আসি।
গোরাঙ্গ ভজন করিল বসি॥

তার পর দেবেন্দ্র তপস্যা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। তথাহি শ্রীনবদ্বীপমাহাত্ম্যে —

কিবা সে রূপ রূপ লাবণ্য।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ ভাবে আপনি॥

প্রেমে গদ গদ বাসব কয়।
হাসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
ভাঙ্গিল বাসনা আসিত তোর॥
জন্মদিন আছে প্রকট কাল।
নদীয়া নগরে দেখিবে ভাল॥
সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে।
মায়া জাল আর না ধরে তোরে॥
এত বলি প্রভু অদৃশ্য হয়।
সুরভী সুন্দরী তথায় রয়॥

যৎকিঞ্চিৎ

(মরণ বঁধুয়া)

(১)

সে আজ প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা; স্থান—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের সমুদ্রতীর, কাল—অপরাহ্ণ উত্তীর্ণপ্রায়, আর পাত্র— চক্রাকারে যোষিৎগণ পরিবেষ্টিত চূড়াধারী সম্প্রদায়াধস্তন জড়রসাস্বাদনোন্মত্ত কু-রসাচার্য্য —"চক্রবর্ত্তী"। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সমুদ্রতীর ভ্রমণকারী অনেক যুবক কবি তাঁহাদের কবিতা সুন্দরীর শৃঙ্গার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; আবার কয়েক জন তরলমতি যুবক পরস্পর কহিতে লাগিল শূকর যেমন শূকরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের কাম ভিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করে, গোদাস মহাশয় ঠিক সেই প্রকার গদ ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

আমিও সেই দিন সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। যুবকদের মধ্যে পরস্পর এই প্রকার আলাপ হইতে থাকায় সেইদিকে চাহিয়া দেখি তাহাদের আলোচনার পাত্রটী আমার পরিচিত চূড়াধারী 'চক্রবর্ত্তী' মহাশয়; যাহা হউক ভদ্রতার অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনি এখানে কতদিন এসেছেন, কবে ফিরিবেন?" ভাবে বিভোর হইয়া উত্তর হইল—"এবার আমি আমার মরণবঁধুয়ার অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি; মরণ বঁধুয়ার তীব্র বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না, কিন্তু বঁধুয়া কি নিঠুর একবার দেখাও দেয় না! এবার দেখা পাইলে আর ছাড়িব না, চির মিলনের রাজ্যে প্রবেশ করিব। আহা কি ভাব! কি গভীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! কোথায় লাগে শ্রীল জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ: আর শ্রীল বলদেবের গোবিন্দভাষ্য সিদ্ধান্তরত্নের সিদ্ধান্ত! এ যেন "তৈলে জল—জলে তৈল" কোন গোস্বামী ব্রুবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের উপমার সমজাতী সিদ্ধান্ত। সেই জন্যই বোধ হয় গোষ্ঠীর সভা ইহাকে দার্শনিক পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী প্রভুর (?) নিকট মরণ বঁধু! এই কথাটী শুনিয়াই পরিবেষ্টিতা যোষিৎগণের মধ্যে এক ষোড়শী, ভাবোন্মত্তা হইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন—

"ওগো এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
ওগো আমার পরাণ বঁধু!।"

অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী।
নিরন্তর গৌরচরণ সেবি॥
গোদ্রুম দ্বীপ ত হইল নাম।
হেথায় পুরয়ে ভকত কাম॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্-শ্রীধরাচার্য্য-কৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতার্থ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বৈশিষ্ট্যসহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ— বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজনজীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার — সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তি সহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্পষ্ট বড় কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ, প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ত্রিবর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পারমার্থিক ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ-মহারাজ-সম্পাদিত এই গ্রন্থ সংশোধিত হইয়াছেন। আবার সবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ভক্তিপদ লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুনীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় চয়ন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর । ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, মর্ম্ম ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবের জানিবার একখানি পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সামান্য ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সম্প্রতি এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিগণ সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গলি বাঙ্গলার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন অধ্যাপক, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১০, ভিঃ পিঃ [illegible] টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈকুণ্ঠবর্ণন, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পদবন্দনা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধগণের [illegible], [illegible] কণ্ঠাগত [illegible] প্রায় [illegible] হইবে [illegible] অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদ্যাভ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদ্যাভ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। "বাজীকরণ তৈল"—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

১ ঘণ্টায় ... ছোটবোতলের সমস্যা পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

[illegible] কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কৃত্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৴১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—ছবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রং-এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লক্ষ্ণৌতে বাঙ্গালী গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ পুলিশ সম্প্রতি লক্ষ্ণৌক্রমে আই, সি, ভট্টাচার্য্য নামক এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অভিযোগ এই যে, সে সরলা নাম্নী এক স্ত্রীলোককে অপহরণ করিয়াছে। এখনও সরলাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

অসতর্ক বাস-চালকের দণ্ড

অসতর্কভাবে মোটরবাস চালাইয়া সাইকেল আরোহী চুনীলালের অনিষ্ট করিবার অভিযোগে হরিপদ হালদার নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্যামবাজার বোমার মামলা

শ্রীফণীভূষণ দাসগুপ্ত এবং অপর জনের নামে অপবাদমূলক ষড়যন্ত্র, সরকারী কর্মচারীকে ভীতি-প্রদর্শন এবং পোষ্টাফিসে বোমা রাখা ইত্যাদি কয়েকটি অভিযোগ আনীত হইয়াছে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অসুস্থ; তাই গত সোমবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মামলার শুনানী উঠিয়াছিল। তিনি আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী রাখিয়াছেন।

সর্দ্দা আইনের মামলা

জয়দয়াল সাগর মলের ১৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং ১০ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অতঃপর সর্দ্দার আইন অনুসারে জয়মলের নামে মামলা হইয়াছে। মামলার তারিখে তাহারা উভয়েই অনুপস্থিত ছিল। তাই প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। গত সোমবার তাহারা আদালতে হাজির দিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেককে : টাকার জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

একাধিক বিবাহের অভিযোগ

কাশীপুরের মহাবৎ যসোয়ারা মফঃস্বলে কাজের সন্ধানে গিয়াছিল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখে তাহার স্ত্রী বাড়ীতে নাই। খোঁজ করিয়া সে জানিতে পারে, চণ্ডী যসোয়ারা তাহার পত্নীকে বিবাহ করিয়া স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতেছে। এই সম্বন্ধে মহাবৎ সম্প্রতি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক মামলা করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সমন বাহির করিয়াছেন।

রমণীর গলা হইতে হার চুরি

ভূতনাথ বাবু, শিশিরকুমার বসু এবং সুধীর বসু নামক তিন ব্যক্তি মহামায়া দাসীর গলা হইতে ১২০৲ টাকা মূল্যের সোণার হার লইয়া যাওয়ায় বটতলা থানার পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাহারা বিচারার্থ নীত হইলে জোড়াবাগানের এডিসনাল প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভূতনাথকে জামিনে মুক্তিদান করিয়া অপর দুইজনকে হাজত বাসের আদেশ দিয়াছেন।

বড়বাজারে গ্রেপ্তার

গত রবিবার রাত্রিতে কয়েকজন লোক ষ্ট্রাণ্ড রোডের এক দোকানের তালা ভাঙ্গিতেছিল; এমন সময় পুলিশ প্রহরীগণ আসিয়া পড়ে। তাহারা দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন বালক। আরও দুই জন পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে।

চাঁদপুরে বিদেশী বস্ত্র বন্ধের চেষ্টা

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিবার জন্য এখানে ও মফঃস্বলে চেষ্টা করিতেছে। প্রকাশ, এখনকার বস্ত্র ব্যবসায়িগণ বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবে না বলিয়া একতাবদ্ধ হইয়াছে।

পদব্রজে গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আকাশ বেশ পরিষ্কার দেখিয়া গান্ধীজী ২০শে সেপ্টেম্বর কিছু সময় খোলা হাওয়ায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার নিত্য নিয়মিত প্রাতঃ ভ্রমণের পর কিংসলি হলে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থী কয়েকজনের সহিত তিনি দেখা করেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলটেবিলের কয়েকজন সদস্যও ছিলেন। তিনি তৎপরে মোটরযোগে এপিং বনে যাইয়া সেখানে কয়েক মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তিনি তথায় অপরাহ্ণ কাটাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন ...

সিরাজগঞ্জে আবার জল বৃদ্ধি

সিরাজগঞ্জে আবার জল বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় ৪ ইঞ্চি করিয়া জল বাড়িতেছে। সকলেই আবার বন্যার আশঙ্কা করিতেছেন। আমন ধান্য সমূলে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মফঃস্বলের অবস্থাও এইরূপ; যমুনা নদীতে খুব স্রোত দেখা যাইতেছে। স্থানীয় বনোয়ারী লাল স্কুল ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সিরাজগঞ্জবাসীদের মনের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে

গান্ধীজী ও পণ্ডিত মালব্যের খোলাখুলি আলাপ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ১২শে সেপ্টেম্বর শ্রীতিসম্বর্দ্ধনায় গান্ধীজী ও মালব্যজী ভারতীয়, বৃটিশ আমেরিকাবাসীও অন্যান্য সংবাদদাতাদের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া খোলাখুলিভাবে আলাপ করেন ল্যাঙ্কাশায়ার গমনের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে গান্ধীজী বলেন, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের মন হইতে ভ্রান্তি নিরসন। সৌকৎ আলি প্রমুখ গোলটেবিল বৈঠকের বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সৌকৎ আলি গান্ধীজীকে আলিঙ্গন করেন।

সৌকৎ আলির বিবৃতি

রয়টারের সংবাদদাতার নিকট সৌকৎ আলি বলেন, আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই সাম্প্রদায়িক অবস্থার বিবেচনা করে নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন; একটা মিলন ও চুক্তিসাধনই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন গত অধিবেশনে মুসলমানদের যে দাবী ও মনোভাব ছিল তাহা কার্য্যতঃ অপরিবর্ত্তিতই আছে।

চট্টগ্রামবাসীদের সাহায্য

নির্য্যাতিত, নিপীড়িত চট্টগ্রামবাসীদিগের সাহায্যকল্পে শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাচ্য সঙ্গিনীর উদ্যোগে ৪৮ নং পাথারিয়াটোলা ষ্ট্রীট লেনস্থ ঠাকুরবাটী প্রাঙ্গণে একটী "জলসা"র আয়োজন হইবে। বিখ্যাত গায়ক ও গায়িকাগণ উক্ত জলসায় যোগদান করিবেন।

মহিলাদিগের আসনের সুবন্দোবস্ত হইবে।

দুইজন প্রতিনিধির লণ্ডন যাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতিনিধিরা আজ 'কাইজার-ই-হিন্দ' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। বোল ষ্টেশনে বহু লোক তাঁহাদের বিদায় অভিনন্দনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটী গান্ধীজীর কাছে পত্র লিখিয়া শেষটা স্থির করেন যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবস্থা কি হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রজাদের পক্ষ হইতে লণ্ডনে লোক থাকা প্রয়োজন।

অধ্যাপক অভয়ঙ্কর এবং "সৌরাষ্ট্র" পত্রিকার সম্পাদক এই দুইজন প্রতিনিধি হইয়া গেলেন।

বিধুভূষণ সেনের মামলা

জামালপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারায় অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনের মামলায় সাক্ষী জামালপুরের ভেটারিনারি সার্জ্জন এবং একজন কনষ্টেবলের জবানবন্দী গ্রহণ করার পর পুনরায় ২৮শে সেপ্টেম্বর শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

প্রত্যেকের হাজার টাকার জামিনে মুক্তি

সিমলা হইতে প্রকাশ, বিভিন্ন তারিখে অপরাধজনক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে ডাঃ এম, এল, বর্ম্মা, শ্রীযুক্তা শকুন্তলা দেবী এবং মিসেস গওমালকে আজ সন্ধ্যায় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৮ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাঁহাদের প্রত্যেককে হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর মামলায় শুনানী হইবে।

স্বরাজ আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান

গোলাতারাম হইতে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১-৩০ মিনিটে নিখিল ভারত জাতি সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এক্ষেণ্ডী কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত পি. কোদান্দা রাময়া শুরু প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অন্ধ্র দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুত সুব্রাহ্মণ্যম শুরু সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সভাপতির অভিভাষণে অনুন্নত অঞ্চলে স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিতে বলেন।

শ্রীশ্রীপ্রাপ্ত
চৌদ্দ—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৫ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৩৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

যতীন দাসের ভ্রাতা ধৃত

বন্দুকের গুলীতে শাশুড়ী হত্যা

মেমারিতে খানাতল্লাস

বরিশালে পিকেটীংয়ের আয়োজন

দেবীমূর্ত্তি অপহৃতা

শিখ-সমস্যায় গান্ধীজীকে পত্র

ভবানীপুরে মেয়ে চুরি

কংগ্রেস সভাপতির আহ্বান

কাঁদিতে ভীষণ চুরি

লালকোর্ত্তা দলের পিকেটীং

বন্যায় সাহায্য

নানা কথা

যতীন দাসের ভ্রাতা ধৃত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ দাসের ভ্রাতা শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দাসকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে ২১শে সেপ্টেম্বর কালিকটের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হইবে। শ্রীযুত দাস গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কালিকটে উপনীত হইয়া "মোপলা দিবস" সম্পর্কে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

মেমারিতে খানাতল্লাস

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত কিছুদিন যাবৎ তাঁহার নিজ বাটী মেমারি থানার অন্তর্গত বিজুর গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ২৭শে ভাদ্র মেমারি থানার পুলিস সদলবলে আসিয়া একখানি ওয়ারেণ্টের বলে বাড়ী খানাতল্লাস করে; কিন্তু সন্দেহজনক কিছু না পাইয়া চলিয়া যায়। পুনরায় পুলিশ ২৯শে ভাদ্র সদলবলে আসিয়া ৩৯ খানি পুস্তক লইয়া গিয়াছে। বিভূতি বাবু গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বর্দ্ধমান জেলায় প্রথম দলের সত্যাগ্রহী ও ১১ মাস কারাভোগের পর গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফলে দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

ভবানীপুরে মেয়ে চুরি

ভবানীপুর হরিশ মুখার্জ্জী রোডের এন এণ্টনী নামক জনৈক মাদ্রাজী খ্রীষ্টানের অপরিণত-বয়স্কা কন্যাকে কাদরীসেন নামক অপর এক মাদ্রাজি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রকাশ, আসামী এণ্টনীর অবর্ত্তমানে তাহার মেয়েকে লইয়া একখানি ট্যাক্সি চড়িয়া পলায়ন করে। পথে সে ঐ মেয়েটির হাতের সোনার বালা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে টিকিট কাটিয়া মাদ্রাজে চলিয়া যায়। মাদ্রাজের পুলিস সেখানে মেয়েটির সহিত আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের কলিকাতায় চালান দেয়। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

দেবীমূর্ত্তি অপহৃতা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ত্রিজ-তলার ফাঁড়ীর দেবস্থান হইতে পার্ব্বতী মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে। প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে উক্ত দেবস্থানের ঘণ্টা খুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

করাচীর অবস্থা

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের ব্যাপারে এখানেও ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। উহা অপনোদনের জন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণের চেষ্টা মোটেই ফলপ্রসূ হইতেছে না। উৎকণ্ঠিত ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাঙ্ক ও সংবাদপত্র আফিসে গিয়া দলে দলে হাজির হইতেছে। অকস্মাৎ ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় সকলের উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় আরও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছে।

সোনা, রূপা, অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও গিনি ও বুলিয়ান ক্রয়ের জন্য ভিড় লাগিয়া গিয়াছিল।

আদালতাদি যথারীতি খুলিবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই বন্ধ হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমূল

সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনরেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনবন্ধুনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রণতপাল দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ সাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনন্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরোত্তম, শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, দেবপল্লী শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তকালিন্দী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউত্তম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. আই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহিতলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবজ্জনানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোবিন্দকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ, শ্রীপঞ্চাননানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরাধাপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জঙ্গমবাড়ী মহল্লা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূপেশ্বর, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপুণ্ডরীকনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীসচ্চিদানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাধিকা দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় তুলসী মূর্ত্তি শ্রীগোপালজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাময়।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নবগোপালপুরম্, কাণ্ডেরাম, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রামগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার } ১৭৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ সেবক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভুর সহিত কটকের জনৈক ডাক্তার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলেন,—"আপনারা দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বন্যাক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য কি করিতেছেন?"

তদুত্তরে শ্রীপাদ গদাধর প্রভু বলেন,—"দেশবাসীর—সমগ্র বিশ্ববাসীর এমন কি—সমগ্রজীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ চিরতরে ঘুচাইবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সেবকগণ কোন অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আনুগত্যে বিপুল চেষ্টা করিতেছেন। জগজ্জীব যে বিভিন্ন প্রকারে দুঃখ পাইতেছে, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছে তাহার মূল কারণ ভগবদ্বিস্মৃতি। সুতরাং শ্রীভগবানের সেবা না করিলে, শ্রীভগবানের শরণাগত না হইলে কোন প্রকারেই জীবের দুঃখ দূর হইবে না। তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ আচার্য্যের আনুগত্যে বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে যাইয়া পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের দ্বারা, পত্রিকা গ্রন্থাদি প্রচার দ্বারা, বিশেষভাবে নিজে আচরণ করিয়া এবং বিভিন্ন মঠে মহোৎসবাদি, পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া, হরিভজনের আবশ্যকতার কথা প্রচার করিতেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসী জীব যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার নাম ভবরোগ। সেই রোগের ঔষধ—শ্রীহরিনাম, ও পথ্য—শ্রীমহাপ্রসাদ; তাহাই তাঁহারা সকলকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথ তাঁহার শরণাগত ভক্ত শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল, সুতরাং জীবকুল তাঁহার শরণাগত হইলে আর কোন দুঃখ থাকে না।

গত ২১।৯।৩১ তারিখে কাশীস্থ সনাতন গৌড়ীয় মঠ রক্ষকের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্ম্মচারী পুলিস ইনেস্পেক্টর রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম যে পরমাত্মা শ্রীভগবানের অহৈতুকী সেবা তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া বলেন,—"ইহাই একমাত্র সত্যকথা, কিন্তু মনকে কি করিয়া সেই দিকে নেওয়া যায়? মনকে ত নিগ্রহ করা যায় না, ইহার উপায় কি?" তদুত্তরে মঠরক্ষক প্রভু বলেন, "মনের ধর্ম্মই মনন করা, সেই মনন বা ভোগধর্ম্ম হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সদ্গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। গীতাতে অর্জ্জুন বলিয়াছেন:—

'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।'

এখানে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করিয়াছেন, কারণ তিনি স্বীয় পাদপদ্মের শোভার দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন কৃষ্ণ; তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আমরা দুরতিক্রমা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারি। সেই শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রই আমাদিগকে মনধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। সেই বীজমন্ত্র সাক্ষাৎ মদনমোহন। সেই মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে মনের বিশুদ্ধাবস্থা লাভ হয়; অর্থাৎ তখন সেই অপ্রাকৃত মন সর্ব্বক্ষণ মদনমোহনের স্মরণ-মনন করে আর প্রাকৃত মদনের দাসত্ব করে না।

———

ইন্দ্রিয়কুলের অপর নাম হৃষীক। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম হৃষীকেশ, জীব যখন হৃষীকের দ্বারা অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া পর-বিষয় ভগবান শ্রীহৃষীকেশের সেবা করে তখনই এই চঞ্চল জগতে তাহার ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয়। তাই শাস্ত্র বলেন:—

"হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥"

এইরূপে বহু হরিকথা আলোচনার পর বর্ত্তমান স্বরাজ এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন 'স্ব'শব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আত্মাকেই বুঝায়। আত্মার রাজ্যই স্বরাজ্য সেখানকার অপর নাম বৈকুণ্ঠভূমি। বৈকুণ্ঠপতি পরমাত্মাই তথাকার মালিক তিনি স্বরাট্। জীবাত্মা তাঁহার নিত্য দাস। তাঁহার নিত্য স্বভাবই পরমাত্মার সেবা করা। সেই পরমাত্মার অধীনতা স্বীকার করাই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার। রায় সাহেব কালীবাবু সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ডাঃ সেন

(গত ২রা আশ্বিনের নদীয়া প্রকাশের অতিরিক্ত সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করেন। রায় বাহাদুর ডাঃ সেন প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন এবং প্রভুপাদকে অভিবাদনের দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক বলেন,—"আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখেছেন। যা' ক'রেছেন, আমরা কখনও ভাবতেও পারি নাই। আমাদিগের সবই অবনতির দিকে যাচ্ছে, কেবল আপনি এরূপ একটা মহৎ কার্য্য ক'রে সকলকে রক্ষা করলেন। কেবল বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, যা'তে আপনার অনুপ্রেরণায় বিশ্ব ভ'রে পড়ে, সেরূপ কার্য্য আপনাদ্বারাই সাধিত হ'বে। শ্রীমায়াপুর গৌরাঙ্গের জন্মস্থান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশজন লোকের কথায় কাণ দেওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি খুব নিরপেক্ষ ছিলেন। আমার তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। ইউনিভার্সিটি আমাকে নবদ্বীপের তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য পাঠা'তে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন, সেজন্য কিছু টাকাও অনুমোদন ক'রেছিলেন। তবে আমাকে স্বার্থপর বিপক্ষের লোক মারবে-ধরবে ব'লে বাড়ির লোক যেতে না দেওয়ায় ইউনিভার্সিটীর দেওয়া টাকা ফেরৎ

দিয়েছি। আমি আমার ছাত্র মল্লিককে পাঠিয়েছিলাম। আমরা বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, তা'তে আপনারা যেখানে মায়াপুর নির্দ্দেশ ক'রেছেন সেখানেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির হয়। অপর পক্ষ, লোকের নিকট কান্নাকাটি ক'রে লোকের সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করেন। যাঁরা এ সকল কথা তলিয়ে দেখেন নাই, তাঁরা ঐরূপ কান্নাকাটি ও কতকগুলি অথবা কাগজপত্র দেখে মনে করেন, এর কথাই বুঝি ঠিক। আমি তা'কে যে ক'টি প্রশ্ন ক'রেছিলাম, সে তা'র কিছু উত্তর দিতে না পেরে আমার প্রতি ভীষণ রেগে উঠল। স্বার্থপরতার বশীভূত হ'য়ে একটা গড়া জিনিষ ভাবপ্রবণ জনবৃত্তি অনেকের হ'তে পারে; কিন্তু যিনি জিনিষটা'কে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁ'র মঙ্গল বলতে হ'বে।"

এই সকল কথা আলোচনার পর রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অতীব আগ্রহের সহিত সর্ব্বশিক্ষাপ্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করিলেন। ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ডাঃ সেনকে এক একটী করিয়া প্রদর্শনীর বিভিন্ন মঞ্চের বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস বি, এ ডাঃ সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের কার্য্যান্তরে গমনের প্রয়োজন হওয়ায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় ডাঃ সেনকে তৎপরেও প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল প্রত্যেক প্রদর্শনী-মঞ্চের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি এক একটি করিয়া বুঝাইয়া দিলে ডাঃ সেন সর্ব্বশিক্ষাপ্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। চিত্রপটমঞ্চের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কয়েকটি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য চিত্র দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উহার প্রতিচিত্র পাইবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রদর্শনী দর্শন করিবার পর রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের নিকট "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন

লিপিঃ

ছিল। তিনি তাৎকালিক ভাবের উন্মাদনা তাহাতে এমন অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যা ত' থাক, তিনি বর্ত্তমান কালে সম্পূর্ণ চিত্ররূপে লিখিতেন। ডাঃ সেন ও বলিলেন যে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের গোস্বামী-নামধারী কোন এক ব্যক্তি তাঁকে রায় বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া একটা সন্ধি করিতে প্রস্তাব করে। সেই রফার সর্ত্ত এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজ তাহাদের প্রাগুক্ত জাল পুঁথিকেও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত, যদি রায়-বাহাদুর দীনেশবাবু তাহাদের কোন বিশেষ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন। এরূপ সর্ত্ত প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজেরই অনুরূপ বটে। রায় বাহাদুর আরও অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা আবশ্যক মত প্রসঙ্গক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি, লিট্ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"The Gaudiya Math is holding an exhibition in the temple at Baghbazar, and I paid a visit to it in the afternoon of wednesday, the 16th september 1931. The Bengalies, as a race are full of enthusiasm, but their sentiments are often found to flicker and die away, though they hold out promise of steady action at the outset.

The Gaudiya Math has, however, given a quite different account of its activities. It does not pursue any will-o-the wisp vague shining theories, but in a quite and sure manner does a solid constructive work which has elicited appreciation from the whole of Bengal without much fuss or noise. The temple of Baghbazar and the institution founded in it are glorious achievements of which we should all be proud. It is indeed a great surprise to see this temple rise and flourish as if by the touch of a magician's wand. The onrush of people from all parts of Bengal and many of the neighbouring provinces to visit the present Exhibition is an evidence of the popularity and fame achieved by its founder Srimad Prabhupad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He is truly a leader of men, erudite, saintly and full of personal charm which exercises a hypnotic influence on all who come in contact with him. The Exhibition in which the fel ishr philosophy has been illustrated by clay figures, evinces the great power of the person who conceived the idea of making the most intricate doctrines of vaishnava theology popular and simple by symbolical illustrations which make the philosophical truths promulgated in the Chaitanya Charitamrita accessible to very ordinary peopel. The whole Exhibition is a regular panorama of high religious significance and I am sure the masses of Bengal will now learn to realise Hindu spiritual philosophy without any academic culture. The institutions of the Vaishnavas generally promulgate emotional felicities, but there, there is a cultural element which forms the most striking feature of the Gaudiya Math. The people are pouring in hundreds and thousands from all places and it is a wonder ful thing to behold how without much notice or advertisement the function has created a stir among the masses which one would attribute to psychic force or some other esoteric impetus not easily comprehensible to us."

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে

ব্যাখ্যার চুম্বক

(২)

শ্রীযুত যদুবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলিলেন গোড়া হইতে সাধকের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবাপরাধ যেন কোনপ্রকারে না আসিয়া পড়ে। কারণ, ইহা মত্তহস্তীর ন্যায় এবং ভক্তিলতাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া থাকে। ভক্তিলতার কতকগুলি উপশাখাও জন্মিতে পারে, যথা ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসন, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি। এগুলি আসিয়া পড়িলে মূল লতাটি শুষ্কভাব ধারণ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাশা দুর্নিবার্য্যা। ইহা সাধককে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

'প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ॥'

সাধী ইহা হইতে দূরে থাকিতে বিশেষভাবে সতর্ক হইবেন। বৈষ্ণবাপরাধ এবং পূর্ব্বোক্ত উপশাখাগুলি জড়জগতে স্থিতিকাল পর্য্যন্তই বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে, মায়ার ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিলে তাহার আর কোন বিঘ্ন থাকে না।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনমোহন কবিশেখর মহোদয় "সাধন কালে লীলা স্মরণ হইতে পারে কিনা" এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তদুত্তরে অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবরপ্রভু বলিলেন—"যতদিন জীব অনর্থমুক্ত না হয় অর্থাৎ সাধনকালে জীবের শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিবার বা লীলায় প্রবেশ অধিকার নাই। সাধকের এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যদি কেহ অনর্থযুক্ত অবস্থায় মায়িক মন বুদ্ধি দ্বারা লীলাস্মরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করে, তবে সে "এঁচোড় অবস্থাতেই পাকিয়া যায়।" অপরিপক্ক অবস্থা অর্থাৎ সাধনাবস্থায় যদি সিদ্ধাবস্থালাভের অভিনয় করা যায় তবে তাহার অগ্রসর হওয়া সিদ্ধিলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অপ্রাকৃত-দেহলাভের পূর্ব্বে সম্ভব নহে; যাহা মুক্তপুরুষের স্মরণের বিষয় অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ অবস্থার বিষয়, তাহা সাধনাবস্থায় যেন কেহ আলোচনা না করেন। বৃক্ষে আরোহণ না করিয়াই যদি কেহ ফল আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা শুধু ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহার ভাগ্যে আর ফল আস্বাদন ঘটে না বরং অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সাধকের পতন হইয়া থাকে। অতএব মুক্তপুরুষেরই কৃষ্ণলীলা স্মরণের অধিকার।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

গোদ্রুমদ্বীপ

(২)

পূর্ব্বে মৃকণ্ডসুত তপস্যাপ্রভাবে সপ্ত কল্প পরিমাণ আয়ু পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রলয় সময়ে তিনি মহা প্রমাদ গণিলেন; প্রলয়ে সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া গেল; সপ্ত কল্প পরিমাণ আয়ু থাকায় মৃকণ্ডসুতের মৃত্যু হইল না, মুনিবর তখন জলের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিলেন। মুনি অরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে ভাসিতে ভাসিতে গোদ্রুমে আসিয়া উপস্থিত হন; এই নদীয়া ধাম ষোলক্রোশের মধ্যেই গোদ্রুম দ্বীপ অবস্থিত আছেন।

এই গোদ্রুমদ্বীপে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে সুরভীমাতা অবস্থান করিতেছিলেন, মুনি যখন সুরভীর নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন তখন দয়া করিয়া ভগবতী তাঁহাকে রক্ষা করিয়া, আশ্রয় প্রদান করেন। মুনির চৈতন্য হইলে ক্ষুধায় আকুল হইয়া সুরভীর নিকট প্রাণভিক্ষা করেন; তখন তিনি মুনির প্রতি সদয় হইয়া দুগ্ধ পান করাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। তখন মৃকণ্ডসুত করযোড়ে ভগবতীর স্তুতি করিতে লাগিলেন, 'মাতঃ! না বুঝিয়া আমি সপ্তকল্প অমর হইব বলিয়া বর লাভ করিয়াছিলাম, তাহার ফলেই আমার এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে হইল। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? তাহা আপনি দয়া করিয়া বলুন।' সুরভি তখন বলিতে লাগিলেন "এই ষোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রকৃতির অতীত স্থান, এস্থানে মায়াদেবী প্রবেশ করিতে পারেন না। অতএব হে মার্কণ্ডেয় তুমি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপদ আশ্রয় পূর্ব্বক এখানে থাকিয়া কায়মনঃপ্রাণে তাঁহাকে ভজন কর, তাহাতেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

সুরভী মাতার এই সিদ্ধান্ত-বচন শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির চৈতন্য উদয় হইল, তিনি এই 'গোদ্রুম দ্বীপে' বসিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আরাধনা করিয়া জীবের যাবতীয় অবিদ্যা-স্বরূপ কর্ম্ম বীজ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রত্যেক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲; একুনে ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবরণসহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীসার্ব্বভৌমনবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি-সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ চারি আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোমান্ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাস্তব কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরমার্থ-বিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থন পূর্ব্বক এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। ইহাতে সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৭ম সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিসম্পুটের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। বঙ্গানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নবপ্রেরণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাড়লি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধগণের নিত্য পাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠভূষণ স্বরূপ সুললিত গান সঙ্কলন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন সাময়িক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গের বন্যায় সাহায্য

দিল্লী হইতে প্রকাশ, বঙ্গের বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ মিঃ আ... আলিকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বন্যায় সাহায্য প্রদানের জন্য ... উদ্দেশ্যে ঐ ... কমিটী ... অর্থসংগ্রহ করিতেছেন।

বন্দুকের গুলীতে শাশুড়ী হত্যা

... হইতে প্রকাশ, মহম্মদ ... নামক ... নামক দেশুচিহ্নান পুলিশের একজন কর্ম্মচারী ২১শে সেপ্টেম্বর তাহার শ্বশ্রূকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা করিয়াছে। সে তাহার স্ত্রীকেও আহত করে এবং আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

অর্থ বিভ্রাটে গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্রবয়নাগারে যাইবেন বলিয়া যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ঐ বন্দোবস্ত তিনি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বাতিল করিবার কারণ এই যে, অর্থ-নৈ
হইতেছে, তিনি তাহার সম্যক আলোচনা করিবেন।

বন্যায় সাহায্য

পাবনা হইতে প্রকাশ, পাবনা হিন্দু সভার সম্পাদক বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার নিকট হইতে তৃতীয় দফায় একশত টাকা অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন। বাদল নামক স্থানে একটি স্থায়ী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া ১১ খানা গ্রামের প্রায় ১১ শত লোককে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইতেছে। ঔষধ—পীড়িতদের বস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য যোগাইতে হইলেও এই কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ আড়াইশত টাকার প্রয়োজন।

কাঁদিতে ভীষণ চুরি

কাঁদি হইতে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উকিল শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দত্তের গৃহে একটি অসমসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। তস্করগণ নগদে ও অলঙ্কারে ১৫০০৲ লইয়া প্রস্থান করে। বাটীর লোকজন বাহিরে আসিলে তস্করগণ তাঁহাদিগকে মারিবে বলিয়া ভয় দেখায়।

খানাতল্লাস

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কেতোয়ালী থানার পুলিশ বাগ্দার শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা টাঙ্গাইল হিন্দু সভার ... গ্রাম শিক্ষক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষের নামে খানাতল্লাস করিয়া মহেন্দ্র বাবুর একখানা খাতা লইয়া গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, ডাক লুট সম্পর্কে শচীন্দ্র হোম নামে যে ব্যক্তিকে আটোর বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আবার ৫ টায় তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

কংগ্রেস সভাপতির আহ্বান

পাটনা হইতে প্রকাশ, ভারতরাষ্ট্র মহাসভার সভাপতির অফিসে কার্য্যের চাপ পড়ায় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আমেদাবাদে আগমন করিয়া তথায় ২ মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বোধ হয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহাতে সম্মত হইয়াছেন।

লালকোর্ত্তা দলের পিকেটিং

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি মিঃ আবদুল গফুর খাঁ ও কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের নিকটে এই মর্ম্মে একটি তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, সাময়িক মীমাংসার প্রতিকূলে লালকোর্ত্তাগণ পিকেটিং পরিচালিত করিতেছেন। লালকোর্ত্তা ও কংগ্রেস ২টি বিভিন্ন দল কি না তাহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম।

চুচুড়ায় হরতাল

হিজলী বন্দিনিবাসে গুলীবর্ষণে নিহত সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ গত ১ শে সেপ্টেম্বর তথায় হরতাল প্রতিপালন করা হয়। সন্ধ্যাকালে বারোয়ারীতলায় জনসাধারণ সভার অধিবেশনে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং মৃত বন্দীদ্বয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

বরিশালে পিকেটিংয়ের আয়োজন

স্থানীয় বাজার হইতে বিদেশী বস্ত্র বয়কটে সাফল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনের জন্য এবং স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ১৭ দিন যাবৎ অনশনে থাকিবার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনার্থ একটি প্রতিনিধি স্থানীয় কমিটী নিয়োগের অভিপ্রায়ে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে অশ্বিনীকুমার হলে কংগ্রেস কর্ম্মী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভার অধিবেশন হয়।

শান্তিপূর্ণ পিকেটিংয়ের ফলে চকবাজার ও নূতন বাজারের গৌরনিতাই বস্ত্রালয় ও বণিক বস্ত্রালয় নামক ২টি দোকানের মজুত বিদেশী বস্ত্রাদি মুড়িয়া সিলমোহর করা হইয়াছে।

বেতন-হ্রাস অধিক নহে

পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, শিক্ষক ও দেশরক্ষা বিভাগের লোকজনের বেতন হ্রাসে যাহাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য উচ্চপদস্থ নন্‌কমিশণ্ড অফিসার ব্যতীত অন্যান্যদের বেতন শতকরা ১০ ভাগের অধিক কাটা হইবে না। প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, এইবার বাজেটের সাম্য রক্ষিত হইবে।

বন্যা-সংবাদ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, যমুনা নদীর জল বৃদ্ধি এখনও বন্ধ হয় নাই। প্রত্যহ ৮ ইঞ্চি পরিমিত জল বাড়িতেছে, ফলে সমগ্র মহকুমায় আবার বন্যার প্লাবন উপস্থিত হইবার আশঙ্কা হইতেছে, এবং আমন ধান্য ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মফঃস্বল হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রবল জলস্রোত বহিতে থাকায় তীরভূমি নদীগর্ভে ধ্বসিয়া পড়িতেছে, এবং নদী প্রায় বনওয়ারীলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। মহকুমা হাকিমের বাঙ্গলোর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ পাবনা রোডের কতকাংশ জলমগ্ন হইয়াছে।

সহসা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়ায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে প্রবল বারিপাত হইয়াছে।

সহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, এবং সহরের নিকটস্থ গ্রামসমূহে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গান্ধীজীর সহিত চার্লি চ্যাপলীনের সাক্ষাৎ

সংবাদে প্রকাশ, সংহিত রাষ্ট্র সংগঠন সমিতির বৈঠকের পর গান্ধীজীর সহিত চার্লি চ্যাপলীন বিখ্যাত সিনেমা অভিনেতা ডাঃ ক্যাটলিয়াসের গৃহে সাক্ষাৎ করিলেন।

শিখ সমস্যায় গান্ধীজীকে পত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া শীঘ্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনায় সর্দ্দার উজ্জল সিং গান্ধীজীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, সভায় শিখদেরও যোগদান বিশেষ আবশ্যক। শিখদের আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কম যাহা আবশ্যক, তাহা না পাইলে কোন মীমাংসাই তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে

কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ রাত্রিতে স্থানীয় সংবস্ত গলো...টির ইঁদারায় কোন একটী গুরুভার পতনের শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়ায় পার্শ্বস্থ লোকজন ইঁদারার সন্নিকটে যাইয়া উহার উপরে একটি ঝোল্লা দেখিতে পায় এবং উহাতে মনুষ্য পতিত হইয়াছে সন্দেহে একটি বংশদণ্ড দ্বারা অনুসন্ধান করে, কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পরদিন প্রাতে একটী দেহ জলে ভাসমান দেখা যায় ও উদ্ধারসাধন করা হইলে দেখা যায় যে, উহা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত কোন ভিখারীর দেহ। পেটের দায়ে অথবা ব্যাধির তাড়নায় যে লোকটি ঐরূপ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই ধারণা হয়। ইতঃপূর্ব্বে ডাক-বাংলোর ইঁদারায়ও ঐরূপ ২টী ঘটনা সংঘটিত হয়।

সিরাজগঞ্জে সাহায্যের ব্যবস্থা

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মফঃস্বলে সেবা কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য কলিকাতা খিলাফৎ সেবা-সমিতি সিরাজগঞ্জে একটি শাখা খুলিয়াছেন। অন্যান্য সেবা-সমিতি যে সমস্ত স্থানে গমন করিয়া নাই, সেই সমস্ত স্থানে গমন করে উক্ত সমিতি সাহায্য প্রদান করিবেন। খিলাফৎ সেবা-সমিতির সম্পাদক মিঃ আবদুল জব্বর বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বিপন্নদিগকে চাউল ইত্যাদি বিতরণ করিতেছেন।

চৌকি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

শ্রমিক সভায় গুণ্ডামী

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে একটি জনসভা বসিবার কথা ছিল। সহরে ১৪৪ ধারা মতে নোটিশ জারী করিয়া সভা সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় উক্ত সভা বন্ধ রাখা হইয়াছে। অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত গত ২১শে সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শ্রমিক সমিতির সাধারণ সভার এক অধিবেশন বসিয়াছিল। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শ্রমিক সভায় গুণ্ডার অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া, আহতদিগের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এবং হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সমবায়ে একটি তদন্ত কমিটী গঠনের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৭ জন সদস্য লইয়া শ্রমিক সমিতির পক্ষ হইতে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সমিটী আহতদিগের সাহায্য দান গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা এবং রবিবারের সভায় গুণ্ডামীর রহস্যভেদের চেষ্টা করিবেন।

শ্রমিক সভায় গুণ্ডামি

দুই জন বিদ্রোহী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত

কাশ্মীরে গ্রেপ্তার

ভারত উপকূলে জার্ম্মান পোত

কলিকাতায় পিকেটিং

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

আদালতে আসামীর গান

নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলন

রিভার্স কাউন্সিলে বাধা

ব্যাঙ্ক বন্ধে কলিকাতার বাজারের অবস্থা

সুরযনাথের আপীল গৃহীত

এক প্রস্তাবে জামসেদপুর শ্রমিক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রমিকদের দাবীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার নিমিত্ত কার্য্যকরী সভাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দাবী পূরণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতাও কার্য্যকরী সভাকে দেওয়া হইয়াছে।

কাশ্মীরে গ্রেপ্তার

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ এস, এম, আবদুল্লাকে গত ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা দেওয়ায় অভিযোগে দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেল দাঙ্গার পর প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি মুক্তি পান। নবাব সার সেখ শার উদ্যোগে মুসলমানদের সহিত সরকারের যে বুঝাপড়া হয়, তিনি

তাহার মধ্যেও ছিলেন সহরের মুসলমান দোকান সকল বন্ধ হইয়াছে।

---

২ জন বিদ্রোহী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত. পুলিসের হানা

একদল সামরিক পুলিস ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে থায়েমেটো হইতে চার মাইল দক্ষিণ পাহাড়ের মধ্যে বিদ্রোহীদের শিবিরে হানা দিয়া বিদ্রোহীদের নেতা ও দুইজন বিদ্রোহীকে নিহত করিয়াছে। একজন বিদ্রোহী জখম ও অপর দুইজন পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছে। আরও দুইজন বিদ্রোহীকেও আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহারা কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনটি বন্দুক, পাঁচটি বোমা ও অপর কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে এবং বিদ্রোহী শিবির ধ্বংস করা হইয়াছে।

কামা অঞ্চলে একজন মোড়লকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীরা হত্যা করিয়াছে।

পেগু, ইনসিন, হেনজাদা, প্রোম ও থায়েমেটো প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেকগুলি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রোমে পাহারায় নিযুক্ত একদল পুলিসের গুলীতে একজন ডাকাত প্রাণ হারাইয়াছে। আরও অনেক ডাকাত ধরা পড়িয়াছে।

প্রোম হইতে একটি হতাশ সংবাদ আসিয়াছে। তেনগাঁরের মাগওয়ি নামক স্থানের একজন লোককে বিদ্রোহীরা অর্থের লোভে অপহরণ করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রমোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরীকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দনাচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্যানার্জ্জি, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদানন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

আল্লাপুর, প্রয়াগ ই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীযোগনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মলোচন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপশুপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সোহরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণবন্ধ, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কালনা

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসেবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার } ১৭৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত নন্দোৎসবের পরদিন ৭।৯।৩১ তারিখে প্রাতে বহু ভক্ত একত্র সমবেত হইলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সেই সমস্ত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়াও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে যে সমস্ত হরিকথামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন এবং যাহা সমুপস্থিত সজ্জনগণ আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহারই এককণা মাত্র সংগ্রহ করিয়া আমরা সাধারণ পাঠকবর্গের আস্বাদনের নিমিত্ত বিতরণ করিতেছি।

স্বামীজী মহারাজ বলিলেন যে, চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না বা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত দর্শন ঘটেনা, সেইরূপ চক্ষু উন্মীলিত অবস্থায়ও মানুষ যে সমস্ত জাগতিক স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহারও বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥' অর্থাৎ পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমের তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদ পুত্র-দারাদিও প্রতি দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।

সাধুগণ মুক্তপুরুষ, তাঁহারা ঐরূপ স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী নহেন। একমাত্র তাঁহারাই বদ্ধ ও অজ্ঞানান্ধ জীবকুলকে প্রকৃত শান্তিরাজ্যের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ। বহু জন্মের পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীব যখন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া ঐরূপ সাধুগণের চরণে প্রপন্ন হয়, তখন তাঁহারা জাগতিক, নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর বস্তুতে 'আমি আমার' রূপ মমত্ব বিনাশ করিয়া জীবের সেই স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত করিয়া দেন।

জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যোদয় হইলে সে তখন শ্রীগীতার—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" এই শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জাগতিক যাবতীয় মমতাস্পদ সম্বন্ধের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই, অতএব উহাতে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে কোন সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন যে, 'সংসারে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' অর্থাৎ ধর্ম্ম-কার্য্যে বা ভগবৎসেবানুষ্ঠান-কার্য্যে ব্যস্ত হইলে প্রায়ই আত্মীয়স্বজন বিরোধী হয়েন; এমন কি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়গণ সকলেই পরিপন্থী হইয়া উঠেন। এক্ষণে সেইরূপ গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?

স্বামীজী মহারাজ এইরূপ পরিপ্রশ্নে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—"ঐরূপ পক্ষে আত্মীয়গণের মত মানুষের পাঁচটী আঙ্গুল মনে করুন। পাঁচটী আঙ্গুল কিছু সমান হয় না। ধরুন যদি কোন দিন কোন একটী আঙ্গুলে পচা ক্ষত (Gangrene) হইয়া তাহা দুষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?

সেই ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের উপদেশে ঐ ক্ষত অঙ্গুলিটী পরম আত্মীয় হইলেও অন্যান্য আঙ্গুলগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ উহা কাটিয়া বাদ দেন, সেইরূপ সংসারে আত্মীয়নামধারিগণের মধ্যে যদি কেহ কাহারও নিত্য আত্মকল্যাণের পরিপন্থী হয়েন, তবে সে ক্ষেত্রে সেইরূপ আত্মীয় ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

এতদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ ইত্যাদি'। অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' পদবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে। সেই জননী 'জননী' নহেন, অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে; আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।

যাঁহারা জীবকুলকে ভগবদ্বৈমুখ্যজনিত অনর্থ হইতে মোচন করিতে পারেন না তাদৃশ গুর্ব্বাদিকে পরিত্যাগ করিবে; যেমন পূর্ব্বকালে মহাত্মা বলি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ স্বীয় স্বজন রাবণকে, প্রহ্লাদ পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে, ভরত স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গরাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ স্বীয় পতি যাজ্ঞিক বিপ্রগণকে তাঁহাদিগের ভগবদ্বিমুখতার জন্য দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভবরোগের বৈদ্যরাজ জগদ্গুরু আচার্য্যবর জীবকুলকে ভবমরুদাবাগ্নিসদৃশ সংসার-জলধি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঔষধস্বরূপ হরিকথামৃত বিতরণ ও পথ্যস্বরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সুযোগ দিবার জন্য মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। নিষ্কিঞ্চন সাধুগণই জীবের পরম আত্মীয় ও সুহৃদ, কারণ তাঁহারাই শাস্ত্রসিদ্ধস্বরূপ শস্ত্রাস্ত্র-দ্বারা জীবের দুঃসঙ্গরূপ মনের দুর্ব্বাসনাগুলি ছেদন করিয়া সংসার মোচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চরম কল্যাণ ও শাশ্বত শান্তির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। অতএব সংসারী জীবের পক্ষে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণের চরণে প্রপন্ন হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাক্তন, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সংযোজনসহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদেব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীব্রহ্মাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্যবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। অধুনা সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ভক্তিপর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপে একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবি. এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে [illegible] টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালায় ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে [illegible] মাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ১১ জন যুবকের বিচারের জন্য সম্প্রতি যে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে, শীঘ্রই জেলের পার্শ্বে পুরাতন কাছারীবাটীতে তাহা বসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সভাপতি শ্রীযুত এ, এন, সেন গত ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কলিকাতায় পিকেটীং

মঙ্গলবার দিন বেলা সাড়ে বারোটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বড়বাজারের মনোহর দাস কাটরা, সদাসুখ কাটরা, কসাই কুঠী, কটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলে, প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক ও বহু মহিলা উহাতে যোগদান করেন। এ দিন মনোহর দাস কাটরার দোতলায় শিবনাথ নামে একজন স্বেচ্ছাসেবক একটী খরিদ্দারকে লইয়া স্বদেশী বস্ত্র খরিদ করিতেছিল। প্রকাশ, সেই সময় একজন সার্জ্জেণ্ট তাহাকে "নিকালো শুয়ার কি বাচ্ছা" বলিয়া গালি দেয়। ইহা শুনিয়া খরিদ্দারটি চলিয়া যায়।

দক্ষিণ কলিকাতায় খুব সফলতার সহিত পিকেটিং চলিতেছে।

উত্তর কলিকাতায় নূতনবাজারে প্রায় ২০ জন, শ্যামবাজারে প্রায় ৩০ জন ও শোভাবাজারে প্রায় ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন। কলিকাতায় অপর অপর জায়গায়ও পিকেটিং করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। শীঘ্র কলেজ ষ্ট্রীটে শুরু করা হইবে কি না তাহা বিবেচনাধীন আছে।

মফঃস্বলেও বহু স্থানে যথা—বরিশাল মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং চলিতেছে।

নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ আগামী ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর তারিখে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসিবে। ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সার পি, সি, রায় সম্মেলনের উদ্বোধনের উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ ডাব্লিউ কর্ম্মানের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা বসিয়াছিল। উক্ত সভায় পুরাতন কার্য্যকরী সমিতির পরিবর্ত্তে নূতন একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সুলতান আমেদ উক্ত কমিটীর সম্পাদক এবং সৈয়দ আজিজুল হক, হাজি জহুরুল হক সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতার মুসলমান ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক বন্ধে কলিকাতার বাজারের অবস্থা

সাময়িক ভাবে ব্যাঙ্কসমূহ টাকা প্রদান বন্ধ করায় এবং সাধারণের ছুটী আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হওয়ায় গত ২১শে সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ব্যবসায়ী মহলে যে চাঞ্চল্য ও হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা ব্যবসা অঞ্চলের সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর পরিস্ফুট হয়। গত সোমবার দিবস অস্থায়ীভাবে স্বর্ণের মান ত্যাগের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায় এবং ঐ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহারা সংবাদপত্র ও অন্যান্যস্থলে অবিরত ফোন করিতে থাকেন। সায়াহ্নে মঙ্গলবার দিবস ছুটী ঘোষণা করিয়া সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। সেজন্য অনেকে উহা অবগত ছিলেন না। কাজেই মঙ্গলবার দিবস সরকারী আফিস সমূহে ও আদালত প্রভৃতিতে অনেক উকীল ও কর্ম্মচারী গিয়া ফিরিয়া আসেন। সেয়ার ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ ভবনেও অনেক ব্যবসায়ী গিয়া উহা বন্ধ দেখেন। ব্যবসায়ীগণকে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া উৎসুকভাবে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যা পাঠে নিরত দেখা যায়।

আমাদের প্রতিনিধি সেয়ারের বাজারে গিয়া ব্যবসায়ীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলেন যে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। পণ্যের মূল্যও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পাট প্রভৃতির মূল্য পূর্ব্বাদিনের অপেক্ষা বাড়িয়াছে। পাটের মূল্য গোড়া ৩২৲ টাকার স্থলে সাড়ে ৩৪৲ টাকা হইয়াছে। বাট্টার হার ১৬ পেন্স নির্দ্ধারিত হইবে অনুমান করিয়াই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেয়ারের বাজারে বহু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে একত্রিত হইয়া সিকিউরিটী সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতে শুনা যায়। তাঁহারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই নূতন কি খবর তাহা জানিবার জন্য সংবাদপত্র বিক্রেতাদিগকে দেখিলেই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় কি সংবাদ আছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ সহকারে উহা ক্রয় করিতেছিল।

ব্যাঙ্ক এবং প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রগুলি সবই একরূপ বন্ধ ছিল। বাট্টার হার সম্বন্ধে ব্যবসায়ীগণকে সর্ব্বত্র জল্পনা করিতে দেখা যায়। তবে সওদাগরি অফিসাদি অধিকাংশই খোলা ছিল।

আদালতে আসামীর গান

পাটনা হইতে প্রকাশ ২১ সেপ্টেম্বর পাটনা বোমার মামলার আসামী হাজারীলালের মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। দায়রা জজ স্থির করেন, আসামীর অনুরোধেই আদালত কর্ত্তৃক যে ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আসামী যখন তাঁহাকে দিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করাইতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন উক্ত ব্যবহারাজীবকে মামলা পরিচালন পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই।

জজ আসামী হাজারীলালকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি সরকারী সাক্ষীদিগকে কোন প্রশ্ন করিবেন কি না। তাহাতে হাজারীলাল বলেন, তিনি মামলার শুনানীতে আর যোগদান করিবেন না। এই কথা বলিয়া আসামী বাজেয়াপ্ত সঙ্গীত গান করিতে থাকেন এবং মামলার শুনানীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনভাব দেখাইতে থাকেন। অতঃপর মামলার সরকার পক্ষের আরও সাক্ষ্য লওয়া হয়।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর দায়রা আদালতে পাটনা বোমার মামলার আসামী হাজারিলালের বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। বাঁকীপুর জেলে দায়রা জজ রায় বাহাদুর এস, এন, মুখোপাধ্যায় বিচার করিতে-

আসামী আদালতে আসিতে অস্বীকার করায় শুনানী আরম্ভ হইতে বিলম্ব হয়। কিছুক্ষণ বুঝাইবার পর তাঁহাকে তাঁহার কুঠরী হইতে কড়া পুলিস পাহারায় আনা হয়। কর্ণেল ম্যাকপাওয়েল, মিঃ পারকিন, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জয়দেব সহায়, পাটনা সিটির সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এম, কে, সিংহ ও রায় সাহেব মহেশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মাও এক পুলিস দলের সহিত আসেন।

ব্যবহারাজীব নিয়োগ সম্বন্ধে জজ তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া আসামীকে পুনরায় বিবেচনা করিতে বলেন। আসামী পক্ষের উকীল আসামীর সহিত পরামর্শ করিয়া আদালতকে জানান যে, আসামী বিবেচনা করিবার জন্য শুনানী মুলতুবী রাখিতে বলিতেছেন। জজ বলেন, মুলতুবী সম্ভব নয়। জজ নিষেধ করিলেও আসামী উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন।

বৈদেশিক হুণ্ডী ক্রয় নিষিদ্ধ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্বর্ণ আইন অনুসারে বৃটিশ সরকার যে প্রথম আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংলণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের কোন অধিবাসী যেন বৈদেশিক হুণ্ডী ক্রয় না করেন বা কোন কোন অর্থ হস্তান্তরিত না করেন। তবে চলতি কারবারে অত্র প্রয়োজন হইলে ঐরূপ চলিবে বা ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্ব্বে যে সকল চুক্তি হইয়াছে সেই চুক্তির সর্ত্তও পালন করা চলিবে। আরও ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ভ্রমণ ব্যয়ও চলিবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর বিলাতের ষ্টক বাজার খুলিয়াছে।

রিজার্ভ কাউন্সিলে বাধা

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্ট সভায় মিঃ ওয়েজ উড বেন বলেন যে, রিজার্ভ কাউন্সিল বিল, ক্রয়দ্বারা রূপেয়ার দর ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত করিলে যে ব্যয়বৃদ্ধি হইবে তাহা যেন বৃটিশ করদাতাদের স্কন্ধে আরোপ করা না হয়। সার স্যামুয়েল হোর মিঃ বেনকে নোটিশ দিতে বলেন।

ভারত উপকূলে জার্ম্মান পোত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ২১শে সেপ্টেম্বর বিমানবীর র‍্যান্‌স্ নর্থাসের নেতৃত্বাধীনে একখানি জার্ম্মান নৌ বিমানপোত বুধবারে কলম্বো হইতে মাদ্রাজে আসিবে। ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে উক্ত পোতখানি ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছিয়া অবিলম্বে কলম্বো রওনা হইয়াছে। ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উহা কলম্বো পৌঁছিবে আশা করা যায়

সুরযনাথের আপীল গৃহীত

পাটনা হাইকোর্টে ছুটীর সময়ের বিচারপতি মিঃ খাজা মহম্মদ নূর পাটনা সহরের বোমা বিস্ফোরক সম্পর্কে নানি অভিযোগে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুরযনাথ চৌবের আপীল গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাহাকে জামীন দেওয়া হয় নাই। আপীলের বিচার শীঘ্রই করা হইবে।

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৮, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসবটী অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বাষ্টক কীর্ত্তন, অরুণোদয় কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ্ গদাধর প্রভু সুললিতকণ্ঠে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করেন। তাহার পরও ১২টা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বারটার পর হইতে ১॥টা পর্য্যন্ত মহাজন পদাবলীকীর্ত্তন ও ভোগ-আরতি কীর্ত্তন হইলে পর প্রায় বেলা ৫টা পর্য্যন্ত সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ কীর্ত্তন-সংযোগে বিতরণ করা হইয়াছিল।

বহু সজ্জন ব্যক্তি ও মহিলাবর্গ আগমন-পূর্ব্বক শ্রীপাদ রামপদ ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক পুষ্পমালা বস্ত্র-অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ জিউএর নয়নমনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, ভোগ আরতি দর্শন ও মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ সেবন করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা আরতির পর হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে সুকণ্ঠগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্ম বন্দনা করিয়া গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ২য় খণ্ড হইতে "শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী" নামক শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে স্বামীজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সুদুর্লভাদপি সুদুর্লভ চরণাশ্রয় জীবমাত্রেরই পরম লোভনীয় হইলেও এবং যোগ্যব্যক্তির নিকট তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ করিবার আবশ্যকতা থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সেরূপ অধিকার নাই। অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরনিজজন রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ এবং মুক্ত আত্মাই শ্রীগুরু-কৃপায় তাহা শ্রবণ করিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে; কিন্তু আজ কাল হাটে বাজারে রূপ গুণ লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাভিনয়ের ছড়াছড়ি দেখা যায়। ইহা অতিশয় অপরাধের কথা। অকস্ত্র হইয়া বিষ ভক্ষণ করিলে সেরূপ অবস্থা হয়, অমুক্ত হইয়া মুক্ত পুরুষের আলোচ্য লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃতভাবে অঙ্কিত করিয়া নিরয় গমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং আমি নিজেকে অমুক্ত ও সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়া কেবল শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম সেবার জন্য আমার নিষ্কপট লোভ হউক ইহাই প্রার্থনা করিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আবির্ভাব তিথির সম্মান করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণ-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাটী পাঠ করিব মাত্র। অকালপক্ক হইয়া প্রাকৃত মনের দ্বারা কিছু কল্পনা করিবার চেষ্টা করিব না।

পাঠান্তে শ্রীপাদ গদাধর প্রভু গীতাবলীর নিম্নলিখিত পদটী ও কল্যাণকল্পতরুর একটি পদ কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আবেগভরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং নৃত্য করিয়া সকলকে নাচাইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়া-ছিলেন। সর্ব্বশেষে সমুপস্থিত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁহার সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি নারায়ণী।
রাধিকাপদরজ পূজয়ে মানি॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়বাণী॥
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাকর ধন।
বিনোদসেবক তাঁর মাগয়ে চরণ॥

চাকদহ কাটাজগুলী মঠে গত ২রা আশ্বিন তারিখে শ্রীরাধারাণীর জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত চন্দ্রাবাতে আরও উক্ত গ্রামস্থ বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুললিত স্বরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামা-বলী কীর্ত্তন করেন।

যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীই শ্রীকৃষ্ণের সকল গোপবধূগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও পরম প্রিয়তম। শ্রীমতি বার্ষভানবী দেবীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের সেবার আদর্শ কপটতামাত্র। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন শ্রীবার্ষ-ভানবী; শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সেবা। সর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবাই আমাদের নিত্য মঙ্গলের উপায় এবং রাধা-ষ্টমী, একাদশী প্রভৃতি ভক্তিবর্দ্ধক মাধবতিথি সর্ব্বতোভাবে পালন করা প্রত্যেক জীবের একান্ত কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বকথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীপাদ কেশবানন্দ প্রভু সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে অমৃত-বর্ষিণী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জনবৃন্দ আনন্দে শ্রীরাধাগোবিন্দের জয়ধ্বনি করতঃ চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন।

পাঠান্তে সুমধুরকণ্ঠে গৌরবিহিত মহা-জন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দ সমাগত ব্যক্তিগণকে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত মহোৎসবের সেবানুকূল্য করিয়া শ্রীযুত আশুতোষ কর্ম্মকার মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি তাঁহার ঐকান্তিক হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

(৭৬)

৫৫১ থাংজারী ৩১ দাবী ২২১৵৩

ডিঃ কাজি আব্দুল অহিদ সাং দহকুলা

দেঃ অপূর্ব্বকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কুড়ালীগাছি পোঃ দামুরহুদা

চাপড়া থানায় মহেশপুর গ্রামে ৩১২ খতিয়ানে ৩৭-৩৮শঃ ও কাদাঘাটা গ্রামের ৭৩১৩ খতিয়ানের ১-৪৮ শতক মোট ৩৯-১৬ শঃ জমীর ৩৪৷৷৹ জমা মূল্য ১০০৲

(৭৭)

৫:৫ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৬৸৵৯

ডিঃ জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দিং সাং গৌরবডাঙ্গা

দেঃ বাহারালি মণ্ডল দিং সাং বাহির-গাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দক্ষিণ বাহিরগাছি গ্রামে যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন -০৮ শতক জমির ১৲৬ জমা দেঃ ।৴৬৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ১৩ খতিয়ানের -৫৭ শতক জমি ৬৷৹ জমা দেঃ ।৴৬৷৷ = অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রাম ঐ মালিক অধিন ১৫-৩৫ শতক জমি ৪৫।৹ জমা দেঃ ।৴৬৷৷ = অংশ মূল্য ৫০৲

(৭৮)

৫০৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২৪।৴৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ কালু মণ্ডল সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাঙ্গি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৯০ খতিয়ানে ২-৮২ শঃ জমীর ১৩৸৴৫ জমা মূল্য ৮৲

(৭৯)

৪৬২ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর মল্লিক সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৭৮ খতিয়ানে ২-৭৩ শঃ জমী ৭।৴৹ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮০)

৪৬১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দানেজ সেখ সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে রাখাল দাস দিং অধীন ১০৯ খতিয়ানে ১-৫৫শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ৪৲

(৮১)

৬৫৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২৬৵৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মকবুল সেখ সাং বিক্রমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২৭ খতিয়ানে -৭৯ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮২)

৩৬১ থাংজারী ৩১ দাবী ৬২৷৷৵৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শুকুরালি মণ্ডল সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭৩।২৭৪।২৮০ খতিয়ানে ৪-৮২ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৮৩)

৩৬০ থাংজারী ৩১ দাবী ৮৬৷৷৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ভোলা সর্দ্দার দিং সাং রাজিব-পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০১।৪৩৬ খতিয়ানে ৩-৯৩ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৮৪)

১৬৮ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩৵৬

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ সেন দিং সাং দাদপুর

দেঃ শ্যামচন্দ্র রায় সাং দাদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দাদপুর গ্রামে ৪০৮।৪০৯ খতিয়ানে ২ ২১ শতক জমীর ৫৸৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮৫)

১১৬১ থাংজারী ৩১ দাবী ১২১৸৴

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ বক্সীদাস দিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১২১১ খতিয়ানে ৯৷৷৹। জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৮৬)

১৩৬২ দেংজারী ৩১ দাবী ৩১৪৵৩

২৫৪৮

ডিঃ নিবারণচন্দ্র সিংহরায় সাং নারায়ণপুর

দেঃ খোকন সেখ দিং সাং ভবানী-পুর পোঃ নাকানাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় অধীন ৫৫ খতিয়ানে ৮-৪৯ শতক জমীর বাস্ত ৪৷৷৵ নিরিখে হুথলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত জমা মূল্য ১০০৲

(৮৭)

৯৩১ দেংজারী ৩১ দাবী ৪৩.৵১

ডিঃ দামিনী বিবি দিং সাং আসাননগর

দেঃ বকু মণ্ডল দিং, সাং আসান নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় আসাননগর গ্রামে জয়দুর্গাদাসী অধীন ৬০৸০ জমীর ৩৮।৵৫ জমা দেঃ ৴১৫৷৷২ দখিল মূল্য ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৴৪ কাঠা জমি ৪৸৵১৮ জমা দেঃ ৴১৫৷৷২ দখিল মূল্য ৫৲

৩। ঐ গ্রামে রাখালদাস মুখো-পাধ্যায় অধীন ২৩।৹ বিঘা জমি ২২৸১৬ জমা দেঃ ৴১৫৷৷২ দখিল অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ গ্রামে বিনায়ক চন্দ্র চট্টো পাধ্যায় অধীন ৩৭৷৷৴৫ টাকার জমার অর্দ্ধাংশের এক তৃতীয়াংশ জমি বিক্রয় হইবে মূল্য আঃ ২০৲

(৮৮)

৬৫৯ দেংজারী ৩১ দাবী ১৩৮৬।৵৯

ডিঃ প্রমিলাবালা দাসী বিশ্বাস সাং মাটীয়ারী

দেঃ সত্যবালা দেবী দিং সাং ফুলবাড়ী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় রজপুত ও ফুলবাড়ী দিং গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ৪১০৯ নং ১৪৩ লাখরাজ ব্রহ্মত্তর ২৯/২ জমি বার্ষিক ৩৲ সেস্ দিতে হয় দেঃ ৷৷৵৮ অংশ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৭।৩। কাঠা জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

৩। থানা কোতোয়ালী অধীন নুতন সড়ক মৌজে ১৭৴ বিঘা জমি মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় অধীন গোয়ালদহ দিং মৌজে ১২।৴ বিঘা জমি মূল্য ৫০৲

(৮৯)

৬৫২ দেংজারী ৩১ দাবী ২৩৬৲৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ সবুর মণ্ডল দিং সাং মহেশনগর পোঃ হাতিশালা

চাপড়া থানায় মহেশনগর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ২৬৭ খতিয়ানে ৩৯-৭১ শঃ জমীর ৬৮৷৷৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৯০)

২৩৮ দেংজারী ৩১ দাবী ২৬.৷৷৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কাটোয়া বর্দ্ধমান

নাকাশীপাড়া থানায় মহরালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫ খতিয়ানে ২৯৯-৬৬শঃ জমীর ৮১০৸৴৬ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

নানা কথা

কমিশনার আক্রমণের জের

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, ঢাকা বিভাগের কমিশনারের প্রতি আক্রমণ সম্পর্কে নরিন্দার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু এবং কালিহাতীর শ্রীযুত উপেন্দ্র প্রসাদ সেনের বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু এবং কালিহাতী কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ভূদেবপ্রসাদ সেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে, সরকারী উকিল ২৩শে সেপ্টেম্বর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ৩৫ জন আসামীর মধ্য হইতে অর্দ্ধেন্দু গুহ ও অনিল রক্ষিতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া লন। উক্ত লুণ্ঠন মামলার অপর যে ১১ জন আসামীর বিচার আর একটা স্পেশাল ট্রাইবুনালে হইবে, এই আসামীদ্বয় তাহাদের অন্যতম। প্রকাশ, শীঘ্রই জেলের নিকটস্থ পুরাতন কলেক্টরেট ভবনে উক্ত ট্রাইবুনালের বিচার আরম্ভ হ বে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, এই জিলার কতিপয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ আগামী ১৯৩২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ আগামী ৯ই মার্চ্চ না করিয়া মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে স্থির করিবার জন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কারণ, গত বন্যার সময় কতিপয় স্কুল প্রায় তিন সপ্তাহের অধিক দিন বন্ধ ছিল, ও সেইহেতু ছাত্রগণ ঐ সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্ম উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতে পারিবে না।

পুনায় পুলিসের হানা

পুনা পুলিস বুধওয়ারপেট সহরে একটি বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া টাকা এবং আধুলী তৈয়ারী করিবার ছাঁচ এবং সরঞ্জাম পাইয়া পি এস, সাহেস্মাই নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কতকগুলি অর্দ্ধপ্রস্তুত টাকা ও আধুলি ঐ সঙ্গে পুলিসের হস্তগত হইয়াছে। রিপোর্টে আরও প্রকাশ, আসামীর একজন সঙ্গী পলায়ন করিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৫ই অক্টোবর ১৯৩১

(১)

২৩০৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১৮।৶৯

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ সতীশ সরদার সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল দাস এসিংহ, দিং অধীন ২৪।১।১ খতিয়ানে -৯৫ শতক জমির ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৪৲

(২)

২০৭৭ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এছমাইল সেখ দিং সাং ঝিটকী-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ৪৯ খতিয়ানে ৩২০ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১২৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭।০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক বিশ্বাস দিং সাং হাঁসা-ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ১৬৪ খতিয়ানে ১২-০৬ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১৬৪৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৩/৯

ডিঃ রাজনন্দিনী দেবী দিং সাং তেলিনীপাড়া হুগলী

দেঃ অভয়াবালা দেবী দিং সাং হাজারীবাগ পোঃ হাজারীবাগ (সাওতাল পরগণা)।

কৃষ্ণনগর থানায় সুচিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১।৩।৪।৫ খতিয়ানে ২৮৸৶ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১৬৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী৪৭৸৯

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ সাং বোয়ালমারী

দেঃ উপেন্দ্রমোহিনী দাসী সাং কাঁটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কাঁটালপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৫৩২৬ খতিয়ানে -৪২ শতক জমীর মায় উপরিস্থ পাকা কুঠারী দরজা, জানালা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১৭৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৬৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নেকজানবিবি দিং সাং ঝিটকি-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৬ খতিয়ানে ৮-৯৭ শতক জমীর ১১॥০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭)

১৮২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৭৶৶৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং যুগপুর

দেঃ প্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশাল পোঃ আড়ংলিয়া

নদীয়া কালেক্টরীর ৪২নং তৌজী ভুক্ত, তেহট্ট থানায় নেতাই গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ১৭০০৲ টাকা পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০০৲

(৮)

১৮৬৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৸/০

ডিঃ ইন্দুকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ আবদুলজহেদ মণ্ডল সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতারা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬৬—৩৬৮ খতিয়ানে ১-৪৩ শতক জমীর ৩/১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(~)

২১২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৬॥/৩

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ নকুজান বিবি সাং হাতিশালা পোঃ হাতীশালা

কোতোয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধিন ৮১ খতিয়ানে ১৪-০ একর জমীর ২৬॥৶/১২ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

২১২৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ হাকিম মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতোয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধিন ৩২৯ খতিয়ানে -৭৪ শতক জমীর ২৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

২১২৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫২৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচুগোপাল ঘোষ দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮ খতিয়ানে ৪০-৮ শতক জমীর ৬৫৸১। জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(১২)

২১২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৭১॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জুবারণ বিবি দিং সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতোয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধিন ২৭৬ খতিয়ানে ৩-৮৮ শতক জমীর ১০।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

২১৩০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫১৸

ডিঃ ঐ

দেঃ কেছমত মণ্ডল দিং সাং হাতি-শালা পোঃ হাতীশালা

কোতোয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭১ খতিয়ানে ৩১-২৮ শতক জমীর ৪৪৸/৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১৪)

২১৩১ খাংজারী৩১ দাবী ২১১৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পরিছন বিবি সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিগ্রীদার অধীম ১৩৯ খতিয়ানে ২৮-১৬ শঃ জমীর ৪০৶/১৮ জমা দেঃ তিনের চার অংশ, মূল্য আঃ ৪০৲

(১৫)

২১৩২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৪৶

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৬ খতিয়ানে ২৯-৫৬ শতক জমীর ৪৬৸/৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১৬)

২১৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭২।০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোমবেজ আলি মাসক দিং সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৭ খতিয়ানে ১৬-২৮ শতক জমীর ২৫॥৶/১৫ জমা মূল্য ২৫৲

(১৭)

২১৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৭॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভদু মণ্ডল সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

কোতয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিগ্রীদার অধীন ২৬৮ খতিয়ানে ৮ ২৮শঃ জমীর ১৪॥১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

২১৬৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৸৶৩

ডিঃ অমৃতহরি স্মৃতিতীর্থ দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ ফড়িং সেখ মণ্ডল সাং কৃষ্ণ-চন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪৯ খতিয়ানে ৩-৮ শতক জমীর ৭৲ জমা দেঃ একের সাত অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

২২৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৪।৶৯

ডিঃ রণজিৎপালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ প্রফুল্লকুমার রায় দিঃ সাং মণি-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় মণিপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩—২৬।২৮ খতিয়ানে ৩৬-৯৮ শতক জমীর ৭৩৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২০)

২৩০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৫॥

ডিঃ চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস্ এষ্টেট সাং গোয়াড়ী

দেঃ আবদুল সেখ মিস্ত্রী দিং সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

কোতোয়ালি থানায় শক্তুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৭।৮২০।১৭৭ খতিয়ানে ৭-৮৬ শতক জমীন ওটবন্দি জমা মূল্য ৩৫৲

(২১)

২৩৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮॥৩

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ড সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচকড়ি সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় ধতুরাপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬০ খতিয়ানে -০১ শতক জমীর ২।০ জমা [illegible]
-টা মায় সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

২৪০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৸৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ইছু সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় বারুইহদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২ খতিয়ানে ১-৭৪ শতক জমীর জোত জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

২৪১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৮৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দামিনী বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে ১১৮৬, ১১৮৬।১,১১৮৬।২ খতিয়ানে -৩১ শতক জমীর ১০৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

২৪২১ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৭॥৶৩

ডিঃ রজনীকান্ত গড়াই দিং সাং ভালুকা

দেঃ অভয়াবালা দেবী

C/o Babu Sakti K. Bhattacharjee Pleader হাঃ সাং গিরিডিহি পোঃ হাজারীবাগ

কোতোয়ালী থানায় এক্তারপুর গ্রামে ডিগ্রীদার দিং অধীন ৪৪।৪৫ খতিয়ানে ৯-৬৯শঃ জমীর ১৪৲ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

২৪৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪॥৶৯

ডিঃ সৈয়দ আহাম্মদআলি সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এয়াকুব মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৪ খতিয়ানে -৮৬ শতক জমীর ៧।• জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

২৪৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ১০১॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছুপিতন বিবি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯১।২৯৫।২৯৮ খতিয়ানে ১০-৭২ শতক জমীর ১৬৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

(২৭)

২৪৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫।৬

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ ওছমান সেখ মালিতা দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় বেন গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯।৪।৴ ছটাক জমীর জমা ১২।৴১০ মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

২৪৬২ খাংজারী ৩১ দাবী ৮২৲

ডিঃ ঐ

দেঃ বিশুবেওয়া বিবি সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় বেন গ্রামে ১২/৩॥ জমীর ৮৶ ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

২৫৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫০৸৩

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মোং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ এয়াকুব মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় জাঙ্গীরপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৪ খতিয়ানে ২৩-২৯ শতক জমীর ২৮।৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

২৫৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৬০॥৶৬

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ ওছমান সেখ রাতকানা সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৫৭ খতিয়ানে ৪।৪ কাঠা জমীর ১১৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

২৫৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫২।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতোয়ালী থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬২ খতিয়ানে ৬/০।/০ জমীর ৮।১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

২৫৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪।৶৩

ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং উলা, বীরনগর

দেঃ সুধীর ঘোষ দিং সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় নলদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৮ খতিয়ানে ৩-৯৪ শতক জমীর ৭৸৶৩ মোকররী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

২৫৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৮৸৬

ডিঃ জগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সুরেশচন্দ্র পাঠক সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৯ খতিয়ানে ১৫-৬৫ শতক জমীর ২৩॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৩ খতিয়ানে ৪-১০ শতক জমীর ৬৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৪)

২৫৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মালী সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার বারুইহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯২ খতিয়ানে ৩-০২ শঃ জমীর ৬।৴০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৫)

২৫৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৬।৶০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কালীপদ ঘোষ দিং সাং গদখালি পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৬৸৶ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৩৬)

২৪২৮ মণিজারী ৩১ দাবী ৪৪২।৶৬

ডিঃ রাসবিহারী মোহান্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রমদাসুন্দরী দাসী বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮১৪ খতিয়ানে -৬ শতক জমীর ১৸০ জমা মায় ঘর প্রাচীর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

১৪৯০ মণিজারী ৩০ দাবী ৫২৮৸৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ রাজবল্লভ বিশ্বাস দিং সাং পুটীমারী পোঃ তেহট্ট

তেহট্ট থানার পুটীমারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৫০ খতিয়ানে ১৪-৫৪ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৭০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক দিং অধীন ৭৯৭ খতিয়ানের ৩-৫৮ শতক জমী ১৭॥৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক দিং অধীন ৪৬৬ খতিয়ানের ১১-২৩ শতক জমী ৩৪॥৶৩ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন ৪৬৯ খতিয়ানের -৫৬ শঃ জমী ৪/৭ জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য ১০৲

(৩৮)

২৩৮২ মণিজারী ৩১ দাবী ৭৩৯।/৯

ডিঃ মুন্সী আব্বাস আলি বিশ্বাস দিং সাং টালাখালধার কলিকাতা

দেঃ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

গাংনী থানায় ঝোড়পাড়া গ্রামে নৃসিং প্রসাদ সেন অধীন ২-৫১ শতক জমীর ৪৭৶৯ জমা সমেত পাকা একতলা ৭ কুঠারী ঘর বরগা, ইট, ইত্যাদি মূল্য ২৫০৲

২। ঐ থানায় ভোলাডাঙ্গা গ্রামে নৃসিংহ প্রসাদ সেন অধীন ১—১ খতিয়ানে ২১/ জমীন ৩৯৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় সহড়াবাড়িয়া গ্রামে নদীয়া লোন অফিসের অধীন ৩২১ খতিয়ানে ২০৯ শতক জমী ৪।৩ জমা লিচু নারিকেল গাছ সহ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অফিস অধীন সেঃ ১৫৩৭ দাগে।০ জমা মূল্য ৫৲

(৩৯)

২১৬৭ (এ) মণিজারী ৩১ দাবী ২৩৬৸৩

ডিঃ শিবহরি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ ইন্দুভূষণ কুরী সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে রাজকুমারী দাসী দিং অধীন ৩৮৪ খতিয়ানে -১৭ শতক জমীর ২॥০ জমা মায় খড়ুয়াঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪০)

২৫৩১ মণিজারী ৩১ দাবী ১২০৸৶৯

ডিঃ কুমারেশচন্দ্র দাস সাং সাধনপাড়া

দেঃ পাচু সেখ দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সড়ক গ্রামে উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৭৫ খতিয়ানে -১৫ শতক জমীর ৪৲ জমা দালান প্রাচীর কুয়া ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন ১৪২।১ খতিয়ানের ২-৪২ শতক জমী ৮।০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪১)

১৯৪৭ মনিজারী ৩১ দাবী ১৩২৶৩

ডিঃ পাঁচুমতি দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ ছবদর সেখ মণ্ডল দিং সাং পলাশী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩০।২ খতিয়ানে ৪-৯৮ শতক জমীর ৬।৶১৯ জমা মূল্য আঃ ৬৩৲

(৪২)

২৫৭১ মণিজারী ৩১ দাবী ৩৪৬।৶০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ দেবেন্দ্র নাথ সিংহ দিং কুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চাপড়া গ্রামে ব্যোমকেশ সান্যাল অধীন ৫৮ খতিয়ানে -৯৮ শতক জমীর ১১৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৩)

২৩৬৪ মণিজারী ৩১ দাবী ১৩৩/১৭॥

ডিঃ হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সাং কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া

দেঃ ভুবনমোহন মৈত্র সাং মহৎপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ১৭৬৩। ১৭৬৭ খতিয়ানে ৯-১ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী দেঃ ৶১৩।— অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

২১৬৫মণিজারী ৩১ দাবী ৩৭৫৸৶৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ মুরারীমোহন ঘোষ দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ গ্রামে কুমার সৌরিশচন্দ্র রায় অধীন ১৭৬—১৭৯ খতিয়ানে ৫-৭১ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীনে ১১১৯।১১২০ খতিয়ানের ৪-৬৩ শতক জমি ৫॥৶০ জমা মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে তারাপদ সরকার দিং অধীন ১০৮৭—১০৮৯ খতিয়ানের ১২-৭৬ শতক জমি ৮৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানা ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ১১২১।১০৯২ খতিয়ানের ৮-৪৭ শতক জমি ৮৸০ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ৪০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক দিং অধীন ১০৪৭।১০৪৮ খতিয়ানের ৬-১৬ শতক জমি ৩॥০ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৫)

৫৩২৬ মণিজারী ৩১ দাবী ২৪৫॥৶৯

ডিঃ ভবানীপ্রসাদ ধাড়া দিং সাং পূর্ব্বস্থলী

দেঃ নলিনচন্দ্র ঘোষ দিং সাং গজেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গজেরডাঙ্গা গ্রামে [illegible] নন্দী অধীন -৯৮ শতক জমীর ১/০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৯৭ খতিয়ানে -৩৩ শতক জমীর ১।৴০ জমা মায় খড়ুয়াঘর ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৪০৲

৩। ঐ থানায় চরকাষ্ঠশালী ভারত সম্রাটের অধীন ১৭২ খতিয়ানে -৪২ শতক জমি ১০/৯ জমা মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় চরকাষ্ঠশালী গ্রামে ঐ অধীন ১৭৩ খতিয়ানের ১০-৬১ শতক জমি ১৭.৯ জমা মূল্য ১০০৲

(৪৬)

৫২৫১ মণিজারী ৩১ দাবী ১১৩৬৯

ডিঃ নিলাম্বরণী দেব্যা সাং মাটীয়ারী

দেঃ শ্যামাপদ হাজরা দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জের থানায় মাটীয়ারীগ্রামে রামরঞ্জন দাস [illegible] দিং অধীন ৪৮৪ খতিয়ানে -১০ শতক জমীর ১।৶৯ জমা মায় কাঁঠালগাছ একটা খড়ুয়াঘর ১খানা ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

(৪৭)

৫৩৮৯ মণিজারী ৩১ দাবী ৪৯৲৩

ডিঃ যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচকড়ি সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় খড়ুয়াপাড়া মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩ খতিয়ানে /৪ জমীর ৮৲ জমা মায় পাকা প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

২৪৮৯ মণিজারী ৩১ দাবী ৮২॥৶৯

ডিঃ তারাপ্রসন্ন মণ্ডল সাং নবদ্বীপ

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ দিং সাং গদখালির পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে বিভূতিভূষণ রায় অধীন ৩৭১৪ খতিয়ানে -১২ শতক জমীর ৮/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

২২০৫ মণিজারী ৩১ দাবী ১০১৮৶

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ হাজরা দিং সাং ১০নং আহিরিটোলা ষ্ট্রীট

দেঃ নগেন্দ্রনাথ পরামানিক দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক গ্রামে রাধারমণ চৌধুরী অধীন ৪৮৯ ও অধীনস্থ খতিয়ানসহ -২৭ শতক জমীর ২৮৲ জমা মায় বাটী চুণ গুদাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫০)

২১৯০ মণিজারী ৩১ দাবী ৬২৪৲

ডিঃ অবতারি বিবি দিং সাং সাহেবনগর

দেঃ অমূল্য ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় চৌগাছা হাসাডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ২০৪ খতিয়ানে ১২-৭৭ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১২ খতিয়ানে ৩-৯২ শতক জমীর ৬৴১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালেক অধীন ২১৩ খতিয়ানের ১-৮২ শতক জমীর ৪।৴২ জমা মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেবেস্তায় ২০৫ খতিয়ানের ৭-৪৯ শতক জমি ১০॥৶৭ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য ২৫৲

(৫১)

২৫৮৮ দেংজারী ৩১ দাবী ৫১৫৮/৯

ডিঃ অধরচন্দ্র দাস সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত দিং সাং নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া গ্রামে ৩৩৭৯ খতিয়ানে লাখরাজ জমীর মায় ২ কুঠারী পাকা ইমারৎ ২০০ হাত প্রাচীর সহ কাঁঠাল,সেগুণ গাছ ইত্যাদি মূল্য আঃ ৪০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঈশানীবালা দেবী অধীন ৩৩৯৭ খতিয়ানে ১-১৭ শতক জমীর ৮৴ জমা মায় ইমারত সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫২)

২৫৫৮ দেংজারী ৩১ দাবী ১৭১/১৫

ডিঃ অবিনাশ ঘোষ সাং নিদয়া

দেঃ নলিন চন্দ্র ঘোষ দিং সাং নিদয়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় নিদয়া গ্রামে রাজকুমারী দাসী দিং অধীন ৪৪১ খতিয়ানে ১-২৮ শঃ জমীর ৮৶০ মধ্যে ৫৶০ জমা মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ঐ অধীন ৬৫ খতিয়ানে ৫।১।৴০ জমীর ৭॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৩)

২৫৫১ দেংজারী ৩১ দাবী ১৯৭॥৴৯

ডিঃ যোগমায়া বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ হরেকৃষ্ণ দাস সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ১০৮৯ খতিয়ানে -০৪ শতক জমীর ৪৲ জমা মায় টীনের দোচালা ঘর ১ খানা সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৪)

২১৮১ দেংজারী ৩১ দাবী ৮৮৭॥৴৯

ডিঃ হেমন্তকুমার পাল দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ কমলাবালা দাসী দিং সাং ইটলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ইটলা গ্রামে ১২/ বিঘা লাখরাজ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৫)

২৪৯৪ দেংজারী ৩১ দাবী ১৭৯৮৫

ডিঃ কয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কোং লিমিটেড

দেঃ হামিজদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ফকির ঘোষ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৯.৯১ শতক জমী ৩২৲ জমা দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৬)

২৪৯৫ দেংজারী ৩১ দাবী ১৯৪॥৶৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ফণি বিশ্বাস দিং সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ঐ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৯-৯১ শতক জমী

(৫৭)

২৫১৮ দেংজারী ৩১ দাবী ৪৮২৶১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ইনছান বিশ্বাস সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সেনপুর গ্রামে ঐ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৯-৯১ শতক জমীর ৩২৲ জমা দেঃ ১/৩ অংশ, মূল্য ৫০৲

(৫৮)

২৯৯৯ দেংজারী ৩১ দাবী ২৪১।৴০

ডিঃ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা সাং নবদ্বীপ

দেঃ ওয়ারেশআলি নাগয়াশী সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় ৩নং ডিভিসান দেওয়ানপাড়া গ্রামে হরিপদ ভট্টাচার্য্য অধীন ৭৩৭৪ খতিয়ানে ২ শতক জমীর ১৲ জমা মায় পাকাঘর ও টিনের চালাঘর সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৯)

২৬১৯ দেংজারী ৩১ দাবী ১১১॥৴০

ডিঃ চন্দ্রচরি ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ আরজান বিবি সাং কৃষ্ণনগর দরজিপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর দর্জ্জিপাড়া মধ্যে বিপ্রদাস পাল অধীন ।১ জমীর ১।৴০ জমা মায় ঘর, গোলা ১টা, ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২৫৲

২য় মুনসেফ আদালত

(১)

৬৮৩ মণিজারী ৩১ দাবী ২৩৭।৩

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ একন্তাদ সেখ সাং গোক্ষুরাপোতা পোঃ বাজালধি

চাপড়া থানায় গোক্ষুরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৮ খতিয়ানে ১৮ ৫০ শতক জমীর ২৩৶৮ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ৫ ৯০ শতক জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

১১৪৪ মণিজারী ৩১ দাবী ২২০৲

ডিঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বিশ্বাস সাং হাঁসপুকুরিয়া

দেঃ বাবুজান সেখ সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে শ্রীরাখাল দাস তরফদার অধীন ৬১ খতিয়ানে ৫-৮২ শতক জমীর ১২॥৶৬ জমা দেঃ একের চতুর্থাংশ মূল্য ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালেক অধীন ৬২ খতিয়ানে ৭-৯১ শতক জমীর ১১।৶৭ জমা দেঃ একের চতুর্থাংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

৬৯৮ মণিজারী ৩১ দাবী ৬৯॥৶০

ডিঃ কাবিউদ্দিন মোল্লা সাং ডহরবুইয়া

দেঃ এছমাইল বিশ্বাস সাং কৌতুকনগর পোঃ বগুলা

হাঁসখালি থানায় ডহরবুইয়া গ্রামে শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ৩৯৭ খতিয়ানে -৩৯ শতক জমীর ॥৶৪ জমা মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বসন্তকুমারী দেবীর অধীন ১৩৫ খতিয়ানে -২৭ শতক জমীর ॥১ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১২৯৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৯৭৲

ডিঃ সুশীলা সুন্দরী দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ ছোবান সেখ সাং পটিয়া পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় পটিয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ৩৫ খতিয়ানে ৩-৩৫ শতক জমীর ১০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

৬৯৪ মণিজারী ৩১ দাবী ২৪৯।৶০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ স্তোয়াপ আলি সেখ দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৫৬।৬১৪।১১৯৬।৭৬৩ খতিয়ানে ৩-৪১ শতক জমীর ১২৮৭॥ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৬)

৬৭০ মণিজারী ৩১ দাবী ৩৯৬৸৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দক্ষিণ বহিরগাছি গ্রামে ২৯৬ ও তদধিন খতিয়ানে ২১-৪৯ শতক নিকর ব্রহ্মোত্তর জমি দেঃ ৲১৭৮৭ দস্তি অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩১৯।৪৩৪। ৩২০ খতিয়ানে ১-৬৪ শতক লাখরাজ জমি দেঃ ।৶৬॥= অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩২২ খতিয়ানে -১৬ শতক লাখরাজ জমি দেঃ ।৶৬॥ = অংশ, মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩২৩ খতিয়ানে -২৬ শতক লাখরাজ জমি দেঃ ।৶৬॥= অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩২৪ খতিয়ানের আধনস্থ খাতয়ানসহ -৫৩ শতক লাখরাজ জমী দেঃ ।৶৬॥= অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩২৬।৩২৭ খতিয়ানের অধিনস্থ খতিয়ান সহ ৬-৪০ শতক লাখরাজ জমী দেঃ ৲৭ ৲১৩ তিন অংশ মূল্য ১৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৫৬ খতিয়ানের ও অধীন খতিয়ান সহ ১-৪০ শতক নিকর ব্রহ্মোত্তর জমি দেঃ ৲১৭৮৭ দস্তী অংশ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ গ্রামে ৩৫৮ খতিয়ানের ও অধীনস্থ খতিয়ান সহ ২ ২৮ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ৶১৩।—অংশ মূল্য ৲৫

৯। ঐ গ্রামে ৩৭০ খতিয়ানের ৫-২৬ শতক নিকর জমি দেঃ ৲১৭৮৭ দস্তী অংশ আঃ মূল্য ৫৲

১০। ঐ গ্রামে ৪৫৬ খতিয়ানের -২৭ শতক জমি ।৶৪ মোকররী জমা দেঃ ।৶৬॥= অংশ মূল্য ১৲

(৭)

৬৮২ মণিজারী ৩১ দাবী ৬৭।৶

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং চকহাতীশালা

দেঃ গোপাল প্রামাণিক সাং গোক্কুরা পোতা পোঃ বাঙ্গালঝী

চাপড়া থানায় গোক্কুরাপোতা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৯৩।১ খতিয়ানে ৫-৭০ শতক জমীর ৮৶৬ জমা দেঃ ।৶৬॥ =অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(৮)

১০৯৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৬৭।৶

নিমাইচাঁদ গড়াই দিং সাং বাঙ্গালঝি ডিঃ ফকিরচাঁদ সেখ সাং ঐ পোঃ ঐ

দেঃ চাপড়া থানায় বাঙ্গালঝি গ্রামে মন্মথ পাল চৌধুরী অধীন ২৩৩ খতিয়ানে ৪-১৯ শতক জমীর ১৫॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় মহৎপুর গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৫১৮ খতিয়ানে ১-৪২ শঃ জমীর ২॥৶৬ জমা

(৯)

১০৯৩ মণিজারী ৩১ দাবী ১৫৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আনান্দ মণ্ডল দিং সাং মাদিয়া-দীপচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মাদিয়া দীপচন্দ্রপুর গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ১৭ খতিয়ানে ৭-৮৬ শতক জমীর ২০৸৶ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিকগণ অধীন ১৮ খতিয়ানে ২৯-০৮ শতক জমীর ৭৬৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১০)

৭০৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৫৩॥৶০

ডিঃ মতিউল্লা সেখ সাং পাবাখালি

দেঃ ফাকর মহাম্মদ খাঁ দিং সাং আন্দুলবাড়িয়া পোঃ আন্দুলবাড়িয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পাবাখালি গ্রামে মহারাজ অধীন ৯৫ খতিগানে ১-০২ শতক জমীর ২৸৶১ জমা মায় প্রজা ও নারিকেল গাছ ২টা ইত্যাদি সহ দেঃ একের ৪ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৩১ খতিয়ানে -৪৮ শতক জমীর ১৸৶১ জমা দেঃ ॥০ আং মূল্য আং ২০৲

(১১)

৯১০ মণিজারী ৩১ দাবী ১৩৬॥৶০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ সুকুল সাং পাবাখালি

দেঃ অটল ঘোষ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

হাঁসখালি থানায় গাজনা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৯৭৫ খতিয়ানের ২-২৪ শতক জমি ৫৲ জমা মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে শ্যামাচরণ সেন অধীন ৮৯৫।৮৯৭ খতিয়ানের ২-২০ শতক জমি ৮।৶০ দরমৌরসী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে হরিশ্চন্দ্র ঘোষ অধীন ১০৫।১৫।১১।১২ খতিয়ানে ২-৮৯শঃ জমী ১০৸৶ দর মৌরসী জমা মূল্য ১৫৲

(১২)

৬৭৬ মণিজারী ৩১ দাবী ৬৮।৶৬

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কালী খৃষ্টান সাং লক্ষীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৶৩।৶ জমীর ১৪।৶১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১২৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৪॥৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ বাসুদেব বিশ্বাস সাং চৌগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

চাপড়া থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৮ —১৭০ খতিয়ানে ৮-৮৪শঃ জমীর ২১৲ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৪)

১২৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ২১॥৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ মিঠুবিবি সাং ঘুগরাগাছি পোঃ মাঝদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮১।১৮২ খতিয়ানে ১-০৮শঃ জমীর ২৫৶৮ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১২৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৩৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নছিম মণ্ডল দিং সাং ঘুগরাগাছি পোঃ মাঝদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬ খতিয়ানে ৭-৭৫ শঃ জমীর ২৬৲ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৬)

১২৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১০১॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কাঙ্গালী মণ্ডল সাং ঘুগরাগাছি পোঃ মাঝদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ খতিয়ানে ৪-৩০শঃ জমীর ১৩।৶৫ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৭)

১২৬৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নিখরী বিবি দিং সাং ঘুঘরাগাছি পোঃ মাঝদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘুঘরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০ খতিয়ানে ১-২৪ শঃ জমীর ৪।৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১০৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৮৩৸৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ পাঁচুলাল নন্দী দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

হাঁসখালি থানায় দগুইগ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৭—১৯৩ খতিয়ানে ৫৮-৩৬ জমীর মধ্যে ৮৯৸৶১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

১০৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৬২৷৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রোমনালি মণ্ডল সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬ খতিয়ানে ২-১১ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

১০৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ খুকী বিবি সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫৭।২০৬ খতিয়ানে -৮২ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১০৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির চাঁদ সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৩।৩৮৬ খতিয়ানে -৫৭ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১০২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মজেহার মণ্ডল দিং সাং হাটখোল পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৬।১২২।৪৯৬ খতিয়ানে ৩-৩ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১০৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ জ্যোতি কারিকর দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৩ খতিয়ানে -৭২ শতক জমীর ৫॥৬ বাস্তু নিরীখে জমা মূল্য ২৫৲

(২৪)

১০২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭৸৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কছিমদ্দিন মণ্ডল সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭২।৯৮ খতিয়ানে ৪-৩৭ শতক জমীর ১৪।৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৫)

১০১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হোচেন সেখ সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৯ খতিয়ানে -৯৯ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১০১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৭০/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এবাদালী সেখ ফকির দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭ খতিয়ানে ৪-৪২ শতক জমীর ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

১০১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৩৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বাঙ্গু সেখ সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ২-৩৮ শঃ জমীর উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২০৲

(২৮)

১০১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৯৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ উচমালি মণ্ডল সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১ খতিয়ানে ৩-৫১ শঃ জমীর উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১০১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ করিম সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১৪।৫৬৭।৩৮৫ খতিয়ানে ৩-৩১ শতক জমীর,১১৬৵০ জমা মূল্য ২০৲

(৩০)

১০১২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৫৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ বেহারি সেখ সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০ খতিয়ানে ৫-৮৪ শঃ জমীর উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

১০১০ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকিরচাঁদ মুরাদি সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১।৪৭৪।১৭।৫৪৮ খতিয়ানে ৭-৮৭ শতক জমীর ২৬৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

১০০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৯৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মাণিক সেখ খয়ামি দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০১।২৭৪ খতিয়ানে ২-৮৬ শতক জমীর জোত জমা মূল্য ২৫৲

(৩৩)

১০০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অখিল সেখ মোল্লা সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯।৯ খতিয়ানে ১-৭৮ শঃ জমীর উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৪)

১০০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১।৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ নিজ বেওয়া সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪১ খতিয়ানে ৩-৪৫ শঃ জমীর ৪।৯ জমা মূল্য আঃ ২২৲

(৩৫)

৯৪৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৵৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এজাহার সেখ সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আল্‌কা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬ খতিয়ানে ১-২৩ শতক জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৬)

৯৪৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকিরচাঁদ মণ্ডল দিং সাং হাতিশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭৯।৪৮০।৫০৬ খতিয়ানে ১০-৩০ শতক জমীর উটবন্দি জোত মূল্য ২০৲

(৩৭)

৯৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জহর সেখ মেড়ুক সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৭ খতিয়ানে -৪২ শতক জমীর ৬৵৮ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৯৩২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৭।৬

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নয়পাড়া

দেঃ কামিরুদ্দিন মল্লিক দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩।৭২১ খতিয়ানে ৭-৩২ শতক জমীর ১১৲ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৯)

৯৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ তবরিজ মল্লিক দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪।৪২৪ খতিয়ানে ৪-৪৩শঃ জমীর ৩৸০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৯১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৯৲৩

ডিঃ বকাউল্লা দফাদার দিং সাং হরিণডাঙ্গা

দেঃ পটবিবি সাং নূতন গ্রাম পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় পশ্চিম হরিণডাঙ্গা গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অধীন ১৩।১৩ক ১৪।১৩কগ খতিয়ানে ৩-৮৪ শতক জমীর ৭৸/২ জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২১২ খতিয়ানের ৭-৬৭ শতক জমি ১৫৵৪ জমা মূল্য ৩০৲

(৪১)

৯১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৮।৶৩

ডিঃ কালীমতী দাসী দিং সাং গোংড়া

দেঃ স্বুবর্ণবালা দাসী দিং সাং পলাশী পোঃ পলাশী

নাকাশীপাড়া থানায় ভৈরবনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৮৮ খতিয়ানে ৩৫-৮৬ শঃ জমীর ৪৭।৶৮ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪২)

৯০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৬৸৵৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তারাপদ সিংহ রায় সাং হাতীশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭০ খতিয়ানে ৭-৮৫ শতক জমীর ১৭৲১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

৮৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৯৸/০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রজপালি বিশ্বাস সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭৮ খতিয়ানে ৩৮ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মায় বাস্তীঘরসহ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

৮৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রহলাদ সেখ সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩৯ খতিয়ানে -৭১ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

৮৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রোহিণী সেওয়া সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০২ খতিয়ানে -৫৬ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

৮৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বক্তার সেখ দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮১২ খতিয়ানে -২০ শঃ জমীর ১॥/১৫ জমা মায় বাড়ী ঘর সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৮৫৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এস্তবরি সেখ দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে ১১/৪॥৶০ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

৮০২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪॥৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ হবি সেখ সর্দার সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৪—৪৭১ খতিয়ানে ৪-৯৬ শঃ জমীর ৬৶/১২ জমা মূল্য ২০৲

(৪৯)

৮১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী সেখ নেকা সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭৩ খতিয়ানে ২ ১৬ শতক জমীর ৫॥/১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫০)

৮০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১৬৵৬

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং হাতিশালা।

দেঃ কুমেদ কালী দাসী দিং সাং হাতিশালা পোঃ নাকাশীপাড়া

হাঁসখালি থানায় হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ অধিকন্তু খতিয়ানসহ ৩০ ৮৯শঃ জমীর ৩১৸৴১ জমা মূল্য ৫০৲

(৫১)

৬৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৸৴৯

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দারিয়াপুর

দেঃ শ্রীশচন্দ্র মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৫৬ খতিয়ানে ৩২ শঃ জমীর ৷৴০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(৫২)

৬৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৷৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্মথনাথ বৈরাগ্য সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৬৯ খতিয়ানে ২৬ শঃ জমীর ৷৴৫ জমা মূল্য আঃ ৩৲।

(৫৩)

৬৪৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৷৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীশচন্দ্র মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৮ খতিয়ানে ৪ শতক জমী ॥৴০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(৫৪)

৬৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৫.৵

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ ভূপতি ঘোষ সাং জামড়েডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩১ খতিয়ানে ৮।০৵ জমীর ৭৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

৬৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩৸৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তিনকড়ি ঘোষ সাং জামবেডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৮৯ খতিয়ানে ১১।২॥৵। জমীর ৯৷৴৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

৬৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঝড়ু ঘোষ সাং জামবেডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭।৶॥ কাঠা জমা ১।০ নিরীখে ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৫৭)

৬৪০ খাংজারী ৩১ দাবী ১১॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নটু ঘোষ সাং মহৎপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১॥০। কাটা জমীর ১।০ নিরীখে ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৪৲

(৫৮)

৬৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ পবন ঘোষ সাং জামরেডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪।৶॥ জমীর ১।০ নিরীখে ২।৴১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫৯)

৬৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৬২৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী ঘোষ দিং সাং জামরে-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৭১ খতিয়ানে ৭৴১৴০ জমীর ৭।১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬০)

৬৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৲৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ হবিসর্দ্দার সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৬৪ খতিয়ানে ২-৬ শতক জমীর ৫।৵১৫ জমা মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ৪৬৫।৪৬৬।৪৭১ খতিয়ানের ৪-১৩ শতক জমির ৬।৵১৫ জমা মূল্য ১০৲

(৬১)

৬৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৷৶

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৪ খতিয়ানে ২.০৬ শতক জমীর ৫।৵১৫ জমা মূল্য আঃ ৮

ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৫।৪৬৬।৪৭১ খতিয়ানে ৪-১৩ শতক জমীর ৬।৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬২)

৬২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৶০

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ অধর পাড়ই দিং সাং লক্ষ্মীগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫ খতিয়ানে ১৫ শতক জমীর ১৷১০ জমা মূল্য আঃ ১৲

(৬৩)

৬২৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ আহাদি সেখ সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৭-২৪ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৪)

৬২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বিলাত মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৯৪ খতিয়ানে ২-৫৪শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৫)

৬২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৫৸৴৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ সার্থক বিশ্বাস সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দক্ষিণসোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৷১ কাঠা জমীর ১৪॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৬)

৬১৯ খাংজারি ৩১ দাবী ১০।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন। জমীর ৷০ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৬৭)

৫৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৸৴৬

ডিঃ রাখালদাস সিংহ দিং সাং গোয়ালমারী

দেঃ দানেশ সেখ সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আড়ংসরিসা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৯৯ খতিয়ানে ৫-৯৩ শঃ জমীন ১৭৴.০ মূল্য আঃ ১০৲

(৬৮)

৫৯৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৮৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছায়েম মোল্লা দিং সাং বাদ্লাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদ্লাজি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪১—১৪৩ খতিয়ানে ১৬ ৪৬শঃ জমীর ২৯॥৴২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬৯)

৫৯৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২০॥০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালমারী

দেঃ বলাই ঘোষ দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদ্লাজি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ২৭৯ খতিয়ানে ২-৭৯শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৭০)

৫৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৸৴৯

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ ভজুল বিশ্বাস সাং করকরিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মাট কলতলা গ্রামে ১৭০ খতিয়ানে ২-৩৮ শঃ জমীর ১২৷০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

৫৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০৲৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারী

দেঃ গফুর মল্লিক দিং সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১১৭।২১৯ খতিয়ানে ৪ ৭৯ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

(৭২)

৫৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৸৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পোয়ালি সর্দ্দার সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ২৬৭ খতিয়ানে ১৬-৬৯ শঃ জমীর ৬০৶১০ জমা মূল্য ২০৲

(৭৩)

৫৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুলকাদের বিশ্বাস দিং সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৩১৯ খতিয়ানে ৭-৯৩ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ২৫৲

(৭৪)

৫৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জোয়মান সেখ দিং সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে রাখাল দাস সিং দিং অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৬-৪৫ শতঃ জমীর ২৪৴১০ জমা মূল্য ১৫৲

(৭৫)

৫৬৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ হামদেলহক বিশ্বাস সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১১৪।৪৩৭ খতিয়ানে ৫-৭৫ শঃ জমীর ৬৬।৵৫ জমা মূল্য ২০৲

(অতঃপর ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ৸৹
নগদ সংখ্যা ৴৹

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৮-তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

লর্ড সভায় চাঞ্চল্য

ল্যাঙ্কাশায়ারের পথে গান্ধীজী

যুত সেনগুপ্তের তার

বৌদ্ধ মঠে বিদ্রোহীদল আক্রান্ত

সাত জন গ্রেপ্তার

মানকুণ্ডু সশস্ত্র ডাকাতির জের

ডাকলুঠের চেষ্টার জের

বৈঠকের কার্য্যকলাপের গতি

মেজর সিমসনের পিস্তল

গ্রামে পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

নানা কথা

লর্ড সভায় চাঞ্চল্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ভাইকাউণ্ট এলিবাঙ্ক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লর্ড সভায় যে প্রস্তাব আনিবেন, তাহার ফলে ঐ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা হইবে—এই ভাবনায় ২৪শে সেপ্টেম্বর উক্ত সভার আবহাওয়ায় চাঞ্চল্য দেখা যায়। লর্ড রেডিং, আরউইন, হেলসহাম ও পীল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভাইকাউণ্ট এলিবাঙ্কের প্রস্তাবে এইরূপ দাবী করা হইয়াছিল যে, ভারতের ভাবী শাসন বিধিতে সৈন্যদল, রাজস্ব বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে বৃটেনের অধিকার ও দায়িত্ব ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, ভারতে পণ্যকে সুবিধা দিবার জন্য শাসন বিধিতেই একটা ব্যবস্থা থাকিবে।

রাজনীতিকগণ উক্ত প্রস্তাবকে মোটেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন নাই। ফলে ভাইকাউণ্ট এলিবাঙ্ক যখন সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আর একদিনের জন্য মুলতুবী রাখিবার অনুমতি চাহেন, তখন অনেকেই স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। ভাইকাউণ্ট বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন কমিটির কার্য্যকলাপ তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় এই প্রস্তাব আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত নহে।

ভাইকাউণ্টকে অনুমতি দেওয়া হয়; ফলে এই বিষয়ে আলোচনা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার জের

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে সহরের পুলিশ গোয়েন্দা পুলিসের সহায়তায় বাইকুল্লা অঞ্চলের একটি গৃহে হানা দিয়া সুরেন্দ্র পাণ্ডিয়া, ভবানী সিং, নাথু সিং ও মহম্মদ ইসমাইল নামক তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, প্রথমোক্ত ২ জনকে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছিল এবং গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে ভবানী সিংহের সম্বন্ধে সংবাদ প্রদানের জন্য ৫০০৲ পুরস্কারও ঘোষিত হইয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শীঘ্রই দিল্লীতে পাঠান হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের পথে গান্ধীজী

২৬শে সেপ্টেম্বর "ম্যানকুনিয়ান" নামক ল্যাঙ্কাশায়ারের এক্সপ্রেস গাড়ীতে গান্ধীজী সামান্য কয়েক দিনের জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার পরিদর্শনোদ্দেশে যান। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ঐ গাড়ীতেই যান সেজন্য উহাতে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল গান্ধীজীর সহিত মিঃ এণ্ড্রুজ শ্রীমতী মীরা বেন মিস শ্লেড, শ্রীযুত দেশাই এবং শ্রীযুত প্যারিলাল একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন। সেখানে তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে উক্ত গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাঁহারা ঐ গাড়ীর মধ্যেই উপাসনায় রত হন। তৎপর গান্ধীজী গভীর নিদ্রাভিভূত হন। উক্ত ট্রেণ ক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টারের সহরের মধ্য দিয়া যখন অগ্রসর হয়, তখন তাঁহারা বস্ত্রশিল্পের কল সমূহের পাশের ছোট ছোট গলির মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া উক্ত সহরের কেবলমাত্র যৎসামান্য দেখিতে সমর্থ হন। তৎপর গাড়ীখানি যখন ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন গান্ধীজী গাড়ীর জানালার নিকট আসিয়া প্লাটফরমের উপর সমবেত জনতার সাদর আপ্যায়ন গ্রহণ করেন এবং স্মিতমুখে আলোকচিত্র গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। সহরের বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান সমিতির ডাইরেক্টর মিঃ হিউজেস উইমসপোলে গাড়ীতে আরোহন করেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত পথটিই গান্ধীজীর সহিত গমন করেন। ডারউইনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গান্ধীজী অবস্থান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

৩রা পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার } ১৭৮ তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ ও শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সজ্জনা-নন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা হইতে চিটাগং মেলে রওনা হইয়া বেলা দেড় ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে রাণাঘাট ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ মল্লিক মহাশয় কতিপয় ভদ্রলোকসহ শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, মিঃ সি, ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি-এ, সিনিয়র সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, মাদ্রাজ, মিঃ আর, ভি আয়ার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ বি-এ প্রমুখ বহু সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনার্থ শ্রীমায়াপুর আগমন করিয়াছেন।

গত ৭।৯।৩১ তারিখে প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত বহু শ্রোতৃবর্গের নিকট শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহা-রাজের কথিত 'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥'—শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই স্বেন্দ্রিয় তর্পণরূপ সুখের জন্য প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ সংসারে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য; কিন্তু তথাপি অর্থদ, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

কৌমার বয়স হইতে এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষয়কর্ম্মে ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইতে থাকে এবং জগতের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং ভোক্তাভিমানে এই জগৎকে ভোগ করিতে উদ্যত হয়; ইহাতে জীবের ভোগানল বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে মহামায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কবলে পতিত হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়। তাহাতে তাহার দুঃখের কোন দিন অবসান হয় না।

কৌমার বয়সে যখন জীবের চিত্ত জাগতিক প্রলোভনে বিক্ষিপ্ত না হয়, এবং কোন প্রকার অন্যাভিলাষ বা জ্ঞানকর্ম্মাদির চেষ্টা দ্বারা বিক্ষুব্ধ না হয়, তখন সাধুমুখ-নিঃসৃত বীণাবতী চৈতন্যবাণী সহজেই তাহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়। অতএব কৌমার বয়সই হরিভজনের প্রকৃষ্ট সময়।

'প্রাজ্ঞ' কথাটি ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র বুদ্ধিমান সুকৃতি-শালী ব্যক্তিগণই এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের নশ্বরত্ব, অনিত্যত্ব, পুরুষের আয়ুষ্কালের স্বল্পতা, অজিতাত্ম পুরুষগণের বৃথা আয়ুঃক্ষয় চেষ্টা ও তৎপরিণাম অবগত হইয়া পরমো-পাদেয় ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনে নিযুক্ত হন। তদ্ব্যতীত দুর্ভাগাগণ অনিত্য ধন-জন-গৃহাদি জড়বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া তুচ্ছ জড়ভোগের ফলে এই ত্রিতাপতপ্ত সংসার-কারাগারে যাতায়াত করিয়া থাকে।

চেতনতা বিশিষ্ট জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। মনুষ্যেতর যোনিতে জীবের কোনদিন চরম কল্যাণলাভের সম্ভাবনা হয় না। শ্রবণ, কীর্ত্তনরূপ যে ভক্ত্যঙ্গ সকল তাহা যাজন করিবার অবসর ঘটে না; জিহ্বা পাইয়াও জীব তত্তৎজন্মে অচ্যুতগাথা কীর্ত্তন করিতে পায় না। দেবতাগণ অত্যধিক সুখ ভোগে লিপ্ত থাকায় এবং তদ্ধেতু তাঁহাদের নিত্য-কল্যাণ লাভ সুদূরপরাহত হওয়ায় তাঁহারাও সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মের বাঞ্ছা করেন। এই মনুষ্য জন্মই একমাত্র পরমার্থপ্রদ জন্ম।

প্রহ্লাদ মহারাজ অন্যান্য যাবতীয় ইতর ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সেই ভাগবত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, মানুষ সংসারে বিচরণকালে বহু প্রকারের ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হয়। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, সমাজের ধর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি ধর্ম্ম, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি ধর্ম্ম ইহাদিগের অন্যতম।

এই সমস্ত ধর্ম্ম অনিত্য ও নশ্বর। দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে ইহাদিগের সাময়িক উপযোগিতা থাকিলেও ইহারা খণ্ডিত ধর্ম্ম বিধায়, জীবের পক্ষে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। অতএব ইহারা জীবের পক্ষে নিত্য ধর্ম্ম নহে।

সমস্ত জীবাত্মাই নিত্য বস্তু; তদ্ব্যতীত সমস্তই অনাত্ম বা অনিত্য। অতএব সেই নিত্য-জীবাত্মা সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম তাহাই নিত্যধর্ম্ম—জৈবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম; ইহা অখণ্ড ও অনাদি। জীবাত্মার স্বরূপে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক চেষ্টা বা অধোক্ষজের তুষ্টি সম্পাদন অর্থাৎ অহৈতুকী সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই, ইহাই ভাগবতধর্ম্ম নামে পরিচিত।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ ভাগ-বতোক্ত 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে'-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া বলেন যে যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষ ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ইহাকে প্রহ্লাদ মহারাজ ভাগ-বত ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন; কারণ সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে এবং নিত্যমঙ্গলের অধিকারী হয়।

ভক্তদ্রোহীর পরিণাম

সর্ব্বাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অজ্ঞানান্ধ জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বলীলার মধ্যেই মহতী শিক্ষা আছে। শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের পাদপদ্মে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া অভিগমন করিলে আমরা সেই সব লীলার মর্ম্ম বুঝিয়া দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিব।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বেদাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া শ্রীভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রচার করে। তাহারা শ্রীভগবানের বিগ্রহ মানে না। এইরূপে তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে উদ্যত হয় এবং কতকগুলি ব্যক্তিকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লয়।

আবার কতকগুলি শুক্রাচার্য্যের অনুচর, শৌক্র জন্মের গর্ব্বে গর্ব্বিত দেহাত্মবাদী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি মূর্খলোককে বঞ্চনা করিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করে। এইরূপে তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জনকরতঃ আত্ম-হিংসা ও পরহিংসা করিবার ব্যবস্থা করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী লীলা প্রকট করিয়া যে বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে নির্ব্বিশেষ মত খণ্ডিত হইয়াছে এবং নির্ব্বিশেষবাদীর ও শৌক্র-জন্মের গর্ব্বে স্ফীত বৈষ্ণবাপরাধীর দুর্গতির কথা প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত লীলাটীর কথাগুলি আলোচনা করিলে আমরা ঐ সমস্ত অপরাধিগণের দুঃসঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর বরাহভাবের শ্লোক শ্রবণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে আগমন করিলে গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। তখন তিনি বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং মুরারিগুপ্তকে তাঁহার স্তুতি করিতে বলিলেন। তাঁহার স্তুতি শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট কাশীর প্রকাশানন্দের প্রতি এবং ভক্তদ্রোহীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে করে মোরে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥

*　　*　　*

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর এড়াপি সংহারোঁ॥

*　　*　　*

হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে বধ্য কৈলুঁ সকল॥

*　　*　　*

দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারো সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

উপরি উক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী আলোচনা করিলে আমরা ইহাই বুঝিব যে—অধোক্ষজ ভগবানের জড়ীয় আকার না থাকিলেও তাঁহার হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি-যুক্ত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ আছে। ভক্তগণ তাহা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে দর্শন করেন। ইহাই বেদগুহ্য কথা। নির্ব্বিশেষবাদিগণ শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ অর্জ্জন করে এবং তাহার ফলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করে।

ভক্তদ্রোহ করায় শ্রীভগবান তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নরক নামক নিজ পুত্রকেও সংহার করিয়াছিলেন; সুতরাং যাহারা শুক্র শোণিতের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষ করে তাহাদিগকে শ্রীভগবান নিশ্চয়ই বিনাশ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

মধ্যদ্বীপ

মধ্যদ্বীপে আসি, 　　বলে হাসি হাসি,
এইত মাজিদা গ্রাম।
হেথা সপ্ত-ঋষি, 　　ভজি গৌর শশী,
করিলেন সুবিশ্রাম॥

(শ্রীধাম মাহাত্ম্য)

এই স্থানে সপ্ত ঋষি একাগ্রমনে শ্রীগৌর-চন্দ্রের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সমাধি ভঙ্গে ঋষিগণ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য এই রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

কেহ কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
গৌরের বিলাস স্থান সুখের আলয়॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগৎ ভিতরে।
সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে॥
কেহ কহে এই কলি ধন্য করিবারে।
হইব প্রকট মিশ্র জগন্নাথ ঘরে॥
কেহ কহে কৃষ্ণের এ নদীয়া বিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার॥
কলিযুগে জীবেরে করিবা মহা ধন্য।
বিতরিব পরম দুর্ল্লভ প্রেম-রত্ন॥
কেহ কহে দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু।
যে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত সঙ্গে লইয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া॥
কেহ কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিবা সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী॥
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ।
জগন্নাথ শ্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস॥
ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর।
প্রভু পাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর॥
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকত-বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয়॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম মধ্যাহ্ন কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ, শোভা কে পারে বর্ণিতে॥
ভুবন-মোহন তাঁর করিতে দর্শন।
হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন॥
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণাম বার বার॥
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়।
করি প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয়॥
ওহে প্রভো! 　বহু অভিলাষ সে সবার।
নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার॥
নবদ্বীপ ধ্যান যেন করি যে সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই॥
ঋষি-স্তুতি-বশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে॥
নবদ্বীপ-লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয়॥
শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু।
করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু॥
ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে।
শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে॥
ঋষিগণে মনের আনন্দ কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি॥
প্রভু অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন॥
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেইখানে॥
যথা স্থিতি কৈল তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
"সপ্তঋষি" ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয়॥
ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইলুঁ এথা হৈল মহা রঙ্গ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিল প্রভু তেঞি "মধ্যদ্বীপ কয়॥
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে॥
মাতাইলা জীবেরে দুর্ল্লভ প্রেমদানে॥

(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য (গল্প)

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

(১)

বাল্যকাল হইতেই নবদ্বীপধাম সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি; স্বগ্রামের কত ব্যক্তিকে নবদ্বীপে তীর্থ করিতে যাইতে দেখিয়াছি। আমি তখন খুব ছোট, একটু একটু মনে পড়ে,—একবার যখন আমাদের বাড়ীর 'ঠানদিদি,' বড় জেঠাইমা, পাশের বাড়ীর তারিণীর মাসী, কেলোর ঠাকুর মা, ভুতোর দ দাদামশায় প্রভৃতি 'জয় জয় মহাপ্রভু' বলিতে বলিতে নবদ্বীপে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বড়ই কাঁদিয়া-ছিলাম। তাঁহারা আমাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন—"খোকনমণি! কেঁদোনা, তোমার জন্য কত কি টুকটুকে খেলনা নিয়ে আসব। একটা 'পুষিনিনি'ও আনব—কত খেলা করতে পারবে।"

তাহারপর তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সকলেই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; নানাপ্রকার নূতন নূতন দ্রব্যে তাঁহাদের পোঁট্রা'গুলি ভরিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর সকল ছেলেদের জন্যই তাঁহারা খেলনা আনিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু আমি যাইবার কালে কাঁদিয়াছিলাম বলিয়া আমার ভাগ্যে খেলনা কিছু বেশী জুটিল। তারপর আমি ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিয়াছি; যদিও ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ স্থান ও বহু বিখ্যাত তীর্থ-ভূমি পরিভ্রমণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু এত সন্নিকটে নবদ্বীপধাম-দর্শনের সৌভাগ্য না হওয়াতে মনটা প্রায়ই খারাপ লাগিত।

১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাস; কলেজ বন্ধ হইয়াছে, বন্ধুবর্গের কেহ বা কাশ্মীরে, কেহ দার্জ্জিলিং কেহবা পুরী এই প্রকারে দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আমি যখন বলিলাম যে এবার আমি নবদ্বীপে যাইব, তখন মধুচক্রে লোষ্ট্রাঘাত পড়িলে যেমন কল-গুঞ্জন আরম্ভ হয়, বন্ধু-মহলেও সেই প্রকারই উপহাসপূর্ণ কল-কলরব উত্থিত হইল। আমার চেয়ে কিছু বড়, পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র, উপেন দা, বলিলেন—"আরে ছি ছি, সে স্থানের কি আর কোন মর্য্যাদা রেখেছে ব্যাটারা! যত বদলোকের জুয়া-চুরির আড্ডা; কি দেখতে যাবি নক? যাস্‌নে সে পাপের কুণ্ডে; তার চেয়ে চল বিন্ধ্যাচল বেড়িয়ে আসা যাক, ছোকা পাহাড় পর্ব্বতের মহান্ দৃশ্যে, নির্ঝরিণীর তলে ব'সে তানপুরা বাজিয়ে গান গাইব; তা'তেও ভগবানের কথা একটু মনে জাগবে, কিন্তু নবদ্বীপের মত জঘন্য পাপপঙ্কিল ভণ্ডামির জায়গায় গেলে বড়ই কষ্ট পাবি।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রত্যুপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম ভূমিস্থ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

জৈবধর্ম্ম

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উদ্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অল্প খরচের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ [illegible]রের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি[illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৷৴৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাৎজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডাকলুণ্ঠের চেষ্টার জের

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, ডাকলুণ্ঠের চেষ্টা সম্পর্কে আটারবাড়ীতে ধৃত তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার নাম যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে টকু। প্রকাশ, যখন তাঁহাকে ধরা হয়, তখন তিনি মুসলমানের ছদ্মবেশে ছিলেন। প্রকাশ, ধৃত ৩ ব্যক্তিই পলাতক আসামী।

ছোরার আঘাত

বিরোধের ফলে সেখ বালুকে ছোরা দ্বারা আহত করিবার অভিযোগে সেখ খলিল জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, এফ, করিমের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২২শে সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস

বোম্বাই সরকার কর্ম্মচারীদিগের বেতন হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে এক খসড়া প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহা ভারত সরকারের বরাবর প্রেরণ করিবার আয়োজন চলিতেছে।

২ জনের প্রাণদণ্ড ও ২২ জনের দ্বীপান্তর বাস

ইয়ামেথিন হইতে প্রকাশ যে, ২৫শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মের ইয়ামেথিন বিদ্রোহের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ২ জনের প্রাণদণ্ড ও ২২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস ও ৩ জনের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং ২ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বাগবাজারে খানাতল্লাস

শ্যামপুকুর পুলিস থানার ইনস্পেক্টার শ্রীযুত এন, সি, গুপ্ত ও ইনস্পেক্টার মিত্র ওঝা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গত ১৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটি বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। পুলিস ২০ বোতল দেশী মদ ও মদ প্রস্তুত করিবার বহু যন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীচরণ আহির ও অপর ব্যক্তিকেও, তথা হইতে ধৃত ব্যক্তিদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বৈঠকের কার্য্যকলাপের গতি

গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য কলাপের গতি সম্বন্ধে মিঃ বলডুইন পার্লামেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত কমিটির অধিবেশন পুনরায় বসিলে সরকার পক্ষ প্রাথমিক বক্তৃতায় তাঁহাদের ভাবগতি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন।

যাহাতে বিলম্ব না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা সরকার ভাল করিয়াই বুঝেন। কিন্তু প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয়দের মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়া সম্ভব হইলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্যই যখন বৈঠক বসান হইয়াছে, তখন কার্য্য কলাপের গতিও ঐ অনুযায়ী হইবে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের তার

শ্রীযুত সেনগুপ্তকে হিজলীর গুলী সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার অনুরোধ করিয়া বক্সা ফোর্টের রাজবন্দিগণ শ্রীযুত জ্যোতীশ ঘোষ ও প্রতুল গাঙ্গুলীর মারফতে যে তার করেন, তাহার উত্তরে শ্রী এম, সেনগুপ্ত নিম্ন তারটি প্রেরণ করিয়াছেন :—"আপনাদের তার পাইয় হিজলী ও খড়্গপুরে গিয়াছিলাম। মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের শব কলিকাতায় আনিয়া জাতীয় শোক-শোভাযাত্রা সহকারে উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা হইয়াছে। রাজবন্দিগণের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষ প্রদান করেন নাই। প্রতিকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না।"

কাশ্মীরে প্রহরীরা আক্রান্ত

একদল মুসলমানজনতা খাঁ ইয়ার মহল্লায় আসিয়া তলোয়ার, টাঙ্গি ও লাঠি লইয়া দলবদ্ধ হইতেছে। সামরিক বাহিনী ও পুলিস ইহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এই গুজব রটনা হইবামাত্র হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, হিন্দুরা স্থানে স্থানে তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

শ্রীনগর সহর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী অনন্ত নাগ নামক স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথাকার সামরিক প্রহরীদিগকে ২৪শে সেপ্টেম্বর সকালে হাঙ্গামাকারীরা আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়াছে। প্রায় ১২ জন প্রহরীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। পুলিস অগত্যা আত্মরক্ষার্থ গুলী করিতে বাধ্য হয়। গুলীর ফলে জনতার মধ্যে ১৯ জন লোক নিহত

শ্রীনগরে যাতায়াত করিবার পথে পুলিস লোক ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শ্রীনগরে সন্ধ্যা আইন জারি হইয়াছে।

মেজর সিমসনের পিস্তল

গত ২১শে সেপ্টেম্বর সকালে প্যারেলের [illegible] গ্রামে একটা ঘরের ভিতর বোম্বাই পুলিস খানাতল্লাস করিয়া একটা পিস্তল এবং একটা ছয় নলা রিভলভার হস্তগত করিয়াছেন এবং চারিজন লোককেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। শুনা যাইতেছে, পিস্তল এবং রিভলভারটি কয়েকদিন পূর্ব্বে পুনা ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ক্লাবের মেজর সিমসনের ঘর হইতে চুরী গিয়াছিল।

প্রোমে পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৬০ জন বিদ্রোহী প্রোম রেলওয়ে লাইনে অবস্থিত পাডিগণ ষ্টেশন আক্রমণ করে এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয়। উহাদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ৬ জন বিদ্রোহী নিহত হয়।

বিগত কয়েক দিবসে গবর্ণমেণ্ট সৈন্যগণ থায়েটমিও জিলায় ৪০টা বন্দুক এবং কতকগুলি দা ও বর্শা ধৃত করিয়াছে।

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে থারাবডী জিলায় ১৫ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী জনৈক মোড়লের পিতার বাড়ীতে ডাকাতি করে। গ্রামবাসীরা বাধা দেয় কিন্তু উহাদের দুই জন আহত হয়।

বৌদ্ধ মঠে বিদ্রোহীদের আক্রমণ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, পেগু জেলার টাঙ্গ্যাং নামক জায়গায় গ্রামবাসীদের সহিত বিদ্রোহীদের এক লড়াইয়ে বিদ্রোহীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে টাঙ্গ্যাঙের গ্রাম্য মোড়ল সংবাদ পায় যে, প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী দুইটি বন্দুক সহ এক বৌদ্ধ মঠে অবস্থান করিতেছে। সেই সংবাদ পাইয়া ঐ গ্রাম্য মোড়ল গ্রামের যাহাদের বন্দুক আছে তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহীরা আক্রমণকারীদিগকে দেখিয়া রক্ত পতাকা ও মন্ত্রপূত রুমাল উড়াইয়া বাহিরে আসে এবং কয়েকটি গুলী করে। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। গ্রামবাসীরাও গুলী চালায়। ফলে, ৭ জন বিদ্রোহী মারা যায় এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে। একটি দেশী বন্দুক উহারা ফেলিয়া যায়। পূর্ব্বে যে গ্রামবাসীকে বিদ্রোহীরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার মস্তকহীন শব ঐ মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। পুলিশ ও গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদের অনুসরণ করতঃ উহাদের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে চারি জন আহত। মৃতদের মধ্যে দুই জন বিদ্রোহীদের নেতা আছে। এই সকল বিদ্রোহীরা তাইক্ নামক স্থানের লোক।

থায়েটমিওতেও ১১টি ডাকাতি হইয়াছে। একস্থলে গ্রামবাসীরা ডাকাতদলকে বাধা প্রদান করিলে উহারা বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিয়া চম্পট দেয়। প্রোম জেলার পংডেল নামক অঞ্চলে ৬০ বিদ্রোহী গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে।

সাত জন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর পুলিস নন্দাইল থানার অন্তর্গত অরণ্যপাশার শ্রীযুত ধরণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাটীতে খানাতল্লাসের ফলে, একটি রিভলভার, গোলাগুলীর সরঞ্জামের তালিকা সম্বলিত একখণ্ড কাগজ, কতকগুলি ধাতুনির্ম্মিত খোল পাওয়া গিয়াছে। এই বাটী হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—

(১) অরণ্যপাশার ধরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী (আচমিতার) শৈলজা ভট্টাচার্য্য (৩) খড়ুয়ার নিখিল চৌধুরী (৪) উক্তির সুধীর ভট্টাচার্য্য (৫) মণীন্দ্র নাথ (ভৃত্য) (৬) যশোহরের জগৎবন্ধু বসু (৭) ঢাকার প্রফুল্ল মজুমদার।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ কিছুদিন হইতে খুঁজিতেছিল।

মানকুণ্ডু ডাকাতীর জের

চুঁচুড়ার ৪ মাইল দক্ষিণে মানকুণ্ডুতে সম্প্রতি একটি সশস্ত্র মোটর ডাকাতী সম্পর্কে তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে ও কলিকাতার বারোয়ারীতলা রোডে শ্রীযুত শ্যামাবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া আপত্তিজনক কিছুই পায় নাই কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে।

আরও প্রকাশ, নৈহাটীতে ধৃত বহিষ্কৃত গুণ্ডা করমাল সিংহের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই, তথাকথিত অপরাধীদিগের নিকটে সে অপরিচিত। অপরাধীদিগকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারীরা চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছেন।

'শ্রীধাম'
টেলি—
নবদ্বীপ'

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৩৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর প্রবন্ধ

গান্ধীজীর কাছে দুঃখ নিবেদন

সাব-ওভারসিয়ার চুরি

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যাহার

ষ্টেশনে গান্ধীজী

সুভাষচন্দ্রের ত্যাগের প্রশংসা

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইলে আবার খানাতল্লাস

বিদেশী বর্জ্জন

উরগাঁও খনিতে বিস্ফোরণ

নানা কথা

গান্ধীজীর প্রবন্ধ

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'নবজীবন' পত্রে "পথান্তরে" শীর্ষক এক প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিতেছেন- "যতই আমি ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই উহা হইতে কিছু পাইবার আশা আমার কমিয়া যাইতেছে। ইহার বিশেষ কোন কারণ আমি দিতে পারি না, তবে আমার মনে যে সব চিন্তার খেলা করিতেছে তাহাই আমি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিব।"

অতঃপর গান্ধীজী বলিতেছেন:— "পৃথিবী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে আশা পোষণ করিতেছে, তাহার সহিত আমাদের আয়োজন উদ্যোগের তুলনা করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানের কথা চিন্তা না করিয়া আমি এক্ষণে গুজরাটের কথাই চিন্তা করিতেছি। এই গুজরাটে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ন্যায় নেতা এবং সম্ভবতঃ দেশের অন্য কোন স্থান অপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক আছে। বিগত যুদ্ধে গুজরাট খুব ভাল সংগ্রামও করিয়াছিল; কিন্তু এ কথা কি বলা যায় যে, সত্য এবং অহিংসার পরীক্ষায় গুজরাট সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইয়াছে? আমরা সত্য এবং হিংসার সকল প্রকরণ পালন করিয়াছি—এ কথা আমি বলিতে পারি না। গুজরাটের উপর আমার যে আস্থা আছে তাহা যদি সে পূরণ করে, তবে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার অনুসরণ করিবে এবং তাহা হইলে আজ ইংলণ্ডের চারিদিকে যে ঘনান্ধকার দেখা যাইতেছে তাহা হইতে আশার সূর্য্য সমুদিত হইবে।"

সাব ওভারসিয়ার চুরি

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, কোহাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে সামরিক বিভাগের একজন সাব-ওভারসিয়ারকে এইচ খুশাল-গড় রোডের উপর হইতে উপজাতিরা চুরি করিয়া তাহাদের অঞ্চলে লইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতেছে।

উরগাঁও খনিতে বিস্ফোরণ

উরগাঁও হইতে প্রকাশ যে, চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিতে পাথর বিদীর্ণ হইয়া পড়ায় ফলে একজন মিস্ত্রী এবং একজন কুলী তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছে। এবং প্রায় তিন টন ওজনের একখানি পাথর স্থানচ্যুত হইয়াছে।

গলিয়াপল্লী গ্রামে নেটিসন নামক একজন স্বর্ণকার বাস করিত। সোডা এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইডের চাপ ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

গভর্ণর সকাশে উর্ম্মিলা দেবী

২৫শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা-দেবী হিজলীর বন্দীবাসে গুলীবর্ষণ বিষয়ে বে-সরকারী তদন্তের দাবী লইয়া বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং প্রকাশ্য বে-সরকারী তদন্তের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া গভর্ণরকে জানান যে, ইহা ব্যতীত রাজবন্দিগণ কিছুতেই প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিবেন না।

গান্ধীজীর কাছে দুঃখ নিবেদন

২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে দারওয়েনের গ্রামবাসীরা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পরে মিলমালিক ও মজুরদের প্রতিনিধিগণ টাউনহলে গান্ধীজীর কাছে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

গান্ধীজী সহানুভূতির সুরে বলেন, দীন ভারত এবং ল্যাঙ্কেশায়ার আমার কাছে সমান প্রিয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনিই যেন আবার ল্যাঙ্কেশায়ারের আগমনের দ্বারা উভয় দেশের মঙ্গল সাধন করেন।

যাহা হউক, গান্ধীজী কিন্তু বর্ত্তমানে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে রাজী হন নাই। গোল টেবিলের ফলাফল দেখিয়া তিনি একটা কিছু স্থির করিবেন এবং বৈঠক শেষে আর একবার ল্যাঙ্কেশায়ারে আসিতে পারেন।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার | ১৭৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীযুক্ত তারাকান্ত সেন নামক এক ভদ্রলোক শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তারাকান্ত বাবু বেশ বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান এবং নামভজনে আগ্রহবিশিষ্ট। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর প্রভুর সহিত তারাকান্ত বাবুর কিছুক্ষণ ধরিয়া 'গুরু' সম্বন্ধে ও দীক্ষা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়।

গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের যাহা জ্ঞান ও ধারণা, তারাকান্ত বাবুরও তাহাই। যজ্ঞেশ্বর প্রভু বলিলেন—যেমন এক অন্ধের অপর এক অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিবার কোন যোগ্যতা থাকিতে পারে না, বরং অন্ধের দ্বারা অন্ধ চালিত হইলে যেমন উভয় অন্ধেরই গর্ত্তাদিতে পতন এবং সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য, তদ্রূপ এক মায়াবদ্ধ ভোগাসক্ত অজ্ঞানান্ধ জীব তাদৃশ অপর এক জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া উদ্ধার করিতে পারে না। উভয়েরই নরকের কণ্টকময় পথে বিচরণ ও পতন সুনিশ্চিত। এতাদৃশ জীবের গুরু হইবার এবং দীক্ষা অর্থাৎ দিব্য জ্ঞান দিবার কোন যোগ্যতাই থাকিতে পারে না। বেদ-বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রই এই সহজ সত্য কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য জীবের এমনই পোড়া কপাল যে তাহারা সংসারের নানা বিষয়ে বেশ বুদ্ধি বিচারের পরিচয় দিলেও এই স্থলে আসিয়া একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। তখন এই কথাটি তাহাদের একবারও মনে হয় না যে, আমারই মত একজন মায়াবদ্ধ ভোগাসক্ত ব্যক্তি কি করিয়া আমাকে মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবে; যিনি গুরু (?) সাজিয়া আমার উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে কৃপা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমাতে কি ভেদ? আমরা উভয়েই যে এক শ্রেণীর কয়েদী। পরমার্থ বা ধর্ম্ম বিষয়ে মানুষ সাধারণতঃ নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

এইরূপ যে গড্ডলিকার অনুসরণ ও আত্মবঞ্চনা—ইহা দৈবীমায়ারই প্রতারণা মাত্র। মহামায়া নিজ কবলে পতিত জীবকে এই ভাবেই ছলনা করিয়া থাকেন। তারাকান্ত বাবু এই সকল কথা স্বীকার করিলেন। তবে মানুষের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সহজে দূর হইতে চাহে না। হাঁড়িকাঠে ঘাড় একবার প্রবেশ করাইয়া দিলে তখন ঘাড় বাহির করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তখন আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঘাড় বাহির করিয়া লওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য—এই বিচার করিবার পরিবর্ত্তে, ঘাড় বাহির করিয়া লইলে অন্যায় হইবে—এইরূপ বিচার বা দুর্ব্বুদ্ধিতা মানুষকে গ্রাস করিয়া বসে। গুরু ত্যাগ করা মহা অপরাধ—এই ধারণা বা দুর্ব্বলতাই প্রবল হয়। কিন্তু আদৌ যে গুরুকরণ হয়ই নাই—সে বিচারটিকে মনে স্থান দিতেই চাহে না।

সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনের পরেও অনেক কথাবার্ত্তা হইবার পর তারাকান্ত বাবু বিদায় গ্রহণ করেন।

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক উৎসব ও প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। গত ৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাদ্রাজের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর স্পেশাল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন পিল্লে মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন।

তিনি "শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির", শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনস্থলী—"শ্রীবাস-অঙ্গন", নাট্যলীলাভিনয় স্থান "শ্রীচৈতন্যমঠ", "শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়", "শ্রীগৌরকুণ্ড" ও "শ্রীরাধাকুণ্ড" প্রভৃতি স্থান অতি আনন্দ এবং আগ্রহ সহকারে দর্শন করেন।

তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের নক্সা (Plan), শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থিত শ্রীবিগ্রহ এবং বৈষ্ণব আচার্য্য চতুষ্টয়ের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি ধামবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর সহিত চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করিতে গমন করেন।

শ্রীযুক্ত পিল্লে মহাশয় বহুক্ষণ যাবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত লীলাকথা এবং শ্রীধাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন এবং বলেন অবসর পাইলেই পুনরায় শ্রীধামে আসিয়া এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিবেন।

গত ৪।৯।৩১ তারিখে বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর পরম বিদ্যোৎসাহী সুযোগ্য প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এস, সি, বি-এল, এম, আই,ই,ই, এম, আই,ই, (ইণ্ডিয়া) মহোদয়ের সহিত তাঁহার নবনির্ম্মিত সুরম্য কাশীস্থ ভবনে সনাতন গৌড়ীয় মঠরক্ষক, নাম, নামাভাস এবং নামাপরাধ, তথা নামের স্বরূপ, নামীর স্বরূপ ও নাম গ্রহণকারীর স্বরূপ বিশেষভাবে আলোচনা করেন। নামাপরাধ, নামাভাস এবং শুদ্ধ নাম কিছু এক নহে, এবং সেই শুদ্ধ নাম, নাম-নামী অভিন্ন দর্শনকারী নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত উদয় হইতে পারে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন সাধুমুখে আমার বীর্য্যবতী হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ পথস্বরূপ আমাতে শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের সংসার-বন্ধন মোচন হইতে পারে না এবং ভগবৎ প্রাপ্তিরও আর অন্য পন্থা নাই।

এই প্রকার তাঁহার সহিত বহু শাস্ত্র কথা আলোচনা হয়। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপে হরিকথা শ্রবণ করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

কর্ম্মীর কুবিচার

(১)

সংসারে সকল জীবই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। সেই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচালনা করেন। সকল প্রকার কর্ম্ম অপেক্ষা ভগবৎসেবাই সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। তদপেক্ষা আবার যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের সেবাই যোগ্যতর পাবেন সেবা।

যে দেশে জন্মগ্রহণ করা হয়, সেই দেশের সেবা না করিলে সেই দেশবাসীর পক্ষে কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হয়। তজ্জন্য আজ অনেক উদারচেতাঃ কৃতজ্ঞ জনগণ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আবার স্বদেশের সেবা না করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি ঘটে, সুতরাং কেহ কেহ দুঃস্থ দেশবাসিগণের সেবাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় জানে তাহাদের দুরবস্থার মোচনকল্পে যাবপরনাই ব্যাকুলতা দেখাইয়া মানবজীবনের সাফল্য বিধানের চেষ্টা করিতেছেন।

দেশসেবকগণ যে সেবা বলেন, সেই সেবা অপেক্ষা সেবা-ক্রিয়ার মহিত অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ব্যস্ত আছেন। সম্প্রতি উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টিপাতে ভয়ঙ্করী বন্যা দেশবাসিগণের গৃহ, ক্ষেত্র, গৃহপালিত গবাদি পশুর যে ভীষণ দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে, তাদৃশী দুর্দ্দশা হইতে উক্ত প্রদেশবাসিগণকে মোচন করা দয়ার্দ্রচিত্ত দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা উদার-নীতি সম্মত ব্যবস্থা।

পরোপকার চেষ্টা সর্ব্বজন স্বীকৃত, বিশেষতঃ যাহারা উপকৃত হইবার যোগ্য পাত্র, তাঁহাদিগের সেবা করায় প্রতিপক্ষে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তবে কেন শাস্ত্র বলেন,—সকল সেবা অপেক্ষা ভগবৎ সেবার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? তবে কেন শাস্ত্র বলেন,—ভগবৎসেবকগণের সেবা ভগবৎসেবা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের দুঃস্থ জনগণের গৃহ ক্ষেত্র, গবাদি পশু অর্থাৎ বিপন্ন দেশবাসিগণের সেবা করা পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বিচারে, ভগবৎসেবা অপেক্ষা কিরূপে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইতে পারে? অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে দুঃস্থের সেবাই মানবজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং দুঃস্থের সেবা বা দুঃস্থ জনগণের ক্ষেত্র, গৃহ ও দেশাদির সেবা কেন ভগবদ্ভক্তের বা ভগবানের সেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় হইবে না? এ প্রশ্ন বর্ত্তমান সমস্যার মধ্যে একটী প্রধান সমস্যা।

সমস্যার বিচারক সম্প্রদায়—দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী বলেন,—প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পক্ষ অবলম্বন করাই মানবের কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণীর বিচার এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাৎকালিক মাত্র ও পরিবর্ত্তনশীল।

কখনও দেখা গিয়াছে যে, এক নরহত্যাকারী আত্মরক্ষার জন্য পলায়নোন্মুখ হইয়া অপর কাহারও দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে অবরোধক দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি (ঐ অবরোধকারী) অবরোধের অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হইয়া দণ্ড স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু দেখা গিয়াছে নরহত্যাকারীর প্রতি অবরোধকারীকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রমাণিত করিতে না পারিয়া অবরোধকারী জগতের মঙ্গলবিধান কার্য্যে সত্যবোধে যাহা করিয়াছে, তাহাই পরে তাহার দণ্ডের কারণ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল স্থলে সুবিচার আনয়ন করিতে পারে না।

...অতিলোভন কার্য্যে সময় আত্মবিনাশ সাধন করেন। যাঁহারা ভবিষ্যদ্দর্শন রহিত বা ভূতাকাশের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা অনেক সময় অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া সৎকর্ম্মবোধে অনেক অসৎকর্ম্মেরও আবাহন করিয়া থাকেন।

অনেকে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া উভয়েই অতল জলে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। কেহ বা প্রয়োজনবোধের তারতম্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া দহ্যমান গৃহস্থিত অর্থ রক্ষা করিতে গিয়া আপনাকে সংহার করেন। অনেকে সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া রোগীর সহিত নিজেই বিনষ্ট হন। কেহ বা নিজ শরীরের শোণিত-দ্বারা মৎকুণদিগের জীবিকার সাহায্য করিতে পরোপকার বড়কেই ধর্ম্ম বলিয়া মানেন। অনেকে স্থূল শরীরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া বানরের গণ্ডনালী সংযোগ চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার কেহ বা দীর্ঘ জীবনকামনায় গণ্ডনালীর দ্বারা বৃদ্ধ বানরকে যুবকত্বে করিবার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করেন।

এই শ্রেণীর পরোপকার প্রকৃতপ্রস্তাবে কতদূর সেবাকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নত আদর্শ তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

শ্রীধাম মাহাত্ম্য

(কোলদ্বীপ)

(২)

নানাবস্ত্র ভূষণে ভূষিত কলেবর।
পদ-গ্রীবা নাসা-মুখ চক্ষু মনোহর॥
পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীর তাঁহার।
দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বারবার॥
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপায়।
কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায়॥
বিপ্রের ভকতি দেখি বরাহ তখন।
কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন॥
ওহে বাসুদেব তুমি ভকত আমার।
বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার॥
এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার।
কাল আগমনে হবে শুন বাক্যসার॥
এই কলি প্রথমে ধরিয়া গৌর বর্ণ।
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হ'বে অবতীর্ণ॥
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন।
করিব প্রদান দীন হীনে ভক্তি ধন॥
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম রসের পাথার।
ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥
অনায়াসে দেখিবে সে মহা সঙ্কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন॥
এত বলি শ্রীবরাহ হ'ল অন্তর্দ্ধান।
দৈববাণী হ'ল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান॥
পর্ব্বত প্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু "কোলদ্বীপ" পর্ব্বতাখ্যা হইল॥
এ স্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
মিলয় দুর্লভ প্রেমভক্তি সুনির্ম্মল॥

ঋতুদ্বীপ

(১)

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ স্থান
চম্পহট্ট গ্রাম হইতে চলয়ে ঈশান॥
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময়॥
এথা ছয় ঋতু বর্ষা শরৎ হেমন্ত।
শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আবরয়।
এ হেতু এ 'ঋতুদ্বীপ' নাম পূর্ব্বে কয়॥

(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

এই অর্চ্চনাখ্য দ্বীপ। পৃথুরাজা এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে চম্পক পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন করিয়াছিলেন। এই রাতুপুর বা ঋতুদ্বীপের নিকটই চম্পহট্ট গ্রাম। এই স্থানে গৌর-পার্ষদ শ্রীগদাধরের প্রিয় শিষ্য দ্বিজবাণীনাথ ব্রহ্মচারীর প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবা বর্ত্তমান আছে।

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

(২)

উপেনদা'র কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগিলনা, কারণ সেদিনকার সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, খরস্রোতা ইছামতী নদীর তীরে বসিয়া বার বারই আমার সেই হারানো শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগিতেছিল। সেই যে কত কাঁদিয়াছিলাম; নবদ্বীপের খেল্‌না পাইয়া তখন ভুলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন যে আমি যুবক, প্রচুর ধন পাইলেও আর আমি এখন ভুলি না।

সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপ চলিয়াছি। যে কাঙ্গালের ঠাকুরটী আপনি কাঁদিয়া জগৎ কাঁদাই'য়াছিলেন, যাঁর শ্রীবদন-নিঃসৃত শ্রীহরিনামের উচ্চধ্বনিতে বনের পশুপাখীও কাঁদিয়াছিল; যাঁহার অপূর্ব্ব দানে চিরবিমুখ বিশ্বমানব অতিমর্ত্ত্য প্রেম-ধনের অধিকারী হইয়াছিল, আমি সেই দয়াময় গৌরসুন্দরের অমিয় কাহিনী সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না,—শুধু আমাদের বাড়ীর প্রাচীন পুঁথি পত্র ঘাটিতে ঘাটিতে একদিন, অনেক দিন পূর্ব্বেকার এক সংখ্যা 'বামা বোধিনী' পত্রিকাতে "নেকটে হরিবোলা" নামীয় একটী প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে সেই প্রবন্ধটী পড়িয়া আমার কিশোর জনোচিত কোমল অন্তঃকরণে একটা কেমন যেন বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। তুমুল হরি-কীর্ত্তন-মুখে অবিরল নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দাক্ষিণাত্যের বনপথ দিয়া গৌরহরি চলিয়াছেন, কণ্টকে রক্তোৎপল-সদৃশ চরণযুগল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র-তাপ, শ্রাবণের বাদল ধারা, শীতের দারুণ তুষারপাত, সকলই অগ্রাহ্য করিয়া সেই প্রেমের দেবতাটী চলিয়াছেন। তপ্তকাঞ্চন দ্যুতি দিব্যছবি মহাপ্রভু অত্যদ্ভুত মহা-প্রেমাবেশে প্রান্ত কঠোর ভূমিতলে 'আছাড়' পড়িতেছেন; আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে ভুবন পবন, কানন, কান্তার, পর্ব্বত-কন্দর মুখরিত করিয়া ছুটিয়াছেন; শ্রীবদনে অতি প্রোজ্জ্বল স্বেদ-পেলবশিরা; করুণা বিগলিত আর্ত্তকণ্ঠে গাহিতেছেন,—

"হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাহা যাঙ্‌, কাহা পাঙ্‌, মুরলী-বদন!"

রজনীর বিরাট নিস্তব্ধতা ও পুঞ্জীভূত তিমিররাশি ভেদ করিয়া হুস্‌ হুস্‌ শব্দে ট্রেণ চলিয়াছে; কৈশোরে পঠিত সেই প্রবন্ধটীর প্রাণের দেবতার কথা থাকিয়া থাকিয়া মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে প্রতি পংক্তির বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের অদ্ভুত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা-সমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী,বিষয়-সূচী,গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি-বিষয়-সহ বঙ্গজ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রাকৃত সঙ্কীর্ত্তন, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীল স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের হাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিগত সাধনভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সুদক্ষ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

নবম সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

অম্বলের শূল-পীড়ন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমগ্র ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষ্টেপনে গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬টা ৫ মিনিট সময় যখন ইউষ্টন ষ্টেশন হইতে ডারওয়েন ল্যাঙ্কাশায়ারে মজুরদের দেশে [illegible] রওনা হন, তখন শ্রীযুত প্রভাশঙ্কর পটনী প্রমুখ তাঁহার কতিপয় বন্ধু ও শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার যাত্রা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপাস শিল্প ব্যবসায়ে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত আছে, এই নিতান্ত অল্প সময়ের পরিদর্শনে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক। তাহাদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি ও অন্তরে অন্তরে কথা কহিতে চাই।

চট্টগ্রামে হাঙ্গামা

ডিভিসনাল কমিশনার মিঃ নেলসন চট্টগ্রামের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। ইনি প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সাক্ষীদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছেন।

এ যাবৎ রায় বাহাদুর কামিনী কুমার দাস, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ নন্দীর (সিনিয়র ডেপুটী) সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত সেন গুপ্ত চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন দলে দলে সরকারী তদন্তে সাক্ষ্য দেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত খাস্তগীর তদন্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যাহার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, কাপে-রের নওজোয়ান ভারত সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত রামরক্ষের সম্বন্ধে হাজতবাসের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে ১২১ক ধারা অনুসারে যে অভিযোগ ছিল, তাহাও প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে, ২৮শে [illegible] পর্য্যন্ত তাহা মুলতুবী আছে।

কাটা কাপড়ের বাজার এখনও বন্ধ আছে। কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ীরা যে তার করিয়াছিলেন, তদুত্তরে সর্দ্দার বল্লভভাই জানাইয়াছেন যে লালকোঠা দলের সম্বন্ধে অভিযোগের বিষয় তদন্ত করা হইবে।

সুভাষচন্দ্রের ত্যাগের প্রশংসা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত ডাঃ এম ফুকন এম, এল, এ সিমলা হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট নিম্নলিখিত অভিনন্দনসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

বাঙ্গালার কংগ্রেস বিরোধের অবসান কল্পে আপনার প্রচেষ্টায় আমি প্রীতি লাভ করিলাম। ইহা আপনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি যে, আপনার ত্যাগের ফলে পুনরায় শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মীদলের সহায়তায় আপনিও বাঙ্গালায় নেতৃত্ব করিতে থাকুন। কারণ আপনি ও আপনার সহচরবৃন্দ বাঙ্গালার আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। ভগবান আপনার নিঃস্বার্থপর ও অবিরাম দেশ সেবায় সাহায্য করুন।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

জামালপুর হইতে প্রকাশ যে, ময়মনসিংহ জামালপুর কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে কমিটীর সম্পাদক ডাক্তার রমণীমোহন সাহা এম, বি, এবং শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, উকীল শ্রীযুত সুধাংশু নিয়োগী ও অন্যান্য কর্ম্মিগণ জামালপুরের বস্ত্র ব্যবসায়িগণের দোকানে উপস্থিত হইয়া যাহাতে পূজার সময় বিদেশী বস্ত্র আমদানী করা না হয়, সেইজন্য বস্ত্র ব্যবসায়িগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অধিকাংশ বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহাদের অনুরোধে স্বীকৃত হইয়া পূজার সময় বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে।

জামালপুর কংগ্রেস কমিটী বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতিশ্রুতির পরে যদি বিদেশী বস্ত্র আমদানী করা হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য শান্তিপূর্ণ পিকেটিং এর বন্দোবস্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে চরবাটনার কাশিম সেরিফ নামক এক ব্যক্তি কোতোয়ালির পুলিসের নিকট সংবাদ দেয় যে, তাহার ভ্রাতা ইয়াসিন সেরিফ গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার বাটী হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকাশ, ইয়াসিনের শ্বশুর করিমউদ্দিন তাহার জামাতাকে উহার তরুণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে কিন্তু সে তাহাতে অসম্মত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কিয়ৎকাল হইতে বিবাদ চলিতেছিল।

পুলিশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ইয়াসিনের পত্নীর নিকট হইতে জানিতে পারে যে, তাহার পিতা করিমউদ্দিন ও অপর ২ ব্যক্তি ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে সহসা ইয়াসিনের গৃহে প্রবেশ করে। তখন ইয়াসিন তাহার পত্নীর সহিত নিদ্রিত ছিল। তাহারা ইয়াসিনকে একখানি কাঁথার দ্বারা আবৃত করে এবং পদদলিত ও শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলে। দুর্বৃত্তগণ তাহাকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করে, অন্যথায় তাহাকেও হত্যা করা হইবে বলিয়া তাহারা ভীতি প্রদর্শন করে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশ বরিশালের একটী নদীতে তাহার মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পায়। মৃতদেহটী নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্ত্রী ও তাহার ভ্রাতা উহা ইয়াসিনের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করে। আসামীগণ এখনও পলাতক আছে। এবং এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

টাঙ্গাইলে আবার খানাতল্লাস

টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ী আবার টাঙ্গাইল গুলীমারা সম্পর্কে খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ, কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সহিত পত্র বিনিময়ের কয়েকখণ্ড পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

হিজলী গুলীর প্রতিবাদ

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, হিজলী কাণ্ডের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় কংগ্রেস সেবক সঙ্ঘের শ্রীযুত গোপালচন্দ্র নিয়োগী ও জিলা কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত হিমাংশু আইনের নেতৃত্বে একটী বৃহৎ জাতীয় পতাকাসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা টাউনহল ময়দানে যাইয়া শেষ হয়। তথায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এচ, সি, বসুর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়; মৌলভী আবুল মনসুর আমেদ, মৌলভী আবদুল শোভান, মৌলানা আলতাফ হোসেন, শ্রীযুত মতিলাল পুরকায়স্থ, শ্রীযুত হিমাংশু আইন ও অপর কয়েকজন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলা হয় যে, গুলীবর্ষণের সমর্থনকল্পে সরকার জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

হিজলী বন্দিবাসে নিরস্ত্র ও অসহায় রাজবন্দিগণের প্রতি গুলীবর্ষণের জন্য সরকারের কার্য্যের তীব্র নিন্দা এবং ঐ শোচনীয় কাণ্ডে নিহত ও আহত বন্দীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং সরকারের নিকট সমস্ত বন্দিগণের মুক্তির দাবী জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ও য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনসমূহ যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সংবাদপত্র ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য্য চালাইতেছে তাহারও প্রতিবাদ করা হয়।

আতিথ্যে গান্ধীজী মুগ্ধ

সংবাদপত্রে প্রকাশ, গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, ইহাদের আতিথ্যে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দারিদ্র্য দেখিয়া তিনি বিশেষ কষ্টানুভব করেন। তিনি দুঃখিত আরও এই কারণে যে, তাঁহাদের এই বেকার অবস্থার জন্য তিনি আংশিকভাবে দায়ী। পরে তিনি এই বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন যে, তাঁহার দায়িত্ব অনিচ্ছাকৃত এবং তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বেকারকুলের অর্থাৎ অনশনক্লিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের দারিদ্র্যের সহিত তুলনায় ল্যাঙ্কাশায়ারের দারিদ্র্য অতি নগণ্য। কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব কিনা তাহা দেখিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন এবং আশা করেন যে, এ বিষয় সকলেই তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবেন। উপসংহারে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে তিনি সমর্থ হন তাহা হইলে বিশেষ আনন্দানুভব করিবেন।

.টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1514

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চ ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷৷০

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১লা অক্টোবর ১৯৩১

গোলটেবিলের ভবিষ্যৎ

কলওয়ালাদের সহিত গান্ধীজীর আলোচনা

দিল্লীতে লোমহর্ষণ কাণ্ড

প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী অভিযুক্ত

গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি

শোনপুর পুলে শোচনীয় দুর্ঘটনা

কুমিল্লায় বিরাট সভা

সিরাজগঞ্জে ভীষণ ডাকাতি

ফরিদপুরে গান্ধী জয়ন্তী

জামসেদপুরে শ্রমিক চাঞ্চল্য

নানা কথা

গোলটেবিলের ভবিষ্যৎ

গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ যদি মনে করেন যে, আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের সহিত মীমাংসা করিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে সাফল্য সম্বন্ধে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি তাঁহারা মনে করেন যে, দেশের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারতকেও উহার মধ্যে ধরিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতের দাবী তাঁহাদের চক্ষুতে অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

বৈঠক ব্যর্থ হইলে কি করা হইবে জিজ্ঞাসা করিলে গান্ধীজী বলেন যে, ভগবান ভারতকে তখন সাহায্য করিবেন। ভারতবর্ষকে তখন দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যে শান্তিলাভ করিবে না, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

কলওয়ালাদের সহিত গান্ধীজীর আলোচনা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজীর সহিত ১৬ জন কাপড়ের কলের মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়নিষ্টের দুই ঘণ্টা কাল বৈঠক হয়। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে নিজ বক্তব্য ভাল রকমে বুঝাইয়া দেন। তিনি স্পষ্ট এ কথা বলিয়াছেন যে, ভারতের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কোন কার্য্যকর ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন স্বরূপে চরকায় সূতা কাটার কাজ চলিবেই।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক্ সভার সভাপতি মিঃ বারলো রয়টারের প্রতিনিধিকে বলেন যে, গান্ধীজী যে সব কথা বলেন, সেগুলি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, আবহাওয়া যেরূপ সৌজন্যপূর্ণ তাহাতে অতঃপর অধিকতর সরকারী ধরণের আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে।

দিল্লীতে লোমহর্ষণ কাণ্ড

শম্ভুদেবপুর নিবাসী ফুলু সরকার নামক জনৈক ব্যক্তি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে দিল্লী বাজার হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লুক্কায়িত কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, ফলে তাহার দেহের কয়েক স্থানে আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিসও অবিলম্বে তদন্তে প্রবৃত্ত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে বগুড়া হাসপাতালে পাঠান হয় এবং তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী অনুসারে প্রাণের খোরশেদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিজলী গুলীর প্রতিবাদ

নীলফামারী হইতে প্রকাশ যে, হিজলী বন্দিশালায় অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণকালে স্থানীয় ময়দানে এক প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নীলফামারী মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাক্তার তারকনাথ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুত হরিপদ সরকার, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুত জিতেনচন্দ্র দাসগুপ্ত ও সভাপতি সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে তীব্র ভাষায় গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ করেন।

সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আহত বন্দীদিগের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটী প্রস্তাবে হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীদিগের প্রতি কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং উক্ত নৃশংস কাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিটী নিয়োগের দাবী করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা অক্টোবর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ১৮০তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০।৯।৩১ তারিখে কুরুক্ষেত্র শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্ত বাবু অতুল [illegible] ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ [illegible] মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরাম [illegible] দর্শন ও মঠরক্ষক ব্রহ্মচারীজীর [illegible]কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

গত ২০।৯।৩১ তারিখে শ্রীব্যাস গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে প্রাতে গুর্বষ্টক, অরুণোদয় কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে যথাবিধি পূজা ও সন্ধ্যায় পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২০।৯।৩১ তারিখে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে মাদ্রাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী নিবাস [illegible] দাস পুরুষোত্তম দাস ফার্ম্মের মালিক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস মহাশয় আগমন পূর্ব্বক অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইনি গত জানুয়ারী মাসে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার 'গোবর্দ্ধন' নিবাস নামক সুরম্য প্রাসাদে স্থান দান করিয়া মাদ্রাজবাসিগণকে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হরিজন সেবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

গত ১৯শে ভাদ্র শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরদিবস নন্দোৎসব উপলক্ষে সমাগত বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা আশ্বিন শ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে তথায় সমাগত ভক্তবৃন্দকে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটোৎসব কীর্ত্তনমুখে অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শুদ্ধভক্তিভাগীরথীর ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয়গীতি গাহিতে গাহিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় প্রমত্ত হইয়া মহামহোৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের অতি মোহকর শৃঙ্গারবেশ, দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। যুগাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল।

তৎপরে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ভক্তবৃন্দ প্রসাদ সম্মানকালে গুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহকারে মঠ-প্রাঙ্গন মুখরিত করেন।

গত ৭ই ভাদ্র তারিখ হইতে ১১ই ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহন জীউর ঝুলন-যাত্রা মহোৎসব শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ১৯শে ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহন জীউর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহকারে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে উচ্চ সংকীর্ত্তন হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভক্তবৃন্দ সমক্ষে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত সমেত, শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তনান্তে বহু সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ আনন্দ বর্দ্ধমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ২রা আশ্বিন শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রাকট্য অবতরণলীলা পাঠ করা হয়। পাঠান্তে সমাগত বহু ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পাঠ কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ --

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ গৌরজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠের সেবকবৃন্দ পরমানন্দে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রাতে সুললিত স্বরে ঠাকুর মহাশয়ের রচিত গৌরবিহিত পদাবলী বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করেন

ভক্তবৃন্দের সেবাসৌষ্ঠবে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়।

শরণাগতির পদাবলী কীর্ত্তনান্তে বহু শিক্ষিত ও বহুজন-মণ্ডিত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রী [illegible] শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, গৌড়ীয় রূপানুগবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অলৌকিক জীবনী, তাঁহার প্রতি অমন্দোদয়দয়া ও কুসিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে জগদোদ্ধারকল্পে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা প্রভৃতি বিষয় ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় সমাগত শত শত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণকে মর্ম্মস্পর্শী ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর ডাক্তার শ্রীযুত মধুসূদন, শরণাগতি হইতে ঠাকুরের অলৌকিক আত্মনিবেদন কথা তামিল ভাষায় সভায় সমবেত জনমণ্ডলীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন।

স্বামিজী মহারাজদের শ্রীমুখে ঠাকুর মহাশয়ের অচিন্ত্য লীলার বিষয় শ্রবণ করিয়া সকলেই সেই বৈকুণ্ঠগত জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বক্তৃতান্তে শ্রী [illegible] দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত পদাবলী সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। "বালাকরণ তৈল"—অধিক ভক্ত দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "স্বাস্থ্য শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, চাউলপট্টি, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার —গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible]রের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জ্বর ও আঃ পিলাতে [illegible] অবস্থায় [illegible] নমুনা [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৷৵৹ আনা, বোতল [illegible]

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিলাতের পত্রই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার - গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩/২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বায়োকেমিক্যাল [illegible] দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট সম্বন্ধে মিঃ গোলাম মহম্মদ এম, এল এ সংবাদ পত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বিনিময়ের হার পরিত্যাগ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল বাস্তব কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। টাকাকে কিছুতেই পাউণ্ড দরের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, দেশের একান্ত প্রয়োজন— জিনিষের টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

সোনপুর পুলে শোচনীয় দুর্ঘটনা

কতিপয় লোক ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় একটার সময় হাটিয়া সোনপুর এবং পালের ঘাটের মধ্যবর্ত্তী পুল পার হইতেছিল। এমন সময় পালের ঘাট হইতে সোনপুর একখানি স্পেশাল ট্রেণ যাইতেছে দেখিয়া তাহারা পুল হইতে নদীতে লাফাইয়া পড়ে। প্রকাশ, পাঁচ ছয় জনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। একজন স্ত্রীলোককে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে সোনপুর রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী অভিযুক্ত

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুত ননীগোপাল ভট্টাচার্য্যের মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছিল কিন্তু ইহা আগামী ৫ই, ৬ই এবং ৮ই অক্টোবর সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার জন্য মুলতুবী আছে। মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না অঙ্গীকার করায় তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, ঝিনাইদহ মহকুমায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

গঙ্গার ঘাটে অপূর্ব্ব দৃশ্য

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১.টা ৪৮ মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়। প্রথমে চন্দ্রবিম্বের ঈশান কোণ স্পর্শ করে; পরে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে থাকে। রাত্রি অনুমান ৩টা ৩৫ মিনিটে মোক্ষ হয়। বহু দিন পরে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ কলিকাতায় পরিলক্ষিত হইল। এই উপলক্ষে কলিকাতার হিন্দু নরনারী গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে এক বিরাট জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলেই মুক্তি স্নানের জন্য ব্যস্ত—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন আলো প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ অতীব তৎপরতার সহিত স্নানার্থীদের সর্ব্ব প্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কোনপ্রকার দুঃসংবাদের খবর পাওয়া যায় নাই।

[illegible] ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের কার্য্য

সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে কর্ম্মার ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে প্রায় দেড়শত স্বেচ্ছাসেবক উত্তর কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির অধীনে নিমতলা ঘাটে খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। স্নানার্থীদের বিশেষতঃ মহিলাগণের স্নানের সুবিধার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অধিকন্তু নিমতলা শ্মশান পরিচালনা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেকগুলি সঙ্গীহারা স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের সঙ্গীগণের সহিত মিলিত করাইয়া দিয়াছেন। এবং অনেকগুলি সঙ্গীহীন স্ত্রীলোককে তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাণিকতলা ষ্ট্রীটের নয়নতারা দাসী নাম্নী একটী বৃদ্ধা জলমগ্ন স্ত্রীলোককে এই সঙ্ঘের অন্যতম ক্যাপ্টেন ত্রৈলোক্যনাথ রায় উদ্ধার করিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় সভা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর হিজলীর গুলী চালান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শিবরাম মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে দোলতলায় একটী সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় হিজলীর বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদ, সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং একটী বে-সরকারী উপযুক্ত তদন্ত কমিটী গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত নানা লাল দে, কালীকিঙ্কর কর্ম্মকার ও বিপিন বিহারী দাস সভায় বক্তৃতা দেন।

কলিকাতায় পতাকাদিবস

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে ৭ ২৪ মিনিটে বঙ্গীয় ইয়ুথলীগের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে পতাকা উত্তোলন করিলে পর শিক্ষা সমিতির ছেলেরা ইউনিফরম পরিয়া পতাকার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া পতাকা নমস্কার করেন এবং বাজনা ড্রিল প্রদর্শন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় পতাকার ব্যাখ্যা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

কুমিল্লায় বিরাট সভা

স্থানীয় হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে চট্টগ্রামের পৈশাচিক আচরণের প্রতিবাদ কল্পে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে কুমিল্লার জনসাধারণের এক বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে সরকারের দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন। নিপীড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এই সভার মতে চট্টগ্রামের অনাসৃষ্টি ব্যাপার সাম্প্রদায়িক নহে।

সিরাজগঞ্জে ভীষণ ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তরাস থানার অধীন বেহুলা গ্রামে প্রায় পঁচিশ জন ডাকাত মধ্য রাত্রিতে জনৈক কায়স্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে; পরে দরজা ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার, বস্ত্র এবং নগদ দুই শত টাকা লইয়া প্রস্থান করে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

টাটা আয়রণ কোম্পানী

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কে, এল, কিনান কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমানে আর্থিক দুরবস্থার দরুণ প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক কোম্পানীই কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিতেছেন; কিন্তু টাটা কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, নিম্ন-বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন কমান হইবে না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে কোম্পানী সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সুতরাং কর্ম্মচারীদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের কীর্ত্তি

লাইট ইনফেনট্রি সৈনিকদলের বি কোম্পানীর প্রাইভেট ম্যান মেসার্স হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান ভাঙ্গিয়া প্রায় পঁচিশ টাকা মূল্যের জিনিষ অপহরণ করায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোম্পানীর দারোয়ান তাহাকে ধরিয়াছে।

ধুবড়ীতে পিকেটিং আরম্ভ

শাখা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে ও জেলা কংগ্রেস কমিটীর তত্ত্বাবধানে গোলকগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জের মদ ও গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ করা হইয়াছে। পিকেটিংএর ফলে বিক্রয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। গোলকগঞ্জ থানায় পুলিশ কর্ম্মচারিগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার বাধা দেয় নাই।

গভর্ণমেন্টের মুদ্রানীতি

আমেদাবাদ মিলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ চমনলাল পারেখ ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিবের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

গবর্ণমেণ্ট কু-পরামর্শে প্রণোদিত হইয়া বিনিময়ের হার ১৮ পেন্সে ধার্য্য রাখিবার এবং টাকাকে পাউণ্ডের দরের সঙ্গে বাঁধিয়া দিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, আমার সমিতি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

জামসেদপুরের শ্রমিক চাঞ্চল্য

জামসেদপুরের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জনসভা করিবার সম্বন্ধে এখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ঘটনা সম্পর্কে এজেন্ট বং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার জন্য দাবি করা হইতেছে। শ্রমিক সমিতির কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে উক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা হইবে। সমগ্র দলের শ্রমিকগণের মধ্যে ঐক্য এ সময় প্রয়োজন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এই জামসেদপুরে আরও কয়েকদিন অবস্থান করিবেন।

ফরিদপুরে গান্ধীজীর জন্মতিথি

গান্ধীজীর জন্মতিথি উৎসব পালন করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য স্থানীয় অম্বিকা হলে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মৈত্রের সভাপতিত্বে ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট জনসভা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়সূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছে :—

(১) চরকা এবং তকলীতে সূতাকাটা (২) খদ্দর ফেরি (৩) গান্ধীজীর জীবন চরিত সম্বন্ধে রচনা প্রতিযোগিতা (৪) সভা এবং শোভাযাত্রা।

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সাত কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৩৮, ২রা অক্টোবর ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

ওয়েষ্ট ব্রাডফোর্ডে গান্ধীজীর উক্তি

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারাভোগ

গভর্ণরের জীবন নাশের ভয় প্রদর্শন

সৈন্যের ঘাঁটী আক্রান্ত

ডেপুটী সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ

বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেপ্তার

কনেষ্টবল প্রহারের অভিযোগ

ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু

ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা গ্রেপ্তার

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

শ্রীযুত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঁধন ভেরী' নামক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তক অনুসন্ধান সম্পর্কে সশস্ত্র পুলিস উক্ত গ্রন্থকারের পিতা শ্রীযুত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে খানাতল্লাস করে।

ওয়েষ্ট ব্রাডফোর্ডে গান্ধীজীর উক্তি

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশ যে, গান্ধীজী এখানে ব্রাডফোর্ডে সমস্ত অপরাহ্ণ বেলা অতিবাহিত করেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিমণ্ডলী ও বহু মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে; তাঁহারা গান্ধীজীর নিকট বলেন যে, অর্থাভাব চলিতে থাকিলে ল্যাঙ্কাশায়ারের জীবনযাত্রার প্রণালী আরও হীন হইয়া পড়িবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহার প্রতিক্রিয়া হইবে। গান্ধীজী তাঁহাদের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং ভারতবর্ষের জীবন-যাপনের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এতই অধিক যে, প্রথমে তাঁহাকে ভারতের অবস্থার উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

পরে গান্ধীজী অতিথি-নিবাসে ২০ জন কর্ম্মীর নিকট ভারত সম্পর্কে ল্যাঙ্কাশায়ারের সমস্যা সম্বন্ধে ১৫০ মিনিট কাল আলোচনা করেন। কি করিয়া অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, সেবিষয়েও কথা হইয়াছিল। ইহার পর যথানিয়মে কটিবাস ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া গান্ধীজী ময়দানে কয়েকজন সংবাদপত্র সেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই মাঠ হইতে পল্লী অঞ্চলের গৌরবময় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক সচিবের আক্রমণ

নানকিং হইতে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়াতে চীনের অভিযোগের প্রতি জাতি সঙ্ঘের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, চীনের বৈদেশিক সচিবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া উত্তেজিত ছাত্রগণ বৈদেশিক সচিব মিঃ ওয়াংয়ের অফিস চড়াও করে এবং মুগুর দোয়াত কাচখণ্ড লইয়া ভীষণভাবে আক্রমণকরতঃ তাঁহাকে মুগুরের আঘাতে ভীষণভাবে আহত করে। ছাত্রগণের হস্তে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে তিনি অতি সামান্যের জন্য রক্ষা পাইয়া যান। অধিকন্তু রাজ্য পরিত্যাগ ব্যাপারে জাপানের কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য রক্ষা পাইয়া যান। রাজ্য পরিত্যাগ ব্যাপারে জাপানের কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক একটি নিরপেক্ষ প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত না হওয়ায় চীনারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। ছাত্রগণের এই উত্তেজনা তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। মিঃ ওয়াং তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ হারান এবং তাঁহার আহত স্থান হইতে প্রবল ধারায় রক্তপাত হইতেছিল। সেই সময় তাঁহার প্রভুপরায়ণ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা জানালা দিয়া অফিস ঘরে প্রবেশ করতঃ আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত করে। সেই সময় বৈদেশিক সচিবকে জানালা দিয়া পলাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া একখানি মোটরে চাপাইয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারাভোগ

সরকারের হুকুম অমান্য করায় কালীঘাট কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনমতে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন। কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডাদেশ ভোগ করিবার নিমিত্ত আলিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তি র্ক্ষক গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিনিত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, বেণীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীরেবাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী নৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণ প্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্তিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ঝিকড়িয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রাম্যবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরসনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশচীহর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশঙ্কানন্দ ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরামনাথ রায়, শ্রীরাধাতীর্থ সেবাধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, কাঁথি

এখানে মঠ ও শ্রীমূর্ত্তি প্রাণগোরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত ভবতারণ।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরঙ্ক, শ্রীভূদেবের শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

৯৩ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া,

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ } ৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা অক্টোবর ইং ১৯৩১ শুক্রবার } ১৮১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতে ৭।টার পর কটকবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদ-রমণ জীউকে দর্শন ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আগমন করেন।

শ্রীপাদ পুরীমহারাজ তাঁহার নিকট 'সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া' শরণাগতির এই পদটী আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা-মুখে বলেন "অহং মম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর অর্থাৎ দাস অভিমানে বাস করিলে এবং সদাচার পালন করিলে শ্রীগুরুদেবে এবং কৃষ্ণে রতি হয়। শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট শ্রীমহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ। এই মহাপ্রসাদ, মহামহাপ্রসাদ, ভক্তপদধূলি ভক্তপদজলের সেবাফলে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমলাভ হয়। কি শয়নে, কি ভোজনে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ স্মরণ ও কীর্ত্তন, কৃষ্ণকে পালক ও রক্ষক জানিয়া কৃষ্ণৈক-শরণ হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারকগণ কটক বালুবাজার প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনী কীর্ত্তনমুখে ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ বর্ণন করেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ অনাসক্ত হইয়া" এই কথাটীর মর্ম্ম ব্যাখ্যামুখে বলেন—গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিতে আসক্তি রহিত হইয়া এবং তিনিই তাহার পরিবার বর্গের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এবং পালন-কর্ত্তা এইরূপ অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বোধে নিজের প্রয়োজনমাত্র বিষয় গ্রহণ করিবেন। সমস্ত পরিবারবর্গকে কৃষ্ণের সেবকজ্ঞানে তাহাদিগকে নিজের সেবায় না লাগাইয়া কৃষ্ণের সেবায় উন্মুখ করিতে যত্নশীল হইবেন।

রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু কিছুদিন গৃহস্থ লীলার অভিনয় করিয়া ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে পানিহাটীতে চিড়া-মহোৎসবাদি করিয়া আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম্মও আমাদের বর্ণন করেন।

গত ৭ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব যথারীতি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণের সমক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনান্তে ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলে পরমানন্দে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ৭।৯।৩১ তারিখে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক, গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব জেলার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীস্থ ভবনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দে দুর্ল্লভ মানব-জীবনের এবং অন্যান্য মানবেতর পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্মের পার্থক্য ও দেবাদি শ্রেষ্ঠ জন্ম হইতেও মানব জন্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হরিকথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—এই নৃদেহটী সমস্ত কারণের কারণ অনাদির আদি শ্রীভগবানের ভজনের একমাত্র উপযোগী। ইহা দেবগণেরও কাম্য। ইহা ভবপারে যাইবার পটুতর নৌকা; শ্রীগুরুদেবই ইহার কর্ণধার এবং কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা ইহা চালিত। এইরূপ সুযোগ পাইয়াও যাহারা এই নৌকাতে গুরুকে কাণ্ডারী করিয়া ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা না করেন তাঁহারা আত্মঘাতী।

সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন নিবৃত্ততর্ষ মুক্তপুরুষগণও কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তন (মুক্তিকামিগণের) ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ এবং ভক্তগণের কর্ণ-মন-রসায়ন। আত্মঘাতী অথবা পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তিই বা এই ভগবানের কথা হইতে নিবৃত্ত হন।

নরেন বাবু নিবিষ্ট চিত্তে এই সমস্ত ভাগবতের সিদ্ধান্ত কথা শ্রবণ করেন এবং মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য যে ভগবদ্ভজন তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। অতঃপর তিনি বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের মধ্যে পার্থক্য কি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন যে বৈকুণ্ঠ এবং গোলোকে বস্তুতঃ কোনরূপ ভেদ নাই, তবে লীলাগত মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য বিচারে ভেদ ও রসবিচারে কিছু তারতম্য আছে। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তিনি যারপর নাই সুখী হন এবং গদগদ কণ্ঠে বলেন যে,—"আপনারাই সত্য সত্য জগতের পরম মঙ্গল করিতে পারিবেন। আমার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছে। আমি জীবনে বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি এবং বহু শাস্ত্রকথা শুনিয়াছি কিন্তু আপনি গত দুই বারে ও অদ্য যে সমস্ত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কথা শুনাইলেন তাহা আমার জীবনে কোন দিনই শুনি নাই।" অতঃপর তিনি গৌড়ীয় মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ হরিকথা শুনিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সাড়ে এগার ঘটিকার সময় গভর্ণমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে হরিকথা শ্রবণার্থ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

কালীপ্রসাদ বাবু শ্রীমঠের পরম চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে 'মনুষ্য জীবনে কর্ত্তব্য কি' এবিষয়ে প্রশ্ন করেন।

প্রত্যুত্তরে মঠরক্ষক প্রভু, হরিভজনই সমগ্র জীবনে একমাত্র নিত্য কৃত্য, এতদ্ব্যতীত আমাদের নিত্যমঙ্গলের আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই, প্রভৃতি বহু বিষয় শাস্ত্র-যুক্তিমূলে, কালীপ্রসাদ বাবুকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। কালীপ্রসাদ বাবু ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন এবং সময়ান্তরে পুনরায় তিনি হরিকথা শ্রবণার্থ এখানে আসিবেন বলিয়া ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন॥

শিবের শিবত্ব কোথায়?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত প্রসঙ্গটী দেখা যায়—একদিন একজন শিব-গায়ক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার গৃহে আসিয়া ডম্বরু বাজাইতে বাজাইতে শিবগুণগান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শিবাবেশে শঙ্কর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে 'আমি শঙ্কর' 'আমি শঙ্কর' বলিতে লাগিলেন।

সেই ভাগ্যবান্ শিব গায়ক সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন।

সে মহাপুরুষে যত শিব গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥
সেই সে গাইল শিব নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল॥

উল্লিখিত প্রসঙ্গটী শ্রবণ করিয়া কাহারও কাহারও প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন 'আমি শঙ্কর' 'আমি শঙ্কর' বলিয়াছেন তখন কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে শ্রীগৌরসুন্দর (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ) ও শিব সম্পূর্ণ অভিন্ন? অর্থাৎ শিবকে কি পরমেশ্বর বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা যাইতে পারে? শিব গায়ক যে পরিপূর্ণ ফল পাইল সে ফলটী কি? কি বলিয়া শিব পূজা করিলে নিরপরাধে পূজা করা হয়? এবং শিবপূজার তাৎপর্য্যই বা কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটী বুঝিতে হইলে শিবের তত্ত্বটী আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে- 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।' শ্রীশম্ভু বৈষ্ণবগণের শিরোমণি তিনি দ্বিবিধভাবে বিরাজমান। প্রথম স্বাংশে ঈশ্বরকোটী। প্রথমরূপে তিনি বৈকুণ্ঠ শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্যসেবকরূপে সদা বর্ত্তমান। তিনি সদাশিব নামে খ্যাত। দ্বিতীয় বিভিন্নাংশে জীবকোটী দ্বিতীয়রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার ধাম কৈলাস ও কাশীধামে বিরাজ করেন; তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া বিদিত। তাঁহার এই রূপ মহাপ্রলয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি তমোগুণাবতার হইলেও তাঁহাতে তমোগুণ বা তদুচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না, তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। তিনি পঞ্চমুখে হরিগুণগান করেন। হরিনামে বিভোর—হরিপ্রেমে পাগল। হরিভক্তগণই তাঁহার প্রিয়। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, তবে ভগবৎপ্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—ভগবান্ কপিলদেব একটী শ্লোকে শ্রীভগবানের ও ভক্তোত্তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌত জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্র-শিষ্য প্রচেতাগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু শিবপ্রজাগণও ঐ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। প্রচেতাগণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন -

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমরা ভবানী-শিবের সখার ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

—চৈঃ চঃ (আদি ১৪শ অঃ)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উক্তিতে শিব যে ভগবদ্দাস তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাবেশে কহে আমি পুত্র আমি শিব নয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে শিবের স্বরূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে -

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব দেব অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর॥

এখন শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝিলাম যে—'শম্ভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন তবে ভগবৎ-প্রিয়তম তদভিন্নবিগ্রহ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বাবতারী এবং শিব গুণাবতার, ভগবদ্দাস্যই তাঁহার স্বরূপ।'

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

ঋতুদ্বীপ

(৩)

রাজার বাক্যে জয়দেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন হে রাজন্! যদ্যপি তুমি বিষয়ী এবং এ রাজ্য তোমার, তথাপি তুমি কৃষ্ণভক্ত, তোমার কখন সংসার বন্ধন হইতে পারে না। আমি বিষয়ী বলিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তুমি সঙ্গ করাতে জানিলাম তুমি কৃষ্ণভক্ত, সুতরাং তোমার কোন অপরাধ নাই। আমি তোমার কথায় স্বীকৃত হইলাম এবং চম্পকহট্ট গ্রামে গিয়া তথায় বাস করিব।

ভক্তপ্রবর জয়দেবের কথায় রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া চম্পকহট্টে তাঁহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন।

হৃষ্ট চিত্ত হ'য়ে রাজা অমাত্য দ্বারায়।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায়॥
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে রাগমার্গ মত॥
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের হার।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দের কুমার॥
মহাপ্রেমে জয়দেব করয় পূজন।
দেখিল শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পক বরণ॥
পুরট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর।
কোটিচন্দ্র নিন্দি মুখ পরম সুন্দর॥
চাঁচর চিকুর শোভে গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু রূপে আলো করে পর্ণশালা॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ মহা কবিবর।
প্রেমে মূর্চ্ছা যায় চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর॥
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভূমেতে পড়িয়া॥
পদ্ম হস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপা করি বলে তবে অমিয় বচনে॥
তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার॥
অতি অল্পদিনে এই নদীয়া নগরে।
জন্ম লইব আমি শচীর উদরে॥
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্তসনে।
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেমধনে॥
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস॥
তথা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে॥
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয় বস্তু কহিলাম সার॥
এ "নবদ্বীপ ধাম" পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয়॥
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেবি গিয়া পাবে প্রেমবল॥
এত বলি গৌরচন্দ্র হইল অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা হয় দুই জন॥

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য

(৪)

অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, বকুল, প্রভৃতি বৃক্ষের বনছায়ার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বাষ্পীয় যান চলিতেছে; কি বৃহৎ গাছগুলি, কি শান্ত বনভূমি! আমার পাপ অন্তঃকরণেও যেন কি এক অনন্যভূতপূর্ব্ব শান্তির অমৃতধারা বর্ষিতে লাগিল। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ভুবন-পাবন অবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর এই সকল স্থান দিয়া পরিকর বৃন্দসহ হরিসঙ্কীর্ত্তনানন্দে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কত নাস্তিক জড়াসক্ত জীবকে উদ্ধার পূর্ব্বক গোলোকের প্রেমধনে ধনী করিয়াছেন। প্রাণের তারে তারে একটী আর্ত্ত রাগিনী ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; আমি ত সেই স্থান দিয়া চলিয়াছি, কই, আমার অন্ধ নয়ন তো সেই হেমাভদিব্যচ্ছবি কাঙ্গালের ঠাকুরটীকে দেখিতে পাইতেছে না? আমার কর্ণ তো অনেক বাজে কলরব গ্রহণ করিতেছে কই একবারও সেই হরি-কীর্ত্তন-ধ্বনি কানে ঢুকিতেছে না? পাগলের মত কত কথাই মনে আসিতেছে, কে এই পোড়া মনের প্রশ্নের উত্তর দিবে!

ষ্টেসনের কুলীরা ডাকিল "নবদ্বীপ ঘাট" "নবদ্বীপ ঘাট"। যাত্রীর দলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; নস্য, তামাকুর ডিবে, দোক্তার পলে, হুঁকোর খোল ইত্যাদি হারাইবার ভয়ে বাবাজী ও মাতাজীগণ অনেক পূর্ব্ব হইতেই সেগুলি ব্যাগে তুলিয়াছিলেন, তথাপি আবার বিশেষ শ্যেন-দৃষ্টিতে পুনরায় সেগুলি গণিয়া দেখিলেন ঠিক আছে কিনা। বিদেশ বিভুঁই, কি জানি শেষে যদি হারাইয়া যায় তবে দম বন্ধ হইয়া মরিতে হইবে! পুণ্যকামী ভক্ত(?)দল 'হুলুধ্বনি' করিতে করিতে নামিয়া পড়িলেন। তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ 'গাঁটরী গাঁটুলা' গুলিও নামিল; সকলের শেষে আমিও নামিলাম।

তখন আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ কি দ্বিতীয় সপ্তাহ হইবে; হরিপাদপদ্ম-বিনিঃসৃতা সুরধুনী কূলে কূলে পরিপূর্ণা; মৃদু মন্দ পবনে আলোড়িত হইয়া তরঙ্গাবলী নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছিল; ঊর্ম্মি-মালার শিরোপরি শুভ্র ফেনরাশি—যেন শচীনন্দনের প্রসাদী মালিকাতে সুশোভিত। গঙ্গা-তটবর্ত্তী অমল কাশপুষ্পসদৃশ সলিল-ভঙ্গী যেন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া, শ্রীগৌরহরির দয়ার কাহিনী বলিতে বলিতে প্রণত হইতেছিল। নবারুণ-রাগদীপ্ত সেই প্রভাত, জাহ্নবীতীরের সেই অপ্রাকৃত মহান্ দৃশ্য, আমার খেয়ালী মনকে অভিভূত করিয়া দিল। নৌকাতে উঠিয়া পড়িলাম।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থ-দীপিকাটীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রমাণ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে প্রতি স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কালাম্বরপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তাভ্র-অচিন্ত্যভ্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ⁄৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।⁄৹ আনা

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগি করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

কাৰ্য্যদক্ষ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধাদির অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। "বাজীকরণ তৈল"—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

[illegible] সম্পদে সাব, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা [illegible] ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহৌষধ পাঁচন

সর্ব্ববিধ [illegible]রের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ও বহুদিন ভোগের পর রোগীদের [illegible] আঃ শিশিতে বলীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমগ্র [illegible] পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বায়োকেমিকের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং [illegible] ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন,

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার — প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নং এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্কুল হইতে ছাত্র বহিষ্কৃত

মৌলবীবাজার শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ যে, "কানিংহাম সার্কুলার" অনুযায়ী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র শশাঙ্ক শেখর ঘোষকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২৫শে জুলাই মৌলবীবাজারে সুরমা উপত্যকা যুবক-সম্মেলনে উক্ত ছাত্রটি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়াছিল।

মিষ্টার পেডী হত্যার জের

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, গোয়েন্দা পুলিসের কর্ম্মচারীরা সম্প্রতি দানাপুরের অধীন খাগাউলে জনৈক বাঙ্গালী যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস সন্দেহ করিতেছে, মিষ্টার পেডীর হত্যাকাণ্ড মামলা সম্পর্কে যে বিমল দাস গুপ্তের অনুসন্ধান করা হইতেছে, ধৃত ব্যক্তিই সেই বিমল দাস গুপ্ত।

হত্যার দায়ে বাস ড্রাইভার

অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসের রঘুনাথ সিং জনৈক ... সেপ্টেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে মোটর বাস চাপা দিয়া হত্যা করিবার অপরাধে তেজ সিং নামক এক পাঞ্জাবী মোটরচালক অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, এফ, করিমের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে মোহাম্মদ মকবুল খান নামক জনৈক কনষ্টেবল, আলীপুর জজকোর্টের জনৈক উকীল দুই জন ট্রামচালক এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসের অপর একজন পিওনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষীদের বর্ণনায় প্রকাশ, আসামী একখানি দোতলা বাস উত্তরাভিমুখে চালাইয়া যাইতেছিল। কলেজ ষ্ট্রীট বাজারের সম্মুখে আসিয়া বাসখানি উত্তরাভিমুখে চালিত একখানি ট্রামের পাশ কাটাইয়া রাস্তার ডান দিক হইতে বাম দিকে যাইবার মুখে দক্ষিণ-দিকগামী অপর একখানি ট্রামের সামনে পড়ে এবং এই ট্রামখানি এড়াইতে যাইয়া আসামী রঘুনাথ সিংকে চাপা দেয়। রঘুনাথ সিং নিয়মানুযায়ী রাস্তার বাম পাশ ধরিয়া সাইকেল চালাইয়া যাইতেছিল। বাসচালক রাস্তার বিপরীত দিক দিয়া দ্রুত বাস চালাইয়া ঠিক পথ ধরিবার চেষ্টা করিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আসামী ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া বলে যে, সে নিয়ম অনুযায়ী রাস্তার বাম পাশ ধরিয়া যাইতেছিল এবং পার্শ্বে ট্রাম দেখিয়া সে বাসের গতির বেগ হ্রাস করে এবং অন্য রাস্তায় কিন্তু পত্রিকা বাহক রাস্তার বাম দিকে আসিবার পথে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে।

আগামী ৫ই অক্টোবর পুনরায় মামলার শুনানী হইবে।

ল্যান্সডাউন রোডে নরহত্যার জের

সেখ করিম ও অপর দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নরহত্যার অপরাধে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জে, এন তালুকদারের এজলাসে জুরীদের সম্মুখে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়।

প্রকাশ, মহারাজী নাম্নী ২৬ বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সহিত ৮৯নং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত পি, সি, গাঙ্গুলীর বাড়ীতে বাস করিত। তাহার স্বামী জগধারী শ্রীযুত গাঙ্গুলীর মোটর ড্রাইভারের কাজ করিত। গত ২৮শে জুলাই বেলা একটার সময় মহারাজী তাহার তিন মাসের শিশু লইয়া তাহার ... বালককে বিশ্রাম করিতেছিল তাহার স্বামী পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিল। মহারাজীর চীৎকারে তাহার স্বামী বাহিরে আসিয়া দেখে তিন জন লোক পলায়ন করিতেছে। উহাদের একজনের হাতে একখানা রক্তাক্ত ছোরা ছিল। ঐ লোকগুলির পশ্চাতে মহারাজীও রক্তাক্ত দেহে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। মহারাজী মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু মহারাজী আঘাতে মারা যায়। কতিপয় লোক আততায়ীগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলে একজন অনুসরণকারীকে জনৈক আসামী ছুরিকাঘাতে ভূপাতিত করে। ল্যান্সডাউন রোড, রে ষ্ট্রীট এবং লী রোড পর্য্যন্ত বহু লোক মিলিয়া আসামীদের গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

কতিপয় সাক্ষীকে জেরা করা হইলে মামলার শুনানী স্থগিত থাকে।

সৈন্যের ঘাঁটী আক্রান্ত

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, শ্রীনগর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সোপিয়ান নামক স্থানে কিছু জনতা সামরিক পুলিসকে আক্রমণ করায় পুলিস তাহাতে গুলী-বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সম্প্রতি কাশ্মীর রাজদরবার হইতে এই সম্পর্কে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে। সোপিয়ানের জনতা বিদ্রোহী হইয়া থানা আক্রমণ করতঃ থানাগৃহ পোড়াইয়া দেয় এবং একজন হেড কনষ্টেবলকে হত্যা করে। রাজ-সরকার যে বিশেষ নোটিশ জারি করিয়াছেন, ঐ নোটিশ তথায় প্রচারিত হইয়াছে। পুলিসের গুলীর ফলে যে কয়জন হতাহত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, একজন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে ও ৭ জন আহত হইয়াছে। এখন সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গভর্ণরের জীবন নাশের ভয় প্রদর্শন

পুনার অন্তর্গত বিশ্রামবাগে আলোকস্তম্ভে মারহাট্টি ভাষায় বোম্বায়ের লাট সাহেবের জীবন নাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া লাল ইস্তাহার সমূহ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। কে ঐ ইস্তাহার মারিয়াছে তাহার কোন প্রকার সংবাদ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই।

ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার রায় নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বি, এস, সি, শ্রেণীর ছাত্রকে গত ২২শে সেপ্টেম্বর অরফ্যানেজ রোডে গুরুতররূপে আহতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি ঐ দিন রাত্রিকালেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার আততায়ীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই হতভাগ্য যুবকের শোচনীয় মৃত্যুর শোকচিহ্ন স্বরূপ গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

কনষ্টেবল প্রহারের অভিযোগ

গত ১লা জুন বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে কার্য্যে রত কনষ্টেবল ঠাকুর সিং মহিলা ও বালক বালিকা সহ একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর গমনে বাধা দানকালে তাহাকে প্রহার করিবার অভিযোগে এব্রাহিম খাঁ শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, এন, দত্তের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত গত ২৮শে সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৌদ্ধ শ্রমণ শিন অগ্রিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেপ্তার

প্রকাশ, লক্ষ্ণৌয়ের পুলিস কোন ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে শ্রীযুত নিরঞ্জন লাল মিশ্র নামক স্থানীয় হরিশ্চন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রকে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার গৃহও তল্লাস করা হয় কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

---

২৫ হাজার নগদ টাকা উধাও

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ যে, কলং-খাঁ গ্রামের নবীন কর্ম্মকারের বাটী সুমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই স্থান সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন গভীর রাত্রিতে নদীতে হঠাৎ প্লাবন হওয়ায় ঐ বাড়ীখানি নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। গৃহের অধিবাসীরা অবশ্য প্রাণে বাঁচিয়াছে কিন্তু গৃহস্বামীর ভূ-প্রোথিত ২৫ হাজার টাকা জলস্রোতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

কবিরাজের আশ্চর্য্য মৃত্যু

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০টায় কবিরাজ সুরেশ্বর সেন চৌধুরী কালিদাস বসু ষ্ট্রীটস্থ স্বীয় চিকিৎসালয়ে রোগী দেখিতে দেখিতে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব ভারতীতে এক সময়ে চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত চিকিৎসক কবিরাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ সেনের ইনি অন্যতম ছাত্র ছিলেন। সুরেশ্বর সারস্বত আয়ুর্ব্বেদ সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

ডেপুটী সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ১ ঘটিকার সময় অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ হাচিসোন সহিত শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী সাক্ষাৎ করেন। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় হিজলীতে রাজবন্দীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইবেন। তিনি আশা করেন যে, তিনি রাজবন্দিগণকে অনশন পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হইবেন।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮২ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮, ৩রা অক্টোবর ১৯৩১

এসিড নিক্ষেপ

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সভা

হিজলী কাণ্ডের তদন্ত

ভারত সরকারের ঘাটতি ও তাহার পূরণের পন্থা

ব্রহ্মে চীনাদের সভা

৫ শত টাকা সহ যাত্রী জলমগ্ন

সরকারের আয়-হ্রাস

ত্রিপুরা কুমার বিয়োগে শোক

উপবাসে দ্বাদশ দিন

মজাহার আলির আগমন

নানা কথা

এসিড নিক্ষেপ

লক্ষ্মণপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি ষ্টীমারে [illegible] গমন উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র ঘাটে [illegible]। তিনি ঘাটের সন্নিকটে [illegible] হইলে শিবনারায়ণ রাম নামক [illegible]-পরিচালক তাঁহার শরীরে [illegible] নিক্ষেপ করে। ফলে, তিনিও [illegible] নিক্ষিপ্ত এসিডে দগ্ধ হন। [illegible]কে ঘটনাস্থলেই পাটনার [illegible] গ্রেপ্তার করেন। ঘটনার তদন্ত [illegible]। আসামীর অভিপ্রায় জানা [illegible] নাই।

হিজলী কাণ্ডের তদন্ত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে হিজলীতে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত তদন্ত করিবার জন্য সরকার একটি কমিটী নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই তদন্ত [illegible] যথাসম্ভব সত্বর প্রচারিত হইবে। এই কমিটীর সদস্যগণের নাম অচিরে প্রকাশ পাইবে।

সরকারের আয়-হ্রাস

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, রাজস্ব [illegible] সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্যার জর্জ সুষ্টার [illegible] বলেন, পোষ্টাফিস বিভাগের আয় ১০ কোটি, আয়-কর ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কমিবে। [illegible] রেলের আয় আরও ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ হ্রাস পাইবে। ফলে, বাজেট ব্যবস্থার সময় ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে মনে হইলেও মোট ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ হ্রাস পাইবে এবং ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে আরও ১৯॥০ কোটি টাকা হ্রাস পাইবে। এই উভয় হ্রাস একুনে ৩৯ কোটি ৫ লক্ষ। এই ঘাটতি পূরণের জন্য কেবল ১৮ মাস বাকী। সরকার ব্যয়হ্রাস ও বেতনহ্রাস করিয়া এবং নূতন ট্যাক্স বসাইয়া এই অবস্থার প্রতিকার করিতে চাহেন।

বার্লিনে ফরাসী প্রতিনিধি

২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে এম ল্যাভাল এবং ব্রায়ো সরকারী কার্য্য পরিদর্শনে বার্লিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে জার্ম্মাণ সচিব ডাঃ ব্রুনিং এবং ডাঃ কার্টিয়াস ও ফরাসী রাজদূত ফ্রাঙ্কয়েস পনসেট তাঁহাদিগকে বিশিষ্টভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জার্ম্মাণ সচিবদ্বয় অতিরিক্তভাবে আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে বাহির হইলে সমবেত জনতা 'শান্তি' বিরাজমানা হউক বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ

বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার সমিতির ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয় সদস্য তমলুকে আসিয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ তথায় একটী জনসভায় বক্তৃতায় বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও কংগ্রেসের নীতি পালন করিতে শ্রোতাদিগকে অনুরোধ করেন। সকলকে মনে প্রাণে অহিংস থাকিতে অনুরোধও জানাইয়াছেন।

ডাঃ ঘোষ সুতাহাটায়ও গিয়াছিলেন। তথাকার শাখা কংগ্রেস কমিটী তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এখানেও তিনি এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

ভ্রম সংশোধন

১৭৭ সংখ্যা (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১) নদীয়া প্রকাশের ৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় মুদ্রক [illegible] নম্বরে ৯০৫ [illegible] ডিক্রীদার সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী স্থানে শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৮২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন (চা কোম্পানীর এজেন্ট) মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া প্রশ্ন করেন যে, তীর্থভ্রমণের সার্থকতা কি? অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণ করেন কিন্তু তাঁহারা ত সাধু অন্বেষণ জন্য তীর্থ ভ্রমণ করেন না; গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণের কোন ফল আছে কি?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়া শ্রীল ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাতেই এই কথার উত্তর স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥

উপরিউক্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর মর্ম্ম এই যে, সাধুসঙ্গই তীর্থভ্রমণের সার্থকতা; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্মও এইরূপ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণও ঐ প্রকার উপদেশ করিয়াছেন॥

কেবল জড় বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই বা নিজে নিজে কিম্বা তথাকথিত পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। পাণ্ডিত্য অভিমানে মত্ত হইলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা যায় না। শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে শুদ্ধ ভাগবতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় অর্থাৎ শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারা শ্রৌতপন্থা আশ্রয় করেন না তাঁহারা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপা পান না। সরস্বতীর ছায়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন, তাই তাঁহারা জড়বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াও শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না।

গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল নিয়মাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া তীর্থ ভ্রমন করেন তাঁহারা সারগ্রাহী নন। ঐরূপ ভারবাহীগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

মন তুমি তীর্থে সদা রত।

* * *

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থ ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি সেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেইখানে
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি রঙ্গিনী॥
সেবক কহিছে ভাই, ভ্রমি আর কি ফল পাই,
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত।

গত ৫।৯।৩১ তারিখে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ চৌদ্দগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় কলিকাতাস্থ ভবনে গমন করিয়া সমাগত বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অম্বরীষ মহারাজের প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেন,—"জাগতিক প্রভুত্ব ধন, জন, পাণ্ডিত্য সমস্ত বস্তু দ্বারা জগতের একমাত্র ভোক্তা শ্রীভগবানের সেবা করাই জীবমাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভে সমর্থ জীব যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত হউন না কেন, সকল অবস্থাতেই আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারেন। যতই বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধক আসুক না কেন, ভগবদ্ভক্তের সুদর্শন-তেজের নিকট প্রতিকূল ব্রহ্মতেজও ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায় এবং জগতের সমস্ত শক্তি একত্রিত হইয়া প্রাতিকূল্যাচরণ করিলেও ভগবদ্ভক্তের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবদ্বাণী অম্বরীষ চরিত্রে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

গত ৩১ তারিখে সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কটক চৌধুরী বাজার গোপালজী লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটী তে সচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা ও মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। ভক্তবৃন্দ পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্ম স্মরণ ও বন্দনা করিয়া তাঁহাদের স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে রায় মহোদয় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ময়মনসিং শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধিৎসু হইয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীযুত কিরণ বাবু শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সহিত জন্মান্তর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ করেন। তৎপর প্রভুজীউর সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনান্তে শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচার ও মহামহোৎসবএর বিষয় শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরতির পর শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর প্রভু "চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে সনাতন শিক্ষা পাঠ করেন॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

প্রচ্ছন্ন বিষয়ী

সাধারণতঃ রক্তমাংস ও হাড় মাসের গড়া রূপ স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি এবং সেই দেহ সম্বন্ধীয় ব্যক্তি ও বস্তুতে যাঁহারা মমতা বুদ্ধি করেন তাঁহাদিগকে সংসারী বা বিষয়ী বলে। বিষয়ীগণ দেহ ও দেহ সম্বন্ধীয় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সমস্ত কার্য্য করেন। তাঁহাদের দেহ, গেহ কলত্রাদিতে অতিশয় আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন বস্তুর অভাব থাকিলে তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, পাইলে পরে পাছে তাহা নষ্ট হয় সেজন্য ভয় পান এবং প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলে শোক প্রকাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হন।

পারমার্থিক শাস্ত্রে "বিষয়ীপ্রায়" বলিয়া একটী কথা আছে। বিষয়ী ও বিষয়ীপ্রায়ের আচরণ এক নহে। বিষয়ীপ্রায় সজ্জনগণ বাহ্য দর্শনে বিষয়ীর মত হইলেও তাঁহাদের অভিসন্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বৈষ্ণবগণ, সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে তাঁহাদের যাবতীয় বিষয় চেষ্টা এবং কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ (কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণসেবার বিবিধ উপকরণ) বস্তুর সহিতই সম্বন্ধ। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদিকে ও কৃষ্ণসেবার উপকরণকে ভোগ্য বস্তুরূপে দর্শন করেন না এবং স্বজনাদির বিয়োগে শোকেরও বশবর্ত্তী হন না। শারীরিক পীড়া, দরিদ্রতা প্রভৃতি ব্যবহার-দুঃখের অভিনয় করিলেও তাঁহারা উহাতে অভিভূত না হইয়া ভগবানের অনুগ্রহরূপে বরণ করেন এবং ঐ অবস্থাতেও পরানন্দ সুখ উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের নিজের বলিতে পৃথক কিছুই থাকে না; সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুপাদ পদ্মে অর্পণ করেন।

যাঁহারা বিষয়ীপ্রায় সজ্জনগণের অনুসরণ না করিয়া কেবল অনুকরণ করেন কিম্বা ত্যাগীর বেশে থাকিয়া গোপনে অত্যাচার করেন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন বিষয়ী। আমরা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর বেশে মঠবাসী হইয়াও যদি আত্মচরিত্র অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ সতর্ক না হই, তবে আমরাও ক্রমে ক্রমে প্রচ্ছন্ন বিষয়ী হইয়া পড়িব।

সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্যাদি যদি বোঝা আনা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌছাইয়া না দিয়া কিছু আত্মসাৎ করি—নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করি বা সঞ্চয় করি অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে দিবার জন্য এক দফা ভিক্ষা করিয়া তাহা সমস্তই গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করি কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য দ্বিতীয়বার কাহারও নিকট কোন দ্রব্য বা অর্থাদি ভিক্ষা করিয়া যদি মনে করি—ইহা নিজের জন্য করিলেও অতিরিক্ত করিলাম সুতরাং উহাতে কোন দোষ নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমি প্রচ্ছন্ন বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছি কারণ প্রাপ্ত ও দৃশ্য বস্তুকে কার্ষ্ণ বস্তুরূপে দর্শন না করিয়া নিজ ভোগ্যরূপে দর্শন করিতেছি এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে অনুগ্রহরূপে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহা ছাড়া আরও কিছু আমার আবশ্যক, এই প্রকার ভোগবুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিয়াছে জানিতে হইবে।

আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি সমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে সাহসী না হই, কিম্বা সর্ব্বস্ব সমর্পণের অভিনয় করিয়া আবার যদি উপর্য্যুক্ত প্রণালীতে সংগ্রহ ও সঞ্চয়চেষ্টা করি তবে জানিতে হইবে আমি বৈষ্ণবগণের হইতে পারি নাই; অধিকন্তু কপট পরমার্থ ধন পরিত্যাগ করিয়াছি। তখন কার্ষ্ণ বস্তুকে বিষয়রূপে দর্শন করিয়া আমি বিষয় ভোগাসক্ত হইয়া পড়িব এবং যাহাতে ভাল করিয়া ভববন্ধনে বাঁধা পড়ি সেই প্রকার কার্য্যই করিব।

ইহার বিষয়ের স্বভাব হয় মত্ত অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে আমি যেখানে অবস্থান করিতেছি ও যে যে সেবা কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত আছে তাহা ছাড়া কোনও সময়ে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমেই আমার নিকট অতিরিক্ত সেবা-সুযোগ উপস্থিত হইল যদি আমি অপ্রাকৃত অহঙ্কারে ইচ্ছায় আলস্য ও অবাধ্যতার অছিলায় (বৈষ্ণবগণ গুরুদাসের অবাধ্য হন না) সেই সেবা সুযোগটী গ্রহণ না করি অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রীতি বিধান না করি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মঠবাসী হইয়াও আমি বিষয়ীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলে বিচার অবলম্বন করায় প্রচ্ছন্ন বিষয়ী হইয়া পড়িলাম।

কোন গুরুদাস শ্রীমঠ মঠাস্তরে গমন করিলেন সুতরাং তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্য আমি আর দিব কেন বাকী কটা দিন কলে কৌশলে পার করিয়া দেওয়াই ভাল তারপর তিনি যেখানে যাইবেন সেইখানেই লইবেন। এই প্রকার বিচারের যদি প্রশ্রয় দিই তবে জানিতে হইবে যে আমি প্রচ্ছন্ন বিষয়ী হইয়াছি।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রাগ্রামে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একচক্রা প্রদেশে যে সকল অসুর ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া মহা সুযশ অর্জ্জন করিলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব একচক্রার নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া বলদেব-শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে নিযুক্ত থাকিলেন। একচক্রার শোভা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিচার করিলেন, অনেক দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ চিত্তাকর্ষক স্থান ত আর কোথাও দেখি নাই। মনে হয় এস্থান শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলাস্থলী। যদি কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জানান, তাহা হইলেই এ স্থানের মহিমা জানিতে পারি। এইরূপ বিচার করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইল। কৃষ্ণের ইচ্ছায় মহারাজ যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে রোহিণীনন্দন বলরামের দর্শন পাইলেন।

বলদেব মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্ভুত বেশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, তোমার চিত্তে যাহা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই স্থান হইতে অনতিদূরে সুরধুনী-বেষ্টিত শ্রীনবদ্বীপ নামক এক পরম রম্যস্থান আছে। তথায় কলির প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র প্রচ্ছন্নাবতারী হইয়া বিপ্রকুলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ নানাদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছামত এই একচক্রা নগরে আমার জন্ম হইবে।" বলদেব এই সকল বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং একচক্রা গ্রামকে সাক্ষাৎ শ্বেতদ্বীপের মত দর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিশোভা দর্শন করিবামাত্রই যুধিষ্ঠিরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি ভ্রাতৃগণকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন।

একচক্রা গ্রাম হইতে পঞ্চপাণ্ডব নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"একচক্রাগ্রামে যেরূপ স্বপ্নমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইয়াছি, এখানেও কি সেইরূপ দর্শন পাইব?" কৃষ্ণের ইচ্ছায় এইরূপ চিন্তাগত যুধিষ্ঠির নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে অনুপম লাবণ্য সম্পন্ন স্নিগ্ধ কৃষ্ণ-বলদেব ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থান আমার জন্মভূমি নদীয়ানগর। এখানে আমি কলিযুগে গণসহ অবতীর্ণ হই। সংকীর্ত্তন বন্যায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিব এবং তোমাদের সহিত রত্নাকর-তটে বিবিধ বিলাস করিব।" যুধিষ্ঠিরের মনোবৃত্তি জানিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরম সুন্দর গৌরমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির ঐ রূপ সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং দুই প্রভুর পদতলে লুটাইতে লুটাইতে নেত্রজলে তাঁহাদের পাদ্য রচনা করিলেন। প্রভুদ্বয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ভ্রাতৃগণকে জানাইলেন এবং এইস্থানে কয়েকদিন গৌর নিত্যানন্দের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে মহানন্দে অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গৌর-পুরাণ শ্রবণ করিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য

(৫)

হঠাৎ যাত্রীদলের কথার পুনরায় আকৃষ্ট হইলাম। কোন্ ঠাকুর বাড়ীতে কে উঠিবে, কোথায় ভেট কম, কোথায় প্রসাদ (?) সস্তাতে পাওয়া যায় ইত্যাদি অনেক আলোচনা হইতেছিল।

কি বলব, পয়েন্ট শ্রীধাম যাত্রীদের অপ্রাকৃত ভূমিতে অবতরণ করিলাম। তখন জানিতাম না যে, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'জন্ম ভিটা'। সেখানকার নামও কোন দিন শুনি নাই, তাই মোহগ্রস্ত আমি কুলিয়াদ্বীপকেই শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকট তীর্থ বলিয়া ভুল করিলাম। নামিয়াই দেখি—কত লম্বা লম্বা জটাধারী গৈরিক বসন পরিহিত সাধু (?) কত চিমটাধারী চূড়াবাঁধা বাউল, কত বৈষ্ণব গোঁসাই (?) কত মাতাজীর দল। গঙ্গাতীরে সাধুর মেলা!

পতিতপাবনী সুরধুনী-তীরে কত রকমের বেশধারী সাধু ?) দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত কোন কোন বাবাজী হাতের ডুগ্‌ডুগী বাজাইয়া দেহ নাচাইয়া ছড়াগান কীর্ত্তন ধরিয়াছে; কেহ বা গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া প্রার্থনা-মালা আবৃত্তির সহিত অর্দ্ধনিমীলিত লুব্ধ নেত্রে তটস্থ মৎস্যবিক্রেতার 'পৈছার' দিকে চাহিয়া আছেন; ঐ যা! গঙ্গার ইলিশ মাছটা যেন বড় সস্তায় বিকাইয়া গেল! বাবাজীর সঙ্কট দশা, চারিদিকে লোক,—তাই ভক্তি গদগদ আবৃত্তিও ছাড়িতে পারেন না আবার এমন সুরসাল(?) জিনিষটীও ভোগে আসিল না।

কেহ বা প্রেমের আতিশয্যে 'গোপী' হইয়া পড়িয়াছেন, প্রাকৃত দেহটাকেই গোপী স্থির করিয়াছেন। মাথায় মস্ত খোঁপা, পায়ে গুজরাটী মল, হাতে সাবিত্রী কাঁকন, গলায় কামিনী-রঞ্জন হার, পরনে শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী। ভাবোদয়গণ গুরুভক্তির(?) পরাকাষ্ঠা প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া পতিতাধম নরনারীগণকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন—"আসুন মা সকল সাক্ষাৎ ব্রজের গোপীর কৃপা পেয়ে ধন্য হউন। রাধারাণীর ললিতা সখী, এ কি কম ভাগ্যে দর্শন হয়, কৃপা ক'রে তিনি মর্ত্তে এসেছেন, আসুন প্রসাদ পেয়ে জীবন সার্থক করুন।"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবদ্ধ। শ্লোকসূচী, শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্র ৪০৲।

[illegible]

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন আটপেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিভূষিত-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদশ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের হাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, আগামী ৪ঠা অক্টোবর শনিবারে উক্ত কমিটীর এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। গত বর্ষে যে সকল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, শুধু তাঁহারা এই সভায় যোগদান করিতে পারিবেন। সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতির কতিপয় সদস্যের পদত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হইবে।

উপবাসে দ্বাদশ দিন

খড়্গপুর হইতে প্রকাশ যে, ২৭শে সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দিনিবাসে আটক আসামীদের প্রায়োপবেশনের দ্বাদশ দিন। একটি বে-সরকারী কমিটী কর্ত্তৃক তদন্ত করাইবার জন্য এই যুবকগণ যেরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেই দাবী পূরণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, এই অবস্থা একদিন শোচনীয় ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইতে পারে।

ইতোমধ্যেই প্রায় ১২ জন যুবকের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের স্বাস্থ্য পূর্ব্বেও বিশেষ ভাল ছিল না। এই কয়জনের মধ্যে শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ রায়কে অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ষ্ট্রেচারে করিয়া রেলওয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। কারণ, অতিরিক্ত বমনের সঙ্গে তাঁহার নিঃশ্বাস সহিত রক্ত নির্গত হইতেছিল। শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চৌধুরীর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। প্রকাশ, তাঁহার ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিবার পর হইতে তাঁহার ওজন ২১ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার পেটে বিশেষ যন্ত্রণা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ময়মনসিংহে পতাকা উৎসব

২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে জিলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে সামরিক পতাকা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

সহরবাসীরা দলে দলে ক্ষুদ্র পতাকা হস্তে এই উৎসবে আসিয়া যোগ দেন। প্রথমে কয়েকটি বালিকা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গান করিলে পর সভারম্ভ হয় ও পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ব্রহ্মে চীনাদের সভা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্মের চীনাদের এক সভায় জাপানের চীনরাজ্য আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব পাশ হয় এবং জাপানী পণ্য বর্জ্জন করিবার জন্য চীনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য শক্তিপুঞ্জকে এবং জাতি সঙ্ঘকে উক্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আত্মরক্ষার্থে সৈন্য সমাবেশ করিতে দাবী করিয়া চীন-সরকারের নিকট এক তারও প্রেরণ করা হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আবেদন

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে লালবাগ মহকুমার লোকাল বোর্ড হইতে জিলা বোর্ডে সদস্য নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে একখানি দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতিবাদ

চট্টগ্রামের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সরকারী তদন্ত কমিটীকে সাহায্য করিতে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের বণিক সম্প্রদায়কে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয়, শ্রীযুত সেনগুপ্তের গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাহার প্রতিবাদ করতঃ জানাইয়াছেন যে, তারে বা অন্য কোনও উপায়ে তিনি ঐরূপ কোন অনুরোধ চট্টগ্রামের বণিক সম্প্রদায়কে করেন নাই।

ত্রিপুরা কুমার বিয়োগে শোক

২৬শে সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্ম্মণের মৃত্যু উপলক্ষে নববোধি সোসাইটী ভবনে শোক-সভায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ত্রিপুরা জিলার বহু নর নারী উপস্থিত ছিলেন। পরলোকগত কুমারের গুণপণা বর্ণনা করিয়া অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মজাহার আলির আগমন

২৭শে সেপ্টেম্বর কাশ্মীর সরকার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

মিষ্টার মজাহার আলির শ্রীনগর আগমনহেতু একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মিষ্টার মজাহার আলি শ্রীনগর আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে সে অনুমতি প্রদান করাও হইয়াছিল। এবং সেই সময় তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—আপনি কোনও প্রকার তদন্ত করিতে বা বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ লোক যেরূপ পরিদর্শন মানসে আসিয়া থাকে, আপনাকেও সেই ভাবেই আসিতে হইবে। মহারাজা বাহিরের অন্যান্য মুসলমান ভদ্রলোককেও শ্রীনগর আসিবার অনুমতি দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকেও ঐরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করিতেছেন, কাশ্মীর-রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হইবার সময় হইতে কাশ্মীর সরকারের মনোভাব একরকমই রহিয়াছে, তাহার ইতরবিশেষ হয় নাই। বাহির হইতে কোনও তদন্ত কমিটীকে শ্রীনগর আসিতে দেওয়া হয় নাই বা হইবেও না, এবং কাশ্মীররাজ্যের অধিবাসীর স্থানীয় ব্যাপারে বাহিরের লোক এযাবৎ কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই বা কাহাকেও তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। যদি বাহিরের কেহ শ্রীনগর সন্দর্শনে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণ পরিদর্শক ভাবেই আসিতে হইবে।

'শ্রীনগর' ইস্তাহার

লাহোরের কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের বেতন অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন। উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ কাশ্মীরের এক সরকারী ইস্তাহারে করা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বেতন মোটেই হ্রাস করা হয় নাই। পদোন্নতি ও নিয়োগ বন্ধ রাখা হইয়াছে—এ সংবাদও সত্য নহে। ভ্রমণের ভাতা শতকরা ২০ হইতে ২৫ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং জিনিষ পত্রের মূল্য হ্রাস জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে।

৫ শত টাকা সহ যাত্রী জলমগ্ন

কাঁদী হইতে প্রকাশ যে, চৌরীগাছার নিকট ভাগীরথী বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ঝটিকাবর্ত্তে ডুবিয়া গিয়াছে। মাঝি মাল্লা সকলেই সাঁতরাইয়া তীরে উঠিয়াছিল, কিন্তু একজন যাত্রী জলমগ্ন হইয়াছে। উহার নিকট ৫ শত টাকা ছিল।

ভারত সরকারের ঘাটতি ও তাহার পূরণের পন্থা

কর বৃদ্ধি—

আমদানী শুল্ক—প্রতি পাউণ্ড তুলার উপর ৬ পাই হিসাবে, কল কব্জার ও রঞ্জন-দ্রব্যের উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে বসিল।

আমদানী লাল চিনির উপর হন্দর প্রতি ৬৸০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৷৷০ হইল, বুট ও জু-জুতার উপর শুল্ক শতকরা ২০ টাকা অথবা জোড়া প্রতি ।০ আনা হইল।

কৃত্রিম রেশমী সূতার উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ১০ হইতে বাড়িয়া ১৫ টাকা, কৃত্রিম রেশমী কাপড়, কর্পূর ও ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের উপর শতকরা ২০ হইতে ৪০ টাকা হইল। সকল আমদানী পোরমিট শুল্ক সিকি পরিমাণ বাড়িল; তুলা, কল-কব্জা ও রঞ্জন-দ্রব্যের শুল্কের আর এই বৃদ্ধি হইবে না।

বৎসরে ১ হাজার ও ১৯৯৯ টাকার মধ্যে যাহাদের আয়, সে সব আয়ের উপর বর্ত্তমান রাজস্ব বৎসরে টাকায় ২ পাই হিসাবে ও পরবর্ত্তী বৎসর টাকায় ৪ পাই হিসাবে নূতন টেক্স লওয়া হইবে। বর্ত্তমান আয় কর ও সুপার ট্যাক্স বর্ত্তমান রাজস্ব বৎসরে শতকরা ১২৷৷০ টাকা এবং আগামী বৎসর সিকি পরিমাণ বাড়িবে। লবণ-শুল্ক প্রভৃতি সকল স্বদেশী শুল্ক সিকি পরিমাণ বাড়িল। ডাকের পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্য দেড়া হইল।

ব্যয়-হ্রাসের ফলে বে-সামরিক বিভাগে ২৷৷ কোটি টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আগামী বৎসর মোট ৮৷৷ কোটি টাকা ব্যয়-হ্রাস হইবে।

বেতন-হ্রাস

জরুরী প্রয়োজনে যে বেতন-হ্রাস আবশ্যক হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বর হইতে সে অনুসারে কার্য্য হইবে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের পর আর এ নিয়ম চলিবে না, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান না লইয়াই এই নিয়ম তুলিয়া দেওয়া হইবে। যদি ইতোমধ্যেই অবস্থা ভাল হয়, তাহা হইলে সরকার এই বিষয়ে পুনঃ বিবেচনা করিবেন। বেতন-হ্রাস শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। ঐ বেতন-হ্রাসের মধ্যে নূতন আয়-করও ধরা হইবে। প্রায় ৪০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন যাহারা পায়, তাহারা এই বেতন-হ্রাস হইতে রেহাই পাইবে।

রাজপ্রতিনিধি স্থির করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বেতন শতকরা ২০ টাকা কম লইবেন, তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যরা তাঁহাদের মাহিনার শতকরা ১৫ টাকা ফেরৎ দিবেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি লাইন ১
প্রতি কলম ৮
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৩ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৮, ৫ই অক্টোবর ১৯৩১

বস্তার ভিতর রিভলভার

সম্রাটের সম্মুখেও মাথা নত করিব না

শ্রীযুত সেনগুপ্ত অসুস্থ

কানপুরে গুলী মারার মামলা

চারি আনায় ১ বৎসর

কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে মামলা

পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক বন্ধ

বিদ্রোহী ও ডাকাতের অত্যাচার

থানায় সন্দেহজনক মৃত্যু

গান্ধী বৃটেনের প্রধান শত্রু

বৃক্ষশাখায় মৃতদেহ প্রাপ্তি

নানা কথা

বস্তার ভিতর রিভলভার

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, ২রা অক্টোবর সকালে পুলিস তথায় কয়েকটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে তল্লাস করিবার কালে একটি চাউলের বস্তার মধ্যে একটী রিভলভার ও ১টী ছোরা পাইয়াছে। পুলিস কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার ২টী পুত্র, ৩টী ভ্রাতুষ্পুত্র ও ১টী পৌত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আর একটী খালি বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়া ২টী রিভলভার, ১১টি মশার পিস্তল ও কতকগুলি বুলেট পাইয়াছে।

মোক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র [illegible] বাড়ীতেও গত ১লা অক্টোবর খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। তল্লাস কালে পুলিশ কতকগুলি চিঠিপত্র লইয়া গিয়াছে।

গৌরীবাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি

প্রকাশ, চুচুড়া জিলার গৌরীবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহা নামক এক ব্যক্তির বাটীতে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় প্রায় ১২ জন ডাকাত একটি নিদ্রিত দম্পতির কক্ষের দরজায় আঘাত করিতে থাকে। ইতোমধ্যে উক্ত দম্পতি জাগরিত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা একটি আলো প্রজ্জ্বলিত করে। প্রকাশ, পঞ্চানন তাহার পত্নীর নির্দ্দেশানুযায়ী একখানি 'কাটারি' লইয়া দরজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একজন দস্যুর মস্তকে সজোরে আঘাত করে। দস্যুদলও বর্শা, মশাল ও কাটারি লইয়া পঞ্চাননের মস্তকে ও হস্তের কয়েকটী স্থানে আঘাত করে। কতিপয় স্বর্ণ বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ২৩৫০, এর মূল্যের দ্রব্যাদি হস্তগত করে। প্রস্থানকালে ডাকাতগণ পঞ্চাননের পত্নীর অঙ্গ হইতে জোরপূর্ব্বক অলঙ্কারগুলি কাড়িয়া লইয়া যায়, ফলে সেও আহত হয়। তাহারা বাঙ্গালীর বেশে আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল এবং গালপাট্টা পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। প্রকাশ, পঞ্চাননের কাটারী দ্বারা আঘাতের ফলে একজন ডাকাত গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পঞ্চাননের পত্নী বাকিতপুর নিবাসী সূর্য্য নামক এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছে। তাহাকে সাহাগঞ্জের যতীন ছোড়া নামক আর এক ব্যক্তির সহিত হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

গান্ধী বৃটেনের প্রধান শত্রু

৩ শে সেপ্টেম্বর রেডিংএ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মিঃ গান্ধী যে বর্ত্তমানে ভারতে বৃটেনের প্রধান শত্রু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আরউইন-গান্ধী চুক্তি সম্পর্কে লর্ড বার্ণহাম বলিয়াছেন, লর্ড আরউইন উন্নতমনা ও জাগতিক ব্যাপারে বিচক্ষণ, এ জন্য তিনি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি রাজনীতিক হিসাবে লর্ড আরউইনকে মিঃ গান্ধীর সমকক্ষ মনে করেন না। তিনি আরউইনী নীতিকে দুর্ব্বলতামাত্র বলিয়া মনে করেন। বৃটেন যদি ঐ নীতি অনুসারে তাঁদের কাজ-কর্ম্ম চালান তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহরূপে গোলযোগ ও বিষম বিপদের মধ্যে যাইয়া পড়িব। লর্ড বার্ণহাম বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে মিঃ গান্ধীর যে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, ইংলণ্ডের ইহা অপেক্ষা অধিক অপমান আর হইতে পারে না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকবরন্ধনাচ্ছিত্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম সাংখ্যবিদ্, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীভরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জঙ্গমবাড়ী সনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ — ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ সোমবার — ১৮৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার উপনগরের কয়েকজন শিক্ষিত আস্তিক ব্যক্তি কিছু হরিকথা পিপাসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং তন্মধ্যে অনৈক পণ্ডিতাভিমানী শিক্ষিত ভদ্রলোক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজকে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়, আপনারা কেবল কৃষ্ণকেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া থাকেন; তবে আমরা কি কেহই নই? ভগবান আমাদিগকে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা যদি ভোগই না করিলাম, তবে ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য আমরা কি দায়ী হইব না? আরও দেখুন, এই চিত্তবিনোদনকারী মনোহর ভগবৎ প্রদত্ত সুন্দর সুন্দর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তুসমূহ ভোগ না করিয়া যদি সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে জন্মটা ত বৃথাই গেল!'

অমানী মানদ স্বামীজী মহারাজ প্রশ্নকারীর অন্তরের ভাব বুঝিয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা সহকারে বলিলেন, "দেখুন, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু আমি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। আমার কোনপ্রকার পাণ্ডিত্য না থাকিলেও বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, যিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান দিয়াছেন, সেই গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতপন্থায় যাহা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাই কিঞ্চিৎ নিবেদন পূর্ব্বক আপনার সন্দেহ নিরসন করিতে প্রয়াস পাইব।

কৃষ্ণই যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু, এমন কি আমি ও আপনি পর্য্যন্ত যে তাঁহারই ভোগ্য পদার্থ ইহা আমার মনঃকল্পিত কথা নয়। আপনি গীতাশাস্ত্রে পণ্ডিত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' মানুষকে যদি জড় জগতের ভোক্তা করিয়া সৃষ্টি করা ভগবানের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি শাস্ত্র-দ্বারে তাঁহার ঐরূপ সনাতন বাণী প্রচার করিতেন না।

'তবে আমি কি কেহই নই?'—মানুষের এইরূপ ক্ষোভ হইতে পারে। কিন্তু আমরা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, 'আমরা কে', 'আমাদের স্বরূপই বা কি', 'কেনই বা এই সংসারে আসিয়াছি এবং কেন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি', 'আমাদের কর্ত্তব্যই বা কি?'

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্র বলেন, জীবের স্বরূপে একমাত্র কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুই শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। জীব তাহার সেবাবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সেবোপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির সহায়তা করিবে, এই তাহার কর্ত্তব্য।

আপনার ইন্দ্রিয়গুলিও শ্রীভগবানের সৃষ্ট বস্তু হইতে বাদ পড়িল না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও যে আপনার নিজ ভোগের সহায়তাকল্পে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবা করাই জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার, তদ্দ্বারা নিজ ভোগ চরিতার্থ করা জীবের কর্ত্তব্য নয়, কারণ জীবের স্বরূপে সেবা ব্যতীত ভোগের লেশমাত্র নাই।

সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ যাহা তাঁহারই সেবোপকরণরূপে এই জগতে বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহাকে না দিয়া জীব যদি নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি গীতায় শ্রীভগবানের "উক্তি 'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'—অনুযায়ী চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। চোরকে যেমন রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়, সেইরূপ কৃষ্ণভোগ্য বস্তুর দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তিকে এই সংসার কারাগারে কারাকর্ত্রী মহামায়ার দণ্ডস্বরূপ ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে হয়।

এই মনমোহকর সংসারকে ভোগ না করিয়া চলিয়া যাইতে হইলে, আপনার মতে মনুষ্যজন্মটা বৃথায় নষ্ট হয়। আপনি একটী জলচর মৎস্যের দৃষ্টান্ত মনে করুন। দেখুন, মৎস্য ধরিবার জন্য যখন মৎস্যধারী ব্যক্তি বড়শীতে সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত ভোগ্য পদার্থ (টোপ্) আবদ্ধ করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করে, তখন মৎস্যগণ সেই লোভনীয় বস্তু আস্বাদন করিবার জন্য বলে, "আহা, এমন পরদুঃখদুঃখী দয়ালু কোন ব্যক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য এই ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভোগোন্মত্ত মৎস্য তখন জানে না যে, সেই ভোগ্য পদার্থের অন্তরালে তাহার প্রাণনাশকারী লৌহ-কণ্টক অন্তর্নিহিত আছে।

এখন দেখুন, জীবের অবস্থাটাও কি ঠিক ঐরূপ নহে। জীব ভগবৎবিস্মৃতি বশতঃ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং ভোক্তাভিমানে মায়ার এই মনোহারী সাজান সংসারকে ভোগ করিতে গিয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মায়িক ত্রিতাপে কি কষ্টই না ভোগ করিতেছে। জীব প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণের সেবোপকরণ ভোগ করিতে যায় বটে, কিন্তু সে জানে না যে এই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর অন্তরালে ত্রিতাপ যন্ত্রণারূপ যে কি প্রকার ভীষণ লৌহ-কণ্টক আবদ্ধ রহিয়াছে। জীবের স্বভাবে যখন সেবা ব্যতীত ভোগের লেশ মাত্র নাই, তখন স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে গেলেই জীবের জন্ম জন্মান্তর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

স্বামীজী মহারাজের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ এইরূপ গভীর গবেষণাময়ী উত্তর শ্রবণে প্রশ্নকারী ভদ্রলোকটি কিছু লজ্জিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত সরলভাবে বলিলেন, 'আমি আপনাকে সাধারণ জ্ঞানে আনুষঙ্গিক অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।' শাস্ত্রে যে শুনিয়াছিলাম "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে" আজ আপনাতে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলাম।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীরাধাষ্টমী)

স্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ (নাট্যমন্দির)
সময়—সন্ধ্যাকাল, ২রা আশ্বিন ১৩৩৮

শ্রীভাগবতের পাঠকগণ যাঁহার একমাত্র সেবক হইবার আশা পোষণ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, সেই শ্রীভগবানের সর্ব্বস্ব বস্তু আমাদের সকল প্রকার অহঙ্কার বিনাশ করুন এবং করুণা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করুন।

আজ তাঁহার আবির্ভাব দিবস; যিনি সকল প্রাণীকে ভগবানের নানা প্রকার প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্তব্যস্তা, সেই মহাবদান্য-স্বরূপিণী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন। তাঁহার আবির্ভাব আমাদের আরাধ্য ব্যাপার হউক।

আমরা সাধারণতঃ লোকের নিকট শ্রবণ করি যে, গোবিন্দ সকল পৃথিবী পালন করেন, আবার তিনি যাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিচার করেন, সেই বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত সর্ব্ব ধন—গোবিন্দের উপলব্ধি হয় না। তিনি গোবিন্দের সর্ব্ব ধন, সকল ধন, তিনি গোবিন্দের সর্ব্বস্ব বস্তু। তিনি যদি আমাদের আরাধ্য বস্তু হন তা' হ'লে আমরা আরাধনা কি জিনিষ বুঝ্তে পার্বো। ভগবৎ বস্তুকে ভজনীয় বস্তু ব'লে শাস্ত্রে তারস্বরে গান করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ভজনীয় বস্তু হ'তে পারেন না। সেই বস্তুর অভিজ্ঞতা রহিত হ'লে তাঁহার প্রেমা হ'তে বঞ্চিত হই, সেই সময় অনর্থ এসে সেই বস্তুকে অন্য বস্তু ব'লে ভ্রান্তি করায়। তখন আমরা অপস্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে নানা দেব দেবীর আরাধনা কর্তে প্রবৃত্ত হই। আমাদের মনোভীষ্ট প্রাপ্য সেই জিনিষটীর যদি সেবা না করি এবং সেবা বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করি, তা'হলে আমরা নিজের অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেবার পরিবর্ত্তে আর কিছুকে সেবা ক'রে বসব।

ভগবৎপ্রেমা এক মাত্র মুখ্য প্রয়োজন, সেই প্রেমাই এক মাত্র জীবের আরাধ্য বস্তু। আরাধিকার কৃপা ব্যতীত সেই আরাধ্য বস্তু লাভ হয় না, তাঁর গণে গণিত না হ'লে তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না। সেই আশাতে জীবিত থাকাই প্রাপ্ত জীবের কর্ত্তব্য; নতুবা সহস্র সহস্র বার ম'রে যাওয়াই ভাল।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥
হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দমধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরসে প্রণয়ৈঃ প্রিয়াভি-
স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায়॥

ভক্তগণের অভিলষণীয় আশা, অমৃতসিন্ধুময়ী আশাতে পরিপূর্ণ হ'য়ে প্রাণ ধারণের আশা ক'রে বলবতী হ'বে এ বিচারে কবে জীবন ধারণ প্রয়োজনীয় বোধ কর্বো? কিন্তু উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি না হওয়ায় সেই আশা পূর্ণতা লাভ কচ্ছে না, সফলতা লাভ কচ্ছে না। যদি সেই গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আবির্ভাব হৃদয়ে না হয় তবে আমাদের তুল্য ভাগ্যহীন জীব জগতে আর কে আছে? আমরা নিত্যধনে বঞ্চিত হ'ব, সুতরাং আমাদের বৃথাই জীবন ধারণ।

ভগবানের নাম, ভগবদ্বস্তু, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্গুণ যাঁর কৃপায় লাভ হয়, তাঁ'র কৃপায় যদি বঞ্চিত হই তবে বাঁচিয়া কি লাভ? শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে যদি তাঁ'র সন্ধান না পাই তবে সে পাঠে কি লাভ? তবে আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনই

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হ'য়ে উজ্জ্বল রসের কথা ব'লেছেন। শ্রীভগবানের অবিমিশ্র সেবা কিরূপভাবে কর্তে পারা যায়, উন্নত উজ্জ্বল রস কিরূপে বুঝ্তে পারা যায়, পীণপ্রস্ত রসের অনুপাদেয়তা কিরূপে জান্তে পারা যায়, তাহা আপনি আচরণ ক'রে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ভগবান্ সেব্য বস্তু, আমরা তাঁ'র সেবক; তাঁহার পাদপদ্মে অনুরাগ বিশিষ্ট হ'তে হ'লে যাঁ'রা তাঁ'র চরণে অনুরাগী তাঁ'রাই তাঁ'র সেবার অধিকার দিতে পারেন। তাঁ'দের আনুগত্য ব্যতীত পরম প্রয়োজনীয় বিষয় লাভ হয় না। সেই পরম প্রয়োজনীয় জিনিষটী যখন ভগবানের সম্বন্ধ, তখন তাঁ'র আরাধনা ব্যতীত তদীয় সেবা কার্য্যে সুষ্ঠুতা লাভ করা যায় না; তদীয় সেবা কার্য্যে নিযুক্ত না হ'লে পরম মঙ্গল কি জিনিষ জান্তে পারা যায় না।

পরম কল্যাণ কি বস্তু, তাহা সকলের উপলব্ধির বিষয় নহে। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোবিন্দ সর্ব্বস্বের সেবা ও তদীয় অনুগত জনের সেবায় বঞ্চিত হ'লে অখিলরসামৃতসিন্ধু গোবিন্দের সেবা লাভ কর্তে পারা যায় না।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর

(১)

এত কহি ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে॥
শ্রীনিবাস কহে দেখ গ্রাম জান্নগর।
পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
ঐছে জহ্নুদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে॥
(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

ঐ জহ্নুদ্বীপ জন্নগর নামে খ্যাত। এই স্থানে জহ্নুমুনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব তপস্যার ফলে সুবর্ণ প্রতিমা-স্বরূপ "শ্রীগৌরমূর্ত্তি" দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

এক সময় এই স্থানে যখন জহ্নুমুনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন,—সেই সময় ভগীরথ আনীত ভাগীরথী প্রবলবেগে আসিয়া পড়াতে তাঁহার কোশাকুশী গঙ্গার জলে ভাসিয়া চলিল। তাহা দেখিতে পাইয়া জহ্নুমুনি ক্রোধাবেশে এক গণ্ডূষে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলিলেন।

ভগীরথ পশ্চাতে ফিরিয়া গঙ্গাদেবীকে দেখিতে না পাইয়া, বিহ্বল হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই জহ্নুমুনিই গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া ফেলিয়াছেন।

এত কঠোর তপস্যা-প্রভাবে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াও যখন তাঁহার পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেন না, তখন পরিশ্রমের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ভগীরথ চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

হাহাকার করিয়া মুনিবরের পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি কতই না কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগীরথের অশ্রুজলে জহ্নুমুনির চরণ সিক্ত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া মুনিবরের দয়ার উদয় হইল। তিনি জানুদেশ বিদারণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বাহির করিয়া দিলেন। সেই হইতে গঙ্গাদেবীর নাম জাহ্নবী বলিয়া বিখ্যাত হইল।

কতদিন পরে গঙ্গানন্দন শ্রীভীষ্মদেব এখানে আসিয়া তাঁহার মাতামহকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। জহ্নুমুনি ভীষ্মদেবকে আদর করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত আপন আলয়ে রাখেন। প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবা সহকারে ভীষ্মদেব জহ্নুমুনির নিকট অনেক শাস্ত্রের জটিল বিষয়ের গূঢ় মর্ম্ম জানিলেন এবং পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মদেব আনন্দ সহকারে সেই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে নবদ্বীপে থাকিয়া মহামতি ভীষ্ম ভক্তিধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই অবধি ভীষ্ম বৈষ্ণব জগতে 'মহাজন' বলিয়া গণ্য হইলেন যথা:—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য

(৬)

কোন কোন বাবাঠাকুর সম্প্রদায়ের (?) মহাভাবে বিভোর হইয়া সেবার জোরে (?) সভের করিবার জন্য সিগারেট বিড়ির কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি পানে মসগুল হইতেছে, আর মাঝে মাঝে জয় রাধেশ্যাম, জয় গোরাচাঁদ, জয় বৃন্দাবন ইত্যাদি বলিয়া যাত্রীবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

আমাদের সভ্য (?) দেশের মা-ঠাকুরাণীদের চিত্ত কিন্তু বড়ই ভক্তিপূতঃ। যা' দু'একটা দৃশ্য দেখিলাম এ জীবনে ভুলিব না। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর পূতোদকে স্নানাহ্নিক সারিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতে বাবাজীদের পবিত্র পদরেণু গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে করিতে এক মাতাঠাকুরাণী বলিতেছেন—"পাপের দেহ পবিত্র কর্তে হ'লে এর মত আর কি ঔষধ আছে? নে রে নে ও বুন্দে, বাবাগোঁসাইর পায়ের ধুলো কাপড়ের খোঁড়কে তুলে নে, দেশে গিয়ে সইর বাড়ী দিতে হবে, কুটুম সাক্ষাৎ সকলকেই কিছু কিছু দিতে হবে। আর বের কর দিকিন, কিছু টাকা পয়সা, সিদ্ধি' দিয়ে যাই কিছু, মনস্কামনা সিদ্ধি হবে তা' হ'লে।

আমি ত জানিনা সিদ্ধি কাহাকে বলে; শেষে দেখিলাম মস্ত বড় একটা পিত্তল পাত্রে অনেকটা ভাঙ্ আনিয়া বাবাজীর চরণপ্রান্তে রাখা হইল। বাবাজী তো আহ্লাদে আটখানা; বল্লেন—"হবে গো মা জননী, তোমার যা' কিছু মনোবাসনা পূর্ণ হ'বে। সিদ্ধি দানের ফলও সাক্ষাৎ সিদ্ধি। কত অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য যে দেখিলাম তা' আর কি বলিব। আর একটু অগ্রসর হইতে না হইতে দেখি ২।৩ দিক হইতে যেন আমার প্রতি সাদর আহ্বান আসিতেছে। চাহিয়া দেখি, বাবরী চুলে তেড়ি কাটা, লম্বা পৈতাধারী মালা তিলক শোভিত ২।৩ জন ব্যক্তি আপন আপন স্থান হইতে আমাকে বলিতেছেন—ও মশাই, আসুন—এদিকে আমার কাছে; ঠাকুর বাড়ীতে স্থান পাবেন, প্রসাদও কম মূল্যে প্রস্তুত, অপর এক ব্যবসাদার বলিতেছেন—"ও মশাই যাবেন না সেথায়, আমার ঠাকুরবাড়ী আসুন খুব অল্প দামে মহাপ্রসাদ (?) পাইবেন, আর দর্শনী অতি যৎসামান্য।

আমি দেখিলাম যেন আমাকে লইয়া বেশ একটু মজার সৃষ্টি হইল। আমি বলিলাম "আমার যা হয় ব্যবস্থা আমিই কর্বো, আপনাদের এত ব্যস্ত হ'তে হবে না"।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী নির্ঘণ্ট, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা সমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিন্ত্যাত্র অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার উদ্দেশ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিময় নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সকল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

চিত্রে নবদ্বীপ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। শুদ্ধভক্তিবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামিশাস্ত্র মন্থন করিলে এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ পাঁচ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ। ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবর্ণিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, পদ্যের ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তত্ত্বোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ভং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবাশিরণ, দশমাদেব গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি-বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিশিষ্ট সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টা ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও শুদ্ধ করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কৃত্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইয়া দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নলকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযুগল কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খাসিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

যক্ষাশ্বাস পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

বক্ষঃস্থলের সু ব্যথায় জন্ম ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

খানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মোদ্গার!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য-অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈরাগীর দণ্ড

খুলনার স্পেশাল জজ খুলনা জিলার আবা থানা নিবাসী সুধন্য বৈরাগীকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার প্রতি ৩০টি বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত বৈরাগী ময়না নাম্নী এক নবম বর্ষীয়া বালিকার উপর অত্যাচার করায় তাহার প্রতি উল্লিখিত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিদ্রোহী ও ডাকাতের অত্যাচার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রোমের সাট জন বিদ্রোহী এলানমেয়ো অঞ্চলের একখানি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা ২৭ খানা বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়। বিদ্রোহীদের বাধা দিতে গেলে একজন গ্রামবাসী তাহাদের গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছে।

হেনসিদ ও জেনজাদায় ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী ডাক্তারের সম্মান

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে বাঙ্গালার মেডিক্যাল স্কুলের পুরাতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল কে, কে, চট্টোপাধ্যায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে মেডিকেল কলেজের অস্ত্র বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুত্রসহ গৃহস্বামী গ্রেপ্তার

১১ই অক্টোবর পাটনায় সিটি পুলিস পুরাতন বোমার আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটী দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছে। পুলিসের সন্দেহ হইতেছে যে প্রকৃত বোমা। ছাপিগঞ্জে নাথুন লোকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া ঐরূপ তুইটি বোমা পাওয়া গিয়াছে। ঠাকুর লোককে রামস্বরূপ ও গঙ্গাবিষ্ণু নামক দুই পুত্র সমেত গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে মামলা

শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিশ্র সুরমা উপত্যকার যুব-সম্মিলনের অব্যবহিত পরেই গ্রেপ্তার হন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ও ৩০২ ধারানুসারে দীনেশ গুপ্তের আত্মত্যাগের প্রশংসা করিবার অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কে, সি, দাসকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

কানপুরে গুলীমারার মামলা

রামনরেশ এবং নবি আমেদ নামক গোয়েন্দা বিভাগের দুইজন কনেষ্টবলকে গুলী করিবার অভিযোগে কাশীরাম নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। গুলীমারা ব্যতীত প্রতিপন্ন কাশীরাম নাকি আরও অনেক অপরাধ করিয়াছে। কানপুরের কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণ আদালতের পরিবর্তে জেলের ভিতর কাশীরামের বিচার করিতেছেন।

রায় সাহেব পণ্ডিত শম্ভুনাথ (গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গৌরীপ্রসাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত অসুস্থ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্ত অসুস্থতাবশতঃ শয্যাশায়ী আছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়াছেন।

চারি আনায় ১ বৎসর

আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে নিয়র খাঁ নামক এক ব্যক্তি ১ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বনির খিদিরপুরে একজন পথিকের পকেট হইতে একটী সিকি তুলিয়া লইয়াছিল। বনির একজন পুরাতন পাপী

ছদ্মবেশী চোর

সেখ নবাব নামক একজন পুরাতন চোর শিয়ালদহের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, ডি, ব্যানার্জ্জীর বিচারে ২ সপ্তাহের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি প্রায়ই রাত্রিকালে মন্দ অভিপ্রায়ে বেলের কুলীর বেশ পরিধান করিয়া প্লাটফর্মের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত।

ডাকবাহী ব্যোমযান ধ্বংস

করাচী হইতে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের ডাকবাহী ব্যোমযান গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল। করাচীর ৭০ মাইল পশ্চিমে লাসবেলা রাজ্যের উপর দিয়া গমনকালীন আগুন লাগিয়া উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একজন ইঞ্জিনিয়ার ও দুইজন খালাসী গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। একজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

সম্রাটের সম্মুখেও মাথা নত করিব না

কোন সংবাদ-সরবরাহ এজেন্সী গান্ধীজীর জাহাজের একটি বিড়ালের সহিত খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি গ্রহণ করা সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছিলেন শ্রীযুত দেশাই তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, সংবাদপত্রে এই বিষয়টি কল্পনাপ্রসূত। যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মিঃ শ্লোকম্ব যে কৌতুহলজনক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতঃপর শ্রীযুত দেশাই উহার উদাহরণ দিয়াছেন। মিঃ শ্লোকম্ব তাঁহার কল্পনাশক্তিবলে লিখিয়াছিলেন যে, প্রিন্স অফ ওয়েলস যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজী তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—"মিঃ শ্লোকম্ব, আমার আশা ছিল যে, আপনি আরও ভাল করিয়া সংবাদ রাখেন কিন্তু ইহাতে আপনার কল্পনাশক্তির মর্য্যাদাও বৃদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতের দরিদ্রতম ঝাড়ুদার বা দরিদ্রতম অস্পৃশ্যের সম্মুখেও আমি জানু নত করিতে পারি; কেন না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের ক্রুর ভাবে পদদলিত করা হইয়াছে, আমরা উহার সংযোগিতা করিয়াছি। আমি তাহাদের পদধূলি পর্য্যন্ত লইতে পারি কিন্তু প্রিন্স অফ ওয়েলস দূরে থাকুন মহামান্য সম্রাটের সম্মুখেও আমি মাথা নত করিতে পারি না, কারণ, তিনি স্পর্দ্ধিত শক্তির প্রতীক। হস্তীর সম্মুখে আমি আভূমি নত হইতে পারি না, বরং সে যদি আমায় পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেও যদি পিপীলিকার উপর পা দিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি উহার সম্মুখে নত হইতে প্রস্তুত।"

বৃক্ষশাখায় মৃতদেহ প্রাপ্তি

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে, তিনটি প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি মৃতদেহ ঝুলিতে দেখিয়া গত ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে গোয়াবাজারে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। মৃতদেহটি সেটলমেণ্ট অফিসের জনৈক পিওনের বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। ব্যাপারটি আত্মহত্যা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছে। প্রকাশ, মৃতব্যক্তি একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছে, পত্রের লিখিত বিষয় এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

থানায় সন্দেহজনক মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে সেণ্ট টমাস থানায় কোনও মামলা সম্পর্কে এক জন স্বর্ণকারকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেইখানেই, স্বর্ণকার মারা যায়। শবদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মতপ্রকাশ করেন যে, মারপিট করার ফলে লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। হত্যার অভিযোগে উক্ত থানার হেড কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সার আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি স্থাপনার্থ সন্তোষের রাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী স্বীয় উদ্যমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া সার আশুতোষের একটি পিত্তল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে চিত্তরঞ্জন এভেনিউএ এই মূর্ত্তির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তি মর্ম্মর নির্ম্মিত পাদপীঠের উপর স্থাপিত হইবে। বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর সালসিগুনি এই পাদপীঠ নির্ম্মাণ করিতেছেন।

এই প্রতিমূর্ত্তি একজন বাঙ্গালী শিল্পীর মডেল হইতে রচিত হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে ইটালি হইতে এই মূর্ত্তি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে। ডিসেম্বর মাসে এই মূর্ত্তি যথাস্থানে স্থাপিত হইবে। এই মূর্ত্তিটি সুদীর্ঘ উচ্চতায় লর্ড ডাফরিণের প্রতিমূর্ত্তির সমতুল।

পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক বন্ধ

লাহোর হইতে প্রকাশ, যে ১লা অক্টোবর প্রাতে ব্যাঙ্কে কোনরূপ কাজকর্ম্ম হয় নাই। উদ্বেগের চিহ্ন একেবারেই নাই। কিন্তু গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যেরূপ কাজ চলিয়াছিল তাহাতে পঞ্জাব ও কাশ্মীর ব্যাঙ্ককে বন্ধ করিতে হইয়াছে। গত কয়েকমাস ধরিয়া এই ব্যাঙ্কের অর্থের অভাব পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহার বন্ধ একরূপ স্থির ছিল। কাশ্মীর ও জম্মুতে দুইটি ব্রাঞ্চ লইয়া এই ব্যাঙ্কের ৮টি ব্রাঞ্চ ছিল। ইহাতে কাশ্মীরের বাণিজ্য ব্যাপারে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৬ই অক্টোবর ১৯৩১

বিদেশী স্বর্ণ রপ্তানি

গান্ধীজীর নিকট আচার্য্য রায়ের তার

পেডী হত্যার জের

শ্রীযুত সেনগুপ্তের বিলাত যাত্রা

গান্ধীজীর নিকট তার

কংগ্রেসকর্ম্মীর গৃহে অগ্নিকাণ্ড

প্রেস বিলের প্রতিবাদ

ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ধৃত

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

মোক্তারের গৃহে খানাতল্লাস

নানা কথা

বিদেশী স্বর্ণ রপ্তানি

ভারত হইতে গত ছই মাসে ৭ লক্ষ তোলা সোনা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। ২ শত ১৮ মণ ৩০ সের সোনা (যাহার মূল্য ২ কোটি টাকার উপর) দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আরও অনেক সোনা দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এত টাকার সোণা এ দেশ হইতে চলিয়া গেল দেখিয়া শ্রমশিল্প এবং বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত লোকের মনে ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এই পরিমাণ স্বুবর্ণ দিয়া সরকার এ দেশে অনায়াসে স্বুবর্ণমুদ্রা চালাইতে পারিতেন কিন্তু সরকারের মনে সেরূপ ইচ্ছা না থাকায় সে জন্য তাঁহাদের চেষ্টাও নাই। তবে এই সোণা সরকার চালান দেন নাই। উহা চালান দিয়াছেন ব্যবসায়িবর্গ। হঠাৎ সোণার এত টান ধরিল কেন ? বুঝা যায় না।

গান্ধীজীর নিকট আচার্য্য রায়ের তার

আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধীজীর নিকট তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে নিম্নলিখিত তারটি প্রেরণ করেন :—আপনার ত্রিষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয় গান্ধী জয়ন্তী উৎসব সমিতির সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করিতেছি।—আচার্য্য রায়।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সাহা ইংলণ্ডের গ্লাসগো সহর হইতে মেকানিকাল ও ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ইংরাজের মনোভাব সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করিয়াছেন।

পেডী হত্যার জের

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ যে, ৩রা অক্টোবর অস্থায়ী মহকুমা হাকিম মিঃ পেডীর হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ধৃত জ্যোতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীকে অভিযোগের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে বিনয়ভূষণ গুপ্ত নামক যে যুবকটি কলিকাতায় ধৃত হইয়াছিল, তাহাকেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর গৃহে অগ্নিকাণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে, ত্রিপুরা জিলা কংগ্রেস কমিটীর গৃহে ও সম্পাদক মৌলবী আসরফ উদ্দিন চৌধুরীর গৃহে অগ্নি সংযোগের ফলে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। মৌলবী সাহেব গৃহদাহকালে বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না।

ভারতের সর্ব্বত্র গান্ধীজীর জন্মোৎসব

গান্ধীজীর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছে। অহিংসা-মন্ত্রের পুরোহিতের প্রতি বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলিত ভাবে ভারতবাসীর সশ্রদ্ধ প্রীতি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র গান্ধীজীর জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় সারাদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। বিলাতে প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল গান্ধীজীকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই সভায় গান্ধীজীকে স্বর্ণমুদ্রার অর্ঘ্যও প্রদান করা হইয়াছিল। গান্ধীজী উহা ভারতের দরিদ্রজনগণের উদ্দেশ্যে খদ্দর প্রচারে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। সেই সভায় হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান—সকল শ্রেণীর ভারতবাসীই যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের জনগণের উপর গান্ধীজীর প্রভাব কিরূপ অনন্যসাধারণ, তাহা ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীরাধা দেবী)

(২)

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীগোবিন্দের সম্বন্ধে জান্‌তে হ'লে প্রথমে তাঁ'র নামের কথা, তাঁ'র রূপের কথা, তাঁ'র গুণের কথা, তাঁ'র পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা ও তাঁ'র লীলার কথা জানা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁ'র নামটীর উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীমদ্‌-ভাগবতে একটী শ্লোক বলা হ'য়েছে,—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

(ভাঃ ২।৯।৩০)

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা॥

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৪)

কালপ্রভাবে বেদবাণী বা ভগবানের কথা জীবগণ বিস্মৃত হ'য়েছিল। পরম পুরুষ ভগবান্ আদি-গুরু ব্রহ্মাকে এই সকল পরম গোপনীয় রহস্য-সহিত বিজ্ঞান সমন্বিত দিব্য জ্ঞান প্রদান ক'রেছিলেন। রহস্যান্বিত পরম গোপনীয় জ্ঞান সকলের বোধগম্য নহে। বদ্ধ জীবসমূহ বহির্জ্জগতের ক্রিয়া-কলাপে ব্যস্ত, তাহারা আত্মবিস্মৃত। আত্ম-জাতীয় পরম কল্যাণের বিষয়ে উদাসীন। বিজ্ঞানের সহিত, রহস্যের সহিত অঙ্গের সহিত, পরম গুহ্য জ্ঞান, পরম পুরুষ ভগবান্ আদি-গুরু ব্রহ্মাকে দিতে প্রস্তুত হ'লেন।

ভগবান্ বলেছেন "আমি বল্‌ছি তুমি শ্রবণ কর, তুমি গ্রহণ কর, আমার কৃপা ব্যতীত কাহা'রও শ্রবণ কর্‌বার বা গ্রহণ কর্‌বার অধিকার নাই।"

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

ভাঃ ২।৯।৩১

তুমি আমার কৃপায় আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা, সেই সকল বিষয় ঠিক তদ্রূপ অনুভব সর্ব্বতো ভাবে প্রাপ্ত হও। আমার ভাবযুক্ত লীলা—ভাবনাতীত রসময় লীলা আমার কৃপা শক্তি ব্যতীত লাভ হয় না। আমার নাম রূপ গুণ লীলা অখিল সদ্‌ গুণের একমাত্র আধার, শুদ্ধ সত্ত্বে প্রকটিত হয়, মিশ্র সত্ত্বরজস্তমো গুণের আধারে উদিত হয় না। বিকার জগতে জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ রূপে, যাবতীয় কার্য্যের কারণ তাহার কারণ, সকল কারণের কারণ রূপে আমি যে কর্ত্তা, আমি যে আকর বস্তু, এই সমস্ত বিষয় কেবল আমার কৃপা-বলেই জান্‌তে পারা যায়। আমার কৃপা-বলেই আমার পরম বিজ্ঞানরূপ অঙ্গের খবর, রহস্যের খবর, অঙ্গের খবর, জান্‌তে পারা যায়। এই পরম বিজ্ঞান জড় বিজ্ঞানের কথা নহে। ইহা তদ্রূপ-বৈভবের কথা আমার ধাম ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা। যে জ্ঞান কোন কারণে পরিবর্ত্তন হয় না, সেই নিত্য পরম গোপনীয় জ্ঞান সকলে আমার কৃপায় প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে জানিয়েছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের সেই রহস্যের কথা, সেই জিনিষটী—সেই পরম গোপনীয় জিনিষটী রহস্য হ'লে রহস্যস্থিত হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত তাঁ'র নাম উচ্চারণ করেন নাই। সেই পরম গোপনীয় জিনিষটী অনভিজ্ঞ জনের নিকট প্রকাশিত হ'বার নহে। এজন্য পরম গোপনীয় জিনিষটী শ্রীমদ্ভাগবত যার তার কাছে প্রকাশ করেন নাই। যাঁ'রা শ্রীব্রজের লীলা শ্রবণ ক'রে শ্রদ্ধান্বিত না হন, যাঁ'রা তাঁ'কে নির্ব্বিশেষ জড়ের ধারণা ক'রে তাঁহাতে বিলীন হ'বার জন্য ব্যস্ত, সেরূপ ভগবৎ সেবা বিমুখ বিকার-গ্রস্ত বিবর্ত্তবাদী মনোধর্ম্মীর নিকট ভগবানের বা ভাগবতের স্বরূপ অবগতির বিষয় হয় না। আমাদের হৃদয় যখন সত্ত্বোজ্জ্বল রসে মসৃণতা লাভ করে, তখন ভাগবতের পরম রহস্য বস্তুটী আবির্ভূত হন। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য রহস্যবিদ্ ব্যক্তির নিকট শরণাগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং
হৃদা ধারয়ন্।
কর্হিস্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানু-
রাগোৎসবঃ॥

ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু শ্রীরাধাপদ দাস্য। শ্রীজয়দেব তাঁহার অষ্টপদীর মধ্যে ব'লেছেন—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

(গীতগোবিন্দ ৩য় সর্গ)

রাসস্থলীতে গোপীজনবল্লভ গোপীনাথের বংশীধ্বনিতে গোপললনাগণ আকৃষ্ট হইয়া গোপীনাথের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রমত্ত; তদ্দর্শনে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অভিমান উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার কৃষ্ণ আজ অপরের করাগত; আমার অনুগত জনগণ আজ সম্ভোগলীলায় ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহাদের সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভভাবের সংবর্দ্ধনের জন্য রাসস্থলীতে যোগদান করিবার পরিবর্ত্তে অন্যত্র তিনি চলিয়া গেলেন। কংসারি কৃষ্ণও রাসস্থলী ভঙ্গ করিয়া সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

।-প্রসঙ্গ

মোদদ্রুমদ্বীপ

(১)

এত কহি জান্নগর হইতে ঈশান।
চালাইলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান॥
মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার।
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার॥
মোদদ্রুম দ্বীপ নাম বৈছে ব্যক্ত হইল।
তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল॥

এই মোদদ্রুমদ্বীপ অযোধ্যাতুল্য স্থান। ত্রেত যুগে শ্রীরামচন্দ্র যখন দশরথের আজ্ঞায় বনবাস গমন করেন, তখন লক্ষ্মণ ও জানকীকে সঙ্গে করিয়া এই স্থানে আসিয়া, মহাবট বৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া আনন্দিত মনে বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্র নবদ্বীপ-প্রভা দর্শন করিয়া অল্প অল্প হাস্য করিতে-ছিলেন; রাজীব-লোচন শ্রীরঘুনন্দনের কি অপূর্ব্ব কমনীয় মূর্ত্তি! দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ, হস্তোপরি প্রকাণ্ড ধনুক শোভা পাইতেছে; তাহাতে ব্রহ্মচারীর বেশ, সুন্দর ভ্রূযুগল—যেন দর্শন মাত্রেই প্রাণিগণের মন প্রাণ হরণ করে।

মধুর হাস্য দর্শন করিয়া সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ ঈষৎ হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা শুনিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে জনক নন্দিনী! ইহার এক গোপনীয় রহস্য আছে তোমাকে বলিতেছি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কলি কলিতে এই নদীয়ার সকলেই আমার পীত বর্ণ রূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। আমি সত্বরেই শ্রীমায়াপুরে জগন্নাথমিশ্র-গৃহে শ্রীশচী-গর্ভে গৌরাঙ্গরূপেতে জন্মলাভ করিব। যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি আমার বাল্য-লীলা দর্শন করিবেন সেই সমস্ত ব্যক্তিকে আমি পরা প্রেম প্রদান করিব। সেই সময়ে আমি "বিদ্যানগরে" বিদ্যার বিলাস করিব ও কলি কালে জীবগণের একমাত্র উদ্ধারের উপায় সঙ্কীর্ত্তন-যোগে শ্রীনাম মাহাত্ম্য প্রকাশ করিব। এই সময়েই আমি কণ্টক নগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইব। তখন জননী, বধূকে কোলে লইয়া অবিরত ক্রন্দন করিবেন।

নীরবে হৃদয়কে মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাসরূপে বহির্গত হইল। হায় মহাপ্রভু! হায় পতিতের ঠাকুর! কোথায় তুমি? এই কি নবদ্বীপ? না ইহা দস্যুকুলের বিচরণ ভূমি এখানে কি ভক্তির যাজনছলে কেবল প্রেতেরই পূজন হয়?

যৎকিঞ্চিৎ

একটী দৃশ্য

(৬)

বৈকালে ভ্রমণের উদ্যোগ করা গেল। দেখি বেড়াইয়া কোথায় কি আছে। হায়! আমার পোড়া অদৃষ্ট, বৈকালেও আবার ঐ বিপদ, রাস্তার সকল দিক হইতেই আমাকে 'পাকড়াও' করার প্রবল উদ্যম। হাতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ, হীরার আংটী, গায়ে আলপাকার কোট ইত্যাদি দেখিয়া বোধ করি ব্যবসায়িগণ আমাকে খুব ধনী-নন্দন বলিয়া 'ঠাওরাইয়াছে। ঠাকুরমন্দির গুলির দ্বারে দ্বারে গালপাট্টাধারী দ্বারবান ও আর কতক লোক লোকসংগ্রহের কর্ম্মে নিযুক্ত। অনবরত বলিতেছে—"ও মা জননীরা,—ও বাবু! আসুন এখানে, মহা-প্রভুর লীলাস্থান দেখে জীবন সার্থক করুন্। ভেট বেশী নয় চারি আনা, চারি আনা!! কোন ঠাকুরবাড়ীর লোক বলিতেছে—"যাত্রীগণ, এ' মন্দিরে আসুন, ইহা শ্রীবাস-অঙ্গন, প্রভুর লীলাস্থান, ভেট পাঁচ আনা" কেহ বা বলিতেছে, "আগে আসুন, আগে আসুন আমার ঠাকুরবাড়ী, এখানে মাত্র দশ পয়সায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন (?) হয়।" আমি পাষণ্ড, ভক্তি নাই মোটেই, তাই এই প্রকারে যে প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ হয়—এই প্রকার বণিগ্ বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া যে চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সুদিব্য হেমাভচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে বড়ই সংশয় হইল। ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় যাই, হায়! বন্ধু ত ঠিকই বলিয়াছিল কেন আসিলাম, প্রভুর লীলাস্থান কি ইহা, না এটা স্বৈরিণী নারীর মনো বৃত্তি সম্পন্ন কপট ব্যবসায়ীকুলের ভোগ ক্ষেত্র?

দেখিলাম দু'টী বৃদ্ধা দরিদ্রা স্ত্রীলোক ভেট না দিয়া ঠাকুরবাড়ী ঢুকিতে চাহিয়া-ছিল, ঢুকিতে না পারিয়া কাঁদিতেছে।

আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক মন্দিরের সম্মুখে কতকগুলি লোকের বড় ভিড়; যেন একটা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বহু দূরদেশ হইতে একটী ভক্তিমতী বৃদ্ধা পদব্রজে মহাপ্রভুর স্থানে আসিয়াছে; বড়ই দরিদ্রা, প্রাণের আগ্রহে ঠাকুরবাড়ী ঢুকিয়া-ছিল কিন্তু ভেট দেওয়ার সঙ্গতি নাই; হৃদয়হীন নরপিশাচ মন্দির-স্বামীর আদেশে দ্বারবানরূপী বর্ব্বরতা তাহাকে প্রহারের দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছে।

এ দৃশ্য দর্শনে এই অভক্ত পামরের আর দেবদর্শন হইল না; একটা ক্ষুব্ধ রোষ

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জল, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিবরণী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুন্দরাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যাখ্যাসহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কৈবল্যস্বরূপোন্মোদিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক- চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি রম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ময়মনসিংহে পুলিসের নিষেধাজ্ঞা জারি

এই সহরের ব্যবসায়িগণ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ঢাকার প্রসিদ্ধ মিছিলের মত প্রত্যেক বৎসর একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা এই সহরের সামাজিক জীবনে এরূপ প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে যে, জন্মাষ্টমী দিবসে আদালত ও সরকারী অফিসগুলি বেলা ২ ঘটিকার সময় বন্ধ হইয়া যায় এবং মফঃস্বল হইতে সহস্র সহস্র লোক সহরে আসিয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া থাকে। এই বৎসরের শোভাযাত্রায় একটি কাগজের জাহাজ লওয়া হয়, তন্মধ্যে গান্ধীজী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ছিল।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ১২ ঘটিকার সময় উক্ত শোভাযাত্রা বাহির করিবার কথা ছিল। বেলা ১১টার সময় পুলিস সংবাদ পাইয়া শোভাযাত্রার অনুষ্ঠাতৃগণকে ঐ কাগজের জাহাজ মিছিলের মধ্যে লইয়া যাইতে নিষেধ করে। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে অসম্মত হন, এবং পুলিসের এই নিষেধ প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা বাহির করা স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে, গত ঐ তারিখে শোভাযাত্রা বাহির হয় নাই।

গান্ধীজীর নিকট তার

ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল নিম্নলিখিত মর্ম্মে গান্ধীজীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

বৈদেশিক শাসনের শোষণনীতি ও অত্যাচারের ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত এই মহাজাতির বুভুক্ষপীড়িত কোটী কোটী নর নারীর পক্ষ হইতে ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতিরূপে আপনার ৬২তম জন্মদিনে আপনার দীর্ঘ জীবন ও আপনার অভীষ্টলাভে সাফল্যের কামনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি ভারতের মুক্তির যজ্ঞরূপে ভারতের নরনারীকে অহিংসা ও অক্রোধ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, জাতি আপনার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং মনে করে জাতির সম্মান আপনার হস্তে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ রহিবে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের বিলাত যাত্রা

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের শরীর অসুস্থ সম্বন্ধে পাঠকবর্গ অবগত আছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সমুদ্র ভ্রমণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং যেখানে অবস্থান করিলে শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার চাঞ্চল্য আসিবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ কোন দেশে কিছুদিন তাঁহাকে অবস্থান করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

সেজন্য শ্রীযুত সেনগুপ্ত আগামী …শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই হইতে লয়েড টিষ্টিন কোম্পানীর জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

রোগশয্যায় শায়িত শ্রীযুত সেনগুপ্তকে ডাক্তারগণের মন্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে তিনি বলেন যে, জেল হইতে মুক্তিলাভের পর গত ৮ মাস কাল তিনি কিছুমাত্র বিশ্রামের অবসর পান নাই। আবার বর্ত্তমানে বিশ্রাম লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। জাহাজে উঠিবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতে হইবে। আগামী ২০শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই হইতে মেশার্শ লয়েড টিষ্টিন কোম্পানীর জাহাজে করিয়া তিনি ভিনিস্ যাইবেন এবং তথা হইতে স্থলপথে লণ্ডন গমন করিবেন। খুব সম্ভব গান্ধীজীর সহিতই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; মোট কথা আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ বরাবর তিনি নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে,—"বিদেশে গমন করিলেও অন্তরালে আবদ্ধ এবং কারারুদ্ধ রাজনীতিক বন্দিগণের জন্য তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিবেন। গান্ধীজীর উপদেশ মত তিনি তাহাদের জন্য কার্য্য করিবেন।"

তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে যাইবেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার মাতা বিলাতে এখনও জীবিতা আছেন। তাঁহার শরীরও তেমন ভাল নয়। গত ৮ বৎসর তিনি মাতাকে দেখেন নাই। এই সুযোগে তিনি মাতাকেও দেখিবার সুযোগ পাইবেন।

রক্ষীর নিকট হইতে পলায়ন

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রতারণার অভিযোগে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজসিং ওরফে শিউ ভরত আদালতের রক্ষীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল, এই অভিযোগে ইটালি পুলিস গত ২রা অক্টোবর তাহাকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, এন, দত্তের আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

ই, বি, রেলে দুর্ঘটনা

সিংহবাদ হইতে রেল দুর্ঘটনায় একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মুসলমান জাতীয়া একটী মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সিংহবাদ ও রোহনপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেল লাইন পার হইবার সময় ১৯ নং আপ ট্রেণখানি তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় অবিলম্বে সে প্রাণত্যাগ করে। এখনও স্ত্রীলোকটিকে সনাক্ত করিতে পারা যায় নাই।

ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ধৃত

মুঙ্গেরের ডিটেকটিভ পুলিসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিষ্টার বাদশা খাঁ ও শ্রীযুত সত্যনারায়ণ মাড়োয়ারীকে গত ১লা … বাড়িতে দানাপুর সেনানীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে নগদ ১২ হাজার টাকা ও ৩ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের ফলে শ্রীযুত গয়া সাহু বণিয়ার বাটীতে খানাতল্লাস করা হয় ও ৬০ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি পাওয়া যায়।

মোক্তারের গৃহে খানাতল্লাস

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, পুলিস ১লা অক্টোবর মোক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুহ রায়ের বাসভবনে ও ভাড়াটিয়া গৃহসমূহে খানাতল্লাস করে। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই এবং সন্দেহজনক কোন দ্রব্যাদিও পাওয়া যায় নাই।

কুমিল্লায় গান্ধীজীর সেক্রেটারী

গান্ধীজীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুত কৃষ্ণদাস কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কুমিল্লায় আগমন করেন এবং তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া এই জিলায় তাঁহার স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। সম্প্রতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করিবেন।

ঢাকার মিছিল

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকার মিছিল নির্ব্বিঘ্নে বেশ জাকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সনাতন সোণার চৌকী, রূপার চৌকী ও বিভিন্ন প্রকারের গ্যালারী বাহির হইয়াছিল।

সুসজ্জিত গায়কদিগের মিছিল ও গ্যালারীর মিছিল বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গায়কগণ যেন তাহাদের গা… মাতোয়ারা হইয়াছিল। জনসাধারণ… বেশ মনোযোগ দিয়া তাহাদের গান শ্রবণ করিয়াছিল।

প্রেস বিলের প্রতিবাদ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত প্রেস বিলের প্রতিবাদকল্পে ১লা অক্টোবর সকালে বোম্বায়ের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সমূহের প্রকাশ বন্ধ ছিল। দেশীয় ভাষায় লিখিত সান্ধ্য দৈনিকগুলি গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয় নাই।

দুই কোটী টাকার স্বর্ণ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, ভা… হইতে যেরূপ প্রচুর স্বর্ণ বাহিরে চলি… যাইতেছে, তাহার ফলে ব্যবসায়ী মহ… বিশেষ চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যাহাতে এইরূপ আর না হয় সে… চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ, গত … মাসের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ তোলা স্বর্ণ… দুই কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ ভা… হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং আ… চালান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জমীদারের ধান্যের গোলা

টেনাহালি জিলার দুদুর মহ… হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ক… দিগের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ … প্রায় ৫ শত কৃষক জমিদারের ধা… গোলাগুলি লুণ্ঠন করিয়াছে। পুলি… সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই… জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে না পারি… গুলীবর্ষণ করে, ফলে ১ জন নিহত … জন আহত হয়।

৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এক্ষণে তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বিমানডাক ছয় দিনের কমে ভারতে পৌঁছিবে

ইংলণ্ড হইতে ভারতে এবং ইংল… হইতে আফ্রিকায় যে দুইখানি বি… ডাক যাতায়াত করে, আগামী … অক্টোবর পর হইতে তাহাদি… পরস্পরের মধ্যে কোনও সংস্রব থাকি… না। মিশরের পরিবর্ত্তে প্যালেষ্টা… দিয়া ভারতের বিমান লাইন নি… হইয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে ৬ দি… দেড় ঘণ্টা কম সময়ের মধ্যে ডা… আসিয়া ভারতে পৌঁছিবে।

টেলি— শ্রীমায়াপুর
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৩৮, ৭ই অক্টোবর ১৯৩১

রুষে ট্রেণ দুর্ঘটনা

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী পুলিশের কবলে

পাটের গুদামে চুরি

খানখানাপুর মেল ডাকাতি মামলার রায়

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

প্রধান মন্ত্রী ও রাজপ্রতিনিধির নিকট তার

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারামুক্তি

প্রতিদ্বন্দ্বির প্রাণনাশের চেষ্টা

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা

৫ জন আসামীর মুক্তিলাভ

নানা কথা

রুষে ট্রেণ দুর্ঘটনা

রুষ হইতে যে সকল পর্য্যটক আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, লালফৌজ বাহিনী পূর্ণ দুইখানি ট্রেণ বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা লেনিনগ্রাডের সামরিক অভিযানে যোগদান করিতে আসিতেছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে বহু লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী পুলিসের কবলে

গত ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ২৭১ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে উল্টাডিঙ্গিতে জনৈক ব্যবসায়ীর গদীতে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ২ জন যুবক এবং শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ যে, যুবকগণ গদীর নিকটে অবস্থিত একখানি মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে ওয়েষ্ট রোড পথ দিয়া গমন করে। উল্টাডিঙ্গী থানার নিকটে গাড়ীখানি উপনীত হইলে উহার চালক পথভ্রান্ত হয় এবং ঐ থানার প্রায় ৫০ গজ দূরে রাস্তা সংস্কার জন্য একটি গর্ত্তে গাড়ীখানি নিপতিত হওয়ায় উহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায় ও কল বিগড়াইয়া যায়। যুবকগণ তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ক্যানাল ওয়েষ্টরোড পথে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে। সেই সময় ঐ অঞ্চলের বহু লোক তাহাদের ধরিবার নিমিত্ত অনুসরণ করে। সংবাদ পাইয়া থানার কর্ম্মচারীরা দৌড়িয়া গিয়া ২ জন যুবককে ধরিয়া ফেলে। পরে পুলিশ মোটর গাড়ীর নিকট গিয়া উক্ত গাড়ীতে উপবিষ্টা শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীকেও উক্ত গাড়ীর চালক শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে দেখিতে পায় এবং তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীকে লালবাজার থানায় এবং যুবক ৩ জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবীকে জামিনে মুক্তি দানের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল কিন্তু পুলিশ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে।

নদীবক্ষে ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সম্প্রতি হলদিয়া চরের নিকটবর্ত্তী যমুনা নদীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা ১২৩৬ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।

খানখানাপুর মেল ডাকাতি মামলার রায়

খানখানাপুর মেল ডাকাতি মামলায় রাজবাড়ী মহকুমা হাকিম রায় প্রদান করিয়াছেন। এই মামলায় মেলের রক্ষী মহম্মদ ফজলল হক অভিযুক্ত হয়। বিচারক আসামীর প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা অর্থদণ্ড বিধান করেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিগত মে মাসে খানখানাপুর ও পাঁচুরিয়া ষ্টেশনের মধ্যে ফরিদপুর ট্রেন হইতে কয়েকটা মেলের বস্তা চুরি যায়। পুলিস তদন্তের ফলে মেলের রক্ষী মহম্মদ ফজলল হক গ্রেপ্তার হয় এবং উহাকে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণনাশের চেষ্টা

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় মাদ্রাসার ২ জন মুসলমান ছাত্র জনৈক জায়গীরদারের পত্নীর সহিত কিছুকাল যাবৎ গোপনে প্রেমাভিনয় করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু উহাদের একজন অপরকে ছোরা দ্বারা ভীষণভাবে আহত করে। প্রকাশ, আক্রমণকারী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে ইচ্ছুক ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিসৌরভ সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তি[illegible] পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তি[illegible]	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীঅপ্রেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাবণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী গন্ধর্ব্বাবৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাত্মজ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভাবকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগদ্বীরনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেবাধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঙ্কু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ বুধবার ১৮৫তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০।৯।৩১ তারিখে কলিকাতা-বাসী কয়েকজন শিক্ষিত ও ধনী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিয়া মঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনানন্তর আফিস্ ঘরে আসিলে মঠের সেবকগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসিতে বলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকগণ কিছু জিজ্ঞাসু হওয়ায় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত গিরি মহারাজ তাঁহাদের সহিত হিন্দি ভাষায় আলাপ করেন।

গিরিমহারাজ তথায় আসিলে আগন্তুক ব্যক্তিগণ বলিলেন, মহারাজ, আপনাদের প্রদর্শনী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ ও গুহ্য রহস্যগুলি মডেলের দ্বারা যেরূপভাবে কোমলমতি বালকগণের পর্য্যন্ত বোধগম্য করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারও কোনদিন চিন্তার বিষয় হয় নাই। আপনাদের গুরুমহারাজ এবং আপনারাই ধন্য। যিনি আজ শাস্ত্রের গুহ্যার্থগুলিকে জলন্ত আকারে জীবচক্ষের নিকট প্রতিভাত করাইয়া তাহাদের শাস্ত্রানুশীলনের পরিশ্রম লাঘব করাইবার জন্য এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদর্শনী উদঘাটন করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তিত হউক।

শ্রীমন্দিরস্থিত নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। এরূপ অন্য কুত্রাপি দেখিবার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা যদি মীমাংসা করিয়া দেন তবে আমরা উপকৃত হই। আপনারা শ্রীশ্রীরাধাকিশণজীর সহিত এক সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কেন? ইহা কি অপরাধ নয়? শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত একজন মহাপুরুষ মাত্র; তিনি ভগবান্ শ্রীশ্রীরাধা-কিশণজীর সহিত কেমন করিয়া একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য?

গিরিমহারাজ তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া অতীব আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন, সাধারণ বদ্ধ জীবের হৃদয়ে এরূপ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। যাঁহারা সাত্বত শাস্ত্র বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজ জনগণের মুখ-নিঃসৃত বাণীর কোন সংবাদই রাখেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ সন্দেহ উদয় হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়

সমগ্র সাত্বত শাস্ত্র এবং মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীবর্গ একত্রে সিদ্ধান্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ছন্নাবতার কলিযুগে স্বয়ং শ্রীকিষণজী, শ্রীমতি রাধা ঠাকুরাণীর ভাব-অঙ্গকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী হইয়া কলিহত জীবগণকে শিব-বিরিঞ্চি-দুর্ল্লভ অনর্পিতচর প্রেমফল প্রদান করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য অবতারে শ্রীকিষণজি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য বহু অসুরমারণাদি কার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কোন অসুর নিধন কার্য্য করেন নাই। অধিকন্তু ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য একমাত্র সংকীর্ত্তনরূপ অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া জীবোদ্ধার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা তাহার একটী জলন্ত উদাহরণ।

এই শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের সেবা নিজে আচরণ পূর্ব্বক দেখাইবার জন্য অর্থাৎ জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং তিনি সেবকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ গোস্বামী-প্রবর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

অতএব আপনারা এখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীশ্রীরাধাকিষণজির সহিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোন প্রভেদ নাই; তাই শ্রীমন্দিরের এক পার্শ্বে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্রীমূর্ত্তি এবং অপর পার্শ্বে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ হইতে অন্য নহেন। আশা করি আপনাদের সন্দেহ নিরসন হইয়াছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকগুলি গিরি মহারাজের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মাড়োয়ারী ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক গিরি মহারাজকে প্রশ্ন করেন, মহারাজ এই সংসারে কালের অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন কি? কাল না থাকিলে আমরা নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিতে পারিতাম।

গিরি মহারাজ সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, "দেখুন, কালের কার্য্য জন্ম ও মৃত্যু এবং সেই দুই কার্য্যের দ্বারা জীবের সংসারে নির্ব্বেদ আনিয়া দেয়। জীব সংসারে মৌরসীপাট্টা লইতে চায়। জীব স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে এই সংসার কারাগারে মৌরসীপাট্টার জন্য ব্যস্ত হইলেও পরম করুণাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা তাহা নয়, তিনি চান জীবকে স্বভাবে, স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং চিরশান্তিময় রাজ্যে লইয়া যাইতে।

জীব সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে স্বদেশে ফিরিবার জন্য চেষ্টান্বিত হয়, তাই শ্রীভগবান কাল সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ কাল জীবকে সংসারে নির্ব্বেদ আনিয়া দিয়া তাহাকে স্বভাবে স্বদেশের পথে যাইবার সহায়তা করে। তদ্দ্বারা জীবের উপকার বই অপকার হয় না। অতএব কাল জীবের শত্রু নহে বরং প্রচ্ছন্নবেশী মিত্র। শ্রীভগবান কাল সৃষ্টি করিয়া ভগবদ্বিস্মৃত জীবের মঙ্গলই করিয়াছেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীরাধাষ্টমী)

(৩)

রাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের যে নিপুণতা দেখা যায়, তাহা ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকসেবাপরা চিত্তবৃত্তির অনুসারিণী নহে। গোপীসকল রাধিকার কায়ব্যূহ হ'লেও সর্বোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব প্রীতির একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকার অনুগতা সেবিকা।

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্‌ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্‌ গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। সেই সর্ব্বেশ্বরের আনুগত্য রহিত সম্ভোগ বিচার আমাদের গ্রহণীয় নহে। তাই শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ব'লেছেন, 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ' ... ব্রজসুন্দরীঃ।' গোপী-প্রেম ও রাধার প্রেমের তুলনামূলক বিচার করিলে রাধার প্রেমের শৃঙ্খলার বড় জোর বড় শক্ত বন্ধন; অন্যান্য গোপীগণের প্রেমের বন্ধন ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা। সেই গোপীকুল-চন্দ্রমা শ্রীমতী কৃষ্ণাহ্লাদিনীর অবিকৃত মহাভাবের মোহন মাদনে আবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম সেবার আনুগত্য ব্যতীত গোবিন্দসেবা সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে না। গোপীগণ রাধিকার কায়ব্যূহ অংশিনীর আংশিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সম্পূর্ণা রাধিকার সম্পূর্ণ ভাব অবলম্বন না করায় সকলের আকর্ষক বস্তু কৃষ্ণকে রাধিকা রাসস্থলী হইতে লইয়া গেলেন; এই সকল কথা ভাগ্যবান জনগণের স্বরূপ উপলব্ধ আত্মবৃত্তিতে মধুর রতি প্রবলরূপে প্রকাশিত হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যাঁ'রা বাৎসল্য রসে কৃষ্ণ উপাসনা করেন, তাঁ'রাও মধুর রসের লীলা মাধুরী উপলব্ধি কর্‌তে পারেন না। লীলা-মাধুরী-আকৃষ্ট গোপীগণ কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে রাসস্থলীতে যোগদান করেন। মধুর রতির পূর্ণতম বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকা যখন সেবা করবার অভিলাষ কর্‌লেন, তখন সেবা বঞ্চিত গোপীগণ নিজ মনোমোহিনী বাবাপ্রেমে আরম্ভ ক'লেন। হ্লাদিনী মাধুর্য্য আস্বাদিকা বশতঃ কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের হীনতা ও পরাভব। রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হয় ব'লে রাধা-সঙ্গ-সুখ আস্বাদন করতে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে রাসস্থলী পরিত্যাগ করলেন।

অন্যের সঙ্গে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধাসঙ্গে শত অধিকাই॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয় বসতিঃ
প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিত-
স্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং
কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ
স্নাতুরাবিষ্করোতি॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয় বসতি এবং অন্য প্রেয়সীগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধক ভক্তদিগের ত কথাই নাই— যে প্রেম নারদ উদ্ধবাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী।

ভাগবতের পাঠকগণ নামাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন করেন। অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয়। নাম শ্রবণ ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয় বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর এই সমুদয়ের সম্যগ্‌ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই নাম শ্রবণ যদি বৈষ্ণবের মুখ হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার মাহাত্ম্য জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখদায়ক হইয়া থাকে। সেই শ্রবণের মধ্যেই আবার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত পরম মাধুর্য্যময় পরম রসময় নামাত্মক।

শ্রীগৌরসুন্দর নামভজনের আবশ্যকতা তাঁহার শিক্ষাষ্টকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে তারকব্রহ্মনামের সহিত হরে, কৃষ্ণ, রাম, নামের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া যদি ষোল নাম উচ্চারণ করি, তবে ভগবন্নাম গ্রহণকালে ছায়া নামাভাস বা প্রতিবিম্ব নামাভাস আসিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অনেক সময় ঐতিহ্য বা রূপকবাদ আসিয়া ভগবন্নাম গ্রহণে বাধা প্রদান করে। সুতরাং রসো জ্ঞানে আবরণ আনয়ন করে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশাধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত রহস্যজ্ঞান উদ্ঘাটিত হয় না।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

মোদদ্রুমদ্বীপ

(২)

শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ মাত্রই সীতাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ছল ছল নেত্রে রাঘবের প্রতি করুণ-কণ্ঠে যোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন, "হে রাজীব লোচন! আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যদি অপরাধ ক্ষমার্জ্জনা করিবেন। আপনি জননীকে ছাড়িয়া নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন কেন? অনর্থক জননীকে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কেন কাঁদাইবেন? আর পতিব্রতা পত্নীকে দুঃখ প্রদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে আপনার কি সুখ হইবে ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়ার এই প্রকার বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সমস্তই জান তথাপি জীবের শিক্ষার নিমিত্ত এইরূপ অজ্ঞজনের ন্যায় অভিনয় প্রদর্শন করিতেছ, তথাপি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! জীব আমাতে যে প্রেমভক্তি করে তাহা দুই মতে আস্বাদন হয়। জীবের আমাতে যে মিলন হয় সেই দর্শন সুখকে "সম্ভোগ" রস কহে। আমার বিয়োগে যে দুঃখ তাহাকে "বিপ্রলম্ভ" রস কহে।

ভক্ত আমার নিত্য সঙ্গী সুতরাং মিলনসুখ যে "সম্ভোগ" তাহা বাঞ্ছা করে। কিন্তু আমার অহৈতুকী কৃপায় ভক্তের কখন কখন সহসা বিপ্রলম্ভ ভাবের উদয় হয়। হে জনকনন্দিনী! আমার নিমিত্ত বিপ্রলম্ভে যে বিচ্ছেদজনিতদুঃখ তাহা ভক্তজনের পরম আনন্দেরই কারণ হইয়া থাকে; এই তত্ত্ব অতি গোপনীয় এবং অতি প্রিয়ভক্ত হৃদয়েই এই সুদুর্লভ বিপ্রলম্ভ-রসের আস্বাদন হয়। আমার বিচ্ছেদই একমাত্র সেই সুখের হেতু। এ গোপনীয় রহস্য তুমি আমার কৃপায় ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। আমার প্রতি অনন্য ভক্তি ব্যতীত ইহা কদাপি আস্বাদন করা যায় না। সেই জন্যই কলিতে আমার গৌরাঙ্গ লীলা। ইহা শুধু বিপ্রলম্ভময়। আমার ভক্ত ব্যতীত এই উন্নত উজ্জ্বল রস অন্যত্র আস্বাদন অসম্ভব।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে কৌশল্যা জননীই শচীদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইবেন। এবং তুমিও বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে আমার সেবা করিবে। পরে বিচ্ছেদ হইলে, শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকট করিয়া সেবা প্রচার করিবে। এই রামচন্দ্র অবতারে তোমার বিচ্ছেদে আমি স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ করিয়া অযোধ্যা-নগরীতে তোমার ভজনা করিব। তদ্রূপ তুমিও তাহার বিনিময়ে নদীয়া-নগরে গৌরাঙ্গ প্রতিমা করিয়া আমার পূজা করিবে। এই গোপনীয় গূঢ় কথা সম্প্রতি লোকালয়ে প্রকাশ করিও না। এই "নবদ্বীপ" আমার অতি পরম প্রিয় স্থান জানিও, অযোধ্যা নগরেও ইহার সমান নয়।

এই বৃহৎ রামবটবৃক্ষ কলি আগমনে অদর্শন হইয়া এই স্থানে সঙ্গোপনে থাকিবে।

যৎকিঞ্চিৎ

আজকাল অনেকেই আপনাদিগকে গৌরাঙ্গভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কতক পাঠকের মুখে, তথাকথিত সেবাদাসী-সেবিত ঔদরিক বাবাজীকুলের মুখে হরিকীর্ত্তন (?) শ্রবণে তাঁহাদের অনেকেরই অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার (?) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের অনেকেই বলেন "আমরা তো কৃত্রিম ভক্ত নই, কখনও কাহারও নিন্দাদিও করি না, তাই আমাদের সরল হৃদয়, ভাব (?) চাপিয়া রাখিতে পারেনা—মহাভাবে (?) পর্য্যবসিত হইয়া প্রেম-মাধুর্য্য (?) আস্বাদন করে!"

আচার প্রচার দ্বারাই সুধীগণ ব্যক্তিগত আধিকারিক যোগ্যতা নির্ণয় করেন। তাই পরম নিন্দুক আমি ঐ প্রকার ভক্তশিরোমণি (?) গণের কতক আচরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সরস উপহার লইয়া উপস্থিত হইলাম।

তুলসীমালিকা কণ্ঠে ধারণে ঘোরতর আপত্তি! যুক্তি দেখান— বৈষ্ণবতা কি বাহিরের জিনিষ যে গৌড়ীয় মঠের অনুগত সম্প্রদায়ের মত ছেলে বুড়ো সবাইকে মালা ঝুলাইতে হইবে? মালা আমাদের নিত্য-কালই কণ্ঠে শোভা পায়, তবে উপরে না ভিতরে! খাদ্য বিষয়ে শুনুন—"আমরা মর্ম্মজ্ঞ বৈষ্ণব, বাহিরের বহ্বাড়ম্বর মোটেই ভালবাসিনা; খাওয়ার ভেতরে কি আছে বাপু? তাঁদের বিচারে প্রসাদ বস্তুকে নিরামিষ বল্‌তে হয় বলেন— "নিরামিষ কি ছেলে পুলেদের সয়? রোগ আছে, বালাই আছে, যে'খা আছে আমরা বাইরে ঘটা দেখাই না। যা'কিছু খাই সবই প্রসাদ, প্রসাদ বলিয়া মনে করিলেই প্রসাদ!! আর শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রবণে তাঁদের কেমন আপত্তি তা'ও শুনুন আপনারা,—"এত চড়া চড়া কথা কি সহ্য হয় বাপু? এ' তো ধর্ম্ম প্রচার নয়, লোকনিন্দা, পরচর্চ্চা; আমরা এত অধর্ম্মের পক্ষপাতী নই। আছি বেশ নাম প্রেম আস্বাদন করি!!" ধন্য কলিকাল!! দিনে দিনে আরও না জানি কি হ'বে!

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২ সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে! গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত সহ বক্সহ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৹০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—ভক্তপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্তত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

রংপুর হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত বিশ্বরঞ্জন লাহিড়ী নামক স্থানীয় কলেজের জনৈক ছাত্র বঙ্গীয় সংশোধিত আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেলে আটক ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে হিজলী বন্দ-বাসে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ব্যবহারাজীবের বেতন হ্রাস

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ যে, পূজার বিক্রয় ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া, স্থানীয় কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বয়কট করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ পর্যান্ত জিলার সর্ব্বত্র ১ লক্ষ পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে। পাটগ্রাম চাদড়া বন্দরের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ ও সহরের ৪ জন ধনী দোকানদার ভবিষ্যতে আর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় ও আমদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আলোক চিত্রের সাহায্যে গ্রামসমূহে জোর প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা

রংপুর হইতে প্রকাশ যে, ধুবড়ীর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিরুদ্ধ আনীত মামলায় সরকার পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব শেষ করিতে পূর্ণ ১০ দিবস সময় লাগিয়াছে। এই মামলার অন্যতম আসামী সাব ইনস্পেক্টার মথুরানাথ দের পক্ষের উকীল রায় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া সওয়াল জবাব আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই উহা শেষ হইবার সম্ভাবনা। পূজার ছুটির পূর্ব্বে মামলার বিচার শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রায় ২ মাসেরও অধিককাল এই মামলার শুনানী চলিতেছে।

পাটের গুদামে চুরি

পিংনা (ময়মনসিং) হইতে প্রকাশ যে, মেসার্শ টীকমচাঁদ পারুবিয়ার পাটের গুদামে এক ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। ৪০০৲ টাকা লইয়া চোর উধাও হইয়াছে। প্রকাশ, সূর্য্যসিংহ নামক দারওয়ান ও উক্ত ফার্ম্মের কেশিয়ার একই গৃহে ঘুমাইতেছিল। সূর্য্যসিংহ একসময় উঠিয়া কেশিয়ারের সুসুপ্ত অবস্থায় তাহার নিকট যে চাবী ছিল, তাহা লইয়া লোহের বাক্স খুলে ও ৪০০৲ টাকা লইয়া ঐ রাত্রেই উধাও হয়।

৫ জন আসামীর মুক্তিলাভ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, নারায়ণপুর ডাক লুঠ সম্পর্কে স্থানীয় বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত সুধীরকুমার এম, এ, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুত ভবরঞ্জন পুততুণ্ড, শ্রীযুত বিমলকুমার দাস গুপ্ত, শ্রীযুত বিমলবন্ধু সেনগুপ্ত, শ্রীযুত হিমাংশু মজুমদার ওরফে পুতুল ও শ্রীযুত খগেন্দ্র সমাদ্দার ওরফে প্রবোধ নামক সাতটি যুবক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭ বিধানানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া অভিযুক্ত হন। ১লা অক্টোবর সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত মহাতপ ঘোষের এজলাসে এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত আসামীদিগের মধ্যে হিমাংশু ও খগেন্দ্রকে পুনরায় পুলিসের হেপাজতে থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী আগামী ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থগিত আছে। অবশিষ্ট ৫ জন আসামী মুক্তি লাভ করিয়াছে। এই মামলায় কোন আসামীর বিরুদ্ধে এমন কি পুলিসের হেপাজতে আটক হিমাংশু ও খগেন্দ্রের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট দাখিল করা হয় নাই। প্রকাশ, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জেলের মধ্যে সনাক্ত করাবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপরোক্ত ২ জনকে সনাক্ত করা হয় কিন্তু বিমলবন্ধু, বিমলকুমার ও ভবরঞ্জনকে কেহ সনাক্ত করিতে পারে নাই।

কলেজ অধ্যক্ষের হুমকী

নাগপুর মোরিস কলেজের অধ্যক্ষ, ছাত্রদিগের পিতামাতা ও অভিভাবকদিগের নিকট এক নোটীশে জানাইয়াছেন যে, ছাত্রদিগের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কলেজ পরিত্যাগের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, ফলে তাহাদের পড়াশুনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বিষয়ে গোলযোগ ঘটে। সেইজন্য অধ্যক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট ব্যতীত ঐরূপ ছুটীর অনুমতি দেওয়া হইবে না। কলেজে অনুপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত না করিলে ছাত্র কলেজে অনুপস্থিত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে ও তদনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। ঐরূপ অবস্থায় অনুপস্থিত থাকিলে ছাত্রকে চলতি সময়ের মধ্যে কলেজে পুনরায় ভর্ত্তি করা হইবে না। তবে যদি ছাত্র তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী বা অভিভাবকের অসুখ ও মৃত্যুর জন্য কলেজে অনুপস্থিত থাকে তবে তাহাকে পুনরায় ভর্ত্তি করা হইবে।

পাঞ্জাবে ব্যয় সঙ্কোচ

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর রিপোর্ট এখনও পঞ্জাব সরকারের হাতে আসিয়া পৌছে নাই। রিপোর্ট অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা। কমিটীর রিপোর্ট না পাইলে, সরকার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। কমিটীর রিপোর্ট যাহাই হউক, বিভাগীয় সঙ্কোচ কিন্তু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে, পঞ্জাবের গভর্ণর এবং তাঁহার পরিষদবর্গ ও মন্ত্রিগণ বোধ হয় শীঘ্রই তাঁহাদিগের স্ব স্ব বেতন হ্রাসের তালিকা জানাইয়া দিবেন। শুনা যাইতেছে, গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার নিজের বেতন হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে বাদ দিবেন। তাঁহার পারিষদবর্গ এবং মন্ত্রিগণ স্ব স্ব বেতন হইতে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে বাদ দিবেন। অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন হ্রাসের ব্যবস্থা কমিটির রিপোর্ট পাইলে স্থির হইবে।

ব্যাঙ্ক হইতে ১২৭৭৪৲ টাকা উধাও

রংপুরের উকীল এবং রংপুর গ্রাম্য ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব অবৈতনিক সম্পাদক গত ১লা অক্টোবর প্রাতঃকালে সদর মহকুমা হাকিমের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে ব্যাঙ্ক হইতে ১২৭৭৪ টাকা অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে মহকুমা হাকিমের এজলাসে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইলে তাঁহাকে ২ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়।

প্রধান মন্ত্রী ও রাজপ্রতিনিধির নিকট তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, নিখিল ব্রহ্ম মহিলা সম্মেলনের চেয়ারম্যান মিস্ লা গং বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এবং ভারতে রাজপ্রতিনিধির নিকট তার করিয়াছেন—

নিখিল ব্রহ্ম মহিলা সম্মেলন এবং যাবতীয় ব্রহ্ম মহিলা সঙ্ঘের প্রতিনিধি, বর্ম্মা গোল টেবিল বৈঠকে অন্ততঃ ব্রহ্মের দুইজন মহিলাকে সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার জন্য বর্ম্মা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্র আইন

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৩রা অক্টোবর মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ৫৫ জন সদস্য উহার অনুকূলে ও ২৩ জন সদস্য উহার প্রতিকূলে ভোট দান করিয়াছেন।

মেডিক্যাল স্কুলে ধর্ম্মঘট

ঢাকা গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণ কয়েকটি কারণে ৩রা অক্টোবর বেলা ১১টার সময় হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ দুই বৎসর পূর্ব্বের ধর্ম্মঘটের মিটমাট সময়ের অনেকগুলি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন ও বহু সংখ্যক পূর্ব্ব বৎসরের অকৃতকার্য্য ছাত্রকে আগামী শেষ পরীক্ষায় হাজির হইতে না দিয়া আটক করিয়াছেন। উক্ত ছাত্রগণ মাত্র একটি বিষয়ে গতবারে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহাদিগকে এরূপভাবে আটক করায় সাধারণ নিয়মকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারামুক্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ দে ও শ্রীযুত কেদারনাথ সমাদ্দার নামক ২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ফৌজদারী আইনের ১০৯ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত মহাতপ ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানী উঠিলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জ গঠিত না হওয়ায় তাঁহারা উভয়েই মুক্তি লাভ করেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ দে ও শ্রীযুত কেদারনাথ সমাদ্দার কংগ্রেসের দলাদলি ও বিরোধ সম্পর্কে কলিকাতায় গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে গত ৬ই আগষ্ট তারিখে বরিশাল ষ্টীমার ঘাটে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের ২ দিন পরে তাঁহাদিগকে ২০০ টাকা জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশেষে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।০
প্রতি কলম ৮,
অর্দ্ধ কলম ৪৷০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের প্রাপ্তি
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষান্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৮ই অক্টোবর ১৯৩১

কুষ্টিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ধৃত

বস্ত্রব্যবসায়ীদের সঙ্কল্প

মুদ্রানীতি সম্বন্ধে আলোচনা

পুলিশের রিভলভার চুরি

ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত দণ্ডিত

রাজবন্দীর ক্লেশ

গান্ধীজীর সরকারের উপর বিরক্তি

অপহৃত তরবারি রক্ষা

নেতাদের নিকট গান্ধীজীর উক্তি

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

১৩ জন লোক ডাকাতি করিবার অভিযোগে কুষ্টিয়ার সদর [illegible]মা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। উক্ত মহকুমার হাকিম শ্রীযুত এইচ, বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারানুযায়ী ৩ জনকে দায়রায় প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রকাশ, গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে একদল ডাকাত গভীর নিশীথে মশাল ও বিবিধ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভেড়ামারা থানার অধীন জুনিয়াদহ গ্রামের শ্রীযুত নীলমাধব কুণ্ডু ও শ্রীরাধামাধব কুণ্ডুর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী ও বাটীস্থ অন্যান্য লোকদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১৩০০, মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে।

মুদ্রানীতি সম্বন্ধে আলোচনা

গান্ধীজী স্যার স্যামুয়েল হোরের ভারতীয় মুদ্রানীতি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করায় ফল ফলিয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিসে গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক বে-সরকারী সভায় স্যার হেনরী ষ্ট্রাকস মুদ্রানীতি সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন। এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—গান্ধীজী, শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলা, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, স্যার ফেরোজ শেঠনা, স্যার মানেকজী দাদাভাই ও শ্রীযুত মুকস্বামী আয়েঙ্গার।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উক্তিতে সদস্যগণের অসন্তোষ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে যে সকল প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগকে নাকি মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলেন,—"আপনারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনাধিকারের দাবী করিতেছেন। তাহাতে বিলাতের সরকারের অধিকার ভারতীয় আইন সভার হাতে দিবার দাবী করা হইতেছে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার আশা বিলাতের সরকারের নিকট হইতে আপনারা কেমন করিয়া করিতে পারেন? যদি তাহাই আপনাদের কাম্য হয়, তবে তাহা আপনাদের মধ্যেই মীমাংসা করিয়া লইয়া সম্মিলিত ভাবে সরকারের নিকট দাবী উত্থাপন করা উচিত। অন্যথায় সরকারের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর হইবে না। তখন সরকার শাসনতন্ত্রের সংরক্ষণার্থে কেন্দ্রীয় সরকারে যথেষ্ট সংরক্ষণের ক্ষমতা রক্ষা করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন।" ইহাতে সদস্যগণের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

অপহৃত তরবারি রক্ষা

পুরাতন পাপী বৈকুণ্ঠনাথ দেশীয়া অসদভিপ্রায়ে একখানি অপহৃত তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজ অধিকারে রাখিবার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, এন, দত্তের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত দণ্ডিত

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, অবৈধভাবে মদ্য প্রস্তুত করিবার অভিযোগে মাড়োয়ারী-ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত শ্রীযুত মহাবীর দাস পাণ্ডা আবগারী আইনের বিধানানুসারে তৃমকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ধৃত

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, সহরে ঘন ঘন সশস্ত্র ডাকাতির সংস্রবে যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। জামিনের উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত চারুপ্রসন্ন গুহকে পুনরায় বঙ্গীয় অর্ডিনান্স আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	[illegible]
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কলিকাতা
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধুরূপ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু-ভক্তির দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরতন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুঞ্জলেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ১৮৬তম সংখ্যা।

প্রদর্শনি প্রসঙ্গ

শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েই দানের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিয়াছেন। ভোগ সঙ্কুচিত করিবার জন্য দান বা ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েই অনুমোদন করে। সাংসারিক লোক বা গৃহস্থ ব্যক্তিগণ নিজের ভোগ বা ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদির ভোগের জন্য যেসকল অর্থ আহরণ বা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহার ভাগ যদি তাঁহারা দেবতা, ঋষি, মনুষ্য প্রভৃতিকে দান না করেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের ভোগ-সঙ্কোচ বা নিবৃত্তির পথে মতি হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রীভগবানের নাম-প্রচারের জন্য যাবতীয় অর্থ, শক্তি, বিদ্যা বুদ্ধি সংগ্রহ করেন; এমন কি, তাঁহাদের ব্যক্তিগত পূর্ব্ব লৌকিক ও সামাজিক জীবনের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ-সঞ্চয়ের শক্তি, প্রয়োজনীয়তা ও অর্থাহরণ-চেষ্টাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নামপ্রচারের জন্য অর্থ ও শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে-কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, যে-কিছু ধান্য শস্য আহরণ করেন, তাহার প্রত্যেকটি কপর্দ্দক, প্রত্যেকটি শস্যের মালিক—কৃষ্ণ। যদি তাঁহারা কখনও ঐ কপর্দ্দকের একটিও তাঁহাদের হরিসেবা-বিহীন জীবনের মুহূর্ত্তমাত্র সেবার জন্য অপব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সম্পত্তির সেবক। তাঁহাদের নিজেদের ভোগের কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা সকলই কৃষ্ণের সেবার উপকরণ। সেই কৃষ্ণের সেবার উপকরণকে তাঁহারা কি করিয়া দান বা ত্যাগ করিবেন? কৃষ্ণের সম্পত্তি কি করিয়া অন্য কাজে ব্যয় করিয়া ফেলিবেন?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ কোন অপব্যয় করেন না। কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধরহিত হইয়া ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত ভোগার্থে যাহা ব্যয়, তাহাই অপব্যয়। বিড়ালের বিবাহ পুতুল বিবাহ, কেবলমাত্র ভোগসর্ব্বস্ব মনুষ্যের বিবাহ, ভোগের অধিকতর ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য চণ্ডী-বিষহরির পূজা-উৎসবে অর্থ-ব্যয়, নাস্তিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অর্থ-ব্যয়—অপব্যয় মাত্র; কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরের চূড়ায় দীপাবলি প্রদানোৎসবে—ভগবানের নাম-প্রচারে—ভগবানের লীলাভিনয়-বিস্তারে যে অর্থ-ব্যয়, তাহা অপব্যয় নহে। সুতরাং যে সামাজিকগণ বিড়ালের বিবাহে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, চণ্ডী-বিষহরির-পূজায়, নাটক-সিনেমায় অর্থের অপব্যয় করেন, তাঁহারা বন্যা-দুর্ভিক্ষাদিতে দান করিয়া ত্যাগ শিক্ষা করুন—ইহাই শাস্ত্রবিধি। ঐ সকল ভোগের কার্য্যের ব্যয় সঙ্কোচ করুন; কিন্তু যেখানে শ্রীভগবানের ভোগবর্দ্ধন-সেবা, সেখানে ব্যয় সঙ্কোচের কথা ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র। ভগবানের সেবায় ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার পরিবর্ত্তে ব্যয় আরও অধিকতরভাবে পরিবর্দ্ধনই করিতে হইবে। কৃষ্ণের ভোগ-বর্দ্ধন এবং কর্ম্ম-কাণ্ডের ভোগ-সঙ্কোচ শিক্ষাপ্রদানের জন্যই ভগবান্ ব্রজে ইন্দ্রযজ্ঞ বারণ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞার্থ আহৃত উপকরণের দ্বারা ভোগবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনের সেবা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় রীতিতে দুর্গোৎসবে দুর্গাদেবীর দশ হাত কাপড়ের পরিবর্ত্তে আড়াই হাত পরিমাণ একখানি বস্ত্রখণ্ড দিয়াই পূজার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার আদর্শ দেখাই এবং নিজ-পত্নীর জন্য গাউন আকারে বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা বিচারে দশ হস্ত পরিমাণ বস্ত্রও কার্য্যসিদ্ধির অভাব মনে করিয়া দ্বাদশ হস্ত-পরিমিত বারাণসী শাড়ি ক্রয় করিয়া থাকি, সেরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় পূজা-উৎসবাদির বিচার কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, স্বরাট্ কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ হইতে দাবী করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য তলাইয়া দেখিবার চিন্তাশক্তির অভাব-জ্ঞাপক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ কৃষ্ণের সেবা-সম্পত্তির সেবক; তাঁহাদের নিজেদের ভোগের কিছুই নাই। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে-সকল অর্থ বা বস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাহার প্রত্যেকটি কৃষ্ণের বস্তু বলিয়াই তাঁহারা জানেন। ধন যখন অপরের নিকট ছিল, তখনও কৃষ্ণেরই সম্পত্তি অপরের নিকট গচ্ছিত ছিল। যাঁহাদের নিকট এই সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সেই সম্পত্তি নিজেদের ভোগে লাগাইয়া তাহার অপব্যয় করিতেছিলেন, কেহ বা কৃপণতারূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগবিশেষে সেই সম্পত্তি নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণের অর্থ বলিয়া যে সকল কথা তাহা "সকলের মালিক কৃষ্ণ বলিয়া একজন মূল বস্তু আছেন"—এই বাস্তব সত্য ভুলিয়া যাইবার পরের কথা, তাহা নাস্তিকতার উদ্গার-বিশেষ। সাধারণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করাই সদ্ব্যয়ের পরাকাষ্ঠা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাহাই করেন। ঐরূপ সদ্ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তাঁহারা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

যাঁহারা আপনাদিগকে সামাজিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের নিজের বলিতে সবই—এরূপ অভিমান তাঁহাদের মজ্জাগত। তাঁহারা যে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তকে কিছু দান করেন, তদ্দ্বারাও মনে করেন, "আমাদের অর্থ পাইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ লাভবান হইবেন। কর্ত্তা আমরা ভগবান্‌কে সাহায্য করিলাম।" আমাদের নিকট গচ্ছিত ভগবানের সম্পত্তি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকেই দেয়—এরূপ বিচার আসিলে তাঁহারা আর ভগবানের সেবাকে অপব্যয় মনে করেন না, কিম্বা ভগবদ্ভক্তের সহিত কুতর্ক উঠাইয়া কোন ছলে ভগবানের সেবা হইতে পার পাইবার কৌশল আবিষ্কারে ব্যস্ত হন না। কাজেই যখন তাঁহারা সকলই নিজের বলিয়া

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীরাধাষ্টমী)

(৪)

হরা শব্দের সম্বোধনে হরে অর্থাৎ রাধে যাঁরা বুঝ্‌তে না পারেন, তাঁরা হরি শব্দের সম্বোধন মনে করেন। তাঁদের আংশিক জ্ঞান অপরার্দ্ধের কথা না জানার দরুণ তাঁদিগকে বঞ্চনা করে। লীলা-পুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলা তাঁহা হইতে অভিন্ন না জান্‌লে নির্ব্বিশেষ-বিচার এসে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করায়। তখন পুরুষোত্তমের শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিচার পরিত্যাগ ক'রে ক্লীব-ব্রহ্মের (It God) বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল পুরুষোত্তমের (He God) বিচার পূর্ণ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের (Masculine and feminine combined) উপাসনা পূর্ণতর এবং গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা পূর্ণতম। যাঁ'রা পর-ব্যোমে লক্ষ্মীপতির আরাধনা করেন, তাঁ'দের

অভিমান করেন, তখন তাঁহারা কিয়দংশ সমাজের সার্ব্বিক সেবাপ্রদান করুন; কিন্তু সেই বিচার নিরন্তর ভগবৎসেবানু-শীলনকারী ভগবদ্ভক্তের উপর যেন গায়ের জোরে প্রবর্ত্তিত করিবার দুর্বুদ্ধি না হয়।

মঠবাসিগণ ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, আর গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্র-সমাজ প্রভৃতি জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। মঠবাসী সমাজের ঐকান্তিক উপকারের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট; গৃহস্থ ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদি জনমণ্ডলীর সাময়িক উপকারের জন্য নানা চেষ্টায় ধাবিত; সুতরাং সমাজের সাময়িক সেবা গৃহস্থগণেরই কর্ত্তব্য, মঠবাসীর উপরে তাহা প্রক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা বিষয়জ্ঞানের অভাবজ্ঞাপক। গোয়ালার দোকানে গিয়া পেরেক চাহিলে কিম্বা গোয়ালাকে পেরেক প্রস্তুতের জন্য জবরদস্তি করিলে ঐরূপ চেষ্টান্বিত ব্যক্তিরই অজ্ঞতা ও বাতুলতা প্রকাশ পাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যদি কেহ ফৌজদারি মোকদ্দমা দাখিল করিতে চাহেন, তাহা হইলে বাদিপ্রতিবাদিগণের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফৌজদারি কাছারী নহে, ফৌজদারিও বিশ্ববিদ্যালয় নহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবৈ-কব্রত প্রচারকার্য্য কিছু গৃহব্রত সামাজিক-গণের চেষ্টা নহে। আবার গৃহব্রত সামাজিক-গণের চেষ্টাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবৈ-কব্রত প্রচারকগণের কৃত্য নহে।

উপাসনা শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যরস পর্য্যন্ত; কিন্তু যাঁ'রা উন্নতোজ্জ্বল রসের আলোচনা করেন, তা'রা শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের পরিপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারেন।

লীলা-পুরুষোত্তমের নির্ব্বিশেষ-বিচার অসম্যক, পরমাত্ম-বিচার আংশিক এবং ভগবদ্বিচার পূর্ণ। বদ্ধ জীবের বিচার তৃতীয় মানের অধীন ভোগভূমিকায় সীমা-বিশিষ্ট; কিন্তু চেতন-ভূমিকায় বা সেবা-ভূমিকায় মুক্ত জীবের বিচার তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থমান হইতে অনন্ত। অনর্থযুক্তাবস্থায় সাধনভক্তি, অনর্থ মুক্তাবস্থায় ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি-সীমায় রাধিকার আনুগত্যে সেবাধিকার লাভ; শ্রীবার্ষভানবী দেবীর আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য নহে। বিরজার (সত্ত্ব, রজস্তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা) অপর পারে ব্রহ্মলোক (বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল), তদতিক্রমে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ, সেখানে আড়াইটী রসে ঐশ্বর্য্য-প্রধান লক্ষ্মীপতির আরাধনা, তদতিক্রমে গোলোক বৃন্দাবন, তথায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে মাধুর্য্য প্রধান রাধারমণের সেবা নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা; তিনি যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী; সংজ্ঞাসমূহের আকর; তিনি স্বরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পরা-শক্তি'। 'শক্তিমত্ত্ব' বলিতে যাহা বুঝায় 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী বল-দেবাদিরও পূজ্যা; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত। অতএব,—

দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

যখন আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের অতীত শুদ্ধ সত্ত্ব (আত্মার) দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে শুদ্ধানুগত্যে ভগবৎসেবার পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন রাধারাণীর আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণসেবার অভিলাষ সুদুরপরাহত।

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাং।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ॥
হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি॥

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

মোদদ্রুমদ্বীপ

(৩)

এইরূপে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কতিপয় দিবস এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে সদানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে এক বিপ্র বাস করিতেন। তিনি এক "রাম" নাম বিনা ত্রিজগতে আর কিছু জানিতেন না। যে-দিন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শ্রীমায়াপুরে প্রভুর জন্ম হয় সেই দিন এই সদানন্দ ভট্টাচার্য্য, মিশ্র ঘরে ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-সময় অলক্ষিতে নানা দেবদেবী আসিয়া এই শিশুকে দর্শন করিয়া কত প্রকার স্তব স্তুতি করেন। পরম সাধক সেই বিপ্র সেই সমস্ত দেবগণের স্তুতি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন আমার প্রভু এইস্থানে আসিয়া জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন।

অনন্তর সেই বিপ্র নিজ ঘরে আগমন করিলে, নিজ ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সিংহাসনোপরি দর্শন করিলেন—ব্রহ্মা আদি দেবগণ তাঁহাকে ভক্তিভাবে চামর ব্যজন করিতেছেন। পুনরায় সেই মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীরাম মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। নিকটে শ্রীঅনন্তধাম লক্ষ্মণ বীর রহিয়াছেন। বামে সীতাদেবী সম্মুখে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ বজ্রাঙ্গজী অর্থাৎ হনুমান যোড়হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করিতেছেন দেখিয়া সেই বিপ্রের প্রভু-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ পরম আনন্দে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া অলক্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নয়ন-ভরিয়া দর্শন করিলেন। এবং আবেগ-ভরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন আমি ধন্য হইলাম।

কতদিন পরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার আবির্ভূত হইল। সদানন্দ ভট্টাচার্য্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া হা গৌরাঙ্গ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভগবদ্ভক্তগণের উচ্চারিত হয় তাহা হইলে 'ভজ' এই ধাতুটির প্রয়োগে উক্ত সমগ্র বাক্যটীর অর্থ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে 'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই বাক্যার্দ্ধের অর্থ সঙ্গতিই বা কিরূপে হয়? বিশেষতঃ নামে কেবল সম্বোধনের পদ থাকায় তাহাতে অপরের প্রতি কোন প্রকার উপদেশ থাকিতে পারে না; কেননা শ্রীনাম ভগবানের প্রতি ভক্তগণের বিরহ ভাব-ব্যঞ্জক সকাতর আহ্বান বিশেষ; সুতরাং ইহা নামও নহে।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে এডভোকেট শ্রীযুক্ত অমরপ্রসাদ পট্ট-নায়কের পিতা শ্রীযুক্ত চৈতন্যদাস পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-জীউএর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাদ পুরী মহারাজের নিকট 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' এইটী ছড়া কিনা এবং মহামন্ত্র এবং ছড়ার পার্থক্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল পুরী মহারাজ বলেন,—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" ইহা একটী ছড়া এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট বা কল্পিত! কিন্তু নাম বা মন্ত্রাদি কল্পনা করিবার কাহারও অধিকার নাই; তাহা শ্রৌতপারম্পর্য্যে অবগত হন। শ্রীনাম-মন্ত্রাদি শ্রৌতপন্থাতেই লভ্য, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর, স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নূতন কোন নাম বা ছড়া প্রচার করেন নাই। বেদে যে নাম উক্ত হইয়াছে—যে নাম শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন—সেই কলিসন্তরণোপনিষদ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত শ্রীনামই তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে কীর্ত্তিত হইয়া শ্রৌতপন্থায় অবতীর্ণ হন এবং বেদ পুরাণাদিতেও তাহার উল্লেখ আছে কিন্তু উপর্য্যুক্ত ছড়াটী শ্রৌতপন্থায় আগত নহে বা বেদ, পুরাণাদিতেও উহার উল্লেখ নাই, কারণ এরূপ প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন নাই বা পারিবেন না। অতএব শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন নাম মন্ত্রাদি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ভগবদ্-বিরোধ ও গুর্ব্ববজ্ঞা ব্যতীত কিছুই নহে।

উক্ত ছড়াটী মন্ত্র বা নাম কিম্বা নামাভাস কি নামাপরাধ তাহা এখন বিচার করা আবশ্যক। উহাতে নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কোন পদ নাই, সুতরাং মন্ত্র বলা যাইতে পারে না। কারণ শ্রীনাম নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হন।

ভক্তগণ ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবানকে আহ্বান করেন বলিয়াই নামে সম্বোধন বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে নিতাই! হে গৌর! হে রাধে! ইত্যাদি। ইহা যদি ভগবদ্বিরহ-কাতর

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-সহ বক্সহ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যাভ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, স্বাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ [illegible] উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শান্তি কোথায় ?

আজ পাশ্চাত্য জগৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদে ব্যস্ত বিব্রত হইয়া শান্তির জন্য অশান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া আলোকের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। কিন্তু শান্তি কোথায় ? আলোক কোথায় ?

যতক্ষণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভোগেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা উহাকে যেন সম্মোহন বিদ্যাপ্রভাবেই ধূলা-মুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় প্রতীয়মান করাইবে এবং মৃৎপিণ্ডকে সুখাদ্য বোধ করাইবে, ততক্ষণ কাহার সাধ্য বর্ত্তমান সভ্য জগৎকে অশান্তির হস্ত হইতে রক্ষা করে ?

মোক্ষকামী ধর্ম্মপ্রচারকগণও বর্ত্তমান সভ্য জগতের প্রগতি দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়াও শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন না, যতক্ষণ না তাঁহারা স্বয়ং কৃষ্ণভক্তির রসামৃতসিন্ধুর বিন্দু আস্বাদন করিয়া জগৎকে উহার সন্ধান না দিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

বঙ্গের লাট বাহাদুর সার ষ্ট্যান্লি জ্যাক্‌সন্ সাহেব বলেন যে, বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে, যথা :—(ক) গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত জ্ঞান রক্ষা ও বৃদ্ধি, উহাকে সজীব এবং কার্য্যকরী অবস্থায় রাখা এবং যাহাতে উহা বৈচিত্র্যশূন্য ও মৌখিকমাত্র হইয়া না উঠে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, (খ) যাঁহারা অনাবিষ্কৃত জ্ঞান রাজ্যে ভ্রমণেচ্ছু, তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সাহায্য এবং যাহারা যে জীবিকোপায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী করিয়া দেওয়া।

ইউরোপের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণ দায়িত্ববিহীন স্বাধীনতার অধিকারী সমাজ তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কারণ আজ যে ছাত্র, কাল সেই হয়ত স্বাধীন গবেষণার সাহায্যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-জগতে তাহার দেশকে শীর্ষস্থান পাওয়াইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায় জানে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির অর্থই সাম্প্রদায়িক আয়োন্নতি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য আজের লোক তৈয়ারি করা। আমেরিকার শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষার দোষায় কতকটা জেনিয়া দিয়া এবং বাক্তিত্বেরও কিছু ধ্বংস করিয়া যে বার্গ্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে চায়, সে যেন তাহারই উপযুক্ত হয়।

এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানলাভের ফলে বর্ত্তমান সভ্য জগতের লোকসকল ওপ কটাহের উত্তপ্ত জলে স্থিত শুক কলসমূহের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের উপর উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিতেছে, আর সারা সভ্য জগৎ একটা বিরাট উল্কাপিণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড-বেগে ধ্বংসের পথেই ধাবিত হইতেছে।

পেশোয়ারে পিকেটার গ্রেপ্তার

মদের দোকানে অবৈধরূপে প্রবেশ করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারানুসারে জনৈক লাল-কোর্ত্তাধারী পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সার ফ্রেডারিক সাইকস্

বোম্বাইয়ের লাট

ইংলণ্ড হইতে আগামী ২২শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাইয়ে পৌঁছিবেন।

পুলিশের রিভলভার চুরি

শ্রীযুত নলিনী মোহন ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ বিভাগের সহকারী দারোগা শ্রীযুত জি, সি, চক্রবর্ত্তীর একটি রিভলভার ও কয়েকটি গুলীভরা টোটা অপহরণ করিবার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, এন, দত্তের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঐ সকল দ্রব্য অপহৃত জানিয়া অবৈধভাবে নিজ অধিকারে রাখিবার অভিযোগে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে একটি ৫ নলা রিভল-ভার রাখিবার অভিযোগে ঐ আসামী-দ্বয়কে অপর একটী মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে।

আসামীদ্বয়কে পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে, মামলা মুলতুবী আছে।

রাজবন্দীর ক্লেশ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, মৈমন সিংহের রাজবন্দী শ্রীযুত প্রমথ মজুম-দারকে বর্ত্তমান মাসের প্রথম হইতে পটুয়াখালী মহকুমায় আমতলীর বাসিন্দা রূপে গণ্য হইবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে এই স্থানে রাখিবার সময় ১০ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল। তদবধি তাঁহাকে আর টাকা দেওয়া হয় না। আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে ঋণ করিতে হইয়াছে। প্রকাশ, বাস জন্য তাঁহাকে একখানি কুটীর প্রদান করা হইয়াছে। উহার মেঝে এরূপ নিম্ন যে, জোয়ারের সময় ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করে। প্রকাশ, তিনি অম্ল জ্বরে পীড়িত আছেন।

ডাকলুণ্ঠনের চেষ্টার মামলা

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, দোয়া-মারা ডাকঘরে ডাক লুণ্ঠনের চেষ্টার মামলা সম্পর্কে শ্রীমান নীলকুমার সেন-গুপ্ত ও কে নন্দীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

নেতাদের নিকট গান্ধীজীর উক্তি

এইরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুত শ্রীনিবাসম, শ্রীযুত দত্ত, মিঃ গীডনি, শ্রীযুত যোশী, শ্রীযুত শিবরাও এবং শ্রীযুত রাম-চন্দ্র রাও যখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন গান্ধীজী নাকি তাঁহাদের নিকট বলেন, যে সব লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষক সাব কমিটীর মারফতে সাম্প্র-দায়িক সমস্যার সমাধানের কোন লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ঐ সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং সার, এ পি, পাত্রও উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর একত্রে কার্য্য

বার্লিন হইতে সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ—অর্থনৈতিক শান্তি আলোচনা করা উভয় দেশেরই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের উৎপন্ন সামগ্রী কি ভাবে কেনা বেচা করিলে পরস্পরের ব্যবসায় সুবিধা হয় তাহা এখন উভয় জাতিকেই দেখিতে হইবে। এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অর্থ সমস্যার সঙ্গীন দিনে জাতির অভাব দূর হয় তাহাই স্থির করিবার জন্য জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ফ্রান্স অথবা জার্ম্মাণীতে একটি রোজ-সেরেস্তা বসিবে। এম, লাভাল এবং এম, ব্রায়ো বার্লিন হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

পেশোয়ার জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মৌলানা মোজাফর জিলানী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারানুসারে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা দিবার অপরাধে অ্যাবোটাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গান্ধীজীর সরকারের উপর বিরক্তি

মিঃ গীডনী, ডাঃ আম্বেদ কর ও শ্রীযুত দত্ত স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর গান্ধীজী তাঁহাদিগকে জানান যে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরোধী, তবে যদি নিতান্ত বাধ্য হইয়া উহাতে রাজী হইতে হয়, তবে জাতির স্বার্থের জন্যই কংগ্রেস উহাতে সম্মতি প্রদান করিবে? গান্ধীজী নাকি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ মুসলমানগণের সহিত একমত হয়, তবে তিনি তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। সাম্প্রদায়িক ধুয়া সৃজন করিবার জন্য তিনি সরকারের উপর দোষারোপ করিতেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্ত্তমানে যে ভাবে কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্যার সমাধান কোনক্রমেই হইবে না।

পাতিয়ালায় বিষম হত্যাকাণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পাতিয়ালার মহিন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পি, কে, মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাড়ীর ছাদে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় জনৈক আততায়ী গোপনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাহস্তে তাঁহাকে, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে আক্রমণ করে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছুরির আঘাতে তৎক্ষণাৎ মারা যান। তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক রকমে আহত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার হাতের আঙ্গুল বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আততায়ী পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। প্রকাশ, আততায়ী নিহত অধ্যাপকের আত্মীয়।

বস্ত্রব্যবসায়ীদের সঙ্কট

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস হইল। এটর্নী জেনারেল বৎসরে ২৫০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ২০ পাউণ্ড পাইবে-সলিসিটর জেনারেল ৩০০০ পাউণ্ডের স্থলে ২,০০০ পাউণ্ড পাইবেন।

Reg No C.1544

টেলি— 'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৩৮, ৯ই অক্টোবর ১৯৩১

লাটপ্রাসাদে দুর্ঘটনা

ত্রিশমাইল সন্তরণ প্রতিযোগীতা

রহস্যজনক মৃত্যু

শ্রীযুত গিরির বিলাতযাত্রা

পেশোয়ারে ভুমিকম্প

কাশ্মীর মহারাজের ক্ষমা প্রদর্শন

কৃষকগণের আবেদন

বড়বাজারে সশস্ত্র ডাকাতি মামলা

মিঃ ব্রকওয়ের উক্তি

১৪৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত

দুই জনের মৃত্যু

মেছুয়া ডাকাতির মামলা

নানা কথা

লাটপ্রাসাদে দুর্ঘটনা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ৬ই অক্টোবর রাত্রি ২ ঘটিকার সময় সৈনিহালে গভর্ণরের প্রাসাদের জনৈক প্রহরী তাহার নিজের বন্দুক হইতে হঠাৎ গুলী বহির্গত হওয়ার ফলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

শ্রীযুত গিরির বিলাতযাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, নিখিল ভারত রেলওয়ে য়ুনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুত ভি, ভি, গিরি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় শ্রমিকদিগের অভাব অভিযোগের কথা জানাইবেন।

শ্রীযুত গিরির অনুপস্থিতকালে শ্রীযুত কানাপ্পা য়ুনিয়নের সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

পুলিশের প্রহারে স্বেচ্ছাসেবক আহত

মাদ্রা হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই অক্টোবর দুইটি তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিবার সময় দুই জন স্বেচ্ছাসেবক সাংঘাতিকভাবে এবং আরও কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক সামান্য রকম আহত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, সশস্ত্র এবং রিজার্ভ পুলিস পিকেটারদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া বে-পরোয়াভাবে প্রহার করে; তাহার ফলে, স্বেচ্ছাসেবকগণ আহত হয়। মাদ্রা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এই ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী প্রাদেশিক লাট, আইন সদস্য এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীকে তার করিয়াছেন। এই ঘটনায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য

আটক আসামীদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, শ্রীযুত বি, সি, চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন খড়্গপুরে আসিয়া পৌঁছিতে না পারায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ৬ই অক্টোবর প্রাতে হিজলী তদন্ত কমিটীর সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী সকাল ৯টার সময় যাহাতে তদন্তের কার্য্য আরম্ভ না হয়, সেজন্য তিনি তাঁহাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফলে বেলা ২টা পর্য্যন্ত কমিটী অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইয়াছে। ইতোমধ্যে তাঁহাদের পৌঁছিবার সম্ভাবনা।

প্রকাশ, প্রত্যহ দুইবার কমিটীর অধিবেশন হইবে। প্রথমবার প্রাতে ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়বার ২-৩০ মিনিট হইতে ৪ ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত। শিবিরের বাহিরে কমাণ্ডাণ্টের অফিসের নিকটে বা ভিতরে তদন্তের আদালত বসিবে। ব্যবহারাজীবগণ ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সাধারণ লোককেও তথায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে। ব্যবহারাজীবগণ আটক আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিয়া সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করিতে পারিবেন। তদন্তের কাজে যাহাতে বাধা না পড়ে সেজন্য এই বিষয়ে কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকিবে।

শ্রীযুত এইচ, এন, বসু এবং বি, এম, পালিত পরে তদন্ত কমিটীর সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ব্যবহারাজীবদের পক্ষ হইতে আটক আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীযুত বসু আটক আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে আবেদন করেন, তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৮৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতে গৌহাটী জেলার আটঘরিয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীবিনোদ দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা আলাপ করেন। পণ্ডিত মহাশয় সম্প্রতি খুব বিপদগ্রস্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীপাদ যজ্ঞবর প্রভু জাগতিক যাবতীয় বিপদ যে শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপা তাহা 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো' শ্লোকের দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়কে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রভুর তত্ত্বপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন। তিনি গৌরবিহিত সুললিত কীর্ত্তন ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া এবং কলিহত জীবের নিত্যকল্যাণার্থ পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১৭।৯।৩১ তারিখে কাশীর সনাতন গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় স্থানীয় খ্যাত নামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত বহুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। পণ্ডিত মহাশয় ব্রহ্মচারীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। তিনি ব্রহ্মচারীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারাদি শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১০।৯।৩১ তারিখে ব্রহ্মচারীজী, কবিবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী সাহিত্যরত্ন (সাব পোষ্টমাষ্টার, বেনারস সিটি) মহাশয়ের সহিত ন্যূনাধিক এক ঘণ্টা কাল মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উপসংহারে ব্রহ্মচারী মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ "যাহা হিত সহিত বর্ত্তমান"; সেই সমস্ত শাস্ত্রই সাহিত্য শব্দ বাচ্য যাহা শ্রবণে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়। একমাত্র ভগবানের কথা- শ্রবণ করিলেই পরম হিত হয়, তাই শাস্ত্র বলেন :—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং গৌড়ীয় মঠের আচারবান প্রচারকগণের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

বিহার উড়িষ্যার বনবিভাগের একষ্ট্রা এসিসটেন্ট কনজারভেটার শ্রীযুত কেশব লাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের উন্নতিকল্পে নানাভাবে সেবানুকূল্য করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার উত্তরোত্তর সেবাবৃত্তি বর্দ্ধিত হউক ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

গত ৭ই আশ্বিন কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত জানকী নাথ আগল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুত তুলসীরাম দাস, কেদার নাথ আগল্ হরি কিশন দাস, আজ্ঞারাম দাস কণ্ট্রাক্টার প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক প্রভু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও তাঁহার অলৌকিক জীবনী সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আচারবান প্রচারকবর্গকে প্রেরণ করিয়া ও বহু মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, ইহা মঠরক্ষক প্রভু বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২৩।৯।৩১ তারিখ বুধবার দিবস বেলা ৮ ঘটিকার সময় সারস্বত ভজন মণ্ডপের উৎসব উপলক্ষে তত্রস্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তির অনুরোধে মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ ক্লাওয়ার রোডস্থ রামভবন নামক স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বামীজীদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ বক্তৃতামুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন,—"শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যান্য আরও ৩৬টী শাখামঠের শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণ জীবের নিত্য মঙ্গল প্রাপক ভাগবতধর্ম্ম নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা জগতে প্রচার করিয়া জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছেন। জীবের নিত্যপ্রভু শ্রীহরির নাম-রূপ গুণাদি কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনামকীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আত্মবিস্মৃত জগজ্জীবকে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন।"

ভক্তবৃন্দ বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিতস্বরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচারবৈশিষ্ট্যের কথা ও জীবের পরম মঙ্গলের বিষয় শ্রবণ করিয়া সমবেত শিক্ষিত জনমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দানুভব করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভাব

স্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ (নাটমন্দির)
কাল—৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৮

(১)

মানবগণ কেহ বা কর্ম্মপথ, কেহ বা যোগপথ, কেহ বা জ্ঞানপথ, কেহ বা ভগবানের সেবার পথ অবলম্বন করেন। ভগবানের সেবার কথা খুব অল্প সংখ্যক লোকেই কীর্ত্তন করেন। অদ্য যাঁহার আবির্ভাবের দিবস, তিনি ভগবানের সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুধু কথার দ্বারা সে বিষয়ে আলোচনা আর আচরণের দ্বারা সেই সব কথার প্রচার কি প্রকার সামঞ্জস্য লাভ করে তাহাও তাঁহার ক্রিয়া কলাপের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি।

প্রশ্ন হইতে পারে, যখন ভগবদ্বস্তু পার্থিব বস্তুর অন্তর্গত নহে তখন তাঁহার আলোচনা বা অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার সমাধান এই যে, আমরা ভক্তিদ্বারা ভগবানকে পাইতে পারি। ভক্তি শব্দের অর্থ ব্যাকরণ বিচারে দেখা যায়, ভক্তি—ভজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। আমরা বিভিন্ন প্রকার সেবা করিয়া থাকি। এখানে যখনই সেবা করি তখন সেবার বদলে বেতন পাই, বেতনটী অনেক সময় ইন্দ্রিয় তোষণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বেতনটী যিনি পরিশ্রম করেন তাঁহারই সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হয়। এইরূপ স্থলে সেবা শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ।

যখন সেবা করি তখন উদ্দেশ্য অনেক থাকে। এই সেবার বিনিময়ে সেব্য বস্তুটী আমার সেবায় নিযুক্ত হইবে। যেমন কুকুরের সেবা করিলে কুকুর আমার সেবায় নিযুক্ত হয়। ঘোড়ার সেবা করিলে আমি সহিস [illegible] হই, ঘোড়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পশু প্রকার সেবা করিলে তাহারা [illegible] আমার সেবা করিবে। অনেক সময় মানুষের সেবা আমরা করি [illegible] মাতার সেবা, সন্তানের সেবা, পত্নীর স্বজনের সেবা, দেশবাসীর সেবা, মানব জাতির মধ্যে উদীয়মান ব্যক্তির সেবা। এই সকল সেবার মধ্যে তাহাদের নিকট হইতে অলক্ষিত ভাবে প্রতি সেবার আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ সেবা হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে থাকিলেও তাহা কিছু ভক্তি শব্দ বাচ্য নহে। ভক্তি বিনিময়টী বেতনাদি জাত নহে। সুতরাং অহৈতুকী। বণিক যেমন পণ্যদ্রব্যের বিনিময়দ্বারা মূল্য গ্রহণ করে, এইরূপ বিচার বা বণিগ্‌বৃত্তি ভক্তি রাজ্যে আদৌ নাই। যেখানে ভক্তি বলিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা সেখানে ভক্তি অনিত্যা ও অনুপাদেয়া। যেখানে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ফলের উদয়ের আকাঙ্ক্ষা সেখানে মিছা ভক্তি। যেখানে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশায় সেবা করি, সেখানে ভক্তির পরিবর্ত্তে অভক্তিরই সেবা হয়। সেইরূপ মিছাভক্তিকে ইন্দ্রিয় তোষণ বা যোষিৎসঙ্গ বলি। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

সংসারে বাস করিয়া নানাভাবে ইন্দ্রিয় তোষণ করা যায়। কনকের দ্বারা ইন্দ্রিয় তোষণ, কামিনীর দ্বারা ইন্দ্রিয় তোষণ, কনক কামিনী ব্যতীত লো[illegible] পাব[illegible] য় তোষণ, লোকে আমাকে সাধু বলুক এইরূপ প্রতিষ্ঠার আশা দ্বারা [illegible] চাই। আমার সম্ম[illegible] দান করিয়া ঐ সাধুর [illegible] কামিনী ও প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা পায়। কিন্তু তাহা [illegible] [illegible] সামগ্রী নহে।

করিলে [illegible]

[illegible] সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ঐসকল অনায়াস [illegible] দান করিলেও তদীয় সেবা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। কর্ম্মীরা সকল, জ্ঞানীরা সকল, অষ্টাঙ্গ যোগী প্রভৃতি সকল, যে সকল ফল লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তিকামী জনগণ ইন্দ্রিয়-তোষণমূলে সেরূপ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন না।

কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলেই অশান্ত॥
চৈঃ চঃ

অনেক মনে করেন ভগবানকে যখন দেখা যায় না, তখন স্ব স্ব খেয়াল অনুসারে ভগবানকে সাজান যাক্, অলঙ্কারাদি ভক্তি বলিয়া চালান যাক্। কিন্তু ভগবান স্বতন্ত্র স্বরাট, তিনি আমাদের মনোধর্ম্মের কল কারখানার ক্রীড়া পুত্তলী নহেন।

অনেক ভগবানের চরণে তুলসী অর্পণ করেন মোকদ্দমা জয়লাভের জন্য, আত্মীয় স্বজনের আরোগ্য লাভের জন্য। যে সমস্ত সকাম উপাসনা-মূলে ভগবানকে নিজেরই সেবা করিয়ে নেওয়া, সুতরাং

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

রুদ্রদ্বীপ

গঙ্গার পূর্ব্বধারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
কেহো কেহো রাহুপুরে রুদ্রপুর কয়॥
শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাহুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এই রাহুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল।
—(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

এইরূপ পুণ্যকথা বলিতে বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রুদ্রদ্বীপে উপনীত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন এই নবদ্বীপ ভাগীরথী প্রবাহে দুই খণ্ড হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। এই স্থান হইতে ঐ দেখ কিছু দূরে গঙ্গাতীরে শ্রীশঙ্করপুর শোভা [illegible] হইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজ[illegible] প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করকে আচার্য্য বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের আদেশে যে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ শুদ্ধভক্তগণ স্বীকার করেন নাই। ইহাতে শঙ্করের কোন দোষ নাই কেননা এই দুষ্ট মায়াবাদ বহির্ম্মুখ জীবদিগকে মোহিত করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন এই দুষ্টমত প্রচার করিবার জন্য নদীয়ায় আসিলেন তখন গৌরচন্দ্র স্বপ্নে শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন দান করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, "ওহে শঙ্কর! তুমি আমার নিত্যদাস এবং আমার আজ্ঞায় বৈষ্ণব বিদ্বেষীগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বত্র মায়াবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছ। কিন্তু এই নবদ্বীপধাম আমার অতি প্রিয়তম স্থান। তুমি কখনও এইস্থানে ঐ "দুষ্টমত" অর্থাৎ মায়াবাদ প্রচার করিও না। এস্থানে বৃদ্ধ শিব প্রৌঢ়া মায়াকে লইয়া কল্পিত আগম শাস্ত্রের প্রচার করেন; যাহারা আমার ভক্তের দ্বেষ করিয়া থাকে, প্রৌঢ়ামায়া কেবল তাহাদিগকেই বঞ্চনা করিয়া থাকেন। এই নবদ্বীপে আমার প্রিয় ভক্তগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সুতরাং তুমি নবদ্বীপ বাসিগণকে পীড়ন না করিয়া শীঘ্রই অন্যত্র গমন কর। শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশ পাইবামাত্র অন্যদেশে গমন করিলেন। এই রুদ্রদ্বীপে রুদ্রগণের অবস্থিতি স্থান। এই স্থানে রুদ্রগণ সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে গৌরগুণগাথা ভক্তিভরে গান করিয়া থাকেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

উক্ত ছড়াটী নামাভাসও নহে। কারণ নামাভাস হইলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের নিষ্কপটতা লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ ব্যাকরণগত বা অলঙ্কার দোষ থাকিলেও তাহা ক্ষমা করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন এবং তাদৃশ ভক্তকে ভগবান্ স্বয়ং অথবা নিজ পার্ষদগণের দ্বারা দোষটী শোধন করাইয়া দিতেন। তখন নিষ্কপট ভক্তও উহা অবনত মস্তকে দোষ স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া লইতেন। নামাভাসের ফলে সাধুসঙ্গ হয়, সাধুসঙ্গফলে অজ্ঞতা বশতঃ দোষের শোধন হইয়া শুদ্ধ নাম গ্রহণের অধিকার হয়। ঐ ভুলটী অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সরলতার অভাবে তাঁহাদের নামাভাস ও সাধুসঙ্গ হইতেছে না। শুদ্ধ নাম ত হয়ই নাই।

যদি কপটতাপূর্ব্বক কেহ বলেন ভগবানই উহা স্বপ্নে দিয়াছেন। তদুত্তর এই যে— বদ্ধজীবের ন্যায় ভগবানের ভ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষ থাকিতে পারে না। যখন উহাতে ভুল আছে তখন উহা ভগবানের দেওয়া নহে, উহা কল্পনা বা কপটতা মাত্র। শাস্ত্র-বাক্যই ভগবদ্ বাক্য। যদি স্বপ্নে দেওয়া ছড়াটীও ভগবদ্ বাক্য হইত তাহা হইলে শাস্ত্রের সহিত অমিল থাকিত না এবং উহাতে ভুলও থাকিত না। আবার ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া অশাস্ত্রীয় ও রসাভাস-দোষ দুষ্ট ভ্রমপূর্ণ নূতন কিছু বলেন নাই বরং তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন—

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
চৈঃ চঃ অঃ ৫ম পঃ

কিন্তু এখন কোন ব্যক্তিকে ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট ছড়া ভগবান্ স্বপ্নে দিবেন ইহা হাস্যোদ্দীপক ও অপরাধময়ী কথা।

ভ্রমপূর্ণ, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসভাস-দোষ-দুষ্ট ছড়া বা কবিতাদিদ্বারা যে ভগবানের প্রীতিবিধান হয় না, আবার কোন ব্যক্তির সরলতা ও অজ্ঞতাবশতঃ কোন ভুল হইলে ভগবদ্ ইচ্ছাক্রমে ভগবদ্ভক্তদ্বারা সে ভুলটী যে অবিলম্বেই সংশোধিত হইয়া যায়, তাহা আমরা চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীভগবানাচার্য্যের প্রতি ও বঙ্গদেশীয় প্রাকৃত কবির প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ স্বরূপদামোদরের উক্তি এবং উপদেশ ও কৃপার কথা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে সাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অদ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

(রোগী দেখাইতে ... আমার)

পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত তারাপদ সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালের পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দাকিনী!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য নন্দনপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতা ও ছন্দ চয়ন মনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদনসম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা

জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ যে, গত ২রা অক্টোবর ময়মনসিংহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এচ, সি, ঘটকের স্থানীয় [illegible] বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। রক্ষণশীল মুসলিম ও হিন্দু অভিভাবকগণ পর্দ্দার সম্মান রক্ষায় শৈথিল্য দর্শনে প্রতিবাদ করেন।

মিঃ ব্রকওয়ের উক্তি

মিঃ ব্রকওয়ে বলেন যে, ভারতের বন্দীদের প্রতি সরকার যে আচরণ দেখাইতেছেন তাহা নিন্দনীয়। ভারতের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ইঁহাদের প্রতি চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। মিঃ ব্রকওয়ে বলেন যে, বন্দীদিগকে মুক্ত দেওয়া হউক। কিন্তু মিঃ ব্রকওয়ের এই প্রস্তাবের পক্ষে ৮৭১ ও বিপক্ষে ১৫০০ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বন্দুক চুরির জের

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, বজ্রযোগিনী গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত জিলা জজ শ্রীযুত শ্রীশকুমার সোমের গৃহ হইতে বন্দুক চুরি যাওয়া সম্পর্কে গত ২রা অক্টোবর পুলিশ বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অপর একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত ছাত্র শ্রীযুত সোমেরই আত্মীয়। ধৃত ছাত্রকে সশস্ত্র পুলিস পাহারায় মুন্সীগঞ্জে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার জামিন আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে হাঙ্গামার জের

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ নেলসন হাঙ্গামার তদন্তে নিরত আছেন। তিনি প্রত্যহ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ৪টা পর্যন্ত তদন্ত অফিসে যোগদান করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে বহু সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। ৫ই অক্টোবর স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান সাক্ষ্য দিয়াছেন। লালদীঘির ধারে যে কয়টি দোকান ভস্মীভূত হইয়াছিল, কমিশনার সেই দোকানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

মেজা ডাকাতির মামলা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে, সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত বি, সরকার সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার মেজা ডাকাতি মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮ দিন যাবৎ উক্ত মামলা চলিয়াছিল এবং মামলায় ৪০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত [illegible]।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২০ (খ) ধারা, ৩৯৫ ধারা, ৪১২ ধারা অনুসারে গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাধু নমঃশূদ্র, সম্পদ নমঃশূদ্র, মুকুন্দ নমঃশূদ্র বঙ্কবিহারী ঘোষ বিশ্বেশ্বর বর্দ্ধন ও অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী উক্ত মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জজ গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বর্দ্ধন ও বঙ্কবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জুরীগণ একবাক্যে অবশিষ্ট আসামীদগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় তাহারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

১৪৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, শিয়ালকোটের সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা অক্টোবর শিয়ালকোটের দারোয়ালীতে মৌলানা মহম্মদ আলী ও একদলে ১৪৪ জন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবককে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে সময়ে তাঁহারা কাশ্মির রাজ্যে গমন করিতে ছিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে শিয়ালকোটের ডেপুটি কমিশনার ঐ দলকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। তাঁহারা উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কাশীতে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ৩রা অক্টোবর বালমুকুন্দ নামক জনৈক বালক বিদ্যালয় হইতে সাইকেলে আরোহণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সেই সময় রাস্তায় একখানি বাড়ী তাহার উপর ধ্বসিয়া পড়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ তারিখে প্রবল বারিপাত হয় এবং তাহার ফলেই ঐ বাড়ীখানি ধ্বসিয়া পড়ে। সহরের রাস্তাঘাটে বৃষ্টির জল জমিয়া গিয়াছিল। উক্ত বালকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য স্থানীয় ডি, এ, ভি, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বালমুকুন্দ উক্ত বিদ্যালয়েরই ছাত্র

দুই জনের মৃত্যু

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ৪ঠা অক্টোবর এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনজন ভীষণভাবে আহত হইয়াছে। চারিজন যাত্রী লইয়া একটি মোটর কালকা হইতে সিমলায় আসিতেছিল। আর একটি গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় দ্রুত মোড় ঘুরিতে গিয়া গাড়ীটি একটী গভীর খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়। দুই জন আরোহীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অপর দুই জন আরোহী এবং মোটর চালকের ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহাদের বিপণ হাসপাতালে আনা হইয়াছে। সেখানে তাঁহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

কাশ্মীর মহারাজের ক্ষমা প্রদর্শন

৫ই অক্টোবর তারিখে কাশ্মীরের মহারাজের মহাবিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষে দরবারে মহারাজ ঘোষণা করেন যে, যে সকল বন্দী কারারুদ্ধ আছে বা যাহারা বিচারাধীন রহিয়াছে তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করা হইবে এবং যে বিশেষ ইস্তাহার প্রচার করিয়া ফৌজ ও পুলিসকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল, ঐ ইস্তাহার প্রত্যাহার করা হইল। সহরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যে ফৌজ স্থাপন করা হইয়াছিল তাহাদিগকেও সরাইয়া লওয়া হইল। এই বিবরণ শুনিয়া সর্ব্বত্র সন্তোষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বড়বাজার সশস্ত্র ডাকাতি মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বড়বাজারে কোনও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর জমাদারকে ছোরাদ্বারা আহত করিয়া বলপূর্ব্বক ১১ হাজার ৫ শত টাকা অপহরণ করিবার অভিযোগে পশ্চিমা সৎনারায়ণ জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত এইচ, কে, দের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল, সৎনারায়ণ অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কৃষকগণের আবেদন

আখাউড়া হইতে প্রকাশ যে, উত্তর ত্রিপুরার কৃষকগণকে গত বৎসরে প্রদত্ত কৃষিঋণ পরিশোধ করিতে আদেশ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নোটিশ জারি করিয়াছেন। বাণিজ্যের অবনতি ও বন্যার ফলে এই অঞ্চলে অত্যন্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আরও ১ বৎসর সময় প্রার্থনা করিয়া কৃষকগণ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরেও কৃষিঋণ মঞ্জুর করিতে প্রার্থনা করিয়া তাহারা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদিগকে কৃষিঋণ প্রদান করা না হইলে অনশনে তাহাদের মৃত্যু হইবে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

ডি, এস, পি রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ১৫ মিনিটের সময় হুগলী গোলঘাটে প্রতিযোগিগণকে অনুমতি দিলে প্রতিযোগিগণ যাত্রা করেন। সর্ব্বসমেত ১৮জন সন্তরণ জন্য জলে নামিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে ১১জন কৃতকার্য্য হয় এবং ৭জন জল হইতে উঠিয়াছিলেন। উক্ত ১১জন সন্তরণকারিগণের মধ্যে শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সুধীর কুমার ঘোষ এই দুই জনের তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতার পর শ্রীযুত সুধীর কুমারেরই প্রথম স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা সফলতা লাভ করে। তিনি ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড সন্তরণ করিয়া অবশেষে ১টা ৫ মিঃ ৩০ সেকেণ্ডের সময় প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন।

রহস্যজনক মৃত্যু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, কোতী চাঁদ খিমচাঁদ নামক একজন সওদাগর শেয়ারের দালালকে রক্তাক্ত কলেবরে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গদীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। গত ৪ঠা অক্টোবর ঘরের মধ্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকায় এই বিষয়ে লোকের দৃষ্টি পতিত হয়। কক্ষের মধ্যে লোহার সিন্দুক খোলা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার মধ্যের রত্নালঙ্কারগুলি যথাযথভাবে ছিল। মৃত্যুর কারণ রহস্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

পেশোয়ারে ভূমিকম্প

৬ই অক্টোবর প্রত্যূষে ৪ ঘটিকার সময় দশ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী কয়েকটি ভূকম্প পেশোয়ারে অনুভূত হয়।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১,
নগদ ৫০
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮, ১০ই অক্টোবর ১৯৩১

কুষ্ঠিয়ায় সবুজ সমিতি

বৃটেনের পতাকাতলে স্বাধীন ভারতের স্থান

বৈঠক পুনরায় স্থগিত

চট্টগ্রামে ডিনামাইট আবিষ্কার

বরিশালে নৃশংস কাণ্ড

চীনা দস্যুদের বীভৎস কীর্ত্তি

একশত ছাত্র সস্‌পেণ্ড

নদী মধ্যে অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ

উকীলের গৃহে বোমা

কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় "সবুজ সমিতি"

কুষ্টিয়ায় বিগত ২রা অক্টোবরের এক সভায় "সবুজ সমিতি" নামক এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ আচার্য্য উক্ত সমিতির সভাপতি, জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক সহঃ সভাপতি অমলেন্দু-শেখর চৌধুরী ও কুমুদরঞ্জন রায় জয়েণ্ট সেক্রেটারী এবং জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও নীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত সহঃ সম্পাদক ও অপর ১১ জন ব্যক্তি সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য—প্রভাত ফেরী করিয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা। উক্ত সমিতির উদ্যোগে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে।

———

বৃটেনের পতাকাতলে স্বাধীন ভারতের স্থান

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, স্কারবরোর শ্রমিক বৈঠক সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বিলাতের শ্রমিকদল ভারতের দেশাত্মবোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের এই অধিকার গোলটেবিল বৈঠকের দ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া শ্রমিকদল বৈঠকের কার্য্য সমর্থন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ ল্যান্সবেরী এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ ল্যান্সবারী এই প্রসঙ্গে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মিঃ ওয়েজউড বেন ও লর্ড আরউইনের উদ্যমে সহায়তা করিতে হইবে এবং গোল-টেবিল বৈঠকের 'সেই মহামানব' গান্ধী-জীকেও সাহায্য করিতে হইবে। মিঃ ল্যান্সবেরী আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যরা বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা তাঁহারা যেন স্বচ্ছমনে সহযোগিতা করেন।

মিঃ ল্যান্সবেরী স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মিতালি স্থাপন করিবার পক্ষে যে নবযুগের উদয় হইয়াছে ঐ নবযুগের পোষকতায় শ্রমিক দল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। এই মিতালি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগীতা ও ভারতবাসীর সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি বলেন "আমি বৃটিশের পতাকাতলে ফেডারেশন স্থাপন ও স্বাধীন জাতিদের সঙ্গে যে প্রার্থনা করি।"

চীনা দস্যুদের বীভৎস কীর্ত্তি

প্রকাশ, কলিকাতায় ফিয়ার্স লেনে জনৈক চীনা রমণীকে চীনা দস্যুরা শ্বাস-রোধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। উক্ত রমণীর স্বামী সম্প্রতি চীনদেশে গিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে মহিলাটি একখানি চায়ের দোকান খুলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রমণীর নিকট কিছু অর্থ ছিল বলিয়া সকলে সন্দেহ করিত। ঘটনার দিন রাত্রিকালে উক্ত রমণী এবং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা আহারাদি সমাপন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলে কতিপয় চীনা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতা ও কন্যা উভয়কে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। মেয়েটি কোনরকমে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া তাহার মাতার কক্ষে আসিয়া দেখে যে, তাহার মাতা শ্বাসরোধ হওয়ায় মারা পড়িয়া আছে। দস্যুরা বলপূর্ব্বক গৃহের আলমারী ভাঙ্গিয়া একশত টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

কাশ্মীর রাজের জন্ম

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ৮ই অক্টোবর কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজবন্দীদিগের মুক্তিদান ঘোষণা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শিয়ালকোটের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী ইস্তাহার অনুসারে মুসলমান জাঠার দলপতি ও সদস্যদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন। মুসলমান জাঠার দল ও দলপতি গত ৩রা অক্টোবর শিয়ালকোটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৮৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৯ই আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ যদুবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ফণিপদ অধিকারী-প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ ময়মনসিংহ সদর মহকুমার এলেকাধীন মাইজহাটি গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাড়ীতে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

সেইদিনের কীর্ত্তনীয় বিষয় ছিল—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি সংবাদ। কর্দ্দমাদি ঋষিগণ রচিত ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে আত্ম উপদেশ পূর্ব্বক নিত্য কল্যাণের উপায় নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত কর্দ্দম দেবহূতির পুত্র কপিলরূপে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ জননী দেবহূতিকে আত্মজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সোপদেশ-ছলে সমগ্র জগতকে উপদেশ প্রদান করেন। একদা দেবহূতি তদীয় পুত্ররূপী ভগবান কপিলদেবকে বলিলেন,—'আমি এতাবৎকাল অসৎ ইন্দ্রিয়সমূহের সেবা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ কেবল ভীষণ নরক যাতনায় পর্য্যবসিত হইয়াছি। অতএব হে প্রভো! যাহাতে আমি নরকের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারিণী হইতে পারি তাহাই আমাকে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন'। জননীর জিজ্ঞাসায় হৃষ্ট হইয়া ভগবান কপিলদেব বলিলেন—মানুষের চিত্তই তাহার বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে বন্ধনের কারণ হয়; আবার সেই চিত্তই সদ্গুরুর আশ্রয়ে পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হইলেই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। আসক্তি মনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তটস্থধর্ম্মী জীবের এই মানসিক ধর্ম্মটীও তটস্থলক্ষণযুক্ত। মনের আসক্তিরূপ ধর্ম্মটী নিত্যকাল থাকিবেই। সেই আসক্তির বিষয় বা গতির তারতম্যের উপরই মঙ্গল বা অমঙ্গল নির্ভর করে। এই আসক্তি সংসারের প্রতি হইলে জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন হয়; এই আসক্তিই সাধুগণের চরণে হইলে মুক্তির মুক্তদ্বারস্বরূপ

প্রকৃত সাধুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান কপিলদেব বলিলেন, সাধুগণ সহিষ্ণু, দয়ালু, সর্ব্বজীবের হিতকারী অজাতশত্রু, শান্ত (সর্ব্বকামনা শূন্য), অমায়িক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুগামী। কিন্তু এই সকল তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ বাহ্য লক্ষণ মাত্র।

অনন্তর সাধুর স্বরূপলক্ষণ (মুখ্য অন্তর্লক্ষণ) নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, সাধুগণ একমাত্র উপাস্য আমাকেই অচলা ভক্তি করিয়া থাকেন (অর্থাৎ পরতত্ত্ব ভগবান্ আমি ভিন্ন অপর কোন দেবতাকেই তাঁহারা উপাস্য বলিয়া বিচার করেন না); আমারই জন্য আত্মীয় বন্ধুগণ এবং সকল ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; এবং সর্ব্বক্ষণ মৎসম্বন্ধ পবিত্র মধুর কথাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। কপিলদেব এইরূপে প্রকৃত সাধুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া সকল কল্যাণের নিদানস্বরূপ এতাদৃশ সাধুর সঙ্গ করিবার জন্য স্বীয় জননীকে উপদেশ করিলেন।

এই সকল ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি সর্ব্বপ্রকার আসক্তিশূন্য প্রকৃত সাধু; অতএব এই সকল সাধুর সঙ্গই প্রার্থনীয়, যেহেতু সর্ব্ববিধ আসক্তির বন্ধন ইঁহারা ছিন্ন করিয়া দিতে সমর্থ। ঐকান্তিক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সাধুর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি কোন প্রকার অবান্তর বিষয়ে কিছুমাত্র অভিলাষ ও আসক্তি থাকে না; সেইহেতু তাঁহারা অপরেরও সর্ব্বপ্রকার অন্যাভিলাষ ও অন্যাসক্তি দূর করিয়া দিতে পারেন এবং দেন। এইজন্য এইরূপ সাধুর সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

পাঠান্তে অনেকক্ষণ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আগমন করিয়া প্রশ্ন করেন যে "দীক্ষা কাল" এই কথাটির অর্থ কি?

তদুত্তরে শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বলেন যে, যাহা হইতে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় তাহার নামই দীক্ষা। সুতরাং দীক্ষার বাহ্য অনুষ্ঠানটী হইলেই বা দীক্ষা আরম্ভ হইলেই দীক্ষা পরিসমাপ্তি হইল ইহা বুঝিতে হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি কলেজে ভর্ত্তি হইবামাত্রই পাসের সার্টিফিকেট পায় না; তখন কেবল তাহার পড়া আরম্ভ হয় মাত্র, পরে নিয়মিতভাবে অধ্যাপকের নিকট মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট লাভ করে, সেইরূপ দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠান হইলেই বা শিষ্য শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকট উপনীত হইবামাত্রই তাঁহার দীক্ষা শেষ হয় না, কেবল দীক্ষা আরম্ভ হয় মাত্র, পরে বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুসেবা করিতে করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত চৈ[illegible]ণী (দিব্য জ্ঞানের কথা) শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে শ্রীগুরু-কৃপায় মমগান্ধ (সংসারের ক্ষয়, অনর্থনিবৃত্তি বা অহং মম বুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আমি 'শ্রীগুরুদাস' এই অভিমান ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন) হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। তখন নিরপরাধে ও সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শুদ্ধ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের অধিকার হয়। যথা—

> কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার মোচন।
> কৃষ্ণনাম হইতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সংসার মুক্ত হইয়া নিরপরাধে ও সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শুদ্ধ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে রুচি, আসক্তি, ভাব এবং সর্ব্বশেষে প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ হয় অর্থাৎ প্রেমের কলিকাস্বরূপ শ্রীনামই নামভজনকারীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া সর্ব্বশেষে পূর্ণরূপে বিকশিত হন। এইরূপে পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেই শ্রীনামাশ্রয় বা পূর্ণ দীক্ষা হইল জানিতে হইবে। সুতরাং 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে উপনীত হইবার পর হইতে পরম প্রয়োজন কৃষ্ণ-প্রেমলাভের সময় পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই "দীক্ষাকাল"।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

ঠাকুর ভক্তিবিনোদাবির্ভাব

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ (নাটমন্দির)

কাল—৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৮

(২)

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কীর্ত্তনের দ্বারা সেইফল লাভ হয়। কিন্তু কলিযুগের যুগধর্ম্ম কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বলিয়া বলি নহে। তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। যতিবর কুলশেখর মুকুন্দমালাস্তোত্রে বলেন,—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব
কামোপভোগে
যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"
"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

আমি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের কিছুই চাই না, মোকদ্দমা জয়লাভ কিম্বা নিজের পার্থিব সৌখ্য বৰ্দ্ধনের জন্য তোমার সেবা করি না, জীবনান্তে নরক যন্ত্রণার কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হই না, স্বর্গের নন্দন কাননের সুচতুরলতা সম্ভোগের জন্য তোমার সেবা করি না। আমার প্রতি তোমার যেরূপ দণ্ড বিহিত হয় হোক, তৎপরিহারের তোমার নিকট কোন প্রার্থনা করি না। আমি তোমাকে একমাত্র ভজনীয় বস্তু জ্ঞানে তোমার নিত্য সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিব। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।" শ্রীগৌরসুন্দর বলেন : —

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥

আমার ধন প্রয়োজন নাই, জন প্রয়োজন নাই, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্যে প্রয়োজন নাই, এমন কি জন্ম জন্মান্তর রহিত মুক্তিরও প্রয়োজন নাই। আমার যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, হে ভগবন্! তোমার চরণে সতত আমার অচলা ভক্তি থাকুক।

অন্যান্য প্রতীত হই শোক, মোহ, ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু আত্মারাম ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার অভাব নাই। তিনি নিত্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের সেবা করাই তাঁহার নিত্য স্বভাব। তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের নিকট কোন বিষয় প্রত্যাশা রাখেন না। সুতরাং অহৈতুকী ভক্তি তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অনাত্মবর্গে নানা প্রকার বঞ্চনা আছে, কিন্তু ভগবদ্ভবনে কোন প্রকার অভাব, আকাঙ্ক্ষা, শোক, মোহ, দুঃখের অবকাশ নাই। সুতরাং কেবলাভক্তিতে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীর ন্যায় অভাব পূরণের জন্য যাচনার গন্ধ নাই। সকল ভাবের মূল আকর স্বয়ং যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেবার জন্য যাঁহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাঁহারা অভাবের তাড়নে বশীভূত হন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্ব ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন। ভগবানই তাঁহাদের পালক ও রক্ষক, সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। পারত্রিক দুঃখ বৈষ্ণবের নাই।

উৎসৃষ্টকর্ম্মা সুমনীষায় নো ভুক্তান
চরাচরং নিঃস্পৃহম্।
কদাপ্যপুনর্ভবাদিনামপি
যো মুক্তিপদে স নায়কঃ॥

ভগবদ্ভক্তের নিজের জন্য কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই। সকলের সেব্য, সকল সেব্যের সেব্য বস্তুর সেবা ব্যতীত অন্য কোন স্পৃহা তাঁহার নাই। এই সেবন প্রবৃত্তি ভক্তি। ভক্তি নিত্য। ভগবদ্ভক্ত নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত সেব্য বস্তুর নিত্য সেবক স্বরূপে নিত্য সেবাতে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত বস্তুই তাঁহার করতলগত। সুতরাং তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মদান ভক্ত নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। ভক্তিযাজকের একমাত্র বিচার তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপের দ্বারা পরম মঙ্গলময় বস্তুর সেবানুশীলনে নিজের মঙ্গল, পরিবার বর্গের মঙ্গল, পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিবর্গের মঙ্গল এবং জগতের মঙ্গল বিধান করা।

প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বলিয়া দুইটী পথ আছে। ইন্দ্রিয় প্রীতিমূলক কার্য্যকে প্রেয়ঃকার্য্য, আর যাহা আমাদের নিত্য মঙ্গল আনয়ন করে সেরূপ কার্য্যকে শ্রেয়ঃকার্য্য বলে। জগতের অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃপন্থী, স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তোষণে ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং নানাপ্রকার সন্তাপে সন্তপ্ত। কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থিগণ ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করতঃ ভগবৎ প্রীতিবাঞ্ছামূলে যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কেবল তাঁহাদের নিজের মঙ্গল সাধিত হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চনের ন্যায় জগতের মঙ্গলও সাধিত হয়। জীবের অনাত্ম প্রতীতিতে নিজ মঙ্গল বা জগন্মঙ্গল সাধিত হয় না।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

রুদ্রদ্বীপ

(২)

শ্রীনীললোহিত রুদ্রগণের অধিপতি, ইনি রুদ্রগণসহ নিত্য এইস্থানে মহানন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই রুদ্রগণের নৃত্য দেখিয়া, দেবগণ আকাশে আনন্দে পুষ্প বর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে কোন সময়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামী দিগ্বিজয়ে আসিয়া রাত্রে শিষ্যগণ-বরেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্লোকস্তুতি পাঠ করেন, তাঁহার শিষ্যগণ হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তি আলোচনা দেখিয়া শ্রীনীললোহিত কৃপা করিয়া বিষ্ণুস্বামীকে দর্শন দান করিলেন। বৈষ্ণব সভায় রুদ্র উপনীত হইলে বিষ্ণুস্বামী চমকিত হইলেন। তখন বিষ্ণুস্বামী করযোড়ে রুদ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন, দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলিলেন, "তোমরা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমাদের ভক্তি আলোচনা দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি। বৈষ্ণবগণকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর"। এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুস্বামী প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! আমাদের এই বর প্রদান করুন, যেন আমরা অচিরে ভক্তিসম্প্রদায়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।"

তখন রুদ্র পরমানন্দে বর দান করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী "শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়" ভুক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। রুদ্র কৃপা বলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই রুদ্রদ্বীপে থাকিয়া প্রেম লাভার্থ শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা করিয়া গৌর প্রেম লাভ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুস্বামীকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, "আমার পরম ভক্ত রুদ্রের কৃপা তোমার প্রতি হইয়াছে, অতএব তুমি ধন্য। এই নবদ্বীপে প্রেমরূপ মহাধন তুমি লাভ করিলে। তুমি এখন হইতে সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞায় "শুদ্ধাদ্বৈত" মত প্রচার কর।

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

রসাভাস-দোষ-দুষ্ট ছড়াগানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতিবিধান হয় না। যথা :—

সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য বিহার॥

* * * * *

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥

* * *

দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥

* * *

আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!

* * *

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্য-ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

* * *

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥

* * *

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি রহিলা নীলাচলে॥

যদি ভ্রমপূর্ণ রসাভাসদোষ দুষ্ট সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কবিতাদ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধান হইত তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু ঐরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। আবার ঐ ব্রাহ্মণের সরলতা ছিল বলিয়া তিনি বৈষ্ণবের ক্রোধকেই কৃপারূপে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতঃ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবগণের চরণে শরণাগত হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার ভ্রম সংশোধন হইয়া গেল, তিনি গৌরভক্তগণের ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন।

উক্ত ছড়াটীর সর্ব্ব প্রকার দোষ অর্থাৎ ব্যাকরণগত, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষ গৌড়ীয় পত্রিকায় বহু বার তন্ন তন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। যদি ছড়াগান-কারিগণের সরলতা থাকিত এবং উক্ত দোষগুলি অজ্ঞতাজনিত হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় বিপ্রের ন্যায় তাঁহারাও এতদিন সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ছাড়িয়া

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

গৌড়ীয়ের শরণাগত হইয়া ধন্য হইতেন। যাঁহাদের সরলতা থাকে তাঁহাদের অজ্ঞতা-জনিত দোষটী দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে নিজের ভুলটী স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া লন এবং নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সুতরাং ছড়াগানকারিগণের অধিকার এবং তাঁহাদের উচ্চারিত ছড়া নামাপরাধ কি না তাহা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সুদক্ষ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ছেলের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

যকৃৎ প্লীহার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানেও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটচালা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন কাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্ম বাণী!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অভিনব অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতা গুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সরকারী করবৃদ্ধির প্রতিবাদ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের গত ৩রা অক্টোবর এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

নূতন অর্থ-বিলের ব্যবস্থা দেখিয়া এই সমিতি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন, যেহেতু বিলে ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া সরকার দেশের এই আর্থিক দুর্দ্দশার সময় দেশের লোকের উপর অত্যন্ত গুরুতরভাবে স্থাপন করিলেন এবং এই ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্য ব্যাপারের অত্যন্ত ক্ষতি করিবে। ডাকমাশুল ও আয়কর বৃদ্ধির জন্য উক্ত কাউন্সিল তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, কারণ ঐ ব্যবস্থায় দেশের বীমা ব্যবসায়ীদিগেরই অধিক ক্ষতি হইবে। প্রস্তাবের নকল স্যার জর্জ সুস্টার, স্যার আকবর হাইদারী ও দেওয়ান বাহাদুর টি, রঙ্গাচারিয়ারের নিকট প্রেরিত হইবে।

নদী মধ্যে অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ

যশোর হইতে প্রকাশ যে, লোহাগড়া থানার অন্তর্গত যোগমায়া গ্রামের নরণী পরামানিক নামক এক ব্যক্তিকে ঐ গ্রামের তাহার নিজের সম্প্রদায়ের কয়েকটী লোক নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন নমঃশূদ্র-জাতীয় লোক নরণীর বাটিতে হানা দিয়া তাহাকে মারপিট করে; কিন্তু নরণী কোনরূপে পলায়ন করিয়া অনৈক প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। লোকগুলি তথায় যাইয়া নরণীকে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করে, পরে সে হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহের নিকটস্থ একটি নদীতে ঝাঁপ দেয়। আততায়ীগণ নদীর মধ্যেও তাহার অনুসরণ করে এবং তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করে। নরণী নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত সন্তরণ করিতে অসমর্থ হইয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়।

নরণীর মৃতদেহের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

যতীন দাসের ভ্রাতা জামিনে খালাস

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দাসের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাস ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারা অনুসারে মাদ্রাজে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। কিরণচন্দ্র জামিনে খালাস পাইয়াছে। আগামী ১৫ই অক্টোবর উহার মামলার শুনানী হইবে। কিরণচন্দ্র কলিকাতা হইতে এই অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজ সহরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

ষ্টিমার কোম্পানী প্রতারিত

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, গিরিডির বিহার ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর নব বেশেট নামক একজন বিহারী আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, উক্ত সব এজেণ্ট কোম্পানীর ২০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল। কারাবাস ছাড়াও আসামীকে ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও আরো মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহার সমস্ত পরিমাণ ষ্টিমার কোম্পানীকে দিবার আদেশ হইয়াছে।

পিকেটিংয়ে লাঠি প্রয়োগ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই অক্টোবর রাত্রে ত্রিচিনপল্লী এবং শ্রীরঙ্গমে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ তাড়ির দোকানগুলিতে পিকেটিং করিবার সময় লাঠি প্রয়োগের ফলে ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছেন।

এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত রাজগোপাল চারিয়ার মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে তদন্ত করিতে বলিয়াছেন। জিলা বোর্ডের সভাপতিকে তিনি এই বিষয়ে পুলিস নিযুক্ত করিতে চাহেন।

উকীলের গৃহে বোমা

জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় বারের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র আচার্য্যের বাটীর লোকজন গত ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি দ্রব্য দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। সকলে উক্ত দ্রব্যটিকে বোমা বলিয়া সন্দেহ করে। পুলিসে সংবাদ প্রেরিত হইলে তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সতর্কতার সহিত দ্রব্যটী লইয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, ঐ জিনিষটীকে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে। এই ঘটনায় সহরে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে।

চট্টগ্রামে ডিনামাইট আবিষ্কার

৬ই অক্টোবর যে কয়েকজনকে ডিনামাইট রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আসামী হৃদয় দাসের মামলা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে আরম্ভ হয়। ৬ই অক্টোবর দশজন সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছে, আরও পাঁচজনের বাকী আছে।

প্রকাশ, এই মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজন আসামীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সুরযনাথের দণ্ডবৃদ্ধির চেষ্টা

পাটনা বোমার মামলায় দণ্ডিত আসামী সুরযনাথ চৌবের দণ্ডবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী উকীল বিচারপতি খাজা নূরের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সুরযনাথ যে আপীল করিয়াছেন আলোচ্য দণ্ডবৃদ্ধির আবেদনপত্রের শুনানী একসঙ্গে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

বরিশালে নৃশংস কাণ্ড

প্রকাশ, পটুয়াখালি মহকুমার গলাচিপা থানার এলাকাধীন নিঃ বোর্ডের নায়েব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী যখন একখানি নৌকার মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, তখন কয়েক ব্যক্তি 'রাম-দা' লইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতিকে আক্রমণ করে, ফলে উক্ত নায়েব তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং স্ত্রী ভৃত্যটিও গুরুতররূপে আহত হয়। সে এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। এখনও আততায়ীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

একশত ছাত্র সস্‌পেণ্ড

শিচুর হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজীর জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করায় সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রায় একশত ছাত্রকে সস্‌পেণ্ড করা হইয়াছে। ছাত্রগণকে সস্‌পেণ্ড করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এক নোটিশে তাহাদের অভিভাবকগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে ছাত্রগণ ঐরূপ কোন সাধারণ ব্যাপারে যোগদান করিবে না বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিত অঙ্গীকার পত্র দাবী করিয়াছেন।

কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

কলিকাতা, ১৬০ নং হ্যারিসন রোড হইতে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছে:

"কাশ্মীর রাজের বিরুদ্ধে অহেতুক অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের নিকট মুসলমান প্রতিনিধিগুলী উপস্থিত হইয়াছিলেন জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। অপর পক্ষে হিন্দু মহাসভা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছেন যে, হিন্দুদের এবং কাশ্মীর মহারাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মুসলমানগণ কাশ্মীরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেছে। ইহা সকলেই জানে যে, কাশ্মীরে মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকে। হিন্দুগণ সংখ্যায় সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। হায়দ্রাবাদ ও মু প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যে হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু মহাসভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে, সরকার যেন কোনরূপ হিন্দু বিরোধী ব্যবস্থার অনুমোদন না করেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নবীন মেহের শা ব্যক্তিগতভাবে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া গত ৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণে কাশ্মীরে আসিয়াছেন

শোভাবাজারে বিষম চাঞ্চল্য

গত ৬ই অক্টোবর দিবস সকালে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে গরুর গাড়ীতে পাট বোঝাই লইয়া গাড়োয়ানে গাড়োয়ানে বিরোধের ফলেই এক বিষম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ সকালে গাড়োয়ানগণ গুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গাড়ীতে পাট বোঝা লইয়া দুই গাড়োয়ান দলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্রমে ঐ বিরোধ ঘনাইয়া উঠে এবং মারামারিতে পরিণত হয়। উভয় গাড়োয়ান দলই লাঠি চালায় ফলে ৫।৭ জন লোক অল্প বিস্তর আহত হয়।

সংবাদ পাইয়া পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। আহত ব্যক্তিগণকে পুলিস চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করে।

বৈঠক পুনরায় স্থগিত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ক বৈঠকের অধিবেশন স্থগিত হইয়া গিয়াছে। সভায় এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। পুনরায় রাত্রি ১১ ঘটিকা বৈঠক বসিবে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৮, ১২ই অক্টোবর ১৯৩১

রাণাঘাটে ভীষণ ডাকাতি

সত্যমূর্ত্তির পত্রের গান্ধীজীর প্রত্যুত্তর

১ হাজার লোকের মুক্তি

বেনারস খানাতল্লাসের জের

গান্ধীজীর বক্তৃতা

সরকারী সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর আপত্তি

বোম্বাই মুসলিম সম্মেলন

ডাঃ আনসারীর উপর ভার অর্পণ

মুদ্রাযন্ত্র আইন

গান্ধীজীর বার্ম্মিংহাম পরিদর্শন

নানা কথা

রাণাঘাটে ভীষণ ডাকাতি

রাণাঘাট সহরের নিকটবর্ত্তী হালালপুরে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সরকারের বাটীতে গত ৫ই আগষ্ট তারিখে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১৫ জন ছিল। তাহারা প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা দাবী করে। উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বাড়ীর লোকজন এমন কি বালক বালিকাদিগের উপর মারপিঠ চলিতে থাকে। দস্যুগণ একটি আলমারি ভাঙ্গিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৫০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া প্রস্থান করে। গত ৫ মাসের মধ্যে একই বাটীতে ৩ বার ডাকাতি হইল। এই ডাকাতির কিংবা পূর্ব্বেকার ডাকাতি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সত্যমূর্ত্তির পত্রের গান্ধীজীর প্রত্যুত্তর

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি গান্ধীজীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত উত্তর পাইয়াছেন।

আমি এইমাত্র আপনার চিঠি পাইলাম। যথাসময়ে ডাকে দেওয়ার জন্য আমি এখনই উত্তর লিখিতেছি। আপনি আপনার চিঠিতে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিয়া থাকুন, আমি যথা সময়ে বিষয়গুলি কাজে লাগাইব।

বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, থাইয়েটমিয়োর জনৈক দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সর্ব্ব সমেত ৫ হাজার ২ শত ৮০ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কেবলমাত্র থাইয়েটমিয়ো হইতেই আত্মসমর্পণকারীদের সংখ্যা ২ হাজার ২২ হইয়াছে।

একদল পুলিস ও সৈন্য বিগত ৬ই অক্টোবর তারিখে থারাবডী জিলার এক গ্রাম পরিবেষ্টন করে। ঐ গ্রামের এক জন বিদ্রোহী আহতাবস্থায় গ্রেপ্তার হয় এবং অপর এক ব্যক্তি পলায়ন করে।

প্রোমের অস্থায়ী সৈন্যরা গত ৫ই অক্টোবর তারিখে থাপানগাইং গ্রামে ১২ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ঐ দলের ৬ জন প্রধান নেতা পলায়ন করে কিন্তু পরে উহাদের ১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। পলাতকগণ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া জনৈক বিদ্রোহীর বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করে। বিদ্রোহী লোকটা আত্মসমর্পণ করার পর ঐ দল সম্বন্ধে পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্র আইন

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ভারতের রাজ প্রতিনিধির মঞ্জুরীর জন্য মুদ্রাযন্ত্র আইন দাখিল করা হইয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১ হাজার লোকের মুক্তি

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে, জম্মু সীমান্তে সমবেত আরার জাঠাকে চাকিসা পাঠান হইয়াছে। সরকার প্রায় ১ হাজার লোককে মুক্তিদান করিয়াছেন। গত ২ দিন যাবৎ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বেনারস খানাতল্লাসের জের

৯ই অক্টোবর বেনারস ভারত সেবা মণ্ডলের শিক্ষক শ্রীযুত রামানন্দের বাটীতে পুলিস খানাতল্লাসের ফলে ২ খানি নেপালী কুকরী ও ২টি গুপ্তশক্ত ছাড়ুক পাইয়াছে। রামানন্দকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

পোষ্ট মাষ্টারের গৃহে চুরি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে গত ৬ই অক্টোবর করটিয়া পোষ্ট মাষ্টারের বাস গৃহে একটি চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরগণ সরকারের টাকা অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এ সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল [illegible] কৃত ভাবার্থদীপিকা-নিয়তটীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে শ্রী

[illegible] অধ্যায়াবরণ, পাত্র ও স্থান-সূচীসহ উৎকৃষ্ট [illegible] অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲,

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য', [illegible] বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible] পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে; গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী. প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible], শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible] বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন [illegible] সাইজ আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধনী কৃষ্ণ-বার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর [illegible] বিগ্রহ —বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি —সম্প্রদায় [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible] অচিন্ত্যভেদাভেদ-[illegible] —ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মৌলিক গবেষণা

১। প্রথম খণ্ড—বেদাধ্যয়ন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সম্বন্ধ ও প্রাকৃত সম্বন্ধ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতায় সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড - শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই [illegible] বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-[illegible] বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিপাট্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সকল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—সদ্ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লোক [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উপরে বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উদ্যম করিয়াছেন। টীকাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সংবলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিমদেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩১

র বক্তৃতা

রাজা নাদিরের পুলিস বাহিনী গঠন প্রয়াস

গোল টেবিলে আস্থা নাই

গান্ধীজীর নিকট সত্যমূর্ত্তির পত্র

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী

মজঃফরপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কুমিল্লায় জনসভা

মেডিক্যাল স্কুলের ধর্ম্মঘট

ছয়জন হিন্দু-যুবক ধৃত

আবার জাপানের হুমকী

নানা কথা

গান্ধীজীর বক্তৃতা

[illegible] বক্তৃতা হইয়া গেলে পর গান্ধীজী বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি এই কমিটীর কার্য্য স্থগিত রাখিয়া একবার সময় নষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সদস্যরা এখানে কেহ ছুটী উপভোগ করিতে আসেন নাই; সুতরাং কমিটীর কার্য্য যথাসম্ভব সত্বর সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অতঃপর তিনি বলেন—"আমি গত ৮ই অক্টোবর আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কমিটীর কার্য্যের গতিতে এই কমিটীর কার্য্যের নিকট—সম্বন্ধ নাই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রয়োজনীয় বিষয় হইলেও একান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

আমি ৭ দিন পরিশ্রম করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, মৌলিক অধিকার বিষয়ক সমস্যার সমাধান না হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠদল সমস্যার সমাধান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই কমিটীর কার্য্য যথাযথ ভাবে চলিলে ভাল হয়। আমাদের সংক্ষেপে কার্য্য সম্পন্ন করাই আবশ্যক। আমরা যদি সত্যই বুঝি যে আমাদের সমস্যার সমাধান করা দরকার তাহা হইলে বক্তৃতা না করিয়া প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক ছুটীর আনন্দ উপভোগ না করিয়া এই কার্য্যে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।"

সভাপতি ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, এবং তিনি গান্ধীজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন এই বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠক

"বিলাতের এক ঘোষণাপত্রে প্রকাশ, ১৯৩০ অব্দের শ্রমিকদলের গোলটেবিল বৈঠকে ভারত এবং বৃটেনের মধ্যে একটা সৌখ্যভাব সংস্থাপিত হইয়াছে। পুনরায় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হওয়ায় শুধু সৌখ্যভাব নহে। একই সাম্রাজ্যে বন্ধু ভাবের সমান অংশীদার সৃষ্ট হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য বিশিষ্ট যত্নবান হইব। যাঁহারা বৈঠকের কার্য্যের অন্তরায় বা হস্তারক হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কার্য্যের হস্তারক ও অন্তরায় আমরা নিজে হইব।

শ্রমিক ঘোষণাপত্রে আরও প্রকাশ, "আগামী নির্ব্বাচনে যদি শ্রমিকদল জয় লাভ করে, তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য যাহাতে সুফল দর্শাইতে পারে, তজ্জন্য বিশিষ্ট চেষ্টা আমরা করিব।"

রাজা নাদিরের পুলিস বাহিনী গঠনে প্রয়াস

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, রাজা নাদির সাহ বর্ত্তমানে আফগান পুলিস বাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন; তিনি পুলিসকে দেশবাসীর ভৃত্যরূপে গঠন করিবেন। রাজা যে কিরূপ কঠোরভাবে এই নীতি পালন করিবেন তাহা তিনি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন। একজন পুলিস কনষ্টেবল জনৈক আফগান পল্লীবাসীকে অভদ্রভাবে কথা বলার অভিযোগে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ও ১ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গোল টেবিলে আস্থা নাই

গত ৯ই অক্টোবর এলাহাবাদ গান্ধী-সপ্তাহের শেষ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সভায় মিঃ সেরওয়ানী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস ওয়ালাদের কোন দিনই গোল টেবিল বৈঠকের উপর আস্থা নাই। কতকগুলি সদস্য উহার প্রতিনিধিরূপে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ধূয়া লইয়া উহার কার্য্য পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যেই তথায় গিয়াছেন।

শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে এবং সে ধারণা কংগ্রেসওয়ালারা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেজন্য সকলকে আগামী সংগ্রাম আরম্ভ হইলে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কলিকাতা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ডুমুর[illegible]

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তসাঙ্গিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াল নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিদাস, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবপণ্ডা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভাক্তকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাদামগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগ্যানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীচরণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপানন্দ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

ঠাকুর ভক্তিবিনোদাবির্ভাব

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ (নাটমন্দির)

কাল—৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৮

(৪)

আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত হইলে মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, অজ্ঞানতমঃ দূরীভূত হয়। ভজনীয় বস্তুর সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। তখন জড় জগতের বিচারপ্রণালী হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে। মুক্তি তখন আপনা হইতেই ভক্তের অনুসরণ করে। বদ্ধ ভাবাপন্ন জীবসকল যে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য যত্ন করেন, ঐ সকল ফলাকাঙ্ক্ষা আত্মবিদ্গণের নাই। আত্মার বৃত্তিতে কেবল ভগবৎপ্রীতিই লক্ষিত হয়। যেরূপ কোন জুয়াচোর প্রলোভনের বস্তু দেখাইয়া অজ্ঞ জনগণ দ্বারা সেবা করাইয়া লয়, নিষ্ঠুর বঞ্চনামূলে সকল অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে বোকা বানাইয়া দেয়, ভগবদ্ভক্ত সেরূপ বঞ্চক বা প্রতারক নহেন, কিম্বা তাঁহারা বোকাও নহেন। তাঁহারা নিরন্তর বাস্তবসত্যের উপাসক। তাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম (ভোগ) বা মোক্ষের (ত্যাগের) প্রলোভনে বিন্দুমাত্র লুব্ধ হন না।

তাঁহারা ভাবনাবস্থাতীত ভাবরাজ্যের রসবিশেষে ভাবনাচতুর সুরসিক। সুতরাং মিছা ভোগ বা ফল্গুত্যাগের রাজ্যে তাঁহাদের অধিষ্ঠান নাই। ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তির স্বরূপ দেখাইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহারা ভোগীকুলের ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের অবিচার প্রদর্শন করাইয়া 'জীবে দয়া' 'নামে রুচির' পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাহাতে চৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয় দয়ার স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

সেই অমন্দোদয় দয়ার কথা বিচার করিলে মানবজাতি ধন্য হইয়া যায়। যে দয়ার কথা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে জীবমাত্রেই রিপুষট্কের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, যে দয়ার উদ্রেকে বহির্জগতের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইয়া চিদ্জগতের চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় কামের বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়; যে দয়ার কথা চিন্তা করিলে ইতর-জগতের তাৎকালিক দয়ার কাপট্যমিশ্রিত নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণা বলিয়া বিবেচিত সেই চৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয় দয়ার কথা জগতে যতই প্রচারিত হইবে, ততই জগতের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে; তখন শ্রেয়ঃপথ ও প্রেয়ঃপথের পার্থক্য সকলে বুঝিতে পারিবে। যাহা ভক্তের নিকট ভাল লাগে, ভক্তের মঙ্গল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গল বিধান করে, তাহাই শ্রেয়ঃপথ, আর যাহা অভক্তের ইন্দ্রিয়তোষণের সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে তাহাই প্রেয়ঃপথ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও ভক্তের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একই তাৎপর্য্য বিশিষ্ট; কারণ ভক্ত যাহা করেন তাহা সর্ব্বজীবের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজগতের মঙ্গল বিধান করে।

আত্মা স্বস্থ হইলে আমরা ঐরূপ প্রেয়ঃপন্থীর অর্ব্বাচীন বিচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাস্তবিকই লাভবান হই।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ভাঃ (১০। ১৪।৪)

ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি উদ্বোধন বৃদ্ধি হইলে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়, অনাত্মবিদ্গণ আত্মিক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইলেও সকল বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ অসমর্থ হন বলিয়া আত্মার মঙ্গল তাঁহাদের আক্রান্ত হইবার যোগ্য নহে। আত্মা স্বতন্ত্র, আত্মার বৃত্তিও স্বতন্ত্র। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত এ সকল কথা অপরের দুর্ব্বোধ্য। ভগবদ্ভক্তগণ পরদুঃখ-দুঃখী। ভক্তগণ ব্যতীত অভক্তগণ অপরের দুঃখ মোচন করিতে পারে না। অভক্ত-সকল অপরের দুঃখের শান্তি বিধান করিতে গিয়া তদ্দ্বারা অশান্তিরই বীজ বপন করে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

অভক্তের সদ্গুণ কোথায়? অভক্তচিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, স্বপ্নমনোরথের ন্যায় তাঁদের চিত্তের স্রোত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল: মনোধর্ম্মীর ভদ্রাভদ্র বিচার সকলই ভ্রমাত্মক।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র বিচার সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

(চৈঃ চঃ)

দেহ মনৈক-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি সৎকে ধরিতে পারে না, অসৎকে সৎ বলিয়া ধারণাই তাহাদের অভিজ্ঞতা বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান; সুতরাং ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষে দুষ্ট; কিন্তু অধোক্ষজ ভগবানের সেবক বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের অভাব পূরণের জন্য কোন অসৎ প্রার্থনা নাই।

-প্রসঙ্গ

শুকরতল

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

প্রশান্ত জাহ্নবী তটে শুষ্ক চারিধার
জন সমাগম হীন নিবিড় কানন।
শুনা যায় মাঝে মাঝে শ্বাপদ হুঙ্কার,
শ্বসিছে দীরঘ শ্বাস মন্থর পবন॥
ফণিনী বিহরে সুখে চরে কৃষ্ণসার,
ময়ূর নাচিছে সেথা করি কেকাধ্বনি
সিংহ ব্যাঘ্র সনে ফিরে সরলা হরিণী,
বহে যেন চতুর্দ্দিকে শান্তির পাথার॥
সপ্তদিন আয়ুঃ জানি'- রাজা পরীক্ষিত,
হেথাই শুনিয়াছিল ভাগবতী বাণী,—
গোস্বামী শুকের মুখে; ভরেছিল চিত
পরিপূর্ণ পরাসুখে, অমৃত কাহিনী॥
নাই হেথা স্মৃতি স্তম্ভ বিজয় তোরণ
মর্ম্মর ফলক পাটে নাহি কীর্ত্তি-লেখা
নীরবে বাড়িছে শুধু দীপ্ত পূত শিখা,
নাই সুধা ধবলিত সৌধ সুশোভন॥
তীর্থস্থানে অধর্ম্মের প্রাবল্য ভীষণ
হেরিয়া পঙ্কিলমতি নর কদাচার,
অক্ষুণ্ণ রাখিতে যেন পবিত্রতা ধন,
নিভৃত কন্দরে গুপ্ত রতন ভাণ্ডার।
জলাভূমি চারিদিকে স্নিগ্ধ আবেষ্টন;
অদূরে ভাতিছে পল্লী "ভুক্কর হেরি" নাম,
নগরী বিলাস হীন অতি গণ্ডগ্রাম।
উঠে ঘন বন পুঞ্জে ঝিল্লির নিক্কণ॥
শুক মুখ বিগলিত রসময় ফল,
যেথা বসি পরীক্ষিৎ করেছিল পান,
শোভিছে তথায় তরু বিশাল পিপল;
পল্লবিত শাখা-বাহু করিছে আহ্বান।
আহ্বান করেছে কারে? সেকি জড় জনে:
নহে, নহে, হেন বাঞ্ছা নাহিক তাহার
যে করিবে আকণ্ঠে সুধা আস্বাদনে,
তারি তরে আকুলতা জানায় অপার॥
পিককুল কুহুতানে পত্রের মর্ম্মরে,
বিগলদ্গীতি গাহি' বহে মন্দাকিনী—
বিমুক্ত ঝঙ্কারিয়া উঠিছে রাগিনী—
অমল বান্ধব গাথা সুশ্রান্ত অন্তরে॥
মনে হেন হয় যেন এখনো বসিয়া,
ঢালিতেছে শুকদেব সুধার সুধারা
পুলক-পুলিত রাজা সেই মধু পিয়া
চেতন-তন্ময় নেত্রে বহে অশ্রু ধারা॥
শ্রীচৈতন্যবাণী হট্ট-ঝাড়ুদার গণ
সে আকর ভূমি হ'তে আনিয়া প্রেরণা
যত আছে বিশ্ববাসী নিষ্কপট জনা,
সবারে চেতন বাণী করে বিতরণ॥

ব্রহ্মভূতপ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।

গীতা (১৮।৫৪)

যৎকিঞ্চিৎ

(৪)

এক্ষণে ইহার ব্যাকরণগত কি দোষ ঘটে তাহা স্পষ্টভাবে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ইহা যদি সংস্কৃত শ্লোক হয় তবে নিম্নলিখিত অর্থ হইবে। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'রাধে' শব্দ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'হরে' শব্দ দেখিয়া মনে হয় ঐ দুইটী সম্বোধনের পদ। 'রাধা' ও 'হরা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ 'লতা' শব্দের ন্যায়, সুতরাং তাহাদের সম্বোধনের একবচনে 'রাধে' ও 'হরে' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সম্বোধন পদদ্বয় দৃষ্টে মনে হয় কোনও ব্যক্তি রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— 'হে রাধে! তুমি ভজনা কর' 'হে হরে! তুমি জপ কর' ইত্যাদি অর্থাৎ এইরূপ গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ যদি

বাংলা কবিতা হয় তবে এইরূপ অর্থ হয়— "হে রাধে! তুমি নিতাই, গৌর ও শ্যামকে ভজনা কর!" "হে হরে! তুমি কৃষ্ণ রামকে জপ কর" কিন্তু উভয় প্রকার অর্থ করিলেই নানাপ্রকার তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত বিরোধ এবং অপরাধ উপস্থিত হয়।

যাঁহারা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত উপদেশ দুইটী স্মরণ রাখিবেন ও তাহার মর্ম্ম বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে
* * * *
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

উপরোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদাস বাবু বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তিনি বলিলেন যে—'আমি ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গ করি না ও নিয়মিতভাবে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ করি।

ভাগবত-মূর্ত্ত বাণী, গৌরাভীষ্ট ব্রত,
গৌড়ীয়ার গুরুবর 'সিদ্ধান্ত ঠাকুর'
শ্যামল এ' তীর্থ কুঞ্জে মঠ মনোমত
প্রকাশি,' পালিবে ইচ্ছা গৌরাঙ্গ প্রভুর॥
'গৌড়ীয়' রূপেতে দয়া আমার প্রভুর,—
পরিবেশে প্রতিবারে চেতন-সন্দেশ
তুলিয়া একটী কণা,—করিতে মধুর,
শান্তি নাই অণুমাত্র মাগি কৃপা লেশ॥
গুরুদেব!
দাও প্রাণে ভক্তিধন, বক্ষে দাও আশা।
বহিতে চরণ সীধু মূক কণ্ঠে ভাষা॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। "বাজীকরণ তৈল"—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ [illegible] রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের স্থ বিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা পাঁচন ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, প্যাকেট ।৵॰ আনা, বোতল ১৵॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলি।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতা গুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর নিকট সত্যমূর্ত্তির পত্র

মাদ্রাজ হইতে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি বিলাত ওয়া গেলেটের অভিযানে নিম্নলিখিত মর্ম্মে গান্ধীজীকে এক চিঠি লিখিয়াছেন।

আপনি ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদিগের জন্য নিম্ন অধিকার দাবী করিবেন। (১) সংহিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি সকল ঐ স্থানের প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। অন্ততঃ নির্ব্বাচন সম্ভাব প্রতিনিধিগণের পক্ষে ঐ ভাবে হওয়া একান্ত আবশ্যক। (২) দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদিগের মৌলিক অধিকার অন্যান্য পরিমাণে করাচী প্রস্তাবের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উহা সংহিত রাষ্ট্রে যোগদানেচ্ছু নৃপতিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য। (৩) দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাগণের মৌলিক অধিকার ভঙ্গ পাইলে সংহিত ফেডারেল কোর্টের শরণাপন্ন হইতে পারিবেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্য প্রজাদিগের এই নিয়ম দাবীতে অস্বীকৃত হইলে আমার মতে ঐ রাজ্যগুলিকে প্রথমতঃ সংহিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত করা সমীচীন হইবে না। তবে ঐ সকল দেশীয় রাজ্য পরে প্রজাদিগের অধিকার সংক্রান্ত দাবীগুলি মানিয়া তাহারা সংহিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

সেনাদল সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইতে পারি :— (১) ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সেনাদলের সকল পদগুলিতে ভারতবাসীদের নিয়োগ দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কেবলমাত্র ভারতবাসী দ্বারাই সেনাদল গঠন করিতে হইবে। (২) সেনাদল গঠিত হইলে উহা সংহত সরকারের অধীনে আসিবে। ইতিমধ্যে ইংরাজ সৈন্যগণ বড়লাটের শাসনাধীনে থাকিতে পারিবে, তবে (ক) অবিলম্বে অধিক পরিমাণে সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে (খ) নীতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি সংহিত রাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইবে, কেবল শাসনের ভার বিশেষজ্ঞদিগের হাতে থাকিবে। সেনাদল বাজেটের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ আবশ্যক হইলে তজ্জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি আবশ্যক হইবে।

বৈদেশিক ব্যাপারে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত উপনিবেশগুলি যে অধিকার ভোগ করিতেছে আমাদেরও তদ্রূপ অধিকার থাকিবে।

প্রাদেশিক গবর্ণরের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকিবে না।

সংহিত শাসন সংক্রান্ত ও ব্যবস্থাপক বিষয়গুলির উপর আমাদের অবাধ ক্ষমতা থাকিবে ; তবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ, পেন্সন এবং বেতনাদি সংহিত গভর্ণমেন্টের দায়রূপে ধরা যাইতে পারিবে।

করিতে হইবে, এবং (৩) অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রে বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, ঠিক সেই ভাবে বৃটিশ সরকার আমাদের সম্মতির উপরে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মজঃফরপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ যে, ৭ই অক্টোবর প্রাতঃকালে নিউইয়র্কের ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মজঃফরপুর শাখার ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টার মিষ্টার সি, গার্লিমোরের শোচনীয় হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার কন্যা মিসেস গার্লিমোরকে সঙ্গে লইয়া গত ৬ই অক্টোবর রাত্রিকালে লক্ষ্ণৌ হইতে রেলওয়ে ট্রেনে গমন করিতেছিলেন। সোনাপুরে তিনি সংবাদ পান যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। লালমণিরহাট এক্সপ্রেস ট্রেন হইতে তাঁহারা মজঃফরপুরে অবতরণ করিয়া দেখিতে পান চার জন লোক সন্দিগ্ধভাবে প্লাটফরমে চলাফেরা করিতেছে। তাঁহারা তখন জলযোগের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে একখানি রঙ্কবান গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাঙ্গলো অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ষ্টেশনের ফটক ও হাসপাতালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রায় ৬ জন তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদির দ্বারা আক্রমণ করে, ফলে মিষ্টার গার্লিমোরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মিসেস গার্লিমোরও গুরুতররূপে আহত হন এবং চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরিত হন। প্রকাশ, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। এই সম্পর্কে ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মেডিক্যাল স্কুলের ধর্ম্মঘট

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ধর্ম্মঘটের এখনও অবসান হয় নাই। কোন ছাত্রই স্কুল বা হাসপাতালে এখনও গমন করেন নাই। একটি বা দুইটি ফ্যাকাল্টি পরীক্ষায় হাজির হইবার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে যে সকল ছাত্রকে অনুমতি দেন নাই ধর্ম্মঘটের পর তাহাদের নাম পুস্তক হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ, যে সকল ছাত্র ও শেষ পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছিল, তাহাদিগকেও ৫ হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাশে ও হাসপাতালের কার্য্যে যোগ দিতে হইবে— নতুবা তাহাদিগকে পরীক্ষা দানের অনুমতি দেওয়া হইবে না। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থা সাংঘাতিক। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে এই ধর্ম্মঘটের অবসান কল্পে অবহিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ চিরদিনই পবিত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দেশে এই প্রকার অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভব সমর্থনযোগ্য নহে। আশা করি, মেডিকেল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অচিরাৎ ছাত্রবৃন্দের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবেন।

কুমিল্লায় জনসভা

গত ৬ই অক্টোবর হইতে টাউনহলে শ্রীযুত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ এক সপ্তাহ যাবৎ বক্তৃতা করিবেন। প্রথম দিন তিনি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অপূর্ণতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানকালে প্রকাশ করেন যে, শিক্ষার ত্রুটীর জন্যই ভারতীয় জাতি নৈতিক চরিত্র ও জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছে।

শিলচরের ডাক্তার গুরুদাস রায়, এম, এ, পি, এইচ, ডি এই সম্বন্ধে কিছু বলেন এবং ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তক হইতে তাঁহার বক্তব্য সমর্থন কল্পে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

গত ৭ই অক্টোবর শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ছয়জন হিন্দু যুবক ধৃত

কয়েকজন যুবক ঢাকায় ডাকাতি করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সিটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিস সঙ্গে লইয়া গত ৮ই অক্টোবর রাত্রিতে একরামপুরে একটা বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া ৬ জন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাসের ফলে, পুলিস কয়েকখানি ছোরা, একটি খেলার পিস্তল ও কিছু শ্বেতবর্ণের গুঁড়া প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে আলিপুরের আতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীর জামীনের আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী ও অপর ৪ ব্যক্তি মাণিকতলা সশস্ত্র ডাকাতির সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন।

পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ যে আবেদনকারিণীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরু প্রমাণ রহিয়াছে। কাজেই আবেদনকারিণীকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। প্রেসিডেন্সি জেলের তত্ত্বাবধায়ক আবেদনকারিণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতেই অভিযুক্তার এডভোকেটের নিবৃত্তি সমর্থিত হয় না। আবশ্যক হইলে জেল হাসপাতালে আবেদনকারিণীর চিকিৎসা চলিতে পারে। যদি তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া পড়ে, তবে তখন পুনরায় জামীনের আবেদন করা যাইতে পারিবে, ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আবার জাপানের হুমকী

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, জাপানী মন্ত্রী শিগেমিৎসু একখানা ডেষ্ট্রয়ার করিয়া ৯ই অক্টোবর ন্যানকিং যাত্রা করিয়াছেন। জাপানের পক্ষ হইতে চীন সরকারকে এই বলিয়া ওয়ার্ণিং (সাবধান) পত্র দেওয়া হইবে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা দমন করিতে না পারিলে যে কুফল দেখা যাইবে, তাহার জন্য জাপান চীন সরকারকে দায়ী করিবেন।

চীন হইতে যে বিষম সংবাদ আসিয়াছে, তাহার ফলে মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত শীঘ্রই জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলের অধিবেশন বসিবে।

চাংচো হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপানী বিমান হইতে বোমা ফেলিয়া টাওনন নামক রেলওয়ে ধ্বংস প্রায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চীনা সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানের বিমান চীনের প্রধান প্রদেশগুলির উপর দিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সকল বিমান এমন কি টিয়েনসিন পর্য্যন্ত দেখিয়া বেড়াইতেছে।

"পৃথক নির্ব্বাচন চাই না"

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, দিল্লীর শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে কেবি তার, গান্ধীজী ও সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ সংরক্ষক সাব-কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছে।— "অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ পৃথক নির্ব্বাচন চাহে না। প্রাপ্ত বয়স্কদিগের ভোটাধিকারে উক্ত সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট।"

Reg No C.1544

বৈদি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৩৮, ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১

কংগ্রেস কর্ম্মীর অব্যাহতি

গ্রামবাসীর হস্তে বিদ্রোহী নিহত

রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

ভারতীয় কয়েদী ক্যাম্পে বিদ্রোহ

মশক নিবারণের পন্থা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

স্বর্ণের বহির্গমন

খানাতল্লাসে বারুদ ও খালী টোটা

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল

রাজসাহীতে কংগ্রেস গ্রেপ্তার

নানা কথা

কংগ্রেস কর্ম্মীর অব্যাহতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ যে, বিধুপুর নিবাসী খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বিধুভূষণ বসুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ৯ই অক্টোবর বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। রায় প্রদান প্রসঙ্গে বিচারপতি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, পুলিস তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে।

গ্রামবাসীর হস্তে বিদ্রোহী নিহত

হেনজাদা জেলার আবাইগণ অঞ্চলে খানাতল্লাসের ফলে জনৈক ব্রহ্মবাসীর গৃহে পুলিস বিদ্রোহীদের যাদুমন্ত্রসংক্রান্ত কবচ প্রদান সম্পর্কীয় একখানি পুস্তক ও কয়েকখানি ওয়ানথান্ পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছে।

থায়েটমিও জেলার কামা অঞ্চলে কয়েকটি সাধারণ ডাকাতি হইয়াছে। এক স্থলে গ্রামবাসীরা ডাকাতদলকে বাধাপ্রদান করে।

থারাবডিতে দা লইয়া সাতজন বিদ্রোহী এক গ্রাম আক্রমণ করে। গ্রামবাসীরা তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করায় তাহাদের সহিত হাঙ্গামা হয়। ফলে, একজন বিদ্রোহী মারা যায় এবং দুই জন বিদ্রোহী ধরা পড়ে। এবং একজন ফেরার আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ২৮টি বন্দুক ৫৯ খানি ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় কয়েদী ক্যাম্পে বিদ্রোহ

গত ৮ই অক্টোবর রাত্রে মেদিনীপুরের হিজলী বন্দীনিবাসে কয়েদীগণ সান্ত্রীদের উপর বর্ব্বরোচিত আক্রমণ করিয়াছিল।

রাত্রি ৯টার কিছু পরে কয়েক দল কয়েদী ৪জন সান্ত্রীর উপর আক্রমণ করে এবং একজন সান্ত্রীর বেয়নেট তাহার রাইফেল হইতে কাড়িয়া লয়। পরে একজন প্রহরী আসিয়া আর একজন সান্ত্রীকে রক্ষা করে।

অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়ে। সমস্ত কয়েদীই (প্রহরীদের) আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে—এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সান্ত্রীদের মুক্ত করিবার জন্য গুলী করিতে হুকুম দেওয়া হয়। অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

দুইজন কয়েদী নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। তিন জন পুলিস কর্ম্মচারীও আহত হইয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ও রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা

লণ্ডন হইতে যতটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বৈঠকের বাহিরে যে নিষ্পত্তি বৈঠক গঠন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা এখনও গোঁড়া দলের হিন্দুরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতেছেন—কিন্তু মুসলমানরা ইহাতে রাজী নহেন। এদিকে আগামী বৈঠকের আলোচ্য বি

অনেক তর্কবিতর্ক হইবে। রাষ্ট্রগঠন নিরূপণ কমিটির আগামী বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিতে প্রায় চারিদিন লাগিবে। কেন্দ্রীয় দায়িত্বের কথা সম্বন্ধে মুসলমানদের অভিমত গত ৯ই অক্টোবর পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন তাঁহারা বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র তাঁহাদের প্রস্তাব প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়; কিন্তু অক্টোবরের শেষে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ব্বে ইহা কোন প্রকারেই ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

রেল আফিসে অগ্নিকাণ্ড

গত ৮ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় সাড়ে ১০ টার সময় নারকেলডাঙ্গা রেলওয়ে সুপারভাইজারের (পরিদর্শক) অফিসে আগুন লাগিয়া যায়। অফিসের চালটী খড়ের ছিল বলিয়া উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে, নারকেলডাঙ্গা মহকুমার রেলপথের স্থাপত্যবিভাগের সমস্ত কাগজ-পত্র পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এক্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে তিন শতের অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। পূজা উপলক্ষে ১০ই অক্টোবর হইতে এক পক্ষ কালের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বৈঠক মুলতুবী হইয়াছে। [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] আছে যে, গত বৎসর [illegible] এক মামলার [illegible] আরম্ভ হয়।

মিঃ জামাল মহম্মদের উক্তি

মাদ্রাজ হইতে সংবাদ যে, দক্ষিণ ভারত বাণিজ্য সমিতি ভারতের রাজস্ব সচিবকে জানাইয়াছেন—ভারত হইতে বিস্তর স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন কিন্তু ভবিষ্যতে ভারত হইতে স্বর্ণ যাহাতে আর রপ্তানী না হয় তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের সতর্ক থাকা উচিত। যে পরিমাণ স্বর্ণ ভারতে আছে, সেন তাহাতেই থাকে।

স্বর্ণের বহির্গমন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, ৯ই অক্টোবর অপরাহ্ণে মাদ্রাজ [illegible] হলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ জামাল মহম্মদ এম, এল, এ ভারত সরকারের বিনিময় ও কারেন্সি নীতির এবং ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার সম্বন্ধ স্থাপনের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, উক্ত নীতি অবলম্বনের ফলে ভারত আমদানী ব্যবসায় [illegible] রপ্তানীর ফলে নষ্ট হইবে। তিনি টাকার ১৮ পেন্স [illegible] বিক বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, মুদ্রা যদি স্বাভাবিক সামঞ্জস্য [illegible] দেশের স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া [illegible]।

রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

এই মর্ম্মে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মাইতির পুত্র রাজবন্দী শ্রীযুত [illegible] মাইতি গত সপ্তাহে [illegible] গ্রাম [illegible] শীঘ্রই মেদিনীপুরে আগমন করিবেন

মশক নিবারণের পন্থা

উঁচু [illegible] হইতে 'প্যারিস গ্রীণ' নামক পদার্থ ছড়াইয়া মশক ধ্বংস করিবার পরীক্ষা চালাইতেছে। ইটালী ও মার্কিন মুলুকে নাকি এই উপায়ে মশক ধ্বংস করা হইয়াছে, পরীক্ষা সফল হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। সম্প্রতি দমদমার উড়োকলের আড্ডা হইতে এক উড়োকল লইয়া, কলিকাতার দক্ষিণে মাঝেরহাট নামক স্থানে 'প্যারিস গ্রীণ' ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গার্ডেনরীচ 'ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সমিতি'র উদ্যোগে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, পোর্ট কমিশনারগণ এবং মার্কিন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানী ইহাতে অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই পরীক্ষার ফল কিরূপ হয়, তাহা জানিবার বিষয়। সহর কলিকাতাতেও এই প্রথায় মশক ধ্বংস করা চলিবে না কি? মাঝেরহাটের মাঠের মধ্যে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, জনাকীর্ণ কলিকাতার উপর তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। জনাকীর্ণ কলিকাতার উপর তাহা সম্ভবপর হইবে কি? মশক মারিবার জন্য কেন্দ্রে কেহ কেহ মশক ধ্বংসের বাহিনী গঠন করিতেছেন। দেখা যাউক, তাঁহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মশকবংশ ধ্বংস করেন।

থানাতল্লাসে বারুদ ও খালী টোটা

[illegible] অক্টোবর প্রত্যূষে [illegible] রাজবাড়ী সংবাদ সম্মিলিত সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত হরিপদ ভৌমিকের বাটীতে রাজবাড়ী থানার দারোগা শ্রীযুত [illegible] বড়ুয়ার নেতৃত্বে কতিপয় সশস্ত্র কনষ্টেবল খানাতল্লাস করিতে আসে। হরিপদ বাবু যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার এক কোণে গোবরের গাদায় তল্লাস করিতে করিতে তাহার মধ্য হইতে কাগজে জড়ান একটী ছোট বাণ্ডিল [illegible] বন্দুকের বারুদশূন্য টোটা কিছু বারুদ, দুই তিন টুকরা কর্ক পাওয়া যায় এবং শ্রীযুত নীরদবন্ধু দাস কর্তৃক হরিপদ বাবুর নিকট লিখিত ৩ পাতার একখানা চিঠি পাওয়া যায়। হরিপদ বাবুর স্যুটকেসে [illegible] ২টী জাতীয় গান পাওয়া যায়।

হরিপদ বাবুকে দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবাড়ী থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রায় ৪ ঘণ্টার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য উকীল শ্রীযুত [illegible]চন্দ্র বসু একশত টাকার জামিন হইয়াছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল

[illegible] ইউনিয়নের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নরেশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে [illegible] মেডিক্যাল মেসে ছাত্রদের এক সাধারণ সভার অধিবেশন বসিয়াছিল।

চৌধুরী গোলাম কাদের ছাত্রদিগকে সঙ্কল্পে অটল থাকিতে বলেন। বি, পি, এস এর স্থানীয় শাখার সভাপতি শ্রীযুত রাসবিহারী চৌধুরী বলেন, কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালী ব্যবহারে ছাত্ররা যেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দেয়। মৌলবী আলিউল্লা [illegible] বলেন, বর্ত্তমান সংগ্রাম জগতে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র ছাত্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য ইহাতে যেন সাম্প্রদায়িক ভাব কিছু আনয়ন করা না হয়। জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, ছাত্ররা যেন নির্ভীকভাবে কোনরূপ প্রলোভনের বশবর্ত্তী না হইয়া [illegible] সঙ্কল্পে অটল থাকে। তবে এ সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংস ভাবেই চালান উচিত। অতঃপর সভাপতি ২ জন ছাত্র কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়গুলির আলোচনা করেন।

রাজসাহীতে কংগ্রেস গ্রেপ্তার

১০ই অক্টোবর অপরাহ্ণে স্থানীয় ভুবনমোহন পার্কে এক সভা হইবে বলিয়া স্থানীয় কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল। ঐরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, বাঁবকুৎসা নামক স্থানে জমিদারগণের সহিত স্থানীয় প্রজাগণের যে বিরোধ চলিতেছে, সে সম্বন্ধে জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও অপর বক্তাগণ ঐ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কিন্তু সভারম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীযুত লাহিড়ীকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৮ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়, তৎপর আরও চারিজন কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল গ্রেপ্তার সত্ত্বেও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রের সভাপতিত্বে ঐ সভা হইয়াছে

ভগৎ সিং ও রাজগুরুর মূর্ত্তি বিক্রেতা অভিযুক্ত

গঙ্গাধর ওরফে বিলায় নামে এক ব্যক্তির কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে সদ্ভাবে থাকিবার জন্য জামীন মুচলেকা না দেওয়ার জন্য জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে। ৯ই অক্টোবর তাহার একদফা শুনানী হইয়াছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গঙ্গাধর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভগৎ সিং ও রাজগুরুর মূর্ত্তি বিক্রয় করিতেছিল

—ভূপতিত এক জন য়ুরোপীয় সৈন্যের একটা হাত বোমায় উড়িয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম হাঙ্গামার তদন্ত

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ডবলিউ, এইচ, নেলসন চট্টগ্রাম হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। তিনি প্রায় ৭০ জনের সাক্ষ্য ইতোমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে।

মানবেন্দ্র রায়ের মামলা

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মামলা সম্বন্ধে গত ৮ই অক্টোবর প্রদত্ত কয়েকটা সংবাদ ঠিক নহে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত মানবেন্দ্র রায় তাঁহার জবানবন্দী টাইপ করিবার জন্য একটি টাইপ-রাইটার চান। আদালত সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তিনি তাঁহার মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান শুনানী বন্ধ রাখিতে বলেন। আদালত ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

মুসলিমদলে বিরোধ নাই

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ডাঃ শাফাৎ আমেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোল-টেবিল বৈঠকের মুসলিম সদস্যগণ [illegible] একযোগে নীতি অনুসারেই কার্য্য করিতেছে। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় যাহাতে উদ্বিগ্ন না হয়েন এই হেতু তিনি আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন মুসলিম সদস্যরা বিলাতে আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছেন। মাননীয় আগা খাঁর প্রতি সদস্যরা নির্ভরশীল আছেন। স্যার আলী ইমাম যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে তিনি প্রকৃত রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন। মুসলিম দলে কোন মতভেদ নাই

টেলি— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচষ্পতি [১৯২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

গত ৯ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর রাণাঘাট অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর অন্তর্গত স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী সমূহের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন আগামী ১৭ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনে তাঁহাদের স্ব স্ব কমিটি হইতে প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা প্রেরণ করেন।

ভারতবর্ষ স্বরাজের অযোগ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা স্থির করিবার জন্য কয় দিন ধরিয়া ছুটাছুটির পর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিনিধিদের মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তি আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সুযোগ পাইয়া বিলাতের সংবাদপত্রগুলি ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের অযোগ্যতা সম্বন্ধে আবার উপদেশ সুধা বর্ষণ করিতেছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে গান্ধীজীর আবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

সুভাষ বাবু মুক্ত

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

ঢাকা মেডিকেল স্কুল

শ্রীযুত সুভাষ লাহিড়ী গ্রেপ্তার

বহুগ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন

জন্মতিথিতে গান্ধীজীর বক্তৃতার সারকথা

সিরাজগঞ্জে ভীষণ চুরি

রাজবন্দীগণের মুক্তির সম্ভাবনা

ম্যাচ কোম্পানীতে চুরি

গান্ধীজীকে যুক্তরাজ্যে নিমন্ত্রণ

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

ভাস্ লাহিড়ী গ্রেপ্তার

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ভুবনমোহন পার্কে এক জনসভা হইবে বলিয়া স্থানীয় কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হয়। বৃকুৎসায় প্রজা ও জমিদারের সভা সম্বন্ধে যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বক্তৃতা প্রদান করিবেন বলিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুত লাহিড়ীকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। ইহা সত্ত্বেও সভা হয় এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ঢাকা মেডিকেল স্কুল

শ্রীযুত নরেশচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে গত ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ইউনিয়ন মেসে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণের পুনরায় এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মদন মোহন ভৌমিক, শ্রীযুত বীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীযুত রাসবিহারী চৌধুরী প্রভৃতিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত ডেপুটেশনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এ বিষয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

মজিহারী হইতে প্রকাশ যে, সাগাউলি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী মাধোপুরে গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের কেন্দ্র, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক গত ৯ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫ টার সময় খোলা হয়, জেলার বহু কর্ম্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর জন্মদিবস উপলক্ষে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৩৫০০ টাকা মূল্যের খদ্দর বিতরণ করেন। অতঃপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কাশী
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ধানবাদ

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্যীযোত্তম, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবর্দ্ধন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযশোধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
রক্ষক—শ্রীমুরারিরক্ষ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।
রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীচারুকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।
সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
রক্ষক—শ্রীপশুপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীহরিচরণ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া
এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মাধবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকমলপদ

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ... কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ... তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ... প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী ..., অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম ... অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ... সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ... স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ... শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া ... হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও ... পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ... পরিচ্ছেদ-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ... স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ... সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ... প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ... অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

... জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ... শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-... বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ... ক্রাউন চৌপেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ... প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ...। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

... গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ... হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ... কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী ... ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ... ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী ... ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-... ভাষাভাষ্য...। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ... গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ... বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ ... ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবাদিধ্বান্ত-বক্তমালার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভব্যবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তাত্র মচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয়

উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ... আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-... জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ... নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ-বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, ... ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও ... পত্রিকা সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও ... সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ... অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বহুগ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, লৌহজঙ্গ ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ শীঘ্রই পদ্মার কবলে পতিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এই বৎসরে সাতঘাটি, [illegible], বালকুড়িয়া কাজির পোতা প্রভৃতি গ্রামসমূহ পদ্মার গর্ভে ইতোমধ্যে বিলীন হইয়াছে। [illegible] বৎসর দেশে দারুণ হাহাকার উপস্থিত, তদুপরি নদীর এই ভাঙ্গনে গৃহহারাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। নদীর ভাঙ্গন এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, কেহই কোন জিনিসপত্র রক্ষা করিতে পারে নাই। লৌহজঙ্গ পুলিশ থানাটি নদীতে ভাসিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে ফ্লাটের মধ্যে থানার কাজ হয়। লৌহজঙ্গ হইতে নদীর দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত, খুব সম্ভব শীঘ্রই [illegible] পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে।

সিরাজগঞ্জে ভীষণ চুরি

গত ৭ই অক্টোবর রেলওয়ে [illegible] নিকট শ্রীযুক্ত [illegible] দাস নামক একজন কয়লা ব্যবসায়ীর গুদাম হইতে ১৫০০ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে।

পুলিসকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে চোর ধরিতে বিলম্ব হয়, পরে থানার [illegible] মধু মালো [illegible] বাজারে কিছু জিনিস [illegible] বিক্রয় করিতে গেলে মহম্মদ [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহাকে সন্দেহ করে। সে তাহাকে ধরিতে আসিলেই মধু দৌড়াইতে আরম্ভ করে।

[illegible] ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। প্রকাশ, তল্লাস করিলে তাহার কাছে [illegible] হইতে ৫৭৩৮/০ আনা পাওয়া গিয়াছে এবং সে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীর গ্রেপ্তারের জের

১২০ নং হ্যারিসন রোডস্থিত নদীয়া [illegible] [illegible] গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার ২টার সময় পুলিশ সহকারী [illegible] [illegible] যায়। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীর [illegible] সম্পর্কে উক্ত [illegible] [illegible] প্রয়োজন অনুভব করিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীযুক্ত [illegible] বাড়ীও ঐ সময় খানাতল্লাস হয়।

বিমলপ্রতিভা দেবী গ্রেপ্তারের রাত্রি আন্দাজ ৩টার সময় পুলিশ সাহেব বহু সশস্ত্র পুলিশ সহ বেঙ্গল বার্ম্মিং ও ট্রেডিং কোম্পানীতে ৪।৫ ঘণ্টা যাবৎ খানাতল্লাস করে। কোম্পানী ডিরেক্টর আফিসে উপস্থিত ছিলেন না। ছোট দারগা বাবু ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাগজ পত্র সব লইয়া [illegible]। পুলিশ কোম্পানীর [illegible] থানায় লইয়া গিয়া তাহাকে নানারূপ জিজ্ঞাসা করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

উড়িষ্যায় সভা

[illegible] এম, এল, এ, ও উড়িষ্যার [illegible] নেতা শ্রীযুক্ত [illegible] দাস গত ৭০ তারিখে [illegible] আগমন করিয়া সন্ধ্যার সময় [illegible] হলে একটী বক্তৃতায় [illegible] সীমা নির্দ্দেশক কমিটীর সম্বন্ধে উড়িয়াদের দাবী উত্থাপনের উপায় সম্বন্ধে বলেন।

কমিটীর সম্পর্কে অভ্যর্থনা করিবার [illegible] অঞ্চলে উড়িষ্যার [illegible] লোকমত গঠন করিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি অন্যূন ৩০,০০০ টাকা চাঁদার জন্য আবেদন করেন। এবং তাহা সংগ্রহের জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। উপস্থিত ডাক্তার [illegible] বাঙ্গালীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে, নূতন প্রদেশে তাঁহাদের বর্ত্তমান অপেক্ষা [illegible] সুবিধা হইবে। জনৈক [illegible] বাঙ্গালী উকিল সে বিষয়ে [illegible] প্রকাশ করিয়া বলেন যে, [illegible] [illegible] সম্বন্ধে উড়িয়াদের মনোভাব [illegible] উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, [illegible] কলেজে ছাত্রদিগের জন্য দুইরূপ ব্যবস্থা আছে, এ বৎসর কোন উড়িয়া প্রার্থী না থাকাতে একটী [illegible] বাঙ্গালী [illegible] উহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উড়িয়ারা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন; [illegible] বাবু বলেন যে ইহা সত্য হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

ম্যাচ কোম্পানীতে চুরি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, বার্ম্মা ম্যাচ কোম্পানীতে ১৮,৫২০ টাকা চুরি হইয়াছে—বলিয়া ১০ই অক্টোবর সকাল বেলা পুলিসে জানান হইয়াছে। সিন্দুকের মধ্যে হইতে ১৮৫২০ টাকার নোট অপহৃত হইয়াছে। নগদ ২০০০ টাকা ছিল—তাহা অপহৃত হয় নাই।

গান্ধীজীকে যুক্তরাজ্যে নিমন্ত্রণ

আমেরিকার যুক্তরাজ্য পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজীকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি ছোট ভারতবর্ষীয় বালিকা আগামী সপ্তাহে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। তাহাদের নাম মণিময় ঘোষ ও লীলাবতী। প্রথমটীর বয়স সাত বৎসর ও দ্বিতীয়টীর বয়স চার বৎসর। বালিকা দুইটীর পিতা ভারতীয় জাতীয় মহাসভার মার্কিণ শাখার সভাপতি। তিনি লণ্ডন গমনের উপযোগী পাসপোর্ট না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহার কন্যা দুইটীকে পাঠাইতেছেন।

জন্মতিথিতে গান্ধীজীর বক্তৃতার সারকথা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজীর জন্মতিথিতে মিঃ [illegible] একওয়ের সভাপতিত্বে যে সম্বর্দ্ধনা সভা হইয়াছিল তাহাতে ভারতের স্বাধিকারলাভ সম্বন্ধে বক্তৃতায় নিম্নলিখিত ভাব প্রকাশ করিয়া-

আমি ইংলণ্ডের কাছে দুইটী জবাব চাই। প্রথমতঃ, ইহা কি সত্য নয় যে, ভারত আজ পৃথিবীর মধ্যে দীনতম—কোটী কোটী লোক ইহার বৎসরের মধ্যে ছয় মাস অলস জীবন যাপন করে?

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও কি সত্য নয় যে, ভারতকে নিরস্ত্র করিয়া ক্লীব হইতে বাধ্য করা হইয়াছে?

বৃটিশ শাসন অন্তিমে কুশাসনে দাঁড়াইয়াছে ইহা প্রমাণ করার প্রয়োজন আমার নাই। সুশাসন হউক আর কুশাসনই হউক, ভারত যে অবিলম্বে মুক্তির অধিকারী ইহা বলিলেই আমার যথেষ্ট বলা হবে।

রাজবন্দীগণের মুক্তির সম্ভাবনা

সম্প্রতি বাঙ্গালার লাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাতে লাট বাহাদুর এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজবন্দিগণ ভবিষ্যতে কোনরূপ বিপ্লবাত্মক কার্য্যে যোগদান করিবেন না। যদি এইরূপ নিবৃত্তি প্রদান করেন তাহা হইতে তিনি তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহিত ও লাট বাহাদুর কলিকাতায় কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন—তাঁহার সহিতও অনুরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে কি না—তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

মুসলিম রাজ্য ভারতে দুর্গস্বরূপ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, স্যার মহম্মদ ইকবাল এক পত্রে লিখিয়াছেন—"ভারতের কোন মুসলমান যাঁহার একটুও [illegible] জ্ঞান আছে তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন না যে বৃটিশ জাতি সঙ্ঘের বহির্ভূত থাকিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি বা একাধিক মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হউক।" তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভায় সভাপতিরূপে মুসলমান প্রদেশ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নেহরু ও সাইমন রিপোর্ট অনুসারে ভারতকে সম্প্রদায়বিশেষের স্বত্ব হিসাবে বণ্টন করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

পরিশেষে তিনি মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কতকগুলি সুগঠিত মুসলিম রাজ্য স্থাপন করিলে তদ্দ্বারা ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুর্গ রচনার কার্য্য হইবে এবং তাহা হইলে এশিয়ার ক্ষুধার্ত্ত অধিবাসীরা আর উপদ্রব করিতে পারিবে না।"

কিরণ দে প্রমুখ—৫ জন মুক্ত

জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ যে, গত ১০ই অক্টোবর রাত্রিতে মেলান্দহ থানার অন্তর্গত দরমুটে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে পুলিস মোক্তার শ্রীযুত বিপ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত, মুক্ত আটক আসামী কিরণচন্দ্র দে, সুরেশচন্দ্র দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া [illegible] কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। পুলিস বিপ্রবাবুর পুত্র ও [illegible] কর্ম্মী শ্রীযুত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র দে ও তাঁহার ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্র দে, বিদ্যালয়ের ছাত্র সুশীল উপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীযুত চন্দ্রের জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া পুলিস পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সুভাষ বাবু মুক্ত

গত ১২ই অক্টোবর গভীর রাত্রিতে টেলিফোন যোগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি রাত্রি সাড়ে নয়টায় [illegible] হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি পুনরায় জলপাইগুড়ি অভিমুখে গমন করিবেন ও শ্রমিক সভায় বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিবেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩

গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন

স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর উক্তি

স্বরাজ লাভের উপায়

শৃগালের বিবরে আত্মগোপন

শিখ নেতাদের তার

বৈঠকের ভবিষ্যতে বিলাতী পত্র

চীন-জাপান সমস্যা

পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা

ব্রহ্মের গোল টেবিল

গান্ধীজী আবার পল্লীবাসে

নানা কথা

গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন

রাষ্ট্রসংঘ গঠন সাব কমিটীর অধি-বেশনের সম্ভাবনায় ১২ই অক্টোবর প্রাতে [illegible] প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া [illegible] কর্ত্তৃক প্রচারিত অন্যান্য বিষয় [illegible] আলোচনা করেন। সম্মিলিত [illegible] ক্ষমতা ও কার্য্য সম্বন্ধেই আলোচনা প্রধানতঃ চলে।

গান্ধীজী চিচেষ্টার হইতে মোটরে [illegible] আসিয়াছেন।

পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা

[illegible] হইতে প্রকাশ যে, স্বর্গীয় [illegible] সেনের দেওয়ালে পুলিস [illegible] লটকাইয়া দিয়াছে যে, বঙ্গীয় [illegible] সংশোধিত আইনের ৬ ধারা [illegible] হরিপদ সেনকে আগামী [illegible] তারিখে বরিশালের অতিরিক্ত [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির [illegible] হইবে। পাঠকবর্গের বোধ হয় [illegible] আছে যে, মেছুয়া বাজার মামলা [illegible] পাইবার অব্যবহিত পরেই [illegible] বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত [illegible] অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩ [illegible] জুলাই মাসে তাহার মুমূর্ষু পিতাকে [illegible] জন্য তাহাকে সাময়িক ভাবে [illegible] জন্য ছুটি দেওয়া হয়, সে [illegible] তত্ত্বাবধানে বরিশাল আগমন [illegible] ২৫ জুলাই তাহার পিতার মৃত্যু [illegible] ১০ই জুলাই রাত্রে হরিপদ [illegible] অজ্ঞাতসারে নিরুদ্দেশ হয়। প্রকাশ, সে পিরোজপুরে একবার গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু পুলিসের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় সুযোগ পাইয়া পলায়ন করে। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

স্বরাজ লাভের উপায়

গত ৯ই অক্টোবর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তিনি নিয়াদগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সারকেল কংগ্রেস কমিটী জহরলালজীকে অভিনন্দনে নব্য ভারতের আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তরে পণ্ডিতজী শ্রোতৃবৃন্দকে সর্ব্বদা অহিংসার ভাব রক্ষা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, দেশের লোকের ত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট বরণের মধ্য দিয়াই স্বরাজ আসিবে; কাজেই সকলে যেন দেশের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকেন।

গান্ধীজী আবার পল্লীবাসে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ১০ই অক্টোবর গান্ধীজী তাঁহার দ্বিতীয় সপ্তাহ-শেষ আর একটি গির্জ্জার জন্য প্রসিদ্ধ সহরে চিচেষ্টারে অতিবাহিত করিতেছেন। সার প্রভাশঙ্কর পট্টনি, মিস মুরিয়েল লেষ্টার, শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী, মিস মীরা বেন ও ১ জন সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে মেরো মোটরে তিনি তথায় ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে যাইয়া পঁহুছেন। গান্ধীজী বিশপের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সার প্রভাশঙ্কর ডীন মিঃ ক্যাম্বেলের নিকট অবস্থান করিবেন। রাত্রিতে ডীন ও মিঃ চ্যাপটার গান্ধীজীর সহিত আলাপ করিবেন। বিশপ আভিজাত্যের চার্চ্চ পীস্ য়ুনিয়ন ব্যাপারে এবং সকল জাতির লোকের মিলনের শুভেচ্ছায় বৃদ্ধিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। সে জন্য গান্ধীজীর আদর্শও তাঁহার নিকট বিশেষ প্রিয়।

১১ই অক্টোবর প্রাতঃকাল গান্ধীজী চিচেষ্টারে বিশপের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে অতিবাহিত করেন।

অপরাহ্নে তিনি মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজের সহিত বগনর যান ও "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেনের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ সি. পি. স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সন্ধ্যাকালে তিনি ডীনের সহিত চিচেষ্টার ক্যাথিড্রালে (গীর্জ্জায়) উপাসনায় যোগদান করেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরক্ষক পুরী	কাশী
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিসুধাকর শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ধানবাদ

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অশান্ত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি দাস। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াল দাস, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, চরণ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কাব্যতীর্থ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫ , শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিদাস ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী নন্দপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজী সেবধারিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, কাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২০ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ শুক্রবার   ১৯৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২০শে আশ্বিন ৭ই অক্টোবর বুধবার [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ [illegible] মহারাজ [illegible] শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে [illegible]ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] প্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, [illegible] জগদ্গুরুরূপে লোকশিক্ষার [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এই [illegible] শ্রীনারদ [illegible] করিয়াছেন, যাহা [illegible] বর্ণন [illegible]ছেন,—

[illegible] নিজ ভক্তগণের প্রতি উক্তি।
[illegible] সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
[illegible] কার পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
[illegible] কাক করিয়া যতনে।
[illegible] তুলি কাক দেনত আপনে॥
[illegible]মৃত্তিকা কাহারও দেন করে।
[illegible] কোনদিন চলে কারও ঘরে॥
[illegible] হায় হায় করে।
"কি কর কি কর" তবু বিশ্বম্ভর করে॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
[illegible] দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ খঃ ২য় অঃ

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ চৈতন্য-ভাগবত হইতে বুঝাইয়া দেন যে, বৈষ্ণবের গৃহে দাসদাসী, এমন কি কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণও পরম সৌভাগ্যের কথা। কারণ দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণ যে বিষ্ণুপাদপদ্মের বিন্দুমাত্র কৃপার ভিখারী, সেই দেবদুর্লভ চরণ-কমল শ্রীবাসের দাসদাসীগণের মস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্পণ করিয়াছিলেন।

অজ ভবে যারে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাসদাসী তারে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায়॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাঙ্কপূত স্থান কৈবর্তপাড়া গ্রাম নিবাসী কতিপয় ভদ্রলোক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদ-রমণজীর শ্রীমূর্তি দর্শন ও শ্রীহরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আগমন করেন।

মঠরক্ষক প্রভু তাঁহাদের নিকট মানব জীবনের সুদুর্লভত্ব, অনিত্যত্ব ও অর্থদত্বের কথা বলিয়া, কি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী, কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র, কি ধনী-নির্ধন, কি সুস্থ অসুস্থ, সকল মানবেরই জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীহরিনামসেবা করাই যে একমাত্র কর্তব্য তাহা কীর্তন করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দ মঠসেবকগণ কটক চৌধুরী বাজার গোপালজী লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা ও মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে মহাজন পদাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন। সেবকবৃন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্মরণ ও বন্দনা করিয়া তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলী কীর্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে মহামন্ত্র কীর্তন হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কপিলের ভাবে শ্রীশচী-মাতাকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীকে বলিয়া-ছেন—কৃষ্ণ, কৃষ্ণনামাদি, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণভক্তি সত্য এবং যে শাস্ত্রে কৃষ্ণ-কার্ষ্য ও কৃষ্ণভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই শাস্ত্রই সত্য।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—

কৃষ্ণ সেবকের মাত্র কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

উপর্য্যুক্ত পয়ারের ব্যাখ্যামুখে যাহা কথিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

সমস্ত জীববৃন্দের পালনকর্তা ও রক্ষা-কর্তা কৃষ্ণ, তাই তিনি সমস্ত পিতৃগণেরও পিতা অর্থাৎ জগৎপিতা। যে ব্যক্তি সেই কৃষ্ণ ভজন না করে সে পিতৃদ্রোহী। পিতৃদ্রোহী ব্যক্তিগণই চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইতেছে।

আজ এই জগৎবাসী বিভিন্ন প্রকারে রোগে শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতিতে পীড়িত হইতেছে, প্রজা রাজা কর্তৃক নানা প্রকারে উদ্বেগ পাইতেছে, প্রজাগণ সুখের কল্পনায় রাজদ্রোহ করিতেছে, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, মহামারী প্রভৃতি হইতেছে, জীবের ভগবদ্বিস্মৃতিই ইহার মূল কারণ।

ভগবদ্-বিমুখ অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ ভগবদ্সেবা বাদ দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া বিপুল চেষ্টা করিলেও কোন দিন জগতে নিত্য শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে না এবং অনাদি কাল ধরিয়া চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেহ পারে নাই, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

আবার কৃষ্ণৈকশরণ ভগবদ্ভক্তকে কৃষ্ণ সর্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, তাই তাঁহাদের কখনও বিনাশ হয় না। পারমার্থিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এরূপ উদাহরণও আমরা অনেক দেখিতে পাইব। প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হিরণ্যকশিপু ভক্তরাজ বালক প্রহ্লাদকে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও বিনাশ করিতে পারে নাই; সুতরাং আমরা যদি জগতের নিত্য [illegible] নিত্যশান্তি-নিত্যমঙ্গল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি তবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়-দয়ার কথা বিচার করা আবশ্যক।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

সেই সে বিজ্ঞার বল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এস, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শৃগালের বিবরে আত্মগোপন

কান্দী হইতে প্রকাশ যে, সীতানাথ দাস নামক জনৈক নামজাদা ডাকাতকে গত ১১ই অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সীতানাথ পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া গত ছয় মাসকাল এক শৃগালের গহ্বরে আত্মগোপন করিয়াছিল। মালিনী দাসী নাম্নী একজন গোয়ালিনী সীতানাথকে মাঠের মধ্যে খেজুর গাছের নীচে শৃগালের গহ্বরে লুকাইয়া থাকিতে দেখিয়া সীতানাথের সকল সংবাদ পুলিসকে জানায়। পুলিস সীতানাথকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন

গত ১০ই অক্টোবর মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত প্রমথকুমার সাহা, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র আঢ্য, শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত অতুল চন্দ্র দে, শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার দাস শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দত্ত, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র সরকার, অনারেবল মহম্মদ সুরবর্দ্দী ও মৌলভী মহম্মদ হোসেন।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্পেণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, বুলন্দসহরের অন্তর্গত খুরজা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ২ বৎসরের জন্য সম্পেণ্ড করিয়াছেন।

বোর্ডের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছিল। বোর্ড সন্তোষজনকভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছিল না, সুতরাং বর্ত্তমান বোর্ডের কার্য্য চলিতে দিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যায় করা হইত।

কড়েয়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

গত ৭ই অক্টোবর রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ছয়জন পাঞ্জাবী একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া কড়েয়ার পান্ডব রোডে এক মুদির দোকানে গিয়া উপস্থিত হয়। উহাদের মধ্যে একজন প্রথমে মুদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। দোকানীকে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত দেখিয়া অপর একজন ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া অকস্মাৎ লাঠি লইয়া দোকানীকে আক্রমণ করে। দোকানী আহত হইয়া ভূপতিত হইলে ডাকাতেরা ক্যাসবাক্স লইয়া ট্যাক্সি চড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে। পল্লীর লোকজন ডাকাতের অনুসরণ করিলে ডাকাতগণ গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। পুলিস এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করিয়া চড়কডাঙ্গা রোডের এক মোটর গ্যারেজে উপরোক্ত ট্যাক্সিচালক দাসিংকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের গোল টেবিল

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে ২৯শে সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, ব্রহ্মদেশ সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকিবার জন্য যে সকল ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের পরে আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে নিম্নলিখিত আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে—থো কিন সিং, হউ বা সে এবং থাবাব ড৷ কয়েক জন।

হি পর এবং ইমাং ক্লুহয়ের সাওবয়ার সহিত উত্তর সানউইন সাওবওয়া এবং কেং তাংএর সাওয়া পরামর্শদাতারূপে উপস্থিত থাকিবেন।

মিঃ জে, এ, উডহেড ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন। সার এস, এ, স্মাইথ এবং মিঃ টি, লিষ্টার ব্রহ্ম সরকারের পক্ষ হইতে বৈঠকে যোগ দিবেন।

চীন-জাপান সমস্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ম্যাঞ্চুরিয়া লইয়া চীন ও জাপানের মধ্যে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে চীন জাপানের নিকট এই মর্ম্মে এক দ্বিতীয় দাবী উপস্থিত করিয়াছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে রেলওয়ে অঞ্চলের জাপানী সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইতে হইবে।

জাপানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাও চীনে জাপানী পণ্য বয়কট আন্দোলন দাবী করিয়া জাপানের এক পত্র মার্কিণ সরকারের নিকট প্রদান করা হইয়াছে।

ম্যাঞ্চুরিয়ায় বৈদেশিকদের উপর যে অত্যাচার করা হইতেছে, ম্যাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা চ্যাং শিউলিয়াং তাহা দমন করিতে না পারায় তাঁহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের এক দাবী জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন, ঐ বিষয় লইয়া তুমুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জাপানের বৈদেশিক বিভাগ সামরিক বিভাগের দাবী সমর্থন করেন নাই। বৈদেশিক মন্ত্রী ব্যারণ শিদেরা খুব শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন বলিয়াই মনে হয়।

বৈঠকের ভবিষ্যতে বিলাতী পত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, সংখ্যা-বহুল হিন্দু সম্প্রদায় অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের তুলনায় স্পষ্ট অধিক আসন পাইবেন—এ দাবী গান্ধীজী পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক অচল থাকিয়া যাইবে। গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয় নীতির সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ শাসন-বিধি রচনার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা।

"সাণ্ডে টাইম্‌স্‌ বলিতেছেন, প্রধান সংখ্যাল্প দলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের ভিত্তি ভিন্ন, কাজের মত কাজ কিছু করা যাইবে বলিয়া যদি ভারতীয় প্রতিনিধিরা এখনও বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবেন। সেরূপ চেষ্টা করিলে গোলযোগ বাধান হইবে। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করিতে পারা পর্য্যন্ত শাসন বিধি রচনার চেষ্টা করিতে যাওয়া ব্যর্থতায় পরিণত হইবে।

কাশ্মীর মুসলমানদিগের প্রতি অনুরোধ

মিরওয়েজ মহম্মদ য়ুসুফ গত ৯ই অক্টোবর অপরাহ্ণে জুম্মা মসজিদে সমবেত মুসলমানদিগকে অনুনয় করিয়া বলেন, কাশ্মীর রাজ্যের ভিতর এবং বাহির হইতে যাঁহারা আমাদিগকে সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা যেন আর কোনও দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত না হন, এবং মুসলমানদিগের দাবী দাওয়া দাখিল করিতে গিয়া রাজ্যের যাহাতে অসুবিধা হয় এমন কোনও কার্য্যে সংশ্লিষ্ট না হন।

তারপর মির য়ুসুফ বলিয়াছেন মুসলমানদিগের দাবী দাওয়া, কতকগুলি আপদ বিপদ ঘটায় এ পর্য্যন্ত দাখিল করা হয় নাই। মহারাজ এবার রাজনৈতিক বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেওয়ায় মুসলমানদিগের অনেকটা দুঃখ কষ্ট প্রশমিত হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই মুসলমানদিগের দাবীর তালিকা মহারাজের সমীপে দাখিল করা হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, মহারাজা সুমনা হইয়া যেন তাঁহার মুসলমান প্রজাবর্গের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করেন এবং তাঁহার প্রতিকারে যত্নবান হন। মহারাজ পরম ধার্ম্মিক এবং ন্যায়ের পক্ষপাতী প্রজার দুঃখে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইবে।

স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ন্যাশনাল লেবার ক্লাবের অভ্যর্থনা সভায় মিঃ হেণ্ডারসন গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, নির্ব্বাচনের পর গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিরা শাসন সংস্কার সংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং বৈঠকের সন্তোষজনক অবসান ঘটাইবেন।

গান্ধীজী বলেন, আমাদের স্বাধীনতার জন্য যদি আমাদিগকে দশ লক্ষ জীবন দান করিতে হয়, তাহা হইলেও আমি তাহা বিশেষ কিছু বলিয়া মনে করিব না। আমি আশা করি, কংগ্রেস অহিংসা ও সত্যের পথেই বরাবর আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন। একটি জীবন কি দশ লক্ষ জীবন, যাহাই আমাদিগকে দিতে হউক, আমি আশা ও প্রার্থনা করিতেছি, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হইবে যে, ভারতবর্ষ রক্তপাত না করিয়াই তাহার স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়া তাহাতে সাফল্যলাভ করে।

শিখ নেতাদের তার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ যে, গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং লণ্ডন হইতে ভারত সার সুন্দর সিংহের নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছিলেন।

"আপোষে মিটমাটের কথাবার্ত্তা বিশেষভাবে চলিতেছে। আপনাদের মতামত জানাইবেন। নেতা ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিবেন।"

এই তার প্রাপ্ত হইয়া শিখ নেতাদের এক বৈঠক বসে। পরে সর্দ্দার উজ্জ্বল সিংহের তারের নিম্নলিখিত উত্তর প্রেরিত হইয়াছে—

"নেতা ও বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে। পঞ্জাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য আইনগত প্রাধান্য কোন মতেই গ্রহণীয় নহে। আমরা যে পার্সেণ্ট দাবী করিয়াছি, তাহার কোন অংশ কম হইলে শিখরা সন্তুষ্ট হইবেন না। মধ্যস্থদের নাম জানিতে না পারিলে উহা গ্রাহ্য হইবে কি না তাহা বলা যায় না।"

চৈদি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মাসিক মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮, ১৭ই অক্টোবর ১৯৩১

পণ্ডিত জহরলালের উক্তি

সুভাষচন্দ্রের প্রতি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

জাপানের নূতন সঙ্কল্প

স্বর্ণ রপ্তানী অনেক হ্রাস পাইয়াছে

ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা

আবার অর্ডিন্যান্সে দুই জন যুবক

বে-আইনী আদেশ

বার্দ্দৌলীতে সরকারী তদন্ত

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

মিহির চট্টোপাধ্যায় দণ্ডিত

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

নানা কথা

পণ্ডিত জহরলালের উক্তি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন বলরামপুর ষ্টেটের এলাকাধীন কতিপয় গ্রামে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অশিষ্ট আচরণ ও অত্যাচার সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং তদন্ত করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এ দেশে যে এরূপ ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এ দেশে স্ত্রীলোকের সম্মান সুলভ হইয়া পড়িয়াছে এবং ষ্টেটের কর্ম্মচারিগণ ও পুলিসের লোকেরা অবজ্ঞাভরে তাহাদিগকে অপমান করিতে পারে। সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের সমুচিত দণ্ডবিধান করেন না, চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সত্য পরিহার করিবার চেষ্টা করেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

বারাকপুরের সদর মহকুমা হাকিম মিষ্টার ওয়ার্থ ১৪ই অক্টোবর তারিখে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন—

জগদ্দল থানার এলাকার মধ্যে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকায় আমি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে উক্ত থানার এলাকার মধ্যে গত ১১ই অক্টোবর হইতে ২ মাস কাল পর্য্যন্ত ফৌজদারী বিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রবেশ[illegible]রিতে নিষেধ করিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি।

জাপানের নূতন সঙ্কল্প

বিদেশী বস্ত্রের উপর অত্যধিক আমদানী শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় ভারতে দেশীয় কলের বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। বিদেশীয় বণিকরা বিশেষতঃ জাপানী বণিকরা সঙ্কল্প করিতেছেন যে, তাঁহারা সত্বরই ভারতে কাপড়ের কল ক্রয় করিয়া বা নূতন কল স্থাপন করিয়া এ দেশে বস্ত্র উৎপন্ন করিবেন।

গোয়েন্দার ঘরে গোয়েন্দা চোর

গোয়েন্দা বিভাগের কনেষ্টবল নলিনী মোহন ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বলে যে, সে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে তাহার অধীনে কাজ করিবার জন্য আসিয়াছে। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নলিনী ভট্টাচার্য্যকে বসিবার ঘরে রাখিয়া বেশ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কক্ষান্তরে গেলে নলিনী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রিভলভার লইয়া সরিয়া পড়ে। নলিনীর ভ্রাতা গোয়েন্দা বিভাগে সহকারী দারোগার কার্য্য করে। সে তাহার ভ্রাতা নলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়েন্দা বিভাগের কার্য্যালয়ে হাজির করিলে নলিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র-আইনের ১৯ (চ) ধারামতে এবং দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারামতে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ, এন, দত্তের এজলাসে মামলা চলিতেছে।

মাড়োয়ারী কর্ত্তৃক পিকেটার প্রহৃত

গত তিন মাস কাল যাবত ভুবনবাগানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলিতেছে। পিকেটিং-এর ফলে বিদেশী বস্ত্রের স্থানীয় ব্যবসায়িগণ তাহাদের মাল শীলমোহর করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা কংগ্রেসের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। দুই একখানি দোকানে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়ের চেষ্টা হইতেছে। পিকেটারগণও এই কার্য্যের বিরুদ্ধে আপনাদের কর্ত্তব্য পালনে তৎপর আছেন। প্রকাশ, ভজনলাল নামক জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী একজন পিকেটারকে মারপিট করিয়াছে। এই কার্য্যের ফলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কাশী
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ধানবাদ

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও সর্ব্বাঙ্গ ভক্ত্যাঙ্গাদিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মধুরিপু। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ ধীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, তারপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনবন্ধু নাথ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারকোরাদু, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, সেবকপ্রধান শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগদ্বীশপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীব্রহ্মসংহিতাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপশুপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীবল্লভ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীভূদেবেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) কানাইগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকমলাক্ষ

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী পয়ারসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্য শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, নাম, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible] ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুন্দরভাবে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ওঁ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত—উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী সংসারদাবানলতাপোদ্ধারিণী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বেদ-বেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ শঙ্করস্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রত্যেকের কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাজ্ঞ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপাদ বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীপন্যাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অনুবৃত্তি ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

জ্বরের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের [illegible] জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] [illegible] পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল

মফঃস্বল—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত-যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মসার!
কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!
কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মী প্রবর
ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত
অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব
যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,
তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন
পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শতকরা দশ টাকা হিসাবে বেতন হ্রাস

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, "বেতনের শতকরা দশ টাকা হিসাবে হ্রাসের প্রস্তাব ফায়নিষ্ট হয় নাই।" ইম্পীরিয়েল সেক্রেটারিয়েট এসোসিয়েশন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এসোসিয়েশন বলিতেছেন "শতকরা হার সমানভাবে ভাগ করা কর্ত্তব্য আরও এক কথা, এলাউন্স বা ভাতার টাকা হ্রাসের তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত নহে।"

এসোসিয়েশন স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন—"এসোসিয়েশন হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সম্পর্কে আপনার নিকট যাইবে। প্রতিনিধিগণ যাহা বলিবেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপনাকে শুনিতে হইবে।

ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা

ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা শ্রমণশিন আর্য্য মান্দালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতার জন্য দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। মান্দালয়ের পশ্চিম বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

কাঁথিতে কয়েকটি মামলা

কাঁথি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গোপীনাথপুর কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত পুলিনবিহারী মাইতি, বঙ্কিমকান্ত প্রধান ও গুণধর সাহু এক'দিন হিসাবে কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আর এক মামলায় দীঘার কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মালিক কোন দোকানের লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া জিনিষপত্র কাড়িয়া লইবার অপরাধে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অপর এক মামলায় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন শ্রীযুত [illegible] সাহু, কোন চৌকীদারের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু আনাজ কাড়িয়া লইবার অপরাধে ১০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আর ২ জন [illegible] কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা অনুসারে আনীত ১টি মামলা রুজু করা হইয়াছে।

স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা এই মামলা কয়টির বিবরণ নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাইয়াছেন।

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ

নিখিল ভারত শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতিরক্ষা ধনভাণ্ডারের অনুন্নত-সম্প্রদায় শাখার সম্পাদক গান্ধীজী এবং মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—'অনুন্নত সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহে না। বর্ণহিন্দের ভোটারদিগের তালিকায় [illegible] পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। ডাক্তার আম্বেদকরের প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই।

মিহির চট্টোপাধ্যায় দণ্ডিত

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ যে, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিবার অভিযোগে অভয় আশ্রমের শ্রীযুত মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা অনুসারে মামলা চলিতেছিল। গত ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি 'বি' শ্রেণীতে স্থান পাইবেন।

সার জর্জ্জ রেণী

বাণিজ্য এবং রেলওয়ে সচিব সার জর্জ্জ রেণী ২৩শে অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া ২৫শে অক্টোবর প্রাতে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিবেন।

বার্দ্দোলীতে সরকারী তদন্ত

১২ই অক্টোবর তদন্তকারী কর্ম্মচারী মিঃ গডনের নিকট বারদৌলী সম্পর্কীয় তদন্ত আরম্ভ হইলে বামান গ্রামের সমস্ত সাক্ষীকে শ্রীযুত ঠাকুররাম মেহেতা জেরা করেন।

শ্রীযুক্ত দেশাই অন্যান্য গ্রামের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাব করেন যে, সরকারী সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রাম হিসাবে পৃথক ভাবে গৃহীত হইলেই কাজের সুবিধা হইবে।

ইহাতে সরকারী উকীল ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, সরকারী সাক্ষীর অধিকাংশই কর্ম্মচারী, সুতরাং কংগ্রেস পক্ষের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ কার্য্য শেষ হইলে সরকার পক্ষের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ আরম্ভ করিব।

কিন্তু মিঃ গডন এই প্রস্তাবের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক গ্রামের সাক্ষ্য পৃথক ভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাই ভাল।

তৎপর শ্রীযুক্ত দেশাই, মটিকোলা গ্রামের সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ আরম্ভ করেন। তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। তৎপর তদন্ত কার্য্য স্থগিত

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

আগামী ৪ঠা নভেম্বর তারিখে অতিরিক্ত ফাইনান্স বিল আলোচনা করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অতিরিক্ত অধিবেশন হইবে। সরকারী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকিলেও যথারীতি প্রশ্ন উত্তর চলিবে। নভেম্বর শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই জরুরী অধিবেশনের কার্য্য শেষ করিতে হইবে। শুদ্ধ আইন অনুসারে সরকার মাত্র দুই মাসকাল ট্যাক্স আদায় করিতে পারিবেন। সুতরাং পাশ করিতে বিলম্ব করা চলিবে না। ৩রা নভেম্বরের পরিষদের বিল কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

হিসাব মত ৩রা [illegible] দিন পরিষদের সভা হইবে। মাসের অবশিষ্ট দিনে রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশন হইবে।

হাইকোর্টের নূতন জজ

সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে মাননীয় বিচারপতি ব্যারিষ্টার এট ল সার জে, আর, জে, সুরওয়ার্দি অবসর গ্রহণ করিলে সেই স্থলে ব্যারিষ্টার এট-ল মিষ্টার টৌরীক আমীর আলি কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ সম্রাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

আবার অভিযানে দুই জন যুবক

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে স্থানীয় কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্র মিলিশিয়ার সেক্রেটারী শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ঘটক এবং ত্রিপুরা যুবসম্মিলনের সেক্রেটারী শ্রীযুত ধীরেশচন্দ্র ঘোষকে গত ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে এক্ষীয় অভিযানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধীরেশ কুমিল্লা আসিবার পথে লাকসামে গ্রেপ্তার হন। দুই জনকেই হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসও হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান বালকের কৃতিত্ব

স্থানীয় জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আবদুল গফুর জুবিলী পুষ্করিণীতে ক্রমাগত ৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট ধরিয়া সন্তরণ করায় গত ১১ই অক্টোবর পাবনায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। বালকটি যখন জল হইতে উঠিয়া আসে তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। বালকের সম্মানে ১২ই অক্টোবর মধ্যাহ্নের পর জিলা স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বে-আইনী আদেশ

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ যে, চিতুপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী বিধুভূষণ বসু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারায় আসামী হইয়াছিলেন। পুলিস বিধুভূষণকে থানায় আনিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিয়া যাইতে বলায় তিনি পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বিধুভূষণকে নিষ্কৃতি দিয়া বলিয়াছেন—"পুলিস তাহার ক্ষমতার বাহিরে কার্য্য করিয়াছে।

স্বর্ণ রপ্তানী অনেক হ্রাস পাইয়াছে

গত ১২ই অক্টোবর হইতে স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা রপ্তানীর হিড়িক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। হিড়িক বন্ধ হইবার কারণ এই যে, স্বর্ণের বর্ত্তমানে যে দর আছে তাহাতে জাহাজ ভাড়া দিয়া স্বর্ণ রপ্তানী করিলে লাভ অতি অল্পই থাকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বোম্বাইতে খুব মরা সোনা আমদানী হইতেছিল তাহাও কমিয়া আসিয়াছে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাঃ এম, সি, সেনগুপ্ত, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত ও ডাঃ দবিরুদ্দিন আমেদ নিম্নলিখিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন:

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, শ্রী সেনগুপ্তের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সাধারণের কার্য্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে আদেশ দিয়াছি এবং এই প্রসঙ্গে দর্শকদিগকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন কিছুদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন।

দৈনিক— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর ব্যাখ্যা

গান্ধীজী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে যোগে জানাইয়াছেন যে, গোলটেবিল বৈঠক হইতে কিছুই আশা করিবার নাই। রয়টারের প্রতিনিধি এই সংবাদ সম্পর্কে ২৩শে অক্টোবর গান্ধীজীর সহিত বিশেষ-সাক্ষাৎ করিলে গান্ধীজী বলেন, তাঁহার মনোভাব সেইরূপই বটে।

তিনি গান্ধীজীকে আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠককে সাফল্যের সুযোগ দিতে চাহেন না বলিয়া উহার অর্থ করা যায় কি না। উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, কতকগুলি ভুল ধারণা হইয়াছে, জহরলালকে তিনি যে তার করিয়াছেন, তাহার সহিত গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যপ্রণালীর কোন সম্বন্ধ নাই, উহা কেবল যুক্তপ্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। যাহা হউক, তাঁহার নিজের পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে যতখানি সাহায্য করা সম্ভব, তাহা তিনি করিবেন। যেখানে যেরূপ সাহায্য করা সম্ভব, তাহারও জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও কোন অন্তরায় সৃষ্টি তিনি করেন নাই। যদি বৈঠক ব্যর্থ হয়, তবে উহার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাই হইবে সেই ব্যর্থতার কারণ। আরও একটি কারণ এই যে, বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী পূরণে রাজী হইতেছেন না—এ কথা তিনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন।

গান্ধীজীর ব্যাখ্যা

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

মানবেন্দ্র রায়ের জামিন

কৃষক সম্মেলনে পণ্ডিত জহরলাল

১৪ জনের কারাদণ্ড

আবার সৈন্যদল সমস্যার আলোচনা

গান্ধীজী ইটনে

লাহোরে ছাত্র ধর্ম্মঘট স্থগিত

ফরিদপুরে বোমা প্রাপ্তি

আমেদাবাদে বিদেশী বর্জ্জন

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস-নদীয়া জেলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুত বিশ্বাস শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শয্যাশায়ী আছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

জাতীয় মুসলেম সম্মেলন

মৌলানা আবুল কালাম পীড়িত হওয়ায় ডাঃ আন্সারীকে জাতীয় মুসলিম সম্মিলনে সভাপতি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে ২৪শে অক্টোবর প্রাতে তিনি লাহোরে পৌঁছিয়াছেন ও অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মালেক বরকৎ আলি, ডাঃ আলাম ও অপরাপর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আন্তরিকতা সহকারে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাগণ, ডাঃ সত্যপাল ও লালা দুনিচাঁদ উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে ডাঃ আন্সারীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। সভাপতির শোভাযাত্রা আরম্ভ হইলে কয়েকজন মুসলমান যুবক বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণপতাকা হস্তে চীৎকার করে, কিন্তু সে চীৎকার "ডাঃ আন্সারী জিন্দাবাদ" শব্দে ডুবিয়া যায়। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক ও লালকোর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক শোভাযাত্রা সহকারে ডাঃ আন্সারীকে লইয়া যাওয়া হয়। বিরুদ্ধবাদী যুবকদিগের সহিত স্বেচ্ছাসেবকদিগের সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েকজন আহত হয়। অপরাহ্ণ সময়ে বাদশাহী হলে সম্মিলনের অধিবেশন হয়।

মানবেন্দ্র রায়ের জামিন

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ২২শে অক্টোবর তারিখে শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় কানপুরের দায়রা জজের আদালতে এক জামিনের আবেদন পেশ করেন। আদালত আবেদন গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে হাইকোর্টের আদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই আবেদনের কোন বিচার হইবে না। আগামী ৩রা নভেম্বর তারিখে এই আবেদনের শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

বজ্রপাতে মৃত্যু

ত্রিপুরে ২ জন মুসলমান বালক একটি মসজিদের সম্মুখে নিমবৃক্ষের তলে খেলা করিতেছিল। এমন সময়ে তথায় হঠাৎ বজ্রপাত হওয়ায় তাহারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত শুদ্ধ-পাঞ্চরাত্রিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীবনিদবাদ্রি নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথায়ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক— ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঙ্কানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেববর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীভূবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীব্রজগোপাল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ — ১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১০ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার — ১৯৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীহরিকথাই শ্রীহরিজনের জীবাতু। জল ব্যতীত যেমন মীনের জীবনধারণ অসম্ভব, শ্রীহরিকথা ছাড়িয়া হরিপ্রিয়তম জনের জীবন-যাপন বা ধারণ কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে; তাই মাসাধিক-কালব্যাপী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-মহামহোৎসব ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অভিনব বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রদর্শন করাইয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিমদেশে হরিকথা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কৃষ্ণভ্রান্ত জীবকুল জগতে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-স্বরূপ ও সেব্যালোক দর্শন না করিয়া জড়ের কুরূপ, বিরূপ এবং ভোগময় দর্শনে ব্যস্ত। এ হেন দুর্গত জীবগণকে কৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রয়াগ-ধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিজের অভিন্ন তনু শ্রীরূপ প্রভুকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু আস্বাদন করাইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেই ধামে—সেই শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলীতে হরিকথা প্রচারার্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়াছেন।

গত ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শুভবিজয় করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পণ্ডিত অতুল চন্দ্র গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী পণ্ডিত অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ব্রহ্মচারী সজ্জনানন্দ, কীর্ত্তনানন্দ, শিবানন্দ, নবদুলাল, নিতাই শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়, ভক্তিবিজয়, গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, জীবনকৃষ্ণ অধিকারী, ভক্তিকোবিদ এবং অনুপম দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগৌরপ্রণয়ীবরের অনুগমন করিয়াছেন।

পথিমধ্যে মোগলসরাই হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী এবং ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন ভক্তকে শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থলী কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে সনাতনী-শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে ৮টা ৪৫মিঃ সময় বোম্বাই মেলে চিহোকী ষ্টেসনে পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীগণেশ চন্দ্র দেব প্রমুখ সজ্জনবর্গ তথায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন এবং তথা হইতে মোটরযোগে এলাহাবাদ লইয়া যান।

জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের। ভগবদ্বিমুখ জনগণ তাহা না বুঝিয়া নিজদিগকে সেই সকল দ্রব্যের মালিক ও ভোক্তা অভিমান করে। এমন কি নিজদিগকে অচ্যুত-নির্ম্মিত দ্রব্য নির্ম্মাতা জানিয়া সেই অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার করে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—অর্থের দ্বারা পরমার্থ বা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবা হয়। যাহারা তাহা না করিয়া সেই অর্থের দ্বারা ভোগবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করে তাহারা তস্কর। কিন্তু শ্রীগুরুদাসগণের এরূপ কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি নাই। তাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অচ্যুত, অচ্যুতজন ও তদাশ্রিতের সেবা করেন। শ্রীযুক্ত গণেশ বাবু এই সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া যেরূপ সেবা করিতেছেন তাহাতে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার পাত্র।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯ঘটিকার সময় কয়েকজন ধনী শিক্ষিত ব্যবসাদার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন পূর্ব্বক প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া প্রদর্শনী আপিসে বিশ্রামলাভের আশায় আসিয়া শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলাপ করেন।

উঁহাদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজকে বলেন, আমরা আপনাদের সমস্ত প্রদর্শনী পরিদর্শন করিলাম। প্রদর্শনী দেখিয়া মনে হয়, আপনারা ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এত অল্প সময়ের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে এইরূপ পুতুল সাজাইয়া এবং রং তামাসার অভিনয় করিয়া এবং তদুপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্বামীজী মহারাজ সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, দেখুন বর্ত্তমান কালে মানবহৃদয়ে যেরূপ চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে চলিতেছে, তাহাতে আপনার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ঐরূপ সন্দেহে সন্দিহান। আপনার প্রশ্নে মনে হয় যে, প্রদর্শনী সম্যক্প্রকারে দেখা আপনাদের হয় নাই। বর্ত্তমান প্রদর্শনী সৎশিক্ষার মন্দির, সম্যক্ দর্শন করিলে হইলে সৎ বা মহান্তগুরু, যিনি আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান, তাঁহার আনুগত্য এবং তাঁহার কৃপা অপেক্ষা করে। নচেৎ নিজ নিজ আধ্যক্ষিক জ্ঞানে অধোক্ষজ সম্বন্ধ দর্শন করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

মধুরক্ষিত কাচভাণ্ডের উপরিস্থিত মক্ষিকা যেরূপ কোনদিন মধুর আস্বাদন পায় না, তদ্রূপ। কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়তোষণপর ভোগীসম্প্রদায় বর্ত্তমান সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর মর্ম্ম সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ যিনি জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে তাহাদের চরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য শাস্ত্র প্রচার, আচারবান প্রচারকগণ দ্বারা শাস্ত্রার্থ এবং কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন, সেই আচার্য্যদেব কখন পুতুলখেলা বা রং তামাসার পক্ষপাতী নহেন।

সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ, তাহার মূল কারণ এবং অবস্থাপ্তনকারী পরমানন্দপ্রদ-কারক নিত্যানন্দ অধিনাশী অধোক্ষজ বস্তুতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহার অনুশীলন জীবের নিত্যকাম্য কর্ত্তব্য। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেশের যে সমস্ত দুরবস্থার কথা আপনি বলিলেন, তাহা উক্ত প্রকার মায়িক ত্রিতাপেরই অন্তর্গত। ঐ সমস্ত ত্রিতাপের মূল কারণ যে অবিদ্যা বা ভগবদ্বিমুখতা, তৎপরিহারের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন আবশ্যক।

[illegible]

শিবের শিবত্ব কোথায় ?

সকল অবতারের অবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হন তখন সমস্ত অবতারগণই তাঁহার সহিত মিলিত হন, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল অবতারের লীলা প্রকট করা অসম্ভব নহে।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী।

* * *

যবে কৃষ্ণ অবতার সর্ব্বাংশ আশ্রয়॥
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়।

* * *

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি॥
সর্ব্ব অবতার লীলা করি সবারে দেখাই।

পূর্ব্বোক্ত শিবগায়ক নিরপরাধে শিব-গুণগান করিয়াছিলেন ; তিনি শিবকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধি না করিয়া পরম বৈষ্ণব-জ্ঞানে তাঁহার সেবা ও গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহার পরিপূর্ণ ফল স্বরূপে শিবেরও উপাস্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিলেন—তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শিবকে ভগবদ্দাস বুদ্ধিতে তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়া ও ভগবদ্ প্রসাদ দিয়া পূজা করিলে নিরপরাধে পূজা করা হয় এবং শিব তাঁহারই পূজা গ্রহণ করেন ও কৃষ্ণভক্তি দান করেন।

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা॥
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধ বিমোচন॥

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ভগবান মনে করেন অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই নাম-ভেদে কখনও শিব, কখনও শক্তি, কখনও ব্রহ্মা, কখনও বিষ্ণু ইত্যাদি এইরূপ বিচার কল্পনা করেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা-মূলে শিব পূজা করেন তাঁহারাই পূজা করিতে গিয়া অপরাধ অর্জ্জন করেন ; তাই শিবও তাঁহাদি ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড-স্বরূপ ঐ সকল গতি দান করিয়া বঞ্চিত করেন।

— — —

পূর্ণতম কামনা

সুধাসিন্ধু কৃষ্ণকথা তা'তে ভক্তি তৃষ্ণাতৃষ্ণা
ডুবুক এ' চিত্ত।
সেবাহীন যত কাজ শিরে পড়ে হানে বাজ
সুদর্শন দিয়া।
নব জলদ শ্যাম চাতকিনী মনোগ্রাম

চকোর—ভকত মন সদা করে আকর্ষণ
শ্যাম-পৌর্ণমাসী।

হুকুমের হুমকি

(২)

অপ্রাকৃত আগমনের অভিনন্দন-গীতি যেখানে অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছে, ভক্তি-সূর্য্যের অমল কিরণচ্ছটায় যে দিগ্‌দেশ গোলোক-সুষমা-শ্রীতে পরিপূর্ণ, সেই পূর্ব্ব পথে আত্মা চলিল। বন্ধুদ্বয় যখন দেখিল যে, হুকুমের দাস আত্মা তাহাদের হুকুম তামিল না করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে, তখন তাহারাও বন্ধুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত পন্থা নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইল।

তাহারা পশ্চিম হইতে সরোষে বলিতে লাগিল, "ওরে কৃতঘ্ন পামর! আমাদের ঋণ শোধ না করিয়া কোথা যাস্? তুই ইতঃপূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত ব্যবহার করিয়াছিলি, কত সখ্যতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদের সঙ্গে কামারণ্যে বিচরণ করিতেছিলি ; আজ কোন্ সর্ব্বনাশার কুপরামর্শে তুই আমাদিগের বন্ধুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া একাকী চলিলি? আমরা তোকে যাইতে দিবনা। তোকে টানিয়া আনিবার জন্য অদ্য হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। শত শত মায়া-কৌশল আবিষ্কার করিয়া তোর সর্ব্বনাশ সাধনের আয়োজন করিব। তোর কর্ত্তব্য অপালনের অজুহাতে তোর নামে আদালতে নালিশ করিব। সখ্যতার সহস্র কর্ত্তব্য তো'র দিকে চাহিয়া আছে। জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে চলিলে তোর অপরাধ হইবে, আমরা অদ্য হইতে তোর গমনপথের প্রধান শত্রু হইলাম।

পাঠক! দেহ মন সখার এইরূপ 'হুকুমের হুমকি' রোষ-কষায়িত চোখ রাঙ্গানি। অনবরত 'আত্মা'র যাত্রাপথে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। হায় কি কুক্ষণে সে বন্ধুতার কবলে পড়িয়াছিল। হৃদয় ক্রন্দন করে, সে এই কোটি বন্ধন ছাড়াইতে চায়, কিন্তু বহুদিন বান্ধবতার পুরাতন প্রীতি আবার ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে ভীত করে। সে যে সংসারের যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়াছে ; হায় বন্ধন! এখন এই বাতুল আত্মার উপায়, শুধু ক্রন্দন ; উপায়, শুধু সাধু-গুরু-বৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি। উপায়, বলদেবের চরণে অমিত বল ভিক্ষা।

আর কোন উপায় নাই যদ্দ্বারা সে এই 'হুকুমের হুমকী' উপেক্ষা করিয়া নিত্য প্রভুর সেবামন্দিরে যাইতে পারে, যদ্দ্বারা সে অপ্রাকৃত সেবা-প্রদীপের করুণা-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতে পারে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া প্রভুর স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেমসিন্ধু দ্বিগুণতর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল ; হুঙ্কার অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শতুতে সমকালে উদিত হইল। শ্রীনারদ মহেশকে এইরূপ নবদ্বীপ-লীলাগত দর্শন করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। বর্ত্তমানে যেস্থান বৈকুণ্ঠপুর, সেইস্থানে দেবর্ষি নারদ আগমনপূর্ব্বক নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"অহো! আমি বৈকুণ্ঠে যে শ্রীনারায়ণের দর্শন করিয়া আসিলাম, এই স্থানে কি সেই বৈকুণ্ঠ-নাথের দর্শন পাইব"? শ্রীনারদমুনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সপার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনারদমুনি প্রেমে বিহ্বল হইলে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রু-বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। নারদ মুনি নানা বিচিত্র স্তবে বীণার মধুরতান সংযোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে বন্দনা করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরুক্মিণী নাথের দর্শন করিলেন। রুক্মিণী-বল্লভ 'কোথা হইতে নারদের আগমন হইল' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ নবদ্বীপের কথা বলিলেন। মুনির মনোবৃত্তি জানিয়া রুক্মিণীনাথ কৃষ্ণ নারদের নিকট গৌরমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

নারদ নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শ্রীগৌরমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া নারদের হৃদয়ে গৌরকৃষ্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব ও নিত্য-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে কৈলাস পর্ব্বতে শিবের নিকট গমন করিয়া এই সকল বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ করিলেন।

নারদ বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে কৈলাস পর্ব্বতে উপনীত হইলেন এবং মহাদেবের নিকট সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিলেন। মহাদেব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নারদকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক অত্যদ্ভুত নৃত্য কীর্ত্তন-ধ্বনি দ্বারা কৈলাস-ধাম মুখরিত করিলেন। নারদ পুনরায় এই নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত বৈকুণ্ঠ পুরে আগমন করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন, আমি দ্বারকায় ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছি, এই স্থানে কি সেই রূপ দর্শন করিতে পাইব?

এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র নারদ এই স্থানে দ্বারকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিলাসিত গৌরসুন্দরকে রত্ন সিংহাসন মধ্যে দেখিতে পাইলেন, প্রভুর রূপ ও ঐশ্বর্য্য-মাধুরী দেখিয়া নারদ আনন্দে বিহ্বল হইলেন, গৌরসুন্দর নারদকে সুমধুর বচনে বলিলেন যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এইস্থানে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ বেদগুহ্য লীলা বিস্তার করিবেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

'অঋণী' বলিতে সর্ব্বপ্রকার ঋণ-মুক্তাবস্থাকে লক্ষ্য করে। আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির নিকট তাঁহাদের স্নেহপরায়ণতার নিমিত্ত ঋণী ; তদ্ব্যতীত আমাদের দেহ-তরুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসী ও অপরাপর বহু ব্যক্তির উপকার লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকটও ঋণী হই। জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আকাশ, তাপ প্রভৃতির নিকটও অসংখ্য প্রকারে ঋণী ; তদুপরি দেব-ঋণাদি ত' রহিয়াছেই। কেবল' এক জন্মের ঋণভারই আমাদের মস্তকে অর্পিত, এরূপ নহে ; কর্ম্মের নাগর-দোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে বহু বহু জন্মে এত ঋণ করিয়াছি যে, তাহা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ঋণ যিনি পরিশোধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বাস্তবিকই অঋণী ও সুখী।

উত্তমর্ণের নিকট হইতে মুক্তি পাইতে হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে এরূপ প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যেন, তিনি আমাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি প্রদান করেন। মায়াবদ্ধ জীব আমাদের এত ব্যক্তির নিকট ঋণ রহিয়াছে যে, আমরা তাঁহাদের অধিকাংশেরই নাম জানি না। যাহাদের নাম জানি তাহাদের নিকটও এত অধিক প্রকারে ঋণী যে, উহা এক জন্মে কেন, অনন্ত কোটী জন্মেও শোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে ঋণমুক্তির নিমিত্ত উত্তমর্ণগণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে ; কিন্তু একা আমি ক জনকে সন্তুষ্ট করিব? এই কার্য্যটীও আমার সাধ্যাতীত। তাহা হইলে দেখিতেছি অঋণী হওয়া ব্যাপারটী বড় সহজ নয়, উহা প্রায় অসম্ভব!

বৈকুণ্ঠদূত মহাজনগণ কৃপা-রত্ন মুক্তহস্তে বিতরণের নিমিত্ত জগতে আগমন করেন। উক্ত রত্নের এক একটীর মূল্য এত অধিক যে, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগ আমাদের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারে ; সুতরাং ঐ অমূল্য রত্ন লাভের নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই উপায়ত্রয় সহ তাঁহাদের শ্রীচরণে উপনীত হওয়া আবশ্যক।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও অনুবাদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যাখ্যাসহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবিৎ ধ্বান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় ও তত্ত্ববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-চিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত' ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার গ্রন্থ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আবশ্যক পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত 'শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সঙ্কলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ৷৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাহিত্যিক রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্‌চারার, বেদান্তকুসুম মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত', নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অৰ্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহোষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কৃত্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গৌরীপুর) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অভিনব অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছের সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সীমান্তে গান্ধীর জয়

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, উৎমানজাই নামক স্থানে সীমান্ত প্রদেশের জীগার প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকের সীমান্ত প্রদেশের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

গান্ধীজী ইটনে

গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে ইটন পরিদর্শনের জন্য ট্রেনে নীরবে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহার জন্য মোটর ষ্টেশনের প্লাটফরম পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। গান্ধীজীকে যাহাতে বাতাসে থাকাতে কষ্ট পাইতে না হয়, সেইজন্যই ঐরূপ করা হইয়াছিল। ইটনের ছাত্ররা এই উপলক্ষে তথন সমবেত ছিল। গান্ধীজী আসিয়া ছিলেন তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। গান্ধীজী হেড মাষ্টার ডাঃ অলিংটনের অতিথিরূপে তথায় রাত্রিতে অবস্থান করিবেন।

গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থা

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, আদি অনুন্নত হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অচ্যুতানন্দ গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থা ও গোলটেবিল বৈঠকে অনুন্নত জাতির দাবীর সমর্থক ডাক্তার আম্বেদকরের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। গোলটেবিল বৈঠকে ডাক্তার আম্বেদকর যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনুন্নত হিন্দুদের সভা তাহাই সমর্থন করিয়াছে।

অপর পক্ষে ব্রহ্মানন্দ উচ্চৈর স্বামী

কংগ্রেসের একুশ প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর গোল বৈঠক কার্য্যের নিন্দা করিয়া গান্ধীজীকে সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

———

লাহোর ছাত্র ধর্মঘট স্থগিত

২৮শে অক্টোবর প্রাতঃকাল হইতে লাহোর ফোরম্যান কলেজের ছাত্রগণ সাময়িক ভাবে ধর্মঘট স্থগিত রাখিয়াছেন। গত ২৭শে আগষ্ট ছাত্র প্রতিনিধিগণ কলেজের পরিচালক সভার ডিরেক্টর ডাক্তার লেকটর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ছাত্রদিগকে আশ্বাস দেন যে, কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার লুকাসের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। ডাক্তার ভেলেটরের আশ্বাসবাণীতে নির্ভর করিয়া ছাত্রগণ ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলেজে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে কলেজের পরিচালক সভা ডাক্তার লুকাসের নিয়োগ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

———

ফরিদপুরে বোমা প্রাপ্তি

জেলা ছাত্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাস গুপ্ত, মদন ভরফে শ্রীযুত প্রদ্যুম্ন গাঙ্গুলি ও রাজবাড়ীর বিভূতি পোদ্দার গোবিন্দপুর কংগ্রেস অফিসে বোমা প্রাপ্তির ব্যাপারে গেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। ২রা নভেম্বর বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

আহমদাবাদে বিদ্যালয় বর্জ্জন

আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী রায়পুর গ্রামের লোকাল বোর্ডের এক বিদ্যালয়ে দুই জন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের বালককে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ফলে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়টি বর্জ্জন করিয়াছে। তাহারা ঐ বিদ্যালয় হইতে তাহাদের সন্তানগণকে ছাড়াইয়া লইয়াছে।

কৃষক সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলাল

এলাহাবাদের কৃষক সম্মিলনের এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এলাহাবাদ জিলায় উপযুক্ত পরিমাণ খাজনা বাদ দেওয়া হইতেছে না এবং সরকার যদি এই দিক দিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে খাজনা বন্ধের আন্দোলন সমর্থন করা স্থির থাকবে না। এই বিষয়ে কংগ্রেস কমিটীর আদেশও পালিত হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেন যে, তিনি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত; কারণ, গান্ধীজী তাঁহাকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, এলাহাবাদ জিলায় তাঁহারা নিজেদের বিবেচনামত কাজ করিতে পারেন।

পুলিস ও সামরিক পাহারা

আহমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, ধ্রানগাধরা সহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিস ও সামরিক পাহারা বসিয়াছে। এক দল স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়ার সহরবাসিগণ এক শোভাযাত্রা সংগঠন করিবার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু পুলিস তাহাতে বাধা প্রদান করে এবং নেতৃগণকে শান্তিপূর্ণভাবে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলে। শোভাযাত্রা এবং সাধারণ সভা সমিতি নিষেধ করিয়া রাজ সরকার হইতে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।

———

১৪ জনের কারাদণ্ড

২৪শে অক্টোবর পুণার অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এন, আর, গুলভিল পিপলস প্রভিডেন্ট ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ২৩ জন লোকের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রতারণা মামলায় রায় দিয়াছেন: উপরোক্ত ২৩ জনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২০ খ, ৪২০ ও ৪০৬ ধারা মতে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছিল। এসেসরগণের সহিত এক মত হইয়া বিচারক ৯ জনকে মুক্তি দিয়া বাকী ১৪ জনকে বিভিন্ন কালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মাদ্রাজে মহিলা সম্মেলন

২৪শে অক্টোবর প্রাতঃকালে নিখিল ভারত মহিলাগণের সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার উদ্দেশ্যে এক সভা আহুত হইয়াছিল। কুমারী ম্যাকডুগাল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় দেশের অবস্থা উন্নতির জন্য সর্ব্বশ্রেণীর সকল মহিলাগণকে প্রচলিত অন্যায় আইনের বিলোপ ঘটন ও উৎকৃষ্ট আইন প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করেন।

সভায় কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বহু বিবাহের নিন্দাবাদ ও হিন্দু সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহ বিরোধকল্পে, প্রণয়ন আইন ও সারদা আইন সমর্থন উল্লেখযোগ্য।

হিজলী ও চট্টগ্রামের কাণ্ড

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ যে, জিলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

১। হিজলী বন্দিনিবাসে আবদ্ধ অবস্থায় দেশপ্রেমিক সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করায় এই সমিতি তাঁহাদের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন।

২। চট্টগ্রাম এবং হিজলীর ব্যাপারে যে গুরুতর রাজনৈতিক অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের একটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই সমিতি বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাদের নিকট অনুরোধ করিবার জন্য সভাপতি ও সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন।

৩। দেশের উপরিউক্ত অবস্থার সহিত গ্রামবাসীদের পরিচিত করিবার জন্য এই সমিতি শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেসের মহকুমা ও শাখা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে প্রবল প্রচার কার্য্য চালাইতে বলিতেছেন।

৪। চট্টগ্রাম এবং হিজলীর ঘটনার ফলে বাংলায় যে অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বাঙ্গালার কংগ্রেস কর্ম্মীদের যেরূপ যেরূপ যথেচ্ছভাবে গেপ্তার করা হইতেছে, ওয়ার্কিং কমিটী তাহার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান না করায় এই সমিতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও ওয়ার্কিং কমিটী হইতে বাঙ্গালার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিতেছেন।

৫। এই প্রস্তাবগুলির অনুলিপি ওয়ার্কিং কমিটী, বি, পি, সি, সি এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের নিকট প্রেরণ করা হউক।

———

আবার সৈন্যদল সমস্যার আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ২৭শে অক্টোবর, রাত্রিতে আবার সৈন্যদল সমস্যা সম্বন্ধে ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া ঘরোয়া আলোচনা চলে। পূর্ব্ব রাত্রির সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি আসিতে পারেন নাই। ভারতীয় অফিসার নিয়োগ, বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা হ্রাস, ব্যয় হ্রাসের ভিত্তি প্রভৃতি সকল বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। এই সকল বিষয়ে শেষ ও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য নূতন করিয়া দেশ রক্ষা কমিটী নিয়োগের অনুকূলেই সাধারণভাবে অভিমত প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সভায় অনুপস্থিত প্রতিনিধিদের জানিবার জন্য গান্ধীজীর উপর ভার দেওয়া হয়।

সভায় আর্থিক বাঁধন কষণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ঋণ সম্বন্ধেও আলোচনা

এই আলোচনা সভার পর গান্ধীজী ইটন যাত্রা করেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ,৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৩৮, ২৮শে অক্টোবর ১৯৩১

ভারতীয় রেলের তদন্ত

রান্নাঘরে বালিকা পত্নীর মৃতদেহ

অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভা

নির্ব্বাসিত ডাঃ অজিতলাল রায়

শ্রমিকের শোচনীয় মৃত্যু

গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন

রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

পুলিসের হস্তে হিন্দু সভার সদস্য

বোম্বাইয়ে হরতাল

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ধর্ম্মযাজকের সভা

হাসপাতালে সাহায্য

নানা কথা

ভারতীয় রেলের তদন্ত

২৮শে অক্টোবর মাদ্রাজে রেলওয়ে তদন্ত আদালতের কার্য্য শেষ হইল। উক্ত সময়ের মধ্যে আদালত এম, এস, এম এবং এস, আই, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে দশ জন এবং শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ছয় জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তদুপরি আদালত এম, এস, এম রেলওয়ে হইতে ৩০টি এবং এস, আই, রেলওয়ে হইতে ৩৩টি পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। আগামী ৩রা নবেম্বর হইতে কলিকাতায় আদালতের অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, আসাম বেঙ্গল, বেঙ্গল নাগপুর ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে সম্পর্কিত অভিযোগের শুনানী চলিবে।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভা

[illegible] অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক সভায় ডাঃ আম্বেদকরকে তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং গান্ধীজীর প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম প্রধান মন্ত্রী, স্যার স্যামুয়েল হোর এবং ডাঃ আম্বেদকরকে তার করিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

নির্ব্বাসিত ডাঃ অজিতলাল রায়

ডাঃ অজিতলাল রায়ের [illegible] জিলা হইতে নির্ব্বাসনের আজ্ঞা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গত ২১শে অক্টোবর অপরাহ্ণে পুরী উদ্দেশ্যে খুলনা এক্সপ্রেসে বরিশাল ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধব অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন।

কর্ণেল ম্যাডকের অনুশীলনাগারে গান্ধীজী

গত ২৩শে অক্টোবর রাত্রিতে ইটন স্কুলের ছাত্রদের সভায় গান্ধীজী এক বক্তৃতায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলে বেশ আগ্রহ ও উৎসাহভরে শুনিয়াছিল।

সকালে লর্ড আরউইনের পুত্রের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয়।

স্প্রিংফিল্ডের অনুশীলনাগারে গান্ধীজী গেলে কর্ণেল ম্যাডক তাঁহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। এই কর্ণেল ম্যাডকই ভারতে গান্ধীজীর অন্ত্রপ্রদাহ রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ডে যাইবার কালে গান্ধীজী পথে এক স্থানে মিস্ শ্লেডের অনেক আত্মীয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ড কলেজের একদল ছাত্রের সহিত গান্ধীজী সন্ধ্যাবেলা দুই ঘণ্টাকাল রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ধর্ম্মযাজকের সভা

গত ২৪শে অক্টোবর খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের এক সভায় গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন, ঐ সমস্যার সমাধান অবশ্যই প্রয়োজন এবং তজ্জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

গান্ধীজী বলেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবার অনিচ্ছা হেতু বৈঠক বিফল হইতেছে—এই কথা বড় করিয়া জাহির করা অন্যায়।

বৈঠক সম্পর্কে অন্যান্য রিপোর্ট ছাড়িয়া গান্ধীজীর বক্তৃতা মানিয়া নেওয়ার পক্ষে অনেকেই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১১ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮শে অক্টোবর ইং ১৯৩১ বুধবার | ১৯৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে এংলো-বেঙ্গলি কলেজ ভবনের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে অনারেবল্ জাষ্টিস্ মিষ্টার নিয়মৎউল্ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ (Eternal Harmony and how to achieve it) অর্থাৎ 'চিরমৈত্রী কি ও কিরূপে তাহাকে লাভ করা যায়'—এই বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের নিকট বক্তৃমহোদয়ের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সাবদা বাবু বলিলেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারকরূপে এইস্থানে আগমন করিয়াছেন। ইনি পরমার্থ সম্বন্ধে এমন উদারতাপূর্ণ বার্ত্তা বলিলেন, যাহা সর্ব্ব সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিতে পারেন।

সভান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রীপাদ বন মহারাজের হৃদয়গ্রাহিনী বাগ্মিতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—এত উচ্চতম দার্শনিক জটিল বিষয় বক্তৃমহোদয় যে এরূপ অতি সরল ভাষায় দৃষ্টান্তাদিদ্বারা বিশদভাবে বুঝাইতে পারিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমি সভার পক্ষহইতে বক্তৃমহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অন্যান্য ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ও যাহাতে বক্তৃমহোদয়ের উপদেশপূর্ণ কথাগুলি অনুসরণ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি।

অতঃপর সভ্যগণের পক্ষ হইতে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কাশীতে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে এলাহাবাদ হইতে শুভযাত্রা করিয়া বেলা ১১টার সময় বারাণসী ষ্টেশনে উপস্থিত হন।

গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ ষ্টেশনে পদার্পণ করিবামাত্র তত্রত্য খ্যাতনামা অধিবাসীবৃন্দ গুরু-গৌরাঙ্গের গগনভেদী জয়ধ্বনি সহকারে পরমানন্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন। তৎপরে বিহার ও উড়িষ্যার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সহকারী কনজারভেটার শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদের গলদেশ মাল্যবিভূষিত করিলেন।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত কৃষ্ণধন মল্লিক মহাশয় ও শ্রীযুত মনোহর দাস এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভুপাদের গলদেশে বহুমূল্য বিচিত্র মাল্য পরাইয়া দেন। তৎপরে বিরাট্ সংকীর্ত্তন সহ সুসজ্জিত মোটরযোগে শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া কাশীনরেশের 'মিণ্ট হাউসে' গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় কয়েক দিবস অবস্থান পূর্ব্বক সনাতন-শিক্ষাস্থলীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া জীবের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

গত ১৮।১০।৩১ তারিখে কাশী বাঙ্গালী টোলা দুর্গামণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-পিপাসু হইয়া সভায় যোগদান করেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আরও অনেক ভক্ত সহ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন।

ভক্তবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার বাসা কাশীনরেশের 'মিণ্ট হাউস' হইতে মোটরযোগে উক্তস্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তবৃন্দ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, শ্রীপাদ অনুপম ক্যায়কোবিদ বি-এল প্রভৃতিও আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট সুউচ্চ আসনে উপবেশন করিলে 'কাশীনরেশের' প্রাইভেট সেক্রেটারী রায় ললিত বিহারী সেন রায় বাহাদুর মহাশয় প্রভুপাদের গলদেশে সুন্দর মালা পরাইয়া দিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু—

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

গীতটী সভাসমক্ষে সুললিতস্বরে গান করিলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

তৎপরে বাগ্মীবর শ্রীপাদ বন মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম,—সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের আরাধনা করাই জীবের সনাতন বা নিত্যধর্ম্ম। বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের কথা ছাড়িয়া দিয়া জীব যখনই মায়ার বিচিত্র বস্তুতে আকৃষ্ট হয়, তখনই সে জন্ম মৃত্যুর করাল কবলে আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। এই দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া অচিন্তনীয় বৈকুণ্ঠ রাজ্যে নিত্য অধিবাসী হইতে পারিলে, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরির চরণে যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর পরিচয় প্রদান করিলে সুন্দরানন্দ প্রভু সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সহজ সুবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার চুম্বক স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

তৎপরে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহা যথাসময়ে গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর

বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—কাশী বিবেকানন্দ বাণীভবন,
দুর্গাপূজা সম্মিলনী প্রাঙ্গণ
বিষয়— সনাতনধর্ম
তারিখ—১৮ই অক্টোবর রবিবার, ১৯৩১

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি। আজ আমাদের বক্তৃতার বিজ্ঞাপিত বিষয় সনাতন ধর্ম। ধর্মক্ষেত্র ভারতে এই সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কিছু নূতন নয়। তথাপি সেই সনাতন যেহেতু সনাতন, সুতরাং আমরা পুনঃ পুনঃ তারই আলোচনা ক'রে আমাদের আত্মোপলব্ধির পথ সম্প্রকাশের চেষ্টা ক'রলে সনাতন পুরুষের কোন লোক এসে আমাদের হৃদয়ে সেই সনাতনের প্রেরণা ক'রে থাকেন।

সনাতনকে আমরা অনেক সময় অসনাতনের সঙ্গে এক ক'রে ফেলি। আমরা যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১ম অধ্যায় পাঠ করি, তখন দেখ্‌তে পাই, কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন,—
"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।"
পুনশ্চ বলছেন,—
"উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ"

অর্জ্জুন প্রথমে জাতিধর্ম ও কুলধর্মকেই সনাতন ধর্ম ব'লে বলছেন। কিন্তু তাহা কি তাই? দেহকে কেন্দ্রীভূত ক'রে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা কি সনাতন? যখন আমরা ২য় অধ্যায়ে ভগবদ্বাণী পাঠ করি, তখন জান্‌তে পারি যে, দেহনিষ্ঠ ধর্ম্ম সনাতন নয়। দেহ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গশীল, সুতরাং তদ্ধর্ম্মও অনিত্য। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" এবং "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ দাহ্যোঽয়ম্" শ্লোকদ্বয়ে যথাক্রমে দেহের ধর্ম্ম ও আত্মার ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। আবার ৭ম ৯ম ও ১৫শ অধ্যায়ে তাহারই প্রতিধ্বনি ক'রেছেন।

গীতায় যেমন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি কথা ব'লেছেন, উপনিষদেও তেমনি "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" শ্লোকে জীবাত্মার সনাতনত্ব জানিয়েছেন। তাহা হ'তে জানা গেল যে, এখানে সনাতন জীব অর্থ জীবই সনাতন।

'সনাতন ধর্ম্ম' অর্থে সনাতনকে ধ'রে যে [illegible] জিনিষটা [illegible] আশ্রয় ক'রেছে, সে জিনিষটা [illegible] স্বভাবের নামই সনাতন ধর্ম্ম। [illegible] ধ'রে রেখেছে তরলতা। তরলতা [illegible] জলকে বা দাহিকাশক্তি বাদ দিয়ে অগ্নিকে পাওয়া যায় না।

জল অনেক সময় কঠিন হয়। [illegible] বরফ [illegible] সাময়িক, উহা কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ কঠিন হয়। বরফ তৈরী ক'রে উহাকে রক্ষা করতে হ'লে আবরণ দিয়ে রাখ্‌তে হয় কিন্তু উহা গলে যেতে চায়। সুতরাং আমরা তুষের ভিতর রেখেও দেখ্‌তে পাই যে,তুষ ভিজে গিয়েছে; কারণ গলে যাওয়া তার নিত্য স্বভাব। কিন্তু এই যে কাঠিন্য উহা তার নিত্য স্বভাব নয়, নিসর্গ। সেইরূপ জীবাত্মা বাইরের আগন্তুক কারণ বশতঃ সাময়িকভাবে একটা নিসর্গ লাভ ক'রেছে। আমরা তাকে বাইরের আবরণে আবৃত ক'রে রাখ্‌তে চাচ্ছি। আবরণের উপর আবরণ উত্তরোত্তর আবরণ দিয়ে রাখ্‌তে চাচ্ছি।

আমরা চণ্ডী মধ্যে মায়ার স্বরূপ বর্ণনে দেখ্‌তে পাই,—
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা॥"

আমাদের একটা বিরাট ভ্রান্তি উপস্থিত হ'য়েছে আবরণ-দেব। তাহাকে—ভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত ক'রে তুলছি। যখন মায়ার প্রকৃত রূপা—যোগমায়ার প্রকৃত রূপা—মহাবৈষ্ণবী কাত্যায়নীর প্রকৃত কৃপা [illegible] ধারণ করতে পারব, যখন আমরা মহামায়ার নিকট বল্‌তে পারব যে নন্দগোপসুত আমাদের পতি হউন তখন আমাদের স্বভাবটা বুঝ্‌তে পারব। তখনই আমরা স্থায়ী ভাব রতিতে অবস্থিত হ'তে পারব।

এই স্থায়ী ভাবের কথা শ্রীসনাতন গোস্বামী সনাতনক্ষেত্র এই কাশীধামে আমাদের জানিয়েছেন।

এখানে সনাতনের কথা [illegible] না ব'লে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব'লেছিলেন, কিন্তু যখন মহাপ্রভু তার ভুলটা ধরিয়ে দিলেন, সনাতনের কথা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, জীবের সনাতন ধর্ম্ম—সনাতন শ্রীভগবানের সেবা।

কোনও লৌকিক খ্যাতনামা ব্যক্তি বলেন, ভক্তি জিনিষটা কাম ক্রোধের মত একটা জিনিষ, কিন্তু উহা ভুল। যাঁদের চেতন উদ্বুদ্ধ হ'য়েছে, তাঁদের নিকট আলোচনা করলে উহা বুঝ্‌তে পারা যায়। ভক্তি আত্মার নিত্য স্বভাব। উহা দেশকাল পাত্রের অন্তর্গত বস্তু নয়। ভক্তি আত্মার [illegible] বৃত্তি।
স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।"

দেহধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম রুচি অনুসারে ভিন্ন প্রকার। আপনার দেহে যা সহ্য হয়, আমার তা হয় না, আপনার মনের অনুকূল বস্তু আমার মনের অনুকূল নয়। কিন্তু চেতন দেহ মনের অতিরিক্ত বস্তু।
"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(৩)

এইরূপ বাক্যে নারদকে তুষ্ট করিয়া মহাপ্রভু গৌরহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনারদ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া এইস্থানে কিছুদিন গৌরনাম কীর্ত্তন নর্ত্তনে অতিবাহিত করিবার পর গৌরনাম গান করিতে করিতে বিবিধ স্থান পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এই স্থানে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এইস্থান বৈকুণ্ঠপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইস্থানে শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য এইস্থানকে বিজ্ঞগণ নারায়ণপীঠও বলিয়া থাকেন। এই স্থানের তদানীন্তন সুযোগ্য রাজা এখানে শ্রীনারায়ণের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একজন পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁহার অনন্ত প্রীতি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীবল্লভমিশ্রের গৃহে গমন করিয়া নিভৃতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন। বল্লভমিশ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। মিশ্র মহাশয়ও এই বিপ্রকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। যে দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিবস এই বিপ্র বিবাহ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরনারায়ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অদ্ভুত নৃত্য রচনা পূর্ব্বক প্রেমপুলক-কদম্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে বিপ্র নিজ জীর্ণ কুটীরে আগমন করিয়া মিশ্রগৃহে লক্ষ্মীগৌরচন্দ্রের লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইতেছিলেন এবং লক্ষ্মীপ্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছিলেন। বিপ্রের ঐ প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের কুটীরে বিপ্রকে দর্শন দান করেন।

দরিদ্র বিপ্রের কুটীরে বৈকুণ্ঠের মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইল। রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ গৌরবিগ্রহ প্রকাশিত হইলেন। সেই সময় গৌরসুন্দর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করায় বিপ্রের পরম বিস্ময় হইল। বিপ্র প্রভুপদে পতিত হইয়া বহু স্তুতি করিলেন। প্রভু বিপ্রকে তাঁহার নিত্য কিঙ্করত্বে স্বীকারপূর্ব্বক এ সকল কথা গুপ্ত রাখিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বৈকুণ্ঠপুরেই ঐ ভাগ্যবান বিপ্রের কুটীর ছিল।

এই সনাতনক্ষেত্রে সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে সনাতন শ্রীচৈতন্যদেব যে শিক্ষা প্রদান ক'রেছেন, সেই সনাতন শিক্ষা আলোচনা করলেই আমরা সনাতনধর্ম্মের কথা বুঝ্‌তে পারব।

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি লইয়া মহাজনগণের নিকট উপায়নগ্রহণে গমন করিলে তাঁহাদের কৃপায় আমরা জানিতে পারি, বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চনে যে প্রকার তাহার শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি সজীব হইয়া হাস্যপূর্ণ আস্যে সকলের প্রতি সুমধুর দৃষ্টিপাত করে, তদ্রূপ সকলের মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে বিশুদ্ধ ভজন-বারি সিঞ্চন করিলে যাবতীয় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; শুধু তাহাই নহে, কারুণ্যামৃতপদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিলে সর্ব্ব জীবের এমন একটি উপকার করা হয় তাঁহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত ঋণ নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং উহা অতি সহজে পরিশোধিত হইয়া থাকে।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম, যিনি কৃষ্ণভজন করেন একমাত্র তিনিই প্রকৃত-প্রস্তাবে অঋণী। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু এবং তিনি গোলোক বৈকুণ্ঠবিহারী। জীব যে পর্য্যন্ত না স্বীয় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করেন তৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সুষ্ঠুসেবা করা হয় না। একমাত্র উত্তম ভক্তই এই সেবার অধিকারী সুতরাং একমাত্র তিনিই ঋণমুক্ত, উত্তম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা বিতরণপ্রভাবে সর্ব্বদাই প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসমান থাকেন, সুতরাং রোগ-যাতনা বা শোক-বেগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করুন না কেন তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই বৈকুণ্ঠবাসী সুতরাং অপ্রবাসী। প্রাকৃত ভোগবুদ্ধিই আমাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রবাসী করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিফলে ও বহির্ম্মুখতাপ্রযুক্ত জীবের দেহে আত্ম-বুদ্ধি এবং দেহের সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গকেই আত্মীয় বুদ্ধি হয়। এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই যে কৃষ্ণসেবার উপকরণ তাহা ভুলিয়া নিজেকেই ভোক্তা অভিমান করিয়া সে সমস্ত বস্তু ভোগ করিবার জন্য দৌড়ায়।

এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের যে পর্য্যন্ত না সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ হয় সেপর্য্যন্ত এই সংসাররূপ প্রবাসে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীবের গুরু বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়। এই অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধি আমাদিগকে চেতন ভূমিকায় নিত্যাধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ সেবামৃতসমুদ্রে নিমগ্ন রাখিয়া চিরশান্তি প্রদান করে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জল, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] টীকা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসমেত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবস্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজনজীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিন্ত্য-চিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

চৈতন্যশি[illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, বর্ণ-[illegible] আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ-অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত [illegible] ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ [illegible] একটী [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই কেতাবের গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান নাগালে থাকিবে না। পারমার্থিক বিষয়ক এই প্রকার ও অনবদ্য গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-সংগ্রহ মন্থনকরে এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছে। সাধারণ সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাহ বৈরাগ্য, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের ব্যাখ্যা ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাশাপাশি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ [illegible]।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সাধনপথ:

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশমালা ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাপার ও মহাজন-প্রণীত উপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ। প্রণেতা নাড়াজোল রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর)। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক [illegible] এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) সরকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতিকীর্ত্তন, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিরুদ্ধ-বৈভবত্বী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখানো। ৭। আরাম পাওয়া পর্যন্ত (ঔষধ এবং আহার) পাঠাইয়া দিয়া রোগী ভাল হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া। যে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত কালিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৩৬ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহারের প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদে সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কাবরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটনাশকের সমষ্টি ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বায়োজীবনের প্যাটেন্ট দিয়া বৈজ্ঞানিক —— কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মসার!

কীর্ত্তন কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সঙ্কলন-পারিজাত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত মাত্রে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সহিত মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন

বোম্বাইয়ে শাসক-আইন প্রচলনের প্রতিবাদ স্বরূপ দাউদী বোহোরা সোসাইটি হরতাল করিয়াছে। সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। [illegible] একটি জনসভাও হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে হরতাল

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, সীমান্ত প্রদেশের জির্গার প্রাথমিক অধিবেশন উৎমানজাই নামক স্থানে হইয়া গিয়াছে। সহকারী সভাপতি [illegible] খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকের সীমান্ত প্রদেশের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

পুলিশের হস্তে হিন্দু সভার সদস্য

বোম্বাইএর অধিবাসী শ্রীযুত [illegible] দামোদর সভারকর হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির একজন সদস্য [illegible] যোগদানকল্পে কলিকাতায় আসিবার কালে গত ২৪শে অক্টোবর শনিবার প্রাতঃকালে নাগপুর মেল হইতে হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলে কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাঁহার মালপত্র খানাতল্লাস করিতে থাকে। আপত্তিকর কিছু না পাওয়ায় শ্রীযুত সভারকরকে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল হাওড়া ষ্টেশনে আটক রাখার পর ছাড়িয়া [illegible]

রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ সেনকে প্রায় একমাস পূর্ব্বে পুলিশ অভিযোগ অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে আটক করিয়া রাখা হয়। গত ২৩শে অক্টোবর রাত্রি ৮টার সময় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

হাসপাতালে সাহায্য

পুনা হইতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বাজেটে ঘাটতির জন্য [illegible] সরকারী হাসপাতালের পরিমাণ [illegible] হইয়াছে। ফলে স্থানীয় [illegible] হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে [illegible] আবেদন করিয়াছেন যে, নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া ও তাহাতে যোগদান করিয়া সকলে যেন হাসপাতাল-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করেন। মন্ত্রী সকল সিভিল সার্জ্জেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও গণ্যমান্য অধিবাসীদের নিকট এই আবেদন সমর্থনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কলিকাতায় ভীষণ বৃষ্টি

গত ২৪শে অক্টোবর অপরাহ্নে অত্যধিক বৃষ্টির ফলে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখবর্ত্তী একটি পুরাতন বাটি ভূমিসাৎ হওয়ার ফলে একজন শিখের মৃত্যু হইয়াছে ও দুইজন পথিক গুরুতররূপে জখম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বাটীটি ভাঙ্গা হইতেছিল। সার্কুলার রোডের দিকের একটি দেওয়াল পড়িয়া যাওয়ায় নিকটস্থ এক শিখের মাথায় আঘাত লাগে ও ক্যাম্বেল হাসপাতালে যাইবার সময় পথেই তাহার মৃত্যু হয়। অপর দুইজনকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তাহার মধ্যে একটী [illegible] তাহাকে হাসপাতালে রাখা [illegible]। অপর [illegible] পাঠান হয়।

কলিকাতায় বিরাট সম্বর্দ্ধনা

নিখিল ভারত অগ্রবাল মহাসভার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত লালা ফকির চাঁদ ২৫শে অক্টোবর সকালে পাঞ্জাবমেলে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। বহু পুরুষ, মহিলা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে হাওড়া রেল ষ্টেশনে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত গোবর্দ্ধন দাস ও উপস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত বসন্তলাল মুরারকার, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, শ্রীযুত সীতারাম সেকসরিয়া, শ্রীযুত নন্দলাল [illegible], শ্রীযুত [illegible] নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভাপতিকে শোভাযাত্রা সহকারে [illegible] ষ্ট্রীট বৈশ্য ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। হিন্দুস্থানী সেবাদল, বালকসেনা, দলিতোদ্ধার সমিতি, হিন্দু অনাথ আশ্রয়, রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি ও নবযুবক সমিতির বহু স্বেচ্ছাসেবক এই শোভাযাত্রায় অনুগমন করিয়াছিল।

আবদুল্লার কারাদণ্ডে হরতাল

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, আবদুল গফুর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লা খাঁর প্রতি গত ২০শে অক্টোবর ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি [illegible] প্রশাসনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই দণ্ডাদেশের প্রতিবাদকল্পে ২৪শে অক্টোবর চারসাদ্দায় হরতাল পালিত হইয়াছে।

আবদুল্লা গত ১৩ই অক্টোবর হইতে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন

৩১শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর ডাক্তার সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুত শেরওয়ানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জিলার কৃষকদের অবস্থাই সম্মিলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহরুর সভানেত্রীত্বে প্রথম যুক্তপ্রদেশ মহিলা সম্মিলনের অধিবেশনও একই সঙ্গে হইবে।

সহর কংগ্রেস কমিটী এই উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন, তাহাও বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

বিজয়া শোভাযাত্রায় গোলযোগ

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ যে, পুলিসের বিধি নিষেধের প্রতিবাদকল্পে নীলকুঠীডাঙ্গা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের বিসর্জ্জন শোভাযাত্রায় এবার আর পূর্ব্বের পথ দিয়া যায় নাই। প্রকাশ, শোভাযাত্রার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তাদের মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে নিষেধ করিয়া দেয়। কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি অনুমতিপত্রে লিখিয়া দিয়াছিলেন—

"কোন মসজিদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি হইবে না। মসজিদের ৪০০ হাত দূরে উহা বন্ধ করিতে হইবে।"

প্রকাশ, পূর্ব্বে এরূপ বিধি নিষেধ কখনও জারী করা হয় নাই এবং নীলকুঠী ডাঙ্গার শোভাযাত্রাও বাদ্যধ্বনিসহ মসজিদের কোনও সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত ও মুসলমানগণও আপত্তি করিতেন না। আরও প্রকাশ যে, এবারও মুসলমানগণ এরূপ কড়াকড়ি করিতে কর্তৃপক্ষকে বলেন নাই। ফলে, নাগরিক অধিকারের উপর পুলিসের এইরূপ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদকল্পে নীলকুঠীডাঙ্গার শোভাযাত্রা অন্য পথ দিয়া গমন করে।

পুলিস কর্তৃক ছাগলের দুগ্ধ সংগ্রহ

গান্ধীজী মিঃ লিওসের সহিত অক্সফোর্ড ভ্রমণ করিবার কালে পথিকগণ তেমন বিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহে নাই। গান্ধীজীর পরণে কটীবাস তেমনি ছিল, প্রবল শীতের দরুণ তিনি একখানি শাল মুড়ি দিয়াছিলেন। এইরূপ বেশে তাঁহাকে দেখিয়া ছাত্রগণও তেমন যেন বিস্ময় প্রকাশ করে নাই।

তবে পুলিশের একটা কাজ পড়িয়াছে বটে। গান্ধীজী ছাগলের দুধ চাহিয়াছিলেন। সকাল বেলায় তাহাদিগকে দেড় পাইট ছাগল দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।

রান্নাঘরে বালিকা পত্নীর মৃতদেহ

২৯শে অক্টোবর সকাল ৯টার সময়ে শিলচর সহরের রাজনারায়ণ দত্তের বালিকা পত্নী তমালবালার মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার গলার দুইদিকে এবং নাভিমূলে গুরুতর জখম ছিল। সহরের এই অংশ জনবহুল অথচ দিন দুপুরে এই কাণ্ড ঘটিল। পুলিশ সন্দেহক্রমে বালিকার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে। এখনও চার্জ্জ গঠন করা হয় নাই।

শ্রমিকের শোচনীয় মৃত্যু

২৪শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই রাকেল সাসুন মিলের তাঁতী চুন্নু চাক বয়ন বিভাগে কাজ করিবার সময় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, একটা স্থূপ আঁটিবার জন্য সে তাঁতের বেল্ট নামাইয়া লইয়াছিল। বেল্টটি পুনরায় পরাইবার সময় তাহার কাপড় বেল্টে আটকাইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁতের সর্ব্বোচ্চ কড়ির উপর সে উত্থাপিত হইয়া পুনরায় সজোরে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার দেহ চূর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

Reg No C.1544

শ্রীধাম নবদ্বীপ
দৈনিক

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
[illegible] পত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ১৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [১৯৮ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২৯শে অক্টোবর ১৯৩১

বিশপ-সভায় গান্ধীজী
রাজনৈতিক সমস্যায় গান্ধীজী
কলিকাতায় পিকেটিং
মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্ত্তন
অক্সফোর্ডে গান্ধীজীর বিপদ
ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যাবর্ত্তন
বৈঠক ভাঙ্গা অভিপ্রেত নহে
শেঠ যমুনালাল বাজাজের অনুরোধ
দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার রায়

নানা কথা

বিশপ-সভায় গান্ধীজী

[illegible] অক্টোবর পাদরী ও বিশপ [illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী [illegible], সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান [illegible]। এজন্য তিনি সকলের [illegible] প্রার্থনা করেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী [illegible] ভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর [illegible]। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক [illegible] বাধা উপস্থিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্র-[illegible] সম্পর্কে রাজন্যদের যে [illegible] উৎকেন্দ্র অতিরঞ্জিত করা [illegible]।

অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় গান্ধীজীর [illegible] শ্রোতৃবৃন্দ যেরূপ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক সমস্যায় গান্ধীজী

রাজনৈতিক সমস্যায় কতটা ঐকমত্য সম্ভব, তাহা চেষ্টা করিয়া দেখা বাঞ্ছনীয়—এই কথা অনুসারে গান্ধীজী প্রত্যহ [illegible] প্রধান ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। [illegible], এ পর্য্যন্ত সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব সম্পর্কেই আলোচনা হয়।

এ সম্পর্কে কংগ্রেস পক্ষের যুক্তি [illegible] দিয়া গান্ধীজী বলেন, যদি বৃটিশ সেনা ভারত সরকারের অধীনে কাজ না করে, তাহা হইলেও কংগ্রেস কোন বিষয় বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ করিতে সম্মত হইতে পারে না।

শ্রীযুত জয়াকরের প্রস্তাবে সভা সম্মত হইয়াছেন। ৫ ঘণ্টা আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে—

(১) সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সেনা বিভাগীয় সদস্য নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) একটা ভিত্তি অনুসারে বৃটিশ সেনার জন্য সামরিক ব্যয় ক্রমশঃ কমান হইবে।

(৩) ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি ব্যতীত সৈন্যগণকে ভারতের বাহিরে লওয়া যাইবে না।

(৪) ভারতীয় অফিসার নিয়োগ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) টেরিটোরিয়াল ও অক্জিলিয়ারী ভলান্টিয়ারদের সামরিক শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব থাকিবে।

মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্ত্তন

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ যে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক যে এক বিশেষ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি দার্জ্জিলিংএ তাহার বৈঠক হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী, মিঃ এস, এম, বসু, মিঃ এল, আর শুক, রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খাঁ বাহাদুর আলি মুজ্জামান চৌধুরী ও খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছয় দিবস ধরিয়া কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। প্রকাশ, মিউনিসিপ্যালিটীর উপর অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া সকলেই একযোগে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যাপারও সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার রায়

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা-সংশ্লিষ্ট একটা ব্যাপার লাহোর হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামী ভবানী সায় [illegible] উক্ত মামলার অধিকাংশ কমিশনার এই মর্ম্মে আদেশ দেন যে, আসামী পুলিস কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে [illegible] অভিযোগ করায় ও অন্যান্য কারণে তাহাকে দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হউক। ২৭শে অক্টোবর লাহোর হাইকোর্টে ভবানী সায় পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুত শ্যামলাল উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন। ঐরূপ অভিযোগ আনয়ন করায় দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার কমিশনারদের অধিকার সম্বন্ধে আবেদনে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

ঈশো, ৬.ক্রোশ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রাচীন প্রথমাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাক্তবংসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণন ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে বাদ রী শ্রীপ করিতী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমদ্বেশ্বর, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াল নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হারপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪৬১৫

শ্রীপ রী বিদ্যাভূষণ রী—পরি

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগৌরদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুঞ্জেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল বাড়ী

কাঠালপুলি, ঢাকা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গীত, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকানুবাদ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ বিষয়-সহ ৫৫৬-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক স্তূপ—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ময়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

কার্যদক্ষ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়। ঔষধালয়ের অকৃত্রিম গুণে এই ঔষধালয় জগৎব্যাপী যশস্বী। কেবল মাত্র ২টী ঔষধের নাম করা হইল।

১। **"অমৃতার্ণব অবলেহ"**—শুক্রতারল্য দোষ নিবারণ করিয়া শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত শুদ্ধি ও বৃদ্ধি করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

২। **"বাজীকরণ তৈল"**—ধ্বজ ভঙ্গ দোষ নিবারণ করে। ব্যবহার দিন প্রথম দিন হইতে উপকার হইতে থাকে। অর্দ্ধ তোলা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কাম শাস্ত্র"। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে, বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের নমুনা পাচন ও কে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং ক্রিক ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না,

দৈব প্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হবে। অগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হইলে পথের পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠি, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত রমেশ সিংহ, ১২৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, ডাটপোল, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ক্যাটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছ চন্দনমনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকের পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, গ্রন্থকারের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— [illegible]
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তিতে হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক
নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষান্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৩৮, ৩০শে অক্টোবর ১৯৩১

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু
নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী
ডাকাতি চেষ্টার জের
শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে পরোয়ানা
বেনারস জেলে অনশন
৩০ জন গ্রামবাসীর জীবন নাশ
কনষ্টেবলের কীর্ত্তি
নির্ব্বাচন সম্পর্কে বহু মহিলা
সার চার্লস টেগার্ট
সার স্বামস্বামী আয়ারের উক্তি

নানা কথা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত অখিনা ার গঙ্গোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ।সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অবিনাশ- ভট্টাচার্য্য ২৫শে অক্টোবর ঝালকাটিতে নীত হইয়াছেন।

।দের সমস্তার প্রতি কংগ্রেসের কার্য্য- ।াহক সমিতির মনোভাব সম্পর্কে ট্র জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব ।ক জনৈক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির ।র উত্তরে শ্রীযুত বসু বলিয়াছেন, ঐ ।প প্রস্তাব আমি দেখিয়াছি। এই ।দেশর সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে যেরূপ জনমত ।মান, শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটী তাহাই ।শ করিয়াছেন মাত্র। চট্টগ্রাম ও ।ী দুর্ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গদেশের অবস্থা ।চনা করিবার জন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ।কংগ্রেসে একটি বিশেষ অধিবেশনের ।ব উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি ।রকারণে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন ।

পরাছে একটী জনসভায় বক্তৃতা দান ।রা শ্রীযুত বসু পাণ্ডা যাত্রা করিবেন। ।ষ স্বদেশী পণ্যের একটী প্রদর্শনীর ।ন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত ।কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

।দীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

।দীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর আগামী ।বেশনে প্রতিনিধিগণ যাহারা প্রস্তাব ।পন করিবেন, তাহারা ঐ সকল প্রস্তাব আগামী ৩রা নভেম্বর তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে পাঠাইয়া দিবেন। ঐ তারিখের পরে কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

ব্রহ্মপুত্রের খালে ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাকাহাটির ।নকটে ব্রহ্মপুত্র নদীর খালে একটি ভীষণ ।কাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ ।ওয়া গেল। প্রকাশ, ২০শে অক্টোবর ।রিখে রাত্রি প্রায় ১০টায় সময় বস্ত্র ।বসায়ী রাধাচরণ মথুরামোহন নাথের ।কটি নৌকা যখন মুন্সীগঞ্জ হইতে ।ফিরিতেছিল, তখন প্রায় ১৫ জন লোক ।মদাও প্রভৃতি লইয়া আর একটি নৌকায় করিয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং ।গদ ১৫০ টাকা ও ৬ শত টাকা মূল্যের ।কাপড়ের বস্তা কাড়িয়া লয়। নৌকার ।মাঝীরা চীৎকার করিয়া উঠিলে ।হাদের ভয়ে তাহারা কয়েকটি জিনিষ ।ফেলিয়া পলায়ন করে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে পরোয়ানা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, যে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক আবদুল তাহের সেখের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন। প্রকাশ গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টর মাসেদ খান চৌধুরী আদালতে জানা ।াছে যে আবদুল তাহের সেখকে কয়েক ।দন যাবৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না ।এবং সন্দেহ হয় গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে সে আত্মগোপন করিয়াছে।

বেনারস জেলে অনশন

বেনারস বোমার মামলায় ১৬ বৎসরের ।ীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত সুবিমল রায় ও ৷ মৃণালিনী দাসী বি শ্রেণীর ব্যবহার ।াওয়ার জন্ত বেনারসের সেণ্ট্রাল জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছিলেন। মৃণালিনী কয়দিন আগে উহা ত্যাগ করিয়াছেন। ।ায় প্রায় ৪৫ দিন প্রায়োপবেশন করেন। ।ায়কে নির্জ্জন কারাকক্ষ হইতে সরান ।ইয়াছে কি না এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলবন্ধন ।ইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে বি শ্রেণীতে ।ানান্তরিত করিবার বিষয় বিবেচনা ।রিতেছেন। রায়ের পারিবারিক অবস্থা ।ভৃতি জানিবার জন্ত তাঁহার আবেদন ।াহার দেশের পুলিসের নিকট পাঠান হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ধানবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রপ্রাচীন প্রাচার্য্যের প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম মহাকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহননাসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্ছ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮২ মাশাকা সরাগ ষ্ট্রীট পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিদাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিষা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমাধার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম বন্দ্য, এম্, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্যার চার্লস টেগার্ট

প্রকাশ, বিদায়প্রাপ্ত স্যার চার্লস টেগার্ট কলিকাতার পুলিস কমিশনারের কার্য্যে পুনরায় যোগদান জন্ম বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। কলিকাতার বর্ত্তমান পুলিশ কমিশনার মিঃ এল, এইচ, কলসন গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইবেন।

আরও প্রকাশ, কলিকাতার উত্তর বিভাগের বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, ডি, গর্ডন শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া বাখরগঞ্জ রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল মিষ্টার এ, সি, ফার্ম্মার ঢাকা রেঞ্জের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে যোগদান করিবেন।

শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারী মিষ্টার আর, এন, রীড আই, সি, এস, ঢাকা বিভাগের কমিশনাররূপে শীঘ্রই ঢাকায় গমন করিবেন এবং অস্থায়ী কমিশনার মিষ্টার ফারলঙ্, গ্রেহাম ময়মনসিংহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পুনরায় যোগদান করিবেন।

স্যার রামস্বামী আয়ারের উক্তি

২৩শে অক্টোবর প্রাতঃকালে উটির কর দাতাগণের পক্ষ হইতে স্যার সি, পি রামস্বামী আয়ারকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। উক্ত অভিনন্দনের উত্তরে স্যার রামস্বামী বলেন, গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী শাসক ও শাসিতের পক্ষে বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় ও যুগ পরিবর্ত্তনকারী গোলটেবিল বৈঠকে সকল সম্প্রদায় ও সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক মতাবলম্বী প্রতিনিধিগণ স্থান পাওয়ায় উহা প্রতিনিধিমূলক হইয়াছে বলিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা এই যে, রাজনৈতিক অবস্থা এখনও শোচনীয়, কিন্তু বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি শাসন ভার গ্রহণ করার কতকটা আশার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরকে তিনি ভারতের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী পরিচালক ও হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বর্ণনা করেন। ইংলণ্ড ও ভারতের [illegible] মধ্য হইতে একতা, ঐক্য [illegible] বর্ত্তমানের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। [illegible] ও সাম্প্রদায়িক দাবীর পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করিলে ঐ সামঞ্জস্য স্থাপন হইতে না ও হইতে পারে।

লিলুয়া কারখানায় চাঞ্চল্য

ই, আই রেলওয়ের লিলুয়া কারখানার অনেক বিভাগ আগামী ১লা নভেম্বর হইতে প্রত্যেক শনিবার বন্ধ থাকিবে এবং সমস্ত কারখানার প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে বিনা বেতনে মাসে এক সপ্তাহ করিয়া বাধ্যতামূলক ছুটী লইতে হইবে। এই নিয়ম প্রবর্ত্তনে কোন লোক মাসে ১৫ দিনের বেতন পাইবে না। এই সারকুলার জারী হওয়াতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আগামী শনিবার ৩১শে অক্টোবর "শ্রমিক দিবস" হাওড়া ময়দানে বেকার-সমস্যা ও এই নূতন আইন জারী সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতিবাদকল্পে লিলুয়া ও হাওড়ায় শ্রমিকদের বিরাট সভা হইবে।

স্বাধীন আয়র্লণ্ডে শ্রমিকদলের বিড়ম্বনা

স্বাধীন আয়র্লণ্ডে সাধারণ সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কয়েক দিন দেশ নির্ব্বিবাদেই কাটিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একটী রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে সে নির্ব্বিবাদ বিবাদে পরিণত হইয়াছে।

আইরিশ পার্লামেন্টের যে ২জন শ্রমিক সদস্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আয়র্লণ্ডের শ্রমিকদল হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এই দুইজন বিপন্ন সদস্যের নাম মিঃ মরিস, (আইরিশ পার্লামেণ্টের ডেপুটী স্পিকার এবং টীপারারী অঞ্চলের নির্ব্বাচিত সদস্য) এবং মিঃ রিচার্ড আন্থনী (কর্ক অঞ্চলের নির্ব্বাচিত সদস্য)।

মাণিকতলা ডাকাতির জের

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মিত্রের গ্রেপ্তারের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহাকে মাণিকতলায় সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে। গত ২রা অক্টোবর উক্ত ডাকাতি সংঘটিত হয় এবং এই ডাকাতির অপরাধে শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী ও অপর ৫ জনের বিরুদ্ধে আলিপুরের বিশেষ আদালতে মামলা চলিতেছে।

৩০ জন গ্রামবাসীর জীবন নাশ

ভিজাগাপত্তমের কলেক্টর ভিজাগাপত্তমের বন্যা সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়াছেন। প্রকাশ, ১৩ই ও ১৪ই তারিখে প্রচুর বারি বর্ষণের ফলে সরদা, নিলীমারলী, সুবর্ণমুখী, গোস্তানী এবং অপর কয়েকটি নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার ফলে নানা স্থানে চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত বন্যায় ভিজিয়ানা গ্রাম তালুকের নেলীমারলা নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে ৩০ জন লোকের জীবন নাশ ঘটিয়াছে। অপর কয়েকটি গ্রাম হইতেও মৃত্যুর খবর আসিতেছে।

কনষ্টেবলের কীর্ত্তি

গোবরডাঙ্গার জমিদারের দারোয়ান সহদেব সিং এবং গোবরডাঙ্গা ফাঁড়ীর কনষ্টেবল সাহদেও রাম চণ্ডী সিং ও শীতল সিং নামক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন্দুক চুরির অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। প্রকাশ, উহারা সহদেব সিংহের বন্দুক চুরি করিয়াছিল এবং কনষ্টেবল তাহার পাহারার নির্দ্দিষ্ট এলেকা হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছিল। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিথ্যা মামলা আনয়নের অপরাধে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তির ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ডাকাতি চেষ্টার জের

ঝাউকোপাড়ে ডাকাতির চেষ্টা করিবার অভিযোগে যে ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছিল, থানার দায়রা জজ তাহাদের বিচার শেষ করিয়াছেন। এই ডাকাতির চেষ্টার সময় একজন য়ুরোপীয়ান পুলিস কর্ম্মচারী ছুরির আঘাতে বিশেষভাবে আহত হইয়াছিল। বিচারে ৫ জন আসামী ৩৯৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। অপর ব্যক্তি অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ জনের প্রতি ২ বৎসর করিয়া ও ১ জনের প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

নির্ব্বাচন সম্পর্কে বহু মহিলা

জাতীয় সরকারের সমর্থক-সংবাদপত্রসমূহ নির্ব্বাচন সম্পর্কে তাহাদের কাগজের সবিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সকলকে জাতীয় সরকারের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করিয়াছে। তাহাদের প্রবন্ধের মূল কথা এই যে, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকুক অন্যথায় দেশ উৎসন্নে যাইবে বলিলে নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে মিঃ ক্যেভারসনের প্রতিদ্বন্দ্বী এডমিরাল ক্যাম্পেল উপরোক্ত মর্ম্মে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।' ২৭শে অক্টোবর প্রাতঃকালে দিনের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু মহিলা ও প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ বলেন, ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এত বেশী লোক ভোট দিতে আসে নাই।

কুচকাওয়াজ শিক্ষা

সম্প্রতি বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের উদ্যোগে কুচকাওয়াজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কতিপয় বালক ও যুবক বর্ত্তমানে শিক্ষালাভ করিতেছে। ড্রিল শিক্ষা হিন্দুস্থানী সেবা দলের প্রণালানুযায়ী চলিতেছে। ড্রিলের সহিত ড্রিল বাদ্যও শেখান হইবে। শিক্ষার্থিগণকে নিজ খরচে পোষাক করাইয়া লইতে হইবে। ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিক্ষার্থিগণের অভিভাবকগণের অনুমতি-পত্র লাগিবে। শিক্ষার্থিগণকে এই শিক্ষার জন্য কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না। প্রবেশ ফিস্বরূপ ভর্ত্তি হইবার সময় এক টাকা লাগিবে।

সাধারণ নিয়মাবলী—শিক্ষার্থী দুই প্রকার থাকিবে। এক দল কেবলমাত্র বিকালে প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা শিক্ষালাভ করিবে। অপর দল সকালে ৭টা হইতে ৮টা ও বিকালে ৫টা হইতে ৬টা শিক্ষালাভ করিবে। দ্বিতীয় দলের শিক্ষার কাল নভেম্বর হইতে জানুয়ারী এই তিন মাসকাল। রবিবার বন্ধ থাকিবে।

কাঁথিতে শ্রীযুক্তা কমলা দেবী

হিন্দুস্থানী সেবা দলের মহিলা বিভাগের অধিনায়িকা শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত এই দলের কার্য্য সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সেবাদলের মহিলা সংগঠনের জন্য ১২ই তারিখে কাঁথিতে আসিতেছেন।

দুই টাকা অনাদায়ে আত্মহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, দায়রা জজ মিঃ গর্ডন ওয়াকার হাক নামক জনৈক খৃষ্টান আড়্দারের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, হাক তাহার স্ত্রী মারুর নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য দুই টাকা আদায় করিতে না পারায় ক্রুদ্ধ হইয়া গত ১০ই আগষ্ট তারিখে কুঠারের এক আঘাতে মারুর জীবলীলা সাঙ্গ করে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চাকুরীর হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৮, ৩১শে অক্টোবর ১৯৩১

কেরোসিন তৈলে আত্মহত্যা

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জোড়া গুলী

মাদ্রাজে আতঙ্ক

লর্ড আরউইনের সদস্য হইবার সম্ভাবনা

আর্থিক সমস্যার সমাধান

দৈনিক সমাচারের সম্পাদক দণ্ডিত

ঢাকায় ছাত্র ধর্ম্মঘট

উৎকল কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত

দুইজন যুবকের কৃতিত্ব

পুরীতে স্বেচ্ছাসেবক ছাউনী উদ্বোধন

রুমানিয়ার ভাবী রাজা

নানা কথা

কেরোসিন তৈলে আত্মহত্যা

প্রাতঃকালে কুষ্টিয়ার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সাহার বিংশতিবর্ষ বয়স্কা পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনী সাহা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন তৈল সিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগ করে ফলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

মাদ্রাজে আতঙ্ক

গত কয়েক দিন যাবৎ মাদ্রাজ নগরে নারী ও বালক বালিকা হরণের গুজব রটিয়াছে। এই গুজবের ফলে কোন কোন অঞ্চলে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে এক দিন একটা পাগলকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। গুজবকারীরা মনে করে যে, লোকটা হরণ উদ্দেশ্যে রাস্তায় ফিরিতেছিল। পুলিস কমিশনার উক্ত গুজবের প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড আরউইনের সদস্য হইবার সম্ভাবনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, যদি ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরউইন আগামী নির্ব্বাচনে সরকারের কার্য্যে যোগদান করেন তবে তাঁহাকে সরকারী প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছে। যদি তিনি সরকারের কার্য্যে যোগদান নাও করেন, তবুও তাঁহাকে রক্ষণশীলদলের প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিল বৈঠকে মনোনীত করা হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন।

আর্থিক সমস্যার সমাধান

২৫শে অক্টোবর ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব সিনর গ্র্যাণ্ডি বার্লিনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা লইয়া জার্ম্মাণ সচিবগণের সহিত কথোপকথন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সমর-ঋণ পরিশোধ নিরস্ত্রীকরণ এবং শুল্ক সম্বন্ধে অনেক কথাই উত্থাপিত হইবে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে জার্ম্মাণ সচিব ডাঃ ব্রুনিং স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এম, লাভাল এবং এম, ব্রায়াণ্ড বার্লিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর যে একটা সৌহার্দ্যভাব উপস্থিত হইয়াছে, এবার ইতালীর সহিত জার্ম্মাণীরও সেই ভাব সৃষ্ট হইবে। উভয় রাষ্ট্রের কথোপকথনে উহাই অনুমিত হইতেছে।

পাবনায় অভিনাম্সে গ্রেপ্তার

২৮শে অক্টোবর অপরাহ্ণকালে পাবনার মোক্তার শ্রীযুত সুরেশ সরকারের বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্র রাজসাহী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত সুখেন্দু সরকারকে পুলিস বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস ভগৎ সিং, যতীন দাস, রাজেন লাহিড়ী এবং ক্ষুদিরামের ফটো ও কতিপয় নিষিদ্ধ পুস্তক হস্তগত করিয়াছে।

লিবার্টি অফিসে খানাতল্লাস

২৮শে অক্টোবর অপরাহ্ণকালে পুলিস "লিবার্টি" পত্রিকার অফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘের পিকেটিংএর রিপোর্ট সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে। পুলিস উক্ত রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভ.গলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে নবাবির্ভাবোৎসবাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীসদানন্দযাদব দাস, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, তারপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধুভক্তি দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদামন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]সিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চৈতন্য ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল [illegible]কারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রী[illegible] অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবৈরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

[রক্ষ]ক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীধামদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ   ৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা নভেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার   ১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব

গত ২৮শে অক্টোবর হইতে শ্রীপ্রয়াগ-ধামে (এলাহাবাদে) ৮এ সাউথ মালাকায় অবস্থিত শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ নদীয়া জেলার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠ। [illegible] দারাগঞ্জে অবস্থিত ছিল; [illegible] উক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মঠের বর্ত্তমান স্থানটীর দৃশ্য অতীব [illegible], ইহার দুই দিকে দুইটী সুন্দর [illegible] এবং পূর্ব্ব পশ্চিমও খোলা।

গোস্বামী মহারাজ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে [illegible] অবস্থান করিয়া সমাগত বহু [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করতঃ [illegible] অক্টোবর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন; তথা হইতে নৈমিষারণ্যে শুভ-বিজয় করিবেন। শ্রীপরমহংস মঠের বার্ষিক মহোৎসবের সময় তথায় অবস্থান করিবেন। তৎপরে যে স্থানে রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব-শ্রীমুখ-বিগলিত হরি-কথামৃত পান করিয়াছিলেন সেই পবিত্র [illegible] শুকরতলে শুভবিজয় করিবেন।

উত্তরবঙ্গ প্রবাসী ও নিবাসী সত্য-পিপাসু সজ্জনমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে বিগত ১লা সেপ্টেম্বর এক পত্রে উত্তরবঙ্গে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র সম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়া অনুমতি চাহেন।

৬।১০।৩১ তারিখে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশপত্র পাইয়া উত্তরবঙ্গে প্রচারকেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশ্যে [illegible] দেওয়ান গঞ্জ মোকামে স্থানীয় মাডল স্কুল-গৃহের প্রাঙ্গণে [illegible] ১২ই অক্টোবর সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থানীয় এবং বিদেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া পরম উৎসাহ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে বন্দনাদির পর প্রায় দুই ঘণ্টা সংকীর্ত্তন হয়। পরে সভার সভাপতি নির্ব্বাচনকল্পে সভার পক্ষ হইতে শ্রীরাধা-চরণ গোস্বামী মহাশয় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, "অদ্যকার সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সভাপতি হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা"। অতঃপর ডাক্তার শ্রীপাদ সুরমুনিনন্দ্য দাসাধিকারী মহাশয় সভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে উহা সমর্থন করেন। অতঃপর আনন্দাধিক্যে প্রাণের আবেগে পার মেথলীগঞ্জ মধ্য ইংরেজি স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় ও জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর ভূতপূর্ব্ব ওভার-সিয়ার [illegible] দৈত্যমোহন সেন মহাশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

অতঃপর নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহ মনোরম ও সুসজ্জিত উচ্চাসনে স্থাপন করা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বসমক্ষে ইহাই ব্যক্ত করেন যে, "আপনাদের সম্মুখে অর্চ্চাবিগ্রহরূপে যিনি উপবিষ্ট আছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগাচার্য্য দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ, সুতরাং তিনি এবং তাঁহার নাম ও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে মায়া ব্যবধানজনিত কোন ভেদ নাই। আজ আমরা সকলেই ধন্য, যেহেতু তাঁহার সভাপতিত্বে তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে অদ্যকার শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ সভায় যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিব।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয় প্রচারকেন্দ্র স্থাপন উদ্দেশ্যে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন, "আমরা এই সংসারে বহু দিন যাবত আসিয়াছি। বহু জন্ম ধরিয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমাদের দিব্যজ্ঞানের অভাবে সেই সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া একটা অনিত্য স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতেছি। ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়াই এই প্রকার দুর্গতির কারণ। আমরা অনাদি কাল হইতে ভগবৎ বিস্মৃতির স্থান এই সংসারে বদ্ধ রহিয়া। আজ থাকিয়া ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছি। তবুও আমরা একবার ভাবি না যে ইহার পরে পুনর্ব্বার মৃত্যু এবং জন্ম আছে ও এই প্রকার দুঃখ আছে।

এইভাবে আমরা [illegible] ভবসমুদ্র মধ্যে নি[illegible] হইয়া কেবল হাবুডুবু খাই-তেছি। এই [illegible] আমরা একমাত্র পরম বান্ধব শ্রীগুরুদেব ব্যতীত এরূপ একটীও বন্ধু পাই নাই, যিনি আমা-দিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া অভয় বাণী দ্বারা সান্ত্বনা দিতে পারেন; তাই আজ আমরা তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে [illegible] যাহাতে আমাদের [illegible] —ভববাধি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইতে পারি, তজ্জন্য [illegible] শ্রী[illegible] গো[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] জগৎ

গুরু শ্রী[illegible] [illegible]দেশ-পালকই আমাদের [illegible]

[illegible] সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলী কায় মনোবাক্যে উহা সমর্থন করেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, মূল অন্বয়

স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible] সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] নম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲।

শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible] পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০ [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] শাখা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible] ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিবরকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষান্তর। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible] সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শেষ অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী [illegible] কৃষ্ণ-কাম বিনোদায়িনী জীবন্ত-বাণীর [illegible] একবাক্যত্ব-বক্তৃমালার কৌস্তুভমণি, সম্প্রদায় অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রসসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-[illegible] [illegible]মাদির বিচার - বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত- কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম - আশ্রম ধর্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাপ্তাশিতভাবে প্রকাশিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্তত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কাব্যটি করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহৎ ও বাদক উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজ সংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

শ্রীশ্রীধাম
ঠিকানা— নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲
সিকি কলম ৩।০
ষোল কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০১ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৩৮, ২রা নভেম্বর ১৯৩১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্প্রদায়-দয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সনাতনধর্ম্ম-শিক্ষা-বিস্তারকল্পে এ যাবত চতুঃষষ্টি শুদ্ধ-ভক্তিমঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সনাতন-শিক্ষাস্থলী বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীভুবন-মোহনজী এই মঠে অবস্থানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সমাগত ভক্তবৃন্দের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতেছেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সহরের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গত ১৭ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর দিবসচতুষ্টয় উক্ত শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহা-রাজ সপার্ষদে বারাণসীতে শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ অধিবাসিগণকে ধন্য করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন, সমাগত পাপিগণের স্তূপীকৃত পাপগ্রহণফলে তীর্থস্থানসমূহ মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং সাধুমহাজনের পাদরজঃ ঐ পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া উক্ত তীর্থস্থানসমূহকে তীর্থে পরিণত করায় তাঁহা-দের (তীর্থস্থানসমূহের) ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণের শুভবিজয়ে তীর্থস্থানসমূহের কি উপকার সাধিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

নিত্যকল্যাণপ্রার্থিগণের তীর্থভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গ লাভ, কারণ 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়'। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহা-রাজ কাশীরাজের সুবৃহৎ Mint House এ অবস্থানপূর্ব্বক বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে তদীয় শ্রীচরণসমীপে আগমনের ও তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-মন্দাকিনীর অমৃত-ধারা পানের সুযোগ দিয়া তাঁহাদের অতুলনীয় উপকার সাধন করিয়াছেন।

দুর্গতি বিনাশের নিমিত্তই দুর্গতি নাশিনী দুর্গার পূজার প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুর্গতি ত্রিবিধা। বদ্ধ জীবের-শিক্ষার নিমিত্ত নিত্য সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী প্রভু সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র বারাণসীতে উক্ত ত্রিবিধা দুর্গতির কারণ ও তন্নি-বারণের উপায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। এবার সেই সনাতনক্ষেত্রে দুর্গোৎসব সম্মিলনীর অনুষ্ঠাতৃগণ, যাঁহার আশ্রয়ে যাবতীয় দুর্গতি বিনষ্ট হয়, গৌর-সুন্দর-চরণানুচরগণ কর্ত্তৃক গৌরসুন্দরো-পদিষ্ট সেই শান্তিপ্রদ মহাসত্য-সূর্য্য কিরণ-মালার বিকীরণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। এই মহত্তম কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া কাশীরাজের প্রাই-ভেট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী সেন মহোদয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গত ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার এলাহা বাদবাসিগণের আগ্রহে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী-মদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদ এলাহাবাদে শুভাগমন করিয়া ৮এ সাউথ মালাকায় অবস্থান করেন। অনেক সজ্জন তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণে জীবন ধন্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে লক্ষ্ণৌএ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ শুভ-বিজয় করিয়াছেন।

কনকের সার্থকতা

জগতে যে সকল বস্তু আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই সেই বস্তুগুলির সার্থকতা হয়। যদি বস্তুর সদ্ব্যবহার করিতে না পারা যায়, তবে সেই বস্তু ব্যয় করিয়া কোন উপকার ত হয়ই না, অধিকন্তু তদ্দ্বারা অমঙ্গল আনয়ন করে। যেমন—প্লীহারোগাক্রান্ত রোগীকে যদি ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি দেওয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত খাদ্য-দ্রব্য জীর্ণ করিতে না পারায় তাহার দেহের পুষ্টিসাধন ত হইবেই না, বরং রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিবে।

"কনক" নামক একটী বস্তু জগতে দেখা যায় এবং তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য অনেকেই দিবারাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করেন; কিন্তু কি করিলে সেই অর্জ্জিত-কনকের সার্থকতা হইবে, তাহা আমরা অনেকেই জানি না বা জানিবার চেষ্টা করি না।

অন্যাভিলাষিগণ বিচার করেন, যে কোন উপায়েই হউক কনক সংগ্রহ করিয়া নিজের দেহ-মনের তৃপ্তির জন্য কিম্বা সম্বন্ধীয় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানের জন্য তাহা ব্যয় করিলেই সেই সংগৃহীত কনকের সার্থকতা হইল।

কর্ম্মিগণ মনে করেন, জ্ঞাত হইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ নিজের দেহরক্ষা ও কুটুম্বভরণের জন্য, বক্রক দেশের ও দশের উপকারের জন্য কিছু সঞ্চয় এবং অবশিষ্টাংশ সেবাদির অনুষ্ঠানদ্বারা পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টায় ব্যয় করিলেই সেই অর্জ্জিত কনকের সার্থকতা হইবে।

অন্তরে ভোগপিপাসা থাকিলেও ফল্গু বৈরাগিগণ কপটতাপূর্ব্বক জড়পণ্ডিত্য অর্জ্জনের জন্য ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করেন এবং নাক সিটকাইয়া বলেন উহা স্পর্শ করিতে নাই।

ভগবদ্ভক্তগণ বলেন সমস্ত বস্তুর মালিক শ্রীভগবান্, সুতরাং কোন বস্তুই কাহারও ভোগের বা ত্যাগের নহে, পরন্তু কনকাদি সকল বস্তুই শ্রীহরিসেবার উদ্দেশ্যে অর্জ্জন করিয়া তাহা হরিজনের আনুগত্যে সুকার্য্যে ব্যয় করিলেই সেই অর্জ্জিত কনকের প্রকৃত সার্থকতা হবে। মহাজন বলেন,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠার পর)

(৯৯)

১৩৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৫৷৷৵০

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী সাং কলিজা

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং চাঁদপুর পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৮১ খতিয়ানে ৪-৪১শঃ জমীর ১৫৷৷৵৩ জমা মূল্য আঃ ২১৲

(১০০)

১৪৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৸৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ সেন দিং সাং ভাজনঘাট

দেঃ দেদারালি মণ্ডল দিং সাং নোনাগঞ্জ পোঃ ভাজনঘাট

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ভাজনঘাট গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪৪।৭৪৫।১০৭৪ খতিয়ানে ৭ ২৮শঃ জমীর ১৩৸৵০ জমা মূল্য ১১৲

(১০১)

১৪৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৪৷৵৩

ডিঃ মন্মথনাথ সেনগুপ্ত দিং সাং ভাজনঘাট

দেঃ পটল মণ্ডল সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ভাজনঘাট গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০৯—৯৫১ খতিয়ানে ১৬৲ জমীর ২৬৲ জমা মূল্য ৫০৲

(১০২)

১৪৭০ খাংজারি ৩১ দাবী ৫৭৷৵৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ সেন দিং সাং ভাজনঘাট

দেঃ দেদারালি মণ্ডল দিং সাং নোনাগঞ্জ পোঃ ভাজনঘাট

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ভাজনঘাট গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪৬।৪২৭ খতিয়ানে ৪-৪০শঃ জমীর ১৩৲৩ জমা ২ মৌজা একত্রে মূল্য ১

(১০৩)

৭৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৸৵

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ মাঝি সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৭ খতিয়ানে ০৫ শতক জমীর ওটবন্দী জোত জমা মূল্য আঃ ৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(৪)

৮৯৪ মণিজারী ৩১ দাবী ১১৮।০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার রায় সাং গোবিন্দপুর

দেঃ মনখিলা যোবানী সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে অমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অধীন ২৫৯, ২৬০ খতিয়ানে ৭ ৭১ শতক জমীর ৮৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬০ খতিয়ানের ১ ২৫ শতক জমী ৪।৶৮ জমা মায় বাড়ী সহ মূল্য ২০৲

(৫)

৯২৩ মণিজারী ৩১ দাবী ৯৬৵৯

ডিঃ কৃষ্ণপদ বস্তু দিং মোং বেণুয়াডহরী

দেঃ রতনলাল বিশ্বাস দিং সাং চাঁদেবঘাট পোঃ ত্রিহট্ট

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় অধীন ১১৯—১২৬।১৩৩ খতিয়ানে ১৯-৪৫ শতক জমীর ২৮৬৴৮ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

(৬)

৯৫১ মণিজারী ৩১ দাবী ১৭৯৶০

ডিঃ দুর্গাদাস রায় সাং বানপুর

দেঃ বিহারী দাস সাং ঐ পোঃ মাটীয়ারী

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ফুলবাড়ী গ্রামে যতীন্দ্রনাথ বসু অধীন ৭০৪ খতিয়ানে -২৪ শতক জমী ১৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

৯৬১ মণিজারী ৩১ দাবী ১২৬।৵০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার রায় সাং গোবিন্দপুর

দেঃ ভাগ্য মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে শ্রীশচন্দ্র রায় দিং অধীন ১২৫।১২৬ খতিয়ানে ৭-৩১ শতক জমীর ৮৸৶৪ জমা মায় বাড়ী সহ দেঃ ।৴৯॥= অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১১১৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৯৭।৶৯

ডিঃ গৌরদাসী দেবী সাং জয়ঘাটা

দেঃ এব্রাহিম মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় জয়ঘাটা গ্রামে জ্যোতীন্দ্রকুমার বসু দিং অধীন ৫২—১৬৭ খতিয়ানে ৭১ ১২ শতক জমীর ৬৫॥৵১০ জমা দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

১১৫০ মণিজারী ৩১ দাবী ৪৬৩৶০

ডিঃ লালবধি মল্লিক সাং রাণাঘাট

দেঃ গুরল সর্দার দিং সাং বগুলা পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় বগুলা গ্রামে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ২৪ খতিয়ানে ২১-৬০ শতক জমীর ২০॥৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৮৬—৯৬ খতিয়ানে ১১-৮৮ শতক জমীর ১৬৶১ জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

(১০)

১১৯১ মণিজারী ৩১ দাবী ১৮৫॥০

ডিঃ রতিকান্ত বক্সী সাং মাধবপুর

দেঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় রামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬১ ৪-৩২ শতক জমীর ১৭।৵০ জমা মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৬৪ খতিয়ানে ৩-৪৬ শতক জমীর ১৩৸৵০ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ৪।১ খতিয়ানে ১-৩৯ শতক জমী ৪৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১২৯৩ মণিজারী ৩১ দাবী

ডিঃ [illegible] মণ্ডল সাং নয়পাড়া

দেঃ মেলা বিবি দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন খতিয়ানে ১০-৪১ শতক জমী ওটবন্দী জমা প্রতি বিঘা ১।৴০ নিরীখে দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১২ খতিয়ানে -৭২ শতক জমীর ফি বিঘা ১।৴০ নিরীখে জমা দেঃ ।১৩—অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১২৯৫ মণিজারী ৩১ দাবী ২৩৲

ডিঃ মহব্বতালি সেখ দিং সাং হরনগর

দেঃ আমিরদ্দিন সেখ সাং চণ্ডীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চণ্ডীপুর গ্রামে নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ২৩ খতিয়ানে ৩-৭৩ শতক জমীর ৬॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৩২০ মণিজারী ৩১ দাবী ৪১।৶০

ডিঃ মুকুন্দমুরারী অধিকারী সাং চাপড়া

দেঃ মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৯৯ খতিয়ানে ১-০৮ শতক জমীর উটবন্দী জোত জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৩৪২ মণিজারী ৩১ দাবী ।

ডিঃ বিহারীলাল দাস সাং সড়ক

দেঃ হানেফ সেখ সাং মুড়াগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে শ্রীভূষণ মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মোত্তর অধীন ৭৬৪ খতিয়ানে -২০ শতক জমীর ॥০ জমা মায় আম কাটাল ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

১৩৪৩ মণিজারী ৩১ দাবী ১৮৩॥৶৬

ডিঃ ফণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ নজরালি মণ্ডল সাং আড়ংসরিষা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় আড়ংসরিষা গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ৯৬।৪৩।৭৭ খতিয়ানে ১৮-৩৩ শতক জমী ৪৭।৴৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

৯৮৭ মণিজারী ৩১ দাবী ৯৪৲৬

ডিঃ মহম্মদ সেখ ঘরামী সাং বৃত্তিহুদা

দেঃ ফয়জদ্দি খাঁ সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় অধীন ১২৩ খতিয়ানে ২-৪১ শতক জমীর ৫৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১১৬৬ দেঃজারী ৩১ দাবী ১৫১৸৵০

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ আশুতোষ ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

হাসখালী থানায় দক্ষিণপাড়া গ্রামে মাধব ভট্টাচার্য্য অধীন ১৬৮ -১৭৪ খতিয়ানে ৯-৬৬ শতক জমীর ১৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী অধীন ২৯৯।৩০৬।৩০৭ খতিয়ানে ১ ৯৭ শতক খণ্ডিদা ব্রহ্মোত্তর জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

১১৬৭ দেঃজারী ৩১ দাবী ১৯১

ডিঃ কার্ত্তিকচন্দ্র হালদার সাং বড়জাগুলিয়া

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ দে সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় চকজিধা গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং অধীন ১২৬।৮৩ খতিয়ানে ৫৴৩॥৵০ জমীর ৫॥৵১০ জমা মূল্য ৪০৲

(১৯)

১২৪৪ দেঃজারী ৩১ দাবী ৯৫॥৴৬

ডিঃ হুরুমেছা বিবি সাং ভায়না

দেঃ আবদুল মণ্ডল সাং ঐ পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় ভায়না গ্রামে বসন্তকুমারী দাসী অধীন ৫৮ খতিয়ানে ১-৭৮ শতক জমী ৫॥৵০ জমা মূল্য ৩৫৲

(২০)

১৩৬১ দেঃজারী ৩১ দাবী ২৪১৸৴১

ডিঃ প্রাণভদ্র পাল সাং বৃত্তিহুদা

দেঃ আমোদ সেখ দিং সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা ও বৃত্তিহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীন ৬৭১।১০৬ খতিয়ানে ২ মৌজায় ৬ ৪৬ শতক জমীর ১১।১০ বায়তী মোকররী মূল্য ১০০৲

(২১)

৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৭।৶০

ডিঃ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য সাং গোয়াড়ী

দেঃ কৈলাসবাসিনী দেবী সাং কুচাবাগাছি পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে মেদিনীপুর জমিদারী কোং দিং অধীন জলকর বিল ১৮০০৲ দরপত্তনী জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(২২)

১৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫০৲৬

ডিঃ নৃসিংহ দাস সিংহ দিং সাং কাশীয়াডাঙ্গা

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় যুগপুর গ্রামে অধীন ১৮৬—১৯৩ খতিয়ানে ২৬-৫১ শতক জমীর ১৭॥০ মোবর্শা জমা মূল্য ২৫৲

৪৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১৸৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারী

দেঃ ছদি বিবি দিং সাং শিকড়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১ খতিয়ানে ১ ৪৬ শতক জমীর ৩৸৵ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

৫৮৯ বাংজারী ৩১ দাবী ৬১৮/

ডিঃ সৃষ্টিধর বিশ্বাস সাং চৌগাছা

দেঃ হিয়দালি মোল্লা সাং কোমরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কোমরপুর গ্রামে নরেন্দ্র বসু দিং অধীন ১৬৯।১৬৭ খতিয়ানে ৯৮ শতক জমীর ৪./২ জমা কাঠাল ও আম গাছ ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

৫৯৯ বাংজারী ৩১ দাবী ৭৮৶৯

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ গুনবক্স বিশ্বাস দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪ ও অধীনস্থ খতিয়ানের ১৭ ৭৫ শতক জমীর ৮০। ৭ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৬)

৬০০ বাংজারী ৩১ দাবী ৬৮/৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারী

দেঃ উম্বর সেখ ফরাজী সাং বাঙ্গালঝি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাঙ্গালঝি গ্রামে বাগাল দাস সিংহ দিং অধীন ৬০ খাতিয়ানে ৩-৬৪ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৮৲

(২৭)

৬২১ বাংজারী ৩১ দাবি ৪৩৮০

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ সার্থক বিশ্বাস সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চণ্ডীমহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৩ খতিয়ানে ৮।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

৮০১ বাংজারি ৩১ দাবী ২৩।০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ অশোর মল্লিক দিং সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় তালুকহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬ খতিয়ানে ২-০১ শতক জমীর ওটবন্দী জমা দেঃ ৮০ অংশ মূল্য ১০৲

(২৯)

৮১৮ বাংজারী ৩১ দাবী ১৩৶

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ম্যানেজার চেংমারিয়া ওয়ার্ডস এষ্টেট

দেঃ বসন্তকুমারী দেবী সাং হাসখালি পোঃ হাসখালী

হাসখালি থানায় দৌরকাট গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৭।২২১।২১৫ খতিয়ানের -২২ শতক জমীর ॥৵৫ জমা

(৩০)

৮১৯ বাংজারী ৩১ দাবী ১৬৷০

ডিঃ ঐ

হাসখালি থানায় দৌরকাট গ্রামে ডিক্রিদার দিং অধীন ৪৭৭—৪৭৭ খতিয়ানে -০৪ শতক জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

৮২১ বাংজারী ৩১ দাবী ১৭।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬ খতিয়ানে ৮১৶০ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য ৫৲

(৩২)

৮২১ বাংজারী ৩১ দাবী ১২৮৸৵৩

ডিঃ ঈশানচন্দ্র গুহ মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ বলাইকৃষ্ণ সিংহ দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪ খতিয়ানে ৯ ১২ শতক জমীর ৩৭।৵০ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৩)

৮৮৩ বাংজারী ৩১ দাবী ২০।৵৭

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জোনাবালি সেখ খলিফা সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৬ খতিয়ানে -৬৫ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

৯১৬ বাংজারী ৩১ দাবী ২৭/৩

ডিঃ নিত্যানন্দ মণ্ডল সাং গাজনা

দেঃ কিরণবালা দাসী দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

হাসখালি থানায় গাজনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৪৭—৯৫৪ খতিয়ানে ২০.৫৭ শতক জমীর ৪৮॥৵৩ জমা মুল্য আঃ ৮০৲

(৩৫)

৯১৭ বাংজারী ৩১ দাবী ৫১৶

ডিঃ সুরেশচন্দ্র বসু সাং কুমারপুর

দেঃ বাখের মণ্ডল দিং সাং নিখিরপোতা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কুমারপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৯ ও অধীনস্থ খাতয়ানের ৬-৪৯ শতক জমীর ১২৮৩ জমা মুল্য ৩০৲

(৩৬)

৯১৯ বাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৻৯

ডিঃ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং দিনাজপুর

দেঃ নিয়ামত মণ্ডল সাং বনপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩১ খতিয়ানে ২-১৮ শতক জমীর ৫।৵০ জমা মূল্য আঃ ২০

(৩৭)

৯১০ বাংজারী ৩১ দাবী ১২॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বাহাবালি মণ্ডল দিং সাং বনপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

চাপড়া থানায় বনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩১।৪২৪ খতিয়ানে -৩৫ শতক জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৯২১ বাংজারী ৩১ দাবী ২৯৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জবেদালি মণ্ডল দিং সাং বনপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩১।৪৩২ খতিয়ানে ১-২ জমীর ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

৯৩৩ বাংজারী ৩১ দাবী ২১৬৯

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ সাদাদতআলি মণ্ডল দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর দিং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৭ খতিয়ানে ৬-৬৬ জমীর ৪৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪০)

৯৩৪ বাংজারী ৩১ দাবী ১৩॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক মণ্ডল দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩২১ খতিয়ানে ২-২২ শতক জমীর ২।০ জমা মূল্য ১০৲

(৪১)

৯৬৫ বাংজারী ৩১ দাবী ১৩০০/৬

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ কালীচরণ ঘোষ সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮৷১৮০ জমীর বাস্ত ৭॥০ টাকা প্রতি বিঘা হিসাবে দিতে হয়। মূল্য ৫০৲

(৪২)

১০০৭ বাংজারী ৩১ দাবী ৭০॥৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মহম্মদ সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১১।৪৮৭।১৭১ খতিয়ানে ৩-৯৮ শতক জমীর কাত ১৩॥৶৩ জমা এবং ১৭১ খতিয়ানের ২-৩৯ শতক ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৩)

১০১১ বাংজারী ৩১ দাবী ১১৭॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাটখোলা ও মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১১।৪৮৭।১৭১ খতিয়ানের ৩-৯৮ শতক জমীর ১৩॥৶৩ জমা ও ১৭১ খতিয়ানের ২-৩৯ শতক ওটবান্দ জোত একত্রে মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১০১৭ বাংজারী ৩১ দাবী ১১৮।৻৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাজাহান বিশ্বাস সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭১।৫১০।৩১৭ খতিয়ানের ৬ ৭২ শতক জমীর কাত ২৩৻৬ জমা বাকী জমা ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

১০১৮ বাংজারী ৩১ দাবী ৭৯।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বছির সেখ নেড়া দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২৩।২৫৪ খতিয়ানের ১৬.৪ শতক জমীর ২৯।৵৪ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

১০১৯ বাংজারী ৩১ দাবী ৩১।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আবেদা খাতুন বিবি সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১১ খতিয়ানে ৭৯শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

১০২০ বাংজারী ৩১ দাবী ২৭/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪৪৫।১৩৩ খতিয়ানে ৩-৭৩ শতক জমীর ১২৮৶ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৮)

১৩২১ বাংজারী ৩১ দাবী ১৮০॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাচ দফাদার দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৫৮ খতিয়ানে ১-৯৭ শতক জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চিঠির হার
প্রত্যেক ।০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ।৴

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৩রা নভেম্বর ১৯৩১

বৈঠকে গান্ধীজীর উক্তি

কাশ্মীর রাজ্যে ২ শত আরহার গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে ছাত্র ধৃত

জাপানের রণ সম্ভার প্রেরণ

ডাকের থলিয়া লুণ্ঠন

পেশোয়ারে পুলিশের প্রশংসা

স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড

আর্থিক ব্যাপারের আলোচনা

লর্ড সাঙ্কির বিরক্তি

মৌলভী ফৈয়জ আমেদের মৃত্যু

নানা কথা

বৈঠকে গান্ধীজীর উক্তি

কমনওয়েলথ গ্রেট ইণ্ডিয়া লীগের সভায় গান্ধীজী বাঙ্গালার নূতন অর্ডিন্যান্সকে আক্রমণ করিয়া বলেন, সরকারের হাতে ইতঃপূর্ব্বেই যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। গান্ধীজী মিঃ ষ্টিভিন্সের ও ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আক্রমণকে শোচনীয়, লজ্জাকর ও তাঁহার মতের দিক হইতে অসুবিধাজনক বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐ দুই ঘটনার নিন্দা করেন।

চট্টগ্রাম ও হিজলী তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। তবে তিনি তাড়াতাড়ি করিবেন না, অথবা অধীর হইবেন না "আমি ক্রোধের বশে বৈঠক ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি অপেক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, প্রার্থনা ও অনুরোধ ও উপরোধ করিব। যদি গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে আমরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিব।"

সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধের জন্য গান্ধীজী সরকারকে দোষ দেন এবং বলেন, যদি গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না এবং ঐরূপ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন।

কাশ্মীর রাজ্যে ২ শত আরহার গ্রেপ্তার

মিঃ মজহর আলির নেতৃত্বে ২ শত আরহারের ([illegible]) একদল জাঠা কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মিঃ মজহর আলি এই কৈফিয়ৎ প্রদান করেন যে, মুসলমানগণের পক্ষের দাবী জ্ঞাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে তাঁহাকে উক্ত দাবীসমূহ ডাকযোগে প্রেরণ করিতে বলা হইলে তিনি তাহাতে রাজি হন না।

জাপানের রণ সম্ভার প্রেরণ

কলিকাতা-স্থিত চৈনিক জাতীয় দলের কার্য্যালয়ে নানকিং হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার আসিয়াছে :—

জাপানের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ চীনে বিশেষতঃ মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে বহু পরিমাণে কলের কামান, বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইতোমধ্যে উপরোক্ত রণ সম্ভার চীনা অভিমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে।

টোকিও নগরে বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচার করা হইতেছে। থেনজিনে জাপানী সৈন্যগণ বিনা কারণে মার্কিণ সেনাবাসে গোলা-গুলি বর্ষণ করিয়াছে।

জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়া প্রদেশের চীনের শাসন গণ্ডী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে উৎসাহিত করিতেছে।

পেশোয়ারে পুলিসের প্রশংসা

প্রকাশ, চীফ কমিশনার কর্ণেল আর, ই, এইচ গ্রিফিথ পুলিস লাইনে পেশোয়ার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিসের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়াছে। তারপর বিভাগীয় পুলিস কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, গত আঠারো মাস ধরিয়া এই সকল পুলিস কর্ম্মচারীকে পেশোয়ারে রাজনৈতিক আন্দোলন হেতু অনেকরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লাঞ্ছনা ভোগ সত্ত্বেও তাহারা যে কৃতিত্বের ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন চীফ কমিশনার বাহাদুর তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং অফিসারদিগের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ইহার পর কর্ণেল গ্রিফিথ পুলিস অফিসারদিগের সহিত গোপনে আলাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার — ২০১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ ময়মনসিংহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। সেখানে কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ মণ্ডল, এম-এ এবং শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ সেন এম, এ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন। স্বামীজী ময়মনসিংহ সহরের দুর্গা-বাড়ীতে দুইদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সুমধুর সম্পর্কের বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

কৃষ্ণভক্ত শান্ত। তাঁহাকে ভয় স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে বিশ্রাম করেন।

আসুরপ্রকৃতি পিতা পুত্রকে হরিবিমুখ করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু ভক্তপুত্র হইতে বংশের নিত্য মঙ্গল সাধিত হয়।

কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া যাঁহারা দেহ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকেই চিরস্থায়ী বন্ধু মনে করেন, তাঁহারা মঙ্গল লাভে সমর্থ হন না।

গত ৪ঠা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর বুধবার তারিখে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের প্রকটোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতঃকালে নগর-সংকীর্ত্তন হয়, তাহাতে ঢাকা এবং কমলাপুরের বহু ভদ্রলোক যোগদান করেন। সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

শ্রীমঠে বহু সংখ্যক লোক বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতুষ্ট হন।

মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী প্রমুখ মঠবাসিবৃন্দ, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দাস, ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজমোহন দে এবং শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র দে, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গণের প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

শ্রীমদ্বোধায়ন মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন যে, আত্মমঙ্গল সাধনই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার একমাত্র উপায় গুরূপদেশ প্রতি পালন। তাঁহার আদেশ—ভগবদ্বাণী কীর্ত্তন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য মধ্বমুনির আবির্ভাবোৎসব-বাসরে আচার্য্যগুণকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের আমরা হকদার। আমরা পথচ্যুত হইলে শ্রীগুরুদেব আমা-দিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া দেন। আমরা শ্রীগুরু-মুখনিঃসৃত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

ঢাকা নগরীর ভক্তবৃন্দের সেবাবৃত্তি এবং উৎসাহ দর্শনে স্বামীজী মহারাজ বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

বাস্তব বস্তুর সান্নিধ্য লাভ আধ্যক্ষিক জ্ঞানে হয় না। অপ্রাকৃত জগৎ হইতে সমাগত ব্যক্তিই আমাদিগকে উপায় প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মধ্বমুনি এইরূপ গুরু। আমরা তাঁহার ন্যায় চিত্তবৃত্তি লইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে। ভোগবুদ্ধি এবং কপটতা লইয়া গুরুসমীপে গমন করিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। গুর্ব্ববজ্ঞাকারী বস্তু লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগুরুর জাগতিক অভিমান নাই।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত চিন্মাত্রবাদ ও পঞ্চোপাসনা-সম্পৃক্ত কল্পিত বিষ্ণু প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা-প্রসূত। মুক্ত পুরুষ শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্য এই সমস্ত ভ্রান্ত মত হইতে আমা-দিগকে উদ্ধার করিয়া উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনার স্বরূপ প্রকটিত করেন।

আনন্দতীর্থনামা সুখময় ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ
কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বা গৌড়-পূর্ণানন্দস্বামী জড়-ভেদবাদ নিরাস পূর্ব্বক চিদ্ধামে পরম-ব্রহ্মে ও জীবে শুদ্ধ সেব্য-সেবকসূত্রে শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম—শ্রীগুরুদেব সত্য প্রচার করেন। ধর্ম্ম নিত্যকাল আছে। আমা-দের বিচারে যখন ধর্ম্ম বিশৃঙ্খলা হয় তখন ধর্ম্ম-সংস্থাপন জন্য অবতার।

আমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করি। শ্রীগুরুদেব সেই ভ্রম নিরসন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধ অব-তারের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ শূন্যবাদ প্রচার করেন, কারণ তখন তাহার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ মত নিরাস করিয়া জানাইয়া দেন যে, আমরা জড় নহি। তিনি চিন্মাত্রবাদ প্রচার করেন।

বেদ না মানা পর্য্যন্ত কেবল নৈতিক অবধি হওয়া যায়। বেদ না মানিলে তত্ত্ববস্তু জানা যায় না—চেতনের সন্ধান মিলে না। বুদ্ধ ও শঙ্কর নৈমিত্তিক ধর্ম্মের স্থাপনা করেন।

নির্বাণবাদ ও পঞ্চোপাসনা বৌদ্ধমত যে অমঙ্গল আনে, তাহাতে অভক্তই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভক্তের কোন অসুবিধা, কোন অমঙ্গল নাই। অসুরমোহনার্থ শ্রীশঙ্কর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন। শ্রীমন্মধ্বমুনি প্রমুখ শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আকাশ [illegible] সত্য কথার প্রকাশ করেন।

আমরা মধ্ব [illegible] অভিমান করি সেইজন্য তাঁহার [illegible] বাসরে তাঁহার গুণগান করিতেছি।

তিনি প্রকাশ করেন যে, বিষ্ণু, বৈষ্ণব এবং উপাসনা [illegible]।

চারি শুদ্ধ সম্প্রদায় [illegible], যোগ এবং অন্যাভিলাষ [illegible] শুদ্ধভক্তি প্রচার করেন। [illegible] সম্প্রদায়-সমূহ [illegible] দান করি [illegible] সাধন করেন।

অবশেষে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের জীবনীর বিশদ আলোচনা করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌-[illegible]-কৃত ভাবার্থ-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী [illegible] দর্শিনী টীকা

[illegible], [illegible] ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদ্যে [illegible] প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible] সুবিস্তৃত তাৎপর্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] পর্যন্ত ২১৸০, দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্‌ [illegible] বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible] বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [illegible] পূর্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] প্রবন্ধে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব সংস্করণ ইতঃপূর্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible], [illegible] সূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible] বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]. [illegible] ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible] ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], ব্যাখ্যা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। [illegible] মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া [illegible] ও [illegible] গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি [illegible] চক্রবর্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-[illegible]'। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible] সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ [illegible] ৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী [illegible] প্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবস্থ-বাণীর [illegible] সাম্প্রদায় [illegible] দর্শন-সম্প্রদায় [illegible] বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য,—[illegible] ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-[illegible] অচিন্ত্য-বিচারক —ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্তন—চতুর্দশ অপূর্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম-[illegible], [illegible] বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ [illegible]। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৩৮, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

সর্দ্দা আইন সমর্থন

গত ৩০শে অক্টোবর হিন্দু পাব্লিক দার্জ্জিলিং মহিলা সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট মহিলা সম্মেলন হয়। সভায় সর্দ্দা আইন সমর্থিত হয়। লেডী জে, সি, বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "এই সভা সর্ব্ববাদী সম্মতক্রমে সর্দ্দা আইন সমর্থন করিতেছে এবং বড়লাটের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে, উহার ধারা যেন বদল না করা হয়, এবং উহাকে আরও কার্য্যকরী করা হউক"

গবর্ণরের দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ

৩১শে অক্টোবর বাঙ্গলার গভর্ণর সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজসাহী বিভাগের কমিশনার, দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার এবং অন্যান্য উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীরা মার্কেট স্কোয়ারে গভর্ণরের অভ্যর্থনা করেন। গভর্ণর ব্রিক গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। মি[illegible] প্যালিটির ও জিলা [illegible]র্ডের [illegible] [illegible]দের তাঁহাকে যুক্ত অভিনন্দনে অ[illegible] [illegible]ন করেন। পাশ্চাত্য জাতির [illegible] [illegible] এক অভিনন্দনে গভর্ণরের প্রতি [illegible] [illegible]ত্য প্রকাশ করে। গভর্ণর একসঙ্গে [illegible] অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন [illegible] তিনি দার্জ্জিলিংয়ের

সর্দ্দা আইন সমর্থন

গভর্ণরের দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ

সাইকেলযোগে দিল্লী যাত্রা

মুদ্রানীতি সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ বাধিল

প্রহারে স্বেচ্ছাসেবক সংজ্ঞাহীন

মিঃ ডুর্ণোর অবস্থা

রাজদ্রোহ মামলার আপীল

আবার সশস্ত্র ডাকাতি

জাতীয় দলের নেতার পদত্যাগ

মোট ৬৪ জন গ্রেপ্তার

রাজদ্রোহ মামলার [illegible]ল

ক্রমবিকাশ ও উহার লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

সাইকেলযোগে দিল্লী যাত্রা

বাগবাজার সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপ হইতে গত ২রা কার্ত্তিক বীরাষ্টমী দিবসে উত্তর কলিকাতা ছাত্র সমিতির শ্রীসনৎকুমার সরকার ও শ্রীমণি পাল এবং বাগবাজার সবুজ সঙ্ঘের শ্রীমান প্রেমেন বিশ্বাস সাইকেল যোগে দিল্লী যাত্রা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্দ্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, ডেরী অনুপোন হইয়া গত ২৮শে অক্টোবর ৺কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীমান প্রেমেন বিশ্বাস পথে অসুস্থ হওয়ায় ডেরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অপর ২ জন বেনারস হইতে গত ২৯শে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। পথে সর্ব্বত্র তাঁহারা সম্বর্দ্ধনা পাইতেছেন—ও আহারাদি এবং রাত্রি যাপনের জন্য বাসস্থানের কোন কষ্ট পান নাই।

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ বাধিল

মুকডেনের সংবাদে প্রকাশ, সেনাপতি সেণ্ডিয়াঙ্গের যে সৈন্যদল মুকডেন পিকিন রেলপথ ধরিয়া প্যান্‌শ্যানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, জেনারেল চ্যাং-সেউল-চেং লিয়াস নদীর পর পারে থাকিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জেনারেল চ্যাং-সেউল-চেং পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বময় সামরিক কর্ত্তা জেনারেল চাঙ্‌-সো লিয়াঙ্গের অধীনে কাজ করিতেন। জেনারেল চ্যাং-সেউল-চেংএর দলে ৬ হাজার সৈন্য আছে বলিয়া অনুমান। মাঞ্চুরিয়াবাসীদের আত্মরক্ষী সৈন্যদল জেনারেল সিং হন্‌চিংএর অধীনে থাকিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয় সেনাপতিই চিনচাও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

লিবার্টি অফিসে তল্লাসী

লিবার্টিতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘের পিকেটিংয়ের রিপোর্ট প্রকাশ সম্পর্কে পুলিশ লিবার্টি অফিসে খানাতল্লাসী করে। পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

নবপর্য্যায় ৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫ ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ঠা নভেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার ২০৩৩ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত [illegible] কার্ত্তিক হইতে ঢাকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব এবং ঐ [illegible] হইতে নিয়মসেবা আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীমঠে শ্রীগ[illegible] ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান [illegible] শুনিতে পাই যে, [illegible]; শ্রীগুরু-[illegible] তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অপৌরুষেয় বেদবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাই।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ—মায়ার রাজ্যের—দেনাপাওনার; কিন্তু তত্ত্ববস্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তাহাতে নাম-নামীর ভেদ নাই। অপ্রাকৃত বস্তুতে মায়ার ব্যবধান নাই। মনোধর্ম্মের অতীত জগতে ফলের সমস্তই সার বস্তু, জগতের মায়িক ফলের ন্যায় তাতে আঁটি ও খোসা রূপ কোন অসার পদার্থ নাই।

উপনিষদে যম বক্তা, শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানেও যম বক্তা। তিনি দ্বাদশ বৈষ্ণব-মহাজনের অন্যতম। বৈষ্ণব-[illegible] ভগবদভিন্ন—তদ্বাণী ভগবদ্বাণী। ভগবান্ ও ভক্ত অন্তর্যামী। বৈষ্ণব শাসনযোগ্য নহেন, স্বরাট্ পুরুষ ভগবানের সেবকসূত্রে তিনি সকলেরই সেব্য।

ভাগবতধর্ম্ম—প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে বলিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে তাঁহার ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভাগবতধর্ম্ম কেহই নিজের চেষ্টায় জানিতে পারেন না। ভগবান্ যাঁহাকে জানান তিনিই জানেন। পতঞ্জলি, কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা ইহা প্রচার করেন নাই। সিদ্ধ, দেবতা এবং ঋষিরা পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ। কেবলমাত্র দ্বাদশ জন বৈষ্ণব-মহাজন ও তাঁহাদের অনুগত জনেরাই জানেন।

গীতার চরম কথা শ্রীবাসঅঙ্গনের কথার সমতুল্য নহে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" ইত্যাদি বিচার হইতে ঐ কথা আরম্ভ। গীতার শেষ কথার পর হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ।

শ্রীগুরুদেব এই ভাগবতবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তিনি সর্ব্বক্ষণ এই অমৃতময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়া জীবগণকে এই ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সচেষ্ট। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভাগবতবাণীর সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র নিয়মসেবায় মঙ্গল লাভ হয় না। ব্যবধান রহিত সাক্ষাৎ সেবা হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ প্রথমে আত্মনিবেদন তাহার পর সেবা। কপটতা ও অন্যাভিলাষ ব্যবধানে সেবা সুফল প্রসব করিতে পারে না।

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ধানবাদ সাহেবগঞ্জ হইতে সম্প্রতি ভাগলপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীনাম প্রচারকল্পে বক্তৃতা, পাঠ ও নগর-সংকীর্ত্তনাদি করিতেছেন। ভাগলপুরবাসিগণ স্বামিজীর বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে সোৎসাহে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকারে স্বামিজীর প্রচারাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, নগরবাসিগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বামিজী সম্প্রতি দুর্গাবাটী নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক নরনারী শ্রদ্ধার সহিত স্বামিজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

গত ৯ই কার্ত্তিক বেলা ১২টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ঢাকা মঠ হইতে রওনা হইয়া ধাউরা গ্রামনিবাসী হরিবাসী সাহা মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করতঃ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ স্থানীয় বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে অতি মর্ম্মস্পর্শী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ায় গৌড়ীয় মঠের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধান্বিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীযুত হরিবাসী সাহা মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সাহা মহাশয় বলেন,—"মহারাজ, আমি আপনাদের থাকিবার জন্য একটী পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিব। এ [illegible] বাটীতে যেন প্রতি বৎসরই আপনারা [illegible] পবিত্র করেন। আমরা হতভাগ্য [illegible], আমাদিগকে সৌভাগ্যবান করিবার নিমিত্ত আপনাদের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আগমন। আজ আমাদের মহা সৌভাগ্য যে, আপনাদের ন্যায় মহতের শ্রীচরণ দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিল।"

স্বামীজীর শ্রীমুখে [illegible], বৈষ্ণবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের [illegible] সমাগত [illegible] যে, গৌড়ীয় মঠের [illegible] চলিবে না; [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের গাথব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় শেষ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-

সূচী সহিত রয়েল আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ।৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী

প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক বঙ্গভাষাভাষ্য। অধ্যায়সূচী, মঙ্গলাচরণে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অনুবাদকাদি সংবলিত অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর স্বতঃসিদ্ধ বৈষ্ণব-ভাষ্য-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক অচিন্ত্যভেদাভেদ-অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। পদ্যাকারে পরিক্রমার স্থানাদি বর্ণক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বর্ণিত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমূল্য কণ্ঠহার। শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দের নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত মূল ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়যুক্ত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা, একত্রে) ভিক্ষা [illegible] অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাতীয় দলের নেতার পদত্যাগ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের জাতীয় দলের নেতা দেওয়ান বাহাদুর টি, রঙ্গচারীয়ার ডাক্তারগণের উপদেশমত পরিষদের আগামী বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন না। সে কারণে তিনি উক্ত দলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তবে পরিষদের বৈঠকের কোনও সময়ে হয়তঃ তিনি বৈঠকে যোগদান করিলেও করিতে পারেন।

বঙ্গীয় অর্ডিনান্সের নিন্দা

৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় নূতন বঙ্গীয় অর্ডিনান্স সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুত কে এফ, নরীম্যানের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত মুন্সী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বঙ্গীয় অর্ডিনান্সের নিন্দা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে আলোচ্য অর্ডিনান্সটি প্রকৃত পক্ষে গান্ধী আরউইন চুক্তির বিরোধী।

মোট ৬৪ জন গ্রেপ্তার

ঢাকা সহরে বিপ্লববাদীদের কৃত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (পর্য্যন্ত মোট ৬৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে মহকুমা হাকিমের নিকট ৫১শে অক্টোবর হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে আগামী ১১ই নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সশস্ত্র ডাক লুঠের মামলা

শুনা যাইতেছে, সম্প্রতি যে সশস্ত্র ডাক লুন্ঠনের মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে সেই মামলা সম্পর্কে শ্রীযুত বজেশ্বর রায় ও শ্রীযুত বিনয় বসুকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে যে ২টি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহা সনাক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত রিভলভার ২টির একটি ঢাকা পুলিসের সার্জ্জেণ্ট সেক্সটনের এবং অপরটি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক কাপ্টেন কে, বসুর প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত রিভলভার ২টি অপহৃত হইয়াছিল।

আবার সশস্ত্র ডাকাতি

মুন্সুরদিয়া ডাক লুটের পর হইতে ময়মনসিংহের আই বি অফিসারদের পরিচালনাধীনে স্থানীয় পুলিস গত কয়দিন যাবৎ চার পাঁচ মাইলের মধ্যে রাস্তার সকল লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সেই সময় গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ২টার সময় মুন্সুরদিয়া হইতে মাত্র ২ মাইল দূরে কবিরাটী নামক স্থানে এক বিষম সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ৮ জন যুবক বন্দুক ও রিভলভার হস্তে কবিরাটার শ্রীযুত রুক্মিণীকান্ত সরকারের ভাড়া দেওয়া পাটের গুদামের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহারা একজন পশ্চিমা পাট ব্যবসায়ীর প্রায় ২ হাজার টাকা লুটিয়া লইয়া পলাইয়াছে। গুদামের একজন দারোয়ান ডাকাতদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাকে গুলী করে। তাহাকে কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা খুবই সাংঘাতিক।

বিমান ডাকের নূতন ব্যবস্থা

সরকার কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে করাচী ও দিল্লীর মধ্যে বিমানযোগে ডাক বহন কার্য্যভার সাময়িকভাবে "দিল্লী ফ্লাইং ক্লাবের" উপর ন্যস্ত হইবে। দিল্লী ও করাচির মধ্যবর্ত্তী ডাক গমনাগমনের এই নূতন ব্যবস্থা কোনরূপে বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই উদ্দেশ্যে একটি নূতন বিমানের জন্য "ফরমাইস্" দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র ডাক বহনের জন্য সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা হইবে। সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্যবস্থা করিতেছেন। সরকারের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইবে। ইহা দিল্লী ফ্লাইং ক্লাবের পরিচালনাধীনে থাকিলেও সরকারের সহিত সহযোগ থাকিবে। সাধারণের যাহাতে সুবিধা হয় তাহার জন্য এই ব্যবস্থায় সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে। যে বিমান করাচির ডাক বহন করিবে তাহা মধ্য পথে হায়দ্রাবাদে থামিবে ও সেখান হইতে চিঠিপত্রাদি গ্রহণ করিবে। বিমানের কর্ণধার সম্ভবতঃ একজন ভারতীয় হইবে।

প্রহারে স্বেচ্ছাসেবক সংজ্ঞাহীন

রোটক হইতে প্রকাশ যে, ১৭টি বিদেশী বস্ত্রের দোকানে প্রবল পিকেটিং হইতে কোন কোন বস্ত্র ক্রেতা পিকেটারদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ২৭শে অক্টোবর শেখপুরার স্বেচ্ছাসেবক শিউনাথকে একটী লোহার ডাণ্ডার দ্বারা গুরুতর প্রহার করায় সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া যায়। সুতরাং তখন একটী খাটে করিয়া অচৈতন্য অবস্থাতেই তাহাকে চিকিৎসকের নিকট লইয়া আসা হয়। পূর্ণ এক ঘণ্টা পরে স্বেচ্ছাসেবকটির চৈতন্য ফিরিয়া আসে। ঐ দিন আরও ৪ জন আহত হইয়াছিল। পিকেটিং দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতেছে।

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার জগদীশ রায় স্বেচ্ছাসেবকদিগকে পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে, আঘাতের ফলে শিউনাথের কর্ণের উপর দিক হইতে রক্ত বাহির হইতেছিল।

মিঃ ডুর্নোর অবস্থা

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোর ক্ষত স্থানে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। শুক্রবার দিবস রাত্রিতে তাঁহার ৮ ঘণ্টাকাল নিদ্রা হইয়াছিল। তিনি বর্ত্তমানে সন্তোষজনক আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

রাজদ্রোহ মামলার আপীল

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, কংগ্রেসকর্ম্মী স্বামী চেতনানন্দ রাজদ্রোহের অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৩০শে অক্টোবর তাঁহার আপীল সম্পর্কে বিচারপতি মিষ্টার দিলীপ সিংএর সম্মুখে তিনি নিজেই সওয়াল জবাব করেন এবং বলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বন্দ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছে। পুলিসের ডায়রীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহাতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খ্রীষ্টান গুণ্ডার কাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উইলফ্রেড ডেভিস নামক জনৈক খৃষ্টান এসপ্ল্যানেড ময়দানের পার্শ্বে ঘুরিতেছিল। ডেভিসকে তথায় দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় পাহারায় নিযুক্ত কনষ্টেবল তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে সে ছোরা দেখায়। বিপন্ন কনষ্টেবল সঙ্কেতধ্বনি করিলে অপর একজন কনষ্টেবল ছুটিয়া আসিয়া ডেভিসকে ধরিয়া ফেলে। ডেভিস কনষ্টেবলের উপর এমন ভাবে ছোরা চালায় যে কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ইতোমধ্যে আরও লোকজন আসিয়া ডেভিসকে গ্রেপ্তার করে। ৩১শে অক্টোবর বোম্বায়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিসের প্রতি চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রীর বৈঠকে ভ্রমণ

লণ্ডন হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ, নূতন কেবিনেটে অন্ততঃ এরূপ ২ জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন যাঁহাদের দপ্তর থাকিবে না। এই মন্ত্রিদ্বয় জাতীয় সরকারের পক্ষ হইতে স্বদেশের ও বিদেশের বৈঠকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। উপনিবেশগুলির অবস্থার সহিত পরিচিত হওয়াই উহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিবে। এই সংস্রবে সার জন সাইমনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

বোম্বাই বণিক সভার প্রতিবাদ

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বোম্বাই হইতে রপ্তানী কাঁচা তুলার প্রতি গাঁইটের উপর ৪ আনা শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। বোম্বাই বণিক-সভা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া সরকারের নিকট এক চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা হইলে বোম্বাই বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য করাচী ও ভিজাগাপটম্ প্রভৃতি বন্দরে চলিয়া যাইবে। উপসংহারে বণিক সভা আশা করেন যে বোম্বাই সরকার বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন না।

মুদ্রানীতি সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি

গত ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় গান্ধীজী, মিঃ বিরলা ও সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ইণ্ডিয়া অফিসে কারেন্সির ব্যাপার সম্বন্ধে দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ স্বাধীনভাবে আদান প্রদান চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দাবীর সহিত বর্ত্তমান আদান প্রদান নীতি ও ইহাতে উপকার ও অপকারের তুলনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সার হেনরী এই আলোচনার সময় কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। হোয়াইট হলে এই নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবার আশা করা যায় না, কিন্তু ভাবী সম্মেলনে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিবে।

গৌড়- শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৶৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৪ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৫ই নভেম্বর ১৯৩১

কেম্‌ব্রিজে গান্ধীজীর বক্তৃতা

মানকুণ্ডু ট্যাক্সি ডাকাতির মামলা

নেলোরে ৯১ জন অভিযুক্ত

বড়লাটের নিকট প্রধান মন্ত্রীর তার

বৈঠকের কার্য্য সমাপ্তি

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব

কংগ্রেস কমিটী প্রতিষ্ঠ

বড়বাজারে পিকেটীংএর জের

ঢাকা কাণ্ডের নিন্দা

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের আত্মহত্যা

নানা কথা

কেম্‌ব্রিজে গান্ধীজীর বক্তৃতা

প্রকাশ, গান্ধীজী কেম্‌ব্রিজে পেমব্রোক কলেজের মাষ্টার ডাঃ হাচিনসনের অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাহার সঙ্গে তাঁহার নিকটস্থ দলবল ও মিঃ এণ্ড্রুজ আসিয়াছেন।

প্রাতঃভ্রমণের সময় তিনি সকল কলেজ পরিদর্শন করিয়া পরে মাষ্টারের বাটীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিঃ লো ডিকিনসন আর্ণেষ্ট বার্কার জে, ও, এফ, রে ও ইজলিন বেকের সহিত তিনি কথাবার্তা কহেন।

অপরাহ্ণে গান্ধীজী ওয়েষ্টকট হাউস ও ট্রিনিটি কলেজে যান। তথায় তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন।

অতঃপর কিংস কলেজের ডীন তাঁহাকে গির্জ্জায় লইয়া যান। তথায় প্রাচীন কীর্ত্তির সৌন্দর্য্যে গান্ধীজী বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তারপর ভারতীয় মজলিসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই মজলিসে বক্তৃতা করেন। এবং বলেন গান্ধীজী তাঁহার সমাধানই কংগ্রেসের সমাধান। কিন্তু মুসলমানরা যখন সে প্রস্তাবে সম্মত নন, তখন সাধারণ সালিশ দ্বারা অথবা বিচারকদের সালিশীতে সমস্যার সমাধান আবশ্যক। যদি এই এই প্রস্তাবেও মুসলমানরা সম্মত না হন, তাহা হইলে সমাধান করিবার মত সুবুদ্ধি তাহাদের আরও কিছু পরে দেখা দিবে।

গান্ধীজী আরও বলেন, পাঞ্জাব সমস্যার যে সমাধান ছিল না, তাহার কারণ, হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ যেন পাঞ্জাব সমস্যাটাকে অতিরঞ্জিত করিয়া না তুলেন। গোল টেবিল বৈঠক প্রতিনিধিদের ভাবগতি ভারতের জন সাধারণের প্রকৃত ভাবগতি নহে। যদি গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন নিশ্চয় আরম্ভ হইবে।

নেলোরে ৯১ জন অভিযুক্ত

লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে নেলোর জেলার সুলুর পেট সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আজ পর্য্যন্ত ১৪টি মামলা উঠিয়াছে। ১১টি মামলার বিচার হইয়াছে। আসামীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৯১ জন। ৪টি মামলার প্রত্যেকের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছিল, ৪টি মামলায় প্রত্যেকের ৫ করিয়া ও দুইটি মামলায় ১০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছিল। জরিমানা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় ৫ জন চারি দিবস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করে। প্রকাশ উপরোক্ত ১৪টি মামলায় এরূপ কোন অভিযোগ ছিল না যে গাড়ীতে কিংবা গরুর পৃষ্ঠে করিয়া লবণ বহন করা হইয়াছিল। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে নেলোর জেলায় গুডুর ও সুলুর পেটে গান্ধী আরউইন চুক্তির লবণ বিষয়ক সুবিধা বিগত ২৫শে অক্টোবর প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

মুদ্রানীতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলালের নিন্দা

৩০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে গান্ধী স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতির নিন্দা করিয়া বলেন, ইহাতে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতের শিল্পবাণিজ্যের স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং টাকার পূর্ব্ব মূল্য নির্দ্ধারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইল কেবলমাত্র স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের আত্মহত্যা

লাহোর গোরা পল্টনের কাষ্ট ফিল্ড ব্যাটারীর প্রাইভেট মিঃ মানকেল স্বহস্তে রিভলভার চালাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, মৃত্যুর পূর্ব্বে মানকেল তাঁহার মাতার নিকট আত্মহত্যার কথা ব্যক্ত করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার । ২০১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আদেশক্রমে উত্তরবঙ্গে শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে "শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি" নামে একটী আলোচনা কেন্দ্র বিগত ৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার দ্বাদশী দিনে দেওয়ানগঞ্জে প্রকটিত হইয়াছেন। সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনান্তে সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। নগর-সংকীর্ত্তনে প্রায় দেড় সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের নাম ও মহামন্ত্র লিখিত কাগজ প্রত্যেক সংকীর্ত্তন দলপতিকে দিয়া কল্পিত ছড়া কীর্ত্তন অবৈধ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয়। সকলে একযোগে হরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন। উত্তরবঙ্গে এরূপ নগর-সংকীর্ত্তন এই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া সকলেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন।

কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম—'কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই পরমোপায়' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপালজী বিগ্রহ দর্শনান্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ডাক্তার শ্রীপাদ সুধন্যমুনিবন্দ্য দাসাধিকারী মহাশয়ের ঐকান্তিক সেবাচেষ্টায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ নানাবিধ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শোভিত হন। শ্রীপাদ শুকদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সেইদিন হইতে উর্জ্জাব্রতের এক মাস শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে শ্রীশ্রীমঙ্গলারতি, ঊষাকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছে।

সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এবং প্রতি পূর্ণিমায় শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে অনেক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী তাঁহার কতিপয় শিক্ষিত বন্ধুবর্গসহ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন কিন্তু এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন,—'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণৈকসর্ব্বস্ব পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর জগজ্জীবের উপকারার্থ এই প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ মনোধর্ম্মী আমরা সেই অতিমর্ত্ত্য জগদ্গুরু-দেবাবতারের অমন্দোদয়দয়ার বিষয় তাঁহার কৃপা ব্যতীত উপলব্ধি করিতে পারি না।

করুণাবারিধি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনের জন্য বহু প্রকার পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। গ্রন্থ প্রচার, কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া ও আবার উহা আরও সুলভ করিবার জন্য এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের জটিল রহস্যপূর্ণ ও গুহ্য তত্ত্বগুলি অঙ্কাকারে প্রকটিত করিয়া তাপত্রয়োন্মূলনকারী বস্তুর অনুশীলন জীবের পক্ষে যে কিরূপ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

প্রদর্শনীর একস্থানে দেখিয়াছেন যে জাগতিক বিঘ্নের রক্ষাকর্ত্তা দেবতা গণেশ নিজেই শ্রীভগবান নৃসিংহদেবের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিয়াছেন। সেই নৃসিংহদেব ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ইহাও অন্যত্র দেখিয়াছেন জাগতিক বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিবার জন্য বিঘ্নবিনাশন যাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, মহাভাগবত প্রহ্লাদ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জাগতিক বিঘ্নসমূহ অপসারণ করেন, জীব সেই ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করুক, ইহাই না তাৎপর্য্য।

সর্ব্ব কারণের কারণ সমস্ত আধিকারিক দেবতাগণের মূল কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহার সেবা করিলে, বৃক্ষের মূলে জলসেচন করার ন্যায় অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের আর কৃপা-ভাজন হইতে হইবে না। এইরূপ করিলে আর প্রকোপে পড়িয়া কাহাকেও বন্যায় প্রপীড়িত হইতে হইবে না। ভগবদাশ্রিত জনগণের নিত্য বৈকুণ্ঠগৃহ কোন প্রাকৃত বর্ষণের বন্যায় প্লাবিত হইবার যোগ্য নহে।

সর্ব্বকারণ-মূল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-বিমুখতাই জীবের বন্যা ভূমিকম্পাদি ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগের কারণ। জনগণ এই ত্রিতাপের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া [illegible] শমের চেষ্টায় আত্মার প্রাণপাত পরিশ্রম করিলেও সফলকাম হইতেছে না। জীবের এই প্রকার ভবরোগের নিবৃত্তি জন্য সদ্বৈদ্য অর্থাৎ সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভবরোগ-নাশনকারী শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন না করা পর্য্যন্ত তাহার কোন মঙ্গলের আশা নাই।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আজ পরম করুণা প্রকাশপূর্ব্বক অযাচিতভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে [illegible] বিতরণ করিয়া কেবলমাত্র সাময়িক বন্যা, ভূমিকম্প কেন, জীবের অনন্ত কালের অনন্ত জীবনের ত্রিতাপ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাকে প্রকৃত শান্তিময় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সংশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের নিকট এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মূল্য [illegible] কোটি কোটি [illegible] অপেক্ষা [illegible]।

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] সংশিক্ষা প্রদর্শনীতে [illegible] করিয়া অতীব আনন্দলাভ [illegible]। প্রদর্শনীর সমগ্র প্রশংসা করিতে করিতে এবং নিজেদের অন্তরের অনুতাপ করিতে করিতে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, গ্রন্থ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বহু বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়াংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার পৃথক ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকানুমোদিত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেভবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত ভিক্ষা মাত্র ।৵০ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার উদ্দেশ্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশি[illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৵০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও [illegible]পত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা [illegible] আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৩৮, ৬ই নভেম্বর ১৯৩১

কুষ্টিয়ায় সর্পাঘাতে মৃত্যু

চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে মিঃ রোচ

ভারত সচিবের উক্তি

রাজদ্রোহের অপরাধে ৬ মাস

মুদ্রানীতির উপর অনাস্থা

দায়রা জজের অভিমত অগ্রাহ্য

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

গান্ধীজী আপোষে অসম্মত

ধুবড়ীতে ভু-কম্পন

হিজলী কাণ্ডের জের

মৃত্যুদণ্ডে সায়াসান

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় সর্পাঘাতে মৃত্যু

আফিলাদ্দিন সেখ নামক একজন সাপুড়ে গোলোয়াড় সাপের খেলা দেখাইবার সময় কুষ্টিয়া বাজারের নিকট নদীর তীরে বিষাক্ত সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছে ও দংশিত হইবার মাত্র তিন ঘণ্টা পরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। স্থানীয় ওঝাগণ ও ডাক্তারগণ তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে মিঃ রোচ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, যুক্ত-প্রদেশের পি, ডব্লু, ডি চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডব্লু, রোচ, সি আই, ই, রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পূর্ব্বপদ সেচ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মিঃ রোচ লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মৃত্যুদণ্ডে সায়াসান

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিদ্রোহী নেতা সায়াসানের দণ্ডাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল ব্রহ্ম সরকারের আদেশে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

ভারত সচিবের উক্তি

ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল বলিয়াছেন, ভারতীয় সেনা অধিকন্তু দেশরক্ষার জন্য। তাহা ভারতের জাতীয় সেনাদল রূপে পরিবর্ত্তিত হইবার কোন কথা অদূর ভবিষ্যতে উঠিতে পারে না। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যেরূপ দাবী করিতেছেন, সে ভাবে প্রধান প্রধান বিভাগগুলি সম্বন্ধে ইংলণ্ড ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতেও প্রস্তুত নহেন।

এই সকল মন্তব্য হইতে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, শাসন কার্য্য সম্বন্ধে সরকার পক্ষের মতের দিকে গান্ধীজীর ভাবগতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্যই সরকার ইচ্ছা করিয়াই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে অতি-রঞ্জিত করিতেছেন। কিন্তু মুসলমানদের মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে।

ধুবড়ীতে ভু-কম্পন

গত ৩১শে অক্টোবর রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় ধুবড়ীতে ভয়ানক ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ভূ-কম্পনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৭৬।

গান্ধীজী আপোষে অসম্মত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী কোনরূপ আপোষে সম্মত নন। বৈঠক ব্যর্থ হওয়া যে প্রায় অবধারিত, তাহার কারণ, কংগ্রেসের কোন দাবীতে সম্মত হইতে সরকার প্রস্তুত নন। দাবীগুলি—রাজস্ব, সেনা ও বৈদেশিক ব্যাপারের উপর কর্ত্তৃত্ব, সরকারী ঋণ সম্বন্ধে পরীক্ষা, বৃটিশের সম্পর্ক ত্যাগের অধিকার।

লাহোরে পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

সম্প্রতি পুলিশ দুইটী যুবককে পিস্তল-সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের উক্তি অনুযায়ী ২রা নভেম্বর প্রাতঃকালে পাঞ্জী নামক অপর একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়া আসা হইয়াছে।

দুর্লভ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা

এই মনুষ্যজন্মটী যে কত দুর্লভ তাহা আমরা অনেকেই [illegible] না করিয়া সুদুর্লভ বলিয়া উপলব্ধি হইলে ইহার সদ্ব্যবহার করিতাম। এই জন্মটী সার্থক করিতে হইলে ইহা যে কত দুর্লভ তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

শাস্ত্রে দেখা যায়, আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর চারি লক্ষ মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায়। যথা—জলজ যোনি নয় লক্ষ, স্থাবর বৃক্ষ লতাদি আচ্ছাদিত যোনি কুড়ি লক্ষ, কৃমি জন্ম এগার লক্ষ, পক্ষী হইয়া দশ লক্ষ, হস্তী, ঘোড়া, গো, মহিষ, শৃগাল, কুকুর, শূকর, পশ্বাদি [illegible] ত্রিশ লক্ষ এই আশী লক্ষ জন্ম কাটাইতে বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার পর চারি লক্ষ মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেও হরিভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম খুব কমই পাওয়া যায়। অতএব সুধীগণ এখন বিচার করুন মানবজন্মটী কত দুর্লভ।

নৃদেহ লাভ করা জীবের পক্ষে এত সুদুর্লভ হইলেও যাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে [illegible] সুলভ হইয়াছে, তবে ইহা অনিত্য কোন সময় হারাইতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির আর কালবিলম্ব না করিয়া এই জন্মটীর সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কি করিলে মনুষ্যদেহ লাভের সার্থকতা হইবে তাহা এখন বিচার করা আবশ্যক। নদী পার হইতে হইলে যেরূপ নৌকার দরকার সেইরূপ এই দুস্পার ভবসমুদ্র পার হইতে হইলেও একটী সুগঠিত নৌকার আবশ্যক, শাস্ত্রে মানবদেহটীকে সেই সুগঠিত নৌকা বলেন।

কেবল [illegible] হইলেই নদী পার হওয়া যায় না। নদী পার হইতে হইলে অনুকূল বায়ু ও উপযুক্ত কর্ণধারের আবশ্যক। [illegible] থাকিলে এবং [illegible] অভাব হইলে নৌকাটী ডুবিয়া যায়।

এখন অনুকূল [illegible] হইতেছে কি না এবং উপযুক্ত [illegible] কিনা তাহা বিচার করিয়া সেই [illegible] কর্ণধারের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিলে আমাদের জন্মটী সার্থক হইবে।

আমরা [illegible] বিমুখ হইলেও [illegible] আমাদের [illegible] জন্য [illegible] অবতীর্ণ হন এবং সাধু, গুরু, শাস্ত্র ও শ্রীবিগ্রহাদিরূপে তিনি নিত্যকাল তাঁহাদের লীলা করিতেছেন সুতরাং [illegible]! অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে শ্রীগুরুরূপ কর্ণধারের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন যে—তিনি শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। শ্রোত্রীয় অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, শিষ্যের যাবতীয় মনের সংশয় শাস্ত্রযুক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনপরায়ণ, আপনি আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন। তিনি যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

বিষ ভক্ষণ করিয়া, জলে ডুবিয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া বা গলায় দড়ি বাঁধিয়া দেহত্যাগ করিলে আত্মঘাতী বলে না কিন্তু যিনি সুদুর্লভ মানবদেহরূপ সুগঠিত নৌকা, শ্রীভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাইয়াও শ্রীগুরুরূপ কর্ণধারের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া এই ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার না হন তিনিই পারমার্থিক বিচারে আত্মঘাতী।

ভগবানের কৃপায় আমরা প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি পাইয়াছি, [illegible] একাধারে চারিটী সকলের না ও থাকিতে পারে, তবে ঐ চারিটীর মধ্যে যাহার যাহা আছে তাহার সদ্ব্যবহার কি উপায়ে হয় বা তাহার দ্বারা কি করিয়া জীবন সার্থক করা হয় তাহা আমরা অনেকেই জানি না।

আমরা অনেকেই এই প্রকার বিচার করিয়া [illegible] থাকি যে [illegible] দ্বারা কেহ [illegible] কেহ বা পুণ্য অর্জ্জন করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিব, যাহাতে দেহ মনের সুখ হয় বা দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তির বা দেশবাসীর হিতসাধন হয় এই প্রকার কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কিংবা অর্থ ব্যয় করাই তাহাদের সার্থকতা, গ্রাম্য কোলাহল প্রমত্ত [illegible], কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সহিত বাক্যব্যয় করিয়া বাকশক্তির সার্থকতা এবং নানাপ্রকার জাগতিক উন্নতি করা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাঁহার কৃপায় প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি পাইয়াছি সেই ভগবানের সেবায় ঐগুলি নিযুক্ত করিতে পারিলেই জন্ম সার্থক হয়।

প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা কি প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, সুতরাং তাঁহার নিজজনের আনুগত্যে ঐ সকলের দ্বারা [illegible] করিতে হয়। যদি আমরা

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে বৎস নাগরাজ! স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজঃ লাভের আশায় পুরাকালে পুষ্করক্ষেত্রে শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি অযোগ্য ও অল্পবুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শন করিতে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ?

তথাপি শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনে তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে শুনিয়া আমি তোমাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করি। কারণ কোটিকল্পের সঞ্চিত পুণ্য-বলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়; অনন্তর তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনের জন্য যাঁহার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তিনি জীবন্মুক্ত হন।

কিন্তু শ্রীগোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শত কোটিকল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাও রাধারমণকে লাভ করা যায় না।

আর শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা কর।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মমধুপানরত ভক্তমধুকরগণ অন্য সাধন ব্যতিরেকেই নিশ্চিতভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্থ হন। জগতে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ এবং ভক্তির একমাত্র সার লভ্য, তাদৃশ বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্বলাভ যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া দয়ানিধি গৌরচন্দ্রের আরাধনা কর।

শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি ভক্তপ্রীতির জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপ ধামে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি ভক্ত-বেশে স্বকীয় পুণ্য নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া প্রচার করিতেছেন। তুমি দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তিভাবে আরাধনা করিলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিবে।

অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য স্বীকার না করি তবে যতই সেবার ঠাট্‌ বাট্‌ দেখাই না কেন তাহা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছিবে না। আমাদের সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হইবে। অতএব সদ্গুরুর আনু-গত্যে যাবতীয় সেবাচেষ্টাই বিধেয়।

যৎকিঞ্চিৎ

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(১)

'ভক্তি' শব্দ 'ভজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। 'ভজ' ধাতুর অর্থ সেবন বা অনুশীলন। অনুশীলন দ্বিবিধ, ফল-বিষয়ক ও তদুপায়-বিষয়ক; প্রেমই ফল এবং প্রেমের সাধনই তদুপায়।

ফলজ্ঞানমাত্র সাধ্য ফলবিষয়ক অনু-শীলন ভাবময় এবং ইষ্টসাধনতাজ্ঞান সাধ্য ফলোপায়বিষয়ক অনুশীলন ক্রিয়াময়। সুতরাং আত্মজ্ঞানের অনন্তর যে পরতত্ত্ব জ্ঞান, ঐ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত যে তদ্বিষয়ক ভাব এবং উক্ত ভাবের আবির্ভাবার্থ যে কায়িক, বাচনিক ও আত্মিক চেষ্টা, তদুভয়াত্মক অনুশীলনই ভক্তি শব্দের অর্থ।

পরতত্ত্ববিষয়ক ভাবময় ও চেষ্টাময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ আনু-কূল্যই উক্ত অনুশীলনের প্রাণ। কারণ, প্রাতিকূল্য অনুশীলনের ভক্তিত্বই সিদ্ধ নহে। আনুকূল্য শব্দের অর্থ রুচিকরতা, অতএব 'ভক্তি' শব্দ দ্বারা পরতত্ত্ববিষয়ক ভাবময় ও চেষ্টাময় রুচিকর অনুশীলনই বোধিত হয়। তাহা হইলেও তাদৃশ অনুশীলন যদি সম্পূর্ণ উপাধি রহিত হয় তবেই তাহাকে উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি বলা যায়। উক্ত উপাধি দুই প্রকার; অন্যাভিলাষ ও অন্যাবরণ। অন্যাভিলাষরূপ উপাধি বিশিষ্ট ভক্তির নাম সকামা বা গুণীভূতা ভক্তি এবং মিশ্রণরূপ উপাধিবিশিষ্ট ভক্তির নাম প্রধানীভূতা ভক্তি। তন্মধ্যে গুণীভূতা ভক্তি আবার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার এবং প্রধানীভূতা ভক্তি কর্ম্মমিশ্রা বা আরোপসিদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা বা সঙ্গসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ উপাধি শূন্যা ভক্তিই স্বরূপসিদ্ধা, কেবলা, শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত দ্বিবিধ উপাধি বর্জ্জিতা উত্তমা ভক্তিও আবার সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধা।

ভাবময়ী বা প্রেমময়ী ভক্তিই সাধ্য ভক্তি আর ঐ সাধ্য ভক্তির প্রকাশিকা, চেষ্টাময়ী ভক্তিই সাধনভক্তি। 'ভাব' শব্দের অর্থ রতি। রতি মুখ্যতঃ শান্ত দাস্যাদিভেদে পঞ্চবিধা। শান্তাদি পঞ্চবিধা রতি আবার পরম্পরায় উৎকৃষ্টা; কান্তা রতিই রতির পরাকাষ্ঠা। ঐ শান্তাদি পঞ্চবিধা রতি আবার মিশ্রা ও কেবলাভেদে দ্বিবিধা মিশ্রা রতি হইতে কেবলা রতির উৎকৃষ্টতা স্বাভাবিকী। অতএব কেবলা কান্তা রতিই ভক্তি শব্দের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তির তাৎপর্য্য।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মে তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসমন্বিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বর্ণ-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ ৪৫০-ডি বৃহৎ বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বেদশাস্ত্র-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যমাত্র-প্রচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীমায়াপুর"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৮, ৭ই নভেম্বর ১৯৩১

বৈঠকের সঙ্গীন অবস্থা

বোম্বাইয়ে শিখ সমিতির উদ্যোগ

লর্ড আরউইনের প্রচেষ্টা

মুসলিম সদস্যদের নূতন সঙ্কল্প

আর্থিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা

বন্দুকের গুলীতে সৈনিক নিহত

ভিলিয়ার্সের তার

গোলটেবিল বৈঠকের উপসংহার

সৈনিক পুরুষ গ্রেপ্তার

ত্রিপুরা রাজের সমরযাত্রা

ম্যাকডোনাল্ড ও গান্ধী

নানা কথা

বৈঠকের সঙ্গীন অবস্থা

প্রতিনিধিরা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ না হইয়া গোল টেবিল বৈঠকের সঙ্গীন অবস্থা হঠাৎ আগামী সপ্তাহে পিছাইয়া যাইল, কেন না মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ৬ই নভেম্বর তারিখে লোসিমাউথ অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যাঙ্কি, সার স্যামুয়েল হোরের সহিত পরামর্শ করেন এবং তাহার পর সার তেজবাহাদুর ও মিঃ আগা খাঁর সহিত স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র কমিটীতে খসড়া রিপোর্ট উপস্থিত করিবার সময় লর্ড স্যাঙ্কি বলেন ভারতের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, বর্ত্তমান বৃটিশ সিভিলিয়ানের কমিটীর সদস্যদের অপেক্ষা তখন প্রশংসাই লোকে অধিক করিবে। এই বলিয়া তিনি কয়েকজন বৃটিশ সিভিলিয়ানের প্রশংসা করেন।

অতঃপর কমিটীতে রিপোর্টের আলোচনা হয়।

লর্ড আরউইনের প্রচেষ্টা

প্রকাশ, গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় হইতেই লর্ড আরউইন গান্ধীজীর সহিত একটা রফা করিবার আবশ্যকতার বিষয় মিঃ বলডুইনকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া আসিতেছেন। ইহাও প্রকাশ যে, ঐরূপ একটা মিটমাট করায় রক্ষণশীলদলের অধিকাংশ লোকেরও অভিমত। কেবলমাত্র চার্চ্চিলদল ইহার ঘোর বিরোধী। তবে তাহারা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। অতএব অনেকেই আশা করিতেছেন যে গান্ধীজীর সহিত মিঃ বলডুইনের সাক্ষাৎকারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলে এ বিষয়টি অনেকটা সুপরিষ্কৃত হইবে।

ভিলিয়ার্সের তার

মিঃ এডোয়ার্ড ভিলিয়ার্স্ কলিকাতার চাপরাসীর হইতে 'ডেলি এক্সপ্রেস্' পত্রিকায় একটি তার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, রাজদ্রোহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃগণ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইতেছে। খুন, জখম, হত্যা তাহাদিগের নিজের করিবার সাহস নাই। তাহারা কতকগুলি যুবককে এই সকল কুৎসিত কার্য্য করিতে শিক্ষা দিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যাপার জানিয়াও উহা দমন করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন না।

সংবাদের শেষভাগে ভিলিয়ার্স্ বলিতেছেন—এইরূপ নৃশংস অত্যাচারসমূহ দমন করিবার জন্য নির্ম্মম হইয়া কঠোর আইন প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তবে এই সকল বীভৎস অত্যাচারের অনুষ্ঠানে বৃটেন যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহা হইতে যেন অনুমাত্র বিচলিত না হন।

সৈনিক পুরুষ গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, কোলাবাস্থিত ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্টের প্রাইভেট উপাধিধারী জোসেফ ডাগন নামক একজন সৈনিক পুরুষ চুরি অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, হষ্টাণ ওয়াচ কোম্পানীর একটি সো-কেশ ভাঙ্গিয়া সৈনিক পুরুষটি ঘড়ি অপহরণ করিয়াছিল। উক্ত কোম্পানীর একজন পাঠান প্রহরী তাহাকে পাকড়াও করে, উহার নিকট হইতে তিনটি ঘড়ি পাওয়া গিয়াছে। অপরাধীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উহাকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার — ২০৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতার জনৈক ভদ্রলোক শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বনগোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বৈরাগ্যের আবার যে দুই প্রকার স্বরূপ থাকিতে পারে ইহা আমি কোন দিন শুনি নাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হই।"

স্বামীজী মহারাজ গীতারই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "দেখুন গীতা বলেছেন, 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥' অর্থাৎ মানুষ যদি কেবলমাত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থ ব্যাপারগুলি আলোচনা করিতে থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি যে বৈরাগ্যের পরিচয় দেয় তাহা ফল্গু বা মর্কট বৈরাগ্য মাত্র। বাহিরে বৈরাগ্যের পরিচয় কিন্তু অন্তরে ভোগেচ্ছা যেখানে ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত সেখানেই ফল্গু বৈরাগ্যের পরিচয়।

ভগবানের সৃষ্ট বা জগদন্তর্গত সমুদয় বস্তু প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করা বা তৎসমস্ত হইতে কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা ফল্গু বৈরাগীর মধ্যেই দেখা যায়। সে কারণ ফল্গু বৈরাগিগণ 'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ' এই বাক্য অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে স্তব্ধ করিতে ব্যস্ত। তাহারা ভগবানের উপদেশের গুঢ়ার্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ বিচার-

যুক্ত-বৈরাগিগণের বিচার অন্যপ্রকার। তাঁহারা জগতের সমুদয় বস্তুকে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিয়া সেই সমস্ত বস্তু বা বিষয় ভগবানের সেবোপকরণ বলিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁহাদের হৃষীকের কার্য্যগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে স্তব্ধ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা হৃষীকপতি হৃষীকেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গীতার 'রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' এই উপদেশ অনুসরণ করিবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেন।

ভোগ করিলে রোগ বাড়িবে, অতএব নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান তাহা অর্ব্বাচীনের বিচার। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ইতর বিষয়-রাগ পরিত্যাগ করেন। ফল্গু বৈরাগিগণ সমস্ত বিষয়কে বন্ধনের কারণ মনে করিয়া তাহা-হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাদের সেরূপ চেষ্টা ফলবতী হয় না। কিন্তু যুক্ত বৈরাগিগণ সেই সমস্ত বিষয়ই কৃষ্ণসেবার উপকরণ জ্ঞানে তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করিয়া বিষয়-সংস্পর্শজনিত মল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমার অধি-কারী হন।

স্বামীজীর সিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণে ভদ্র লোকটী অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন বর্ত্তমান যুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠই জীবের নিঃশ্রেয়স্ প্রদানে সমর্থ। আপনার বাক্যে আমি আজ যেন এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইলাম, আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ভাগলপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীনাম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাদি শ্রবণে ভাগলপুরবাসী মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সহকারে প্রতিদিন স্বামীজীকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

স্বামিজী মহারাজ সম্প্রতি ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত বির্পলি নামক স্থানে দুই জন ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে বলেন :—হরি, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ এক বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ হরি শব্দ ব্যবহার করিয়া পরে বিষ্ণু শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যেন হরিকে বিরাটের অংশ একজন মধ্যমাকৃতি মনুষ্যমাত্র মনে না করি।

বিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য। এই বিষ্ণু শব্দের সহিত হরি শব্দের পার্থক্য স্থাপন করিয়া হরিভজন নিষিদ্ধ মনে করা উচিত নহে।

নারায়ণে এমন একটা জিনিসের অভাব লক্ষিত হয় যাহা কৃষ্ণেই আছে—সেটা রসের উৎকর্ষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এবং গোপীলক্ষ্মীতে ভেদবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ এবং মাধুর্য্যসম্রাট গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ অভেদ হইলেও উভয়ের মধ্যে লীলাগত ভেদ বর্ত্তমান।

কৃষ্ণের বিলাস সহচরী শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। বিলাস পুষ্টি সাধন হেতুই তিনি কৃষ্ণের দ্বিতীয়ীভূত।

যশোদা প্রেমের বন্ধনে কৃষ্ণকে বাঁধেন; আমরা ব্রজজনের অনুগত হইলে তাঁহাকে বাঁধিতে পারি।

যিনি ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও মাধুর্য্যে বিরাট, তাঁহাকে মায়িক জগতের মাপ কাঠিতে মাপা যায় না। সে জগতে খণ্ড বলিয়া কোন বস্তু নাই, পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইলেও পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে দেবতান্তর পূজা নিষিদ্ধ। বিষ্ণু-ভজন বিনা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নিরর্থক।

ভাগবত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবিষ্ট ব্যক্তিরও নাশ নাই।

এই সে বিচার কর জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে-মতি চিত্তবিত্ত রয়॥

কর্ম্ম ও ফল সংযোগে কর্তৃত্ব কাহার ?

জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া 'আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস'— এই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ইতর কর্ম্মচিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হন না কিম্বা মায়িক প্রপঞ্চগত কোন বস্তুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ হইয়া 'আমি ভোক্তা' এই অভিমান করিলে তিনি জড়াহঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ভগবদ্বিমুখ হইয়া জীব ভগবানে শ্রদ্ধা বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ শ্রীভগবানের সর্ব্ববিষয়ে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন। শ্রীভগবানই যে সর্ব্ব বিষয়ে একমাত্র প্রভু এবং জীবের সমুদয় কৃত কর্ম্মের নিয়ামক, তাহা জীব ভুলিয়া যান।

যে মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীব 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হয়েন সেই মায়াশক্তিই যে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ক্রিয়াবতী, তাহা জীবের ধারণার বিষয় হয় না। 'তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়। জীব বলে করি আমি সেত সত্য নয়॥ জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে। একমাত্র জীব করে তব ইচ্ছা ফলে॥' মহাজনের এই উপদেশবাণী অহঙ্কারবিমূঢ় জীবের কর্ণকুহরে আদৌ প্রবিষ্ট হয় না। তাই দুস্তর সংসারসাগরে ভাসমান পিশাচীগ্রস্ত মতিচ্ছন্ন জীবকে সতর্ক করিবার জন্য আলোকস্তম্ভস্বরূপ শ্রীগীতায় এই বাণী করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া দিয়াছেন যথা—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা জড়াপ্রবৃত্তিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কার-বিমূঢ় স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্য্য আমিই একা করি, এই জন্যে আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করেন। শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মাণ। প্রকৃতিদেবীর নিজের কোন শক্তি নাই। তিনি ঈশ্বরের ঈক্ষণ দ্বারা ক্রিয়াবতী হইয়া থাকেন। অতএব মূলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানেরই কর্তৃত্ব সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান।

মায়া কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তি দ্বারা তিনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ... বহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়া-

'অবিদ্যা' মায়ারই বৃত্তিবিশেষ। এই অবিদ্যাবৃত্তি জগন্নিষ্ঠ, যাহা হইতে জীবের কর্ম্মবাসনা। 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' মায়ার দুইটী বিভাগ। অবিদ্যাবৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন এবং বিদ্যাবৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি সংঘটিত হয়। বদ্ধ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি থাকাকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া। অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ মোচন।

এই অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্মবাসনার উৎপত্তি, আবার সেই কর্ম্ম বাসনা হইতে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের সমস্ত জাগতিক কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়াই নামই অবিদ্যা, ইহাই জীবকে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ গর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়া সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান করতঃ নানাপ্রকার কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অশেষবিধ ক্লেশে পাতিত করে।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীব সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম করিতে করিতে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলপ্রদাতা ঈশ্বরের কর্তৃত্বটুকু পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে যথেচ্ছ-ভাবে কর্ম্মকরণে স্বতন্ত্রতা লাভ সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল প্রদানের কর্তৃত্বসম্বন্ধে শ্রীভগবানেরই যে একমাত্র নিয়ামকত্ব বর্ত্তমান তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় না। কর্ম্ম করিতেই জীবের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে জীবের কোন অধিকার নাই; তাহাতে শ্রীভগবানেরই সর্ব্বকর্তৃত্ব বর্ত্তমান, ইহা জানাইবার জন্য তিনি স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

কর্ম্ম ও তাহার ফলসংযোগের বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া জীবের নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিরূপ দোষও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু অপৌরুষেয় বেদবাণী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা না থাকায় উহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ বলেন,'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ অর্থাৎ সর্ব্বদা সখ্যভাবসংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী এই দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে, তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহুস্বাদযুক্ত সুখ দুঃখরূপ পিপ্পল ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (পরমেশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে উহা দর্শন করে।

এই বেদ বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষে দুইটী পক্ষী একটী বদ্ধজীব আর একটি তাঁহার সখা পরমেশ্বর। বদ্ধজীব সংসাররূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে পর্য্যন্ত তিনি ভগবৎ সান্মুখ্য লাভ না করেন, তাবৎ তাঁহার সহিত লীলা করিতেছেন।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে মায়াবদ্ধ জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলভোক্তা হইলেও উক্ত কর্ম্মফল প্রদান বিষয়ে শ্রীভগবানেরই একমাত্র কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। জীব হেতু-কর্ত্তা কিন্তু ফলসংযোগ বিষয়ে ঈশ্বরই প্রযোজক কর্ত্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হয় এবং আবার যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে ঈশ্বরের প্রযোজক কর্তৃত্ব বর্ত্তমান আছে। অতএব দেখা গেল, জীব ফলভোক্তা বটে কিন্তু শ্রীভগবান ব্যতীত আর কেহ ফল প্রদাতা নহেন।

যৎকিঞ্চিৎ

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(২)

কেবলা কান্তা রতিই বা পরম প্রেমই ভক্তি শব্দের বাচ্য। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—'ভক্তিরস্য ভজনম্ তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্।" এই শ্রীরূপাখ্য পরতত্ত্বের ভজন অর্থাৎ অনুকূল শ্রবণাদি, চেষ্টাময় অনুশীলন এবং মনঃকল্পন অর্থাৎ অনুকূল শ্রবণাদি চেষ্টাহেতুক বিজাতীয় প্রত্যয়রাহিত্য বশতঃ সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহরূপ ভাবময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, উহার তটস্থ লক্ষণ উপাধি-রাহিত্য। উপাধি শব্দের অর্থ, ঐহিক ও পারত্রিক অভিলাষ। ঐহিক ও পারত্রিক অভিলাষ বলিতে ভোগাভিলাষ ও মোক্ষাভিলাষ উভয়ই—তন্মধ্যে কর্ম্ম ভোগাভিলাষের এবং জ্ঞান মোক্ষাভিলাষের সাধন। অতএব উপাধিরাহিত্য শব্দদ্বারা ভক্তির কর্ম্মমিশ্রত্ব এবং জ্ঞানমিশ্রত্ব, পরিহার করা হইয়াছে। কর্ম্ম জ্ঞানের মিশ্রণ ব্যতিরেকেও ভক্তির মোক্ষকত্ব [illegible] হইতেছে না, কারণ, মোক্ষ ভক্তির [illegible] সাধক [illegible] থাকে। অনাদি পরতত্ত্ব বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৃত জীব দেহে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক দৈহিক সুখ দুঃখে মোহিত ও বিষয়ভোগে সমাসক্ত হইয়া সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন। যদৃচ্ছাক্রমে যখন কোন জীবের উক্ত বিষয়াকর্ষণের আংশিক নিবৃত্তি ঘটে, তখনই তাহার পূর্ব্বোক্ত বৈমুখ্যের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তির সহিত সান্মুখ্যের প্রবৃত্তি হয়; অর্থাৎ বিষয়ভোগাকর্ষণ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বশতঃ তাহার পরতত্ত্বে শ্রদ্ধার উদয় হয়, ক্রমে তদ্বিষয়ে আলোচনার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং তৎফলে সাধুসঙ্গ ঘটে; সাধুসঙ্গ প্রভাবে ভক্তিস্পৃহা বলবতী হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তিস্পৃহা হইলে, দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যের সহিত ভজনক্রিয়া বা পরতত্ত্ব বিষয়িণী শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী অনুকূল চেষ্টার উদয় হয়। ঐ চেষ্টাই সাধনভক্তি। সাধনের পরিপাকে অনর্থ নিবৃত্তির পর নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদ্গম হয়। প্রেমেই ঐ ভাবের পরিপাকাবস্থা। কান্তাপ্রেমই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরমপ্রেম শব্দবাচ্য, অতএব ঐ পরম প্রেমই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। দাস্য সখ্যাদি প্রেম উপলক্ষণেই গৃহীত হইয়া থাকে। ভাগবতী ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ভক্ত ও ভজনীয়ের সম্বন্ধ হইতেই ভক্তির প্রকাশ। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইলেও শ্রীভগবানের কৃপায় সুর-সরিৎ-প্রবাহের ন্যায় সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জীবের শুদ্ধ স্বভাবের সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া উহাকে জীবশক্তির স্বাভাবিকী বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। জীব শ্রীভগবানের সহিত পঞ্চবিধ রসের কোন এক রসে সম্বন্ধান্বিত হইয়া তৎসম্বন্ধে ভাবময় ও ক্রিয়াময় যে অনুকূল চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করেন তাহাই ভক্তি শব্দবাচ্য।

"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

মৌলিক নব্যায় প্রকাশ

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রকাশক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; ঐ ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ বিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণব-শাস্ত্র-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাদ্ধি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ পাঁচ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব - গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড— শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অগ্রভ্যাশিতভাবে প্রণীত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটা ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই গ্রন্থ ... জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বা ... অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ... শ্রীল দাস গোস্বামি-কৃত মনঃশিক্ষা-অনুবাদ ... উদ্ধৃত হইয়াছে। ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬৯৩ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভ...

... ভক্তিপ্রদে ...

... নরোত্তম ঠাকু...

... প্রমাণ,

উচপে ...

সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ／০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্‌, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সান্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

ডিমাই, কোয়ার্টো

... কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ... বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক ... বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও ... প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ... নবদ্বীপ বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দশাবতারের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-মাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বোম্বাইয়ের শিখ সমিতির উদ্যোগ

গুরুদ্বারের সত্যাগ্রহে ... দান করিবার জন্য এখানকার শিরোমণি ... এক জাঠাদল প্রেরণের ... ... হইয়াছে। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে ৫ জন শিখ রমণী এবং সাতজন ... পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, জাইতো সত্যাগ্রহের সময়েও শিখগণ ঐরূপ এক জাঠাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মুসলিম সদস্যদের নূতন সঙ্কল্প

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহে আবদুল কোয়ায়েম ও মিঃ জেট্ট লণ্ডনে আসিয়াছেন। ... মুসলমান সদস্যরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, সদস্যরা মাননীয় আগা খাঁকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন যাহাতে সার স্যামুয়েল হোর এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, উক্ত প্রদেশ দুইটির সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য কতিপয় মুসলিম প্রতিনিধি সার স্যামুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠকের উপসংহার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, আগামী ২০শে নভেম্বরের মধ্যেই গোলটেবিলের কার্য্যের উপসংহার হইবে, উক্ত সময়ের মধ্যে যে কার্য্য হইবে, তাহা ব্যতীত অবশিষ্ট যে কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে, তাহার সমাধানের ভার যে সকল ইংরাজ প্রতিনিধি ভারত পরিদর্শন করিতে যাইবেন তাঁহাদের উপর অর্পিত হইবে।

বন্দুকের গুলীতে সৈনিক নিহত

দারুণ ওয়াজিরিস্তান ... সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, লেফটেনান্ট টি, এম, ... এবং প্রাইভেট ... সীমান্তে বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছেন। দুইটি সৈনিক-পুরুষদ্বয় অগ্রবর্ত্তী দলের প্রহরী। লেফটেনান্ট ... গুলী লাগিবার ... পরে মারা গিয়াছেন। কোথা হইতে গুলী আসিয়াছে বা কে গুলী করিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

সায়াসানের প্রাণদণ্ড স্থগিত

বিদ্রোহী নেতা সায়াসান ব্রহ্ম সরকারের নিকট প্রাণ ভিক্ষার যে দরখাস্ত করে তাহা মঞ্জুর না হওয়ায়, তাহার কাউন্সেল ডাঃ বা ম এই বলিয়া ব্রহ্ম-সরকারকে প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন যে, তিনি প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করার ইচ্ছা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সরকার এই আদেশ দিয়াছেন যে, আগামী ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা হইবে। ঐ তারিখে অথবা তৎপূর্ব্বে বন্দীকে সপ্রমাণ করিতে ... যে, প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের জন্য আবশ্যক দলিল-পত্র, অর্থ প্রভৃতি ইংলণ্ডের সলিসিটারদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি আগামী ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত উল্লিখিতরূপ প্রমাণ পাওয়া না যায় অথবা বন্দীর কিংবা তাহার ব্যবহারজীবের দোষে বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়া যদি স্থানীয় সরকার মনে করেন, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড আর অধিক কাল স্থগিত রাখা হইবে না।

আর্থিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত আর্থিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণ অপরাহ্ণে সার তেজ বাহাদুর সপ্রুর কক্ষে সমবেত হইয়া পরামর্শ করেন। ঐ পরামর্শ-বৈঠকে শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধিগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, অর্থ স... ক্ষমতা হস্তান্তরিত ব্যাপারে যাহাতে শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধিগণ বিরোধিতা না করেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করার চেষ্টা হইতেছে। মন্ত্রি-সভা কর্ত্তৃক বিশেষজ্ঞগণের এক ... কাউন্সিল বা উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইলে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সম্মত হইবেন। অর্থঘটিত ব্যাপারে কেবলমাত্র উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করাই কেবলমাত্র উক্ত সমিতির কার্য্য নির্দ্ধারিত হইবে।

পল্লীসেবক সমিতির কর্ম্মী

যশোহর হইতে প্রকাশ যে, দেশবন্ধু পল্লী সেবক সমিতির শ্রীযুত ... ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ... যে অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারানুসারে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার একদফা শুনানী যশোহর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইয়া গিয়াছে। বাদী পক্ষ হইতে মোট ৯জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। তৎপর আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য আপনাকে নির্দ্দোষ বলেন। মামলার শুনানী আগামী ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। ঐ দিন সাক্ষী-গণের জেরা হইবে। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ হালদার, কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং অন্যান্য উকিলগণ আসামী পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কংগ্রেস সম্পাদকের গৃহে খানাতল্লাস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায়ের ৯নং ডাক্তার লেনস্থিত বাসভবনে গত ৪ঠা নভেম্বর অপরাহ্ণে পুলিস খানাতল্লাস করিয়া একখানি পুস্তক হস্তগত করিয়াছে। প্রকাশ, নরেশ বাবুকে পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ আটক রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ত্রিপুরা রাজের সমর যাত্রা

৩রা নভেম্বর সকালে ত্রিপুরার মহারাজা উদয়পুর হইতে সসৈন্যে কুমিল্লায় আসিয়াছেন।

মহারাজা সামরিক বেশ পরিধান-পূর্ব্বক কুমিল্লায় প্রবেশ করেন। কুমিল্লার জনসাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাঁহাকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধিত করেন। এই উপলক্ষে সহরে কয়েকটি সুসজ্জিত তোরণ স্থাপন করা হইয়াছিল।

চকবাজারের তাজুদ্দিন ও আবদুল গফুর চৌধুরী, মহারাজকে এই মত অভিনন্দন মত প্রদান করিয়াছেন।

ম্যাকডোনাল্ড-গান্ধী আলাপন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজীর সহিত ৩রা নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ৫০ মিনিট কাল কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে গান্ধীজী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছিলেন।

অনুমানে জানা যায় যে, গত বার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অবলম্বনে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত গান্ধীজীর কথাবার্ত্তা হইয়াছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যাল্প দল সাব কমিটীর সভাপতিরূপে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, যাহাতে সদস্যরা আগামী সভায় আপোষ মীমাংসায় সম্মতি দেন।

মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য

প্রকাশ বৈঠকের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে থাকায় মুসলমান ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানরা আশঙ্কা করিতেছেন, প্রধান মন্ত্রীর ভাবগতি যেরূপ তাহাতে মনে হয়, তিনি গান্ধীজীর সহিত মিটমাট করিতে বিশেষ ইচ্ছুক।

মুসলমান প্রতিনিধিরা ও য়ুরোপীয়রা ২রা নভেম্বর সন্ধ্যাকালে রিজ হোটেলে মিলিত হইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন। য়ুরোপীয় প্রতিনিধিদের আজ সন্ধ্যাকালে গান্ধীজী, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইবার যে কথা ছিল, উল্লিখিত সভায় যোগদানের জন্য য়ুরোপীয়রা সে সভায় যাওয়া বন্ধ রাখেন। আর্থিক ব্যাপার যাহাতে হস্তান্তরিত না হয়, সেজন্য আপত্তি করিবার একটা ব্যবস্থা হইতেছে।

রেল লাইন ধ্বংস

ভিক্টোরিয়া (জি, আই, পি,) হইতে প্রকাশ, যে, উত্তর পূর্ব্ব মেইন লাইনের লাসালগাঁও এবং মানমদ ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইন জল স্রোতে ধৌত হইয়া যাওয়ায় বরাবর গাড়ী চলাচলে বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার ডাকগাড়ী নাগপুর এবং ভিভকী হইয়া এবং দিল্লী এক্সপ্রেস ও পার্শ্বেল এক্সপ্রেস ট্রেণদ্বয় বিন্দ এবং মানমদ হইয়া যাতায়াত করিবে। বোম্বাই হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্জাব ডাকগাড়ীর যাতায়াত রহিত করা হইয়াছে। নাগপুর এক্সপ্রেস ও এলাহাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণদ্বয় বোম্বাই হইতে ভোসোয়াল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে না ১১, ১৭, ১২, এবং প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলি যেস্থলে লাইন ধ্বংস হইয়াছে সেইস্থলে ১৪নং পাল টাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চারিদিনের মধ্যেই বরাবর গাড়ী চলাচল করিবার সম্ভাবনা।

হাজীপুর রেল ডাকাতির মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে গত ২রা নভেম্বর হাজীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার কে, পি, সিংহ, আই, সি, এস, এজলাসে হাজীপুর রেলওয়ে ডাকাতির মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। আসামী ত্রৈলক্য সিং ও রামদিন সিংকে হাতকড়ি লাগাইয়া ও পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হয় কারণ শেষোক্ত আসামী পূর্ব্বে একবার জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয় আসামী ভারত সিংকে কয়েকটি সর্ত্তে ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসাবে এ টা দীর্ঘ জবানবন্দী প্রদান করিয়াছে মামলার শুনানী চলিতেছে।

দৈনিক

Reg No C.154

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সংবাদপত্রের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৩৮, ৯ই নভেম্বর ১৯৩১

ভারতের ছোট জঙ্গীলাট

মুসলমানদের ভয়াবহ কাণ্ড

সত্যাগ্রহ আন্দোলন সূচনা

মানকুণ্ডু ট্যাক্সি ডাকাতির মামলা

ঢাকা কাণ্ডের জের

আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল

মোটর চালকের কীর্ত্তি

বেনারসে ধর্ম্মঘট করিবার সঙ্কল্প

বহু লোকের ঢাকা ত্যাগ

ভারত সচিবের বিরোধিতা

নানা কথা

ভারতের ছোট জঙ্গীলাট

নূতন দিল্লী হইতে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ ভারতীয় বাহিনীর কর্ত্তা লেপ্টনান্ট জেনারেল সার ডবলিউ এস, লেস্লি ভারতের বাহিরে নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া ছিলেন। লেসলির এবার বড় চাকরী হইল। ভারতীয় বাহিনীর জেনারল্ সার সি নরম্যান ম্যাকমুলেন আর চাকরীতে থাকিবেন না। তাঁহার স্থলে লেপ্টনান্ট জেনারল লেসলি ভারতের এড জুটান্ট জেনারেলের অর্থাৎ ছোট জঙ্গীলাটের পদে অভিযুক্ত হইলেন। চাকরীতে বহাল হইবার বিলম্ব আছে। ১৯৩২ অব্দের ১লা এপ্রিল নরম্যান ম্যাকমিলান চলিয়া গেলে লেসলি ঐ পদে বসিবেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন সূচনা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ ২৮শে অক্টোবর ওয়াধানে কাথিয়াবাড়বাসী কর্ম্মিগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ধারানগাধরা রাজ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্থির হইয়াছে যে, ঐ রাজ্যের তুলা লবণ, প্রস্তর ও সোডা প্রভৃতি পণ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। আগামী ৪ঠা নভেম্বর তারিখের পূর্ব্বে উক্ত রাজ্য যদি রাজনৈতিক বৈঠকের অধিবেশন সম্পর্কে নিষেধমূলক আদেশ প্রত্যাহার না করেন তাহা হইলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে।

উক্ত রাজ্যে পুলিস যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এই সভায় একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছে।

ভিক্ষের বেলা মহাপ্রসাদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বাণিজ্যের বাজারে মন্দা পড়ায় এবং প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে ইংরাজ নাবিকগণের মধ্যে বেকার সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে। সেজন্য এখানকার নির্ব্বাচন সময়ে ইংরাজ নাবিকগণের পক্ষ হইতে প্রার্থিগণের নিকট হইতে এই স্বীকৃতি দাবী করা হয় যে, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের উপকূল বাণিজ্য, ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজের একচেটিয়া সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করিতে হইবে।

ইহাতে শ্রীযুক্ত সাপুরজী শাকলাৎওয়ালা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজগণ ইংলণ্ডের উপকূল বাণিজ্যে তাহাদের বাণিজ্য জাহাজের অবাধ অধিকার দাবী করিতেছেন, কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে ঐ একইরূপ দাবী উত্থাপিত করা হইলে, তাঁহারা উহাতে চারিদিক হইতে আপত্তি উত্থাপন করেন। উপকূল বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্য জাহাজের অবাধ অধিকারের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত তাহা তিনি এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করেন।

ভারত-সচিবের বিরোধিতা

প্রকাশ, সরকারী মন্ত্রণাকক্ষের আলোচনায় ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর অর্থ, সমর-বাহিনী ও বৈদেশিক ব্যাপারে গান্ধীজীর দাবীতে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিবেন।

বৈদেশিক কার্য্যভার সার জন সাইমনের হস্তে অর্পিত হওয়ায় সার স্যামুয়েল হোরের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রিসভায় গান্ধীজীর সহিত মিটমাট করিবার কোন কথা উঠিলে সার স্যামুয়েল তাহার বিরোধিতা করিতে সমর্থ হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় ঐ দিবস শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার। | ২০৭তম সংখ্যা।

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

হে প্রেম-কস্তুরী—প্রেমার্ত্ত সজ্জন-সঙ্ঘ! তোমরা কোথায় আছ, প্রেমের দেশে চল; প্রেমের জয়পতাকা লইয়া তোমাদের দুয়ারে কোন্ এক অতিমর্ত্ত্য অতিথি করাঘাত করিতেছেন। ঐ শুন তাঁহার সহস্রমুখী আহ্বান। এবার অপ্রাকৃত প্রেমের দেশ হইতে বিরহের সান্দ্ররূপ মহোৎসবের যান প্রেমার্ত্তগণকে লইয়া অভিসারে ছুটিল। তোমরা সেই অভিসারের আগমনী শুনিয়াছ কি?

সেই ঝঙ্কারের মূর্চ্ছনায়ই আজ ব্রজবন-পরিক্রমার আগমনী গীতি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর চিদ্‌বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রথমে নবদ্বীপ-বন ও গৌরমণ্ডল পরিক্রমায় গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণের পদধূলি ও শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমির রজে তদনুগামিগণকে অভিষিক্ত করিয়া ব্রজ-পরিক্রমার অধিকার পত্র প্রদান করিতেছেন। 'গৌরপ্রেম-রসার্ণবের তরঙ্গে' ডুবিয়া যাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ 'রাধামাধব অন্তরঙ্গ'-রূপে অবস্থান করিতেছেন, 'গৌর-ব্রজবনে' অভিন্ন-দৃষ্টিতে যাঁহারা নিত্য ব্রজবাসী, নিত্যকাল যাঁহাদের ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আর যাঁহারা অপরকে ধামের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি করাইতেছেন, যাঁহারা 'রাধার দাসী' অভিমানে নিত্য স্বরূপসিদ্ধ, সেরূপ সুদুর্লভ প্রণয়ীজনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া,—

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে
সে সব স্থান, হেরব আমি,
প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে॥"

—এই মহাজন-পদের অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন—ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জন্য কাহার চেতনের স্বরূপ না আত্ম হইয়া উঠে?

শ্রীরাধার কিঙ্করীর অভিমান-লীলা প্রকট করিয়া একদিন স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার গৌরলীলায় বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন ও তথায় বন-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তিনি শরৎকালে শ্রীনীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া, ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিয়া বারাণসী ও প্রয়াগধাম হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রেমে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ও তদনুচর শ্রীশ্রী-গোস্বামিপাদগণের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা বা দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-চরগণের অনুরাগময় আচারে সাধারণ জীবগণের লালসার উদ্রেক করিল। জন্য পরম করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরজন আপামর সকলকে—স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান করিতেছেন।

স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্বরূপকে আপামরে বিতরণই যাঁহার একমাত্র সার্ব্বকালিক ব্রত, সেই গোষ্ঠানন্দী গৌরজন আজ সকলকে লইয়া ব্রজবনপথে চলিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সৌভাগ্য জগদ্বাসীর কখনও হয় নাই, হইবে কিনা, কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, এ সকল সুযোগ জগতে কখনও দুই বার অতিথি হয় না। প্রতি বৎসর যে বন-ভ্রমণের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে গতানুগতিকভাবে ভ্রমণাদি করিবার সুযোগ থাকিলেও কিম্বা কচিৎ কোনও ভজনানন্দী মহাত্মা আপন মনে বন-ভ্রমণে যোগদান করিলেও পরম মুক্ত গোষ্ঠানন্দী শ্রীচৈতন্য-নিজজনের শ্রীমুখ বিগলিত অবিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথামৃত-জাহ্নবী যমুনা-ধারায় অবগাহন স্নান করিতে করিতে ব্রজবিপিনের মাধুরী দর্শন উপলব্ধির সৌভাগ্য সাধারণের কোনও দিন হয় নাই।

নবদ্বীপবনবীর তাঁহার বৃন্দাবন লীলায় কোন্ স্থানে কোন্ অপ্রাকৃত লীলাবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ভাষণ, সঙ্গীত, আলোচনা, বিচারমুখে ইষ্টগোষ্ঠী, সংকীর্ত্তন শ্রবণ ও দর্শন করিবার সুযোগ আপামর সাধারণের কোন যুগে হয় নাই। কি ভাবে, কি যোগ্যতায়, কাহার নিকট, কে বৃন্দাবনীয় লীলা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া ব্রজবনবাসীর গণে গণিত হইতে পারেন, তাহার অকৃত্রিম ও অকৈতব সন্ধান অন্য কোনও সময়ে এরূপ সুগম ও সহজ করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। সকলে মিলিয়া যাহাতে আমরা ব্রজের পথে সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নিহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারি, তজ্জন্য আমরা সকলের সহানুভূতি ও যোগদান প্রার্থনা করি। সকলে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমায় গৌর প্রণয়ীজনের সহিত কৃষ্ণ-প্রণয়ী রাধাস্থলী সমূহ দর্শন করুন॥

যেমন শ্রীগৌরজন্মস্থলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপ-বন-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ গোকুল মহাবনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে মাসাধিককাল এই পরিক্রমাসঙ্ঘ বন ভ্রমণ করিবেন। পরিক্রমার নির্দ্দিষ্ট বিবরণ ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইবে।

যথাযোগ্য উপাধান লইয়া এই পরিক্রমায় সকলে যোগদান করুন—বদান্য পুরুষগণ অসমর্থ ব্যক্তিকেও এই পরিক্রমায় যোগদান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষে পতিত হউন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ও অন্যান্য সকল প্রকার সংবাদ অবগতির জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সেক্রেটারী,
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্র[illegible], তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible]সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ

৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রতি পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রতি অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, [illegible] পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible]উন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ[illegible]

টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ চারি আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি [illegible]

পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি[illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ [illegible]। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়, [illegible] ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মানকুণ্ডু ডাকাতির মামলা

গত ১লা নভেম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মানকুণ্ডু ট্যাক্সি ডাকাতি মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

[illegible] সাক্ষীকে জেরার সময় সাক্ষী বলেন যে, তিনি যখন বৈদ্যবাটীতে পৌঁছেন, তখন জমাদার এবং কয়েকজন কনেষ্টবল ব্যতীত সেখানে বাহিরের লোক কেহ ছিল না। সাক্ষী শ্যামাবিহারীর দেহে রক্তের কোন চিহ্ন দেখেন নাই, তাহার সার্টও ছিন্ন ছিল না। শ্যামাকে কেহ প্রহার করে নাই।

বৈদ্যবাটী থানার হেড কনেষ্টবল জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কাজী গোলাম প্রমুখ

হয়। প্রথমোক্ত সাক্ষী আসামীদের গ্রেপ্তারের বিবরণ প্রদান করেন।

কাজী গোলামের জেরা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেদিনের মত আদালত বন্ধ হয়।

ডুর্ণো সংবাদ

ঢাকায় মিঃ ডুর্ণোর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকে আনন্দ অনুভব করিতেছে। কিন্তু তাহার [illegible] ব্যাপারে যেরূপ গুজব শোনা যাইতেছে তাহাতে লোকের মনে ভয়ানক দুঃখের

মোটর চালকের কীর্ত্তি

গয়া পুলিশ সনাক্ত করিলে গত ২রা নভেম্বর হাবিব গোলাম রসুল নামক মুসলমান ড্রাইভারকে চুরি এবং নারী হরণের অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখিতে বলে।

ইনস্পেক্টার জয়নাল বলেন যে, রসুল গত এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত গয়ার কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কাজ করিয়াছিল। এই সূত্রে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাহার পরিচয় হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার চুরি করিয়া আসামী মেয়েটীর সহিত বোম্বাই পলায়ন করে।

এই মেয়েটি এখনও বোম্বায়ে আছে। সম্প্রতি হাসপাতালে সে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আ

হইয়াছে।

পুলিস ও ডাকাতে লড়াই

প্রকাশ, ২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে কতিপয় ডাকাত গোরাবাজারের কোন বাড়ীতে ডাকাতি করিবে সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা পুলিস একদল পুলিস লইয়া ঐ বাড়ীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

ডাকাতরা মোটরবাস হইতে অবতরণ

গমন করিতে থাকে। কিছুদূর গমন করিবার পর পুলিস ডাকাতদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে। পুলিসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ডাকাতরা পুলিসদলকে আক্রমণ করে। অতঃপর উভয়দলে ধস্তাধস্তি চলে। পরিশেষে ডাকাতরা পরাজিত হয় ও তাহাদের ছোরা ছুরিগুলি পুলিস হস্তগত করিতে সমর্থ হয়।

পুলিস পরিশেষে ৬ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত ৬ জনের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী ও ৩ জন পেশোয়ারী।

ধৃত ব্যক্তিরা এক্ষণে হাজতে আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে।

আবার বড় লাটের অর্ডিনান্স

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী

অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। কোন অপরাধ করার সংস্রবে যাহারা থাকিবে, অথবা সে সব করিতে উদ্যত হইবে, শুধু তাহাদিগকে নয়, যাহারা বিপ্লবী সমিতির সদস্য বা উক্ত সমিতির সাহায্যকারী, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ও আটক রাখিবার ক্ষমতা এই অর্ডিনান্সের বলে বাঙ্গালা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এই অর্ডিনান্সকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সম্রাটের শত্রুকে সাহায্য করার দায়ের সমান অপরাধ গণ্য করিয়া এই নূতন অর্ডিনান্স অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির পরিমাণও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

ফলে, বাঙ্গালা সরকার এই নূতন অর্ডিনান্সের বলে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য আরও সরাসরি ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বহু লোকের ঢাকা ত্যাগ

ঢাকায় আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইবে বলিয়া খুব গুজব উঠায়

করিয়াছে। ঢাকার নবাব শান্তি কমিটীর সভাপতিরূপে এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে মিথ্যা গুজব বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৪ঠা নভেম্বর মহকুমা হাকিম সম্প্রতি ধৃত ব্যক্তিদিগের ৭ জনকে জামীনে খালাস দিয়াছেন।

পেশোয়ারে ১৪৪ ধারা

প্রচার, সভা ও শোভাযাত্রায় জনসাধারণের আইনসঙ্গত কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইতে পারে বিবেচিত হওয়ায় পেশোয়ার সহরে ২ মাসের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচার সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে একটি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, গত ৪ঠা নভেম্বর বুধবারে প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, সপারিষদ গভর্ণর রায় রাজেন্দ্রনাথ রায়বাহাদুরকে আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলের সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুত লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় পদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে রায়বাহাদুরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। নরেন্দ্র সেন ও অন্যান্য লোকদিগের বিচারার্থে মিঃ এ, এল, ব্ল্যাঙ্কের সভাপতিত্বে উক্ত স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলের অধিবেশন হইতেছে।

মানকুণ্ডু ট্যাক্সি ডাকাতি মামলা

গত ৩রা নভেম্বর স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে মানকুণ্ডু ট্যাক্সি ডাকাতি মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন ডাঃ এইচ, এন, বাগচী, সাব ইন্সপেক্টর কাজী গোলাম সারোয়ার খানাতল্লাসের সাক্ষী নৃত্যচরণ মল্লিক এবং ভদ্রেশ্বর থানার দারোগা আবদুল আলির সাক্ষ্য গৃহীত হয়। শেষোক্ত সাক্ষীকে আংশিকভাবে জেরা করা হইলে পর আদালত মুলতুবী রাখা হয়। শীঘ্রই রায় প্রদত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বেনারসে ধর্ম্মঘট করিবার সঙ্কল্প

গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যাকালে তুলার কলে শ্রমিকদলের একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলি অতিক্রম করিয়া অহল্যাবাই ঘাটে একটি সাধারণ সভার সন্নিকটে যাইয়া শেষ হয়। কলিকাতার শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব ২টি গৃহীত হয়।

(১) শ্রমিকদের এই সভা নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস কমিটীকে সমর্থন করিতেছে এবং স্থানীয় শ্রমিক সমিতি উক্ত য়ুনিয়নের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন।

(২) বেনারস তুলার কলের কর্তৃপক্ষ গত ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে এসোসিয়েশনের প্রদত্ত সর্ত্তসমূহ প্রতিপালন না করায় এই সভা উক্ত কলের কর্তৃপক্ষীয়দের ভাবভঙ্গীর নিন্দা করিতেছে এবং এই সভা দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিতেছে, যদি অবিলম্বে তাঁহাদের অভিযোগ সমূহের প্রতিকার করা না হয় তাহা হইলে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিবে।

ঢাকা কাণ্ডের জের

৩০৭ ধারা অনুসারে ধৃত সুনীল দাস এম, এস, সি, পরিমল দাস, ভূপেন্দ্র দাস এবং প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্তকে গত ৩রা নভেম্বর ২৫০ টাকা করিয়া জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়। পাবনায় ধৃত, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বি, এস সি ক্লাসের ছাত্রকে মিউনিসিপ্যাল সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ঐ তারিখে ঢাকায় আনা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা গেল অধ্যাপক অতুল সেন এবং শ্রীযুত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন।

নাসিকে মন্দির সত্যাগ্রহ

নাসিকের অস্পৃশ্যগণ কালারাম মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে গত ৫ই নভেম্বর শান্তিপূর্ণ ভাবে তাহা পালিত হইয়াছে। হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা আদেশ জারী করিয়া মন্দিরের এক গজের মধ্যে পাঁচ জনের অনধিক লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অস্পৃশ্য এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত এবং তাহাদের মধ্য হইতে চার স্বেচ্ছাসেবক মন্দির প্রবেশের চেষ্টা পাইয়াছিল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। অতঃ সকলে তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া যায়

"গৌর—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৩৮, ১১ই নভেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

অক্সফোর্ডে গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজী মিরাবাঈ তদীয় সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে ছুটী যাপন করিবার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়াছেন। তথায় তিনি বেলিয়ল কলেজের অধ্যক্ষের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ডাঃ দত্ত ও মিঃ পোলক ও অক্সফোর্ডে গিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর বক্তৃতা

শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সোমজী সোফিয়ার সহিত মীরাটের স্থানীয় নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণের কুচ-কাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁহাদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় মীরাটের কলেজের ছাত্রগণের এক সভাতেও বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্রগণকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি ঔৎসুক্য প্রকাশ না করার জন্য তিরস্কার করেন। তাহাদিগকে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে উৎসাহিত করেন। তিনি সহরের অন্য এক ছাত্র-সভাতেও বক্তৃতা প্রদান করেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

৭ই নভেম্বর স্পেশাল ট্রাইবিউনালের এজলাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে সরকার পক্ষের সাক্ষ্য শেষ হইয়াছে।

অক্সফোর্ডে গান্ধীজী

শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর বক্তৃতা

বেনারসে বিরাট্ সভা

গান্ধীজীর সহিত আলাপে সন্তুষ্ট

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

বোম্বাই বৈঠকের আয়োজন

ভারত সমস্যায় সম্রাট

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত গান্ধীজীর করমর্দ্দন

সৈনিকপুরুষ নিহত

গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন

বন্দীদিগের ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ইহাদের মধ্যে একজন স্থানীয় উকিল আছেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধি, রেলওয়ে আইন, টেলিগ্রাফ আইন, অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক আইন অনুসারে ৩০ জন বন্দীর বিরুদ্ধে নরহত্যা ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। বন্দীরা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন।

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

আগামী ১৪ই নভেম্বর মামলা সওয়াল জবাব হইবে।

বেনারসে বিরাট সভা

কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অহল্যাবাঈ ঘাটে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ হইতে আগত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠক ও দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নব প্রবর্ত্তিত বেঙ্গল অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পঞ্জাব রেভিনিউ কমিটীর প্রস্তাব

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পঞ্জাব রেভিনিউ কমিটি খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, সেইজন্য কমিটী প্রস্তাব করেন যে, অধিকাংশ খাজনাই সরকারের মারফত দেওয়া হইবে বা সংগ্রহ করা হইবে। কমিটী স্থির করেন যে ফি এর হার বর্দ্ধিত করা হইবে ও অধিকাংশ সদস্যের মতে কৃষি বিভাগ যদি ১২ আনা হইতে একটাকা চারি আনায় খাজনা বর্দ্ধিত করেন তবে পঞ্চাশ লক্ষের টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে এবং উত্তরাধিকার বা মৃত্যু সম্পর্কে শুল্ক স্থাপন করা হইবে। সদস্যেরা সকলেই একমত হইয়া অনুমোদন করেন যে, কৃষির অন্তর্গত ভূমি রাজস্ব একেবারে রেহাই দিতে হইবে। স্বদেশী সিগারেট বিক্রয়ের জন্য কমিটী দোকান খুলিবার প্রস্তাব করিবেন। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে পঞ্জাবে যে সমস্ত কর আমদানী হইতেছে তাহার উপর শুল্ক স্থাপন করিবার জন্য অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, জেলে ও শিল্প কারখানাতে কল কয়লা ব্যবহার করিতে হইবে এবং রেলওয়ে ও স্থানীয় জনসাধারণকে পুলিসের জন্য অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য [illegible] করিবে।

সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনবন্ধুনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) [illegible]র মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅবধূত[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকামিনী এল. এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালেয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভবানন্দজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগর্দ্ধার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়নকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার ১০৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে পূর্ণিমা দিবসে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এই এক সপ্তাহ মধ্যে স্থানান্তরে অন্যত্র, পারমেশ্বরীগঞ্জ গ্রামে ৯ই কার্ত্তিক সোমবার এক বিশেষ সভায় প্রায় পাঁচ ছয় শত লোকের নিকট শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা (সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় উপস্থিত ছিলেন) এবং [illegible] অর্থাৎ [illegible] গ্রামে ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ (পাঠের বিষয় কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানের হেয়ত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন) করিয়া শ্রীশ্রীভক্তি- [illegible]

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর—শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা করিয়াছেন। উভয় সভার শ্রোতৃমণ্ডলী শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে 'জীবের সংস্থান' সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয় পাঠ [illegible] পাঠের বিষয়টী এত সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পাঠান্তে শরণাগতি হইতে "ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া" কীর্ত্তনটী হওয়ায় উহা আরও সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল,

— —

কটক নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া প্রশ্ন করেন—আমি যদিও বুঝিতেছি সর্ব্বাবস্থায় সৎসঙ্গ করা উচিত তবুও আমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইতেছি যদ্দ্বারা আমি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারিতেছি না। আমায় বলুন, প্রভো, কি উপায় অবলম্বনে আমি অনন্যযুক্ত হইয়া সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারিব?

তদুত্তরে মঠাধ্যক্ষ প্রভু বলিলেন—কোন বিষয় শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য যে [illegible] অবস্থা, সেটার নামই বোঝা। আমরা সেটা সাধারণতঃ বুঝিয়াছি বলিয়া থাকি, সেটা [illegible] বোঝা হয় নাই, শোনা হইয়াছে মাত্র। যদি আমার কুটুম্বভরণের জন্য প্রত্যহ চারি টাকা দরকার হয় তবে কোন প্রকারে আমাকে প্রত্যহ চারি টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না [illegible] হইবে বাস্তবিক আমার টাকার দরকার হয় নাই। সেই প্রকার আমি যখন বুঝিতে পারিব সাধুসঙ্গ আমার একান্ত প্রয়োজন [illegible] সাধুসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারি না। কিম্বা সৎসঙ্গ লাভের প্রবল ইচ্ছা আমার হৃদয়ে উদিত হইবে।

বদ্ধাবস্থায় বিচারশক্তির অপরিপক্কতাহেতু বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জ্জনীয় এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া জীব [illegible] কার্য্যে। [illegible] কায়, মন, প্রাণ অর্পণ করতঃ ভক্তের বা ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া [illegible] না। কিন্তু হায়, আমার কি দুর্দ্দৈব [illegible] সাধুগণ আমাদিগকে অবিরত, যাচিতভাবে কৃপা বিতরণ করিলেও আমি তাঁহাদের অমিয় কৃপামৃত-সিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গমালার বহু দূরে অবস্থিত। সাধুনিন্দা ত্যাগ করিয়া আমার অগণন পাপরাশি সাধুকৃপারূপ শাণিতাস্ত্রবলে ছেদন করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, আমি কিন্তু ত্রিগুণময়ী আপাতমোহন মায়ার ক্ষণিক প্রলোভনে ভুলিয়া পুনঃ সর্ব্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরম কারুণিক সাধুবৈষ্ণবের অপার কৃপা গ্রহণ করিতেছি কৈ? পরন্তু আমি চেষ্টার। কষ্ট নিতে চাই না, কেবল দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণস্বরূপ প্রস্তুত সুফলটী বিনা আয়াসে লাভ করিতে চাই।

এই প্রকার অন্যায় ও স্বার্থ বিচারমূলে আমার ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে ভোগবুদ্ধি বর্ত্তমান। ফলে আমার আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। সেবোন্মুখী চেষ্টাই ভগবৎ কৃপালাভের সোপান। বিন্দুমাত্র চেষ্টা থাকিলেও তাঁহাদের কৃপাবারি আমার মরুভূমিসম তপ্ত বিদগ্ধ হৃদয়ে বর্ষিত হইবে কিন্তু ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন কপট ব্যক্তিরাই ভক্তের ঐ প্রকার সেবানিয়োগ ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া কপটতাপ্রযুক্ত পুনরায় কৃপা চাওয়ার ভান দেখাইয়া থাকেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তের নিকট ধরা পড়িয়া যান।

তবে যদি বলেন কিরূপে আমার সেবোন্মুখী চেষ্টা উদিত হইবে তাহা হইলে বলিব ঐ প্রকার [illegible] ইচ্ছা না হয় ততদিন বৈষ্ণব [illegible] সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণ করিতে থাকুন; কেননা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই শুদ্ধা সরস্বতী বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের ময়লা দূর করিবেন। যাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতে পুঞ্জীভূত অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত আছে, তাহাতেই সেই সেবোন্মুখী চেষ্টা উদিত হইয়া থাকে কিন্তু যাহার সে সুকৃতি সঞ্চিত নাই তাহার কিছুকাল বিলম্বে [illegible] দ্বারাই সুকৃতি সঞ্চিত হইলে [illegible] চেষ্টার উদ্রেক।

অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণ ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধুদিগের মুখে যে সকল শব্দ [illegible] প্রীতিউৎপাদক কথা [illegible] শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে [illegible] অবিদ্যা নিবৃত্তির [illegible]। আমাদের [illegible] শ্রদ্ধা পরে রতি ও পরিশেষে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে যথা-

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

তৎপর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হইলে উক্ত ভদ্র লোকটী আরতি দর্শনের জন্য গমন করিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও বিবৃতি, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী অনুক্রমণী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত একরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২২০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার মূল্য ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাবার্থ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিশিষ্ট ৭৫০-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবান্ধকারপোদোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নিনাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লি[illegible] সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়- সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি লাইন ১,
...

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১২ই নভেম্বর ১৯৩১

পুলিশে-জনতায় সংঘর্ষ

চুরির অভিযোগে ১৮ মাস কারাদণ্ড

চুরি করার অপূর্ব্ব ফন্দী

গান্ধীজী ভাবী কর্ম্মপন্থার জন্য প্রস্তুত

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের ব্যয় সঙ্কোচ

উড়িষ্যায় সীমা নির্দ্দেশ

খুরসীমলে নারীমঙ্গল সমিতি

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীরের মৃত্যু

বাইশ হাজার টাকা তছরূপ

নানা কথা

পুলিশে-জনতায় সংঘর্ষ

চিনেস্কেলী হইতে প্রকাশ, এক মন্দিরে উৎসব হইতেছিল; পুলিশ কয়েক-জন লোককে তথায় যাইতে না দেওয়ায় জনৈক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সহিত তাহাদের বিতর্ক বাধে। পুলিস স্বেচ্ছা-সেবকের উপর পীড়ন করে। জনতা ইহাতে উত্তেজিত হওয়ায় দুইপক্ষে সংঘর্ষ বাধে। উহা প্রথমে ভীষণ আকার ধারণ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে।

———

চুরির অভিযোগে ১৮ মাস কারাদণ্ড

ভবানীপ্রসাদ চন্দ্র জোড়াবাগানের অস্থায়ী অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়াজেদ আলির এজলাসে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গত ৫ই অক্টোবর তারিখে সে ৭৪ নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নগদ ৩০৲ টাকা ও একটী রিষ্ট ওয়াচ চুরি করে। ঐ রাত্রে সে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অন্য এক বাড়ীতে ঢুকিয়াও একটী গ্রামোফোন এবং কতকগুলি রেকর্ড চুরি করিয়াছিল।

চুরি করার অপূর্ব্ব ফন্দী

টেডেন ষ্ট্রীটে কিংসটন-অন-টেম্স পোষ্ট অফিসের এক সিন্দুকে প্রায় চার শত পাউণ্ড ছিল, এবং উহা এমন জায়গায় বসানো থাকিত যাহাতে পুলিস পাহারার গাইতে সহজেই উহা নজরে পড়িত চোরেরা ইহা জানিতে পারিয়াছিল সুতরাং তাহারা যুক্তি করিয়া ঠিক লোহার সিন্দুকের মত একটা কাঠের সিন্দুক তৈয়ারী করিল এবং ঐ লোহার সিন্দুকে যে রং আছে কাঠের সিন্দুকেও সেই রং মাখাইয়া লইয়া ঐ পোষ্টাফিসের নিকট অপেক্ষা করিতে-ছিল। পাহারাদার যেমনি চোখের আড়ালে গিয়াছে উহারা অমনি সম্মুখের ফটক টপকাইয়া ভিতরে গিয়া পোষ্ট অফিসের জানালা ভাঙ্গিয়া সিন্দুকের কাছে যায়। তারপর লোহার সিন্দুকটি উঠাইয়া নিয়া যথাস্থানে শূন্য কাঠের সিন্দুকটি বসাইয়া ডাকবাহী মোটর গাড়ীতে গিয়া চাপে এবং ত্বরায় তথা হইতে চম্পট দেয়।

পরদিন সকালে গাড়ী খানি ও সিন্দুকটি মঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অমনি বেতারে চারিদিকে খবর গেল কিন্তু ততক্ষণ চোরেরা কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে।

———

উড়িষ্যার সীমা নির্দ্দেশ

পাটনা হইতে প্রকাশ যে স্যার স্যামুয়েল ও ডনেলের সভাপতিত্বে উড়িষ্যার সীমানির্দ্দেশক সভার প্রাথমিক অধিবেশনে কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ, নাগপুর, কটক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ঐ সভাপতি আগামী ২৩শে তারিখে কটক পৌঁছিবেন। ১লা ডিসেম্বর তদন্তের বিষয়-সম্পর্কে বে-সর-কারীভাবে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করিবার দিন ধার্য্য হইয়াছে। মিঃ সুকল ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় তথায় আসিয়া পৌঁছেন। আগামী ২৩শে নভেম্বর সভাপতির প্রাথমিক সফর শেষ হইলে উড়িষ্যার সাক্ষীগণের জেরা করার জন্য কটকে কমিটীর পূর্ণ অধিবেশন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খুরসীমলে নারী-মঙ্গল সমিতি

নেত্রকোণা নারী-মঙ্গল সমিতির এক শাখা খরসীমল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামা-সুন্দরী দেবী উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। খুরসীমলের নিরক্ষর কৃষকগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দিন দিন উহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ২০৯তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে একটি সভায় হেড্‌মাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বেলা সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্রকথা কীর্ত্তন করেন, তদনন্তর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ১০ম খণ্ডের ১০ম সংখ্যা হইতে "মাংসদৃক্ ও বেদদৃক্" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট এবং সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করেন।

মহারাজ তারস্বরে বলেন,—হে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলি, হে প্রিয় ছাত্রগণ! অদ্য ছুটির দিন আনন্দের দিন হইলেও পরমারাধ্য হেড্‌মাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ অসুস্থতা বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় নিরানন্দেরই কারণ হইয়াছে।

যাহা হউক, হে ছাত্রগণ! পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ তোমাদিগকে যে অমূল্য সৎশিক্ষাসমূহ অর্থাৎ নীতি বিষয়ক শিক্ষাগুলি প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেন এই দীর্ঘ ছুটিতে তোমরা ভুলিয়া যাইও না—এই আমার বক্তব্য।

ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপঃ; কত রাত্রি জাগরণ, প্রাণপাত পরিশ্রম ও কত কষ্ট সহ্য করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, যে চেতনের বৃত্তিসমূহ অনুশীলন করিয়াছ তাহা বিস্মৃত হইও না। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যই বাঞ্ছনীয়, কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য ক্ষণস্থায়ী ও জলবুদ্বুদের ন্যায় অস্থায়ী সুতরাং ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য নৈতিক চরিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়; পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গের শাসনাধীনে থাকিয়া ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বদা আবশ্যক.

দীর্ঘ ছুটীর সময় অসৎসঙ্গ, অশ্লীল আলাপ ও আমোদ প্রমোদে যোগদান করা ছাত্রজীবনে অতি নিন্দনীয় ব্যাপার, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। কোন প্রকার নেশার বশীভূত হইবে না, শাস্ত্রে এই সমস্ত নেশা বর্জ্জনের উপদেশ আছে—'দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ' পান বলিতে আমরা মদ্য, গঞ্জিকা, চরস, সিদ্ধি অহিফেন, তাড়ি, ধূম্রপান ইত্যাদিকেই বুঝিতে পারি। এই সমস্ত মাদকদ্রব্য বিষবৎ পরিবর্জ্জন করিবে। এই সমস্ত নেশা জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দেয়, আমরা শাস্ত্রে সেশ্বর-নৈতিক, নিরীশ্বর-নৈতিক এবং নীতিশূন্য জীবনের কথা শুনিয়াছি। নীতিশূন্য জীবন পশুর ন্যায় ভয়ানক। আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ-এই চারটী ব্যাপারে মনুষ্য ও পশু এই উভয়েরই সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু পশু চেতনের অনুশীলন অর্থাৎ ভগবদ্ আলোচনা করিতে পারে না এজন্য পশুত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য আত্মতত্ত্বের আলোচনায় পশু ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে নতুবা উভয় জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিত না।

ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে আমরা পাই-'সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।' ভগবৎ সম্বন্ধ হীন জীবন পশুতুল্য নই কি? সুতরাং তোমরা সকলে মনুষ্যজীবন লাভ কর। আত্মার অনুশীলন অর্থাৎ চেতন বৃত্তির অনুশীলন করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হয়। নতুবা অনাত্মানুশীলনে পশুর ন্যায় জীবন যাপনেই আমরা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বে পরিণত হই, সৎশিক্ষা অভাবেই এই অবস্থার উদয় হয়।

ঢাকা জেলার সুদূরবর্ত্তী কাওরাইদ ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য একাদশ অধ্যায় হইতে প্রতাপরুদ্র রাজার উপাখ্যান ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের উদ্ধার সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। উক্ত সভায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে পাঠ প্রে ও পাঠান্তে প্রত্যহ গৌরবিহিত সুমধুর সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করা হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগৌর বিনোদবল্লভ জীউর সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন ও সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। গত ১২ই অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় কতিপয় ভদ্র মহোদয় শ্রীমঠের সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনানন্দ লাভের জন্য তাঁহাদের আবেগভরা হৃদয়ে [illegible] বারি ও প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও উপস্থিত হইয়া আরতি দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সমাগ্রে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশচীনন্দনের শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-লীলার কথা মধুরস্বরে শ্রবণ করিয়া সকলে মহাপ্রভুর অন্যান্য অবতারের সহিত এই অবতারের বৈশিষ্ট্য—এই লীলায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের পরিচয়। যেহেতু তিনি অসীম হইয়াও ভক্তের নিকট সসীম হইতে পারেন এবং চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র মালিক হইয়াও ভক্তের অধীন হইয়া শ্রীশচীদেবীর প্রাঙ্গণে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এই সব অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য, বৈকুণ্ঠাতীত লীলা সকলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদনন্তর পাঠান্তে প্রায় এক ঘটিকা ব্যাপী তারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তনের পর সমাগত ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভগবন্মন্দিরে প্রবেশের পথ

জীব মায়াবদ্ধ হইবামাত্র আপন স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিলে মায়িক বিষয়ে 'আমি ও আমার' এই দুইটী বুদ্ধি প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। 'এই দেহ আমার ও এই দেহই আমি' এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখসাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি এবং দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে। এই প্রকার রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া মূঢ় জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ অন্যকে শত্রু মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে এবং বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

সংসারাসক্ত মায়াবদ্ধ জীবসকল কত জন্ম, মরণ কর্ম্মফল, উচ্চাবচ যোনি লাভ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। জড়াসক্তি প্রবল হইয়া যাওয়ায় ইহাদের আর চিদনুরাগ উপলব্ধি হয় না। চিদনুরাগই যে জীবের স্বধর্ম্ম ও নিত্য প্রকৃতি, তাহা ভুলিয়া জড়ানুরাগে বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীব তীব্র অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে অসংখ্য সকলেই এমন উন্মত্ত যে আমাদের ঈদৃশ দুর্দ্দশাকে দুর্দ্দশা বলিয়াই মনে হয় না।

শ্রীভগবান্ কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাময়। তিনি মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং উহারা চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল দেখিয়া তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিলেন—কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়। সাধুসঙ্গই জীবকে তাঁহার কৃষ্ণদাস্যরূপ স্মৃতি জাগাইয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু সাধুসঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলেরই লভ্য হইবে তাহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটী বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের ঐরূপ কৃপাদৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল। আত্মজ্ঞানরূপ আকাশে ভগবৎকৃপা-প্রসূত শাস্ত্র-সূর্য্য উদিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আত্মবিধি সকল প্রচার করিল। যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তিতে, 'মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥'

আদৌ বেদ শাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয়, উহা ভগবদ্বাণী। বেদশাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান, কোন অংশে শ্রীহরির ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীবসকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ বা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ, কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্র তাহার প্রতি সেইরূপই আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত হইলেও সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার ত্রিবিধ অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদের ঐ বিধিসকল বৈধধর্ম্ম নামে অভিহিত। বৈধধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অবৈধ ও পাপাচরণে রত। যাঁহারা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবলমাত্র একদেশীয় বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক বিতর্কে ও সন্দেহ গর্ত্তে পতিত হইয়াছেন।

সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত অপূর্ব্ব মীমাংসারূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রে দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, কর্ম্ম যদি জ্ঞানকে উদ্দেশ না করে, তবে তাহা পাষণ্ডকর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই পাষণ্ড হইয়া যায়। শাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগীতাশাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বর্ণনপূর্ব্বক ক্রমে ভক্তিযোগের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ ... ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ পন্থার কথা উল্লেখ থাকায় মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবগণ শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সাত্বত-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আমাদের ঐ প্রকার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'নৈষ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায়, ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥' অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদন ... শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয় সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত, অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা। অন্যত্র কেবল জ্ঞানকে ধিক্কার পূর্ব্বক বলিয়াছেন, 'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥' অর্থাৎ হে বিভো! তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবল-বোধ-লাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইটী স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূল তুষ পেষণকারী ব্যক্তির তণ্ডুল অপ্রাপ্তির ন্যায় তাহাদের ক্লেশ মাত্রই অবশেষ হইয়া থাকে।

তাই শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিরূপ ভগবন্মন্দিরে প্রবেশের প্রকৃষ্ট পথ নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন, 'ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, 'হে উদ্ধব, প্রবৃদ্ধ ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-জ্ঞান স্বাধ্যায়, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না। এই কথাই আমার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানকে ধিক্কার পূর্ব্বক মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবগণকে জানাইয়া বলিয়াছেন, 'এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥' 'ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি। ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥'

———

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(১)

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! ভগবান্ সমস্ত লোকের হিতের জন্য এককালে বৈকুণ্ঠে অনন্তদেব রচিত অনন্ত-সংহিতাই শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর অনুক্রমে আমি বিষপানে বিহ্বল হইয়া পড়িলে কৃপা করত আমাকে এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন।

আমিও বিষে দহ্যমান ঊর্দ্ধমুখ দ্বারা এই সংহিতাকে গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের মঙ্গলময় এই নামমন্ত্র ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিতেছি।

ইহা হইতে আমার মুখ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। পরন্তু দুষ্ট জীবের মোহনের জন্য কৃষ্ণনিন্দাজনক অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ প্রণয়নের দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

এই গ্রন্থে মনোরমা কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভের উপায় স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের শ্রবণমাত্র এবং পঠন-পাঠন দ্বারা ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ ও বহুকাল নবদ্বীপ বাস হইলে তাঁহার প্রসাদে গোপীদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট বসতি লাভ করা যায়, ইহা অতীব নিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

প্রহ্লাদের মুখে প্রাপঞ্চিক বস্তুর হেয়তা ও নশ্বরতা শ্রবণ করিয়া ভোগপিপাসু হিরণ্যকশিপুর ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "এই ভোগের আগার স্ত্রী,পুত্র, বিষয়, অর্থ লইয়া সুখভোগ করিব বলিয়া যে সংসার পাতিয়াছি তাহা ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া হরিভজন করিতে হবে, আমি যে ত্রিভুবনের কর্ত্তা, কত ক্লেশ কত তপস্যার ফলে হরিভক্ত দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া যে স্বর্গ সুখভোগের আশায় সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ত্যাগ করিব? হরির শরণাপন্ন সেবক হইলে আমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়! তাহা কখনই হইতে পারে না। যাহারা হরিসেবার কথা বলে তাহারা আমাদের বিপক্ষ; তাহাদের নির্য্যাতন কর।

কোন ছদ্মবেশী বৈষ্ণব এই বালকের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, আর যেন সাধুদিগের সঙ্গ না ঘটে অতি সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা কর।

এইরূপ বুদ্ধিমান্ হিরণ্যকশিপু আজকাল ঘরে ঘরে বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে যিনি সমূহ ভোগ সংগ্রহ করিবার ভাল বুদ্ধিদাতা, সকলের অভাব মোচনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আমাদিগকে রাজসুখভোগ দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মনীষি লোকনেতা সমাজপতি। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাদের 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভোগীপাল তাঁহাদিগকে 'ভীরু' বলিয়া মনে করে। তাঁহারা ভোগের দ্রব্যগুলি কৃষ্ণ সেবায় দিতে বলে এইজন্য তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া বালকগণকে সাবধান করিয়া বলে যে, এখন ধর্ম্মের সময় নয়, মাছ মাংস খাইয়া বল সঞ্চয় কর, বৈষ্ণবসঙ্গে দাস অভিমান করিয়া হরিভজন করিও না।

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ৯ই কার্ত্তিক সোমবার দিবস মানভূম জিলার অন্তর্গত পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহের পরলোকগত পুত্র শ্রীমান নৃসিংহচন্দ্র সিংহের শ্রাদ্ধ-কার্য্য শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈষ্ণব স্মৃতির বিধান অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দামনাশী বৈষ্ণববৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যাদি-সহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ ১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবপূর্ণ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবাচার্য্য-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধার্ত্তরাষ্ট্রী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৬০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব; কর্ম্ম-কাণ্ড, প্রাণশ্বাদির বিচার - বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—দ্বীপ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কবিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের টীকা ও বিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা [illegible] আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্” নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্ন ও স্নেহের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কি, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা উচিত ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ বাড় লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম “সুখ-পথ প্রদর্শক”।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানপ্রদ ঔষধালয়

২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়ার ও জ্বরের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলে সমস্ত পথে ডাকে পাঠান হয় তাহাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ “বিনা অস্ত্রে, বাল্যজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৭৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত রাধেশ সিংহ, ১২৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটরাগান, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গৌরীপুর), ৩৭ ষ্ট্রীট, সিটি বিল্ডিং। [illegible] হাউটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পত্রবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগান।

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে বিভোর হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—“আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছের সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।”

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

। মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এস্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— নবদ্বীপ

No. C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩১

বিমলদাসের বিচার

দ্বারভাঙ্গা মহারাজের হোটেলে চুরি

পাটনায় তিন খুন

শান্তিকামীদের সভায় গান্ধীজী

প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার

পুলিসের সহিত দস্যুদলের দাঙ্গা

অক্সফোর্ডে মালব্যজী

শ্রীযুত সুভাষ বসু ঢাকায় পৌঁছেন নাই

লণ্ডনে দেওয়ালী উৎসব

মডারেটরাও সন্তুষ্ট হইবেন না

নাসিকে অস্পৃশ্য সমস্যা

নানা কথা

বিমলদাসের বিচার

কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ, বাখরগঞ্জ জিলার ঝালকাঠি থানার বাসণ্ডা গ্রামের ও মেদিনীপুর সহরের অধিবাসী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের পুত্র বিমলকুমার দাশগুপ্ত ওরফে সুধাংশুর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের বিচার জন্য একটি বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে। ২৪ পরগণার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জি, গাটলী উহার সভাপতি এবং ঐ সময় প্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ নলিনীকান্ত বসু বাহাদুর ও ২৪ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উহার কাযসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গা মহারাজের হোটেলে চুরি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, ৬ই নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের স্যাভয় হোটেলের শয়ন গৃহ হইতে ১০,০০০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর এরূপ সুকৌশলে চুরি করিয়াছে যে পাশের ঘরে নিদ্রিত মহারাজের দুইজন ভারতীয় চাপরাশী কিছুই টের পায় নাই।

পাটনায় তিন খুন

প্রকাশ, পাটনা জেলার সাদিসপুর গ্রামে ছট্টুমা নামক জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ীর অনুপস্থিতির সুযোগে কতিপয় ব্যক্তি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং উক্ত বস্ত্রব্যবসায়ীর অল্পবয়স্ক পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রীকে গলা কাটিয়া নিহত করে। ঐ সময় তাহারা ঘুমাইতেছিল। হত্যাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া উহারা নগদ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা পায় লইয়া চম্পট দেয়।

অবৈধভাবে কোকেন বিক্রয়

গত ৮ই নভেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আনওয়ারাগঞ্জ থানার সাব-ইনস্পেক্টর মিঃ আথার আলি, উক্ত সহকারী ইনস্পেক্টর মিঃ বদরীনারায়ণ পাঠক এবং কতকগুলি কনষ্টেবল একজন অবৈধভাবে কোকেন বিক্রেতার বাটী খানাতল্লাস করিতে গিয়াছিলেন। দলের একজনকে গ্রেপ্তার করিতে যাইয়া ইনস্পেক্টর আথার এবং কনষ্টেবল জোয়ালা সিং এবং মুরলী সিং লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। দলের অন্যান্য লোকেরাই উহাদিগের উপর লাঠি মারিয়াছিল। সহকারী ইনস্পেক্টর মিঃ বদরী নারায়ণ এই ব্যাপার দেখিয়া গুলী চালাইতে বাধ্য হন, কিন্তু গুলীতে কেহ আহত হয় নাই। যাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার সঙ্গীরা পলায়ন করিয়াছে।

এই ঘটনার পর সহর কোতোয়াল পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অনতিবিলম্বে ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

শান্তিকামীদের সভায় গান্ধীজী

ইউষ্টন রোডে ফ্রেণ্ডস হাউসে লীগ অব ফেলোশিপ ও বিকন মিলিয়েসন বা বন্ধুর ও আলোর সংঘের উদ্যোগে শান্তিকামীদের যে ঘরোয়া সভা হইয়াছিল, তাহাতে গান্ধীজী বক্তৃতা করেন। শত শত স্ত্রীলোক সভায় প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিলেও সভাস্থল পূর্ণ হওয়া যাওয়ায় তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হয়।

মিস্ লেষ্টার রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, আপাততঃ ইংলণ্ড পরিত্যাগ সম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। যদি [illegible] সেরূপ সংকল্প [illegible] তাহা হইলে [illegible] নিশ্চয়ই বলিতেন। গান্ধীজী পূর্ব্ব হইতে যে সকল কার্য্য করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি না করেন তাহা হইলে তিনি (মিস্ লেষ্টার) বিশেষ বিস্মিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৩ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ২১০তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত আশ্রম মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে' বক্তৃতা-মুখে বলেন,—

সৎশিক্ষা প্রদান করাই অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করাই এই ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বিশেষত্ব। জগতে অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে এই বিদ্যালয়ের এই স্থানেই পার্থক্য। শিক্ষকগণ আচারবান্ হইয়া ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দিবেন, নতুবা নিজে আচারবান, আদর্শচরিত্র না হইয়া উপদেশ করিলে, সে শিক্ষা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। জলবিম্বের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়।

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যে বিদ্যাতে আত্মার অনুশীলন হয় বিদ্যা দুই প্রকার পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। জগতে শিক্ষা কল্প ছন্দ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি জড় বিদ্যার প্রচলন আছে; ইহাতে জাগতিক অভ্যুদয় হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা নশ্বর মাত্র—ক্ষণস্থায়ী; এই পরা বিদ্যা ব্যতীত কখন চেতনের উন্মেষ হইতে পারে না। এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এই শ্রীধাম-মায়াপুরে "পরবিদ্যাপীঠ" নামে একটী বিখ্যাত সংস্কৃত বিদ্যালয়ও বর্ত্তমান আছে। এই শিক্ষা-মন্দিরে—এই 'পরমার্থ বিদ্যার' কথা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মাত্র আলোচিত হইয়া থাকে, ইহা সভাস্থ অনেকেই অবগত আছেন। এই 'ব্রহ্মবিদ্যা'—পরমার্থ বিদ্যার আলোচনার জন্যই এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' আজ জগতে বরেণ্য হইয়াছেন। নতুবা অপরা বিদ্যা বহু বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে নিত্যধর্ম্মের কথা —আত্মার অবিনশ্বর ধর্ম্মের কথা আচারমুখে শিক্ষা প্রদান করা হয়; ইহাই এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। আত্ম শিক্ষা ও অনাত্ম-শিক্ষা এই শিক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান বর্ত্তমান আছে। উহা নিরপেক্ষ সুধীমণ্ডলীই বিচার করিবেন। এই আত্মতত্ত্বের কথা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কঠোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মনিষ্ঠ নচিকেতাকে ধর্ম্মরাজ যম এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্রদ্ধাবান্ নচিকেতা প্রথম বরে পিতার ক্রোধ শান্তি প্রার্থনা করেন, দ্বিতীয় বরে স্বর্গে যাইবার জন্য অগ্নির বিশুদ্ধতার জন্য প্রার্থনা করেন। পূর্ব্বে আচারবান্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত, মন্ত্র বলে ঐ অগ্নির পবিত্রতা রক্ষা করা হইত এবং মৃত্যুকালেও ঐ অগ্নিদ্বারাই দেহ দগ্ধ করা হইত। এখন আর ব্রাহ্মণের অগ্নির তদ্রূপ শুদ্ধতা নাই। আচারভ্রষ্ট হইয়া আত্মার অনুশীলন অভাবেই ভারতের অদ্য এই শোচনীয় পরিণাম।

যমরাজ নচিকেতাকে দ্বিতীয় বরে স্বর্গে গমন করিবার জন্য অগ্নির শুদ্ধতা দান করিলেন।

তৃতীয় বরে নচিকেতা যমরাজার নিকট হইতে আত্মতত্ত্বের জটিল বিষয় প্রশ্ন করিলেন।

নচিকেতা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তৃতীয় বরে যম রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করেন,' প্রভো! আত্মতত্ত্ব কি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মতে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, না 'আত্মা' বলিয়া কোন নিত্য বস্তু বিদ্যমান থাকে? ইহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জন্ম হইলেই মৃত্যুর বিভীষিকা উপস্থিত হয়। ঐ মৃত্যু তত্ত্ব কি? বহু মনীষা সম্পন্ন মনুষ্য, কিম্বা রাজাধিরাজ মহামহিম সম্রাট, ক্ষুধাতুর অসহায় দরিদ্র প্রজা, আধ্যাত্মিকজ্ঞানে বলীয়ান্ মহা বিদ্বান ব্যক্তি ও অমিত বাহুবলে বলীয়ান্ প্রতাপশালী বীরগণও ঐ মৃত্যুর দ্বারে অবনতমস্তক, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। আপনি সেই অত্যাশ্চর্য্য গূঢ় মৃত্যু রহস্য আমাকে বলুন, তৃতীয়বরে আমার এই প্রার্থনা।

যমরাজ নচিকেতার এই প্রার্থনায় কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন 'বৎস! তুমি এই প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর ইহার বিনিময়ে আমি তোমাকে অপরিমিত আয়ু, ধন, যৌবন, অগণিত সুন্দরী ভার্য্যা, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, বহুবিধ দ্রব্য প্রদান করিব। কেননা যে বিষয় কেহ জানে না সেই অজ্ঞানিত বিষয়ের জন্য আর প্রার্থনা করিও না।

কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া এই আত্মতত্ত্ব বিষয়েই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নচিকেতাঃ যমরাজকে বলিলেন, "প্রভো! অপরিমিত আয়ু অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে; দস্যু তস্করাদি হইতে ধনাদি সমূহ বিপন্ন হইয়া থাকে; সুন্দরী রমণী ব্যাধিগ্রস্ত হইলে কুৎসিতা হইয়া থাকে এই সমস্তই নশ্বর দ্রব্য, কর্পূরের ন্যায় নিমেষে উড়িয়া যায় নিত্য আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসাই, যাহা জিজ্ঞাসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়, আমাকে সেই তত্ত্বই উপদেশ করুন।

যমরাজ নচিকেতার এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে নচিকেতঃ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম যে তুমি যথার্থ ই আত্মতত্ত্বের অধিকারী কি না? অনধিকারীকে কখনই এ দুর্লভ বস্তু প্রদান করা যায় না। বানরের গলায় মুক্তা হারের যেমন অমর্য্যাদা হয় তদ্রূপ সেই অমূল্য বস্তু আত্মতত্ত্ব-পরায়ণ জন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিলে উহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। এক্ষণে দেখিলাম তুমি ইহার যথার্থ অধিকারী। ইহ সংসারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী বস্তু বর্ত্তমান আছে। শ্রেয়ঃ পরম মঙ্গলের পথ, ইহাই পরম প্রয়োজনীয় আত্মতত্ত্ব অনুশীলনই ইহার কার্য্য

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible]কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible], তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible] সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৷৶৹, দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible] শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible] পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible], স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] সমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] ভাষ্য, শ্লোকসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible], প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] একপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। [illegible] মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া [illegible]দের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি [illegible] চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-[illegible]' [illegible]। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ [illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমহাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, [illegible] ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ[illegible]পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্বয়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকা পরিক্রমার দ্রব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চ[illegible]
হইতে পরিক্রমাংশ ম[illegible] শ্রীজীব গোস্বামী
প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামে
পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৹

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমার্গাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি-জনক নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম ধর্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত মূল ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত টীকা ও [illegible] প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য [illegible] আচার্য্য প্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে [illegible] মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গোস্বামিপাদ [illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী [illegible] মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] সম্বলিত [illegible] পদ্যানুবাদ ও [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজে উৎকৃষ্ট ([illegible] খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹ আনা, [illegible] বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম ধর্মতত্ত্ববিষয়ক এই রূপ সরল ও সারগর্ভ গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ উক্ত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, শ্লোকসূচী ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সুগম করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, তত্ত্বনির্দ্দেশের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের ... ভিক্ষা ০ আনা মা

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ ... র সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত ... বেদান্ত-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাতসিরা রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ঙং) সরকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশ ... ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের ... সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ খণ্ড ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হার্ম্মোনিষ্ট নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে ... স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা ... উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ ... লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আ ... ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

...

অজীর্ণ ... অব্যর্থ মহৌষধ

... বদার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ... আনা, পাইন্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস —১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

... বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান ...

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১২৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, ... কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী ... কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ... ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। ... হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্ম ...।

কীর্ত্তন কানন-কুসুম নব ... !!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান !!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ ...

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের ...

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেক পবিত্র ... হইবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক ... পরিব্রাজক ... ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার ... প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ আঃ **শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।**

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ　১৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৮শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৪ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার　২১১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব অভূতপূর্ব্ব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা বিরাট্ মহোৎসবের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট মহোৎসব করিয়া সকল মথুরাবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃপালুগণ্য আচার্য্যের কৃপায় এই অন্নকূট-মহোৎসব উক্ত দিবস আরও শতগুণে প্রসারিত হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। বহু বিপ্র শত শত প্রকার পাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত শ্রীগোবিন্দের যাবতীয় প্রিয় বস্তু সে-দিন অন্নকূট মহোৎসবে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে গিরিধারীর অন্নকূট মহোৎসবের জন্য অসংখ্য প্রকার সামগ্রী ও উপকরণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংগৃহীত হইয়াছিল।

অন্নকূট মহোৎসবের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইলে মঠসেবকগণ রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে যাবতীয় ভোগসামগ্রী স্তূপীকৃতভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে নারিকেল সংযুক্ত আম্রপল্লবযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত হইয়াছিল। অসংখ্য মৃদ্ভাণ্ড ও বিপুলাকার ধাতুপাত্র সমূহে নানাপ্রকার ভোগোপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। দর্শনার্থিগণের কেহ কেহ ভোগসামগ্রীর পরিমাণ ৫০০ মণেরও অধিক হইয়াছিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতেই এই অন্নকূট মহোৎসব দর্শনার্থ বিভিন্ন দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য নরনারী শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভোগারতি কীর্ত্তন সমাপ্তির পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয়ধ্বনির সহিত সারস্বত-নাট্যমন্দিরের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হইলে জন-স্রোত মহাপ্লাবনের ন্যায় নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইতে

চতুর্দ্দিকে বহু স্বেচ্ছাসেবক সমুপস্থিত থাকিয়া লোকপ্লাবনকে ক্রমে ক্রমে শ্রীঅন্নকূট দর্শনের সুযোগ দিয়াছিলেন। মহিলাদের জন্য সারস্বত-নাট্যমন্দিরের উপরিভাগের লম্বমান অলিন্দসমূহে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা সে-স্থান হইতে দর্শন করিয়াছিলেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। মঠসেবকগণ এই সমস্ত নরনারীর সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গিরিধারীর যাবতীয় ভোগোপকরণ সমস্ত নরনারীকেই তাঁহাদের ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে দিয়াছিলেন। অনেকেই মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও আবার প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ সমূহ নিজ নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্নকূট-মহোৎসব দর্শনার্থী বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধাবান্ ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পারতম্যের কথা অনুক্ষণ অনর্গল কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের অন্তরঙ্গ প্রতীতি উপলব্ধি করাইয়াছিলেন।

সকলেই সে-দিন এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এইরূপ অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন পৃথিবীর ভাগ্যে পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে আত্মতত্ত্ব বিষয় অর্থাৎ চেতনবৃত্তি উদ্বোধনের কথা প্রত্যহই আলোচিত হইয়া থাকে। এই আত্মতত্ত্বের কথা বারাণসী ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী কর্ণাট দেশীয় যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা গৌড়দেশে হোসেন সাহ বাদসাহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। যবনরাজ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামীকে দবীর খাস এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সাকর মল্লিক এই উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীরূপগোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রয়াগে যান। তৎপরে শ্রীরূপগোস্বামীর এক পত্রিকা পাইয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীও মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইবার উদ্যোগ করেন। সেই সময়ে উড়িষ্যার যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সুচতুর বাদশাহ হোসেন সাহ আর অন্তঃপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া পাছে শ্রীসনাতন গোস্বামী পলাইয়া যান এই ভয়ে তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া উড়িষ্যার যুদ্ধে গমন করেন।

ইত্যবসরে শ্রীসনাতন গোস্বামী কারারক্ষককে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নদী পার হইয়া দীনবেশে শ্রীসনাতন গোস্বামী নানাবিধ বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে উপস্থিত হন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বারাণসীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আমি কে? এবং আমার স্বরূপ কি? এই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

পরমাত্মার অর্থাৎ বিভুচৈতন্যের অণু জীব, এই জীব অণুচৈতন্য ও ভগবানের অংশ। জীবে ও ভগবানে দৃশ্যতঃ ভেদ ও অভেদ, এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ যুক্ত আছে। চেতন হিসাবে অভেদ কিন্তু নিত্য ও অণুরূপে ভেদও বর্ত্তমান। বিভু-চৈতন্যের সেবা করাই অণুচৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম।

সেই সে বিকার কভু নাহিক নিস্তার। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

কলহ

'কলি' অর্থে বিবাদ, সুতরাং যেখানে পরস্পর কলহ হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, উভয়েই না হয় একজন মধ্যে [illegible] রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা প্রত্যেকেই "আমি ভগবান" এই স্বরূপটী বিস্মৃত হইয়া অহঙ্কার অভিমানে প্রমত্ত হইয়াছেন। সেইজন্য পরস্পর বিচার করেন যে, আমি যাহা বুঝিয়াছি বা যাহা করিয়াছি কিম্বা করিতেছি, তাহাই ঠিক; সুতরাং আমার জেদ বজায় থাকিবে না কেন? এবং অন্যের বিচারটা যে ভুল হইয়াছে বা অন্যের আচরণটা যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা আমি প্রমাণ করিব না কেন? এইরূপ কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিষম উৎপাত ঘটিয়া থাকে।

একটী প্রবাদ আছে যে, এক হাতে তালি দেওয়া যায় না। সেইরূপ উভয় ব্যক্তি বা পক্ষ স্বাভাবিক কলহপ্রিয় না হইলে কখনও কলহ হয় না। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ হয় নাই কিম্বা কেবল সাধুসঙ্গের অভিনয় হইয়াছে মাত্র, তাঁহাদের মধ্যেই কলহপ্রিয়তা দেখা যায়। কারণ সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে আর অচৈতন্যভাবরূপা কলহপ্রিয়তা থাকিতে পারে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পলাবে সব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

হরিভক্তিকগণ বা তাঁহাদের প্রিয় ব্যক্তিগণ কখনও কলহ করেন না। এমন কি কেহ অযথা কলহ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহারা সহিষ্ণু হইয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা জানেন কলহ বা প্রজল্প [illegible]।

মহাজন বলিয়াছেন,— '[illegible] বাজ্ঞাবাম কুক্কুর [illegible]। সাধুসঙ্গ [illegible] নেহি [illegible] সংসার॥" মহাজনের এই উক্তিটী হরিকীর্তনকারীগণের আদরণে প্রতিফলিত [illegible]। তাঁহারা জানেন, কুকুর [illegible] কিছুক্ষণ [illegible] করিয়া পরে পলাইয়া যায়, সেইরূপ কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রত্যুত্তর না পাইলে কিছুক্ষণ চীৎকার করে। [illegible] পড়িবে।

কোন ব্যক্তি যদি [illegible] শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণের নিকট আমার অযথা নিন্দা করেন অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আমি [illegible] হইলেও নানাপ্রকারে আমাকে [illegible] করিবার জন্য বাক্য বিন্যাস করেন, সেক্ষেত্রেও সহিষ্ণু হইয়া নীরবে থাকাই আমার কর্তব্য।

সদ্‌গুরু

(শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিরচিত)

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জন।
দুঃখের সংসারে শান্তি না দেখি' কখন॥
তুচ্ছ ভোগ-সুখে মত্ত হইয়া বিরত।
না চাহে রাখিতে প্রাণ,—চাহে নিজ হিত॥
জানিতে আপন হিত সেই মহাশয়।
সদ্‌গুরু চরণতলে লয়ত আশ্রয়॥
'শব্দব্রহ্মে' 'পরব্রহ্মে' যে জন নিষ্ণাত।
'শ্রীগুরু' বলিয়া বিশ্বে তিনি হন খ্যাত॥
'শব্দব্রহ্ম' —বেদশাস্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি আর
বেদানুগ শাস্ত্র যত জগতে প্রচার॥
সেই সব শাস্ত্রজ্ঞান করি' অধিগত।
করেন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা - সদাচারে রত
'পরব্রহ্ম' কৃষ্ণচন্দ্রে যাঁর অনুভূতি।
প্রাকৃত উদ্বেগে ক্ষুব্ধ নহে যাঁর মতি॥
হেন জন নরোত্তম সদ্‌গুরু প্রবর।
লও হে আশ্রয় মন হইবা সত্বর॥
পতিত অধমে দয়া করে যিনি।
কৃপার সমুদ্র বলি' বিদিত অবনী॥
প্রাকৃত অভাবে যাঁরে না করে পীড়ন।
আপন স্বভাবে যিনি সতত মগন॥
সর্বগুণে গুণান্বিত ভাবাতীত বড়।
কামনার গন্ধ হৃদে না হয় আগত॥
সকল প্রকারে সিদ্ধ, অজ্ঞতা বিহীন।
ব্রহ্মাবস্থা পারঙ্গত সিদ্ধান্তে প্রবীণ॥
সকল সংশয় শিষ্যের করিয়া ছেদন।
নিরলস হই করেন কৃষ্ণের সেবন॥
হেন যে পুরুষশ্রেষ্ঠে গুরুদেব জানি।
সতত নিষ্কপটে তাঁর শ্রীচরণে নমি॥

অনেক সময় আমরা এরূপ ক্ষেত্রে একটী ক্ষুদ্র বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরু বা বৈষ্ণবের সাক্ষাতেই কলহ করিতে লজ্জাবোধ করি না। তখন এই বিচার করি যে— আমি যদি এখন এই কথার প্রতিবাদ না করি বা এই কথা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ না করিয়া যদি নীরবে থাকি তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণও হয়ত আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিবেন। কিন্তু ঐ প্রকার বিচারটী শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয়। আমরা যদি সত্য সত্যই গুরুদাস হই তবে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী, সুতরাং বাক্যবিন্যাস দ্বারা কেহ তাঁহাদের নিকট আমার প্রতিষ্ঠা কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবেন না—এই বিশ্বাসটী নিঃসন্দেহে অন্তরে পোষণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই গুরুবর্গের সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কলহ করিবার বাসনা হইবে না।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(৩)

শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবী! সেই দ্বীপে শ্রীরাধারাণী এক মহৎ স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে স্থান লতা বৃক্ষ ও ভ্রমর-ভ্রমরীগণে পরিপূর্ণ, মৃগ ও মৃগীগণ সকলে পরম বিহার-সুখ অনুভব করিতেছে, মল্লিকা মালতী জাতি প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমে সে-স্থান সুশোভিত, সেই পরমানন্দ ধাম তুলসী-কাননে নিরন্তর যুক্ত এবং চিদানন্দময় বিবিধ কুঞ্জে পরিশোভিত রহিয়াছে।

দেবীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা সেই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্তমান আছেন। তাঁহাদের সলিল ও তটদেশ সর্বদা সুস্নিগ্ধভাবযুক্ত রহিয়াছে। স্বয়ং কন্দর্প এবং বসন্তকাল সেখানে নিত্য বিরাজমান, পক্ষিগণ তথায় নিরন্তর সুমঙ্গল কৃষ্ণনাম গান করিতেছে।

শ্রীরাধিকা দেবী সেই স্থানে বিচিত্র বসনে বিভূষিত হইয়া বেণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণের জন্য সুমধুর গান করিয়াছিলেন।

রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে মোহিত হইয়া উক্ত মনোরম স্থানে আবির্ভূত হইলেন।

কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকাদেবী তৎকালে রাধাকান্তকে উপস্থিত দেখিয়া নিজ হস্তে তাঁহার হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতীর ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—অয়ি সুমুখি, তুমি আমার প্রাণতুল্যা, তোমার ন্যায় আমার প্রিয় আর কেহ নাই, অতএব আমি তোমাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিব না।

তুমি আমার জন্য এই পরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া এই স্থানকে নব মর্ত্য এবং নব কুঞ্জযুক্ত করিয়া পালন করিব এবং সেইজন্য আমার ভক্তগণকর্তৃক ইহা নববৃন্দাবন নামে কীর্তিত হইবে।

এই স্থান দ্বীপতুল্য বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে নবদ্বীপ বলিয়া জানিবেন এবং আমার আজ্ঞায় এখানে সমস্ত তীর্থসকল বাস করিবেন।

অরি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এ স্থানে নিত্যকাল বাস করিব।

যৎকিঞ্চিৎ

(৪)

যাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপকার্য্যের জন্য হৃদয় মলিন হইয়াছে তাহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না, সাধুতে, সদ্‌গুরুতে সত্য বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের পুণ্যরাশি ফলে সাধুগণের শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে সদ্‌গুরু-কৃপায় ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব হওয়া যায়। যে কোন অবর কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠপতির সেবক সর্ব্বদাই পূজ্য তাহা অনুরস্বভাব-বিশিষ্ট ভোগীপাল বুঝিতে না পারিয়া পাপবীজোৎপন্ন পাপাচরণ-কারী অন্য ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে সমান দর্শন করিয়া অপরাধী হয়।

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

বৈষ্ণবের নিন্দাকারী মূঢ়গণ পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয়। অনেকে মুখে বলে আমরা প্রকৃত ভক্তের বা সাধুর নিন্দা করি না কিন্তু কার্য্যতঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রবল আছে, প্রসাদে বিশ্বাস নাই, শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি আছে, গোবিন্দে ও নামব্রহ্মে বিশ্বাস নাই ইহারা স্বল্পপুণ্যবান। তাহারা জানিয়াও জানিবে না শুনিয়াও বিশ্বাস করিবে না—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ॥
'কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত ভুক্ত হইলে মহা মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্ত ভুক্ত অবশেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥'

ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ বহুপ্রকারে অবিদ্যাগ্রস্ত অথচ নিজে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী জনগণ কর্ম্মিগণের ন্যায় আতুর হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে মায়ামোহিত কলিহত জীবগণ সহজসুগম ভাগবত-ধর্ম্মপথ দর্শন করিয়াও পূর্ব্ব চালিত অন্ধ পথ পরিত্যাগ করিবে না। কেবল এখন যে এইরূপ তর্কান্বেষী পণ্ডিত পুত্র বাহির হইয়াছে তাহা নহে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপেও শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া তাহাদের দেশছাড়া করিবার মতলব করিয়াছিল।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতান্বয়, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible]কারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ— এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ —বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি— সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য— পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক —চিদ্বিলাসচিন্ময়াত্র-অচিন্ত্যাদ্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**- শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদশ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লোজ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রস্তুত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উত্তম [illegible]। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীপ্পনী সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত [illegible] ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, [illegible] ও কাগজ উৎকৃষ্ট, [illegible] একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীপ্রাণ"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৩৮, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কুষ্টিয়ায় আবার ভীষণ বন্যা

হাজিপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

চীন-জাপানে আপোষের সম্ভাবনা

পাটনায় খানাতল্লাস

বগুড়ায় নগেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতা

উপবাসে ৩ জনের মৃত্যু

মেদিনীপুরে গোরা পল্টন ও দেশী সৈন্য

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গোলটেবিল পরিহারে উপদেশ

বহু লোকের অনশন

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে পিকেটীং

কালীপূজার দিন হইতে কৃষ্ণনগরে মদের দোকানে পুনরায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় আবার ভীষণ বন্যা

গড়াই নদীর জল বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এরূপ ভয়ানক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহার ফলে কুষ্টিয়ায় মোহিনী রেলউইক এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যালয়ের সন্নিকট মঙ্গলবাড়ীয়া নামক স্থানের প্রায় ৮০০ বিঘা ভূমি শস্যাদির সহিত জলে ডুবিয়া গিয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী প্রায় এক মাইল পরিমিত স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। বহু সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও কয়েকটী গৃহ জলমগ্ন হইয়াছে। জল অত্যন্ত বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও বহু বাসগৃহ গাছপালা ও বৃক্ষ জলমগ্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

হাজিপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

একদলে প্রায় ১২-১৩ জন ডাকাত হাজিপুরের মহল্লা চিমনাপুরে শ্রীযুত শ্যাম সুন্দর তেওয়ারীর বাটীতে গত ৬ই নভেম্বর রাত্রি প্রায় সাড়ে ১২টার সময় হানা দেয়। ডাকাতদের কাহারও কাহারও মুখে আবরণ ছিল। কাহারও মুখ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল এবং তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। বারান্দায় শ্রীযুত সীতারাম সিং নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি দস্যুদিগকে চাবির গুচ্ছ প্রদান করিতে অস্বীকার করায় দুর্বৃত্তগণ তাঁহার মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তৎপরে তাহারা একটি কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া কতকগুলি দ্রব্য হস্তগত করিয়া প্রস্থান করে। পুলিস এই সম্পর্কে ঘোর তদন্ত করিতেছে।

চীন-জাপানে আপোষের সম্ভাবনা

টোকিও হইতে প্রকাশ, রয়টারের প্রতিনিধি অবগত হইয়াছেন যে, উভয়পক্ষে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এরূপ আশা করা যায় যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিটমাট হইয়া যাইবে এবং আতঙ্কের অবসান ঘটিবে।

পাটনায় খানাতল্লাস

বিহার এজেন্সীর প্রতিনিধি এবং বিদ্যা প্রচারক মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুত এম, পি, বর্ম্মার কদমকুয়াম নামক স্থানের বাসভবনে স্থানীয় পুলিস গত ১১ই নভেম্বর এক ঘণ্টা কালের অধিক সময় ধরিয়া খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, পুলিশ কয়েকখানি ফটো ও ছবি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব

লাহোর হইতে প্রকাশ পাঞ্জাবের বাজেটে ঘাটতি পড়ায় সরকার উহা পূরণ করিবার জন্য পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ব্যয় হ্রাস করিতে উৎসুক হইয়াছেন। তাই আপাততঃ পাঞ্জাব সরকারে, সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন হ্রাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকল কর্ম্মচারীর বেতন হইতেই শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কর্ত্তন হ্রাস করা হইবে। যে তারিখ হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই তারিখ হইতে পাঞ্জাব সরকারও বেতন-হ্রাস ঘোষণা করিবেন। যে সকল কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ৪০ টাকা তাঁহাদিগের বেতন হ্রাস হইবে না। পুলিসের সার্জ্জেণ্ট, সব ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য নিম্নতন কর্ম্মচারীর বেতন হইতে কর্ত্তন করা হইবে। এইরূপ ভাবে ব্যয় হ্রাস করিতে পারিলে ৩৩ লক্ষ টাকা সরকারের বাঁচিয়া যাইবে।

হিতৈষী বন্ধু কে ?

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব আমরা একাল [illegible] পতিত। [illegible] মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া চিন্ময় [illegible] ভুলিয়া গিয়াছি। সেই-কারণ অনাত্মবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় আমাদের দৃষ্টি অনাত্ম দেহ বা দেহ সম্বন্ধীয় বস্তুতেই আবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিমূঢ় প্রাকৃত দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ব্যাপারের সীমানায় যাইতে পারে না। তাই প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বিপরীত হইয়াছে।

পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক মিলনকেই বন্ধুত্ব বলা যায়। সম স্বভাব বা সম-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যেই বন্ধুতা দেখা যায়।

তাই পরস্পর মেলামেশা করিয়া পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

যিনি আমাদের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সহানুভূতি ও সাহায্য করেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাঁহাকেই আমরা সাধারণতঃ বন্ধু বলিয়া থাকি। এক প্রকার বন্ধু আছে যাহারা আমাদের সুখের সময় নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা বিপদে পড়িলেই তাহারা সরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা কৃত্রিম বন্ধু অর্থাৎ বন্ধুর সজ্জায় নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণকারী। আবার যাহারা খাঁটি বন্ধু তাহারা সুসময়ে আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য প্রকাশ করে বটে, কিন্তু একটু সুযোগ পাইলেই সর্ব্বনাশ করিয়া নিজ কার্য্যোদ্ধার করিতে ত্রুটী করে না। এ সমস্ত বন্ধুর সঙ্গ

উপস্থিত হয় এবং নরকের পথ প্রশস্ত হয়।

[illegible] আমাদের হন, বিপদে নিজেকে বিপন্ন মনে করেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে [illegible] কুণ্ঠিত হন না, [illegible] তাঁহাকেই প্রকৃত বন্ধু [illegible]। এরূপ বন্ধুর অস্থ [illegible]

বৈরাগ্য বা শান্তি-প্রাপ্তির [illegible] হইয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমরা যেরূপ উপকার পাইয়াছি, জগতে কোথাও আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না। তাই তাঁহাদের অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই।

আবার কোন কোন নীতিশাস্ত্র বলেন, 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।' নীতিশাস্ত্রকারগণের এই সমস্ত বিষয় কেবলমাত্র জাগতিক ব্যাপারেই আবদ্ধ। জাগতিক ব্যাপার অতিক্রম করিয়া ইহাপেক্ষা উচ্চ ও উৎকৃষ্ট পারলৌকিক ব্যাপার অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তি ব্যাপার আছে, তাহা তাঁহাদের বিচারাধীন হয় নাই। জাগতিক উপকার ক্ষণিক ও অনিত্য, যতদিন মানুষের দেহ আছে, ততদিন পর্য্যন্তই ঐ সমস্ত উপকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ ত কেবল দেহ নয়, সে যে দেহী। সুতরাং তাহার প্রতি উপকারটী কেবল স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকিলে ত আর প্রকৃত উপকার করা হইল না, এরূপ উপকার জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও পরমার্থ বিচারে উহার মূল্য অতি [illegible] তুল্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু। তাঁহাকে ভুলিয়া এবং তাঁহার নিত্যসেবা ছাড়িয়াই আমরা এই সংসার মহার্ণবে

মৃত্যু [illegible] হইবে

তাহার কোন স্থিরতা নাই, কারণ কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার জন্য নানা যোনিতে ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেই হইবে। ঈশবিমুখতারূপ অপরাধের জন্য জীবের প্রতি ইহাই তাঁহার শাসন আর সেই শাসনের ভার মায়াদেবীর উপর ন্যস্ত। অতএব জাগতিক ব্যাপারে পঞ্চভূতাত্মক দেহকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত উপকার কৃত হয়, তাহার অস্তিত্ব এক জন্মেই শেষ হইয়া যায়। অতএব উহা খুব অল্পস্থায়ী।

বর্ত্তমান কাল ছাড়িয়া দিলে আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানবজীবন অল্পকাল স্থায়ী। [illegible]ন্তকাল ধরিয়া যদি চৌরাশী লক্ষ [illegible] করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে [illegible] কোন উপকার কি নাই, যাহা [illegible] অনন্ত জীবনের পক্ষে উপকারে আসিতে পারে? কোন ভাগ্যে যদি কোনদিন জীবের হৃদয়ে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয়, তবে সে ব্যক্তি সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে এবং সেই সাধুসঙ্গের ফলে জানিতে পারে যে নিত্যপ্রভুর নিত্যসেবা [illegible] বঞ্চনাই জীবের অনন্ত দুঃখ নির্ব্বন্ধ

যেরূপ প্রলোভন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা পড়িয়াছি, তাহাতে ভগবদুন্মুখ হইবার সুযোগ প্রায় আমাদের ঘটে না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং বুদ্ধি মন প্রভৃতি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহারা পর্য্যন্ত আমাদিগের হরিভজনের সহায় না হইয়া, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকেই ধাবিত করাইতে থাকে।

যাঁহারা সদ্গুরুদেবের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই আমাদের পরম বন্ধু—নিত্যকালের বন্ধু। তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা নিত্যকালের জন্য ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারি, কারণ তাঁহাদের কৃপাতেই অনন্ত দুঃখের মূল যে অনাদি বহির্ম্মুখতা দোষ, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ আমাদের শত্রুতা আচরণ করিতেছিল, তাহারাই আবার আমাদের মিত্ররূপে ব্যবহার করিতে থাকে। কিন্তু যাহারা আমাদের কামানলে ইন্ধন যোগাইয়া আমাদিগকে ইন্দ্রিয়তর্পণ রত করে [illegible] জাগতিক বুদ্ধি করিয়া [illegible]মাদের কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিয়া দেন, তাহারা বন্ধুবেশধারী হইলেও প্রচ্ছন্ন শত্রু।

অন্যান্য বন্ধুবর্গের কথা দূরে থাকুক পারমার্থিক ব্যাপারে যেখানে জীবের নিত্যকল্যাণ নিহিত আছে, সেখানে পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা, স্বজন প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদ্যপি তাঁহারা শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন [illegible] মৃত্যু [illegible] সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন। যাঁহাদের সঙ্গলাভ হইলে জীবের চরম মঙ্গল লাভ হয়, সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণই আমাদের হিতৈষী বন্ধু। জীবের ভাগ্যে এইপ্রকার বন্ধু অত্যন্ত দুর্লভ। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের হৃদয় স্বরূপ, তাই ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত ভক্তবৎসল দীনবন্ধু, জগবন্ধু শ্রীহরির কৃপা লাভ হয় না। শ্রীভগবান ভক্তেরই অধীন। যেদিন আমাদিগকে এই ভবধাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সেই দিন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজন বন্ধুগণ কেহই আমাদিগকে দুস্তর ভব পারাবার পার হইবার সাহায্য করিতে পারিবেন না। সেই অসময়ের বন্ধু এবং ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, কারণ তিনিই আমাদিগকে নিত্য [illegible]শ্রয় স্থল শ্রীগৌর পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া [illegible]তে সমর্থ এবং তিনিই আমাদিগকে নিত্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া চিরশান্তি প্রদান করিতে পারেন। অতএব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা জীবের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আর কেহ নাই।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(৪)

শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বলিয়াছেন, শ্রীধাম-নবদ্বীপে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি আমার উপাসনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার নিত্যসঙ্গীভাব প্রাপ্ত হইবে।

এই স্থান বৃন্দাবন ধামের ন্যায় অতীব পবিত্র। এখানে একবারমাত্র আগমন করিলেই সমস্ত তীর্থগমনের ফল লাভ হয়, এবং সত্বর আমার সন্তোষদায়িনী ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, মহাভাগে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে এই কথা বলিয়া প্রিয়া রাধার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী ললিতাসখীও অন্তরে কৃষ্ণরূপ ও বাহ্যদেশে গৌররূপযুক্ত সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া স্বকীয় রমণীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবার জন্য তাঁহার প্রীতিভাজন পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।

অনন্তর বিশাখা প্রভৃতি অন্যান্য সখীগণও ললিতার ন্যায় রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা সকলে পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন।

তৎকালে চতুর্দ্দিকে 'জয় গৌরহরি' এই ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সেই জন্য ভক্তগণ শ্রীরাধারমণকে গৌরহরি নামে অভিহিত করিলেন।

রাধিকাদেবী গৌরবর্ণা এবং হরি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহাদের একতা-প্রাপ্ত সাক্ষাৎ-বিগ্রহ গৌরহরি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।

তৎকালাবধি মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারাণী নিজ নিজ বিগ্রহকে যুগলরূপে পরিণত করিলেন।

হে প্রিয়ে, আনন্দময় বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের বামদেশে সতত অবস্থান করতঃ তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন।

নবদ্বীপেও সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি, ললিতাদি যে সকল সখী বৃন্দাবনে নিজরূপ ধারণ করতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, নবদ্বীপে তাঁহারা ভক্তরূপ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিতেছেন।

রাধা যুগলই গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাহা বৃন্দাবন নামে খ্যাত, উহাই নববৃন্দাবন (নবদ্বীপ) বলিয়া জানিবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৩ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

গান্ধীজীর সহিত মুসলমানগণের আলোচনা

জাপানী বাহিনীর অগ্রগতি

ভারত সচিবের প্রতি গান্ধীজী

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

সুভাষচন্দ্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞার সভা

বর্দ্ধমানাধিপতির উক্তি

মোটরযোগে পৃথিবী ভ্রমণ

লাহোরে হত্যাকাণ্ড

গান্ধীজীর প্রতি হজরৎ মোহাণী

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

নদীয়ার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জিলা গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টারের নেতৃত্বে পুলিস গত ১০ই নভেম্বর কৃষ্ণনগর অ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের কাপ্তেন, মুক্ত আটক আসামী শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র সরকার ও কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। শ্রীযুত নারায়ণ সরকার কাশীতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতেছেন। পূজার অবকাশে সম্প্রতি তিনি বাড়ী আসিয়াছেন।

গান্ধীজীর সহিত মুসলমানদের আলোচনা

মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাশ্মীর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রীজ হোটেলে মুসলমান প্রতিনিধিগণের সহিত গান্ধীজীর এক পরামর্শ বৈঠক বসিয়াছিল। গান্ধীজীর সহিত সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, মিঃ জামাল মহম্মদ এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ছিলেন। প্রকাশ, সভায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হয়।

পরে জানান গিয়াছে যে, ঐ আলোচনায় কোনও ফলোদয় হয় নাই। কারণ মাননীয় আগা খাঁ নাকি এই বলিয়া জিদ করেন যে, সমিতিতে অনুন্নত, খেতাঙ্গ এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি লইতে হইবে।

জাপানী বাহিনীর অগ্রগতি

মানকিং হইতে প্রকাশ যে, জাপানী বাহিনী সিটসিহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। উহারা আনগাকি অধিকার করিয়া লইয়াছে। মাকানসান (চীন সেনাপতি) ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি প্রাণপণে এই স্থান রক্ষা করিবেন। সেনাপতির এই সঙ্কল্প "সেন্ট্রাল ডেলি নিউজ" পেপারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকায় আরও লিখিতেছেন যে, গত হাঙ্গামায় টৌয়েনসিনের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে কয়েকজন ইংরাজ ফরাসীকে হত্যা করা হয়েছে।

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

আগামী ২০শে নভেম্বর গান্ধীজী লণ্ডন পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন এবং আগামী ২৯শে নভেম্বর তারিখে জেনোয়াতে ভারতাভিমুখে যাইবার জন্য জাহাজে আরোহণ করিবেন।

গান্ধীজীর প্রতি হজরৎ মোহাণী

কানপুর হইতে মৌলানা হজরৎ মোহাণী গান্ধীজীর নামে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

"আপনি যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার স্বীকার করিয়া লয়েন তাহা হইলে আপনি বিশেষ করিয়া জিদ করিবেন যাহাতে মূল ক্ষমতা পার্লামেণ্ট হইতে স্বদেশ সমূহে হস্তান্তরিত হয়। এমন কি গভর্ণর নিয়োগের ক্ষমতাও যেন স্বদেশ সমূহের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে 'রানপুরা' জাহাজে মেল ছাড়া হইবে। এই মেলে ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণপাট এবং সভারেণ রপ্তানীর জন্য বুক করা হইয়াছে। ৭ই নভেম্বর যে মেল ছাড়া হইয়াছিল তাহাতে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। দেওয়ালী পর্ব্ব উপলক্ষেই রপ্তানীর এবার হ্রাস হইয়াছে। আগামী মেলে রপ্তানীর মাত্রা অধিক হইবারই সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ } ২২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার { ২১৩৬ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই কার্ত্তিক তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা-কালে সমাগত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, মায়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণবিমুখ করিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ের দিকে ধাবিত করে। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে কুপথে চালিত হই। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

চোর, রাজার বেতনভোগী যোদ্ধা এবং সমুদ্রগামী বণিকের ন্যায় সংসারীর নিকট অর্থ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির কর্ণে মায়িক শব্দই প্রবেশ করে, ভগবানের বাণী—ভগবদ্ভক্তের বাণী প্রবেশ করে না।

সংসারী গুটিপোকার ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার বাহির হইবার পথ থাকে না। সে সামান্য অর্থের জন্য ব্যস্ত থাকিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্ম নষ্ট করে—হরিসেবা করিতে চায় না। এটা আমার, ওটা পরের এই ভাবিতে ভাবিতে তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিও আত্মমঙ্গল বিস্মৃত হন—স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ মাত্র হইয়া পড়েন ও শিশু পুত্রের হাস্যে মুগ্ধ হন। অভক্তের দশাই এই। তাহারা জগৎকে ভোগের জিনিস মনে করে। আত্মীয় স্বজনের সেবা এবং তাহাদের অভাব পূরণের জন্য যাহারা হরিসেবা করে তাহারা অতি দীন।

———

ভক্তের নিকট কৃষ্ণই একমাত্র প্রিয় বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মা ও ঈশ্বর। তিনি পাপ পুণ্যের অতীত। পাপপুণ্য আমরা অনেক করিয়া আসিয়াছি, আমরা জানি যে পুণ্য করিতে হইলে পাপানুষ্ঠান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আমরা সুখ দুঃখও অনেক ভোগ করিয়া আসিয়াছি এখন হরিভজনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সুখ এবং দুঃখ অযাচিতভাবেই উপস্থিত হয়; তাহার জন্য কেন বৃথা শ্রম? ভাগবতধর্ম্ম যে-কেহ অবলম্বন করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। মুকুন্দপাদপদ্ম সেবাই একমাত্র ক্ষেম, তাঁহার পদনখের ঔজ্জ্বল্যের নিকট মুক্তি নিষ্প্রভ। বৈষ্ণবগণ মোক্ষবাঞ্ছা করেন না; তাঁহারা চান সেই মোক্ষ—যাহার অর্থ মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা—নচেৎ মোক্ষ-বাঞ্ছা পিশাচীর ন্যায় বর্জ্জনীয় ও ভেতব্য। যাঁহারা কৃষ্ণসেবা করেন তাঁহারাই নির্ভীক। কৃষ্ণবিমুখতাই ভয়ের জননী।

———

কার্ত্তিক মাসে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিলে পুণ্যার্জ্জন হইবে, এই বিচারে শ্রবণ করায় বিশেষ লাভ নাই। নিত্যই সশ্রদ্ধ হইয়া শ্রবণ আবশ্যক। শ্রোতার মনে সন্দেহ জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক, সেই সন্দেহের ভঞ্জন আবশ্যক। এইরূপ শ্রবণে সাধুসঙ্গ করিবার চেষ্টা উদিত হয় এবং সাধু-মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। হরিকথা শ্রবণে যদি রুচির উদয় না হয় তবে ধর্ম্ম যাজনাদি পণ্ডশ্রম মাত্র।

———

ভগবান্‌ও বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, তিনি নিজে ক্ষমা না করিলে কোন উপায় নাই।

———

ভেদ বুদ্ধির পার-গত, বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবতেরই ভেক লইবার অধিকার। যিনি বৈষ্ণবে জড় বুদ্ধি করেন তাঁহার ভেকে অধিকার নাই—তিনি মনোধর্ম্মের রাজ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান।

———

গত ১০ই কার্ত্তিক তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা থাকিবেন না, আমরা থাকিব না, ভজনও থাকিবেনা, এক-মাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন এরূপ বিচার অপরাধজনক।

———

গণেশপূজা করিলে শ্রীভগবানেরই পূজা করা হয় এই বিচারে যাঁহারা গণেশ পূজা করেন কিন্তু ভগবদ্ভজন করেন না তাঁহাদের আত্মমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে হইবে।

———

ইতর দেবতা পূজায় আবধি পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন হইলেও আত্মবৃত্তি জাগরিত হয় না। কৃষ্ণভজন দ্বারা আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে জীবন্ত হওয়া যায়। বৃক্ষের শাখাপল্লবে জল না দিয়া গোড়ায় জল দেওয়াই যেরূপ বিধি, দেবতান্তর পূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবাও সেইরূপ বিধি।

———

ভোগ ও বৈরাগ্য, সুখ ও দুঃখ মায়ারই দুইটী দিক মাত্র। ত্যাগ ও ভোগ মায়ার কাজ। মায়াবদ্ধগণ "আমি ব্যক্তি বিশেষের পুত্র, ভ্রাতা" ইত্যাদি মাংসের পরিচয়ই দেন। তাঁহাদের ভাবনায় বস্তু মাংস। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ই চেতন বস্তু। চেতন উপলব্ধি করা এবং ইহার অনুগত হই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

———

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভার্থ যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিব পূজা করা হয়; কিন্তু কৃষ্ণভজন না করিয়া দেবতান্তর ভজন করিলে আত্মবৃত্তি শুষ্ক হয়।

———

কৃষ্ণ গুরুরূপে কৃপা করেন; গুরু কৃষ্ণাভিন্ন হইয়াও নিত্য ভিন্ন গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবানের সেবা করেন। গুরু আশ্রয়বিগ্রহ এবং কৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ। গুরু শব্দব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, শান্ত এবং ভগবদ্ভক্ত—ইহাই তাঁহার লক্ষণ।

বেদের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণকে প্রকাশ করা। শ্রীমদ্ভাগবত বেদাভিন্ন। পুরাণকে বেদ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করা মূর্খতার পরিচয়।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে জীব জ্ঞান লাভ করিয়া পারমার্থিক বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] এই গ্রন্থের [illegible]। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible] বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible] টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে [illegible] ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈরাগ্য, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবধর্ম্মের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় সম্বলিত ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০

[illegible] শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থায় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিবরণের অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধ-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীভজনপথ:

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন [illegible], বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর গ্রন্থ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব। বঙ্গানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নবপ্রচেষ্টা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাহিত্যিক রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অত্যাজ্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে কাল সন্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে চান, কম স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মোন্নতিগ্রহ প্রকাশালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেমসার প্যাটেন্ট

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের নমুনা ডাকে পাঠান হয়, উহাতে গুণের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট
কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ভবেশ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!
কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!
কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর
ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত
অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের সরস মহোৎসব
যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,
তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন
পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন মায়াপুর, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখানে পারমার্থিক পাঠাগার,

সুপ্রাচীন প্রথম শ্রেণীর প্রচারক 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে পাঞ্চরাত্রিক শ্রীমন্মন্দিরানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীবসেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াল নাথ, শ্রীঅধমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, শ্রীপাদ রাধামোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীশ্রবণ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাসবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগৌর দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীবৈভব কাব্যশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধরণ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮১ মালাকা প্রয়াগ কোর্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথায় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরঞ্জীব, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনাথপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্র, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদ্যানাথ পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক- ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাসংবাদ কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন অধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে মদনসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণরেণু

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫ ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার | ২১৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠসেবকবৃন্দ ভোর সাড়ে চার ঘটিকার সময় গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত করেন। মৃদঙ্গ, করতালাদি নানাবিধ বাদ্য সংযোগে মঙ্গলারতি সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী অতি সুললিত স্বরে প্রায় দেড় ঘটা যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পরাবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিবরণ। উপলক্ষে অন্নকূট মহামহোৎসব সম্বন্ধে বেলা ৯ঘটিকা হইতে বেলা ১০ঘটিকা পর্যান্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী-সমক্ষে অধ্যাপক মহোদয় গুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলাচরণান্তে বলেন,—"আজ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। দ্বাপর যুগে শ্রীনন্দাদি গোপগণকে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতে দেখিয়া সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিরাট আয়োজনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনন্দ বলিলেন, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রই কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে জলাদি প্রদান করিয়া থাকেন সুতরাং তাহাতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হয় সেই শস্যাদির দ্বারা আমরা ইন্দ্রের পূজা প্রতি বৎসর করিয়া থাকি। ইহা আমাদের চিরপ্রচলিত প্রথা, বর্ত্তমান বর্ষেও তাঁহারই পূজা করিবার জন্য আমরা এই বিরাট আয়োজন করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া বালরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই শ্রীভগবানের ভৃত্য। সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর, যিনি সকলের একমাত্র অধিপতি ও সেব্য তাঁহার সেবা করাই প্রত্যেকের উচিত; তাঁহার সেবা করিলে আর পৃথক-রূপে দেবতান্তর পূজার আবশ্যক হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন।
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ॥
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং।
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল-সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীভগবানের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

অতএব ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যাদি শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমাদের এস্থানে যে গোবর্দ্ধন গিরি আছেন তিনি জড় জগতের পর্ব্বতের ন্যায় কোনও অনিত্য বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের অভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীনারায়ণ আমাদের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক পর্ব্বতরূপে এস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনারা আপনাদের আয়োজিত দ্রব্যাদি শ্রীগোবর্দ্ধন সেবায় নিযুক্ত করিয়া এই দ্রব্যসমূহের সদ্ব্যবহার করুন।

বালকৃষ্ণের এইরূপ অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীনন্দাদি গোপসকল তাঁহার কথানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস জনক অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া "আমি পর্ব্বত" এই বলিয়া রাশি রাশি বলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহ বিশ

অনন্তর ব্রজবাসীদিগের সহিত আপনিই সেই পর্ব্বতরূপী আপনাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, এই পর্ব্বত মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। ইনি কামরূপী। বনবাসী মনুষ্যগণ ইঁহাকে অবজ্ঞা করে সেইজন্য ইনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

নন্দাদি গোপগণ মহাসমারোহে গোবর্দ্ধন পূজা সমাপন করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিজের পূজা ভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া ইন্দ্র কৃষ্ণাধীন নন্দাদি গোপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বায়ু ও মেঘ সকলকে আহ্বান করিয়া গোকুলে ভীষণ অত্যাচার করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর গোকুলে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত ও শিলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। পবনও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া প্রলয় উপস্থিত করিল।

ইন্দ্রের কোপের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া গোকুলবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে দর্পহারী, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম করে অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন করিলেন। ব্রজবাসিগণ গিরি কন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত পর্ব্বত ধারণ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ইন্দ্র গর্ব্ব ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যাচার বন্ধ করিলেন। ইহাই প্রথম শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা।"

অধ্যাপক মহোদয় আরও বলেন,—"পরবর্ত্তীকালে এই পর্ব্বতোপরি এক গোপাল মূর্ত্তি স্থাপিত হন। ম্লেচ্ছের ভয়ে ভীত হইয়া উক্ত বিগ্রহের পূজক উক্ত শ্রীমূর্ত্তি কুঞ্জমধ্যে রক্ষা করিয়া অন্যত্র পলায়ন করেন। পরে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ স্বপ্নে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই কুঞ্জ হইতে মহাসমারোহে বাল-গোপাল মূর্ত্তি বাহির করিয়া পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ বিবিধ উপচারে পূজাদি সম্পন্ন করেন। তদনন্তর তত্রত্য ব্রজবাসীবৃন্দের প্রদত্ত দ্রব্যাদি দ্বারা অন্নকূট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।"

অতঃপর ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায়

অনাদি-বহির্ম্মুখতারূপ অপরাধের জন্য জীব সংশোধন হেতু মায়া-কারাগারে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং একণে তাহার মঙ্গলময় অবস্থা স্বয়ং বুঝিতে পারে না, মানুষ নিজের দোষ যেরূপ নিজে ধরিতে পারে না, মায়াবদ্ধ জীবগণও তাহাদের বদ্ধাবস্থায় থাকার অনুভূতি করিতে পারে না। অনাদিকাল হইতে বদ্ধ ভূমিকায় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকায় ঐরূপ অবস্থাই স্বভাব হইয়া যাওয়ায় উহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট বা উচ্চতর অবস্থার কথা কোনদিন তাহাদের চিন্তার বিষয় হয় না। যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তি কোনদিন সূর্য্যালোক দর্শনের সুখ ভোগ পায় না, সেইরূপ অনাদি মায়াবদ্ধ জীবও কোনদিন মুক্তাবস্থার সুখের আস্বাদ লাভ করে না, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব যদি কোনদিন সাধু বৈষ্ণবের শ্রীচরণ পদপ্রান্তে পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করে তাহা হইলে সেই সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত চেতনময়ী বাণী শ্রবণে তাহার অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া চৈতন্যোদয় হয়। সে তাহার বদ্ধ দশার কথা চিন্তা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় এবং 'রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' শ্রীগীতার এই উক্তি অনুযায়ী সাংসারিক জড়ীয় নিকৃষ্ট রসের হেয়তা অনিত্যতা ও পরিচ্ছিন্নতার বিষয় অবগত হইতে পারে। উন্নত, উজ্জ্বল ও অপ্রাকৃত রস যে কৃষ্ণপ্রেম তাহার জন্য লোভবিশিষ্ট হয়।

মায়াবদ্ধাবস্থায় নিকৃষ্ট হেয় জড়ীয় রসই জীবের বাঞ্ছনীয় বস্তু, মুক্তাবস্থায় মুক্তপুরুষগণই উন্নত, উজ্জ্বল, অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করিবার অধিকারী। একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে জীবের মুক্তিলাভ করিবার অন্য উপায় নাই। বদ্ধজীবগণ জড় জগতের যত উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, যতই জড়বিদ্যায় পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহারা নিজেই মায়াবদ্ধ থাকায়, অন্য মায়াবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিতে অক্ষম। মুক্তপুরুষগণই বদ্ধজীবের বন্ধন মোচন করিতে পারেন। সাধুবৈষ্ণবগণই একমাত্র মুক্ত পুরুষ; অতএব তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীবের মায়াবদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই।

মায়াবন্ধন মোচনের নাম 'মুক্তি'। 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া

স্বরূপে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ব্যতীত জীবের অন্য কোন ক্রিয়া নাই। এই প্রকার নিত্য দাস্য পরিত্যাগ করতঃ জীব অন্য বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যখন ভিন্নরূপ ব্যবহার করিতে থাকে, তখন তাহার স্বরূপাবস্থিতি হইতে বিচ্যুতি ঘটে, এবং ঐ বিচ্যুতির ফলে শাসনকর্ত্রী মায়াদেবীর দ্বারায় জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। জীবের বন্ধন মোচন যে মুহূর্ত্তে হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তির কথা হইয়া যায় বটে, কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইলে জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হয়—যাহা জীবের মূল প্রয়োজনের বিষয়।

কেহ অত্যন্ত দুঃখহানিকে 'মুক্তি' বলেন, আবার নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভকেই মুক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকার মুক্তির জন্য কাঙ্গাল নহেন। মায়াবন্ধন মোচন হইবার পর স্বরূপে অবস্থিত হইয়া চিন্ময়প্রাপ্তিরূপ জীবের একটী অবস্থা আছে যাহা

হইয়াছে, 'এই জীব মুক্তিলাভ করিয়া এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্ন স্বরূপে নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অবস্থিত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।' শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এইরূপ মুক্তিই বাঞ্ছা করেন।

একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারাই এই প্রকার মুক্তি জীবের পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে।

প্রভৃতি দ্বারা চরমে নিঃশ্রেয়স প্রদায়িনী মুক্তি লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীমুখে ইহা জানাইয়াছেন 'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥

যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ (ভাঃ ১১।১২।১-২) অর্থাৎ সর্ব্ব অনর্থনিবারক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে (ভগবানকে) বশ করে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ, সাধ্যতঃ দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রত, দেবপূজা, রহস্যমন্ত্র, তীর্থ পর্য্যটন, নিয়ম ও যম, এই সকল কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। এই অন্য ব্যাপার শ্রীভগবানকে গৌণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেও সাধুসঙ্গ তাঁহাকে

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(.)

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে এবং রাধাকৃষ্ণ ও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি করে, সেই নরাধম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগত চিত্তে এই নবদ্বীপের উৎপত্তি প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিয়া থাকেন।

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু নাস্তিকগণের ভাগ্যে উহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না।

পূর্ব্বকালে শ্রীমহাদেব রম্য বৃন্দাবন ধামে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই প্রতি কল্পে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

পিতৃ ভ্রাতার সম্মুখে কঠোর বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইয়াও নিজেই দ্বারদেশে সদ্যঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর নামক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর যে সকল স্থানের পরন্ত কুঞ্জাদি অতি পবিত্র এবং যে সকল তীর্থে শ্রীভগবান্ অর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রকট থাকিয়া জীব অযাচিতভাবে কৃপা প্রদর্শন করেন, তিনি পরমানন্দে সেই সব স্থানে একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলে

শ্রীমহাপ্রভু শুক্ল অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। তিনি শক্তি ও শক্তিমান্ এক স্বরূপে রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু হইয়া সেই চিৎস্বভাব মায়ানির্ম্মিত তাঁহার নিজ-ধাম শ্রীমায়াপুরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন।

কলিযুগে সাধুগণ অঙ্গ, উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ ভগবানকে সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিবেন।

শ্রীভগবান বলিলেন,—"আমি কলিকালে জগতে হরিনাম প্রেম প্রচারার্থ গঙ্গাতীরস্থ বহু জনসঙ্কুল নবদ্বীপ ক্ষেত্রে উচ্চবংশজাত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব। কলিকালে অন্য তীর্থে বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণ বৃন্দাবনে অথবা নবদ্বীপ ক্ষেত্রে বাস করিবেন। কারণ যে সকল ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার অভয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; কৃষ্ণের সেবা করাই তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া গিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিই আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন,—

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা
বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি
দুঃখিতাঃ।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ॥

যে সকল ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অল্পমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমি ও আমার এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়। হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশু-সন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া যদি হরিভজনের উদ্দেশ্যে যাই তবে তাহারা আমা ব্যতীত অনাথ ও দীনভাবে দুঃখিত মনে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে এইরূপ গৃহ বাসনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত, মূঢ়বুদ্ধি অতৃপ্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের ঐ সকল দীন মাতাপিতা, ভার্য্যা ও পুত্রকন্যাগণকে সর্ব্বদা ধ্যান করতঃ মৃত্যুর পর অন্ধ নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

অতএব জড়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে নিষ্কপটে হরিসেবায় কায় মন ও বাক্যাদি নিয়োজিত করিয়া যাহাতে এই সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার করতঃ অখণ্ড পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংসারী জীব আমরা সাংসারিক অনিত্য বিষয়ে মত্ত হইয়া গুটীপোকার ন্যায় মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে বরণ করিতেছি।

অতএব যাহাতে জড়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক হরিসেবায় কায় মন ও বাক্য নিয়োজিত করিয়া এই দেব দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা করিতে পারি তজ্জন্য আমাদের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রচিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জল, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন চৌপেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য, প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। পুষ্ট মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা সহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিকরঞ্জন নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ বিষয় সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী সর্ব্বোপেক্ষরূপোবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নবটী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার গ্রন্থব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী যে প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-নাম, নামাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্পষ্ট ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কাগজেছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়যুক্ত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী অনাবিষ্কৃত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, আর উৎকৃষ্ট বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— শান্তিপুর ৭
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৫ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৯শে নভেম্বর ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

বৈঠক পণ্ড অবশ্যম্ভাবী

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রক্ষা

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

মিঃ ওয়েজ উড বেনের সন্তোষ

কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য

ধৃত বিমলানন্দ জামিনে মুক্ত

চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট

জামালপুরে জোরা গ্রেপ্তার

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কয়েকদিন যাবৎ স্বেচ্ছাসেবকগণ কৃষ্ণনগরের আবগারী দোকানে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছেন। অসীম ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ যোড়হাতে ক্রেতাগণকে মদ, গাঁজা ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় না করিতে অনুরোধ করেন। বহু ক্রেতাই তাঁহাদের অনুরোধে আর দোকানের দিকে অগ্রসর হইতেছে না। ফলে দোকানে বিক্রয় একেবারে নাই বলিলেও

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

মণিহারী হইতে প্রকাশ যে, রাজ্যভিতে বিলাতী কাপড়ের দোকানে খেতুপ্রসাদের দোকানে জোর পিকেটিং চলিতেছে। দশ জন দোকানদার তাঁহাদের কাপড় শীলমোহর বন্ধ করিয়াছে। অন্যান্য দোকানদারেরা শীঘ্রই উঁহাদের অনুসরণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। বরসাহানে থানার অফিস গৃহে বিগত ৫ই নভেম্বর কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের এক সভা হইয়াছিল। সভায় থানা কংগ্রেস কমিটিকে পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিবার ও শীঘ্রই বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রধান মন্ত্রীর সালিশে নারাজ

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, মুসলমানগণ অনুন্নত সম্প্রদায়, শ্বেতাঙ্গগণ, ভারতীয় শ্বেতাঙ্গগণ এবং দেশীয় খৃষ্টানগণের মধ্যে মিঃ পেনীসেলভানের দলভুক্ত লোকেরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য সালিশ করিতে প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

হিন্দু মুসলমান ও শিখ সমস্যার সমাধানে প্রধান মন্ত্রীর সালিশ করার কথায় ডাঃ মুঞ্জে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিনা সর্ত্তে সম্মতি দেওয়ার তাহা লইয়া গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য মহলে নানা রকম সমালোচনার সুরু হইয়াছে। উক্ত ডাঃ মুঞ্জে এবং পণ্ডিত মালব্যই ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানগণের সহিত মিটমাট করা ব্যাপারে গান্ধীজীকে ভারার্পণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চুক্তি দাবী করিয়াছিলেন—(১) কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যাধিক্যের দাবী আইন করিয়া দেওয়া চলিবে না, (২) প্রদেশসমূহ নূতন করিয়া পুনর্গঠন করা হইবে না

বৈঠক পণ্ড অবশ্যম্ভাবী

লণ্ডন হইতে যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ মন্ত্রী সভার সদস্যগণ বৈঠক ব্যাপারে পুনরালোচনা করিতেছেন। বৈঠক পণ্ড হইবে এ বিশ্বাস সকলের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণ কমিটীর শেষ বৈঠক আহ্বান করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন সার চিমনলাল শীতলবাদের প্রতিবাদে তিনি আদৌ সভা আহ্বান করিবেন কিনা সন্দেহ। সার তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রধান মন্ত্রীর নিকট কে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে এরূপই দৃঢ় মনোভাব যে মন্ত্রীসভা ভারতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া দিলেন, তাহা তাঁহারা ভঙ্গ করিবেন। সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের ধুয়াই তাঁহারা ধরিয়া আছেন।

মিঃ ওয়েজ উড বেনের সন্তোষ

সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে দলটি পাকা হওয়াতে ও সরকারী নীতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া প্রধান মন্ত্রী যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য মিঃ ওয়েজ উড বেন সন্তোষ প্রকাশ করেন মিঃ লোসিস্মিথ মিঃ বেসাক এ বিষয়ে সমর্থন করেন। মিঃ বেন আরও স্মরণ করাইয়া দেন যে এই সংঘের রাষ্ট্র গঠন সাব কমিটীর অবসানের সঙ্গে কেবলমাত্র গোল টেবিল বৈঠকের অবসান হইবে না, উহার সাহায্য সরকারী নীতির প্রধান অংশ বৈঠকের কার্য্য ধারাও অবদান হইবে। সেজন্য তিনি আশা করেন যে লর্ড আরউইন যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সকলেই মানিয়া লইবেন।

ষড়বরাজসভার পারব্রাজকগণ

পারব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তি[illegible] সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাণুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সকাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনবন্ধুনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, চারণদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস [illegible]।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible] এম, এ, পি, এল, সহকারী—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। গোকুলনাথবিগ্রহ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

নারুগ্রাম পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচরণপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরতট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রী[illegible] পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুঞ্জ, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible], শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাগ্নান, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি[illegible] ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১১৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

VICEROY IMPRESSED BY VAISHNAVISM

HIS WISH TO HEAR KIRTAN SONGS

(From Advance Nov 15, 1931)

New Delhi, Nov. 14.

His Excellency the Viceroy received very cordially His Holiness Swami B. H Bon Maharaj, a disciple of His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President of the Viswa Vaishnava Raj Sabha, Head and Founder of Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur (old Navadwip) Nadia, Bengal, this noon at the Viceregal Lodge.

The Swamiji garlanded His Excellency who received the same with great delight and reverence. Next His Excellency accepted in his hand flowers and sandal paste as kind blessings from the Guru Maharaj of Swamiji. The Viceroy very earnestly enquired repeatedly much about the Paramhansa Maharaj Whose blessings were highly valued by His Excellency. His Excellency also kindly put many questions about Srila Thakur Bhaktivinode, the founder of the Mission for propagating pure devotion and universal love expounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Viceroy wistfully listened to the Swamiji describing the various beneficent activities of the Gaudiya Math, which is the preaching centre of Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur, Nadia.

After a patient hearing for over half an hour His Excellency said that his religion appeared to be identical with that of the Swamiji's and asked if the Swamiji was a Christian. The Swamiji declared himself to be a greater and more extended Christian. The viceroy wanted to know how Swamiji's religion could be greater than Christianity. Thereupon the Swamiji explained to His Excellency the successive stages of theism and its perfection in Vaishnavism which the Swamiji followed and next showed the superiority of the conception of Friendhood, Sonhood and Consorthood of Godhead as incorporated in Swamiji's Vaishnavism over the conception of Fatherhood of Godhead of the Christians.

Next the five fold relationship of service to Godhead as conceived and practised in Gaudiya Vaishnavism related by the Swamiji touched the heart of His Excellency who very highly appreciated it.

VICEROY TO HEAR KIRTAN SONGS

At the close of the discourse His Excellency wished to listen to Kirtan songs by the Brahmacharis of the Mission in the Viceregal Lodge at a suitable time as may conveniently be appointed hereafter.

Then Swamiji delivered to His Excellency some publications of the Mission, as presentations of His Divine Grace Paramhansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the spiritual preceptor of the Swamiji. His Excellency very thankfully accepted them and promised to preserve them carefully and peruse with much pleasure.

Before leaving, the Swamiji heartily thanked His Excellency for the kind interview and patient hearing given by His Excellency who assured whole hearted sympathy and support for the noble activities of the Gaudiya Math.

গত ১৪ই নভেম্বর শনিবার মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় ভারতের মহামান্য বড়লাট ফ্রিম্যান টমাস্ আর্ল অব ওয়েলিং-ডন, জি এম্ এস্ আই, জি সি এম্ জি, জি এম্ আই ই, জি বি ই মহোদয় বঙ্গদেশে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

স্বামীজী মহারাজ বড়লাট বাহাদুরের গলদেশে সম্মানপ্রদ পুষ্পমাল্য ও তদনন্তর তদীয় গুরুদেবের কর্তৃক আশীর্ব্বাদরূপে প্রেরিত পুষ্প ও চন্দন তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, তিনি সানন্দে ও সসম্ভ্রমে তাহা গ্রহণ করেন। তিনি পরমহংস মহারাজের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ও প্রাচারিক শুদ্ধভক্তি ও সার্ব্বজনীন প্রীতিধর্ম্মের মূল প্রচারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ও স্বামীজীকে বহুবিধ প্রশ্ন করেন।

স্বামীজী মহারাজ নদীয়া জেলার শ্রীধাম [মায়াপু]রস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের সর্ব্বপ্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের নানাবিধ জগন্মঙ্গলকর অনুষ্ঠানাবলীর কীর্ত্তন করিলে বড়লাট বাহাদুর তাহা অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন।

বড়লাট বাহাদুর বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার উপর স্বামীজীর কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, আমাদের খৃষ্টধর্ম ও আপনার কীর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আমার নিকট একই প্রকার বোধ হয়, সুতরাং আপনিও ত একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তদুত্তরে স্বামীজী নিজেকে সমধিক উন্নত খ্রীষ্টান বলিয়া প্রকাশ করেন। তখন খৃষ্টধর্ম্ম হইতে স্বামীজীর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম কি প্রকারে বড় হইল বড়লাট বাহাদুর জানিতে চাহিলে, স্বামীজী মহারাজ তাঁহার নিকট আস্তিক্যবাদের ক্রমোন্নত

মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায়

[illegible] তাই শাস্ত্রে শাস্ত্র কুসঙ্গ [illegible] সৎসঙ্গ গ্রহণের পরামর্শ [illegible] বলিয়া [illegible] ভক্তো ভবসমুদ্রস্তরা [illegible] মান। সতঃ এবাস্ত ছিন্দন্তি [illegible] সাধুসঙ্গের দ্বারা [illegible] ছিন্ন হইয়া যায়। [illegible] যে নিঃসঙ্গ-ধারণা [illegible] সংসার-প্রবৃত্তির [illegible]।

[illegible] অনাদি মায়াবদ্ধ জীব [illegible] কখনও পশুযোনিতে [illegible] হইতে [illegible] যদি কখনও সুকৃতি [illegible] সেই সময় [illegible] তাহার মাত্র [illegible] এবং [illegible] করেন, কিন্তু [illegible]।

[illegible]

[illegible] হইয়া মহাপ্র[illegible]

[illegible] কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত [illegible] মুক্তি [illegible]

[illegible] কৃপা [illegible] দিতে পারেন। [illegible] অপরাধ [illegible]

[illegible] জীবের মায়াবন্ধন মোচনের উপায় [illegible]। সাধু-বৈষ্ণবগণই সেই কৃষ্ণ-কৃপা [illegible] করিয়া দিতে সক্ষম, কারণ তাঁহা-দেরই আবেদনে শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি [illegible] সদয়।' অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, [illegible] উচ্চ [illegible]

[illegible] জীবের যখন হরিসঙ্গলিত [illegible] দর্শন ও সঙ্গ লাভ হয়, [illegible]

সম্পূর্ণ।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! যাঁহারা পরম ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের এই কীর্ত্তনের ক্রম শ্রবণ করেন তাঁহাদের আর সংসার সমুদ্রে পতিত হইতে হয় না। নবদ্বীপতুল্য স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় প্রভু এবং কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য লভ্য বস্তু আর কোথাও কোন দিন মিলিবে না। সেইজন্যই মুনিগণ নবদ্বীপে আশ্রম গ্রহণ করতঃ রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন এবং প্রতি দ্বীপে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, গঙ্গায় স্নান, রাত্রিতে [illegible] নবদ্বীপে শয়ন ও মহাপ্রসাদ সেবনে মহানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অধর-মৃত শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনে জীবের সর্ব্বানর্থ দূর হয় এবং তাহার অন্তর অত্যন্ত নির্ম্মল হয়, কিন্তু পাষণ্ডের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্রীমহাপ্রসাদ নিত্য বস্তু, মহাপ্রসাদ সেবন ফলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। স্বয়ং [illegible] ভগবান [illegible] চিন্ময় [illegible]

[illegible] পিতৃগণ সকলেই [illegible] এই সুতরাং [illegible] জন্ত শ্রীমহাপ্রসাদের সেবার জন্য লালায়িত [illegible]

[illegible] অন্ধ, [illegible] এবং [illegible] হইয়া মহাপ্র[illegible]

শ্রীধাম নবদ্বীপের যে কে[illegible] স্থানে [illegible] প্রদান করেন তাহা হইলে তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উক্ত মহাপ্রসাদ শুষ্ক পর্য্যুসিত অথবা দূর দূর নীত হইলেও প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করা উচিত, এ বিষয়ে কাল বিচার নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ ভক্ষণে দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই। মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করতঃ ভক্ষণ করিলেও গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। গৌরভুক্ত প্রসাদ ভক্ষণে অধিক ভক্ষণ-জনিত দোষ বিচার্য্য নহে।

তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মায়; বৈষ্ণবনামাদি আনুক্রমিকভাবে অল্পে অল্পে মায়িক দশা বিদূরিত হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া মুক্তি লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণ-সেবারস ভোগ করিবার যোগ্য হন।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা সাধারণতঃ দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটী বস্তুর কথা শুনতে পাই, কিন্তু এই তিনটীর স্বরূপ বা পরস্পর সম্বন্ধ কি, তা আমরা জানি না বা জানবার প্রয়োজনও বোধ করি না। এই তিনটী বস্তুর বিচার করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে আমাদের নিত্য মঙ্গলের কথা অনুস্যূত রয়েছে।

আমরা অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে বিচার করলে দেখতে পাই, আত্মা—মন ও দেহের মালিক। দেহ ও মন আত্মার দুইটী কর্ম্মচারী; মন নায়েব ও দেহ তার সহকারী সদৃশ।

আত্মা পরমাত্মার অংশ অণুচৈতন্য বস্তু, পরমাত্মার সেবা করাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবানের সেবা ব্যতীত নিত্য বস্তু আত্মার আর দ্বিতীয় কোন কৃত্য নাই। কিন্তু দেহ ও মন নশ্বর; কারণ ইহাদের অস্তিত্ব নিত্যকাল স্থায়ী নয়।

আমরা দেখতে পাই কোন রাজা যদি রাজকার্য্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না ক'রে নিদ্রিত অর্থাৎ অন্যমনস্ক থাকেন, তাহা হ'লে কর্ম্মচারিগণ সুবিধা পেয়ে রাজাকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের সুখের জন্য রাজার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা যখন তাঁর কোন প্রিয় বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের উপদেশে নিজের কর্ত্তব্য বুঝতে পেরে আলস্য পরিহারপূর্ব্বক নিজের কার্য্যাদি দেখেন, তখন অন্তরে চুরি করবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও কর্ম্মচারিগণ রাজার ক্ষতি করতে পারে না এবং বাধ্য হ'য়ে রাজার আদেশ পালন করে।

সেইরূপ কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ মায়ার কবলে প'ড়ে আত্মা সুপ্ত হওয়ায়, মালিক আত্মাকে সুপ্ত দেখে দেহ ও মন কর্ম্মচারী-দ্বয় নিজেদের সুখের জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করে এবং আত্মার সর্ব্বনাশ সাধন করতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যখন আত্মা তার পরমাত্মীয় সাধুগণের শ্রীমুখে আত্মবিনাশের কথা শ্রবণ করে, তখন সে আত্মবিনাশের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত হয়।

বুদ্ধিমান জীব মন ও দেহরূপী স্বার্থপর কর্ম্মচারীদ্বয়কে সাধুগুরু-কৃপাবলে শাসন করতে সমর্থ হ'লে তাহারা আত্মার অনুগত হ'য়ে ভগবৎ সেবার সহায়তা ক'রে থাকে।

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব, দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হ'য়ে সাধু-গুরুর আনুগত্যে কায়-মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ক'রে জীবন সার্থক করবেন।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৮/০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিস্তারিত-সহ ৭৬০-উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—...শ্রেষ্ঠ-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেদবাদিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য— ...শ্রীভাগবতের সমন্বয়গুরু ...অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-অচিন্ত্যভ্রান্ত-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধরস্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রথযাত্রা কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-যোগ, ... আদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাকৃতভাবে সম্পন্ন। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপাদ বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের ...পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ...অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... কাগজে উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মতাদি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম-লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, অবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃত সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

প্রকাশ, কি কি সর্ত্ত লইয়া সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের মীমাংসার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হইবে তাহা লইয়া প্রতিনিধিগণ ভিন্ন ভিন্ন বা সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রাধান্যলাভ সম্বন্ধে সাম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হওয়া বা দেশপ্রীতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে গান্ধীজী এখনও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

প্রকাশ ১৪ই নভেম্বর সকালে স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে গান্ধীজীকে হিন্দুদের পক্ষ হইতে পূর্ণ ক্ষমতা দানের প্রস্তাব করেন। অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার কথায় সম্মত হন। কিন্তু পণ্ডিত মালব্য, ডাক্তার মুঞ্জে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলেন, গান্ধীজী যদি পৃথক নির্ব্বাচন ও আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষয়ে সম্মত হইবেন না প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে হিন্দুদের মুখপত্র করিতে রাজি আছেন। অনেক আলোচনার পর উক্ত প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে যে যে সর্ত্তে অনুরোধ করা হইবে, তাহার একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, স্যর পুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি উক্ত খসড়ায় স্বাক্ষর করেন।

গান্ধীজী আগা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্যর পুরুষোত্তম দাসকে লইয়া রিজ হোটেলে যান। অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিয়াছে।

শিখ প্রতিনিধিগণ সার্বশী সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক চিঠি পাঠাইয়াছেন।

কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য

সুরাট হইতে প্রকাশ, সরকারী কাগজপত্র উপস্থাপিত করিবার জন্য কংগ্রেস যে দাবী করিয়াছিলেন মিঃ গার্ডন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন তিনি এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক চরম দিয়াছেন:— সরকারী কাগজ পত্র হাজির করিবার জন্য কংগ্রেস যে দাবী করিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট ও অসঙ্গত। ঐ সকল কাগজপত্র কি প্রকারের তাহা শ্রীযুক্ত দেশাই ও জানেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ গার্ডন আরও বলিয়াছেন, কংগ্রেস প্রথম হইতেই জানেন যে, খাজনা প্রদানের ক্ষমতার মাপকাঠি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন প্রমাণ নাই। তিনপক্ষমাংশ সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার পর কংগ্রেস এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন যে, মিঃ গান্ধী ঐ বিষয়ে তাঁহাদের একমাত্র সাক্ষী এবং তাঁহাদের বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য সরকারী কাগজের উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। সরকারী কাগজপত্র উপস্থাপিত করা হইলেও তাহা তাঁহাদের অনুকূলে কি প্রতিকূলে যাইবে তাহাও তাঁহাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা

কাশ্মীরের ঘটনা সম্পর্কে স্যর হরি সিং গৌরের নেতৃত্বে পরিষদের হিন্দু ও শিখ সদস্যদের মধ্যে ষোলজন বড়লাটের নিকট গিয়া জানাইয়াছেন বৃটিশ ও ভারতীয় মুসলমানদের প্রভাব দ্বারা মহারাজের উপর যে জবরদস্তির চেষ্টা হইতেছে তাহাতে তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, বৃটিশ ভারতীয় ও দেশীয় রাজ্যের প্রজারা পরস্পর পরস্পরের উপর যেন জবরদস্তি না করিতে পারে। প্রতিনিধিমণ্ডলী আরও বলেন, ভারতের পক্ষে কাশ্মীরে সীমান্তের রাজ্যরক্ষার দিক হইতে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং নিখিল-ইসলামীয় চিন্তাধারা হস্তে আত্মসমর্পণের বিপদের কথাও তাঁহারা উল্লেখ করেন। তদন্ত কমিটির রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে তদন্তের বিষয়ে মহারাজা সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সে সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন।

প্রকাশ, বড়লাট সহানুভূতির সহিত তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, মহারাজার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এবং উক্ত রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। মহারাজা সাহায্য চাহিবামাত্র সরকার তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছেন। সরকার বৃটিশ ভারতের প্রজাগণকে দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করিতে দিবেন না। ইহার প্রমাণ কাশ্মীর অভিযান।

ধৃত বিমলানন্দ জামিনে মুক্ত

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার ম্যানেজার ও বাগেরহাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাসগুপ্ত এম. এ, বি, এল কে গত ২৮শে অক্টোবর ঢুর্গো আক্রমণ সম্পর্কে ধৃত করা হয়। গত ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় তাঁহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে রিভলবার রক্ষা

পরেশ বিশ্বাস ও সরোজ বসু নামক দুইজন যুবক বিনা লাইসেন্সে রিভলবার রাখায় সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়। জোড়াবাগানের এডিসনাল প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়াজিদ আলি খাঁর কোর্টে তাহাদিগকে হাজির করা হয়

উকীল শ্রীযুত নৃপেন্দ্র নাথ বসু আসামীদের পক্ষে জামীনের দরখাস্ত করেন। যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জামীনে মুক্তির প্রার্থনা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট উকীলকে বলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত আসামীদ্বয়ের হাজতবাসের আদেশ প্রদান করেন।

ডাঃ আম্বেদকরের তার

কয়েকদিন পূর্ব্বে একচল্লিশজন অস্পৃশ্য স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল, দাঙ্গা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করার অভিযোগে ১৪ই নভেম্বর তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়।

ডাঃ আম্বেদকর লণ্ডন হইতে সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পাদকের নিকট এক তারে ধৃত অস্পৃশ্যদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং অপর সকলকে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ত্যাগের দ্বারাই পরিশেষে লাভ হইবে।

অস্পৃশ্য স্বেচ্ছাসেবকগণ মন্দিরের সম্মুখে ঘিরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ, সত্যাগ্রহে যোগ দিবার জন্য নাসিকে আরও স্বেচ্ছাসেবক আসিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার জন্য সনাতনী দল ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীও অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট

এক বিবরণে প্রকাশ যে, ২০ জন জাপানী সৈনিক চীনের ভূতপূর্ব্ব বালক সম্রাট সঙ্গে করিয়া লঞ্চে চড়াইয়া টাকুতে লইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটি যুদ্ধ জাহাজে চড়িয়া তিনি ডেয়ারেন যাত্রা করিয়াছেন। জোর গুজব যে তিনি মুকডেন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে পুরাতন মাঞ্চুরিয়া রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে।

অপর একটি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, উক্ত বালক সম্রাট জাপানীদের অধিকারভুক্ত আবাসে বাস করিতেন। চাং-সো-লানের ভূতপূর্ব্ব [illegible] কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে শয্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া মোটর যোগে লঞ্চে লইয়া যান। সেখানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি চান—সাম্রাজ্য, না মৃত্যু?

টোকিও হইতে এই সকল সংবাদের সত্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে যদিও টিন্টাসনে জাপানী সরকারী মহলে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের গোপনে টিন্টাসন ত্যাগের সংবাদ সত্য তবে বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন একথা তাঁহারা অবগত নহেন।

মাদ্রাজে বীভৎস হত্যা

গত ১২ই নভেম্বর যে দুই জন ভারতবাসী ইংরাজের খুনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের শবচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া আর এক প্রকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে: বালিকার পিতা রাসেলই নাকি হত্যা করিয়া তাহার শবদেহ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিসংকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাসেল আত্মহত্যা করিয়াছে; বালিকা অবশ্য হাসপাতালেই রহিয়াছে।

ষ্টেশন মাষ্টারকে প্রহারের অভিযোগ

শরৎচন্দ্র পাল বিনা টিকেটে রেলে ভ্রমণ করায় কামারকুণ্ডু ষ্টেশনে ধরা পড়ে। ষ্টেশন মাষ্টার তাহার নিকট টিকেট চাহিলে তখন উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয় পরে আসামী ষ্টেশন মাষ্টারকে প্রহার করে। রেলওয়ে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীরামপুর সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করে। আসামী দোষ স্বীকার করায় তাহার ২৫৲ জরিমানা হয়।

জামালপুরে জোড়া গ্রেপ্তার

বক্সীগঞ্জের শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দে ও জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত শেরপুরের শ্রীযুত মতিলালকে নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করিয়া কড়া পুলিশ পাহারায় মৈমনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

টেলি— নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ২০শে নভেম্বর ১৯৩১

নদীয়া জেলা সম্মিলনী

চীন সেনাপতি জাপানের দাবী পূরণে স্বীকৃত

পুলিসের গুলীতে খুন

সাত টাকায় তিনশত টাকা দণ্ড

বন্দী সৈনিকের পলায়ন

পণ্ডিত জহরলালকে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা

বোম্বায়ে মোটর দুর্ঘটনা

জনসাধারণের প্রতি কমিশনারের আশ্বাস

জাপানের প্রচণ্ড আক্রমণ

আবার প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র

নানা কথা

নদীয়া জেলা সম্মিলনী

কার্য্য সূচী—বুধবার, ১৮ই নভেম্বর, সকাল ৯টায়—সভাপতি শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের আগমন, তাঁহার অভ্যর্থনা ও শোভাযাত্রা। ১০টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন। অপরাহ্ণ ১০টায়—জেলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন। ৪টায় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর উদ্বোধন ও অধিবেশন সন্ধ্যা ৬টায়—ব্যায়াম ক্রীড়া রাত্রি ৭টায় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন। বৃহস্পতিবার ১৯শে নভেম্বর সকাল ৭॥০টায়—কর্ম্মী সঙ্ঘের অধিবেশন। সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী অপরাহ্ণ ২টায় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন।

চীন সেনাপতি জাপানের দাবী পূরণে স্বীকৃত

জাপানের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সংবাদের হারবিনের সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, চীন সেনাপতি জেনারেল মাচাংসান্ জাপানের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সকল দাবীই পূরণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই অনুসারে তিনি সৈন্য অপসারিত করিতে সুরু করিয়াছেন।

পুলিসের গুলীতে খুন

১৯৩০ অব্দের এপ্রিল মাসে আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের উপর টিপ্লিকেনে পুলিস জনতার উপর গুলী চালাইয়াছিল। সেই গুলী চালার ফলে এডভোকেট গোবিন্দস্বামী মুদালিয়ার হত হইয়াছিলেন। গোবিন্দস্বামীর বিধবা পত্নী ভারত সচিব এবং মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণের মামলার রুজু করিয়াছেন। ১৬ই নভেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাষ্টারের এজলাসে মামলার শুনানী হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রতিবাদী পুলিস কমিশনারের এফিডেভিডে লিখিত এজাহার অনুসারে গুলী চালনা ঠিক হইয়াছিল কি না এবং প্রথম প্রতিবাদী ভারত সচিব দাবী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে বাধ্য কি না এই দুইটি বিষয় লইয়া বিপর্য্য-বিষয় স্থির করা হইয়াছে।

সাত টাকায় তিনশত টাকা দণ্ড

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, সাইকেল ফণ্ডের সাতটী টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে পেগুর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ ডিষ্ট্রীক্ট সাইকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান মং সিউটোকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইলে দায়রা জজ আসামীর অপরাধ বহাল রাখিয়া জরিমানার মাত্রা ৭০০ টাকা কমাইয়া দিয়াছিলেন।

আসামী এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া হাইকোর্টে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থী হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্রাউন এই পুনর্ব্বিচার মামলার বিচারে বলিয়াছেন, আসামীর আত্মসাৎ করা টাকার পরিমাণ সামান্য কিন্তু অপরাধের পরিমাণ গুরুতর। আপীলকারী জেলের হুকুম পান নাই তজ্জন্য তাহার সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে। এরূপ দণ্ডের অপরাধে কারাবাসই ভোগ করিতে হয়। অতএব আসামীর আবেদন না-মঞ্জুর হইল।

মাঞ্চুরিয়ায় ভীতির লক্ষণ

টোকিও হইতে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা স[illegible]ঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হেতু যুদ্ধ[illegible]র কতিপয় বিমান বাহিনী মুক[illegible] অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

মুকডেনের বালক বাদশা নাকি বর্ত্তমানে ডাইরেন ও পোর্ট আর্থারের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। হয়তো মুকডেনের সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলেই বালককে [illegible] সেনে বসান হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তমবর্ষ ২৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার ২১৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

হরিকথাকীর্ত্তনে অনন্তকোটী জন্ম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্ণৌএ শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারান্তে গত ১৪ই নভেম্বর শনিবার দিবস মোটরযোগে আগ্রায় শুভাগমন করেন। তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৫ই নভেম্বর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী নগরীতে হরিকথা প্রচারার্থ সপার্ষদে শুভ বিজয় করিলে তত্রত্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বোতোভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বর্ত্তমান মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ আগমন করিতেছেন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে সনাতন ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিবার স্বর্ণ-সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

গত ৮ই ও ৯ই নভেম্বর নিমসার পরমহংস মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে আগমন করিয়াছিলেন।

গত ৯ই নভেম্বর সোমবতী অমাবস্যার দিবস থাকায় নিমসারে খুব জন সমাগম হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ দিবস তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ঐ অমাবস্যা উপলক্ষে চক্রতীর্থে স্নান একটী পরম পুণ্য জনক কর্ম্ম বলিয়া সকল পুণ্যকর্ম্মীর উহা পরম আদরণীয় বস্তু।

উক্ত দিবস প্রাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া একটী সংকীর্ত্তন সজ্ঘ নিমসারের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করেন। সর্ব্বাগ্রে ব্যাণ্ডপার্টী বাদ্য বাজাইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের গমন ঘোষণা করিয়া গমন করিতেছিল। তৎপশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে শ্রীনারায়ণ বিগ্রহ তৎপশ্চাতে আরও একটী হস্তী, শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযান ও পরে সংকীর্ত্তন পার্টীর অগ্রভাগে শ্রীল প্রভুপাদ, [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ জয়গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগণেশ চন্দ্র দেব প্রভৃতি বহু ভক্ত গমন করিতে করিতে চক্রতীর্থ শ্রীব্যাসগদী, শুকগদী, শ্রীসূতগদী প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া বেলা প্রায় ১০টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্ত সমক্ষে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' গীতোক্ত শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ গত ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবারে লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাগমন করেন।

রামঅম্বুতগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের অনতিদূরে, পাটুলি গ্রামনিবাসী মহারাজা বাহাদুরের নায়েব পরম ভাগবত শ্রীপাদ লোকনাথ দে মহাশয় বাৎসরিক দীপান্বিতা শ্যামাপূজা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এবার তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর অনুমতিক্রমে শ্যামাপূজার পরিবর্ত্তে ১৫ দামোদর ২৪শে কার্ত্তিক ১০ই নভেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ভোরে ৪ঘটিকায় মঙ্গল-আরাত্রিকান্তে পঞ্চতত্ত্বের নাম ও মহানাম কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভক্তগণ 'রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই।' এই পদ গান করিয়া নগর-সংকীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভোগারতি কীর্ত্তন সমাপন করিয়া সকলেই অতি বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

কার্ত্তিক শ্যামাপূজার দিন শ্রীপাদ উরুক্রম প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া হরিকথা-প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকেই বলেন যে, একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজাতেই সকলেই প্রীত হন। কৃষ্ণ পূজা ছাড়িয়া সকল পূজাই অবিধি পূর্ব্বক পূজা, তাহাতে আমাদের নিত্য মঙ্গল সাধিত হয় না। সুতরাং সকলেরই শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে কায় মন ও বাক্য দ্বারায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

গত ২রা নভেম্বর সোমবার দিবস শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু লক্ষ্ণৌ হইতে সাহারাণপুরে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন। তথা হইতে তাঁহারা শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজসহ আম্বালা ও কালকা হইয়া ৭০০০ ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা গত ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে সিমলা পাহাড় হইতে ২৩ মাইল উত্তরে শতদ্রু নদীর তটোপরি ৫০০০ ফিট নীচে পার্ব্বত্য কোটি রাজ্যে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের এই শুদ্ধ আচারবান্ প্রচারকগণের শ্রীমুখ [illegible] ও বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সপ্রাণ রাজপরিবারগণ বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চেষ্টাতে সহৃদয় রাজীর অনুগ্রহে সুপরিস্থিত সেই কোটি রাজ্যের এক বিশিষ্ট অতিথিশালাতে এবার অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত প্রচারকগণ কোটি রাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া গত ১০ই নভেম্বর তথা হইতে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

গত ৭ই নভেম্বর বর্দ্ধমান নিউ দিল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বটুকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে লৌহ গরাদ নির্ম্মিত দরজা প্রদান করিয়া সাধারণের ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনের সুবিধা করিয়া ভগবৎ সেবা করিলেন। আমরা আশা করি তিনি যেরূপ সাধারণের সুকৃতি অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিলেন তদ্রূপ নিজেও সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন ধন্য করিবেন।

ভোগবুদ্ধিতে ভগবদ্‌-বিশ্বাসের অভাব

পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌ ॥' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, তিনিই পরম ঈশ্বর এবং তিনিই সকলের একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই শ্রীভগবানের তদীয় তত্ত্ব। এইরূপ শ্রীভগবানে যাঁহাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্বিশ্বাসী, তদ্ব্যতীত যাঁহারা শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া তদীয় তত্ত্ব অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণে বিশ্বাসী তাঁহারা [illegible] নহেন।

সংসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কেবলমাত্র ভোগ চান, অন্য কিছুই চান না, তাঁহারা এক শ্রেণীর লোক। যাঁহারা ভোগে সুখ নাই বিবেচনা করিয়া ভোগ ত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ বা মুক্তি চান, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ভোগ ত্যাগী বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাঁহারা প্রচ্ছন্নভোগী, তাঁহারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ সুখ ভোগের প্রয়াসী। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভুক্তি ও মুক্তি উভয় কা[illegible] পূর্ব্বক নিষ্কপট হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত। ইঁহারা ভক্ত নামে পরিচিত।

যাঁহারা ভোগপিপাসু হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহারা ভোগের বৃদ্ধির আশায় নানারূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মফল প্রদাতা আধিকারিক দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা মনে করেন সৎকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য [illegible] করিয়া সুখভোগ করিবেন। কিন্তু সেই [illegible] যে নিত্য সুখ [illegible] মঙ্গল [illegible] কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা তাঁহা[illegible] বিচারের বিষয় হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন জনগণ কখনও বাক্যে বিশ্বাস [illegible] করিতে [illegible] কর্ম্মেরই উৎকর্ষ অবলোকন করিতে থাকেন এবং কর্ম্মের [illegible] হইয়া কখ[illegible] স্বর্গে, কখনও [illegible] নরকে গমন ও [illegible] করিতে করিতে [illegible] দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন [illegible] বিশ্বাস-[illegible] কারণ [illegible] ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়া ঈশ্বর [illegible] অর্জ্জন করিতে থাকে [illegible] ভুক্তি-পিপাসু [illegible] এইরূপ [illegible] অবশ্যম্ভাবী।

মুমুক্ষুগণ সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া ঐ ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত। তাঁহারাও সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে বিশ্বাসহীন। শ্রীভগবানে তাঁহাদের শরণাপত্তিমূলা ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা নিজেদের দুঃখ দূরীকরণের জন্যই ব্যস্ত। শ্রীভগবানে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে জাগতিক বস্তু-নিচয় কোন মতে দুঃখ দিতে পারিত না এবং তাঁহারাও তাহা হইতে মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কোন ইতর কর্ম্ম বা ভুক্তি ও মুক্তির জন্য স্পৃহা থাকে না। মুমুক্ষুগণ নানা দেব-দেবী কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহাদের উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন করেন। তাঁহারা কল্পিত ভক্তিযোগে অদ্বৈতসিদ্ধিলাভের প্রয়াসী, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরে তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাই তাঁহারা বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, শক্তি, গণেশ এই গুণাধিকারী দেবতার কল্পনা পূর্ব্বক পঞ্চোপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন এইরূপ উপাসনা দ্বারা তাঁহারা আত্মবিনাশ সাধন পূর্ব্বক নিত্যানন্দ বা নিত্য প্রেমলাভে বঞ্চিত হয়েন।

সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি অমলপুরাণ শ্রীমদ্‌ ভাগবত বলেন, 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥'

শ্রদ্ধা বলিতে সুদৃঢ় বিশ্বাসই বুঝায়। যাঁহাদের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। ভক্তিমান্‌ জনগণই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ভগবানের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বে যাঁহার বিশ্বাস সুদৃঢ় তাঁহার ভগবৎ সেবাই মুখ্য লক্ষ্য; ভক্তের সেবা ব্যতীত পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মে তাঁহার রতি হয় না। পাপ যেরূপ বর্জ্জনীয় সেইরূপ পুণ্যও আমাদের ভোগবন্ধক বলিয়া পরিত্যাজ্য। পুণ্যকামী কর্ম্মিগণও পাপীদের ন্যায় ঈশ্বর বিশ্বাসহীন।

যথার্থ ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত উক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তি বাঞ্ছা দূরে পরিহার করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা, এই দুটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না। যথাহি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধৌ—

'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥' ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পিশাচীদ্বয় হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে জীব ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। ভক্তগণ কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীগণকে শ্রীভগবানের তদীয় বা ভগবৎ তত্ত্ব জানিয়া তাঁহাদের সম্মান করেন। উপাস্য তত্ত্বে একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ঐকান্তিকী ভক্তি সাধন করেন।

যাঁহারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে একমাত্র উপাস্য ভগবানের উপাসনা করিলেও তাঁহাদের উপাসনা সকাম বিধায়, তাহা বিধিপূর্ব্বক না হইয়া অবৈধ। বুদ্ধিমান জনগণ অবিধির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ভুক্তি ও মুক্তির মূলে যে উপাসনা তাহা

কাম্যিক দেবদেবীগণের উপাসনাকারিগণ দেবলোক, পিতৃলোক, ভূতলোক প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা সংসারে গতায়াতরূপ জন্মমরণের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া চরম কল্যাণের অধিকারী হন না।

চরম মঙ্গলরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীবের আর জন্ম মরণমালা বরণ পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।' গীতা। অবৈধ ভজনকারিগণ ভোগ করিতে করিতে নির্ম্মল ভাগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া অনন্ত নরকের পথে ধাবিত হন।

ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি ও মুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া সমস্তই কৃষ্ণেচ্ছার অধীন জানিয়া বলিতে থাকেন, 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥' অর্থাৎ জীব কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে; যাঁহারা এ সকল কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা' এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়-স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী। যাঁহারা শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্পন্ন তাঁহারা ভুক্তি বা মুক্তির জন্য ব্যস্ত হন না। শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা যত কমিতে থাকিবে, ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসা ততই বাড়িতে থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর-বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভোগবুদ্ধির স্থান নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করেন কিন্তু তত্রাপি তাহাতে সুফল উদয় হয় না। শুদ্ধভাবে ভজন না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া হরিভজন করিলেই শুদ্ধ ভজন হয়। বিশুদ্ধ ভজনের ফলেই শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের অভয় চরণ লাভ করা যায়।

কৃষ্ণেতর অন্য অভিলাষশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনের নামই শুদ্ধা ভক্তি।

কেবলমাত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে পারে না।

অনর্থই ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভজন শুদ্ধ হয়।

জীবের অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপ-ভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা ভুলিয়া যাওয়ার নামই স্বরূপভ্রম। জীব নিজ প্রভুর সেবা ভুলিয়া গিয়া ভগবানের সেবার উপকরণস্বরূপ জগতের যে সব বস্তু, সেই গুলিকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয় এবং নিজেই নিজের অমঙ্গল আনয়ন করিয়া মায়াদেবী-রচিত এই সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

আমি ভোক্তা, আমি মালিক, আমিই ব্রহ্ম, আত্মীয়-স্বজনের সেবাই আমার ধর্ম্ম, এই সব ভ্রমমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীব কৃষ্ণের দাস কৃষ্ণ জীবের প্রভু এবং তাঁহার সেবা দ্বারাই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হয়, এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া ভজনের নামই শুদ্ধ ভজন।

অসত্তৃষ্ণাই জীবের দ্বিতীয় অনর্থ। ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের যে কিছু বাঞ্ছা সে সমস্তই অসত্তৃষ্ণা।

ভোগ ও মোক্ষাদি বাঞ্ছা হৃদয়ে উদিত হইলে হরিভজন হয় না। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না।

সামান্য প্রতিষ্ঠা বা ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব শুদ্ধ ভজন হইতে দূরে থাকে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্দের আদিতে সই স্কন্দের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্দ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্দ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্দ ১২৲; । ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ..., শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ... জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ... স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, ও ... বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ... প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ...ছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

... গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ... হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ... কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...ছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী ... ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ... গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ... ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' ... ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে ...সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ... উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ ...ণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১ টা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেভবাবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-কাণ্ড, নামাপরাধাদির বিচার- বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। টা... ...গণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ... ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রী... পদ্যানুবাদসহ ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ... অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, আর সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ভক্তি শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ছয় মাসে [illegible] উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা [illegible] ইত্যাদি উপদেশ পরিপূর্ণ বই পাইবার জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ [illegible] পাইবেন। পুস্তক পাইবেন না। "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—[illegible]

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। [illegible] (নাড়ী ও আমার) পাঠাইলে [illegible] রোগী [illegible] অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য।

[illegible] রোগীদের পত্র [illegible] হয়। [illegible]

[illegible]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, [illegible], বাঁশদ্রোণী।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ কার্য্য বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] ১২৭, [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ৩০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible], [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]) করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

দীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জন্য ৬ আঃ [illegible] অবস্থায় [illegible] ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় [illegible] মূল্য প্রতি [illegible] ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাঁধাজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের ভক্তভাব মর্ম্মগাথা!

[illegible] কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত [illegible]!

কাব্য অনবদ্যপুনীত অমিয় [illegible]!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ [illegible]

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কাব্য [illegible] মহোৎসবে

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তি [illegible] হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার { ২১১৩ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই নভেম্বর ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে ১২ই নভেম্বর ২৬শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত তিন দিন ঢাকা। ডুমারকুণ্ডা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস, অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়সান্ন, পিষ্টক, ভাজা, ফল, শাক, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রচুর নৈবেদ্যিক উপকরণ পর্ব্বতাকারে সজ্জিত হইয়াছিল এবং সহস্রাধিক লোককে পরিপূর্ণরূপে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তিন দিবসই উষাকীর্ত্তন, ভোগ আরতিক, সান্ধ্য কীর্ত্তন এবং প্রাতে ও বৈকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বহু লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তথাকার স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সাহ মহাশয়ের সেবা-প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি সস্ত্রীক উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ও শেষোক্ত দিবসের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্র মঠের মঠসেবক শ্রীযুক্ত পাণ্ডা মহাশয় উক্ত তিন দিবসই নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে ও বিচিত্র বসনে এরূপ ভাবে শ্রীবিগ্রহ সজ্জিত করিয়াছিলেন যে সকলেই দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

গত ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার, শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সমিতির সেবক বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের অনুগ্রহে, গোবিন্দপুর-হাট নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ কর্ম্মকার মহাশয়ের গৃহে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকপিল-দেবহূতি সংবাদে 'কালের বল ও ঘোর সংসারগতি বর্ণন' পাঠ করেন। শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংশয় ছেদন পূর্ব্বক জীবহৃদয়ে শুদ্ধভক্তি বীজ রোপণের একমাত্র সার গ্রন্থ যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির দ্বিতীয় সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পুরুষদিগের তামসী গতি বর্ণনান্তে কল্যাণকল্পতরু হইতে—'দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লভিয়া সংসারে। কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ বলিব কাহারে॥' পদটি কীর্ত্তন করা হয়।

এই অধিবেশনে বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত হইয়া বহু প্রকারের সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

২০শে কার্ত্তিক শনিবার বড়নসিং (রংপুর জেলার) গ্রামে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাটোয়ারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ ভক্তের অবস্থা ও নির্গুণ ভক্তিই যে শুদ্ধভক্তি, এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি মূলে ব্যাখ্যা করেন। জগতে সর্ব্বোত্তম ভক্তি একমাত্র সাত্ত্বিক ভক্তি—ইহাই জাগতিক ব্যক্তিগণ জানিতেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

> কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
> যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ
> স সাত্ত্বিকঃ॥
> (শ্রীমঃ ভাঃ ৩।২৯।১০)

যিনি পাপক্ষয়। পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ এই বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার (ভগবানের) পূজা করেন তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত, ইহা সকলে জানেন; ইহা অপেক্ষা আরও যে প্রকার ভক্তির কথা আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাই সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া নির্গুণ ভক্তি—শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করেন এবং বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ যে এই শুদ্ধা-ভক্তিবাণী শুনিবার নিমিত্ত বিশ্ববাসীকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন তাহা শুনিয়াও সকলে আকৃষ্ট হন।

২৩শে কার্ত্তিক সোমবার দেওয়ালিতে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতি হইতে একটী নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ বলাইচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথোপকথন ও যবন, স্থাবর, জঙ্গমাদি উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে উচ্চ সংকীর্ত্তন তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস আমলাজোড়া পদরাশম মঠে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সরকার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এবং মঠস্থ বৈষ্ণববৃন্দের ও হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য পরিশ্রমে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউর সম্মুখে সুসজ্জিত অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন, পিষ্টক, লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর নানাবিধ আদি বহুবিধ অনুকূল দ্রব্যাদির দ্বারা ভোগ সমাজিত করা হইয়াছিল।

সমাগত দর্শকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের মনোহর বেশ শৃঙ্গার ও অপূর্ব্ব উৎকর্ষ-সম্ভার দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মঠসেবকগণবৃন্দ হরি গুরু বৈষ্ণবের জয়-ধ্বনি সহকারে ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে সমাগত লোককে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় গণ শ্রীমঠে আগমন করতঃ কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মঠাধ্যক্ষ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার বিষয় সমাগত শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে প্রায় দুই ঘটিকাকালব্যাপী পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

পাঠান্তে ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতি বর্দ্ধন করেন।

সাধক জীবের কর্ত্তব্য

বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টাই জীবের পরম ইষ্ট বা প্রাপ্য বস্তু। সেই বিপ্রলম্ভ রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরহরিতে তনু, মন, প্রাণ দ্বারা আবিষ্ট অনুরক্তা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভাব অত্যন্ত গভীর। তাঁহার সামান্য কৃপা আভাস পাইলেই জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যান। কৃষ্ণ-বিরহ স্ফূর্ত্তি জীবের স্বরূপে অবস্থান বা স্বরূপ স্ফূর্ত্তি। ভগবানই একমাত্র পুরুষোত্তম। জীব বিভিন্নাংশরূপে তাঁহারই তটস্থা শক্তিবিশেষ। ইহ জগতে পুং দেহ এবং স্ত্রী দেহ বিশিষ্ট জীবগণ নিজ নিজ [illegible] অভিনিবেশ বশতঃ নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী জ্ঞানে ভোগাদি লাভ করিয়া থাকে। তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবিকা তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু জীবের পূর্ব্বাকৃত সুকৃতিফলে যখন সদ্গুরুর সাক্ষাৎকার হয়, তখন তাঁহার কৃপাবলে জড় এবং চেতনের স্বরূপ জ্ঞানহৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। জীব দীক্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করে। কৃষ্ণও তৎকালে তাহাকে আত্মসম অপ্রাকৃত চিদানন্দ দেহ দান করিয়া থাকেন। সেই চিদানন্দ দেহই তাঁহার কান্তার বা নিত্য সেবিকার স্বরূপ দেহ বা গোপী দেহ। কিন্তু সাধক সাধনা কালে উভয় দেহে অবস্থান সময় তাহার সাধনা বাহ্য এবং অন্তর ভেদে দুই প্রকার। বাহ্য দেহ সর্ব্বদা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুকূল বৃত্তিদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকে। যথা মস্তক [illegible] নমনে এবং, হস্তদ্বয়ের [illegible] কর্ণ হরিকথা শ্রবণে, চক্ষু তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে, নাসিকা চরণ-পাদপদ্ম তুলসী নির্ম্মাল্য আঘ্রাণে, মুখ হরি-কথা কীর্ত্তনে, জিহ্বা মহাপ্রসাদ সেবনে, হস্ত তাঁহার মন্দির মার্জ্জনাদিতে, পদ হরিতীর্থাদি পর্য্যটনে, ত্বক হরি বা হরিজন-গণের আলিঙ্গনে, উপস্থ ও পায়ু ব্যতিরেক ভাবে দেহমলাদি নির্গমকরতঃ কৃষ্ণ-ভজনের দেহকে নিরাময় অবস্থায় সংরক্ষণ করতঃ দশ ইন্দ্রিয়ের সাধনা একাদশেন্দ্রিয় মনকে সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলন চিন্তায় রত রাখিয়া, সমস্তে আপন চেষ্টায় উন্মুখ থাকে। এই প্রকার কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে শুদ্ধা [illegible] কালে [illegible] হয়। [illegible] সাধুগণ সিদ্ধদেহে বা গোপী দেহে [illegible] থাকেন, সেই গুরুরূপা সখী [illegible] ভাবনা করিয়া অষ্টকালে নিশান্তাদি কৃষ্ণসেবা শ্রীগুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলানুশীলনই অন্তর সাধনার বিষয়। এই রস প্রাপ্তির মূল্য কেবল মাত্র লোভ বা লৌল্য। লোভসহকারে একনিষ্ঠ ভাবে গুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদনের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণই আস্বাদ পরম প্রাপ্য বস্তু বা প্রয়োজন। এই রস আস্বাদন না হইলে ইতর রসে বা কামে বিরাগ উপস্থিত হয় না। কাম এবং প্রেম উভয়ই স্বরূপতঃ বিভেদবিশিষ্ট। প্রেম নির্ম্মল, স্বতঃপ্রকাশমান, স্বরূপ, কৃষ্ণসেবা প্রাপক। কাম অন্ধ-তমঃ, আপাততঃ ইন্দ্রিয়সুখকর পরিণামে বিষম, কৃষ্ণসেবাবৃত্তি আবরক ও নরকপ্রাপক। কামের স্থান দেহে ও মনে। এই উভয়ই তাহার বিচরণ ভূমিকা। একাদশ ইন্দ্রিয়ই কাম, সম্ভোগের দ্বারস্বরূপ, কিন্তু প্রেম একমাত্র শুদ্ধ আত্মাতেই উদিত হইয়া থাকে। জীব ভগবানের ভোগ্য কিন্তু ভোক্তা নহে। জগতের যাবতীয় উপকরণ কৃষ্ণের সেবোপযোগী—নৈবেদ্য-বিশেষ। তাহাতে ভোক্তৃবুদ্ধি জীবের আসুরিক চেষ্টার পরিচায়ক। ইহাও কাম ও প্রেম পৃথক্ করিবার একটী কষ্টিপাথর।

সাধকমাত্রেরই বৈষ্ণবাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিধেয়। বৈষ্ণবের রূপ এবং তটস্থ লক্ষণ বিচারে এই সদাচার বিধান। বৈষ্ণবমাত্রই তুলসী মালিকা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ, বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। স্বরূপ লক্ষণের অন্তর্গত তটস্থ লক্ষণে অসৎসঙ্গ ত্যাগই একমাত্র বৈষ্ণবাচার। কৃষ্ণের অভক্তগণ সঙ্গ, স্ত্রী সঙ্গী, স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গিগণের সঙ্গত্যাগ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার। এখানে যোষিৎ শব্দে বিষয় বা ভোগ্য বস্তুকে বুঝায়। সমস্ত ভোগের উপাদান স্ত্রীগণে বর্ত্তমান থাকাতে যোষিৎ শব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে স্ত্রীগণকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব কৃষ্ণপ্রীতি বিনা ভোগ-ত্যাগেই যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ। পুরুষ দেহাভিমানীর পক্ষে যে-প্রকার স্ত্রী-সঙ্গাদি বর্জ্জনীয়, স্ত্রী দেহাভিমানিনীর পক্ষেও তদ্রূপ পুরুষসঙ্গ বর্জ্জনীয়, [illegible] উপদেশই [illegible]য়।

শ্রীশ্রীগৌরবক্ষবিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্যে ভজন করা প্রত্যেক স্ত্রীলোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার শ্রীচরণ-রেণু স্পর্শে হৃদয়ের অনর্থরূপ মল দূরীভূত হইলে চিত্তে শুদ্ধা ভক্তিরূপা কৃষ্ণানুশীলনী বৃত্তি জাগরিত হইবে।

[illegible] হয় না, আমি যেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গপুরকেই আশ্রয় করিতে পারি। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গচরণে এইরূপ [illegible] প্রার্থনা জ্ঞাপন ও কৃপা ভিক্ষা করেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

যিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন। তিনিই নিখিল পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

বেদ যাঁহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন মাত্র, যে স্থানে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত, ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ যাঁহার মাধুর্য্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকারমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপ বাস লাভ করিবার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্য তীর্থ গমনে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীরাধামাধব-প্রিয় শ্রীনবদ্বীপ বনই আমাদের নিত্য আশ্রয়স্থল।

সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যে কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্তভাবে ধামাপরাধশূন্য হইয়া আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরাধারমণের প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন।

আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক, অথবা আমার দেহবুদ্ধিই অচল হউক, তথাপি নবদ্বীপ সীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্রাপি গমন না করে।

আমার সেই 'পিতা' পিতা নহে, সেই 'মাতা' মাতা নহে, সেই 'বন্ধু' বন্ধু নহে, সেই 'সখা' (হিতৈষী) সখা নহে, সেই 'মিত্র' (উপকারক) মিত্র নহে, সেই 'গুরু' গুরু নহে, যে আমাকে 'রাধাবন' শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসে বাধা প্রদান করে।

অহো! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কৃতনিচয় যে স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান হইতে থাকে, মায়ামোহ চক্ষুর নিকটে যে চিন্ময় ধাম নানাবিধ (জড়ময়) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হয় সেই শ্রীগৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তনু লাভ হইবে?

যে স্থানে প্রবিষ্ট হইলে সকলজীবই রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, যে স্থানের পদার্থ

(২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

হৃদয়দৌর্ব্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসতৃষ্ণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং ভক্তির অনুকূল বিষয় গুলির আদর করিতে পারে না, ইহার নাম হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে কুটিনাটি বহির্ম্মুখতা ও অসৎসঙ্গপিপাসা বৃদ্ধি পায় এবং ভজনে বিঘ্ন উদয় করায়। এই দুষ্টবুদ্ধির ফলে জীব বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে এবং সেই অপরাধে অধঃপতিত হয়। অতএব হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ বৃদ্ধি করাই শুদ্ধভজনের অনুকূল বিষয়।

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ—অপরাধ সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ। নামাপরাধ দশবিধ (১) সাধুনিন্দা, (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি ও ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি হইতে ভগবানকে পৃথক বুদ্ধি, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা (৬) নাম বলে পাপপ্রবৃত্তি, (৭) অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা, (৮) নামে অনবধান অর্থাৎ নাম গ্রহণ কালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা এবং কতক্ষণে সংখ্যানাম শেষ হইবে তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ মালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, (৯) অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে নামোপদেশ (১০) শ্রীনামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য বশতঃ নামভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া।

বৈষ্ণবের নিন্দা ও হিংসা করা, বৈষ্ণবকে প্রণাম না করা, তাঁর প্রতি ক্রোধ করা, তাঁহাকে হনন করা ও বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া এই কার্য্য বৈষ্ণবাপরাধ—আর শ্রীমূর্ত্তি সেবা সম্বন্ধেই সেবাপরাধ বিচার্য্য।

কৃষ্ণনামানুরাগ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি ইহার সহচর। অন্য দেবপূজা ও অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং তৎফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম হইলেই কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়। এই বিষয়টি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধকের প্রথম অবস্থা হইতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হওয়া পর্য্যন্ত এবং তৎপরেও সর্ব্বাবস্থাতেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের সহিত শ্রীনামকীর্ত্তন বিধি অবলম্বনীয়।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible]

ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসমেতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যাখ্যান-সহ বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিরূপায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেদান্তবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় স্তম্ভ—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়ত্ব-অচিন্ত্যত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমন্ মাধ্বমত স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায় সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী [illegible]

উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ ([illegible]

ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার উদ্দেশ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্র[illegible] শ্রীজীব গোস্বামী কি[illegible]

হইতে পরিক্রমাংশ মা[illegible]

প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের

পক্ষে বিবৃত। ভিক্ষা ।০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার - বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত- বৈষ্ণব - গৌর- নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ- শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের [illegible]

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ [illegible] উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচ[illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

[illegible]রিপাদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত [illegible]প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারা[illegible] [illegible] অন্বয় ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চি[illegible] হইয়াছে। [illegible] কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খান[illegible] [illegible] আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্ক[illegible]

"শ্রীশ্রীগৌর"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৭৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৩৮, ২৩শে নভেম্বর ১৯৩১

নিদ্রিত যুবক নিহত

মুসলমান প্রতিনিধিদের স্বরূপ প্রকাশ

চীন জাপানে ঘোরতর যুদ্ধ

জমিদারদিগের প্রতি গভর্ণরের উক্তি

কংগ্রেস সভাপতির তার

শিশুর অপঘাত মৃত্যু

মহিলা সভায় গান্ধীজী

৮ জন লালকোর্ত্তার অব্যাহতি

বন্দুক চুরির জের

বক্তৃতায় ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতার বিপদ

নানা কথা

নিদ্রিত যুবক নিহত

শুনা যাইতেছে গত ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে মাদারিপুরের পরলোকগত গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় যখন নিজ প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত ছিলেন সেই সময়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠদেশে একটি ও ললাটে একটী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে। এই সম্পর্কে এ যাবৎ ৪ জন লোককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুসলমান প্রতিনিধিদের স্বরূপ প্রকাশ

ডাঃ সাফাৎ আমেদ খাঁ বলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত মুসলমান প্রতিনিধিরা তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিবেন না। কেননা, সে পর্য্যন্ত আলোচনার সহিত বাস্তবের সম্পর্ক থাকিবে না।

সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, সার তেজ বাহাদুর ও শ্রীযুত শাস্ত্রীর কথা সমর্থন করেন। সৈন্য দলে সকল ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার থাকিবার নীতি সমর্থন করিয়া তিনি বলেন তিনি আশা করেন, সকল প্রদেশের প্রতিনিধি লইবার চেষ্টা হইবে না। কেবল গুণ দেখিয়া যেন সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। ভারতীয় অফিসার যেন অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হয়।

ভূপালের নবাব বলেন, রাজন্যগণ গত বৎসর দেশরক্ষা সাব কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেন। ভারত রক্ষার ব্যাপারে ভারতের লোকের ক্রমশঃ অধিক অংশ গ্রহণ করিবার নীতির-ধারা তাঁহারা মানিয়া চলিতেছেন। দেশ রক্ষার ব্যাপারটা যে সরকারের রক্ষিত বিষয়রূপে থাকিবে, এ বিষয়ে গত বারে এক মত হওয়া গিয়াছিল। যতদিন বৃটিশ সরকার দায়ী থাকিবেন ততদিন দায়ীত্ব কি ভাবে পালিত হইবে, তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। রাজন্যগণ প্রয়োজন হইলে আরও অধিক দিন ইংলণ্ডে থাকিবেন এবং কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উৎসাহ সহকারে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত।

অতঃপর এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হয়।

শিশুর অপঘাত মৃত্যু

২ বৎসর এবং ৫ বৎসরের দুইটি শিশু অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। অনেকে তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অপগণ্ড শিশুদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করিতে পারে নাই। গত ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় শিশুদ্বয়ের মাতা একটা চালাঘরে তাহাদিগকে রাখিয়া কাষ্ঠের পাতিয়ে বাহিরে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে ঘরে হঠাৎ আগুন ধরিয়া উঠে। শিশু দুইটি ঘরের বাহির হইতে না পারায় আগুনের তেজে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতির তার

সরকার মাদ্রাজের কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলায় পূর্ণ উৎসাহের সহিত পীড়ন কার্য্য চালাইতেছেন। এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়া কংগ্রেসের সভাপতি অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট এক জরুরী তারে জানাইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন চলিতে পারে কিন্তু জামিন দেওয়ার ফল খারাপ হইবে। সরকার যদি বিনা কারণে পূর্ব্ব সংকল্পীত আক্রমণ আরম্ভ করেন তাহা হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন। কি হয় জানাইবেন। মৃত বন্ধুদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন।

বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য ২২শে নভেম্বর এলোরে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির এক জরুরী অধিবেশন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ } ২৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার { ১১৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই নভেম্বর রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীসহ সীতাপুরে ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠী বালকগণের প্রতি উপদেশ পাঠ প্রসঙ্গে মনুষ্য-জন্মের দুর্লভতা, অনিত্যতা এবং পুরুষার্থ সাধনের উপায় প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। কিরূপে জীব তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরমায়ু অযথা অপব্যয় করিতেছে, তাহা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমানন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন

স্বামিজী উক্ত দিবস স্থানীয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুধাকর নাথ মিশ্র মহাশয়ের সহিত সনাতন-ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত মিশ্র মহাশয় স্বামীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বামীজী তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মিশ্র মহাশয় স্থানীয় দু'এক জন কপট ভক্তের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের অসদাচরণে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কালে সুবক্তীয় কপট ও মিছাভক্তের স্বরূপ জগতের লোক ধরিয়া ফেলিতেছে শুনিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন। অতঃপর স্বামিজী সীতাপুরের ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিং মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিমসার পরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র 'ভাগবত' খানি পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হন ও তাহার গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হন। হিন্দুস্থানে এই পত্রিকা খানির বিশেষ আদর হইবে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

———

গত ২০শে কার্ত্তিক তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট তাঁহার স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তিনি সুন্দররূপে বুঝাইয়াদেন যে, ধ্যানের দ্বারাই বেদের বস্তুর সুষ্ঠু অনুশীলন হয়

শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের স্বভাবপক্ক ও স্বতঃপতিত ফল। কল্পবৃক্ষ প্রার্থীর প্রার্থনানুরূপ ফল দান করে। বেদও কর্ম্মকাণ্ডিগণকে কর্ম্ম, জ্ঞানীকে ত্যাগ ও ভক্তকে ভক্তি উপদেশ দান। ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় লোককে এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা উচিত, অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন। তথাপি কর্ম্ম উপদেশ কেন? অনিয়ন্ত্রিত, উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারীকে সদাচারী করিবার জন্যই সৎকর্ম্মের বিধান। কর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ জানিবার জন্য কর্ম্মীকে বেদজ্ঞসঙ্গ করিতে হয়। তাহাতে তাহার মঙ্গলসাধন হয়।

জীবের নিত্য-মঙ্গলের জন্য ভোগ ও ত্যাগ, পাপ ও পুণ্য অনাবশ্যক, ভক্তি মাত্রই আবশ্যক; তথাপি বেদে পুণ্য কর্ম্মের উপদেশ আছে; নিবৃত্তিই মহাফল, প্রবৃত্তি উপদেশ শৃঙ্খলার জন্য—কর্ম্মীর মঙ্গলের জন্য—তাহার অশান্তি দূর করিবার জন্য। আমিষ ভোজন, ব্যবায় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ; তথাপি উন্মার্গ হইতে রক্ষা ও জীবরক্ষার জন্য বিবাহ ব্যবস্থা। হত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু যজ্ঞে বধকরা বিধি আছে। মদ্যপান নিষিদ্ধ, কিন্তু সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্যপান বিধি। বাহ্যতঃ বোধ হয় যেন বেদের অনেক স্থলে প্রবৃত্তির বিধি প্রদত্ত আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য।

কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীকে প্রার্থনানুরূপ ফলদান করেন না। কিন্তু বেদের সমস্ত সারই ইহাতে আছে। ভাগবত রূপ ফল শাখায় শাখায় স্পৃষ্ট হইয়া, অবরোহ মার্গে অর্থাৎ আনুগত্যধর্ম্মদ্বারা গুরুপারম্পর্য্যে কেবলমাত্র যোগ্যব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। পরন্তু শুক পক্ষীর লালা স্পৃষ্ট হইলে পার্থিব বৃক্ষের ফল যেমন অধিকতর মিষ্ট হয়, শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রীশুকদেবমুখে কথিত হওয়ায় অধিকতর মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণকালে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে শ্রীশুকদেব তাঁহাকে যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদেয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড়বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতে অধিকার ছিল না। শক্ত্যাবেশাবতার ব্যাসদেব একমাত্র বক্তা এবং শ্রীশুকদেব একমাত্র শ্রোতা। বাসনা নিবৃত্তি না হইলে ভাগবতে অধিকার লাভ হয় না। বাসনা নিবৃত্ত হইলে সেবোন্মুখ জিহ্বা নিরন্তর ভগবানের গুণকীর্ত্তন করে। ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তিসুখ উদয় হয় না ভগবদ্বিমুখের মতি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ বশীভূত হন।

ভক্তই শ্রীভগবানের মহিমা সম্যক কীর্ত্তন করিতে পারেন। ভক্ত এক মুখে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া কোটি জিহ্বার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভক্ত নামগানে সর্ব্বদাই মত্ত থাকেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী নিত্যানন্দপ্রদায়ী নামকীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া জীবের কল্যাণের জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ভাবুকেরই আস্বাদ্য—ভক্তিবিচারপরায়ণ পরমহংসগণেরই গ্রহণীয়। সত্ত্ব রজস্তমো মলিন মন ভাগবতার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা অমল শুদ্ধ সত্ত্বে গ্রহণীয়—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আস্বাদ্য।

ব্যাস বাক্য—শুকবাক্যে ভ্রান্তি নাই। শ্রীশুকদেব বৈকুণ্ঠদূত, ভগবৎপ্রেরিত ব্যক্তি। কর্ম্মকাণ্ডনিরত জগতে ভক্তি সংস্থাপন জন্য ব্যাসাবতার। ব্যাসদেবই কুযুক্তি, দুষ্ট মত, জড়কারণবাদী পঞ্চ দার্শনিকের মত, শূন্যকারণবাদী বৌদ্ধের মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা আনয়ন করিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কাড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নলচিঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি **শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি** রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে প্লাবিত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ আঃ **শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।**

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পথিমধ্যে তালুকদার হত্যা

গত ১৭ই নভেম্বর ব্রাহ্মণবেড়িয়ার আদালত হইতে গৃহ প্রত্যাবর্তন করিবার [illegible] সহরের সন্নিকটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুলিশ তদন্ত [illegible]

বিমানে মশক-বিনাশ

মাকেনকাট সেতুর পার্শ্বে [illegible] জমির উপর মশক বিনাশের জন্য বিমান হইতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের ধূম পাতিত হইয়াছিল। গত ১৯শে নভেম্বর বঙ্গের গভর্নর এই অভিনব প্রকারের মশকহত্যা সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী এবং মাজবর মিনার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়।

কর্ম্মচারীর অদ্ভুত বীরত্ব

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ যে, আবদুলহক নামক আসাম-বেঙ্গল ষ্টীমার কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী গত ১৭ই নভেম্বর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে নৌকাডুবি হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা সকলে নৌকাযোগে নদী মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুর্ঘটনা হইবামাত্র হক নদী মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া জৈক শুক্লের সাহায্যে বালক বালিকাদিগকে উদ্ধার করে।

চীন জাপানে ঘোরতর যুদ্ধ

১৮ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশ, চাহার উত্তরে জেনারেল মাচানশাংএর সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া জাপানীরা আনগাংচী দখল করিয়াছে। [illegible] চীন সেনাপতি জেনারেল মাচানশাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চুক্তি করিয়া দেয়ার [illegible]।

চীন সৈন্য [illegible] সৈন্যের দক্ষিণ ধার অশ্বারোহী [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং জাপান সৈন্যও পলায়ন- [illegible] দলকে সম্পূর্ণরূপে [illegible] [illegible] করিয়া সিংসিহার দখল করিয়া [illegible] [illegible]।

[illegible] সরকারের অভিমত জানিবার নিমিত্ত জাপানী জাতিসঙ্ঘ হইতে চীনে একজন দূত প্রেরণ করা হইয়াছে। সরকারের মন্তব্য জানিতে পারিলে মিউনাটের সদস্য নির্দ্দেশ করা হইবে।

১৮শে নভেম্বর লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে সিংসিহার জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে উভয় পক্ষের যুদ্ধের যে আভাস দেখা যাইতেছে তাহাতে ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সংবাদে প্রকাশ এই সহর এখনও চীনাদের অধিকারে রহিয়াছে এবং এখনও তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

সিংসিহার হইতে একই সময়ে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, সিতাংহাং ও আংগা নদী এই উভয় সহরই চীনাদের হস্তে রহিয়াছে। চীনার সহর দুইটীকে রক্ষা করিবার [illegible] প্রাণপণ সংগ্রাম চালাইতেছে।

ইতোমধ্যে হারবিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, জাপানীরা নাউনো ইয়াং রেলপথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রেলপথের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত একস্থানে জেনারেল মা'র বাহিনী তুমুল সংগ্রাম চালাইতেছেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় জাপান বাহিনীর পুরোভাগ সিংসিহার সহরে প্রবেশ করে। জাপান বা[illegible] [illegible]না পুলিসের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া [illegible]না সহরে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করে যে তাহারা আইনানুগ নাগরিকদিগের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে।

নওজোয়ান সম্পাদক দণ্ডিত

লাহোর নওজোয়ান ভারত সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর বিক্রম সিং কর্ত্তৃক দণ্ডবিধি আইনের ১০৮ ধারা মতে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কারাদণ্ডের পরিবর্তে শ্রীযুত মঙ্গলদাসের চারি হাজার টাকা করিয়া দুইটি জামিন দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। জামিনের চেষ্টা চলিতেছে।

বন্দুক চুরির জের

চাঁদপুরে মৌলবী আবদুল রহমান বি, এলের বাড়ী হইতে একটী বন্দুক অপহৃত হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ সহরের শক্তি-সঙ্ঘ ও অন্যান্য বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর একটী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। এরূপ প্রকাশ যে, আরও কয়েকজন [illegible] বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে। জামিনবন্দী লওয়ার পর ধৃত ছাত্রটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

---

৮ জন লাল-কোর্ত্তার অব্যাহতি

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ১৮ই নভেম্বর অতিরিক্ত বিচারপতি খাঁ বাহাদুর ৮ জন 'লালকোর্ত্তার' আপীল মঞ্জুর করিয়া তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন অন্য ১২ জনের আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে।

আপীলকারীদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, উহা লালকোর্ত্তাদের আন্দোলন বিনষ্ট করিবার জন্য পুলিস কর্ত্তৃক রচিত।

সিপাহীদ্বয়ের মৃতদেহ

কোয়েটা হইতে প্রকাশ যে, হাজারা পায়োনীয়ার্শের যে দুইজন সিপাহীর, দুই দিন হইতে সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না তাহাদের মৃতদেহ কাওয়াজের ময়দানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নাম হাসান আলি ও মহম্মদ উলা। তাহাদের ছোরার সাহায্যে খুন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পুলিস তদন্ত করিতেছে।

জমীদারদিগের প্রতি গভর্ণরের উক্তি

যুক্তপ্রদেশের জমীদারসঙ্ঘ গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন, জমীদারদিগের স্বার্থহানি করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের আদেশ অমান্য করিবার জন্য ভীষণ আন্দোলন চলিতেছে। কংগ্রেসের লোক গোপনে প্রজাদিগের নিকট অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগকে এই সকল কু-পরামর্শ দিতেছেন।

সার ম্যালকম হেলি প্রতিনিধিগণকে কহিয়াছেন- সরকার তাঁহাদিগের দুঃখ কষ্ট নিবারণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখন সরকার উদাসীন। আপনারা এখন নিজের দুঃখের পশরা নিজেই বহন করুন।

মহিলা সভায় গান্ধীজী

১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যাকালে গান্ধীজী লণ্ডনে মহিলাদের জাতীয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সমিতি ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা বিধান করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে। মলিকলেজে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে বহু নারী উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজী বক্তৃতায় গত আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন—আমি আশা করি যে যখন ভারতের ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন নিশ্চয়ই লিখিত থাকিবে যে, সংগ্রামের প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতের নারীরা। ভারত ও ইংলণ্ডের এখনও বন্ধুভাবে বাস করিবার সুযোগ আছে। এখনও যদি এই দুই দেশ সম অধিকার ভোগ করতঃ মিলিতভাবে চলে তাহা হইলে তাহাতে শুধু ভারত ও গ্রেট বৃটেন উভয়েই উপকৃত হইবে তাহা নহে, সমস্ত মানব জাতিও ইহাতে উপকৃত হইবে।

বক্তৃতায় ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতার বিপদ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা ভিক্ষু সিলারী খাকে মান্দালয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে ১২৪এ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। মান্দালয়ের দায়রা জজের বিচারে তাঁহার প্রতি ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ব্রহ্ম-গোলটেবিল বৈঠক

সরকার পক্ষের অনুমান অনুযায়ী যদি ২৬শে নভেম্বরের মধ্যে ভারতীয় বৈঠকের কাজ শেষ হইলে ঐ তারিখ হইতে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে ব্রহ্ম গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে।

১৯শে নভেম্বর তারিখে সার স্যামুয়েল হোর ইণ্ডিয়া অফিসে ব্রহ্ম বৈঠকের সকল প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘরোয়া ভাবে বৈঠকের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি লর্ড পীল কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না।

প্রকাশ প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বৈঠক ভারতীয় বৈঠক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে এবং বৈঠকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়া উচিত। সার স্যামুয়েল হোর আশা করেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড উহার উদ্বোধন করিতে পারিবেন।

প্রকাশ, মহিলা প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

মন্ত্রী সভায় ভারতের কথা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ রাজনৈতিক মহলে জোর গুজব যে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মন্ত্রী সভায় ভারতের প্রতি সহানুভূতির যেটুকু আভাস দেখা যাইতেছে তাহা রাজতন্ত্রীদিগের দ্বারা দমিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

Reg No C.1544

টেলি— "শ্রীপ্রভ" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চাঁকার হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩১

সশস্ত্র ডাকাতির হিড়িক

পুস্তিকা প্রকাশে প্রেসওয়ালার বিপত্তি

ব্রহ্ম টেবিল বৈঠক

পাটনায় আততায়ীর গুলিতে জমীদার নিহত

কাশ্মীরে হরতাল

সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ

বারাণসী বোমার মামলা

তিন সহস্র চীনা সৈন্য বিধ্বস্ত

ভীতিপ্রদর্শক পত্র

বিমল দাশগুপ্তের আবেদন

নানা কথা

সশস্ত্র ডাকাতির হিড়িক

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ যে গত ১৬ নভেম্বর রাত্রিকালে ফকিরহাট থানার এলাকাধীনে আড়ুয়া ডাঙ্গার সদত শিকদার গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১২ জন লোক বন্দুক, দা ও লাঠি লইয়া গভীর নিশীথে উক্ত বাটীতে চানা দিয়া নগদে ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় ৪ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে।

এই সম্পর্কে শ্রীযুত হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অনিল ঘোষ ও নরনার আর এক জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ১৭ই নভেম্বর রাত্রিকালে মুগ- … শ্রীযুত রমেশ সান্যালের বাটীতে অনুরূপ আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গগন রুদ্র ও পাটনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

নূতনপদে ডাঃ সেলাক্কি

অগ্রসর সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর হলে বোম্বায়ের মেয়র মিঃ বেনান বেরহামের সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রী-পারসী জাতীয় সমাজ হইতে নূতন পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ডাঃ সেলাক্কিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

যখন মিঃ সেলাক্কিকে পুষ্পমাল্যদ্বারা ভূষিত করা হয় তখন দর্শকগণ চীৎকার করিয়া বলে যে মিঃ সেলাক্কি তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল না এবং তাহারা 'শেম' 'শেম' ও "গান্ধীজী কি জয়" বলিয়া চীৎকার করে। কয়েকজন পুলিস লইয়া একজন সার্জেন্ট হলে প্রবেশ করিয়া গান্ধীটুপীধারী এক ব্যক্তিকে তথা হইতে সরাইয়া দেয়। সভায় তিনজন উদ্যোক্তা উক্ত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর তথায় গণ্ডগোল একটু বন্ধ হইলে, ডাঃ সেলাক্কিকে মাল্যভূষিত করা হয়।

বিমল দাশগুপ্তের আবেদন

মিঃ ভিলিয়ার্সকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবার অভিযোগে বিমল দাশগুপ্ত আলিপুরের বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। মামলার শুনানী হইবার সময় আসামীর পক্ষ হইতে এডভোকেট শ্রীযুত জে, সি বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেন যে আসামীকে লালবাজারে নাকি অত্যন্ত প্রহার করা হয়। আরও প্রকাশ, জনৈক ডেপুটী ইন্স্পেক্টর গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের আফিসে তাহাকে নাকি প্রহার করিয়াছেন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

উক্ত আবেদনের মীমাংসা করিবার জন্য পত্রখানি কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরণ করা হয় অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিতরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, —"উক্ত মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া আগামী ৮ই ডিসেম্বর রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য আবেদন পত্রখানি পুলিস-কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইল।

——

ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠক

প্রকাশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ আগামী ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার ব্রহ্ম গোলটেবিল সম্মেলনের উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করিবেন। কোথায় এই সম্মেলনের বৈঠক বসিবে তাহার কোনও সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে সেণ্ট জেমস প্রাসাদ বা হাউস অব লর্ডস এই দুই স্থানের এক স্থানে উহা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ পার্টি এবং জাতীয় সমিতি … মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড, লর্ড … স্যার স্যামুয়েল হোর, লর্ড আরউইন এবং ব্রহ্মদেশের গভর্ণরের নিকট ব্রহ্ম-বৈঠকে আরও অধিক ভারতবাসীর নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথবংশ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেবাধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

-ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগর্জী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জয়দানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, শ্রীধা[illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

প্রপঞ্চ জয় হয়। ইহা তো নিবেদিত নয় নাই, প্রসাদ তো দূরের কথা।" এতদ্দ্বারা তিনি শিক্ষা দিলেন যে, অভক্তপ্রদত্ত কোন জিনিষই প্রসাদ বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে।

আর একদিন বঙ্গদেশের জনৈক খ্যাত-নামা জমিদার বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভবনে পদধূলি প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আপনার গৃহে গমন করিলে আমার দ্বারা আপনার উৎপাতই বৃদ্ধি হইবে। প্রথমতঃ আপনার ঠাকুরবাড়ীর চর্ব্য-চূষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তথায় আড্ডা করিব। আবার আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তিবশতঃ আপনার সহিত মামলা মোকদ্দমা করিব; এইরূপে অনর্থ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিবে। কাজ কি আমার সেরূপ অনর্থের বশীভূত হইয়া আপনার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করা। আপনি এক কাজ করুন— আপনার বিষয়-সম্পত্তি আপনার কর্ম্মচারীগণকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসুন, আমি আপনাকে ভাল থাকিবার স্থান দিব ও ভিক্ষা করিয়া আপনাকে উত্তম উত্তম প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আপনি সর্ব্বক্ষণ নিশ্চিন্ত-মনে হরিভজন করুন। এইরূপ শুনিয়া ভূম্যধিকারী মহাশয় সাধুসঙ্গে হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবজ্ঞা করিয়া অসৎ-সঙ্গে মহোৎসব করিবার জন্য তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

বাবাজী মহারাজের উক্ত আচরণে এই অমূল্য মহাজনোপদেশাবলী আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়,—

'বহির্ম্মুখ বিষয়ী- বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয় বিষের মহা পীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে বৈষ্ণবের প্রায়'॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব বন্ধ

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৭

আমাদের শ্রীগুরুদেবই পরমহংস বাবাজী মহারাজের একমাত্র কৃপাপাত্র বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। জগতের সর্ব্বত্র নাম-প্রেম প্রচারার্থ বাবাজী মহারাজ তাঁহার সমস্ত করুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদে সঞ্চারিত করিয়াছেন। শ্রীগুরু-দেবের নাম শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীল প্রভুপাদকে অনর্গল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাবাজী মহারাজ কুলিয়ার মুক্তন চড়া হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন দিবার জন্য ঘোর অন্ধকারে একাকী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভা-গমন করিয়াছিলেন। 'কেমন করিয়া এই অন্ধকারে আসিলেন' শ্রীল প্রভুপাদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমার জন্য আজ কয়েকদিন যাবৎ প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে তাই তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিলাম।" প্রভু-ভৃত্যের এই প্রকার নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া পরস্পর পরস্পরের গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন।

একদিন এ অধমকেও তিনি কৃপা পূর্ব্বক দর্শন দান করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মে ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের চরণকমলে আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি দীক্ষাগুরু ও ভজনগুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া আজ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহা-রাজের পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইবার জন্য আজ শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি এবং শ্রীগুরু পরমহংস ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি.—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীগৌরকিশোরচরণে কুরুতানুরাগম্'॥"

আলো, আভাস ও ছায়া

(১)

যেখানে আলো সেখানে ছায়ার অভাব, যেখানে ছায়া সেখানে আলোর অভাব। আলো কমিয়া গেলেই ছায়া সে-স্থান অধিকার করে। আলোর উদয়ে ছায়া কমিয়া বস্তু প্রকাশ করে। আলোর অভাবে বস্তু-সত্তার অভাব সম্ভবেনা কিন্তু বস্তু দৃষ্ট হয় না। অন্ধকার আসিয়া দর্শনকে আবৃত করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণ অনর্থও আসিয়া উপস্থিত হয়।

আলোক সাহায্যে বস্তু দর্শন হয়, অন্ধকার আবরণ এবং অনর্থ ও বিক্ষেপ দূরীভূত হয়। আলো একটী বস্তু, আভাস তাহার দূরবর্ত্তী প্রতিফলন মাত্র। যেখানে আলো বা আভাসের অভাব সেই-খানেই ছায়ার আবির্ভাব। আলো ব্যতীত যে বস্তু বা যাহাতে আলোর প্রতীতি নাই বা যে বস্তুর আলো ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই তাহা অন্ধকার বা ছায়া।

আভাস বলিতে আলো হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে যে উচ্ছলিত একপ্রকার প্রতিচ্ছায় তাহাকেই বুঝায়। আভাসের অধিষ্ঠান আলো ও অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে; কিন্তু আভাস আলোও নহে, অন্ধকারও নহে। আভাস আলোর বাহিরে প্রতীত হয় বটে কিন্তু আলো ব্যতীত তাহার স্বতন্ত্র প্রতীতি নাই। আলোতে আভাস-প্রতীতি বা ছায়া-প্রতীতির অভাব, আবার আভাস ও ছায়া-প্রতীতিতেও আলোক-প্রতীতি নাই। কিন্তু আলোক-প্রতীতি ব্যতীত আভাস ও ছায়া-প্রতীতির স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে না। সুতরাং আভাস ও ছায়া আলো নহে। আবার আলোক বস্তু হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই, সুতরাং আলো আভাস ও ছায়া পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এই তত্ত্বটী উপলব্ধি হইলে অর্থপঞ্চক-বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই অর্থপঞ্চকের বিষয় সাত্বত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। এতন্মধ্যে ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক বস্তু বিশেষ, কাল প্রকৃতির অধীন, তমোগুণাত্মক, পরিচ্ছিন্ন বিকারক দ্রব্য বিশেষ এবং কর্ম্ম পুরুষ-প্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি বাচ্য।

ঈশ্বর ও জীব চিৎ বস্তু, প্রকৃতি ও কাল অচিৎ বস্তু; এই চারটী বস্তু নিত্য হইলেও প্রকৃতি ও কাল পরিবর্ত্তনশীল। জীব, প্রকৃতি ও কাল ইহারা ঈশ্বরাধীন তত্ত্ব, কর্ম্ম অনাদি ও বিনাশী সুতরাং নিত্য নহে।

যাহা অর্থ বা বাস্তব বস্তু নহে কিন্তু বাস্তব বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয় এবং বাস্তব বস্তুর সত্তার যাহার প্রতীতি নাই তাহাই অনর্থ বা মায়া। অর্থ শব্দে প্রয়োজনীয় বস্তুকে বুঝায়।

জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। জীব শ্রীহরির অধীন-তত্ত্ব হইলেও জীবের দ্বারা শ্রীহরির আস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না বা জীবে শ্রীহরির নিজ স্বরূপে (অন্তরঙ্গা শক্তিতে) ভাব-প্রতীতি নাই। তদ্রূপ প্রকৃতি (বহিরঙ্গা শক্তি) শ্রীহরির আশ্রিত হইলেও শ্রীহরির বন্ধনকর্ত্রী নহে। আবার কর্ম্ম তাঁহার অধীন হইলেও তিনি কর্ম্মফলাধীন নহেন এবং কাল তাঁহাতে অবস্থিত হইলেও কাল হইতে তাঁহার কোন পরিণাম বা বিকার লাভ ঘটে না; সুতরাং পরমেশ্বরে এই সমস্তের অধিষ্ঠান থাকিলেও তাঁহার নিজস্বরূপে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তিতে তাহাদের অবস্থান নাই। তিনি উহাদের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র।

(ক্রমশঃ)

'ভাগবত' পত্র প্রতি মাসে ২ বার অর্থাৎ অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইবেন এই পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা এক আনা। বিশেষ মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের সহিত এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

'ভাগবত'

হিন্দি পারমার্থিক পত্র

অখিল-উন্নতোজ্জ্বলরসনিধি শ্রীভগ-বানের চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা ভগবত্তাতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান। দ্রষ্টার অধিকার ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে শ্রীভগবানের নির্বিশেষ, আংশিক এবং পূর্ণতম সচ্চিদানন্দময়রূপ দর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে।

নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের কথা অমল প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেই পরিপূর্ণরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই ভাগবতী বাণী সর্ব্বপ্রথম বদরিকা-শ্রমে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস তদীয় পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই বিশুদ্ধ বাণী শুকরতলে পরম ভাগবত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীসূত গোস্বামী-প্রমুখ বহু মনীষী, যতি এবং তপস্বীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী-কালে শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু এই অবিমিশ্র কীর্ত্তিগাথা নৈমিষক্ষেত্রে শৌনকাদি ষষ্টী সহস্র ঋষিগণ-সমীপে কীর্ত্তন করেন। কালপ্রভাবে সেই বিশুদ্ধ বাণী অজ্ঞজ্ঞানদৃপ্ত লোক-সমাজে বিকৃতরূপে আলোচিত হওয়ায় সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং প্রকটিত হইয়া স্বীয় জীবনে আচরণ দ্বারা উহা পুনরায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সমগ্র গৌড়দেশে বিভিন্ন ভাষায় উক্ত ভাগবতী বাণী কীর্ত্তিত হইয়া জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

গত ২২শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৯ই নভেম্বর (১৯৩১) ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে ভাগবত-কীর্ত্তনক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের মুখপত্র-স্বরূপে 'ভাগবত' নামক একটী হিন্দি পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র প্রকটিত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে এই পত্রের সম্পাদন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই এই পত্রখানি সত্যানুসন্ধিৎসু সমাজে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইতেছে।

উক্ত পত্রের প্রথম সংখ্যা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভুর অর্থানুকূল্যে এই পত্র প্রকাশিত হইয়া জীবের পরম মঙ্গল সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন।

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্তবব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন. তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তিন সহস্র চীনা সৈন্য বিধ্বস্ত

মস্কো হইতে প্রকাশ যে ২০শে নভেম্বর চার্দিন হইতে একশত মাইল উত্তরে অবস্থিত হুকোন নামক স্থানে জেনারেল মালান সাহেব নেতৃত্বে প্রায় ৩ সহস্র চীনা সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। জাপানের বিমান বাহিনী এক সৈন্যশ্রেণীর উপর বোমা ফেলিয়া চীনা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। চীনা বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

১৯শে নভেম্বর সাংহাই হইতে প্রকাশ যে চৈনিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল চিয়াং কাই-শেক অবিলম্বে মাঞ্চুরিয়া যাত্রা করিবেন, এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায় একটা প্রবল আক্রমণের সম্ভাবনা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

প্রকাশ, জাপান এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, চীনের সহিত নূতন সন্ধির ব্যবস্থা না হইলে তাহারা মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিবে না। আরও জানাইয়াছে যে, নূতন সন্ধিগুলিতে বর্তমান সন্ধিগুলি ও জাপানের মূল ৫টি বিষয় পালিত হওয়া উচিত।

বারাণসী বোমার মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীযুক্ত বিমল রায় ও শ্রীমতী সুশীলা দাসী

সহ রে অভিযুক্ত হইয়া বারাণসীর দায়রা জজের বিচারে প্রত্যেকে যাবজ্জীবন (১৪ বৎ) দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে ও অস্ত্র আইনের বিধান ভঙ্গ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল দাখিল করা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে বারাণসীর সেন্ট্রাল জেলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে "সি" শ্রেণীর বন্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করা

কমলা দেবীর অভিভাষণ

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ যে গত ১৮ই নভেম্বর আলোকে তিলক ময়দানে শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সভা নেতৃত্বে এক বিপুল মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। পাঁচ সহস্রেরও অধিক মহিলা সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা কমলা দেবী তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে হিন্দুস্থানী সেবাদলের মহিলা বিভাগে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। তিনি মহিলাদিগকে শান্তিপূর্ণ

প্রয়োজনীয়তা ও পর্দাপ্রথা উচ্ছেদের কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পর্দাপ্রথাই ভারতের উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, সরকারও জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারতের নারীরা পুরুষের সঙ্গে একত্রে কার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার এই আবেদন যে মহিলাগণের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। অতঃপর তিনি শ্রোতৃবর্গের নিকট শ্রীমতী সোফিয়া সোমজীর পরিচয় প্রদান করেন। তিনিও সম্মিলনে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্তা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী ও শ্রীযুক্তা রামশুক দেবীর বক্তৃতার পর সম্মিলনের কার্য্য শেষ

পাটনায় আততায়ীর গুলিতে জমাদার নিহত

সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে বেটীয়া দুর্গের ভূতপূর্ব জমাদার পিয়ার খাঁ আকবর পুরে তাহার বাটীতে যখন নিদ্রা

চিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। পিয়ার খাঁ যে ঘরে নিদ্রিত ছিল, সেই ঘরের দিক হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বাটীর অন্যান্য লোকজন ক্ষিপ্রগতিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে গুরুতররূপে আহত দেখিতে পায়। ইত্যবসরে আততায়ীরা পলায়ন করে। পিয়ার খাঁ আহত হইবার একঘণ্টা পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃতদেহ পরীক্ষার্থ মোরাদাবাদে শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হয়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

এলাহাবাদে খাজনা বন্ধ

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী এলাহাবাদ জিলায় খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে এবং সেই অনুযায়ী কৃষক দিগকে জানান হইতেছে তাহারা যেন খাজনা দেওয়া স্থগিত রাখে। এই সম্পর্কে কৃষকদিগের মধ্যে নানা উপদেশপূর্ণ বিজ্ঞাপন বিতরণ হইতেছে।

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। তিনি ২৪শে নভেম্বর ফিরিয়া আসিয়া কৃষক-সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

কাশ্মীরে হরতাল

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে মিরোয়ারায় পুলিসের গুলী বর্ষণের ফলে কতিপয় মুসলমান নিহত হইয়াছে। মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া হরতাল ও শোভাযাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হয়। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ দুই জন ব্যতীত আর কেহ মারা যায় নাই। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ জনৈক পুলিস-কর্মচারীকে জনতা ঘেরাও করিয়া তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা জন্মাইতেছিল এবং তাহাকে তাহারা কুঠার দিয়া আঘাত করিতেছিল, ফলে সে গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ মিরোয়ারা তহশীলের চৈনামা গ্রামে ১৮ই নভেম্বর তারিখে এক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায় যে জনৈক দারোগা ও তিন জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া এক মেয়ে চুরি মামলার পরোয়ানা জারী করিতে গেলে তাহাকে আক্রমণ করা হয় এবং সে মস্তকে কুঠারের আঘাত পায়। দারোগা আত্মরক্ষার্থে গুলী করিতে বাধ্য হয়, ফলে দুইজন লোক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদ্বয় হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ অবিলম্বে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়াছেন। আরও তদন্ত করা হইতেছে।

পুণা হিন্দু সভা ও অন্যান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিবাজী মন্দিরে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নিজাম জুনাগড় ও ভোপাল রাজ্যের প্রজাদের অভিযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কমিটীর দাবী করা হইয়াছে।

পুস্তিকা প্রকাশে প্রেস-ওয়ালার বিপত্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে সম্রাট কাগাইউ প্রেসের অধিকারী জে, বি, দেশাই "স্বরাজ সিং ব্যাণ্ড" নামক এক পুস্তিকা ছাপাইবার অপরাধে ১২৪ (ক) ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তিনি দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত পুস্তিকাপ্রণেতা আত্মগোপন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে পুলিস এক ঘোষণা প্রচার করিয়া তাহার গ্রেপ্তার করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

ভীতিপ্রদর্শক পত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মাননীয় আগা খাঁ কয়েকখানি ভীতিপ্রদর্শক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে তাঁহার উপর ব্যক্তিগত অত্যাচার করার ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার রক্ষার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে একজন গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি যতদিন লণ্ডনে অবস্থান করিবেন ততদিন এই সতর্কতার ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকায় প্রবেশ করিলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকা জিলায় ১৪৪ ধারায় নোটিশ জারি করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বসু ঐ নোটিশ অগ্রাহ্য করায় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারামতে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন।

২৩শে নভেম্বর তারিখে এই অভিযোগের শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল কিন্তু

করিয়া

ছেন। শ্রীযুত বসুর পক্ষের উকিল শ্রীযুত যোগেশ গুহ ঠাকুরতাকে সরকার এই সংবাদ জানাইয়াছেন। পরিশেষে এই দাঁড়াইল যে, শ্রীযুত বসু ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৮ ধারামতে বেকসুর খালাস পাইলেন।

বৃটেনের পাওনা দেনার হিসাব

বিলাতের অর্থসচিব মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ২০শে নভেম্বর পার্লামেন্ট সভায় প্রচার করিয়াছেন যে, মার্কিনের যুক্তরাজ্যকে গ্রেট বৃটেন এযাবৎকাল পর্য্যন্ত সমর ঋণ বাবদ ৩২ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন। মিত্ররাজ্যগুলির নিকট হইতে গ্রেট বৃটেন প্রদত্ত ঋণের বাবদ ৭ কোটি ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন।

পোঃ— [illegible]
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৩৮, ২৫শে নভেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

[illegible] হইতে প্রকাশ যে, গান্ধীজী [illegible] ১২ই ডিসেম্বর ভেনিস হইতে [illegible] নামক জাহাজে ভারতে যাত্রা [illegible]। তিনি ইংলণ্ড হইতে স্থলপথে [illegible] গমন করিবেন। পথিমধ্যে [illegible] তিনি সুপ্রসিদ্ধ মনীষী রোমা [illegible] সাক্ষাৎ করিবেন।

ইনস্পেক্টার প্রহারের জের

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, কোতো- [illegible] ইনস্পেক্টার শ্রীযুত ব্রজবিহারী [illegible] পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেই [illegible] তাকে মারপিট করিবার অপরাধে [illegible] দাস ও শ্রীযুত আর, রায় [illegible]। গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে [illegible] এন রায় উক্ত মামলার রায় [illegible]। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে [illegible] করিয়া তাঁহাদের প্রত্যে- [illegible] সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ [illegible] আদেশ দেন। প্রকাশ, এই [illegible] বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে।

বৈঠক ভাঙ্গিবার প্রস্তাব

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ যে, পালং [illegible] অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে প্রায় [illegible] জন লোক সেদিন বালুচরার রাধা- [illegible] পালের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ৩২৫ [illegible] মূল্যের নোট লইয়া গিয়াছে।

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

ইনস্পেক্টার প্রহারের জের

বৈঠক ভাঙ্গিবার প্রস্তাব

বিভিন্নস্থানে চুরি ও ডাকাতি

চীন-জাপান সমস্যা

ভারত হইতে ১১ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানী

দ্বিমুণ্ড গোবৎস

বিহার গভর্ণরকে বিদায় অভিনন্দন

জাহাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

যুক্তপ্রদেশে খাজনা হ্রাস

দুঃসাহসিক ডাকাতি

প্রায় দশ জন যুবক একটি রিভলভার সহ ধানকুড়ার রাধামাধব পালের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং মূল্যবান যাহা কিছু পায়, সমস্তই লইয়া পলায়ন করে।

কামারহাটিতে ডাক লুঠ হইয়া গিয়াছে। গত ১৬ই নবেম্বর ডাক হরকরা যখন আড়িকাঠি হইতে পালং আসিতেছিল তখন কতিপয় অজ্ঞাত লোক তাহার নিকট হইতে ডাকের ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়াছে।

শাহাপুর ডাক লুঠ সম্পর্কে সাজিয়াড়ার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও শোভনার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস এবং আর দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল দাসকে পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিমুণ্ড গোবৎস

বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে এক জনের একটি গাভী মারা যায়। মৃত গাভীটিকে ফেলিয়া আসিবার পর কশাই আসিয়া তাহাকে কাটিতে আরম্ভ করে। কাটিবার সময় দেখিতে পায় গাভীটির পেটের ভিতর একটা বাছুর রহিয়াছে। বাছুরটির একই স্কন্ধে দুইটি পরিপক্ক মস্তক দেখা গিয়াছে। বাছুরটী অবশ্য অধিকক্ষণ বাঁচে নাই। দেশের লোক রাক্ষস ভাবিয়া দ্বিমুণ্ড বাছুরটিকে গোর দিয়াছে।

চীন-জাপান সমস্যা

মাঞ্চুরিয়া সমস্যার একটা চলতি রকম সমাধান সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘ যে আশা করিতেছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসে জাতি সঙ্ঘের আলোচনায় জাপানের যে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত আছেন তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, মাঞ্চুরিয়াতে জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক কমিশন প্রেরণের পূর্ব্বে যুদ্ধের একটা সাময়িক সন্ধির যে সর্ত্ত লীগ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে যেন তাঁহারা সম্মত না হন। ইতোমধ্যে চানের মনোভাব একরূপ রণোন্মত্ত বলিলেই চলে। জাতীয় কুয়োমিণ্টাং কংগ্রেস এই দাবী করিয়াছেন যে, জেনারল চিয়াংকাইসেক জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত রাজ্য যেন পুনরধিকার করিয়া লন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

৩০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার } ২২০তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২১শে কার্ত্তিক তারিখে ঢাকা নবাব দিগ বাজারবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু সুপ্রসন্নমোহন রায় মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সুপ্রসন্ন বাবুর দেবালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠকালে তথায় বহু সজ্জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। জড় রসে আসক্ত থাকাকালে, দেহ ইন্দ্রিয়ের ভোগ-লিপ্সা থাকা পর্য্যন্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ভাগবত-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভারবাহী গর্দ্দভ যেরূপ পৃষ্ঠদেশে চিনির বস্তা বহন করিয়াও চিনির সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ শাস্ত্র-ভারবাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী ভাগবত-ব্যবসায়ি-গণও প্রত্যহ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াও ভাগবত রস আস্বাদনে চিরদিন বঞ্চিত থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদনার্থ জাতি বর্ণাতীত পারমহংস্য জ্ঞান আবশ্যক। হংসই নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করিতে সমর্থ—বিষ্ঠাভোজী কাকের সাধ্যাতীত।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আত্মভোগোপকরণরূপ অর্থার্জ্জনের পন্থা বিশেষ নহে। ইহা ভোগত্যাগহীন নৈষ্কর্ম্ম সন্ন্যাসার্জ্জনেরই একমাত্র পন্থা। নৈষ্কর্ম্যাধিকারে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইবে, কর্ম্মাধিকারে নহে। পরমহংসপ্রবর শ্রীশুকদেব গোস্বামী আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্যাস-সান্নিধ্যে বহু কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী ছিলেন, কিন্তু কেহই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকারী ছিলেন না।

ভক্তির অর্থ—জ্ঞান কর্ম্মাদি অন্যাভি-লাষিতাশূন্য হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন। ইহাতে দালালির, কমিশনের বা বিনিময়ের স্থান নাই। তাই বণিগ্-বৃত্তিতে ভাগবতে অধিকার হয় না। নীলকণ্ঠ অপেক্ষা আর কেহ বিষপানে অধিকারী নহে। আপ্রলাভত পারমহংস্য ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ভক্ত ব্যতীত কেহই রাসাদি আলোচনার অধিকারী নহে।

সাধনের ক্রম আছে। সশ্রদ্ধ নাম শ্রবণে রূপের স্ফূরণ হয়, রূপের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি ও তাহার পর লীলায় অধিকার। সাধনের ক্রম ভঙ্গকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণেতর বিষয় বাসনা থাকা কালে লীলা-কীর্ত্তনাদি হইতে দূরে অবস্থানই বিহিত। হৃদয়-দর্পণ হইতে মল দূর করিতে পারেন একমাত্র নাম প্রভু। রাসে আমাদের বর্ত্তমানে অধিকার নাই, কিন্তু রাসই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কাম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। প্রেমেই ভগবান্ বশ, ভোগ বা মুক্তিবাঞ্ছায় নহে।

ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বড়, কারণ তাঁহার হৃদয়ই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত ব্রহ্ম-বস্তুকে ধারণ করেন।

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ কিন্তু ভক্তের আরাধনা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শুদ্ধভক্ত বিদ্ধাভক্তি, জ্ঞানকর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি এবং অভক্তির নিরাস করেন। ব্যবসাদার পাঠক শুদ্ধভক্ত নহেন পরন্তু ভক্ত-পারপন্থী।

গত ২২শে কার্ত্তিক তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল প্রচারের পৌরাণিক বিবরণ, বৈষ্ণবদিগের এই গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধার কারণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনির গলে কেন মৃত সর্প স্থাপন করিলেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে। বৈষ্ণব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষগ্রস্ত নহেন। শ্রীভগবান্ এবং তদাশ্রয় বুদ্ধ মায়িক গুণের বশীভূত হন না। তবে তাঁহার এইরূপ অপরাধময় কার্য্যের অভিনয় কি জন্য? ইহার উত্তর এই যে ভগবদ্ভক্তগণ মায়াবদ্ধ জীবের শিক্ষার জন্য যে আচরণ গ্রহণ করেন উহা সাধারণের চক্ষে বদ্ধজীবের আচরণের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা জগদ্বাসীর সমক্ষে তাহাদের স্থায়ী মঙ্গলের আদর্শ-স্তম্ভ সকল সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া যান। ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনের মোহের অভিনয় হইতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র উদ্ভব হইয়াছে এবং শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজের মোহের অভিনয় হইতে অমল-পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র আবির্ভাব।

প্রেমিকই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনের অধিকারী। সংসারী জনের যজনপ্রীতিই নাই কৃষ্ণপ্রেম ত' দূরের কথা। তথাকথিত সজ্জন কর্ত্তৃক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলেই সংসারীর প্রীতিহীন স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়।

বৈষ্ণব সর্ব্বগুণের আধার। তাঁহাদের আবির্ভাব জগতের মঙ্গল সাধনার্থই হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কটকপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) মঙ্গলবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাঁহার পরলোকগতা জননীর আত্মার তৃপ্ত্যর্থ একাদশাহে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে বিষ্ণুনৈবেদ্যদ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভোজন এবং সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ১৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, মূলানুগত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিশিষ্ট। ... উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ —বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার গ্রন্থনাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়— প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম — শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এত উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জাহাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বারমুডা নামক ২০ হাজার টন বাহী জাহাজে পাঁচ মাসের মধ্যে এইবার লইয়া দুইবার আগুন লাগিল।

এই জাহাজ [illegible] জন যাত্রী ও [illegible] জন [illegible] ছিল। [illegible] বর্তমান [illegible] নিকটে আগুন [illegible] আগুন নিবাইবার জন্য [illegible] চেষ্টা করা সত্বেও আগুন ক্রমশঃ [illegible] লাগিল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ [illegible] রক্ষা করিবার মানসে জাহাজ [illegible] ডুবাইয়া দেন। আগুন দ্বারা [illegible] ও উপরের অংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পরিশেষে বারমুডাকে জল হইতে তুলিয়া [illegible] লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঐ স্থানে জাহাজখানি মেরামত হইবে।

বারমুডা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম চমৎকার জাহাজ। গত জুন মাসে এই হ্যামিল্টন জেটীতে [illegible] একবার আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল।

গত ১৯২৭ অব্দে ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে এই জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় বাদী-পক্ষীয় সওয়াল জবাব আরম্ভ হয়। বাদীপক্ষীয় উকীল রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] এবং লোকনাথ [illegible] আসামী-গণের মধ্যে যে [illegible] সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে [illegible] পুলিশ ও অস্ত্র [illegible] আক্রমণ [illegible] ১৮ই এপ্রিল [illegible] ষ্টেশনের নিকটে টেলিগ্রাফের [illegible] এবং ২২শে এপ্রিল [illegible] জালালাবাদ পাহাড়ে আক্রমণকারীদের সহিত পুলিশ সংঘর্ষ এই সমস্ত [illegible] কথাই সপ্রমাণিত হইয়াছে। জালালাবাদের সংঘর্ষের [illegible] জন লোক মারা পড়িয়াছে [illegible] যায়। তাহাদের সকলেই [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] পূর্ব্বে উহারা ঐ সকল [illegible] প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল।

বিহার গভর্ণরকে বিদায় অভিনন্দন

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ যে, রায় বাহাদুর [illegible] সাহেব বিহার গভর্ণর স্যার হিউ ষ্টিফেনসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে জলযোগ বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, তাঁহার বিদায়কালীন এইরূপ বৈঠকের [illegible] তাঁহার বর্ত্তমান [illegible] অভিনন্দন জানাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহারা সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে তাঁহার বিদায় লইবার এখনও চারি মাস [illegible] বিগত [illegible] বৎসর [illegible] সহযোগিতার তুলনায় তাহা অত্যন্ত অল্প। তিনি বলেন, ঐ অল্প সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া জনসাধারণের কার্য্যে অতিবাহিত করিবেন। যখন তিনি বিহারে আগমন করেন তখন হইতে বিহারের অনেক উন্নতি হইয়াছে [illegible] অন্যান্য [illegible] আর্থিক [illegible] তাহা অস্বীকার করিবে না। [illegible] এই প্রদেশের দারিদ্র্যের অভিযোগ করে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা স্বচ্ছল। বিহার এখনও সম্পূর্ণরূপে কৃষি-[illegible] অধিবাসীদের [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এখানের জমিদার-[illegible] ও প্রজার মধ্যে [illegible] আছে। [illegible] অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে [illegible] বাঞ্ছনীয়।

ভারত হইতে ১১ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হ্রাস [illegible] কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে [illegible] প্রথমে সোনার বাজার [illegible] অঞ্চল হইতে [illegible] আসিয়া পৌঁছে।

[illegible] চলিতেছে। [illegible] নামক জাহাজে ১ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা পাঠান হইতেছে। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে আরও সোনার চালান সম্ভব। এবার লইয়া গত ২ মাসে প্রায় ১১ কোটি টাকার সোনা রপ্তানী করা হইল।

মালব্যজীর গৃহে সভা

স্বরুপন্থীদলের কয়জন প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রীর নিকট গমন করায় গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

কতিপয় বিশিষ্ট প্রতিনিধি মালব্যজীর কক্ষে সম্মিলিত হইয়া আবার সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রীকে লিখিবেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং পাঞ্জাবে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের ও বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রেরণের যে নিয়ম আছে, তাহাই চলুক। পরে বিভিন্ন প্রতিনিধির নাম সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের সদলবলে সিংহল যাত্রা

ছুটি উপলক্ষে মিঃ লয়েড জর্জ্জ সদল-বলে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য তাঁহার বহু বন্ধু বান্ধব ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে সমবেত হয়। মিঃ লয়েড জর্জ্জ চার্চ্চষ্ট তদীয় ভবন হইতে মোটরযোগে ফোকষ্টোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একজন ডাক্তার ছিলেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জের পত্নী ডেম মার্গারেট প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি সুস্থ শরীরে সিংহলে যাইতেছেন এবং আশা করেন যে, বেশ সুস্থ শরীরে অচিরে সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যুক্তপ্রদেশে খাজনা হ্রাস

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে যুক্ত-প্রদেশের খাজনার হার বুঝি আরও কমিল। যুক্তপ্রাদেশিক সরকার নাকি খাজনার হার আরও হ্রাস করা যায় কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এলাহাবাদ জেলার অধিবাসীবর্গের দখলীকার দলিল দস্তাবেজ পুনরায় তদন্ত করা হইতেছে। নবনিযুক্ত কলেক্টর মিঃ [illegible] নাকি স্বয়ং খাতাপত্র পরীক্ষা করিবেন। খাতাপত্র দেখিবার জন্য এলাহাবাদ জেলার যাবতীয় মহকুমা তিনি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন।

গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলি যত দিন এলাহাবাদে ছিলেন, তত দিন ডিষ্ট্রীক্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কংগ্রেসের আন্দোলন বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইবে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

বালুরঘাট হইতে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতি ও নরহত্যার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন লোক উদেল গ্রামের কাগায় নামক এক ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে হত্যা করে এবং অন্যান্য লোকজনকে আহত করিয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় সার্কেল ইনস্পেক্টার কয়েকজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া মোটরযোগে ঘটনাস্থলে উপনীত হন এবং ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ এখনও ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

শ্রীযুত বসুর বক্তৃতা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতায় যাইবার পথে জামালপুরে ময়মনসিং কয়েক ঘণ্টার জন্য অবতরণ করেন। সহরে বহু পুরুষ ও মহিলা তাঁহাকে সিংহজানী বেল ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

কংগ্রেস ময়দানে এক বিরাট সভায় শ্রীযুত বসু বর্ত্তমান অবস্থা ও জাতীয় সংগ্রামের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এবং হিজলী ও চট্টগ্রাম অত্যাচারের প্রতিকারের আবশ্যকতার প্রতি বিশেষ জোর দিয়া প্রায় এক ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করেন।

পরে রাত্রির ট্রেণে তিনি কলিকাতা-ভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থানে চুরি ও ডাকাতি

সংবাদে প্রকাশ যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গোড়ার কথা যে নির্ব্বাচন সেই সম্পর্কেই ভারতীয়েরা নিজেদের মধ্যে একটা মতের মিল যখন করিতে পারল না তখন স্বায়ত্ত শাসন বাস্তবে পরিণত করা অবাস্তব', ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং বৈঠকের আর সার্থকতা কোথায়, উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়াই এখন সমীচীন। সম্প্রতি অন্যান্য ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী যেরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন ভারতীয় ব্যাপারে তাহার অভাব দেখা যাইতেছে।

বিশেষ মন্তব্য

আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় শ্রীনদীয়া প্রকাশ ঐ দিবস প্রকাশিত হইবেন না।

Reg No C.1544

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷০
সাপ্তাহিক [illegible]
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

ডাকব্যয় সহ
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড,] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩১

বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশন

পুলিস ও বিদ্রোহীতে লড়াই

বহু বিবাহের বিড়ম্বনা

বিলাতের মন্ত্রিসভায় ভারত-কথা

বৈঠক বন্ধের আন্দোলন

প্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার ভারার্পণ

নেতাদের আলোচনা

জরিমানার বদলে কারাদণ্ড গ্রহণ

চার্চ্চিলের পুত্র ও গান্ধীজী

লালমাই ষ্টেশনে লাইন পথচ্যুত

নানা কথা

বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ বর্ত্তমানে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশন ২৮শে ও ৩০শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর বসিবে। ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বিবৃতি প্রদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পুলিস ও বিদ্রোহীতে লড়াই

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, পেগু জিলায় সামরিক পুলিস-বাহিনীর সহিত একদল বিদ্রোহীর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। গত ২০শে নভেম্বর তারিখে সামরিক পুলিস সকালে একটী নদীর ধারে একদল বিদ্রোহীকে দেখিতে পায়। বিদ্রোহী-[illegible]০ জন লোক ছিল। পুলিসের [illegible] ফলে বিদ্রোহীদের নেতা তখনই নিহত হয়। আরও কয়েকজন বিদ্রোহী আহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের [illegible]টি বন্দুক, ১১২টি কারতুজ ও ইলেকট্রিক তার সংযুক্ত এক বাক্স বারুদ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে।

উভয় পক্ষে সংগ্রামের ফলে পুলিসের গুলীতে দুর্ভাগ্যক্রমে একজন নারী নিহত হইয়াছে। এই নারী ঐ সময়ে বিদ্রোহী-দের ছাউনীতে খাদ্য প্রস্তুত করিতে-ছিল।

বহু বিবাহের বিড়ম্বনা

খিদিরপুরের কৃষ্ণহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ছয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমানে কেবলমাত্র শেষ পক্ষ লইয়া ঘর করিতে-ছিলেন। প্রকাশ তাঁহার চার স্ত্রী বর্ত্তমান। আলীপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট হৈমবতী দেবী নাম্নী স্ত্রীর আবেদনক্রমে হৈমবতী ও তাঁহার নাবালিকা কন্যার ভরণ পোষণের ব্যয় মাসিক ৭০৲ টাকা হারে দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণহরিকে আদেশ করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে কৃষ্ণহরি আলীপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক পাল্টা আবেদন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণ-হরির আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বৈঠক বন্ধের আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক খুব শীঘ্র বন্ধ করিয়া দিবার জন্য "ডেলি মেল" যে আন্দোলন চালাইতেছেন সেই সম্পর্কে উক্ত পত্র কতিপয় বিশিষ্ট রক্ষণশীলের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন লর্ড ব্রেন্টফোর্ড, লর্ড মেষ্টন, লর্ড সিডেনহাম, স্যার মাইকেল ওডোয়ার ও স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক। ইহারা অন্যান্য কথার সহিত বলিয়াছেন:

আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক সরকার ভারতে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যে ব্রতী হউন।

লালমাই ষ্টেশনে ট্রেণ পথচ্যুত

গত ২২শে নভেম্বর সকাল ৫-৩২ মিনিটের সময় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের লালমাই ষ্টেশনে ৭নং আপ মিক্সড ট্রেণের ইঞ্জিন ২ খানি মালগাড়ী সমেত পথচ্যুত হয় ও পড়িয়া যায়। ফলে লাইনের অনিষ্ট হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় কেহ আহত হয় নাই।

গুরুদ্বার দখলের চেষ্টা

চতুর্থ শিখ জাঠাদলের সদস্যগণ গত ২১শে অক্টোবর তারিখে ঢাকা গুরুদ্বার দখল করিবার অভিপ্রায়ে গিয়ানী শের সিং নামক জনৈক অন্ধ শিখ নেতার তত্ত্বাবধানে অমৃতসর ত্যাগ করে। তাহাদের প্রত্যেককে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ৩ জন আকালী ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়, অবশিষ্ট ৮৪ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

ভৃত্যের বঞ্চনা

দেবী-ধামের অধিবাসী আমরা বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া কেবলমাত্র কাল্পনিক [illegible] লইয়াই ব্যস্ত। এই দোলায়মান অনিত্য পদার্থ রাজ্যে আমাদের যে কি অসুবিধা ঘটিতেছে তাহার সন্ধান লইবার জন্য আদৌ চেষ্টা করি না, কারণ তাহাতে যে আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবহারিক জগতে প্রভু ও ভৃত্য লইয়া যে সম্বন্ধ তাহাতে ভৃত্যের কোন প্রকার প্রবঞ্চনার কার্য্য প্রকাশ পাইলে, সে দণ্ডিত হয় কিম্বা দণ্ডদ্বারা সংশোধিত না হইলে অবশেষে তাহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। এখানে এইরূপ ব্যাপার প্রাত্যহিক আমাদের নয়নগোচর হইলেও, পরমার্থ জগতে যে ঐরূপ একটা ব্যাপার নিত্যকাল চলিয়া আসিতেছে তাহা সাধুসঙ্গের অভাবে আমাদের কোনদিন জানিবার সুযোগ হয় না।

পরমার্থ জগতে পরমাত্মাই জীবের নিত্য প্রভু, আবার জীবাত্মাই তদধীন মন ও দেহের প্রভু। মন ও দেহ জীবাত্মার ভৃত্য বিশেষ। আমরা এই সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করি বটে, কিন্তু আমাদের আত্মা সেই সুখ দুঃখ ভোগের মালিক নহেন। সুখ দুঃখ ভোগের ভূমিকা স্থূল দেহ ও মন। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ যাঁহার অর্থাৎ সেই দেহীর কোন সুখ দুঃখ ভোগ নাই। জাগতিক সুখ দুঃখ বহির্মুখতা প্রযুক্ত এবং হরিবিমুখ জনগণই মায়ার দণ্ডনীয়। জীব হরিবিমুখ হইলেই সুপ্তাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ প্রকার সুপ্তাবস্থায় জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয় সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

মন প্রভু আত্মার বশ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বৈরাচারী হইয়া জাগতিক বিষয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলে নিজ প্রভুকে বঞ্চনা করিবার [illegible] উদ্যত হয়। মনের যখন এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তখন সে মায়িক রজস্তমোগুণ তাড়িত হইয়া নিজ প্রভুর মঙ্গল সংগ্রহ করিবার জন্য শিথিলচেষ্ট হয়। এইরূপ মনরূপ ভৃত্যের অপকর্ম্মের ফলে প্রভু জীবাত্মা নিজ স্বার্থ বঞ্চিত হইয়া স্বরূপভ্রষ্ট হন এবং বদ্ধাবস্থায় কালাতিপাত করেন।

বিকার রাজ্যে অর্থাৎ
ভোগরাজ্যের অধিকার।
মন বিপন্ন হয় এবং স্বগণ [illegible] ভোগের
সুযোগ উপস্থিত হয়। দেহ ও মন সাধু
সঙ্গের ফলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের
[illegible] জীবাত্মার সুপ্ত [illegible]

তখন দেহ ও মন জাগ্রত প্রভুর সুবিধার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। মন দেহের অনুকূলে কার্য্য করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিলে প্রভুকে ফাঁকি দিয়া ঘুম পাড়াইবার যত্ন হয় এবং পারমার্থিক গুরুর উপদিষ্ট হরিসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারিক গুরুর উপদিষ্ট বহির্জগতের বিষয়ভোগকেই বহুমানন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়।

সদ্গুরুর উপদেশে আত্মার বৃত্তি [illegible] হইলে হরিসেবার সূচনা হয় এবং তদবস্থায় মন ও স্থূল দেহ প্রভু আত্মার ইচ্ছার পোষকতা করে। যাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাতিরিক্ত দেহীকে বুঝিতে পারেন অর্থাৎ উপাধিদ্বয় নির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাঁহারা মুক্তাবস্থায় হরিসেবা করিয়া থাকেন। প্রভুর নিদ্রিত [illegible] অধীন ভৃত্যদ্বয় প্রভুর মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত না হইয়া নিজ অপস্বার্থ পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়। উহাদের শাসন না করিলে প্রভুরই [illegible] হইবার সুযোগ ঘটে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের উপদেশই জীবের স্বরূপের উদ্বোধক। তাঁহারা যখন জীবকে [illegible]
মধুর বাণী শ্রবণ করান, তখন দেহ ভীত হয়, কারণ ঐ সমস্ত চেতনবাণী শ্রবণের দ্বারা তাহাদের প্রভু জাগ্রত হইলে তাহাদের আধিপত্য বিনষ্ট হইবে। [illegible] তাহারা ঐ সকল কথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইয়া ভগবদিতর ধর্ম্মার্থকাম ভোগের পরামর্শ লইবার জন্য ব্যবহারিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

সদ্গুরুর চেতনময়ী উপদেশ শ্রবণ করিলে চঞ্চল [illegible] বিক্ষিপ্ত মন নিজের অধিকার বুঝিতে পারে এবং সে প্রভু না হইয়া জীবাত্মার চাকর হইবার চাহে। [illegible] সেবা [illegible] সাধন করা যে ভৃত্যের [illegible] পারে। ঐ প্রকার সম্বন্ধজ্ঞান উপস্থিত হইলে তখন আর প্রভুকে ঘুম পাড়াইয়া অনাত্ম-বস্তু ভোগ করিবার [illegible] লালসা উপস্থিত হয় না।

জীবাত্মার নিত্য কৃত্য ভগবদ্দাস্য বা হরিসেবা। ইহার অপর নাম 'চিদ্বিলাস'। জীবাত্মা স্বরূপে চিদ্বিলাস রত। জীবাত্মার সুপ্তাবস্থায় তুচ্ছ মনই প্রভু। সেই মন সম্প্রতি অচিদ্বিলাসে রত হইয়া জড়-ভোগে প্রমত্ত। সাধুমুখবিগলিত একমাত্র বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণীই জীবাত্মার এই

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

মূঢ় জীব আমরা বৈদিক ও লৌকিক ভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া সুখের জন্য আধিকারিক দেবতা ও দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনের সেবায় এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অসদ্ব্যবহার করিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করিতেছি। সুখলাভের আশায় মায়া-মরীচিকায় আকৃষ্ট হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকেই বরণ করিতেছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইতেছি না; কিন্তু ধামবাসী সাধুগণ আমাদের নিত্যানন্দ প্রদান করিবার জন্য, প্রকৃত সুখের সন্ধান দিবার জন্য, শ্রীধামে নিষ্কপটে শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ে বাস করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ আহ্বান করিতেছেন।

অতএব বুদ্ধিমান জীব সাধুর কথা অবহেলা না করিয়া নিত্য মঙ্গলের জন্য হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদ্বলে বলী হইয়া সকল পরিত্যাগ করিবেন এবং গৌড়দেশে শ্রীধাম মায়াপুরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিবেন।

এই সংসারে যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠতম, তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে; মুক্তব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম তত্ত্ব জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের স্পর্শ [illegible] করিতে সক্ষম। সেইজন্যই ভাগবতগণ জীবের স্বরূপতঃ বৈষ্ণবতার কথাই মনকে উপদেশ দিয়া [illegible] কেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সমস্ত সচ্চিদানন্দময় উপদেশ ত্রিগুণতাড়িত মনোধর্ম্মী জীবের অনুভূতির বিষয় হয় না।

জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগের দ্বারা কোন মঙ্গল হয় না; বিভুচেতন পরমাত্মার অনুশীলন বা সেবাদ্বারাই জীবাত্মার মঙ্গল সাধিত হয়। মন প্রভু আত্মার কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জড়েন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করিলে মনিবকে নিত্য মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। সৌভাগ্যোদয়ে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি কৈতব-নাশের উপদেশ করেন। মন প্রভু-বঞ্চনেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাদের কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া হরিসেবায় উপযোগী হইলে এবং আত্মশাসন মান্য করিলে, জীবাত্মা নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই শ্রীচৈতন্যবাণী অনুশীলন পূর্ব্বক সেবাপর নিত্যকৃষ্ণদাস্য বৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

শাস্ত্রবাক্যানুসারে 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' শ্লোকাবলম্বনে 'উৎসাহ-বিশিষ্ট ও দৃঢ়-শ্রদ্ধ হ'য়ে অসৎসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন করতে হবে।

যাহাতে আমরা উৎসাহহীন না হ'য়ে পড়ি, স্বেচ্ছায় চালিত না হ'য়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্য করতে পারি, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হ'য়ে ষোল আনা ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে যাতে নিজেকে ষোল আনা ভগবানের পাদপদ্মে দিয়ে দিতে পারি তজ্জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র বলেন—

সাধুসঙ্গে হরিকথা এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে যার অন্য [illegible] নাই।

কৃষ্ণকৃপাতেই আমাদের স[illegible]ন নিবৃত্তি হয়। সেই কৃষ্ণকৃপা [illegible]ব-সেবাফলে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিলে ও সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে তদানুগত্যে তাঁদের সেবা করলেই আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হয় এবং অন্যাভিলাষশূন্য হ'য়ে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করবার যোগ্যতা লাভ ক'রতে পারি।

যাহা কস্মিনকালেও অবগত হইতে পারে না। কারণ এই অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব—জড় জ্ঞানাতীত চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধির বিষয়।

বেদ যাঁহার কোটী অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না, যোগিগণও যাহা অবগত হইতে পারেন না, লক্ষ্মী শিব, ব্রহ্মা, শুকদেব, অর্জ্জুন ও উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই অথবা অন্যের কি কথা, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর হয় নাই সেই অদ্ভুত গোদ্রুমধামের স্বরূপ একমাত্র রাধাচরণ-যুগল আশ্রয়ে দর্শন করিবার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ আকাঙ্ক্ষা করেন।

আমার ইন্দ্রিয়গণকে আ[illegible]ন্মাত্রও স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। আমাতে একটী মাত্র গুণও বিদ্যমান নাই। অথচ দোষসমূহ সর্ব্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে। আমি কোথায় যাইব! কি করিব! অহো! অনন্যগতি আমি, হে নবদ্বীপচন্দ্র আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ বসতি বিতরণ করুন।

আমার [illegible] প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক, যশোরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, আমার আচরিত সৎ ধর্ম্মসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হউক, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় প্রতিকারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক, তথাপি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়। ইহাই ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রার্থনা।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

ভক্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ গ্রন্থ ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ও ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; গ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible] বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ [illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ — বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible]ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঊষাশ্রম

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৷০ আনা, প্যাকেট ।৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এম, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ গায়ক প্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুললিত কবিতাগুচ্ছের সরস মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতার লব সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নেতাদের আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সপ্তাহের ক্রম ও রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন কমিটীর সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধে আলোচনা হইবার জন্ত ১২ জন ... ১৫ মালব্যজীর কক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীজীও ছিলেন। বাঁধন-কষণ সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে, প্রতিনিধিরা সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে মতের আদান-প্রদান করেন। আগামী সপ্তাহে বাঁধন কষণ সম্বন্ধেই কমিটীতে আলোচনা হইবে।

সভায় এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য আবার আলোচনা আরম্ভ করিলে ভাল হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ আলোচনার পর সভায় এইরূপ স্থির হয় যে, সে সম্বন্ধে আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

বিলাতের মন্ত্রিসভায় ভারত-কথা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ বিলাতের মন্ত্রিসভায় ভারত সম্বন্ধে যে কি আলোচনা হইতেছে তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে না, তবে আলোচনা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা যে না চলিতেছে তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক প্রকার জল্পনা কল্পনা, সত্য সংবাদের অগ্রবর্ত্তীরূপে রটিয়া থাকে। যাহারা অনেক সংবাদ রাখেন তাঁহারা বলিতেছেন যে মন্ত্রিসভার আলোচনায় চার্চ্চিলদলের পক্ষে সার স্যামুয়েল হোর, লর্ড হেলশ্যাম ও মিঃ র‍্যান্সিম্যান অগ্রণী হইয়া পরিচয় দিতেছেন, রক্ষণশীলদের একমাত্র মিঃ বল্ডুইন ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রীই উক্ত দলের পোষকতা করিতেছেন। অদিকে সার হারবার্ট স্যামুয়েল এক দলের পক্ষে গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঐ ঘোষণার সমর্থন করিতেছেন। মিঃ বল্ডুইন এবং শ্রমিক ও উদার নৈতিক দলের মন্ত্রীরা সার হার্বার্টের সাহত মতৈক্য প্রকাশ করিতেছেন।

... মিঃ ব্যান্সিম্যান সাহেব হইয়া ...ছেন। সার জন সাইমন কোন ... প্রকাশ করেন নাই তিনি ... বসিয়া ...

বৈঠক বন্ধ করিবার প্রয়াস

মন্ত্রীসভার গোঁড়া দল বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে গোল টেবিল বৈঠক এখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা চান যে, ... করিয়া ভারত ...

হউক এবং ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হউক।

সার হার্বার্ট স্যামুয়েল উক্ত প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিয়াছেন যে গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঐ ঘোষণার মর্ম্ম হইতে মন্ত্রি-সভা কখনও পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। ... ভারতের অবস্থাকে এই ... করা কখনই সঙ্গত নহে। মিঃ বল্ডুইনও উক্তরূপ উক্তি করিয়াছেন। লর্ড স্যাঙ্কিও বলিয়াছেন যে, ১৯শে তারিখের উক্ত ঘোষণা পরিত্যাগ করা যায় না।

রিভলভার চুরি

নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের লোক তাহার কাজ লোকের উপর দৃষ্টি রাখা এবং লোকটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারায় অস্ত্র আইনের ... ধারায় এই অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে যে, সে একটা রিভলভার চুরি করিয়া উহা তাহার লাইসেন্স নিজ অধিকারে রাখিয়াছে। গত ... দিবার শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন দত্তের এজলাসে এই মামলার শুনানী হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ১২০ বি এবং ১০৯ ধারায় উক্ত মামলার অপর আসামী নিত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। উভয় আসামী আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া ... মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

সরকার পক্ষের বিবরণ এই যে, প্রথম আসামী স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহকারী সাব ইন্স্পেক্টর গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাইয়া বলে যে, সে তাহার সহিত ফেডারেশন ষ্ট্রীট গমন করিবে, কেন না উভয়কেই এ স্থানে চোক দিতে হইবে। চক্রবর্ত্তী পোষাক পরিবর্ত্তন জন্য প্রকোষ্ঠ হইতে ... এবং ভট্টাচার্য্যকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন এই সুযোগে ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রিভলভার চুরি করিয়া পলায়ন করে। পরে আসামী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়।

শ্রীযুত অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত।

পালংএ ডাকাতির ধুম

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, পালং থানার অন্তর্গত দুইটী গ্রাম হইতে ডাকের থলিয়া লুণ্ঠন ও দুইটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বালুচরের শ্রীযুত রাধাচরণ পালের বাটীতে হানা দিয়া প্রায় ১২ জন লোক ৩৫৫ টাকার কারেন্সী নোট লইয়া গিয়াছে।

রিভলভার লইয়া প্রায় ১০ জন যুবক পানকুড়ার রাধামাধব পালের বাড়ীতে হানা দেয় এবং যাহা কিছু মূল্যবান জিনিষ হাতের নিকট পায়, তাহাই লইয়া পলায়ন করেন।

কানাইকাঠীতে যে ডাকের থলিয়া লুঠ হইয়াছে, তাঁহার জন্য কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তি দায়ী আড়িকাঠী হইতে ১৬ই তারিখে ডাকহরকরা যখন পালংএ আসিতেছিল, তখন তাহার নিকট হইতে থলিয়া কাড়িয়া লওয়া হয়।

প্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার ভারার্পণ

গত ২০শে নভেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভার অধিবেশনের পর গোল টেবিল বৈঠকের অবস্থার নূতনত্ব ঘটিয়াছে। প্রকাশ, মন্ত্রিসভা প্রধান মন্ত্রীকে এইরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, বৈঠকের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তিনি যে কোন কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন।

বৈঠকের সাফল্যলাভের পক্ষে ঐরূপ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিবেন, তাহা তিনি প্রবর্ত্তিত ও করিতে পারিবেন—কেবল যখন বড় বড় বিষয়ের সঙ্কল্প করা হইবে, তখন তাহা মন্ত্রিসভাকে জানাইবেন ও সে সম্বন্ধে সভার সহিত পরামর্শ করিবেন।

"ডেলি মেলে" বলিতেছেন, মন্ত্রিসভার অধিবেশনের প্রথম দিকে সার স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে সম্মত

কিন্তু সার স্যামুয়েল বুধবার ভোজসভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা প্রতিনিধিদের মতে বিশেষ আপত্তিজনক। তাঁহার এই বক্তৃতার জন্য সুসমাধান হওয়ার আশা এখনও কম

এ দিকে গান্ধীজী এখনও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, সরকার কাজ করিতে চান না। তাহা হইলেও বৈঠক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অবস্থান করিবেন।

চার্চ্চিলের পুত্র ও গান্ধীজী

মিঃ চার্চ্চিলের পুত্র মিঃ র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিল "হার্ষ্ট প্রেসের" পক্ষ হইতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে

তিনি বলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড রক্ষণশীলদের সন্তুষ্ট করিবার জন্যই অধিক আগ্রহান্বিত; ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তত নহে। যেরূপ, শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবস্থা পরিষদের উপর অর্পিত না হইবে সেরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিবেচনাই করিবেন না। ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় সেরূপ বাঁধন-কষণে সম্মত হইলে, তাহা ভারতের এবং ইংলণ্ডের সম্মান জনক হইবে।

জরিমানার বদলে কারাদণ্ড গ্রহণ

তেজপুর হইতে প্রকাশ, তেজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মহাদেব শাসমল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ৫ শত টাকা জরিমানা প্রদানে অন্যথায় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগে আদিষ্ট হন। ইনি গত ২০শে নভেম্বর কারাবাস দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত লক্ষ্মীধর শাসমল এবং মহিমচন্দ্র সিংহ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারায় দণ্ডিত হন। ইহারাও জরিমানার পরিবর্ত্তে গত ২০শে নভেম্বর কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাদিগকে মোটর গাড়ীতে করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হয়। বহু স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য লোক এক শোভা যাত্রায় সম্মিলিত হইয়া জেলের দ্বার পর্য্যন্ত উঁহাদের অনুগমন করেন।

জঙ্গলে মৃতদেহ

লাহোরস্থ বিমান আড্ডার সম্মুখস্থ জঙ্গলে গত ৭ই অগ্রহায়ণ একটী হিন্দু স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার দেহ বন্দুকের গুলীতে ক্ষতবিক্ষত এই সংবাদ পাইয়া পুলিস তথায় গমন করে। শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায়, প্রকাশ, গুলীর আঘাতে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ হইতে ছয়টী গুলী বাহির করা হইয়াছে। মৃত স্ত্রীলোকের পরিধানে খদ্দর শাড়ী ও শার্ট ছিল ও তাহার গলদেশে ও কপালদেশে নীলবর্ণের দাগ ছিল।

রোমা রোলা ও গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী আগামী ১২ই ডিসেম্বর ভেনিস হইতে 'পিলসনা' জাহাজে ভারতবর্ষ যাত্রা করিবেন। ইংলণ্ড হইতে তিনি স্থলপথে জেনেভা যাইবেন ও তথায় বিখ্যাত সাহিত্যিক রোমা রোলার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

দৈনিক— 'শ্রীগৌড়' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১,
প্রতি কলম ৮,
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৮, ২৮শে নভেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর আগমন ব্যর্থ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গোল টেবিল বৈঠকের সভা আরম্ভ হওয়া অবধি মহামতি সি, এফ, এণ্ডরুজ নাইট্স ব্রীজে বাস করিতেছেন এবং গান্ধীজীর সন্নিকটে রহিয়াছেন। তিনি সত্বর দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট মহামতি এণ্ডরুজ প্রকাশ করিয়াছেন:—

গোল টেবিল বৈঠকের প্রতি বৃটিশ সরকার যে অসম্ভব আচরণের নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহাতে আমি নিতান্ত হতাশ হইয়াছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, পার্লামেণ্ট সভায় রক্ষণশীল দলের প্রাবল্য থাকায় অবস্থা ভাল না হইয়া বরং আরও খারাপ হইবে।

বে-সরকারী তরফ হইতে সপ্তাহের মধ্যে গান্ধীজী নানাস্থান হইতে বিস্তর সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। সরকার নীতি প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব করিতেছেন। তাঁহারা ক্রমাগত আসল কথা এড়াইয়া চলিতেছেন।

আমি চিন্তিত হৃদয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছি। তবে আমি বুঝিয়া গেলাম যে, গান্ধীজী এখনও পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অচিরে তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এমন কোন সম্ভাবনাও নাই।

গান্ধীজীর আগমন ব্যর্থ

প্রতি মিঃ লয়েড জর্জ্জ

গান্ধীজী অসুস্থ

সর্দ্দারজীর নিকট গান্ধীজীর তার

পণ্ডিত জহরলাল

নেতাদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি

আকস্মিক দুর্ঘটনা

প্রধান মন্ত্রী ও আগা খাঁ

চীন ও জাপানে সংগ্রাম

কক্ষরবাগ হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

গান্ধীজীর প্রতি মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, যাঁহারা সকল প্রকার সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মতে মিঃ লয়েড জর্জ্জ গান্ধীজীকে এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, সংখ্যায় অধিক রক্ষণশীল দল বাধা দিবেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রী যে অজুহাত দেখাইয়াছেন, তাহা মিথ্যা; কারণ প্রধান মন্ত্রী যখন টোরী দলের (১৫০ জন) সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ, তখন কমন্স মহাসভায় তিনি যে কোন প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে পারেন।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ গান্ধীজীকে আরও জানাইয়াছেন যে, বৈঠক হইতে তিনি যেন কোন ফললাভের আশা না করেন। তিনি সরকারকে শিক্ষা দিবার একমাত্র পন্থা হিসাবে গান্ধীজীকে ভারতে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন।

য়ুরোপীয় প্রতিনিধিদের সহিত গান্ধীজী ও সার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ ভারতীয় প্রতিনিধিদের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বহুসংখ্যক বাধানকারণের বিষয়ে যে মনোভাব পোষণ করিতেছেন, গান্ধীজী ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সে কথা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রমশিল্পের বিষয় জাতীয়তা বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রকে ভার দিবার বিষয় সার তেজ বাহাদুর এবং শ্রীযুত জয়াকর যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, য়ুরোপীয়ান প্রতিনিধিগণ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও সম্মত হন নাই।

গান্ধীজী অসুস্থ

গান্ধীজীর বিষম ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি খুব ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছেন। তবে আগামী রাষ্ট্রতন্ত্র কমিটি অধিবেশনে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া তিনি আশা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার { ১২২৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ষোড়শ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উদার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ এবং সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত পরম উৎসাহের সহিত অরুণোদয় কীর্ত্তন করেন। ঐ তারিখে দিবারাত্র ব্যাপী কীর্ত্তন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

সহরের ভক্তগণ দলে দলে কীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করেন এবং সন্ধ্যা-কালে শ্রীমঠ জনাকীর্ণ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন হয়। রাত্রি শেষে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তনাদি করিলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ আবদুল্লাপুর, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন।

পাঠকগণ ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী মহোৎসবের বিষয় অবগত আছেন। প্রত্যহ উষায় মঙ্গলারতি অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে নগরে শ্রীনাম প্রচার, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান, অপরাহ্ণে পরিক্রমা, সদাচার শিক্ষা ও ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন এবং প্রদোষে মহাপ্রসাদ সম্মান করা হয়।

গত ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার তারিখে ঢাকা-নগরীস্থ শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এরূপ সমারোহে অন্নকূট উৎসব পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ন্যূনাধিক দুই শত প্রকার উপচার সুসজ্জিত করিয়া শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে স্থাপিত করা হয়।

সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ অন্নকূট উৎসবের আবশ্যকতা এবং 'শ্রীচৈতন্য-দেবের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমঠের প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজীর শ্রীমুখে বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন। এই উৎসব সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য ঢাকা মনোমোহন প্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজ মোহন দে এবং শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র দে, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত এবং ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গত ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ নারায়ণগঞ্জে বক্তৃতা করেন। সহরের শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রায় সকলেই সভায় উপস্থিত হন। এই বিরাট সভায় উপস্থিত সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন এবং গভস্তি নেমি মহারাজকে নারায়ণ-গঞ্জে পুনরায় যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ আট দিন নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। আবদুল্লাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ পাল মহাশয় তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিয়াছেন।

গত ২২শে কার্ত্তিক তারিখের রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ রামায়ণগঞ্জ গিয়াছিলেন।

গত ২২শে কার্ত্তিক সন্ধ্যাকালে ভদ্রমণ্ডলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ও ডিভিসনাল কমি-শনারের পার্সোন্যাল এসিষ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু জহর লাল দাস, বি, এ মহাশয়ের বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তিনি সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই পারমহংস্য জ্ঞান শিক্ষা দেন। অন্য কোন গ্রন্থ হইতে আমরা ইহা লাভ করিতে পারি না। ইহাতে ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্য শিক্ষাই বিহিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অচ্যুত ভাব-বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্যের আদর নাই। ইহাতে ছলের কথা কিছু বলা হয় নাই। ভাগবত-জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বা যোগাদি দ্বারা লভ্য নহে। প্রপন্ন ব্যক্তি সহজেই ইহা লাভ করিতে পারেন। প্রপত্তি অকপট হওয়া আবশ্যক। পরম সত্য প্রপন্ন ব্যক্তির নিকট আত্ম প্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ৫ ১১-৩১ তারিখে ভাগলপুর হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া ৬ ১১-৩১ তারিখ হইতে মঠে ও পরম সমাদরে আহূত হইয়া ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ দ্বারা শিক্ষিত জনসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। স্বামীজীর অপূর্ব্ব নিরপেক্ষ ভাগবত ব্যাখ্যা ঢাকা সহরের সর্ব্বত্র সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভক্তক ও ব্যবসায়ী পাঠকবর্গের অকিঞ্চিৎ-করতা শিক্ষিত সহরবাসী ও সাধারণ জন সমাজ উপলব্ধি করিয়া প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে স্বামিজীকে পাঠের জন্য সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

ভাগবত ধর্ম্মের অধিষ্ঠান কোথায় ?

জগতে বহু প্রকারের ধর্ম্ম প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্রকারগণও মানবের অবস্থা ও অধিকারভেদে বিচার পূর্ব্বক ক্রমপন্থাবলম্বনে বহু প্রকারের ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশ শ্রবণে মায়ামুগ্ধ মানবগণ বিমোহিত হন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। সেইজন্য মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয়ে মহাজনের পথই অবলম্বনীয়।

মহাজনগণ প্রমাণ শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত সার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিয়াছেন। যে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা প্রভৃতি কৈতব-নির্ম্মুক্ত ভাগবত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে নিত্য ও চরম মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য—এই ভাগবত ধর্ম্মের অধিষ্ঠান কোথায় ?

জগতে বহু প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও উহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য ধর্ম্ম এক বই দুই নহে বা হইতে পারে না। কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তকে আশ্রয় করায় উহা বহু প্রকারের হইতে পারে। নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে মোটামুটী দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—দৈহিক ও মানসিক।

প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে তিনটী বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়,—আত্মা, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর। শাস্ত্র প্রমাণে দেখা যায় জীবাত্মা নিত্য, অজ ও সনাতন। এই জীবাত্মা জন্ম-মরণ রহিত অর্থাৎ ইনি নিত্যকালই বর্ত্তমান, ইহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। ইনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্মমরণশীল শরীরের বিনাশে ইনি বিনষ্ট হন না। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই প্রমাণ, 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলে সেই নিত্য জীবাত্মার উপর যে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ দুইটী আবরণ পড়িয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীব আচ্ছাদিত হইয়াছেন, তাহা অনিত্য, জন্ম মরণশীল। উহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে কারণ উহারা পরিবর্ত্তনশীল। যে সকল বস্তু অনিত্য, নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের ধর্ম্মও তদ্গুণবিশিষ্ট। ঐ সকল ধর্ম্ম জীবের অবস্থাভেদে বিভিন্ন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া উহারা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নাম। ঐ সমস্ত বস্তুর নাশে তত্তৎ ধর্ম্মও লোপ পাইয়া থাকে।

স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই জড় বস্তু বিধায় তাহারা নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। জড় বস্তুর ধর্ম্ম কখনও নিত্য ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহারা উভয়েই কালক্ষোভ্য বস্তু বিধায়, কালে উদিত হয় এবং কাল প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়; অতএব উহাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম নহে। ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত শরীরী জীবাত্মাই চেতন বস্তু, উহা নিত্য ও সনাতন বস্তু। ঐ চেতন জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, তাহাই নিত্য ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম।

ঐ ভাগবত ধর্ম্মের কথাই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ নির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্মই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি বাসনারহিত কৈতবশূন্য। এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে জীব মুক্তিপদে দাঁড়াইতে পারেন। 'মুক্তি' বলিতে এখানে নির্ব্বিশেষবাদীর প্রচ্ছন্ন ভোগরূপ মুক্তি নহে। 'মুক্তিপদ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ জীবের স্বরূপে অবস্থানই [illegible]। যেখানে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ জনিত অন্যাভিলাষিতা, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপ প্রভৃতির কথা, বা বিষয়, পরধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি অপধর্ম্মের কথা আছে সেখানে ভাগবত ধর্ম্মের কোন অধিষ্ঠান নাই জানিতে হইবে।

অধোক্ষজ শ্রীভগবানের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী ভক্তি বা জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তি তাহা প্রাকৃত স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের বিষয়ীভূত ব্যাপার হইতে পারে না। ঐ প্রকার প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু ভগবানের সেবা কখনও হয় না। ঐ প্রকার সেবা-চেষ্টা সেবার ছলনা মাত্র। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে জীবাত্মাই শ্রীসেবার অধিকারী। চিদ্বস্তুর দ্বারাই চিদ্বস্তুর সেবা হইতে পারে—'[illegible]'।

সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে অধিষ্ঠিত জানিয়া যে ধর্ম্ম তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। দেহাত্ম বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যে ধর্ম্মের আচরণ, তাহা ভাগবত ধর্ম্ম বা আর্য্য ধর্ম্ম নহে, তাহা অনার্য্য ধর্ম্ম। যে অনার্য্য ধর্ম্মে অভিভূত হইয়া ভগবৎ-প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুন মোহাচ্ছন্ন হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন এবং যাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি শিক্ষা-ব্যপদেশে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥' অনার্য্য ধর্ম্ম জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ করে। ভাগবত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা ক্লীবের ধর্ম্ম, চেতনের ধর্ম্ম নয়।

নিজ পরবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

ইহা আমার, ইহা পরের, নীচ-প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিচার এইরূপ। কিন্তু উদারচরিত মহাপুরুষগণের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা চেতন বিশিষ্ট জীবগণকে শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জানিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যেখানে স্ব ও পর ভেদ আছে, যেখানে হিংসা পর পীড়ন প্রবৃত্তি মৎসর ধর্ম্ম বর্ত্তমান, যেখানে মায়িক ব্যবধান পরস্পরের মধ্যে একটা ভেদ স্থাপন করিয়া দিয়াছে, সেখানে ভাগবত ধর্ম্মের অভাব।

যে [illegible] সর্ব্বশক্তিমান স্বরাট্ পুরুষোত্তমের শুদ্ধ অহৈতুকী সেবা বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ, ভুক্তি বা মুক্তির কোন গন্ধলেশ নাই, অধিকন্তু একমাত্র কৃষ্ণানন্দ প্রীতিবাঞ্ছারই পূর্ণ সমাবেশ আছে, সেইরূপ কৈতবশূন্য অবস্থাতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান জানিতে হইবে।

"… হে জীব! সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণবর্গের সেবা ব্যতীত তোমার অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; কৃষ্ণসেবাই তোমার স্বধর্ম্ম।"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি গড্ডলিকার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানবার জন্য বৈষ্ণবাশ্রয় পূর্ব্বক প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা বুদ্ধি নিয়ে সাধুর নিকট গমন করবেন এবং আত্মার ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে জন্মপ্রদ জন্ম মরণমালা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হবেন।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মঃ ভয়াবহ' এই শ্লোকের অর্থ ক'রে বলে থাকি—আমাদের মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুবর্গ যে সকল দেবাদি-পূজা প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, যে পথ অবলম্বন ক'রে জীবন অতিবাহিত ক'রেছেন, সেই পথ বা অনুষ্ঠানাদি যতই মন্দ হউক না কেন আমরা তাঁদের আনুগত্যে আমাদের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম পালন করবো। এই গুরুবর্গের অনুসরণই আমাদের ধর্ম্ম। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত উপদেশাবলী পালন করতে করতে যদি আমাদের মৃত্যুও হয় তাহাই মঙ্গলপ্রদ, কিন্তু নিজের এই ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা শ্রীভগবানের সেবাও করি তা'হ'লেও আমাদের মঙ্গল হবে না পরন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কার সম্ভাবনা। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা চালিত হ'য়ে জীবগণ তাদের গুরুবর্গ প্রদর্শিত নিরয়-নিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত ও উত্তরোত্তর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝ্‌তে না পে'রে আমরা শাস্ত্রের এই কদর্থ ক'রে থাকি। কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ অমঙ্গল বরণ করা নয়। ভগবান্ শাস্ত্ররূপে এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে, আমাদের নিত্য কল্যাণের পথ প্রদর্শন ক'রে দেন এবং ভক্তগণই একমাত্র শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ। 'স্ব' অর্থে আত্মা, সেই নিত্য চিৎকণ বস্তু আত্মার ধর্ম্ম তার প্রভু পরমাত্মার সেবা করা। নিত্য সেব্য ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও কৃত্য বা ধর্ম্ম নাই।

'স্বধর্ম্ম' যাজন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবা; এই সেবা করতে করতে যদি আমাদের নিধনও হয় তাহা নিত্য মঙ্গলপ্রদ এবং জীবমাত্রেরই বরণীয়।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়ে আমরা যতই অনুষ্ঠান, দান, ধ্যান, তপস্যা, যোগ, পরোপকার, দেশের বা দশের সেবা, মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনের সেবা, দেব-পিত্রাদির সেবার ভান দেখাই না কেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে অমঙ্গলপ্রদ ও ভীতিজনক ইহাই শাস্ত্রের গূঢ় উপদেশ।

কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ, কৃষ্ণের সহিত মায়ার কি সম্বন্ধ, এবং জীবের সঙ্গে জীবের ও মায়ার কি সম্বন্ধ সে'টী জান্‌তে পার্‌লে তবে জীব তাহার প্রকৃত 'স্বধর্ম্ম' কি তা' জানতে পারবে। এই সম্বন্ধ শ্রীগুরুদেব তাঁহার শরণাগত শিষ্যকে জানিয়ে থাকেন। তিনি তখন বলেন,—

(অতঃপর তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবদ্ধ। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়্যাল আটপেজি আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার মূল্য ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত 'সারার্থবর্ষিণী' ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, শ্লোকানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতারণিকাদি সম্বলিত বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রাহকগণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণের সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী বিদ্যাবধূস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় তত্ত্ব—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্গীত—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড, সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিক্রম নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত- বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গোস্বামিপাদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত ওঁ. প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নেতাদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গোলটেবিল বৈঠকে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং পার্লামেন্টের প্রধান রাজনৈতিক দল অর্থাৎ রক্ষণশীল দলের সদস্যরা গত কয় দিন যাবৎ বৈঠকের কার্য্যকলাপ এখনই শেষ করিবার জন্য অথবা সরকার যাহাতে বৈঠকে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা না করেন, পার্লামেন্ট করেন, সে পক্ষে সরকারের উপর চাপ দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যে চেষ্টা করিতেছেন, সে কারণে সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, সার ফিরোজ শেঠনা, মিসেস সুব্বারায়ান, শ্রীযুত শাস্ত্রী রামচন্দ্র রাও, মুদালিয়র, পদন, জাধে, যোশী, জয়াকর, গিরি ও শিবরাও নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি বাহির করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে রাষ্ট্র সম্মিলনের ভিত্তিতে দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা করিবার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রথম কিস্তীতে কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত করিবার প্রস্তাব ভারতের কোনও রাজনৈতিক একটুও প্রীতির চক্ষুতে দেখিবেন না—ইহা আমাদের সুচিন্তিত অভিমত।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার সুপারিশ সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও ছিল; সেজন্য আমাদের কাহারও কষ্ট স্বীকার করিয়া বিলেতে আসিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা প্রথমতঃ মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্বশীলতা না দিলেও প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও প্রতিষ্ঠা করা হইবে না।

যদি তাহা প্রতিষ্ঠিত করাও যায়, তাহা হইলেও আমাদের স্পষ্ট অভিমত এই যে ভারতের কোন দলই ইহা লইতে প্রস্তুত হইবেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য যদি ভারতের কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন সংখ্যাল্প দলের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবার সঙ্কল্প করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, অবস্থা উন্নত না হইয়া বিশেষ জটিল হইবে এবং তাহাতে স্থায়িত্বের পক্ষেও কোন সুবিধা হইবে না। আর, উহার ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহা উভয় দেশের মঙ্গলের জন্যই এড়াইয়া চলা উচিত।

যদি বৃটিশ সরকার এইরূপ পথই গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে তাহা আমাদের সম্মতি অনুসারে নয়, পরন্তু আমাদের পরামর্শের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। ফলে, সরকার তাঁহাদের কার্য্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে একাকই লইবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন।

চীন ও জাপানে সংগ্রাম

গত ২৪শে নভেম্বর সকাল ৯টার সময়ে চুলিউ চো ও লাইনমিটুয় নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে চীন ও জাপানে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ঐ যুদ্ধ এখনও চলিতেছে।

ম্যাকডোনাল্ড-গান্ধী আলাপন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে নভেম্বর সকাল ১০-১৫ মিনিটের সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেণ্ট জেমস প্রাসাদে উভয়ের মিলন হইয়াছিল।

ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড স্যাঙ্কি এই আলাপনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বেথলের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী ও আগা খাঁ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী, মহামান্য আগা খাঁ, সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু, সার এ, পি, পাত্র ও ডাঃ আম্বেদকরের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইহাদের সহিত প্রধান মন্ত্রীর যে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে গোপন রাখা হইয়াছে। তবে এইরূপ অনুমান হয় যে সরকার যদি বর্ত্তমানে শাসন সংস্কারের প্রথম কিস্তী-স্বরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রদান করেন তাহা হইলে ঐ সকল সদস্য তাহাতে সম্মতি দিবেন কিনা তাহাই প্রধান মন্ত্রী ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য সংহিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এলাহাবাদ জিলার বিভিন্ন গ্রামে ভ্রমণ করিতেছেন। গত ২৩শে নভেম্বর তিনি সয়েদাবাদের এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়া কৃষকদের নিকট জেলা কংগ্রেস কমিটীর সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সত্যকার ভার তাহাদেরই বহন করিতে হইবে, সুতরাং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

কড়েয়াবাগ হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার

পাটনা সহরের গুড়হাটা পল্লীর ভেদী বেনিয়া নামক এক ব্যক্তিকে পুলিস গত শনিবারে কড়েয়াবাগ হত্যায় সংস্রবে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পোষ্টাফিস জুয়াচুরি মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, মানপাশা পোষ্টাফিস জুয়াচুরি মামলায় আসামী শ্রীযুত সীতানাথ গাঙ্গুলী এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী তাঁহাদিগের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বাখরগঞ্জ দায়রায় আপীল করিয়াছিলেন। তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিষ্টার টি, এন, বসু মামলার পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুত সীতানাথ গাঙ্গুলী মানপাশা ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মানপাশার ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার। উভয় ভ্রাতাই ভারতীয় পোষ্টাফিস আইনের ৫১ এবং ১২০ (খ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মামলার নাম মানপাশা পোষ্টাফিস জুয়াচুরি মামলা।

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত কালদমা হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে প্রায় ১৪ জন মুসলমান লাঠী ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র লইয়া বলপূর্ব্বক ফৈজুদ্দিন হাবলদারের বাটীতে প্রবেশ করে এবং ফৈজুদ্দিন ও বাটীর অন্যান্য লোককে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া, গহনা ও নগদে প্রায় ১৩০০ টাকা লইয়া পলাইয়া যায়।

প্রকাশ, ছয় জন মুসলমানকে এই সম্পর্কে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আরও তদন্ত চলিতেছে।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে ইছামতী নদীর তীরে একটি বাঁধান মাচার উপর বসিয়া দুইটি ৫।৬ বৎসরের ছেলে খেলা করিতে করিতে জলে ডুবিয়া যায়, অন্য ছেলেটী মাচা ধরিয়া চীৎকার করিতে থাকে। চীৎকার শুনিয়া দুইটী স্ত্রীলোক ছেলে দুইটিকে জল হইতে তুলেন। ইহাদের চেষ্টার জন্যই ছেলে দুইটীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

সর্দ্দারজীর নিকট গান্ধীজীর তার

সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল গান্ধীজীর নিকট হইতে এক তার পাইয়াছেন। তারে তিনি বাঙ্গালা অন্ধ্র দেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন।

সর্দ্দা আইনের মামলা

খুলনা হইতে প্রকাশ, ৭ বৎসর বয়স্ক একটি বালিকাকে বিবাহ করিবার অভিযোগে প্রায় ৩০ বৎসর বয়স্ক অটলবিহারী দাস খুলনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তাহার আত্মীয় রতিকান্ত দাসও অভিযুক্ত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়। ফরিয়াদী তালা থানার অধীন মাগুরা গ্রামের অধিবাসী। তাহাকে আবশ্যক জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারের কারাদণ্ড

শিলচর হইতে প্রকাশ, সিনিয়র একষ্ট্রা এসিস্‌ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ মুবারক উল্লা গোয়ালাবাজার পোষ্টাফিসের শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র দাসকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারানুসারে তহবিল তছরূপের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী বিভিন্ন তারিখে ১১৫৲ টাকার কয়েকটি মণিঅর্ডার গ্রহণ করেন কিন্তু তাহার জন্য তিনি জাল রসিদ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ৫টী মণিঅর্ডারের মধ্যে আসামী চারিটীর টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন এবং একটী একদিন পরে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করেন। তৎপর তিনি অসুস্থতার জন্য ছুটি গ্রহণ করেন।

আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাঁহার পিতা প্রেরণকারীদিগকে তাহাদের টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সর্দ্দা আইনের সংশোধন

সেকেন্দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, গত শনিবার হায়দ্রাবাদে মহিলা সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনে সর্দ্দা আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে মতামত ব্যক্ত হয়। সর্দ্দা আইন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাবও ঐ মহিলা সভায় গৃহীত হয়। মহিলাগণ অসংশোধিত আকারে সর্দ্দা আইন হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য নিজাম সরকারের নিকট নিবেদনও জ্ঞাপন করেন।

টেলি— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৮,
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৩৮, ৩০শে নভেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

বৈঠকের পর কি হইবে ?

আইন অমান্য ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দুঃখকষ্ট বরণই চলিবে। গোলটেবিল বৈঠক হইতে কোন ফললাভ হইবে না।

অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠকের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

সংবাদপত্রে ও রাষ্ট্রতন্ত্র-গঠন কমিটীতে যেরূপ জোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহার ফলে, যাহাতে কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া না হয়—১৯শে জানুয়ারীর ঘোষণা পুনরায় সমর্থন করা হয় এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা হয়, প্রধান মন্ত্রী সে পক্ষে মন্ত্রি-সভাকে অনুরোধ করিতে পারেন।

কিন্তু কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার বিষয়ে নিশ্চিত এবং এ কথাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা শাসন-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত তদন্তে কিছু আসিবে যাইবে না, তখন আশা করা যাইতেছে যে, গান্ধীজী ভারতবর্ষে পৌছিলে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আহ্বান করিবেন এবং উহার উপর অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা হইবে কি না, সে প্রশ্ন নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইবে।

বৈঠকের পর কি হইবে

গুলীতে বিখ্যাত ডাকাত নিহত

বন্দারবনে হত্যাকাণ্ড

সীতামারিতে পৈশাচিক হত্যা

মিল অঞ্চলে পিকেটিং

গ্রামে সারারাত্রি গুলীবর্ষণ

ফেণীতে ভীষণ ডাকাতি

তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত

বন্দারবনে হত্যাকাণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ ও বিভাগীয় কমিশনার মিঃ আর, এন, রেড বিগত জুন মাসের প্রিন্স সাল্‌টান জুরুর হত্যার মামলার শুনানীতে নিযুক্ত আছেন। উক্ত মৃত ব্যক্তি চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলের বন্দারবন নামক স্থানের অস্থায়ীভাবে শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। হত্যাকাণ্ড রাজপ্রাসাদে হইয়াছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৪ ও ৩০২ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত তিনজন আসামীর মধ্যে একজনের নাম মংকং ও তিনি রাজ পরিবারভুক্ত। প্রকাশ, তাহাদের অপর একজন স্বীকারোক্তি করিয়া জবানবন্দী করিয়াছে। মৃতব্যক্তির স্ত্রী বলেন যে, তিনি আসামীকে বিগত ১৩ই জুন রাত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির দলের সহিত দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে,একটি নেকলেশ হার লইয়া বিবাদ করিবার ফলে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উক্ত নেকলেশটি গবর্ণমেণ্ট বন্দারবনের শাসক বাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মংকং ঐ হারটি দাবী করিয়াছিল।

গুলীতে বিখ্যাত ডাকাত নিহত

মাদ্রাজ হইতে ২৭শে নভেম্বর কুম্ভকোনামের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সুব্রামানিয়া পিলে বিখ্যাত ডাকাত কাথিরভেলু পাদায়াচিকে গুলী করিয়া নিহত করিয়াছেন। মায়াভরম্‌ হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস তাহার সন্ধান করিতেছিল।

মিল অঞ্চলে পিকেটিং

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, বেঙ্কটেশ্বর কটন মিলের শ্রমিক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই মিলের ৮ শত শ্রমিকের মধ্যে ৪৭৫ জন শ্রমিক গত ২৭শে নভেম্বর সকাল হইতে ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মিল অঞ্চলে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে কোন অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে এই আশঙ্কায় মিলে পাহারা দিতেছে।

গ্রামে সারারাত্রি গুলীবর্ষণ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রোম জেলার প্যাডিগণ-অঞ্চলে গত ২৪শে নভেম্বর রাত্রিযোগে ১৫ জন বিদ্রোহীর একটি দল একখানি গ্রাম আক্রমণ করে। সারারাত্রি ঐ গ্রামে গুলীবর্ষণের শব্দ পাওয়া গিয়াছে। সিভিল পুলিস ও ফৌজ তাঁহাদের তল্লাসে ব্যাপৃত হয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০শে নভেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২২শে নভেম্বর রবিবার দিবস নূতন দিল্লীস্থ 'গুরুদ্বার হল' একটী মহতী সভার অধিবেশনে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। দিল্লীর বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ এই সভায় যোগদান করেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তদ্‌ক্ষেত্রাভিমানী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু 'ভক্তি' সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া শুদ্ধাভক্তি ও বিদ্ধাভক্তির পার্থক্য এবং 'ভক্তিই' জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় তাহা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক প্রবরের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রোতৃ-মণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন।

অতঃপর গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ কিংকাল যাবৎ অনর্গল শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ প্রদান করেন।

মহাভাগবতপ্রবর গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ম্মলানন্দ অনুভব করেন।

অনন্তর ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুললিত-স্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবস শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহামহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশনে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তি-শাস্ত্রী এম, এ ও শ্রীপাদ গদাধর দাসাধি-কারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব-বৃন্দের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক বাবাজী মহা-রাজের অপ্রাকৃত চরিত্রের বিষয় কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ মঠরক্ষক প্রভু বাবাজী মহা-রাজের বৈরাগ্য ও অসৎসঙ্গ ত্যাগের আদর্শের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। অপর ভক্তগণ উত্তমা ভক্তির লক্ষণ, শুদ্ধ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবব্রুবের পার্থক্য এবং শুদ্ধ কৃষ্ণ কীর্ত্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিয়ৎকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বৈষ্ণবের অপ্রকট তিথির মাহাত্ম্য, যুক্ত ও ফল্গু-বৈরাগ্য বিচার সম্বন্ধে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত আবৃত্তি করিয়া অতি সরল ও সহজ ভাষা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মঠসেবক-গণ সুললিত কণ্ঠে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং কয়েকটী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সমাগত ব্যক্তিবর্গ সাধুগণের শ্রীমুখে বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্রের কথা এবং নিত্য মঙ্গলপ্রদ শ্রীচৈতন্যবাণী ও সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করেন।

গত ২৫শে কার্ত্তিক ১০ই নভেম্বর মঙ্গল-বার শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে অন্নকূট মহোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে ঊষা-কীর্ত্তন হইয়া মধ্যাহ্নে শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, মিষ্টান্ন, ভাজা, ফল, শাক, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতী উপকরণ সজ্জিত হইয়াছিল এবং শতাধিক লোককে পরিপূর্ণরূপে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মঠরক্ষক প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অন্নকূট মহোৎসব ও গোবর্দ্ধন পূজার বিষয় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় দেড় ১॥০ ঘণ্টা ব্যাপী পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে ভক্তবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতিবর্দ্ধন করেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠকালে বলেন, ভাগবত সত্য মেধা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন অবরোহ চেষ্টার দ্বারা লাভ হয় না, পরন্তু ইহা অবরোহ পন্থায়, আম্নায় পারম্পর্য্যে, শ্রৌতপারম্পর্য্যে বা গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা কেবলমাত্র আনুগত্য ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত বা শরণাগতির দ্বারা সেই পরম সত্য লাভ করিতে পারি।

এই পরম সত্য লাভকারীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে শরণাগতি অকৈতব হওয়া প্রয়োজন, নিষ্কপট হওয়া আবশ্যক। আবার অন্য পক্ষে যাঁহার নিকট শরণাগত হইতে হইবে সেই গুরুতত্ত্বের কোন অলীকতা না থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ গুরুও বৈকুণ্ঠ বস্তু হওয়া চাই, কল্পিত বা প্রাকৃত না হন। জীব প্রপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু যদি গুরুতত্ত্বটী অপ্রাকৃত না হন তাহা হইলে পরমসত্য লাভ হয় না। যেমন প্রার্থী প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু দাতার নিকট দ্রব্য না থাকিলে প্রাপ্তি হয় না। আবার অন্য পক্ষে গুরু বৈকুণ্ঠ বস্তু অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর যদি জীবের শরণাগতি অকপট না হয় তাহা হইলেও পরম সত্য প্রাপ্তি হয় না। অতএব গুরুতত্ত্ব যেমন বৈকুণ্ঠ বস্তু হওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ সাধকেরও অকৈতব শরণাগতি প্রয়োজন।

আম্নায়পরম্পরার মধ্যে কোনরূপে জড়সংমিশ্রণ, সূত্রচ্ছেদ, বা অবিচ্ছিন্নতার হানি হইলে বৈকুণ্ঠ গুরুতত্ত্ব, আম্নায়পরম্পরা লুপ্ত হইয়া লঘুত্বে পর্য্যবসিত হয়।

পঞ্চম পুরুষার্থ

নিজ চেষ্টা-লভ্য কি না?

অণুচিৎ জীবাত্মার চেতন ধর্ম্মই নিত্য ও তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আছে। বদ্ধাবস্থা'তেও সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ধর্ম্ম বাধা প্রাপ্ত হয়। ঈশবিমুখতাই জীবাত্মার বদ্ধতা। বদ্ধাবস্থানকালে ঈশোন্মুখতাই জীবকে জীবন্মুক্ত করায়। এই ঈশোন্মুখতা লাভ করিলে জীব অনিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট থাকিতে পারে না। কোন নিত্য বস্তু বা নিত্যানন্দ লাভের জন্ত তাঁহার প্রয়াস হইতে থাকে। বদ্ধাবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভই জীবের প্রয়োজন বলিয়া ধারণা থাকে। হরিবিমুখতা হেতু জীবের ভোগবাঞ্ছা প্রবল হয়। এই চতুর্ব্বর্গের সহিত জীবের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বা ভোগেচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় ইহা কাম নামে অভিহিত। ইহাদের সহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার কোন সংস্রব না থাকায় উহারা জীবের পরমার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ নামে পরিচিত হইতে পারে না। বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ চেষ্টার দ্বারা এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ যে শ্রীভগবৎ-প্রেমা বদ্ধ জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা লভ্য হয় না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রেম বিতরণ লীলায় শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবগণের প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন, 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥' এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীভগবৎ-প্রেমা ইহা এই ভক্তিলতা বীজ হইতেই উদ্ভূত হয় এবং এই ভক্তিলতা বীজটী কেবল গুরু [illegible] কৃপা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] নিজ চেষ্টার দ্বারা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গগুলি জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান, উহারা জীবের আত্মা-সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। যে সকল সৌভাগ্যবান জীব সৰ্ব্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূল দেহ-সুখপ্রদ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সূক্ষ্ম দেহের সুখপ্রদ মোক্ষ এই চারি প্রকার ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের কৃপায় পঞ্চম পুরুষার্থ যে ভগবৎ-প্রেমা, তাহার বীজ লাভ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞাতসুকৃতি বিষ্ণু বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা হইলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়; এইরূপ সুকৃতিসম্পন্ন জীবই ভাগ্যবান। ভক্তুন্মুখী সুকৃতিই জীবাত্মার চিদ্বৃত্তির অস্ফুট বিকাশ, উহা জড় কর্ম্ম নহে। সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণকীর্ত্তিত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে প্রকৃত শুদ্ধভক্তির আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্তি সম্বন্ধে গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদের অপেক্ষা রাখিয়াছেন। সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও সেবার ফলে গুরুকৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সৰ্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। এইরূপ সুকৃতিমান অনুগ্রহযোগ্য জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়তম জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজ কৃপাশক্তি বিতরণের জন্ত মহান্ত গুরুরূপে প্রেরণ করেন; শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবা রূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।

আশ্রয়জাতীয় ভগবান শ্রীগুরুদেবই বদ্ধ জীবকে ভক্তিলতা বীজের সন্ধান-প্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শ্রীগুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ দান করেন। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ লাভ ঘটে। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ এইমাত্র ভেদ।

এইরূপ গুরু ও কৃষ্ণপ্রসাদে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, যে বীজ হইতে শ্রীভগবানের সেবারূপ লতিকা উৎপন্ন হয়। ভক্তিলতার কারণ গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতির বীজ হইতে অর্থাৎ জীবের এবম্বিধ চেষ্টা হইতে ভক্তিলতার বীজ উৎপন্ন হয় [illegible]।

হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলেও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান-বীজের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ লুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহাদের বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা সাধনজন্য প্রকৃত সুকৃতি নাই, তাঁহাদের ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্তি ঘটে না। প্রজ্ঞাবান জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সদ্গুরুপ্রদত্ত অনুগ্রহ মন্ত্র প্রদর্শিত পথই ভক্তিমার্গ।

সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুতকর্ণরসায়ন শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন কার্য্যই ভক্তিলতার মূলে জল সেচন; তদ্দ্বারা ক্রমশঃ বীজ লতায় পরিণত হয়। এইরূপ অনুশীলন করিতে করিতে ঐ বীজ অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে আশ্রয় না থাকায় ঐ ভক্তিলতার অবস্থান নাই। পরব্যোম, গোলোক এবং বৃন্দাবনে ঐ ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুকে আশ্রয় লাভ করায়, সেখানে উহার অবস্থান আছে। ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় পাইয়া সেখানেই অবস্থান করিতে থাকে।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা অনেকেই নিজদিগকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করি; কিন্তু ভক্ত কা'কে বলে, তার লক্ষণ এবং কর্ত্তব্য কি এই সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

মালা, তিলক ধারণ ক'রে অজ্ঞ লোকগণকে কলে কৌশলে ঠকাতে পারাকেই আমরা ভক্ত-লক্ষণ ব'লে মনে করি এবং যে ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রে জীব ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশ করতে সমর্থ হয়, সেই সুদুর্লভা হরিভক্তির আলোচনার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি।

অসৎসঙ্গে থেকে থেকে ও তাদের কদাচার দেখে শুনে কপটতা পূর্ব্বক 'ঠকাস্ তো ঠকিস্‌নে' ভাবে বিভাবিত হ'য়ে আমরা কৃষ্ণনামের ছলনায় মালাটানাকেই হরিভক্তি মনে করছি। এবং সেইরূপ 'গোপে হরিবোল' দেওয়া আপাত-মধুর পথের পথিক হ'য়ে বাবাজী বোষ্টম্ সেজে এড গোছের একটা ভক্ত হ'য়ে পড়েছি।

ভক্তিলতা রসাশ্রিতা। গোলোক বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চবিধ রস পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত থাকিয়া ভক্তিলতাকে পুষ্ট করে। এখানে ভক্তিলতা পুষ্ট হইয়া জীবকে প্রেম ফল প্রদান করে। প্রেমফল অপ্রাকৃত পরম লোভনীয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক অদ্ভুত বস্তু। উহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণের নিজস্ব বস্তু, উহা বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়বুদ্ধির গোচর হয় না, কেননা 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' কৃষ্ণপ্রেম ভোগ্য বস্তু নহেন, উহা জীবের সেব্য বস্তু হওয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ভক্তমালী এই ভক্তিলতা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম বৃক্ষ প্রাপ্ত হন। গোলোক বৃন্দাবনে প্রেমফল পাকিয়া পতিত হইলে প্রত্যক্ষে অবস্থিত ভক্ত তাহা আস্বাদন করিতে থাকেন অর্থাৎ ভক্ত অপ্রাকৃত ভাবে সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা সুখ লাভ করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্ত বদ্ধ জীবের নিজ চেষ্টাই যথেষ্ট কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রেমা লাভ করিতে হইলে তাঁহার নিজ চেষ্টায় কুলায় না। কেবলমাত্র ভক্তুন্মুখী সুকৃতিবলে গুরুকৃপায় ভক্তিলতার উদগম হইলে সেবন্মুখ হৃদয়ে সেই ফল লাভ ঘটে। তাই "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

'লোক দেখান গোরাভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥'

আমরা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হ'য়ে 'বিড়াল তপস্বী' সেজে হরিভজনের অভিনয় করি বটে কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদের 'লোকদেখান গোরাভজা' বা কপটতা ধ'রে ফেলেন। তাঁর চোখে ধূলি দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

যাত্রার নারদ সাজা পরমহংস নারদের আনুগত্যে হইতে বহু দূরে। এ কথা শুনেও আমরা ভক্তের সাজ নিয়ে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে গা ঢেলে দিয়ে নরকের পথ পরিষ্কার করছি, এবং পতঙ্গের ন্যায় রূপজ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে আত্মঘাতী হচ্ছি।

হতভাগ্য আমরা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ধর্ম্মের ভান ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অপরাধ ক'রে ফেলছি।

সাধুগণ পরদুঃখ দুঃখী; তাঁরা আমাদের দুঃখ ও দোকানী দেখে আমাদিগকে নিত্য-মঙ্গলের জন্ত বল্‌ছেন,—

কনক কামিনী দিবস যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব॥

কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব॥

অন্যাভিলাষ ত্যাগ ক'রে শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ঐকান্তিকী রতির নামই শুদ্ধা ভক্তি।

লণ্ঠনাদি জ্বেলে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সূর্য্যদর্শন হয় না; যখন সূর্য্যকিরণ আমাদের নিকট এসে পৌঁছায় তখন আমরা সেই কিরণের সাহায্যে সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাই। সেইরূপ জাগতিক ধন, জন, পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, কর্ম্ম জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা আমরা ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করতে পারি না। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালোক (ভক্তি) গুরু বৈষ্ণব সেবাফলে লাভ ক'রে সর্ব্বক্ষণ তাঁদের সেবায় মন, প্রাণ নিয়োগ করতে পারি তখন সেই ভক্তিমান ভগবানের অশোক অভয়-পাদপদ্ম দর্শন করবার যোগ্যতা আমাদের লাভ হয়।

কৃষ্ণভক্তি বাদ দিয়ে অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা জীবের চরমফল (কৃষ্ণপ্রেম) লাভ হয় না এবং সর্ব্বক্ষণ পতনের আশঙ্কা থাকে, বিশ্বামিত্র ঋষির উদাহরণেই আমরা তা দেখ্‌তে পাই। আর ভক্তিপথ অবলম্বনে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আমরা যে নিত্য মঙ্গল লাভ করতে পারি, প্রহ্লাদ মহারাজ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসই তার আদর্শ স্থল।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী বলিয়াছেন, বর্তমানে ভবিষ্যৎ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় ভারতে আবার গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। ভারতবাসীরা তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাহারা কেবল ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্ব প্রদান লইয়া যদি বৈঠক ভাঙ্গে এবং সকলে যদি সমবেতভাবে বাধা দেন, তাহা হইলে কি হইবে, সে প্রশ্নে গান্ধীজী বলেন, সাইমন কমিশনের ভারতে উপস্থিতির সময় যেরূপ অবস্থা দেখা গিয়াছিল, আবার সেরূপ হইবে। উদারনৈতিক ও মডারেটরা সরাসরি কাজ করিবার আন্দোলনে যোগ দিবেন না, তবে তাঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের দিকেই থাকিবে।

জনতার উপর পুলিশের গুলী

কাশ্মীর শ্রীনগরের ২০শে নভেম্বর সংবাদে প্রকাশ—পুলিশের গুলীতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকগণ (অধিকাংশই বালক) একটি হরতাল ও মিছিলের আয়োজন করিতেছে। তবে পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুইজন আহত হওয়া ছাড়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। প্রকাশ, জনৈক পুলিশ কর্মচারী তাঁহার কাজে যাইবার সময় এক জনতা তাঁহাকে বাধা দেয় এবং একখানি কুঠার দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করে, তখন তিনি জনতার উপর গুলী চালান।

সীতামারিতে পৈশাচিক হত্যা

পাটনা হইতে প্রকাশ, সীতামারির অন্তর্গত পারাডা নামক স্থানের প্রতাপশালী জমিদার মজঃফরপুর জিলা বোর্ডের সদস্য মিষ্টার গোকুল সিংহকে তাহার বাটীর সন্নিকটস্থ একটি ময়দানে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। মৃতব্যক্তির দেহে কয়েকটি গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে এবং উহা পরীক্ষার্থ সীতামারিতে আনা হইয়াছে।

রাজসাহী মেল ডাকাতির জের

মিঃ জাষ্টিস পিয়ার্সন এবং মিঃ জাষ্টিস মল্লিক, অনিলকুমার সেনগুপ্তের জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ২০শে তারিখে রাজসাহী মেল ডাকাতি সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আবেদনকারীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মণি মুখোপাধ্যায় বলেন, অনিলের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর, সে স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অনিলের পলাতক ভ্রাতা যাহাতে আপনা হইতে ধরা দেয়, তজ্জন্য অনিলকে আটক রাখা হইয়াছে।

সরকারপক্ষ হইতে জামীন সম্বন্ধে আপত্তি করা হয় নাই। জামীন মঞ্জুর হইয়াছে।

চুচুড়ায় লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চুচুড়ার দায়রা জজ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আই সি-এস, গত ২৪শে নভেম্বর অপরাহ্ণে একটি লোমহর্ষণ নরহত্যার মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। আবদুল রহিম নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি এই মামলায় অভিযুক্ত হয়। জুরীরা সর্বসম্মতিক্রমে আসামীকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি ৭ বৎসর স কারাদণ্ড প্রদান করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই সকাল প্রায় ৭ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুরের হাই ষ্ট্রীট ও পাণীবাগান লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি চায়ের দোকানে তাহার ভ্রাতা করিমের সহিত মৃত আবদুল আজিজের কলহের সূত্রপাত হয়। আবদুল রহিম অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আবদুল আজিজের বক্ষস্থলে ছুরিকা বসাইয়া দেয়। সে আহত হইয়া শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে যাইবার পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে লইয়া যাইবামাত্র তাহার মৃত্যু হয়।

ডাকাতি

চুচুড়া শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম হইতে একটি সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিন চার দিন পূর্ব্বে রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে দুর্বৃত্তগণ উক্ত গ্রামের হরিদাস তাঁতি নামক জনৈক ধনী লোকের বাড়ীতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আরও প্রকাশ যে, বাড়ীর লোকজনদিগকে ডাকাতেরা লোহার ডাণ্ডা দিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে এবং তৎপরে বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি ইত্যাদি লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। জোর তদন্ত চলিতেছে।

মহামন্ত্রীর ডিসেম্বরের প্রথমে ঘোষণা

গোলটেবিলের গোলমাল মিটিল না। ইহা যে কোন কাজেরই হইল না। এই ব্যাপার খুব আশান্বিত বৈঠকীরাও উপলব্ধি করিয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সাম্প্রদায়িক অমীমাংসার অজুহাতে মহামন্ত্রী দায়িত্ব কাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। গোলটেবিল অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হইবে এবং ভারতে একটী কমিটী গঠিত হইয়া কেন্দ্রীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে বলিয়া প্রকাশ। গান্ধীজী আর বিলম্ব করিতে রাজী নহেন। যাহা হয় এখনই হউক, তিনি কেন্দ্রীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সংকল্প স্থির করিতে বলিয়াছেন। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ জেনারেল স্মাটস্ গান্ধীজীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য বৃটিশ জনসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। মহামন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারত সংস্কার সম্বন্ধে বিবৃতি জ্ঞাপন করিবেন। তাহার পরই বিলাতি গোলটেবিলের যবনিকাপতন।

গত ১৮ই নভেম্বর রাষ্ট্রীয় গঠন কমিটিতে কংগ্রেসের মতামত প্রকাশ করিতে উঠিয়া গান্ধীজী বলেন যে, তিনি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। এই আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্ট রচিত হইবে কিনা, তাহা আমি জানি না। পরস্পর আলোচনার দ্বারা আমি ইংলণ্ডে আপোষ করিতে আসিয়াছিলাম। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সময় ক্ষেপণে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধি করার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কংগ্রেস যথাসাধ্য শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে। এই সমস্ত বিষয়ে কংগ্রেসের মতামত সুস্পষ্ট। কংগ্রেস মনে করে যে, ভারতে দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র তাহারা পরিচালনা করিতে পারে।

তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, পাঁচজন বিদ্রোহী নেতার বিচার গত ২৭শে নভেম্বর শেষ হইয়াছে। সায়াসান প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হইয়া অধুনা থারাবডি জেলে আটক হইয়া আছে। আগামী কল্য তাহার ফাঁসি হইবার কথা। উপরোক্ত পাঁচজন বন্দীর মধ্যে তিন জন সান রাজ্য হইতে মান্দালয়ে যাইবার পথে গত আগষ্ট মাসে এক মোটরবাসে গ্রেপ্তার হয়। অপর দুই জনও ঐ সময়েই মান্দালয়ে এক বৌদ্ধবিহারে গ্রেপ্তার হয়।

ইহাদের মধ্যে দুই জনের বিচার লাসিহোর দায়রা জজের নিকট হয়। উক্ত জজ ব্রহ্মদেশবাসী ঐ আসামীদ্বয়কে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপর তিন জনের বিচার সান রাজ্যের আদালতে হয়। তাহাদের মধ্যে একজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ও অপর দুইজনের মধ্যে একজন ১০ বৎসরের ও আর একজন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়ান বিমানপোত ধ্বংস

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অষ্ট্রীয়ান বিমান "সাদার্ণ সান" এলোরষ্টারের সন্নিকট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কেহ আঘাত পায় নাই। ডাক ইত্যাদি ষ্টীমারযোগে প্রেরিত হইবে।

ফেণীতে ভীষণ ডাকাতি

ফেণী থানার এলাকাধীন রাজনগর গ্রাম হইতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ১০।১২ জন ডাকাত মুখ বিচিত্র করিয়া এবং বাঁশের মশাল লইয়া গভীর রাত্রিতে শ্রীযুত রামচন্দ্র শীল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মহাজনের বাটীতে হানা দেয়। তাহারা বাটীর লোকজনদিগকে অবিলম্বে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া নগদ অর্থ এবং দলিলপত্র লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে কয়েক ব্যক্তিকে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা এখন জামিনে আছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩১

পরীক্ষায় গান্ধীজীর আশ্বাস

গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ণ অধিবেশন

বিমান বিধ্বস্ত

জাপানী সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

অর্থ ব্যাপারে আলোচনা

বক্তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা

নানা কথা

পরীক্ষায় গান্ধীজীর আশ্বাস

কোন ভারতীয় সাম্যবাদী গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতীয় কৃষককুলের যে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ-ভার আছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিবার তিনি কি উপায় করিবেন। সে প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—

যদি কংগ্রেস ক্ষমতা পান, তাহা হইলে কৃষককুলের তথাকথিত ঋণ সম্বন্ধে পরীক্ষা তাঁহারা করিবেন, ভারতের পুরাতন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারগ্রহণের পূর্ব্বে স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বসম্বন্ধে যেমন পরীক্ষার জন্য জেদ করা হইতেছে, সেইরূপ পরীক্ষা করা হইবে।

———

গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে নভেম্বর বেলা ১০৷৷০ ঘটিকার সময় ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রধান মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিগত বৈঠকে ব্রহ্মের যে সব প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধি আগা খাঁ এবং অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধিগণ বড় একটী দল বাঁধিয়া টেবিলের মোড়ের মাথার দিকে বসিয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী সরকারীভাবে পূর্ণ বৈঠকের উদ্বোধন করেন। অতঃপর লর্ড স্যাঙ্কি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সাব-কমিটির রিপোর্ট সভায় উপস্থিত করেন এবং সেগুলি গ্রহণ করিতে বলেন।

ঐ দুইটি রিপোর্ট দাখিল করিয়া লর্ড স্যাঙ্কি ঐ কার্য্যে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, স্যার তেজবাহাদুর পাকা এবং অভিজ্ঞ ব্যবহারবিদ, তিনি বলিতে গেলে তাঁহার তুলনায় কেরাণী। স্যার তেজবাহাদুর সব সময়ই এ সব বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অতঃপর কোরিয়ার রাজা বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর স্যার এ, পি, পাত্র মিঃ আবদুল কোয়েরজম বক্তৃতা করেন।

সারিলার রাজা বলেন, ভারতবর্ষ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সভায় সম্মানজনক পদ-মর্য্যাদা লাভ করিতে চেষ্টা করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমান্ত রাজ্যসমূহ সে চেষ্টায় তাহার সহযোগিতাই করিবে; কিন্তু সে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছেদন করিতে চাহে, তাহা হইলে আমরা তাহাতে সহযোগীতা করিব না।

স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন। অর্থনীতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যগত বৈষম্য কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া তিনি শাসন ব্যাপারে বৈষম্য প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন, পরস্পরের প্রতি মৈত্রীর ভাবের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, এমন কোন ব্যবস্থা কার্য্যকর হইবে না।

রাজা নরেন্দ্রনাথ লাহা, বাঙ্গালা দেশের বৈপ্লবিক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, উহার কারণ বহুল অংশে আর্থিক, সমস্যার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সহকারে দায়ীত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্যার আমূল সংস্কার হইবে না।

———

বিমান বিধ্বস্ত

বুডাপেস্ত হইতে প্রকাশ, ক্ষুদ্র রাজ্য রুমানিয়াতেও বিমান বিহারের অভাব নাই। সম্প্রতি তথায় একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট ও কোলড্যাম নামক রুমানিয়ার একজন বৈমানিক পাইপাম্পের সামরিক বিমানযোগে নিহত হইয়াছে। তাহার বিমানখানি ৪৫০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে ও কোলড্যাম নিজেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ও কোলড্যাম নূতন বিমানবিহার করিতেছিলেন। সম্প্রতি গত সেপ্টেম্বর মাসে বুডাপেস্ত হইতে লণ্ডনে বিমানবিহার করিয়াছিল।

———

জাপানী সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

প্যারিস হইতে প্রকাশ, জাপানী প্রতিনিধি জাতি-সংঘের কাউন্সিলকে জানাইয়াছেন, তিনি মুকডেন হইতে তার পাইয়াছেন—সিচানিয়া হইতে জাপানী সৈন্যদের প্রত্যাবর্ত্তন গত ২৪শে জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য মালপত্র সরাইবার পক্ষে অসুবিধা থাকিলেও প্রত্যাবর্ত্তন চলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টি

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ৷৷৵॰ আনা, বোতল ১৷৵॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইলে অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইয়া দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত রবিলাল সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চরম মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫ ১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ২২৪৩ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত মহোৎসব চলিতেছে, এমন সময় একদিন জনৈক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুত্র-শোককাতর প্রাচীন ভদ্রলোক শ্রীমঠে আগমন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট তাঁহার হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন, "মহারাজ, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার উপার্জ্জন-ক্ষম ও সংসারের একমাত্র সাহায্যকারী পুত্র সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। কারণ যে ভগবান্ বৃদ্ধ পিতার জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের মরণরূপ কার্য্য সংঘটন করাইয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু, তিনি ত দয়াময় নহেন।

যদি বলেন, পুত্র জীবিত থাকিতেই পিতা মরিবে, কিম্বা পিতা জীবিত থাকিতেই পুত্র জন্মিবে, জন্ম-মরণ সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ আত্ম কর্ম্মানুসারেই প্রাণিগণের জন্ম-মরণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। জড় কর্ম্মদ্বারাই ত' জন্ম মরণাদি ঘটিতে পারে? ইহা ব্যতীত যে ভগবান নিজ সৃষ্টির বৃদ্ধির জন্য এই স্নেহপাশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি যদি পুত্রাদির মরণ দ্বারা তাহা স্বয়ংই ছিন্ন করেন, তাহা হইলে স্নেহে এতাদৃশ দুঃখ দর্শন করিয়া কেহই আর পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করিবে না, ফলে স্নেহাভাবে পুত্রাদি জীবিত থাকিবে না, ক্রমে সৃষ্টি লোপ হইবে, তাহাতে নিজ সৃষ্টি বিষয়ে ভগবানের অনভিজ্ঞতা, তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ চেষ্টা ও অসামঞ্জস্যই প্রকাশ পাইবে।"

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পুত্রশোক কাতর পিতার ভ্রম সংশোধন ও অপরাধ মোচন উদ্দেশে বলিলেন, "দেখুন, মানবগণ স্বধর্ম্ম ফলভুক্ হইলেও জড় কর্ম্ম দ্বারাই তাহাদের জন্ম মরণাদি সংঘটিত হইতে পারে না। জড়ের কোন স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কর্ম্মের নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "যদি ইহাই হয়, তবে গীতায় শ্রীভগবানের 'ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি * * * সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥' এই উক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? যদি কর্ম্মফল সংযোগ ভগবৎ কর্ত্তৃক না হইয়া জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই সংঘটিত হইল, তাহা হইলে কর্ম্মের নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর স্বীকার ভগবদ্বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। তবে কি আর্য বাক্যেও ভ্রমাদি-দোষ প্রবেশ করিল?"

মহারাজ বলিলেন, "ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। আর্ষ বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥' আপনি শ্রীগীতায় একদেশীয় বিচার দর্শন পূর্ব্বক ভ্রান্ত হইবেন না। ভাগবতগণের চরণে শরণাগত হইয়া গীতা-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিবেন, যে, গীতা অন্যস্থলে 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' বলিয়াছেন এবং 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান্ অবস্থিত এবং পরমাত্মাই সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যত কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন এই কথা বলিয়াছেন।

ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। সাধু-গুরু বৈষ্ণবগণের চরণে শরণাগতির ফলেই শাস্ত্রের গুহ্যার্থ মানবের নিকট প্রকাশিত হন। নচেৎ মানবগণ তাহাদের অব্যবসায়াত্মিকা অক্ষজ-জ্ঞান সম্বল লইয়া শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গেলে ভ্রমান্ধ হইয়া ঈশ্বর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। গীতার ঐ সমস্ত উপদেশ ব্যতীত অপৌরুষেয় বেদবাণী 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' প্রভৃতি শ্লোকে জীবের কর্ম্ম-নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বরেরই অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন।

ঐ বেদবাণী বলেন যে এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী, একটী বদ্ধজীব আর একটি তাহার সখা পরমেশ্বর। বদ্ধজীব সংসারের ত্রিতাপরূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে জীব মায়াবদ্ধ হইয়া ভগবদ্বিমুখতা জনিত কর্ম্মের জন্য ত্রিতাপরূপ ফলভোগ করিতেছেন এবং মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া যে পর্য্যন্ত তিনি ভগবৎ সাম্মুখ্য লাভ না করেন তাবৎ তাঁহার সহিত লীলা করিতেছেন। অতএব জীব হেতু কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মের ফলদান বিষয়ে প্রয়োজক কর্ত্তা ঈশ্বরের একমাত্র নিয়ন্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকায় আপনার ঈশ্বর-বিশ্বাস হারান উচিত নয়।"

তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শাস্ত্র-যুক্তি পূর্ণ সৎসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক আগন্তুক ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আমি এরূপ সংশিক্ষা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য কোন দিন লাভ করি নাই। আজ আমার বহুকালের ঘোর কুসংস্কার অপসারিত হইল। আমার সন্দেহ নিরসন হওয়ায় আমি পরমানন্দিত হইয়াছি। কিন্তু যে ঈশ্বর আমার ন্যায় বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রমারণ দ্বারা এতদূর যন্ত্রণা দিতে পারেন, তাঁহার দয়াময়ত্ব কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু জ্ঞানালোক প্রদান করিলে আমি বীতশোক হইয়া শ্রীভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে পারি।"

মহারাজ বলিলেন, "অদ্য অনেক রাত্রি হইয়াছে। আপনি প্রসাদ সেবা পূর্ব্বক অদ্য গৃহে গমন করুন, পুনরায় আগামী কল্য আসিলে আপনার সন্দেহ দূর করিতে প্রয়াস পাইব।" ভদ্রলোকটী পরমানন্দে প্রসাদ সেবা করতঃ শ্রীমঠের ভক্তমণ্ডলী গুরুবৃন্দ প্রভৃতি অভিনন্দন পূর্ব্বক সে-দিনকার মত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১

(১)

১৮৩০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৭৮৮৮/৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং যুগপুর

দেঃ প্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকশ্রীশালা পোঃ চকশ্রীশালা

কৃষ্ণনগর থানায় ৪২ নং তৌজীভুক্ত মহাল অধীন, তেহট্ট থানায় বেতাই জিতপুর ৫৫৭, চক বলরামপুর ৬৪, ভাটপাড়া ২২২, ছিটকা ১১, বাগাডোবা ১৬৭, মোবারেক পুর ২৯৯, ইমামগঞ্জ ২, বেতাই ৯৪৯, মেহেরপুর থানায় উদাখালি ৮৩, করিমপুর থানায় মোক্তারপুর ৪২ জগন্নাবাদ থং নং ১০, মূল্য আঃ ৫০০০৲

(২)

২৩০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১০৮৮/০

ডিঃ চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার কৃষ্ণনগর

দেঃ গোলাম সেখ সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১।৮৩৭ খতিয়ানের উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

২৩৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৪ /১০

ডিঃ ঐ

দেঃ নকিবৎ সেখ গাইন সাং বাহাদুরপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০৩ খতিয়ানে ২॥৪॥৮০ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

২৪০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৯॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবই ঘোষ সাং শিমুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ নং খতিয়ানে ৯-১৫ শতক জমার ৫৫/১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

২৪০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৬/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানার ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮২।৮৫১ খতিয়ানে [illegible] জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

২৪১০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ অধি সেখ সাং বাহাদুরপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৭।৮১৫ খতিয়ানে ১৮১৮৮/০ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

২৪৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী .৪॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ এবাদৎ সেখ সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৩।৫৩৯ খতিয়ানে -১৫ শতক জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

২৪৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ আমেন মণ্ডল দিং সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিঃ

উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৩॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল ঘোষ সাং শম্ভুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৭।৪২০ খতিয়ানে ১৯/৩ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

২৪৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪।০

ডিঃ সৈয়দ আহম্মদ আলি সাং দুর্গাপুর

দেঃ আবন হোসেন মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১০ খতিয়ানে ১৩ ৬৬ শতক জমীর ১৫॥৶.০ জমা দেঃ। মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৮/৫

ডিঃ সৈয়দ আহম্মদ আলি সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ আবদুল মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৭২ খতিয়ানে -৩৬ শতক জমী ২।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

২৪৫৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ সকিনন্নেছা বিবি সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬০৯ খতিয়ানে -১০ শতক জমী ৩৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

২৪৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ১০০॥৶৬

ডিঃ চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার কৃষ্ণনগর

দেঃ গরীব মণ্ডল সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার শম্ভুনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬২ খতিয়ানে ২৮২॥৶০ জমী উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

২৫২০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৲

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ নরহরি ঘোষ সাং হেবরি পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালি থানায় কাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৫৯৯ খতিয়ানে ৪ ৫৮ শঃ জমী মূল্য আঃ ২০৲

২৫২৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১১॥৵৬

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণি

দেঃ হরিদাস মুচি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার ঘূর্ণি গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৫৯ খতিয়ানে -৮শতক জমী ৮/ জমা মায় খড়ুয়াঘর -খান মূল্য আঃ ৪৲

(১৬)

২৫২৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪॥৵৫

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং ঘাটীশ্বর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঘাটীশ্বর দিং গ্রামে ডিক্রিদার দিং অধীন ৩৮ খতিয়ানে ১২ ৩২ শঃ জমী ১২৮১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

খাংজারী ৩১ দাবী ৮৩৮॥৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং রাণাঘাট

দেঃ প্রমদাসুন্দরী দেবী সাং ও পোঃ ঐ

রাণাঘাট গ্রামে ডিক্রিদার ও পূর্ণচন্দ্র দিং অধীন ২৩০৭ খতিয়ানে

২৩ জমা মায় পাকাবাটী মূল্য আঃ ২০০৲

(১৮)

২৬ ১ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৶৩

ডিঃ হৃষিকেশ লাহা মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ মোহিনীমোহন চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১৬৫২ খতিয়ানে -৪২ শঃ জমী ১৲ জমা মায় ঘর দুয়ার মূল্য ৫৲

(১৯)

২৬৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৮৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ কপিজান বেওয়া দিং সাং চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৪ খতিয়ানে ৪-২৬ শতক জমীর ৬৸৵৩ জমা মূল্য ১০৲

(২০)

২৬৪৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮॥/৩

ডিঃ আবদুল গোফুর দপ্তরী সাং দুর্গাপুর

দেঃ দেওয়ালি মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৫ খতিয়ানে -৫২ শঃ জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

২৬৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫/৩

ডিঃ বাইতুল্যা মণ্ডল সাং দোগাছিয়া

দেঃ রহমতুল্যা মণ্ডল সাং ঝিটকী-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪৬১ খতিয়ানে ২ ৩৫ শঃ জমীর ১।৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

২৭০০ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১।০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণি

দেঃ হাজারীলাল চট্টোপাধ্যায় মোঃ ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১৯৬।১৯৭ খতিয়ানে ৭-০৪ শঃ জমী ১৩।০ জমা সমেত প্রজাদি মূল্য ২০৲

(২৩)

২৭১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪॥৶৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশীমবাজার রাজ ওয়ার্ডস ষ্টেট সাং কাশীমবাজার

দেঃ কালীপদ ঘোষ সাং তাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় তাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৮ খতিয়ানে ৬৩ শঃ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

২৭১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বিহারী ঘোষ সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কাঠালিয়া মাঠ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২ খতিয়ানে -৭২ শঃ জমী ২৵ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

২৭১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫॥৶৩

ডিঃ আবদুল গোফুর দপ্তরী দিং সাং দুর্গাপুর

দেঃ পরিজান বিবি দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ৫-৬২ শঃ জমী ৩॥৶১১ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৬)

২৭২৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৭/৬

ডিঃ সরোজ রঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং গায়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় গোবিন্দসড়ক ও কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৮।৩.৯ খতিয়ানে ·১১ শতক জমীর ৯৲১০ জমা দেঃ ৵১৩ — অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৭)

৭১১ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৸/৯

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কালীধাম রামাপুরা

দেঃ প্রফুল্ল সরদার দিং সাং ভাত-জাঙ্গলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় পশ্চিমভাতজাঙ্গলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭৯ খতিয়ানে ১-৫৯ শঃ জমী ৬।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

৬২ থাং জারী ৩১ দাবী ১৩।০

ডিঃ যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় দিং সাং রুপদহ

দেঃ চরণ সরদার সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পাথরাদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬ খতিয়ানে -৪৬শঃ জমী ৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৯)

১৭৬১ থাংজারী ৩১ দাবী ৩১৸০

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ সুদিন সেখ সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯ খতিয়ানে ৫/৪৸০ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

১৭৪ থাংজারী ৩১ দাবী ১৭৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মনিরদ্দি বেওয়া সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯ খতিয়ানে ৸৪ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

থাং জারী ৩১ দাবী ৪০৸৵

ডিঃ ঐ

দেঃ পরাণ মণ্ডল দিং সাং ঝিটকী-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৸১৮/০ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

২৭৭৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২৮৪৲৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ আবদুলমতলেব বিশ্বাস দিং সাং হিজুলী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় হিজুলী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২।১৩ খতিয়ানে ৩২-৩১ শতক জমী ৪৬।৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

২৭৮৪ থাংজারী ৩১ দাবী ৮।৷৵১

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ইয়াকুব মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫ খতিয়ানে ৬-৫৫ শতক জমী ২২৸৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

২৭৮৫ থাং জারী ৩১ দাবী ৮৬।৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আক্ছানি মণ্ডল দিং সাং দেপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ৩৪৭ খতিয়ানে ১২-৩৪ শঃ জমী ২৭. জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

২৭৮৬ থাংজারী দাবী ২৪৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এরফান মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

কৃষ্ণনগর থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ৯৫৪।৯৫৫ খতিয়ানে -৮৮ শঃ জমি ৩।৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

২৭৮৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১০৯।৶৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ ছুবহানী সেখ দিং সাং আমসিহরী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় আমসিহরী গ্রামে ডিক্রিদার অধিন ১০৯ খতিয়ানে ৮ ৮৭ শঃ জমী ১৮৲৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

২৭৯১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬০।/১

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ কাঙ্গালী ঘোষ দিং সাং কালিনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় মহিশুড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩ খতিয়ানে ১৪৸২/০ জমীর ২৬।৶/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

৭৯৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৭।৬

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল সাং জয়রামপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৯ খতিয়ানে ১-৫৪ শঃ জমির ১১।৶/১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫

(৩৯)

২৭৯৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৯৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ গোলাম সেখ দিং সাং নূতন গ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৩৯৪৯ খতিয়ানে -৮০ শঃ জমা ৮৲ জমা মূল্য আঃ ১

(৪০)

২৮২২ থাংজারী ৩১ দাবী ২৮৬।৶/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মতি মণ্ডল দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬৪ খতিয়ানে ২১-৭৫শঃ জমী ৪৫।৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

২৯১১ থাংজারী ৩১ দাবী ৫।৷৶০

ডিঃ মেশার্স এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোঃ মোঃ রামনগর

দেঃ নলিন মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫ খতিয়ানে -০১শঃ জমী ।৶৪। জমা মায় প্রজা পুষ্করিণী মূল্য আঃ ২৲

(৪২)

২৯১৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৫।৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমাই মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭ খতিয়ানে -২৭শঃ জমী ৮৲৩৭। জমা মায় প্রজা ও পুষ্করিণী সহ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৩)

২৯১৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পদ দাস মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯ খতিয়ানে ১ ৯২ শঃ জমী ২।৷৶৭। জমা মায় প্রজা পুষ্করিণী সহ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৪)

২৯১৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২৭।১১

ডিঃ ঐ

দেঃ বটকৃষ্ণ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫ খতিয়ানে ২-৮৬শঃ জমী ১৬।৪। জমা মায় প্রজা, পুষ্করিণী মূল্য আঃ ৫৫৲

(৪৫)

২৯১৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নলিন মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬ খতিয়ানে -০৬শঃ জমী ২০/৭।০ জমা মায় প্রজা পুষ্করিণী কাঠাল গাছ ১টা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

৩০১০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৭।/৯

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম সাং বামনপুকুর

দেঃ হরিচরণ সাহা সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় ৯নং বামনপুকুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪১০ খতিয়ানে -০৮শঃ জমী ১৸০ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৪৭)

৩০১১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮./৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৫০৯ খতিয়ানে -১১ শঃ জমী ১৸০ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৪৮)

২১১৭ দেংজারী ৩১ দাবী ৯৫৭।১

ডিঃ হেমন্তকুমারী দেবী সাং বেল-পুকুরিয়া

দেঃ মৃণাল চন্দ্র বারসী দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুরিয়া দিং গ্রামে ১০৮১।১০৮২ খতিয়ানে -৫৮ শতক নিষ্কর বাস্তু জমী মূল্য আঃ ৫৲

২। কোতয়ালী সামীল ঐ গ্রা ১০৮৩।১০৮৪ খতিয়ানভুক্ত ১-১৩ শঃ নিষ্কর লাখরাজ জমী ১০৮৪ খং ।৷০ অং ও ১০৮৩ -০ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে ৭৪৭।৭৪৮ খতিয়ানের -২৪ শতক জমী ১/৫ জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাজকুমারী পঙ্কজনলিনী দাসী দিং অধীন ১২৫০ খতিয়ানের -৫৫ শতক জমী ৩।৭ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩১৭ খতিয়ানের -২৮ শতক জমী ।৶৭ জমা দেঃ ।৷০ অংশ মূল্য ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য অধীন ৯১৬ খতিয়ানের -২ শতক জমী ।/০ জমা মূল্য ৯৲

৭। ঐ থানায় চন্দনতলা গ্রামে প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং অধীন ১৭৫ খতিয়ানের ১ ১৫ শতক জমী ৩৸১০ জমা দেঃ ০ অংশ মূল্য ১৫৲

৮। নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং অধীন ২২৬ খতিয়ানে -৬০শঃ জমী ১১৲৬ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৪৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২২৯।২২৯/১।২৩০।২৩ ।২৩১।১ খতিয়ানে

৬৮৯ শতক জমীর ১১৶৩ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য ২০৲

১০। কোতোয়ালি থানায় বেলপুকুর গ্রামে মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন ২৫ খতিয়ানভুক্ত ৬১ শতক জমি ১১০ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য ৫৲

১১। নবদ্বীপ থানায় বক্রপাড়া গ্রামে প্রফুল্লবালা দাসী দিং অধীন ৩৩৮—৩৪০ খতিয়ানের ২-৯২ শতক জমি ৪৭৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

১২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৫৩৫।৫৩৯—৫৭৯ ও ৮০০ খতিয়ানভুক্ত ১১ ৪ শতক জমি ৪১।৵০ দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

১৩। থানা কোতয়ালী দামিল ডুগ্গারাম গ্রামে ঐ অধিন ২৩২ ২৩৬ — ৬১ খতিয়ানের ২৪-৪৩ শতক জমি ১৭৮ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

২৮১৩ মনিজারী ৩১ দাবী ১১২৬।৩

ডিঃ মণিরাম, অর্জ্জুনদাস আগরওয়ালা, মোং কুষ্টিয়া

দেঃ তারিণীচরণ ঘোষ দিং সাং ন বাবপুর পোঃ কুমারখালি

কুমারখালী থানায় মহেশপুর গ্রামে ২৮০—২৮৫ খতিয়ানে ও ভবানীপুর গ্রামে ২৯০—২৯৫ খতিয়ানে রাজা জানকীনাথ রায় বাহাদুর অধীন ১১ ৫১ শতক জমী ৸০৮ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৩০৲

২। ঐ থানায় চরভবানীপুর গ্রামে রাজা জানকীনাথ রায় বাহাদুর অধীন ৪৫৪।৪৫৫ খতিয়ানে ২-৭০ শতক জমী ১৭।৵০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে আছিরদ্দিন খাঁ দিং অধীন ১৪৩১ (ক) খতিয়ানের -৫৪ শতক জমী ৮। ১০ জমা দেঃ ৷৵৮ অংশ মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৪৩১ (ক) খতিয়ানের প্রতিপালীর বসতবাটী সাজ সরঞ্জাম সহ দেঃ ॥৵৮ অংশ মূল্য ১০০৲

(৪০)

২৭৭২ মনিজারী ৩১ দাবী ১৪৫॥৶৩

ডিঃ যুধিষ্ঠির ঘোষ দিং সাং সোনাতলা

দেঃ ফকিরমহম্মদ বিশ্বাস দিং সাং ঐ

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে নৃসিংহ লাহিড়ীচৌধুরী দিং অধীন ৮৬৭ খতিয়ানে ৮ ০৭ শঃ জমী ২।৫১ জমা দেঃ ১।৵০ = অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৫২৯ খতিয়ানে ২-০৫ শতক জমা ৭৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৯৩ খতিয়ানে ১-৭২ শতক জমী ১৫।৫৮ জমা দেঃ ৶১৩। — অংশ মায় খড়ের ঘর সহ প্রাচী ইত্যাদি মূল্য ১৫৲

(৪১)

২৭৭১ মনিজারী ৩১ দাবী ১৭৬-৯

ডিঃ দ্বিজবর ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ কুমারদিন ও বাগদী সাং ও পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে ৭৮৩ খতিয়ানে ১ ১৫ শতক ব্রহ্মোত্তর জমী মায় বাঁশ ঝাড় কাটাল সহ মূল্য ১০৲

(৪২)

২৬৫৮ মনিজারী ৩১ দাবী ১৮৭৪।১৯

ডিঃ বক্তারমল, দুর্গাপ্রসাদ আগরওয়ালা সাং দেওয়ানবাগ

দেঃ এলাহি বকস বিশ্বাস দিং সাং নাজিপুর পোঃ দৌলতপুর

দৌলতপুর থানায় রাজনগর গ্রামে প্রমথনাথ রায় বাহাদুর অধীন ১৫ খতিয়ানে ৭-১৮ শতক জমী ১৬৸০ জমা দেঃ এক চতুর্থাংশ মূল্য আঃ ৮

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪ খতিয়ানের ১৲ টাকা জমা মায় দোকানঘর সহ দেঃ এক চতুর্থাংশ মূল্য ৫০

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নবদ্বীপ ঘোষ দিং অধীন ৬৭৮ খতিয়ানে -৫৫ শতক জমী ১॥৶০ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় অধীন ৬৩৮ খতিয়ানে ৩৪ শতক জমী ১৶০ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ৮৲

৫। ঐ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে দেবেন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ২নং খতিয়ানে ১২-৮১ শতক জমী ৪৫॥৶৫ জমা দেঃ এক চতুর্থাংশ মূল্য ৪০৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ সেরেস্তায় ১৬ খতিয়ানের ৫-০৩ শতক জমী ১৩৸৶১০ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ৪০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৪ খতিয়ানের ৪-৭১ শতক জমী ১০৸৴১০ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ৫০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৮ খতিয়ানে ২৭ ৮৬ শতক জমী ৮২৸৶৪ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ৩২০৲

৯। ঐ থানায় নাজিরপুর গ্রামে ঐ অধীন ২৩১ খতিয়ানে ৬২৶৫ জমা দেঃ এক চতুর্থাংশ মূল্য ঃ

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৪১০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৫০

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ সেন অধীন ৬১ খতিয়ানে ১৫।৶৫ জমা দেঃ এক-চতুর্থাংশ মূল্য ৮০৲

(৪৩)

২৬৩৬ মনিজারী ৩১ দাবী ৬১৸৶৩

ডিঃ বিধুভূষণ চৌধুরী সাং স্বরূপগঞ্জ

দেঃ পিরু বকস মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে হৃষিকেশ দাস অধীন ৪১-৪৩ খতিয়ানে -১৮ শঃ জমী ১৸৶১০ জমা মায় পাকা কুঠারী দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

২৬১৭ মনিজারী ৩১ দাবী ২৭।৴৯

ডিঃ শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ অমূল্য হাজরা দিং সাং ও পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে বিনয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন ২৯৭ খতিয়ানে -১৪ শতক জমী ৶১১ জমা মূল্য ২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন ১০৮৭ খতিয়ানে -২৮ শঃ জমী ॥০ জমা মূল্য ১০৲

(৪৫)

২৫৫৩ মনিজারী ৩১ দাবী ৩০৯॥৯

ডিঃ শশধর মিত্র সাং গোয়াড়ী

দেঃ কমলেশ কুমার বিশ্বাস সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালির থানায় পানিনালা গ্রামে ২২৩ খতিয়ানে ১-১৬শতক ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৪০

(৪৬)

২৫৬৪ মনিজারী ৩১ দাবী ১৭৭৮৸৬

ডিঃ মিসার্স রাধাচরণ, শশী মোহন সাহা নামীয় ফার্ম কলিকাতা

দেঃ বেণীমাধব, কৃষ্ণলাল কুণ্ডু নামীয় ফার্ম সাং লোহাগঞ্জ পোঃ লোহাগঞ্জ ঢাকা

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ গ্রামে পঞ্চানন নন্দীর অধীন ৩৬৯২ খতিয়ানে /২॥৶০ জমীর ২॥৶০ জমা মায় পাকা ইমারৎ সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ৩০০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

৬২৩ দেওয়ানী ৩১ দাবী ৩৭২৲

ডিঃ বিভূতিভূষণ দে সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ হৈমবতী বর্ম্মণ্যা সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ১০৭ নং তৌজীর মহাল দেঃ ৶১০ অংশ, মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে কৃষ্ণনাথ রায় দিং অধীন পত্তনী অংশ দেঃ ১৫ গণ্ডা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

ঐ থানায় ঐ গ্রামে মঙ্গলাময়ী বর্ম্মণ্যা দিং অধিন পত্তনী অংশ ১৫ গণ্ডা মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

৬৯৩ মনিজারী ৩১ দাবী ৭০৭॥৩

ডিঃ গোপীনাথ দাস চৌধুরী সাং নওয়াপাড়া

দেঃ ফটীকচন্দ্র দাস দিং সাং দেউলিয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় দেউলিয়া গ্রামে রাধারমণ সিংহ দিং অধীন ৬৬ খতিয়ানে ও লক্ষ্মীগাছা গ্রামের ৮৪৪ খতিয়ানে মোট ১৭-৪৬ শঃ জমীর ৫১।০ জমা মায় বৃক্ষাদির সহ মূল্য আঃ ৩২৲

২। ঐ থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে আব্বাচ সেখ অধীন ৮০১ খতিয়ানে -৩৬ শঃ জমীর ১।৴০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৩)

১১৪৪ মনিজারী ৩১ দাবী ২২১৲

ডিঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস সাং হাঁসপুকুর

দেঃ বাবুজান সেখ দফাদার সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে রাখালদাস তরফদার অধীন ৬১ খতিয়ানে ৫-৮২ শতক জমীর ১২॥৶৯ জমা দেঃ ১ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধিন খতিয়ানে ৭-৯০ শঃ জমীর ১১।৶৭ জমা দেঃ ১ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

১২২০ মনিজারী ৩১ দাবী ২৫০৸৴৯

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ শেঠ সাং আড়ংঘাটা

দেঃ অ মজুল করিম মণ্ডল দিং সাং হাঁসখালি পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় হাঁসখালি গ্রামে হৃষীকেশ দাস অধীন ৬৫—৬৯ খতিয়ানে ১৫-০ জমীর ১৮৶৯ জমা দেঃ ৷৶১২৶ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৭ খতিয়ানে -৫৪ শঃ জমীর ১৶৩ নিরিখে জমা দেঃ ৷৶১২৶ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

৩। হাঁসখালি থানায় হাঁসখালি গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৬৪ খতিয়ানের -৫ শতক জমি ॥৮ পাই জমা দেঃ ৷৶১৩৶ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১২৯৪ মনিজারী ৩১ দাবী ৯৭

ডিঃ সুশীলাবালা দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ সোবান সেখ কাগমারী সাং পটিয়া পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় পটিয়া গ্রামে গগন বিশ্বাস অধীন ৭।৩৫ খতিয়ানে ০-৩৫ জমী ১০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০

(৬)

১৪১১ মনিজারী ৩১ দাবী ১০৭৶

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ প্রমথ নাথ বিশ্বাস দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে তারাপদ সরকার দিং অধীন ৪৫—৪৭,৬০০—১০ ২৬০।১৯১ খতিয়ানে ৩১-৬৯ শঃ জমী ৫ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৭)

৪৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৸৶০

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আক্কস সেখ সাং গোয়ালচাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬ খতিয়ানে ৩-৫৬ শঃ জমী জেলা ১/০ নিরিখে জমা মূল্য ২৫৲

(৮)

৫৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪১৶৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চন্দ্রহাটীশালা

দেঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কাঠালবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯২ খতিয়ানে ৫-২০শঃ জমী ১২৸০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৬২৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৸/৩

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ ইনছান সেখ সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩১ খতিয়ানে ২-১৬ শঃ জমি ভটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৬৲

(১০)

৬৩২ খাংজারী ৩১ দাবী ৮০৸৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ গোকুল সেখ বেলতলে দিং সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বেকয়াইল গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮ খতিয়ানে ৪-১৩শঃ জমী ভটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

৬৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৷৷/০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ সন্ন্যাসী ঘোষ সাং জানরেডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৷৷৪৷৷ জমীর ২৷৷০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৬৪৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরি ঘোষ দিং সাং বাঁশডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৷৷৩৶০ জমীর ৩৷৷৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৮১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৷৶০

ডিঃ চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার কৃষ্ণনগর

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং মৌরহাট পোঃ বাঙ্গালঝি

হাঁসখালি থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৪ খতিয়ানে -৭৬ শতক জমী মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৮১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০৸৶৫

ডিঃ ঐ

দেঃ এছমাইল মণ্ডল সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫০ খতিয়ানে -৭৫ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

৮১৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৶২০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

ঐ থানায় ময়ূরহাট গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৭ খতিয়ানে -৪০ শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৮৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০০ খতিয়ানে -৪৩ শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

৮৩৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৸/৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ কালাচাঁদ মণ্ডল সাং বাঙ্গালঝি পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৷৷-৷০ জমীর ১০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৮৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৷৶৫

ডিঃ চেৎলাজিয়া ওয়ার্ড ষ্টেট পক্ষে প্রমথ নাথ ঘোষ ম্যানেজার কৃষ্ণনগর

দেঃ ভূষণ খাঁ সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩ খতিয়ানে -৮৮ শঃ জমী মূল্য আঃ ৩৲

(১৯)

৮৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৭৷/৫

ডিঃ ঐ

দেঃ নগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাং কৃষ্ণগঞ্জ পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে -৩০ শঃ জমীর ৫৷৷/৮ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৮৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৪৷৫

ডিঃ ঐ

দেঃ বংশী মাঝি সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৪—২০০,৩১০।৩৯৮ ৩৯৯ খতিয়ানে ৬ ৩৯ শঃ জমী ৮৲৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

৮৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৶১০

ডিঃ ঐ

দেঃ বলাই সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৮ খতিয়ানে -৭১ শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

৮৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৸৶৫

ডিঃ ঐ

দেঃ রতি সরদার দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮২ খতিয়ানে -১৭ শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

৯০০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৶১০

ডিঃ ঐ

দেঃ যোমরেজ মণ্ডল সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০।৪৩ খতিয়ানে ১-২৪ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

৯০১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৷/

ডিঃ ঐ

দেঃ ইনছুছ মণ্ডল সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানে -২৮ শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

৯১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৭৶৫

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ কালীদাসী দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৭ খতিয়ানে ১৯-৫২ শঃ জমি ৩৬৲৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১০৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৲৩

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী সাং ভবানিপুর

দেঃ যতীন্দ্র ঘোষ দিং সাং তুল্লিহুদা

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩৮ খতিয়ানে -৮০ শঃ জমা মূল্য আঃ ৲

১০৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শীতল মণ্ডল সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৪ খতিয়ানে ১-৩৬ শঃ জমী মূল্য আঃ ৪৲

(২৮)

১০৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকাছেদ মোল্লা সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১০ খতিয়ানে ৭-৭৬শঃ জমী মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১০৫২ খাংজারি ৩১ দাবী ১৫৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ইছমাইল মণ্ডল সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১০ খতিয়ানে ১-১৯ শঃ জমী মূল্য আঃ ৪৲

(৩০)

১০৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৪৷৶৬

ডিঃ দীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ ছাদবালী মণ্ডল সাং দলুইগ্রাম পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় দলুইগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৭।১৫৮—১৯৯ খতিয়ানে ১৭৬৷৷১ জমীর ৮৯৸১ জমা মূল্য ৫০৲

(৩১)

১১১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৭০৶৬

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং গোবরাপুর

দেঃ অকৎন্নার মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭১০ খতিয়ানে ১-১৭শঃ জমী ৬৸৬৷৩ জমা মূল্য ১৫৲

(৩২)

১১৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ২০॥৵৯

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ ছুরমান সেখ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ২১৪ খতিয়ানে ১-৯২শঃ জমী বাস্তু নিরিখ জমা মূল্য ৫৲

(৩৩)

১১৭০ খাংজারি ৩১ দাবী ২৩।৶০

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী দিং সাং কালিঙ্গা

দেঃ পদ ঘোষ দিং সাং ছোট বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬ খতিয়ানে ৫-১২শঃ জমি ৯৫ জমা একের তৃতীয় অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৭ খতিয়ানে ৫-১২শঃ জমী ভটবন্দী জমা এক তৃতীয়াংশ মূল্য ১০৲

(৩৪)

১১৭৯ খাং জারী ৩১ দাবী ৩০॥৵৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ প্রমথকুমারী দেবী দিং সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৪০ খতিয়ানে ১-০৬শঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৫)

১১৯১ খাং জারী ৩১ দাবী ৮০৸৵৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এব্রাহিম বিশ্বাস গড়ানী সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২১।৬৬৫।৪০৬।৩১৩।৬৮১।৮৫৭।৪।৮৬৯।৩৬৯।৮.৩ খতিয়ানে ৯-০৮শঃ জমী মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৬)

১২৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৸৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এজেহার মণ্ডল দিং সাং নালিয়াপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫৬ খতিয়ানে ২-০৮শঃ জমী ৬/১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৭)

১২৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মহিন্দ্র সেখ দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬১৯ খতিয়ানে ১-২৯শঃ জমী মূল্য আঃ ১১৲

(৩৮)

১২৬৮ খাং জারী ৩১ দাবী ৬১।৬

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ ইউছুপ তরফদার সাং ঘুগরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭।৩৭(ক) খতিয়ানে ৫-৪৩শঃ জমী ৭৸১০। জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

১২৯৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭॥৵৬

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র তরফদার দিং সাং বৃত্তিহুদা

দেঃ জহিরদ্দিন মণ্ডল সাং ছোট-আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫৫ খতিয়ানে ৩-০১শঃ জমী ৯৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪০)

১৩০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৬০।৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ এক্রাহাম সেখ দিং সাং চন্দনপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১.৫।১১৬ খতিয়ানে ৪-৪৫শঃ জমী ৭।৵১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪১)

১৩১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৫।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ওরিমন বিবি দিং সাং গোয়াল চাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় গোয়ালচাঁদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২—৬৯ খতিয়ানে ৬০৩ শঃ জমী ১১৲৭ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১৪৪০ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১।৶৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ ছয়লাপ মণ্ডল দিং সাং পাকুড়গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পাকুড়গাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫১—২৫৮ খতিয়ানে ১৩-১৬ শঃ জমী ২৭/৯ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৩)

১৮৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩।৶৯

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ ঝাড়ু বিবি দিং সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭।৫।৭ খতিয়ানে ২৭-৯১ শঃ জমী ৫৮৸৶২ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৪)

৮৯৫ খাংজারী৩১ দাবী ১১৩॥৯

ডিঃ প্রমথ নাথ ঘোষ ম্যানেজার চেতলাজিয়া ষ্টেট কৃষ্ণনগর

দেঃ হরিপদ ঘোষ দিং সাং চিত্রশালী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় জয়পুর চিত্রশালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৪৮।১৩৮০ খতিয়ানে ৫-৪০ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৫)

৫৮৯ খাংজারী৩১ দাবী ১১০৫॥০

ডিঃ জিতেন্দ্র নাথ কর সাং মহানাদ

দেঃ নফরচন্দ্র পাল সাং নাটুদহ পোঃ নাটুদহ

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধীন ১৫৮৩ খতিয়ানে ৫-৯৭ শঃ জমী ৭৪/০ জমা মায় পাকা ইটের কুটী বাড়ী, ঘরদুয়ার জানালা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মন্মথ পাল চৌধুরী অধীন ২৪১৯ খতিয়ানের ৭-৮৭ শতক জমি ৬৮৶ জমা মূল্য আঃ ৪০০৲

নানা কথা

নরহত্যার অভিযোগে সৈন্য

গত ১১ই নভেম্বর কলিকাতার প্রিন্সেপস ঘাটের নিকটে প্রায় ২১ বৎসর বয়স্ক জনৈক অপরিচিত মুসলমান যুবককে নিহত করিবার ও উক্ত হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করিবার অভিযোগে ২ জন সৈনিক উইলিয়ম হাইম্যান ও জন কলাঘাম অভিযুক্ত হইয়াছে।

গত শুক্রবারে কলিকাতার করোনার শ্রীযুত এ, কে, দত্ত একদল জুরির সাহায্যে উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, ডবলিউ, হাইম্যান কর্ত্তৃক এক খণ্ড প্রস্তরাঘাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা ডবলিউ, হাইম্যানকে নরহত্যার অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত নরহত্যায় ডবলিউ, হাইম্যানকে সাহায্য করিবার অভিযোগে তাঁহারা জন কোলাঘামকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

মাদ্রাজে লোমহর্ষণ কাণ্ড

গত ২৩শে নভেম্বর রাত্রিকালে চিত্তোর জিলার তিরুত্তানি নামক স্থানের ১০ মাইল দূরবর্ত্তী নাগারি থানা হইতে ভয়াবহ গুলীবর্ষণজনিত নরহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আবদুল কাদের নামক একজন কনষ্টেবল থানার মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিল। বন্দুকের শব্দে সে জাগরিত হইয়া দেখিতে পায়, মুনীস্বামী নামক অপর একজন কনষ্টেবল তাহার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পলায়ন করিবার পূর্ব্বে একটি গুলী আবদুল কাদেরের পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়, ফলে সে পড়িয়া যায়। মাদ্রাজে লইয়া যাইবার সময় সে প্রাণত্যাগ করে। মুনীস্বামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

অর্থ ব্যাপারে আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ আর্থিক ব্যাপারে বৃটিশের অনুকূলে বাঁধন-কষণ সম্বলিত যে রিপোর্ট অদ্যকার রাষ্ট্রতন্ত্র কমিটির সভায় আলোচিত হইবে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কমিটির অধিকাংশ সদস্যই পূর্ব্ব রিপোর্টে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, ঐ নীতির পোষকতা করিয়াছেন, তাঁহারা অর্থ পরিষদের পরামর্শ লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন যে, উক্ত পরিষদ ভারতের ঋণ গ্রহণ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন! ভারতে বাণিজ্য বাজারে বিশ্বাস স্থাপনই প্রকৃতপক্ষে বিধি প্রণয়ণের পরীক্ষা স্থল।

বক্তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বিডন স্কোয়ারে হিজলী ও চট্টগ্রাম ঘটনা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে শ্রীযুত সুখেন্দুবিকাশ চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন তিনি পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আদালতে একখানি আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন। উক্ত আবেদন পত্রে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি দুঃখিত এবং তিনি কোনও রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যে মিলিত হইবেন না। আদেশ মুলতুবী আছে।

Reg No C.1544

নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

কংগ্রেস-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৫ তমসংখ্যা

১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৩৮, ২রা ডিসেম্বর ১৯৩১

ইংলণ্ড ত্যাগ

সরকারে ও মুসলমানে বিরোধ

নরহত্যার অভিযোগ

বালিকা বধূ ফুসলাইবার সাজা

রোমে গান্ধীজী

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ সম্মিলন

পণ্ডিত জহরলাল

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

নায়াসানের প্রাণদণ্ড

কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর ঠাণ্ডা [illegible] যাছেন। তিনি ২রা ডিসেম্বর ইংলণ্ড হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে গমনের জন্য যাত্রা করিবেন, সেইরূপ ব্যবস্থা রিয়াছেন।

সরকারে ও মুসলমানে বিরোধ

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর নট্রাল জেলে মহম্মদউদ্দিন আরওরি নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু হয়। র মৃতদেহ তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের হট প্রেরণ সম্পর্কে সরকার ও মুসলম-দের বিরোধ উপস্থিত হয়। সরকার উক্ত দেহ তাঁহার জন্মভূমি শিয়ালকোটে তার আত্মীয়বর্গের নিকট পাঠাইয়া । বাদসাহী মসজিদে মুসলমানদের সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জের পর মৌলানা জাফর ও অপর কজন ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। ভঙ্গ হইলে একটি শোভাযাত্রা সহরটি ভ্রমণ করে। কোন অপ্রিয় ঘটনা হয় নাই।

হত্যার অভিযোগ

ই নভেম্বর রাত্রিতে গ্রিঞ্জেপস্ ঘটে প্রস্তরাঘাতে একজন নকে নিহত ও অপর ২ জনকে করিবার অভিযোগে ২ জন সৈনিক টে ডবলিউ হাইম্যান ও জে, জে

ক[illegible]

প্রে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর ফজ[illegible] করিমের আদালতে অভিযুক্ত হই[illegible]ছে।

ম[illegible]জিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার প্রা[illegible]মিক তদন্ত কার্য্য শেষ করিয়া আ[illegible]মীদ্বয়কে হাইকোর্টে দায়রা সোপর্দ্দ করি[illegible]য়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ গত ২৬শে নভে[illegible] স্থানীয় প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী [illegible]মোহন সাহা, বি, এল, রাত্রি ৩ ঘটি[illegible] তাঁহার সিরাজগঞ্জস্থ বাস[illegible]বনে মারা গিয়াছেন। মৃতব্যক্তি উকী[illegible]বান উকীল এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবক ছিলে[illegible]ন। তাঁহার পত্নী, একটি পুত্রসন্তান [illegible] কন্যা বর্ত্তমান আছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সহকর্ম্মীরা বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে বার এসোসিয়েশনের এক বিশেষ অধিবেশন হয় এবং দেওয়ানী আদালতের কার্য্য ২ ঘটিকার সময় বন্ধ হয়। অপরাহ্নে জনসাধারণের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশের জন্য এক

বালিকা বধূ ফুসলাইবার সাজা

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত জে, এন, তালুকদার আই, সি, এস জুরীদের সহিত একমত হইয়া বালিকা [illegible]সলাইবার অপরাধে কেওয়াত কালুর [illegible]ক বৎসর সশ্রম কারাবাস ও জানকী [illegible]নাইয়ার এক শত টাকা অর্থদণ্ডের [illegible]দেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, কাশীপুরের রাজকুমার ও ওয়াত, দুগনী বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ র এবং রাজকুমার ও কেওয়াতের [illegible] বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। এই সূত্রে [illegible]কুমারের বালিকা বধূ গৌরীর সহিত ওয়াতের পরিচয় ঘটে। বন্ধুত্বের [illegible]গ লইয়া কেওয়াত একনিষ্ঠভাবে [illegible]রীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া গৃহের বাহির করে এবং গৌরীকে জানকী [illegible]কানাইয়া নাম্নী এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেয়। জানকী গৌরীকে বিভিন্নরূপ পরামর্শ দিয়া মথুরা নামক অপর এক ব্যক্তির সহিত অবৈধ জী[illegible] যাপনে প্রবৃত্ত করায়। মথুরার সহি[illegible] বাস করিবার সময়ে গৌরীকে পুলি[illegible] যাইয়া উদ্ধার করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসদাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী বৃষকপিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচিন্ময়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীবদ্রীনাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগরদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীসনাতন পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, সোনারপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ অধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার } ১২৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য মঠের অবিশ্বাসরণ নাটমন্দিরে বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীধামে আগত বহু যাত্রী, 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে'র শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং মঠসেবকগণ এই সভায় যোগদান করেন।

সভাগ্রে শ্রীমঠের ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুমধুর-স্বরে গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অতঃপর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক ও 'ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইনষ্টিটিউটে'র প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মঙ্গলাচরণান্তে বলেন,—"আজ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের রাসযাত্রা মহোৎসব। রাস অর্থে নৃত্য। গোপললনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দভরে নৃত্য তাহাই রাসযাত্রা। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত 'রাসলীলা' মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞানগম্য বা শ্রোতব্য নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় এই রাসলীলা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিতে যাওয়া অজ্ঞতার পরিচায়ক ও অপরাধজনক। দেহ ও মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ের খাতিরে ও ইন্দ্রিয়তর্পণাশায় লীলা-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান জীবের ঐরূপ অধিকার-বহির্ভূত ও শাস্ত্র-বিগর্হিত লীলা-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা উচিত নয়। কারণ ঘৃতান্ন, পুষ্পান্ন প্রভৃতি গুরুপাক বস্তু সুস্থ শরীরেই সেবনীয়, কিন্তু পীড়িত ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ গুলি বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

যাঁহারা শ্রীগুরুকৃপায় অনর্থমুক্ত হইয়া মায়াতীত বৈকুণ্ঠপ্রতীতিতে অবস্থিত এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবায় রত থাকেন, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণে অধিকারী।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাৎ
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দাবতারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধনগিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধা-কুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন?

যেখানে কুণ্ঠা ধর্ম্ম নাই, যাহাকে মেপে নেওয়া যায় না তাহাই মায়াতীত অধো-ক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়ারচিত সংসার কারাগারে দেহে আত্ম-বুদ্ধি ও দেহসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমতা বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া আবদ্ধ। আমাদের যে কিছু চেষ্টা সমস্তই নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য। মায়াবদ্ধ অল্পজ্ঞ-জ্ঞানী আমরা আমাদের জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা কস্মিনকালেও এই বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না—রাসলীলা ত' দূরের কথা। এমতাবস্থায় অনর্থ জ্ঞানাতীত রাইকানুর গীতি ও লীলাবিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তন করা ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সকল বিষয় আলোচনা না করিয়া সাধুমুখবিগলিত শ্রীকৃষ্ণের হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন; তৎফলেই ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি হইবে। নিবৃত্তানর্থ ব্যক্তি ক্রমপর্য্যায়ে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি সাধনভক্তি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাবনা-বর্ত্মাতীত ভাবরাজ্যে স্থায়ীভাব (রতি) বিশিষ্ট হইলে হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় প্রেম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন।

যাঁহাদের বুদ্ধি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিতে শক্তি লাভ করে নাই তাঁহারা এই অপার রসতত্ত্বের মীমাংসা বা অনুভব করিতে পারিবেন না, কাজে কাজেই তাঁহারা এই চিন্ময় রসতত্ত্বকে প্রাকৃত জড়-রসের সহিত সাম্যপ্রয়াস করিতে গিয়া নিরয়বর্ত্মের পথিক হন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়—ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণন শ্রবণ বা বর্ণন করেন সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীগণের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয় পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি ও তুচ্ছ-কামাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময় প্রেম উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না। তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন ব্যতীত স্বরূপসিদ্ধ জীবের অন্য কোন কৃত্য থাকে না। তখন রাসলীলা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় ও তাহাতে প্রবেশা-ধিকার লাভ ঘটে; তৎপূর্ব্বে নহে। এজন্য বৈষ্ণব-মহাজনগণ অপ্রাকৃত-তত্ত্বে নিষ্ঠার অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। তদ্বিপর্য্যয়ে গুণের পরিবর্ত্তে দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥

এজন্যই শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু মহারাজ পরীক্ষিতকে গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে নবম স্কন্ধের মধ্যে বর্ণন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দস্বরূপ দশম স্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন।"

আলো, আভাস ও ছায়া

(১)

যে প্রকার আকাশের দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাহারও কাহারও দুইটী চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে-প্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ আভাস ও অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের দ্বিবিধ মায়িক প্রতীতি। তাৎপর্য্য এই যে, আভাস ও অন্ধকার দর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস ও অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না; অথচ আভাস ও অন্ধকারের কল্পনার্থ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্র নাই, তদ্রূপ ভগবান ও তাঁহার মায়া।

ভগবান জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—নিমিত্তাংশে আভাস-স্থানীয় জীব-মায়া ও উপাদানাংশে অন্ধকার স্থানীয় গুণ-মায়া। এই উভয়বিধ মায়াই ভগবদাশ্রিতা হইলেও ভগবানের অনুরূপ নিজস্বরূপে জীব ও মায়া প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক-প্রতীতিতেও ভগবানের অদ্বয় চিৎ স্বরূপ-প্রতীতি নাই। আবার ভগবদ্-প্রতীতি ব্যতীতও তাহাদের স্বতন্ত্র প্রতীতির অভাব।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ চরিত্র বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সাধারণ মানবের জ্ঞানগম্য নহে; কারণ অধোক্ষজ বস্তু আধ্যক্ষিকের বোধগম্যাতীত।

অন্ধকারে কোন বস্তুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, পরন্তু আত্মগোপনকারী সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্করের ভয় আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু অরুণোদয়ের প্রারম্ভে আমাদের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। সূর্য্যোদয়ে বস্তু প্রকাশিত হয় এবং সূর্য্যালোকের সাহায্যেই স্বার্থ সাধন সম্ভব হয়।

সেইরূপ নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম। অপরাধ পূর্ব্বক নাম গ্রহণকালে শ্রীনাম প্রভু আমাদের হৃদয়ে উদিত হন না। সঙ্গে সঙ্গে আবরণাত্মক অন্ধকার ও অনর্থরূপ ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন দেহ ও দেহ সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন বা অনিত্য বিষয়াদি নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়ে আমরা ভীত হইয়া পড়ি।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভগবানের পাদপদ্ম একান্তভাবে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয় স্বজন, সুহৃদগণ পাছে বিনষ্ট হয়, এইজন্য ভয়। উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, অনবরত তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা। পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি ও আমার' এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

নামাপরাধ শূন্য হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানাভাবের সহিত যে নাম তাহা নামাভাস। নামাভাস হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয়। এই নামাভাস নামাপরাধ বা নাম নহে।

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ মুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীনাম প্রভুর সেবা করিলেই ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক জীবের শুদ্ধ সত্ত্বে উদিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রদান করেন।

সূর্য্যোদয়ে যেরূপ আলোকিত সমস্ত বস্তুই বস্তুর পার্থক্য এবং ক্রিয়াদি আমরা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করিতে পারি, সেইরূপ জীবের চিদাকাশে শ্রীনামসূর্য্য একবার উদিত হইলে জাগতিক সমস্ত বস্তুই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভোগোপকরণ এবং তিনিই একমাত্র ভোক্তা আর সকলেই তাঁহার সেবক-শ্রেণীভুক্ত, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীনাম ব্যতীত যে বস্তু বা যাহাতে নামের প্রতীতি নাই বা যে বস্তুর শ্রীনাম ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই তাহা নামাপরাধ।

নামাভাস বলিতে নাম হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি কেহ বুঝায়। নামাভাসের অধিষ্ঠান শ্রীনাম ও নামাপরাধের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে, কিন্তু নামাভাস নামও নহে, নামাপরাধও নহে। শ্রীনাম ব্যতীত নামাভাসের স্বতন্ত্র প্রতীতি নাই। শ্রীনামে নামাভাস বা নামাপরাধ প্রতীতির অভাব, আবার নামাভাস ও নামাপরাধ প্রতীতিতেও শ্রীনাম প্রতীতি নাই। কিন্তু নাম ব্যতীত এতদুভয়ের স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে না। সুতরাং নামাপরাধ ও নামাভাস নাম নহে। আবার চিন্ময় শ্রীনাম হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। সুতরাং নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট। সাধু গুরুর কৃপা ব্যতীত এই তত্ত্বটী বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয় নহে।

নামাভাস ও নামাপরাধ এই উভয়ের কোনটীই জীবের উপাস্য নাম নহে। নিষ্কপট শ্রীনাম প্রভুর সেবাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রের বর্জ্জনীয় বস্তু। যেরূপ এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ নামাপরাধী গুরুব্রুবগণ অপর ব্যক্তিকে শ্রীনাম বিতরণ করিতে অসমর্থ। তাহাদের কৃত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নামাপরাধ মাত্র।

'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥'

যাঁহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক ঐকান্তিক ভাবে শ্রীনাম প্রভুর সেবা করেন তাঁহাদেরই শুদ্ধ নাম গ্রহণে যোগ্যতা আছে। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীনাম প্রভুর সেবায় সর্ব্বক্ষণ রত, তাঁহারাই কৃপাপূর্ব্বক অপরকে শুদ্ধ নামাশ্রয়ে যোগ্যতা দানে সমর্থ।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার তারিখ

ব্রজবাসী ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধে যাত্রিগণের শীতাধিক্যে ক্লেশ সম্ভাবনা জানিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইল। এতৎসম্বন্ধে আমরা শ্রীধামবাসী বহু ব্যক্তির নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি। দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে বাসকারী প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরহরি বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়কে গত ১লা অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমার নিবেদন এ-সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলে বিশেষ শীত পড়িয়াছে, আবার মাঘে বিনা অবস্থায় প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রতিদিন লোক মারা পরিক্রমায় বিশেষ বাধা পড়িবে বিবেচনায় আমার জ্ঞানে বিশ্বাসমতে মাঘ ফাল্গুনে পরিক্রমা আরম্ভ করিলে সুবিধা বিবেচনা করি।"

মাঘ মাসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব, ফাল্গুনমাসে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব, শ্রীব্যাসপূজা এবং চৈত্র মাসের ১১ই তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ গৌরমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং ১৫ই চৈত্রের পূর্ব্বে কিছুতেই শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীনবদ্বীপ ধামের সেবা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামের কৃপা লাভ হয় না। এজন্য শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা এবং শ্রীগৌরজন্মোৎসবে মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিয়া আমরা শ্রীগৌরব্রজজনের আনুগত্যে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। আগামী ১৫ই চৈত্র (১৩৩৮) হইতে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। যাত্রিগণ ঐ তারিখের পূর্ব্বে শ্রীমথুরা-নগরীতে উপস্থিত হইবেন। শ্রীমথুরাকেই প্রথম কেন্দ্র করিয়া শ্রীপরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে নবদ্বীপ ব্যতীত আর অন্য মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই নাই। কোটি কোটি জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি না থাকিলে কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন না। সুকৃতিমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরে এই ধামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। গৌরভক্তগণ অযাচিত কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট শ্রীনাম তত্ত্ব ও শ্রীধাম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। যে স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুল্য বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন, যে স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ নানা স্থানে দীপ্তিমান হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি আশ্রয় না করেন?

সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপকে স্মরণ করিতে করিতে ঐকান্তিক ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে উচ্চস্বরে 'হা গৌরাঙ্গ! তুমি আমাকে কৃপা কর, তুমি পতিতপাবন, তোমার কৃপা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন উপায় নাই' বলিতে বলিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

"লোকসকল চণ্ডাল, কুক্কুর ও গর্দ্দভাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমাকে ভৎসনা তিরস্কার করিলেও তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থিতি হয়, যথায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

আমি করে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বরং এই বস্ত্র পরিধান চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারে প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তত্রাপি পুণ্যবৎ পরম সুকৃতিলব্ধ এই দুর্লভ মানব দেহকে কোনও ভাবে অন্য আর কোথাও লইয়া যাইব না। একখানি ছিন্ন কন্থা ও কৌপীন পরিধান ও দিবসান্তে কিঞ্চিৎ ফলমূল ভোজন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণাবলী সতত কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমি নবদ্বীপ বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব?" ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ এইরূপ কাতরকণ্ঠে শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা; বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০, দশম স্কন্ধ ১৮৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এ গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, অধ্যায়ের কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক খণ্ডের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীরামনবমী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ পাঁচ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলাপরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বভক্তি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতক—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এত উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পদ্যের সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনগীতি সম্পূর্ণ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামির ও। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাজনি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর, নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পণ্ডিত জহরলাল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ২৮শে নভেম্বর লেকাে উনাও ও ফরক্কাবাদ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরু অসুস্থ হওয়ায় তিনি তাহার সঙ্গে যাইতে পারেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে নভেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে বার ব্যারিষ্টার মিঃ এন ব্যানার্জি সওয়াল প্রসঙ্গে প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে আসামীদের কার্য্যকলাপ সম্মিলনস্থান ও উহাদের নিজেদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির উল্লেখ করিয়া ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বহু পরিমাণ স্বর্ণ বোম্বাই হইতে এখনও বাহিরে চালান যাইতেছে। কাইসার ই হিন্দ নামক ষ্টীমারে প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ লইয়া যাইতেছে। আরও স্বর্ণ উক্ত ষ্টীমারে চালান হইবে বলিয়া মনে হয়। এ পর্য্যন্ত মোট ১২ কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

রোমে গান্ধীজী

রোম হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর রোম আগমন সম্বন্ধে কোন আয়োজন হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সরকারী ভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। গান্ধীজী যে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

সেনাদিগকে গালাগালি

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল সেনাদল গত ২৮শে নভেম্বর ময়দানে কুচকাওয়াজ করিবার সময় ৮ জন লাল কোর্তা তাহাদিগকে গালিগালাজ করে, সেজন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পরে তিন জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিরণ দাসের আপীল

কলিকাতার এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণ দাসকে জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ হইবার পর যে আদেশ দিয়াছেন, গত ২৭শে নভেম্বর দক্ষিণ মালাকান্দের দায়রা জজের এজলাসে সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে।

শব-ব্যবচ্ছেদে আপত্তি

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে নভেম্বর রাত্রে জনৈক মুসলমান যুবক নিহত হইয়াছে, সিভিল হাসপাতালের সম্মুখে এক বিরাট জনতা সমবেত হইয়া উক্ত নিহত যুবকের শব ব্যবচ্ছেদে তুমুল আপত্তি জানায় এবং বলে যে, শব-ব্যবচ্ছেদ মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী।

শব-ব্যবচ্ছেদ জন্য নিযুক্ত মুসলমান ডাক্তারটী আলোচনার জন্য একটু বাহিরে গেলেই উত্তেজিত জনতা শবটী বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। ঐ সময় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার মিঃ ককির যাইয়া জনতাকে বাধা দেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া শবটী পুনরায় স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন। ডাক্তার পুলিশকে খবর দেওয়ায় পুলিশ আসিয়া জনতাকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ সম্মিলন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, আগামী ২৭শে, ২৮শে, এবং ২৯শে ডিসেম্বর নিখিল ... বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য ... সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। এজন্য খুব বিরাট রকমের আয়োজন হইতেছে। সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত গিরীশ পার্কে প্রকাণ্ড একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। 'ধর্ম্মবীরদল' নামক একদল স্বেচ্ছাসেবক এই অধিবেশন কার্য্য করিবে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ছইশত যুবকের নাম তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন, শীঘ্রই ৫০০ যুবক আসিয়া যোগদান করিবে। সঙ্ঘের সদস্যগণ যেন ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে প্রস্তাব তালিকা পাঠাইয়া দেন।

অভ্যর্থনা সমিতি এবং নেতৃবৃন্দ সমবেত সহস্রাধিক লোকের জন্য বিনা মূল্যে আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিবেশনের দিন হইতে পঞ্চ দিবসকাল মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে।

ইংলণ্ডের শীতে ভয় নাই

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লণ্ডনে দুইমাস বারদিন থাকিবার পর গত ২৪শে নভেম্বর প্রথম গান্ধীজী শীতকালের আবহাওয়ার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেন।

প্রাতে তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক ভ্রমণ দৈনিক কার্য্যতালিকা হইতে বাদ দিয়া দেন, কিন্তু যথানিয়মে অন্যান্য করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। তবে তিনি সকাল সকাল নাইটস্ ব্রিজ হইতে কিংসলী হলে ফিরিয়া আসিয়া একদাগ "দরনকশা" খান। তিনি নিজেই এই ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছেন। গাছগাছড়া হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত। দেড় সের জলের মধ্যে এই ঔষধটি ফেলিয়া ঐ জল ফুটাইতে হয় এবং এক পোয়া থাকিতে নামাইতে হয়।

কেন তিনি এই ঔষধ খাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গান্ধীজী উত্তর দেন, "রোগ চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ নিবারণই ভাল।"

মীরাবেন বলেন যে, গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের ... মীরাবেন এখন নাইটস্ ব্রিজে জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত আছেন।

সায়াসানের প্রাণদণ্ড

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে নভেম্বর অতি প্রত্যুষে থাড়াওয়াডী জেলে বিদ্রোহীনেতা সায়াসানকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে।

---

৭ জনের ফাঁসি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রোম জেলা হইতে গবর্ণমেন্টের সাফল্যের সংবাদ আসিয়াছে। গত ২৭শে নভেম্বর পৌংদেল অঞ্চলের একটি গ্রাম সেনাদল কর্ত্তৃক সানগিরী নামক একজন নামজাদা বিদ্রোহী নেতা নিহত হইয়াছে। দুইজন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গত ২৪শে নভেম্বর ১৬ জন বিদ্রোহীর একটি দল টুঙ্গু জেলার একটি গ্রামে নরহত্যা সহ ডাকাতি করে। তাহারা ৬ খানা বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ২৫শে নভেম্বর থারাওয়াডীর ৯ মাইল পূর্ব্বদিকে সাকাজী নামক স্থানে লন-সং নামক একজন বিদ্রোহীনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে ৪ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। একজনের অঙ্গে জখমের চিহ্ন ছিল, সেনাদলের আক্রমণে গত অক্টোবর মাসে সে জখম হয়।

গত ২৭শে নভেম্বর থারাওয়াডী জেলে দুইজনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, বিদ্রোহ সম্পর্কিত অপরাধে এ পর্য্যন্ত ৭ জনের ফাঁসি হইল।

---

২ জনের দ্বীপান্তর

থারাওয়াডী হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে নভেম্বর স্পেশাল জজ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র মামলায় রায় দিয়াছেন। ১১ জন আসামীর মধ্যে ২ জনের দ্বীপান্তর, ৩ জনের ৭ বৎসর জেল, এবং ৩ জনের ৪ বৎসর জেলের আদেশ হইয়াছে। ১ জন সে কসুর খালাস পাইয়াছে। দুইজনকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

গত ২৮শে নভেম্বর কংগ্রেস বস্ত্র-বয়কট সঙ্ঘের প্রায় ১০০ শত স্বেচ্ছাসেবক সহ মহিলা বড় বাজারের বিভিন্ন কাটরায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন এবং উহা রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার, হিন্দুস্থানী সেবাদল ও বানরসেনা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক দলে দলে আসিয়া শান্তিপূর্ণ পিকেটিং এ যোগদান করিতেছেন। এই শান্তিপূর্ণ পিকেটিং ব্যাপকভাবে সমগ্র কলিকাতায় চালাইবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধীনে এক জয়েন্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু সেই জয়েন্ট কমিটির সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন। খুব সম্ভব শীঘ্রই কলিকাতার সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ হইবে।

তুমুল যুদ্ধ

মুকডেন হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে নভেম্বর প্রাতে টিয়েনশিনের স্থানীয় অধিবাসীদের অঞ্চলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে। চীনারা কলের কামান, ফীল্ড-গান ও পরিখার কামান ব্যবহার করে। জাপানীরা ফীল্ড গান ব্যবহার করিয়া উত্তর দেয়। ইহার পূর্ব্বে গত রাত্রিতে তথায় যুদ্ধ বাধিয়া ছিল, সে সময় অষ্ট্রীয়ার অধিকারভুক্ত অঞ্চলে বিদ্যুতালোক নিভিয়া যায়। এই স্থানটা জাপানীদের এলেকার পাশেই, পরে চীনাদের বন্দর অঞ্চলেও আলোকের ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

রয়

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
চৈতি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

মূল্যাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৬ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

রাজদ্রোহের মামলা

বিডন স্কোয়ারে একটী জনসভায় হিজলী ঘটনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান সম্পর্কে শ্রীযুত সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতায় অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর কজলে করিমের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন।

আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে তাঁহাকে প্রথম অপরাধী আইনের বিধানানুসারে এক বৎসর ভদ্রভাবে অবস্থান জন্য ৫ শত টাকার জামিনে মুক্তি দানের আদেশ দিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি দণ্ডাদেশ

জামালপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত সুধীর রায়চৌধুরীকে পুলিসের হেপাজত হইতে উদ্ধার করায় অভিযোগে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত তরণী কর্ম্মকার, রাধারাণী মাল্লা, অনীর পাল, অতুল পাল, বেণীমাধব পাল এবং যামিনী কর্ম্মকারের নামে মহকুমা হাকিম মিঃ এস দত্ত, আই, সি, এসের আদালতে ১৪৭ ও ২২৫ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছিল, গত ২৭শে নভেম্বর তাহার রায় দেওয়া হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, জামালপুরে কোন আবগারী দোকানে যখন পিকেটিং চলিতেছিল,

রাজদ্রোহের মামলা

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি দণ্ডাদেশ

ধানগাদড়া সত্যাগ্রহ

বন্দীদের প্রায়োপবেশনের কথা

অর্ণবপোত বিধ্বস্ত

মসজিদ প্রাঙ্গণে গানবাজনা

দুর্গানগরে গ্রেপ্তার

রাজস্ব কমিটীর রিপোর্ট

চট্টগ্রামে সাহায্য

স্বেচ্ছাসেবকদিগের শিক্ষা

সেই সময় কোন একটী লোক গাঁজা কিনিলে তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক উহা কাড়িয়া লওয়া হয়। এই ব্যাপারে জড়িত থাকার জন্য সুধীর বাবুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

বিচারে সব কয় জন আসামী দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, কিন্তু একজনের বয়স অল্প বলিয়া তাহার সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে বিবেচনা করা হয়। আর সকলের প্রত্যেকের প্রতি ৩০ টাকা জরিমানা দিবার এবং আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবার কিংবা ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হয়। উপরন্তু তাঁহাদের প্রতি ছয় মাস শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ১০০ টাকা করিয়া জামীন দিতে বলা হয়, অন্যথা তাঁহাদের সেই সময়ের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। শ্রীযুত সুধীর রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৩৩২ ধারা অনুসারে এখনও মামলা চলিতেছে।

বন্দীদের প্রায়োপবেশনের কথা

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সর্দ্দার হরবংশ সিং গত ২৯শে নভেম্বর কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী রাজা স্যার হরিকৃষ্ণ কাউলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্লান্সি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার কথা বলেন।

যে সকল জাঠ শিখ গুরুদ্বারের পরিচালনা শিখদের হস্তে দিবার কথা বলিতেছে, তাহাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য সর্দ্দার হরবংশ সিং সংরুর যাইতেছেন। সেখান হইতে মালের কোটলায় গিয়া, যে বন্দীরা প্রায়োপবেশন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন।

ধানগাদড়া সত্যাগ্রহ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, মিঃ বেণীলাল বুক ও মিঃ বলবন্ত রায় নামক ২ জন কাথিয়াবাড়ের নেতা ধানগাদড়া সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কংগ্রেসের সহানুভূতি লাভের আশায় এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা ২৯শে নভেম্বর মধ্যাহ্নে কংগ্রেস সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তি[illegible] পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তি[illegible]	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস [illegible]	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তি[illegible]	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক [illegible]	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপার্থসারথি [illegible], শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ [illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম [illegible], শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন [illegible] অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীভরতরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাধাকান্তপুর পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক - শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible]গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীব সেবাবিগ্রহ।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভূষণজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় সুন্দর শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি [illegible] ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible]ানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বামনগোপাল পাট

শাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১১৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকম্পায় ও ইচ্ছাক্রমে মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ ও ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রতিষ্ঠিত শাখামঠ সমূহে শ্রীভগবানের এবং ভগবদ্-পার্ষদগণের আবির্ভাব, তিরোভাব মহোৎসব যথারীতি কীর্ত্তন সংযোগে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, আবির্ভাব তিথি সম্মানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব করিয়াছেন এবং গৌর-নিজজনগণের তিরোভাব-তিথি সম্মানের আবশ্যকতা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহোৎসবে যোগদানকারী-গণকে নিম্নলিখিত বর দান করিয়াছেন—

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহেন বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মনপ্রাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে করিল ভোজন॥
অচিরাতে সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর শুক্র-বার উত্থান একাদশীর দিন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি এবং তাহার পরদিন ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ছিল। সেইজন্য উক্ত দুই দিবস এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন মহোৎসব হওয়ার পর ৬ই অগ্রহায়ণ ২২শে নভেম্বর রবিবার কীর্ত্তন সংযোগে প্রসাদ মহোৎসব হইয়াছিল।

মহোৎসব উপলক্ষে মঠসেবক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রয়াগবাসী শ্রদ্ধাবান জনগণের গৃহে গৃহে যাইয়া প্রত্যেককেই মহোৎসবে যোগদান করতঃ হরিকথা শ্রবণ ও প্রসাদ সম্মান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

মঠসেবক ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্দিরের কক্ষ ও আসনঘরটী বাইকাবাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটী নূতন ডে লাইট দ্বারা আলোকিত করিয়া-ছিলেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদকিশোর-জীউকে পুষ্পমালা, বস্ত্রালঙ্কারসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সমাগত বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী নয়ন-মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার মঙ্গলারাত্রিকের পর সুকণ্ঠগায়ক মঠরক্ষক প্রভু ও মঠ-সেবকগণ সকলে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীপরম-গুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম, অরুণোদয় কীর্ত্তন এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তাহার পর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। প্রথম দিবস আদিলীলা, দ্বিতীয় দিবস মধ্যলীলা এবং তৃতীয় দিবস অন্ত্য-লীলা পারায়ণ হইয়াছিল।

প্রথম দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারায়ণ পাঠ হইলে পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদকিশোরজীউর আরতি দর্শন করিয়া দর্শকগণ আনন্দ অনুভব করেন। পরে মঠসেবক সর্ব্বেশ্বর প্রভু সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; তিনি পাঠ ও ব্যাখ্যাকালে মধ্যে মধ্যে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করায় তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে তিনি—"যে আনিল প্রেমধন" এই পদটী কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত পারায়ণ পাঠ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবসও ঐ নিয়মে পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার মধ্যেই পারায়ণ পাঠ শেষ হয়। বেলা ৪ ঘটিকার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ আসিতেছিলেন এবং সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পূর্ব্বেই মঠের সমস্ত কক্ষগুলি, বারান্দা ও প্রাঙ্গণ লোকমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিবিধ কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হইলে সমবেত সজ্জনগণ আরতি দর্শন করিয়া সর্ব্বেশ্বরানন্দ প্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। তাহার পর রাত্রি ৮॥০ সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্রকথা কীর্ত্তিত হইলে মঠরক্ষক প্রভু খোল করতাল সংযোগে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই পদটী ও মহামন্ত্র সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমবেত সকলকেই খেচরান্ন লুচি সন্দেশ পায়স বিবিধ ব্যঞ্জনাদিযুক্ত বিচিত্র প্রসাদ কীর্ত্তন-সংযোগে বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের ভূমিপ্রদাতা বাইকাবাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহাশয় মহোৎসবের জন্য আবশ্যকীয় যাব-তীয় উপকরণ স্বয়ং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আনিয়া এবং মহোৎসবের বিবিধ সেবাকার্য্যে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া মহোৎ-সবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া সেবাদর্শ দেখাইয়াছিলেন।

গত ২২শে কার্ত্তিক রবিবারে ঢাকা শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তিনি সমাগত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে বেদে পরোক্ষবাদ আশ্রিত, কর্ম্মফল আসক্তি ত্যাগই উদ্দিষ্ট এবং উদ্দিষ্ট ... বাক্তি-চারীকে সৎপথে আনয়ন।

পুরাণ বেদের অর্থ পরিপূরণ করেন—বেদ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত অমল-পুরাণ, অন্যান্য পুরাণগুলি সমস্ত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, অথবা তমো গুণ মালিন। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দেন যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুগত। অন্যান্য পুরাণে একথা নাই।

সেই সে বিদ্যায় ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

অর্ণবপোত বিধ্বস্ত

হংকং হইতে প্রকাশ, গত নভেম্বর চীন উপকূলে পিটারস কিও নামক একখানি অর্ণবপোত ফাঁসিয়া গিয়াছে. পোতখানির উপর চীনের বোর্ড ষ্টেশনের প্রধান পোতাধ্যক্ষ হাওয়ার্ড কেলি যাত্রীভাবে আরোহী ছিলেন। চাঙ্গিং দ্বীপে চড়ায় লাগিয়া জাহাজখানি ফাঁসিয়া ছিল। আবহাওয়ার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। লেপটন্যাণ্ট প্র্যাট সে সময় জাহাজখানির কর্ণধার ছিলেন। ঝটিকার ঝাপটা সামলাইতে না পারিয়া জাহাজখানি চড়ায় লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

বেতার সংবাদ পাইয়া একখানি জার্ম্মাণ লাইনার, একখানি ক্রুজার এবং চীনাদিগের আর একখানি জাহাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। বিধ্বস্ত জাহাজখানিতে আরও অনেক আরোহী ছিল, এই কয়খানি জাহাজের সাহায্যে তাহাদিগের প্রাণ বাঁচিয়াছে।

সামরিক আইনে লেপটন্যাণ্ট প্র্যাটের বিচার হইয়াছে। জাহাজখানি দৈবক্রমে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ কোনও শাস্তি হয় নাই, তীব্র তিরস্কারের পর সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

রাজস্ব কমিটীর রিপোর্ট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রাজস্ব সম্বন্ধে যে খসড়া রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার ইতিপূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে, উহাতে বলা হইয়াছে যে, কমিটির কোন কোন সদস্য মনে করেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় গত অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি অনুপযুক্ত হইতে পারে। অপর কয়েক জনের মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত রাজপ্রতিনিধির পক্ষে বিধিবদ্ধ পরামর্শ পরিষদ ব্যতীত অধিক কোন ক্ষমতার কিছু প্রয়োজন হইবে না। সেই পরিষদে ভারত ও লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি-বিশারদদের স্থান থাকিবে এবং তাঁহাদের উপর রাজ ও অর্থনীতি পরীক্ষা করিবার ও সে-সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার ভার থাকিবে। কোন কোন সদস্যের মতে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ক্ষমতা কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হইবে

কমিটীর অধিকাংশ সদস্য পূর্ব্ব রিপোর্টেই সম্মতি দিয়াছেন এবং ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কট যে তাঁহাদের প্রয়োজন বাড়াইয়া তুলিয়াছে ইহা জানাইয়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের মতে, আস্থা স্থাপন সম্বন্ধে নিশ্চয় হইবার জন্য এখন কোন প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বিশেষ কোন ফলই হইবে না।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নির্দ্দেশ অনুসারে পরামর্শ পরিষদের কার্য্য তালিকা হইতে "আর্থিক" কথাটা বাদ দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে পরামর্শ পরিষদ তুলিয়া দিবার পক্ষে কয়েকজন সদস্যের মত সম্বন্ধে স্যার পুরুষোত্তম দাস যে প্রস্তাব করেন তাহাও যোগ করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্যার পুরুষোত্তমদাস অপর যে প্রস্তাব করেন তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নিখিল ভারত শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে সংহিত ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ক্ষমতা কিরূপ হইবে শ্রীযুত যোশী সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। লর্ড স্যাঙ্কি বলেন যে রিপোর্টে তিনি ব্যবস্থাপক শক্তি সম্বন্ধে এই মর্ম্মে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করিয়া দিবেন যে, সেই বিষয়ে আরও বিবেচনা করা হইবে।

চট্টগ্রামে সাহায্য

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে নভেম্বর স্থানীয় পি, এন, বালিকা হাইস্কুলের ছাত্রীরা চট্টগ্রামের সাহায্যার্থ স্যার পি, সি, রায়ের নিকট ১২৪ টাকা পাঠাইয়াছে। এই টাকার কতক অংশ বালিকারা নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা করিয়া তুলে; অপর অংশ তাহাদের বাৎসরিক পুরস্কারের টাকা। কুমার প্রতিভানাথ রায় তাহাদের জলযোগের জন্য যাহা দিয়াছিলেন, তাহাও বালিকারা তাহাদের চট্টগ্রাম সাহায্য ভাণ্ডারের সহিত মিলাইয়া দেয়।

দুর্গানগরে গ্রেপ্তার

২৭শে তারিখ ভোরে ৪ ঘটিকার সময় সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়া থানার ৪ জন দারোগার নেতৃত্বে অনূ্যন ২০।২৫ জন পুলিস অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অকস্মাৎ দুর্গানগরে শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ তালুকদারের বাড়ীতে হানা দেয় এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুত শচীন্দ্রপ্রসাদ তালুকদারকে গ্রেপ্তার করে। তিনি পাবনা জেলার বিশিষ্ট কর্ম্মী ও স্থানীয় দুর্গানগর হিন্দু-সভার সাহায্যকেন্দ্রের সম্পাদক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বে-আইনীভাবে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও রাজদ্রোহমূলক পুস্তকাদি রাখার সন্দেহে পুলিস ভোর ৪ হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূর্ণ ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাপী অনুসন্ধান করিয়া সন্দেহমূলক ও অপরাধজনক কিছুই পায় নাই। তাঁহারা মিলিক সম্পর্কীয় দুইখানি পত্র ও ১৩৩৭ সালের দোলসংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকা একখানি লইয়া গিয়াছে। নূতন বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের শিক্ষা

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, শিবির-অধিনায়ক শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন—বালেশ্বরে গোপবন্ধু শিক্ষা-শিবিরে সমাপন উৎসব ২৩শে তারিখে হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় উকীল ও নেতা শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৬তম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেনানায়ক এবং হিন্দুস্থানী সেবাদলের সাধারণ অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন। সেনানায়ক শ্রীযুত মহতাব জানা সাধারণকে হিন্দুস্থানী সেবাদল এবং শিক্ষা শিবিরে অবিলম্বে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, সমস্ত উৎকলে ২৫টি শিক্ষা-শিবির প্রতিষ্ঠিত হইবে, তন্মধ্যে বালেশ্বরেই ছয়টা থাকিবে। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, যাঁহাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় হিন্দুস্থানী সেবাদল যে জাতীয় বাহিনী গঠন করিতেছেন, তাহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা শিবিরগুলিতে যোগ দিতে বলেন, শিবিরের অধিনায়ককে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য একটা রিষ্টওয়াচ দেওয়া

পুলিস প্রহারের মামলা

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে নভেম্বর নেত্রকোণার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ডি, এম, গুপ্তের এজলাসে মোহনগঞ্জের পুলিস প্রহারের মামলা নামে যে চাঞ্চল্যকর মামলা চলিতেছিল, যাহাতে রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রামের ১৫ জন লোক দণ্ডবিধি ২২৪, ২১৫, ৩৫৩ ও ১৪৭ ধারা অনুসারে পুলিশ কর্ত্তৃক চালান গিয়াছিল, তাহাতে সকল আসামীই মুক্তি পাইয়াছে।

সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল—গত ৫ই জুন গ্রামে মোহনগঞ্জ থানার একজন কনষ্টেবলের উপর দণ্ডবিধির ৪০১ ধারার মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা একজনের বিরুদ্ধে জারী করিবার ভার দেওয়া হয়। শেষোক্ত মামলার একজন দফাদার ... ছিল। কিন্তু আসামীকে গ্রেপ্তার ... হইলে ঐ গ্রামের প্রায় ২০ জন লো... বে-আইনী জনতাবদ্ধ হইয়া কনষ্টেবলকে ... প্রহার করে ও আসামীকে ছিনাই...

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ডি, এম ... সে-দিন ঐ ৪১১ ধারার মামলা ... দিয়াছেন। সকল আসামীই মুক্তি পাইয়াছে।

বিবাহিতা বালিকা হরণের মামলা

শিলচর হইতে প্রকাশ, স্বামীর নিকট হইতে একটি বিবাহিতা বালিকাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ... জয়বর্দ্ধীয় বিচারে নরেন্দ্রচন্দ্র দাস নামক ব্যক্তির ২০০ টাকা জরিমানা ... হয়েছে। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে উহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বালিকাটি এজাহারে দুই জন স্থানীয় ... য়োপীয় ভদ্রলোককে এই পাপে জড়িত ... করিয়াছে। সহরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

১০,০০০৲ জামিন প্রদানের হুকুম

লাহোর হইতে প্রকাশ, এক বৎসর শান্তিরক্ষা করিবার জন্য ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারানুসারে শ্রীযুত ... পিণ্ডিদাস ও শ্রীযুত কয়াজীকুমার না... নওজোয়ান ভারত সভার দুইজন কর্ম্মী ... প্রত্যেককে ০,০০০ টাকা জামিন দি... আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যথা তাহাদিগকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

—:০:—

মসজিদ প্রাঙ্গণে গানবাজনা

টিটাগড় তালপুকুর মুসলমানগণ ... কাজি আবদুল কুদ্দুস হাজি সাহেব ... বাটীসংলগ্ন মসজিদ-প্রাঙ্গণে গত ... নভেম্বর রবিবার বৈকালে কোহিনূর ... একটি সভা হয়, ব্যারাকপুর কো... মোক্তার আলি হায়দর সাহেব ... প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উক্ত ... সমাগত কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির ... স্বনামখ্যাত মৌলবী মুজিবর র... সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি... এতদুপলক্ষে ঐ মসজিদ-প্রাঙ্গণে ... হত্যাদির পর গান-বাজনা প্রভৃতি হওয়াতে ঐ পল্লীর সাধারণ মুসলমান অধিবাসিগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

'টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত গোপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী গত ২৮শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ২৷৩০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তার হইবার সময় গোপেন্দ্র বাবু দায়রা জজের এজলাসে গোমার মামলার বিচার দেখিতেছিলেন। বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আদালত হইতে তাঁহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে; থানা হইতে স্থানীয় জেলে লইয়া যাওয়া হইবে।

গান্ধীজীর লণ্ডন ত্যাগ স্থগিত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর কার্য্যতালিকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ২রা ডিসেম্বর দিবস সকালে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহাকে অবশেষে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত লণ্ডনে অবস্থান করিতে রাজী করান হইয়াছে। প্রকাশ, সার স্যামুয়েল হোরের সহিত গান্ধীজীর শেষ আলোচনা হইবার প্রস্তাব ভারত সচিব করায় এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী আগামী ৫ই ডিসেম্বর শনিবার লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া রবিবার ভেনিসে পৌঁছিবেন। তিনি তথায় ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ১২ই ডিসেম্বর ভেনিস হইতে "ক্রাকোভিয়া" জাহাজে ভারত অভিমুখে রওনা হইবেন।

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

গান্ধীজীর লণ্ডন ত্যাগ স্থগিত

গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন

অধিবাসীর প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

বৈঠক বৃত্তান্ত

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের সভা

সম্পাদকের কঠোর দণ্ড

যাদবপুর কলেজের ছাত্র ধৃত

পুলিসের সহিত হাঙ্গামা

পুলিসের চরকে চপেটাঘাত

চুচুড়ায় পৈশাচিক কাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, কয়েকজন অপরিচিত লোক ঘটনার দিন রাত্রিকালে একটী স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহার উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগ করে। ফলে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার কক্ষের মধ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রকাশ।

পুলিসের চরকে চপেটাঘাত

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩২ ও ৫০৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত সুধাংশু চৌধুরী ওরফে চাকর পক্ষ হইতে জামীনের জন্য দায়রা জজের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, তিনি পুলিশের কোন চরকে চপেটাঘাত করিয়াছেন।

তাহাকে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু দণ্ডিত হইবার পর হইতে অর্ডিনান্স বন্দীর সুবিধাগুলি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি জেলের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন।

রাজসাহীর আটক আসামী তারাদাস ভট্টাচার্য্য ও শচীন্দ্রনাথ খাঁ গত ২৯শে নভেম্বর রাজসাহী হইতে হিজলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীনদীয়া প্রকাশের গত ৩০শে নভেম্বর সোমবার দিবস ২২৩ তম সংখ্যার প্রথম পেজে সাময়িক প্রসঙ্গের ৪র্থ কলমের ৩ লাইনে 'অবরোহ চেষ্টা' স্থানে 'আরোহ-চেষ্টা' হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক [illegible]	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীরাধাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবৈরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, গোকুলনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি দাস।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর, শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্যামনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫ ১৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ঠা ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ইতঃপূর্ব্বে জনৈক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুত্র শোকাতুর বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচারবান প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখ হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণের ফলে তাঁহার বহু কালের কুসংস্কার দূরীভূত হওয়ায় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় আর একদিন তীর্থ মহারাজের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, "প্রভো, আমার দ্বিতীয় সন্দেহটী নিরসন পূর্ব্বক আমাকে কৃপা করুন।"

"যে ভগবান্ আমার ন্যায় ভবব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে তাঁহার একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের মরণ দ্বারা এইরূপ ভাবে কষ্ট দিতে পারেন, অথবা সেইরূপ কষ্ট হইতে রক্ষা না করেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে কেমন করিয়া দয়াময় বলিতে পারি? তিনি পুত্র মারণ দ্বারা শত্রুতাই ত করিয়াছেন।"

তীর্থ মহারাজ ভদ্রলোকটির পরিপ্রশ্ন শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "দেখুন, অজ্ঞ বিচার জাগতিক ব্যাপারেই যখন সুষ্ঠু ফল প্রসব করিতে পারে না, তখন তদ্দ্বারা বদ্ধ জীব যদি অধোক্ষজ শ্রীভগবানের কার্য্য-প্রণালীর মাপ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার বাতুলতামাত্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা কেবল কোন ঘটনার মধ্য মাত্র দেখিতে পাই; প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই তাহাও আবার অজ্ঞ জ্ঞানের অপটুতা নিবন্ধন সম্যক্ নহে। কোন ঘটনার মধ্য ব্যতীত তাহার আদি ও অন্ত আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় না। পুত্রের মৃত্যুরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহার আদি ও অন্ত বুঝিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে দোষারোপ করিয়া থাকি এবং বলি ইহা ভগবানের নিষ্ঠুরতা। জীব যখন তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য, তখন সেই ফলে যে এরূপ মৃত্যু লাভ করিল, অথবা কর্ম্মবিপাক ভোগের ফলে সেইরূপ মৃত্যুর দ্বারা তাহার ভবিষ্যতে কি মঙ্গল হইতে পারে, এতদুভয়ই আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকে।

আমরা আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'দয়া' মনে করিয়া থাকি এবং যিনি আমাদের জন্য ঐরূপ কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাকেই দয়াময় বলি। রোগী প্রেয়ঃ বস্তু প্রদানকারী ব্যক্তিকে দয়াময় এবং রোগ নিরাময়কর তিক্ত ঔষধ প্রদানকারী সদ্বৈদ্যকে শত্রু বলিয়া মনে করে। ভবরোগ-গ্রস্ত বদ্ধ জীব আমরাও তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌কে শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাকি। রোগীকে প্রেয়ঃ প্রদান করা বা তাহার আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণ করা কাহারও পরোপকার নহে, বরং তাহা প্রচ্ছন্ন শত্রুতা মাত্র।

ভগবান্ কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না বা তাহার পোষকতা করেন না। আমাদের কর্ত্তব্য ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা, যদ্দ্বারা আমাদের নিত্য মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি ভগবানের দ্বারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের ভোগ বা আত্মবিনাশের পথই প্রশস্ত করা হয় এবং আমরা নিত্য শান্তিময় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হই। এরূপ অবস্থায় মায়াদেবী আমাদিগকে অধিকতর ক্লেশ-সাগরে পাতিত করিয়া ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য আমাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাহা কখনই হিংসা বা শত্রুতা নহে।

আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যদি ভগবদ্ভক্তির ছলনা করা যায়, তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা না হইয়া ভগবানের দ্বারা নিজেরই সেবা করাইয়া লওয়া হয়। তৎফলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই বরণ করা হয়। ভগবান্ কিন্তু ঐরূপ কপটতা ধরিয়া ফেলেন, কারণ হৈতুকী ভক্তির মধ্যে ভগবৎ-সেবা নাই, উহা বণিগ্-বৃত্তি মাত্র, তাই তিনি আমাদিগকে নানাবিধ জাগতিক দুঃখ, কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া

তাঁহার ব্যতিরেকী কৃপা—নিষ্ঠুরতা বা শত্রুতা নহে।

আমরা আমাদের নিজ কর্ম্ম বিপাকের ফলে যে সমস্ত কষ্ট পাই, তাহা ভগবানের অসদাবৃত্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বা তাহার দোষ ভগবানের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা আমাদের বদ্ধাবস্থার আবৃত দর্শন জনিত অনভিজ্ঞতা মাত্র। কুপথ্য দ্বারা রোগ আনয়ন করিয়া চিকিৎসককে দোষী সাব্যস্ত করা বা তাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করা অর্ব্বাচীনের বিচার। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিজ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলকে ভগবানের ব্যতিরেকী কৃপা বিবেচনা করিয়া উদাসীন ভাবে তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবানকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন যাপন করেন, ভগবানকে দোষারোপ করেন না। "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকে শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এই শিক্ষাই আমাদের প্রদান করিয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এই প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনকালে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি এবং তৎসম্বন্ধে মৃত শিশুর সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন, "অতএব আপনার পুত্র মারণ বিষয়ে ভগবানের কোন শত্রুতা নাই, অধিকন্তু তিনি আপনাকে ঐরূপ জাগতিক দুঃখ কষ্টের মধ্যে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য এবং চিরশান্তিময় ভক্তিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্যমঙ্গল প্রদান করিবার জন্য আপনার প্রতি ব্যতিরেক ভাবে কৃপাই করিয়াছেন। পুত্রের অকালমৃত্যুরূপ যে সংসার যাতনা ভোগ তাহাও শাস্ত্রবিচারে ঐরূপ বিচারেরই অনুগত। অতএব আপনি শান্ত হউন।"

শোকার্ত্ত ভদ্রলোকটী ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত বাস্তব সত্য বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দে অশ্রুধারা হইয়া বলিলেন, "অহো, এই কলিকালে দুষ্ট যুগে আজ যদি শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকৃত চৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা অবিদ্যাচ্ছন্ন বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান না করিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ বহু বহু পাষণ্ড ব্যক্তির দ্বারা এই জগৎ রসাতলে নীত হইত।"

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

অসুর কাহারা

অসুরগণের শ্রেণী বিভাগ ভুক্তি পিপাসু ও মুক্তি পিপাসু এই দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইয়াছে। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য যত্নবান তাঁহারাই মুমুক্ষু। জীব এই জগতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ যে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিয়া থাকে এবং রোগ, শোক ও মৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইতে নিস্তার পাওয়াকেই মুক্তি বলা যায়।

মুমুক্ষুগণ প্রধানতঃ তিন প্রকার। বৌদ্ধ, মায়াবাদী ও রাজ-যোগী। বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণমুক্তির উপাসক। ইঁহারা শূন্যবাদী। ইঁহাদের ধারণা এই যে চেতনধর্ম্ম থাকিলেই ত্রিতাপাদি ভোগ করিতে হয় এবং উহা না থাকিলে আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং ঐ চেতন ধর্ম্মের লোপ সাধন করিতে পারিলেই আর জন্ম মরণ মালা পরিধান করিয়া ত্রিতাপাদি ভোগ করিতে হয় না। আর তখন নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। শূন্যই মূল বস্তু, সেই শূন্য হইতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। জীবগণ নিজকে সেই শূন্যে লয় করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। শূন্য অর্থাৎ যেখানে কিছুই নাই। সেই শূন্য চিন্তা করিতে করিতে চেতন ধর্ম্ম লোপ পায়, চেতনধর্ম্ম লোপ পাইলে শূন্যে জীবের অস্তিত্ব লয় হয় এবং ঐরূপ অস্তিত্ব লোপ হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রস্তরাদির চেতনধর্ম্ম নাই, তাহারা দুঃখাদি অনুভব করে না। বৌদ্ধগণের চিন্তাস্রোত হইতে বুঝা যায় যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবগণ অপেক্ষা প্রস্তরাদি হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়।

মায়াবাদিগণ জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করেন না। তাঁহাদের ধারণা এই যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ,' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। জীব ও জগৎ এই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহাদের বাস্তবিক কোন বিভিন্ন অস্তিত্ব নাই, জীবগণের দৃষ্টিভ্রমে ঐরূপ দর্শন হইতেছে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়, ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রম কাটিলেই আনিষ্ট

প্রাপ্ত। আমাদের বর্তমান দর্শন অপ্রকৃত ও ভ্রমপূর্ণ। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবের চরম উপাস্য। সেই ব্রহ্মজ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান, আর সকল জ্ঞান— অজ্ঞান।

মায়াবাদিগণের বিশ্বাস এই ভ্রম কিসে কাটে এবং কি উপায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণকল্পে তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিকার, চেতনময়, জড়বিচিত্রতাহীন, প্রশান্ত, ভূমা, শাশ্বত, পুরাণ, অচল, নিষ্কল, দীন, গম্ভীর এবং বৃহৎ; এই প্রকার ব্রহ্মবস্তুর সাধন করিতে হইলে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা' অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু নিরাকার তাঁহার কোন রূপ নাই, তবে সাধকের হিতের নিমিত্ত প্রথমে রূপ কল্পনার আবশ্যক হয়, কারণ সাধারণ জড়ীয় জ্ঞান সম্পন্ন মানব কিরূপে অজড়—প্রকৃতির অতীত নিরাকার বৃহৎ বস্তুর ধ্যান করিবে, সেই জন্য পাঁচ প্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে: যথা,—শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু। ইহাদের যে কোন রূপ ধ্যান করিতে করিতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অহরহঃ চর্চ্চা করিতে করিতে চিত্ত স্থির হইলে [illegible] ব্রহ্ম-ধ্যানের অধিকার জন্মিলেই আর ঐসব রূপ ধ্যানের আবশ্যকতা থাকে না। তখন সাধকই ব্রহ্ম হইয়া যান। ঐরূপ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াটাই সকাম-সিদ্ধি অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি। ঐরূপ অবস্থায় জীবের আর অসুবিধা থাকে না এবং ত্রিতাপাদি রোগ, শোক, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ঐরূপ ঐক্যাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধে আর দ্বিবিধ প্রতীতি থাকে না। তখন জানিতে পারে যে, সেও ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত সে আর কিছুরই অস্তিত্ব দেখে না। নিজের অস্তিত্ব ব্রহ্মে লয় হওয়ায় ভেদ দর্শনের আর কোন অবসর থাকে না। জলবুদ্বুদের ন্যায় ব্রহ্মরূপ জলে জীব ও জগৎরূপ বুদ্বুদ উঠে আবার তাহাতেই মিশিয়া যায়। এইরূপ মিশিতে পারিলেই ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি, উহাই মুক্তি বা জীবের চরম লাভ। এইরূপ মুক্তিলাভের জন্য উপাস্য উক্ত পাঁচ প্রকারের রূপ ব্যতীত বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ছাগ, মনুষ্য প্রভৃতির যে-কোন একটী রূপ বা কোন দেবমূর্ত্তির যে কোন একটা রূপ চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত ব্রহ্মধ্যানের উপযুক্ত অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার করিতে পারিলেই ঐরূপ মুক্তি লভ্য হইতে পারে।

সাধক আছেন। তাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার লয় সাধন করিয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্নবান্। কারণ জীবাত্মা যতদিন পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিনই তাহার ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ। এই লয় কার্য্যের জন্য কিছু সাধনের আবশ্যক হয় এবং কার্য্য সিদ্ধি হইলে আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। যম, নিয়ম, আসন, রেচক, পূরক, কুম্ভক, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা ইত্যাদিই ইহার সাধনোপায়, যদ্দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার লয় সাধিত হইতে পারে এবং ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে।

বৌদ্ধগণ চেতনধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, মায়াবাদিগণ ব্রহ্মে লয় সাধন পূর্ব্বক এবং রাজযোগিগণ পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় করতঃ কৈবল্য লাভের জন্য সাধনা করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ করা। ঐরূপ মুক্তিলাভের জন্যই সাধন এবং মুক্তিলাভের পর সাধনের অনাবশ্যকতা। ইহারা কেহই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্য শ্রীভগবানের নিত্য সেবক নহেন।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের জন্য লালায়িত ব্যক্তিগণই ভুক্তিপিপাসু। ইহারা জাগতিক সুখভোগকেই চরম লক্ষ্য মনে করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ইহজগতে অবিমিশ্র সুখ নাই এবং ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয় জানিয়া ভুক্তিপিপাসুগণের মত ক্ষণিক ও তুচ্ছ সুখের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য নানাপ্রকার সাধন অবলম্বন করেন। মোটের উপর সকলেই ভোগ ও মোক্ষের উপাসক। কারণ মুক্তিও প্রচ্ছন্ন ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেহ বা স্থূল দেহের ভোগের জন্য ভুক্তিপিপাসু হন, আর সূক্ষ্ম-দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ স্থূল দেহের ভোগকে অনিত্য ও তুচ্ছ জানিয়া ভুক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তির উপাসক হন।

মহাজনগণ কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি দুইটীকেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিরোধী বলিয়া জানাইবার জন্য মনঃশিক্ষাচ্ছলে গাহিয়াছেন, 'ওরে মন, ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা কর দূর। ভোগের নাহিক শেষ, তাতে নাহি সুখ লেশ, নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥ ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই, সেও সুখ অভাব পূরণ। যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়, তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞ জন॥ শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত,

দায়। যে সব কৈতব জানি ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী, মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়॥ মুক্তি বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্ট মতি, মুক্তি-স্পৃহা কৈতব প্রধান। তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া তারে নাহি ছাড়ে, তার যত্ন নহে ফলবান॥ অতএব স্পৃহা

হয়, ছাড়ি শোধ এ হৃদয়, নাহি রাখ কামের বাসনা। ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ চরণ পাই, সেবকের এই ত সাধনা॥'

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

এই গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। সেই শচীসুত শ্রীরাধার ভাব-কান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও ঔদার্য্যলীলা বিস্তার করিতেছেন।

বৃন্দাবনে 'হরি' 'হরি' 'হরি' এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কল্মষরাশি অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন।

এই নবদ্বীপে যিনি অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু যাঁহারা অন্যত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবনপ্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন।

আত্মঘাতী জীবসঙ্গকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহা হইতে সাবধান হইয়া স্বর্গাদিতে থুৎকার প্রদান করতঃ রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলন ও তীর্থপর্য্যটন হইতে বিরত হইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ জাগতিক অনিত্য সুখ ও প্রতিষ্ঠাশা মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করেন এবং পরম করুণাময়, মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের অশোক অভয়পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হন।

যদি কেহ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করেন, যদি কাহারও প্রেম-সমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি কাম্য থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করিবেন।

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিপালন, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ ভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি (সেবা) ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্জ্ঞেয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান জানিতে পারেন না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১৯৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক[illegible]' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ[illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড - শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible]াদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রেম—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্নো[illegible]র কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—জীব-[illegible] পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত [illegible] প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী[illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] গোস্বামী মহারাজ [illegible] অন্বয়, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত [illegible] নবদ্বীপশতকের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজে উৎকৃষ্ট [illegible] ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা হওয়া ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

বহু মূল্যের সু বধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত বিনা ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) বসু ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আসার!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুমধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছের সৌন্দর্য্য সেবক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈঠক বৃত্তান্ত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৮শে নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত [illegible] দাস বলেন, সকলেই রাষ্ট্রসম্মিলনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন; বক্তাগণের মধ্যে যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে, তাহা কেবল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-পন্থা সম্পর্কে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার মতের মধ্যে মাঝামাঝি রকম একটা কিছু স্থির করা সম্ভব হইবে। লোকসংখ্যা ও সম্মান প্রদর্শনের তোপের সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিনিধিসংখ্যা স্থির করিতে যাইলে তাহা সন্তোষজনক হইবে না।

এই সম্পর্কে স্যার অকবর হায়দারীর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যদি সে প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হয়, তাহা রাষ্ট্র-সম্মিলন সম্ভব হইবে না। তোপের সংখ্যা ভারতীয় রাজ্যের গুরুত্বের প্রকৃত পরিমাপক নহে। যদি যথাযোগ্য প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ রাজ্য সম্মিলনের বাহিরেই থাকিবেন।

ববিলির রাজা জমীদারের পক্ষে বলেন, ঔপনিবেশিক অধিকারের জন্য ভারতের সমবেত ইচ্ছায় তাঁহারা বাধা দিতে চাহেন না। তবে তাঁহারা এই গ্যারাণ্টি চান যে সকল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের বিশেষ প্রতিনিধি গৃহীত হইবে, প্রদেশগুলিতে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থায় এই মর্ম্মে একটা ধারা থাকিবে যে, বৃটিশ সরকারের সহিত তাঁহাদের যেরূপ চুক্তি হইয়াছে ও উক্ত সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা যে সকল সনন্দ পাইয়াছেন, সে সকল অক্ষুন্ন থাকিবে।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার বলেন, গত জানুয়ারী মাসে সরকার যে ঘোষণা করেন, তাহাতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের দায়িত্বশীল কর সম্বন্ধে সরকারের ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দ্বারাই সরকারের সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে, ইহা ধারণার অতীত। ভারতীয় পরিষদকে দায়িত্বশীলতা প্রদানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সম্মিলন প্রতিষ্ঠার কার্য্য চালাইয়া যাওয়া বৈঠকের কর্ত্তব্য। বৃটিশ সরকারের [illegible] কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে উহাই একমাত্র উপায়

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের সভা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে নভেম্বর সকাল ১০-৩০ ঘটিকার গোল-টেবিল বৈঠকের পূর্ণ সভায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বসিয়াছিল। শ্রীযুত এম, আর, জয়াকর সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত জয়াকর প্রথমেই বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, আগামী ২০শে নভেম্বর যে দারুণ ঘোষণা প্রচারিত হইবে, ভারতের ৩৫ কোটী অধিবাসী সেই ঘোষণার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সংহিত রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও শাসন ক্ষমতার উপযোগিতা বিষয়ে প্রকাশিত ঐকমত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বৈঠকে যাহা গৃহীত হইল তাহা পার্লামেণ্টের প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে হয় তো কতকাংশে ব্যাহত হইতে পারে এবং ভারতকে সম্ভবতঃ তৎসমুদায় স্বীকার না ও দেওয়া যাইতে পারে।

লর্ড রেডিং বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে সভায় হর্ষধ্বনি হয়। তিনি বলেন যে, গত জানুয়ারী মাসে বৈঠকের সভায় তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজিও তিনি ঠিক সেই স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তিনি বলেন যে, বৈঠকের কার্য্যপ্রণালী যথাযথভাবে চলিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, শেষ-পর্য্যন্ত একইভাবে চলিবে। তাঁহার এই কথায় সভায় পুনরায় হর্ষধ্বনি উঠে।

তিনি এই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে নীতি প্রচার করিলে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইবে এবং যে সকল ইংরাজ ভারতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন তাঁহারাও তৃপ্তি পাইবেন—সেই নীতি অতি মহান। ভারতের সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রে ভবিষ্যতে অপরিসীম আশা-ভরসা নিহিত আছে। সভায় যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সভার অন্তে যাহা প্রচারিত হইবে তদ্দ্বারা ভারত সৌভাগ্যের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে।

৮ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, থায়েটমিয়োর বিদ্রোহ মামলার বিচারে স্পেশাল জজ ৮ জন আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড ও ৯ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন। একটি বালক আসামীকে জজ থাইয়েটমাইয়োর বোর-ষ্টাল ট্রেণিং স্কুলে পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন।

যাদবপুর কলেজের ছাত্র ধৃত

প্রকাশ, বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউট-সাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুত মনোমোহন সেন বি, ই, (ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডব্লিউ, ডি) মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত ভবতোষ সেনকে গত সোমবার তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীযুত ভবতোষ সেন বর্ত্তমানে যাদবপুর কলেজে (প্রাইমারী) প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন।

সম্পাদকের কঠোর দণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, 'যুবক' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রামবিরিখ শর্ম্মা বেণী-পুরী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়া এক বৎসর কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করেন। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিষ্টার ক্রোণ এই আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রায়ে বিচারপতিদ্বয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, দণ্ডাজ্ঞা বাস্তবিক কঠোর হইয়াছে, কিন্তু 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শীর্ষক বিচার্য্য প্রবন্ধে পরলোকগত ভগৎ সিংহের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং যুবকদিগকে তাঁহার কার্য্যকলাপ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে। আবেদন-কারী উক্ত প্রবন্ধটি তাঁহার নিজের লিখিত নহে বলিয়া প্রমাণ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে বিচারপতি-দ্বয় বলিয়াছেন যে উহা কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের একটা অজুহাত মাত্র

আটক আসামীর ক্ষয়রোগ

খুলনা হইতে প্রকাশ, প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ খুলনার আটক আসামী শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র দাস তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহাকে দুইবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে ডাক্তার পি, গাঙ্গুলী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তাঁহার বাম দিকের অবস্থা ভাল নয়। ভালভাবে পরীক্ষার জন্য তিনি বলেন যে, রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে ছবি তোলা আবশ্যক। ডাক্তার গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সরকার ও শ্রীযুত দাসকে জানাইয়াছেন যে, বায়ু পরিবর্ত্তনই একমাত্র চিকিৎসা।

পুলিশের সহিত হাঙ্গামা

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিগত ২১শে নভেম্বর প্রাতে রাঁচী জিলার অন্তর্গত ব বাথড়া গ্রামে একটা গুরুতর ঘট ঘটিয়াছে। অবৈধ মদ্য অনুসন্ধান উদ্দে ১৭ জন পুলিস কর্ম্মচারী ও সিপাহ তারিখে উক্ত গ্রামে গমন করে। ক একজন কনষ্টেবল মস্তকে গুরুতর আঘা প্রাপ্ত হয়। এবং অপর ২৯ ব্যক্তি অল্প দিক আহত হয়। ইহার পর উক্ত গ্রা আরও পুলিস প্রেরণ করা হইলে, জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাদে বিচার হইবে। কয়েক মাস পূর্ব্বে অবৈ মদ্য প্রস্তুত করার অপরাধে উক্ত গ্রামে কয়েক ব্যক্তি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ দণ্ডের প্রতিহিংসা গ্রহণ জন্য গ্রামবাসীর আবগারী কর্ম্মচারীদের উপর আক্রম চালাইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।

অধিবাসীর প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

বিগত ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সময় হইতে অনেক অপরা ব্যক্তি চট্টগ্রাম জিলায় লুকায়িত আছে জানা গিয়াছে যে, ঐ সকল ব্যক্তি আর দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে তাহারা এই জিলায় অবস্থান করায় এ স্থানের নিরাপত্তা নষ্ট হইতেছে। এ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, জন-সাধারণের মঙ্গল জন্য উহাদিগ গ্রেপ্তার ও বিপ্লববাদীদের সঙ্ঘভঙ্গ কর জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হইবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কো অঞ্চলে সৈন্য পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট বসা হইতেছে। সরকার স্পেশাল অর্ডিনা দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিতেছেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কোন অঞ্চ রাত্রিকালে যাতায়াত একেবারে ব করিয়া দেওয়া হইবে, এ সম্বন্ধে আদেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। কোন কোন রা লোক গমনাগমন করিলে তাহাদিগ অনুসন্ধান করা হইবে।

অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেও যাইতেছে যে, অধিবাসীদের সকল প্রক আদেশ বিনা বাক্যে মান্য করিতে হই পুলিস অথবা সৈন্যরা তাহাদিগকে থামি বলিলে তাহাদের গতি বন্ধ করিতে হই ইহার অন্যথাচরণে ফল গুরুতর হই ইহাও জানান হইতেছে যে, নিরপ ব্যক্তিদিগের কোন ভয়ের কারণ বিপ্লববাদীদিগকে সাহায্য না কর্ত্তব্য শেষ হইবে না।

চৌধু— শ্রীমায়াপুর
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৮, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

প্যারিসে গান্ধীজী

প্যারিস হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ৫ই ডিসেম্বর এখানে পৌছিবেন, কথা আছে। তিনি ২৪ ঘণ্টার জন্য এখানে থাকিবেন। শনিবার সায়াহ্নকালে একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সভার স্থান এখনও ঠিক হয় নাই। গান্ধীজী রবিবার দিন জেনেভা রওনা হইবেন। তিনি তথায় রোমা রোলার সহিত ভিল্লেনোভোতে অবস্থান করিবেন। বৎসরের এই সময় ছাগ-দুগ্ধ দোহন করার রীতি কৃষকদের নাই, কিন্তু গান্ধীজীর দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য রোলা বলিয়া কহিয়া কৃষকদিগকে রাজী করাইয়াছেন।

শ্রীযুত সতীন সেনের মামলা

ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০ ধারানুযায়ী শ্রীযুত সতীন সেন তিন বৎসরের নিমিত্ত এক হাজার টাকার যে জামীন মুচলেকা দিয়াছিলেন, সেপ্টেম্বর মাসে বড়বাজারে পিকেটিং আন্দোলন পরিচালনা করায় জন্য তাহা কেন বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুত সতীন সেন ও তাঁহার জামীনদার শ্রীযুত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী অস্থায়ী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর মৌলবী এফ, করিমের এজলাসে অভিযুক্ত হন। গত বুধবার উক্ত মামলা সম্পর্কে উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

প্যারিসে গান্ধীজী

শ্রীযুত সতীন সেনের মামলা

বৈঠকে গান্ধাজার বাণী

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

পদব্রজে বহরমপুর

পুত্রবধূকে হত্যার অভিযোগ

বড়লাট ভবনে দুর্ঘটনা

শ্রীহট্টে ডাকাতির হিড়িক

আমাদের দাবী

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

বড়লাট ভবনে দুর্ঘটনা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, একজন পুলিশ কনষ্টেবল বড়লাট ভবনে পাহারা দিতে যাইতেছিল, এমন সময় সে দৈবক্রমে তাহার রিভলভারের ঘোড়া টিপিয়া দিল। ঐ সময় তথায় তাহারই আত্মীয় একজন কনষ্টেবল পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রিভলভারের গুলী হতভাগ্যের মুখে লাগিয়াছে। তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ আহত পুলিশের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জন-সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রায় ১০০ শত স্বেচ্ছাসেবক ও ২জন মহিলা-বড়বাজারের বিভিন্ন কাটরায় কলাইকুটী, গুপ্তেয়াপট্টি ও কটন ষ্ট্রীটে গতকল্য ২রা ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকার হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর নাম সর্ব্বজন পরিচিত। তিনি বেলা ২ ঘটিকা হইতে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করেন। গতকল্য ক্রেতাদের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয় অনেকের দৃষ্টি দেশী বস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট। যাহারা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পপরায়ণ ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে স্বেচ্ছাসেবকদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়াছেন।

দৃঢ়সঙ্কল্প-পরায়ণ স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের মূলমন্ত্র "শান্তিপূর্ণ পিকেটিং" মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হইয়া অধিকতর উৎসাহে ও নিপুণতার সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করেন।

কটন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত দেব শ্রীমান অতুল ঘোষ ও হাকচাঁদ কঠারী বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে।

অল্পবয়স্কে লঘুক্রিয়া

অল্প বয়স্ক দুইটি বাঙ্গালী বালক—দুই ভ্রাতা গত বুধবার দিবস সার্কুলার রোড দিয়া যাইবার সময় একজন পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। উহাদের একজনের নিকট একটি খেলনা রিভলভার পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, উহাদিগকে অস্ত্র আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে উহাদের বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। ব্রজবাসী শ্রীরূপবামদাসজী।

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার   ১২৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আগামী আসাম 'বৈষ্ণব-সম্মিলনী'র তৃতীয় অধিবেশন এ বৎসর ডিসেম্বরের ২৫শে ও ২৬শে তারিখে বামনদি নামে একখানি গ্রামে বসিবে। "ভগবান্ সাকার কি নিরাকার" ইহাই সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় হইবে। গ্রামখানি গৌহাটী সবডিভি-সনের অন্তর্গত নলবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। সকলকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

গত ২০শে কার্ত্তিক তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বুঝাইয়া দেন যে, মহাজনের পথ একটী মাত্র। শ্রীভগবানই লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এক এক উপাখ্যানে এক এক বক্তা। সমস্ত সাধুর বক্তব্য একই বস্তু। ভগবান্ স্বয়ং সেটী শিক্ষা দিয়াছেন।

ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ তিনি যাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন তাঁহাদের ভাবধারা এক—ভক্তিই লক্ষ্য।

কৃষ্ণকে বাদ দিয়া জীবের অস্তিত্ব নাই সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত জীবের কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। সেই সম্বন্ধ ভুলিয়া আমরা অনাত্ম-ধর্ম্ম-কবলিত হইয়াছি ও মায়ার দাসত্ব করিতেছি। জীব মায়ার কার্য্যে ...দের কাথা মনে করে। মনোধর্ম্মে ...তিষ্ঠিত ঋষিগণের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মত ...পণ করেন; কারণ তাঁহারা স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্ত অবস্থার অধীন; কিন্তু অধোক্ষজ ...গবান্ ঐ তিন অবস্থার অধীন বস্তু নহেন। [illegible] ...ত হয়। কিন্তু মুনিগণ মনোধর্ম্মী বলিয়া অধোক্ষজ বস্তুকে জানিতে পারেন না।

আমরা স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া আছি, কিন্তু ...মাদের স্বরূপ নষ্ট হয় নাই। চেতন বস্তুর ...চেতন ধর্ম্ম ভিতরেই আছে। পিতৃধন গৃহেই আছে, আমরা সন্ধান জানি না; শরীর ও মনকে আত্মা জ্ঞান করিয়া আমরা তাহার ...ন্ধান পাই না। গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ ...ত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

আমরা সংসারে পরস্পরকে ভোগ করিতে চাই। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। আমরা ভোক্তার আসন গ্রহণ করিতে চাই বলিয়াই অশান্তি। ভগবানের কথাই একমাত্র সত্য উহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। এই ভাগবত-ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বনীয়। ভগবানের কথা ও ধর্ম্ম, সমস্তই চেতন। আমাদের উভয়ই জড়।

গুরু-সেবায় ভক্তি লাভ হয়। গুরুর একমাত্র কার্য্য কৃষ্ণ-সেবা। তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু, হাড়মাংসের থলি নহেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রদত্ত সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। গুরুবাক্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিরস্ত-কুহক পরম সত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অভিন্ন। শাস্ত্রে ভগবানের একত্ব এবং ভক্তের বহুত্ব দৃষ্টিগোচর হয়।

অল্পবুদ্ধি লোক শ্রীভগবানের নিত্যত্ব এবং সর্ব্বোত্তমত্ব না জানিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সন্ধান করে। বস্তু এক, তবে দ্রষ্টার তারতম্যে ভিন্ন দর্শন।

দূরদর্শনে জ্যোতিঃ মাত্র অনুভূত হয়। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান; নিকটতর দর্শনে খণ্ডানুভূতি হয়; ইহা পরমাত্মাকে দর্শন। সম্যগ্ দর্শনই কৃষ্ণ দর্শন।

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী সেবক-সমিতির ৪র্থ সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য পাঠ হইয়াছে।

বৈষ্ণবাপরাধী রামচন্দ্র খাঁন আভিজাত্য বশতঃ দম্ভ প্রকাশ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে যথাসাধ্য উৎপীড়ন করিয়াছিল এবং সেই অপরাধের ফলে যাবতীয় বুদ্ধি হারাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপ-রাধের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপদরেণু কোটি কোটি দিব্য যুগ ভরিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন, সেই নিত্যানন্দ প্রভু রামচন্দ্র খাঁনকে কৃপা করিবার জন্য তাহার চণ্ডী-মণ্ডপে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। আর কিনা জড়বাদী পাষণ্ড, প্রভুর আবাধ্য উপবেশন স্থলার মৃত্তিকা খনন করাইয়া তাহাতে গোময়-সংযুক্ত জল নিক্ষেপ করিয়া-ছিল। তাহার ফলে সেই চণ্ডীমণ্ডপে ম্লেচ্ছগণ গোবধ করিল এবং আভিজাত্যাভিমানী রামচন্দ্র খাঁন সবংশে ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ঐশ্বর্য্য-মত্ত-শ্রী-মদে প্রমত্ত পাষণ্ডগণের এই প্রকার দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে; শুধু তাহাই নহে, মহতের অপমান যে দেশ ও যে গ্রামে হয়, অচিরাৎ সেই দেশ ও সেই গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ইহাও চাক্ষুষভাবে জানা গেল।

গত ৬ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতির সেবকগণ মেখলীগঞ্জ মহকুমার ভদ্রমণ্ডলীর আগ্রহে শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যানে বৈষ্ণবপ্রবর যমরাজ স্বীয় দূতগণের নিকট শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীনামপরায়ণ ভক্তমাহাত্ম্য যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করিয়াছিলেন; ইহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী অশ্রুত-পূর্ব্ব বহু সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশাস্ত্রাম্নায়-সার মহোদধি মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত ...

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীভজনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-...

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন নাটোর। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুধাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৪ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, আটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার-গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাঞ্জলি গৌড়ীয় প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈঠকে গান্ধীজীর বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, যে সকল রক্ষা-কবচের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য নহে এবং অসন্তোষজনক। মীমাংসা যদি সম্মানজনক হয় ও স্বাধীনতা যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি এখনও আপোষে সম্মত আছেন। কংগ্রেসই একমাত্র নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠান, সকল সংখ্যাল্প দলেরই প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেস করিতেছেন। সরকারের সহিত সমান-ভাবে আর একটা শাসন-ব্যবস্থা চালাইবার অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আছে—এ মর্ম্মে যে অভিযোগ করা হয়, তিনি তাহা সমর্থন করেন। ইংলণ্ড যদি কথাবার্তার ফলে ভারতবর্ষকে কিছু দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়ই হইবে। তিনি বিপ্লববাদীদের অথবা যে সকল কংগ্রেসকর্মী ঐ ভাবে ভাবিত, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আসেন নাই।

স্যর এ, কে, গজনবীর অভিযোগের উল্লেখে গান্ধীজী বলেন, কলিকাতার [illegible] ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশুকে আইন অমান্য আন্দোলনে অগ্নি পরীক্ষায় সম্মুখীন না করিয়া সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু যদি আইন অমান্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা নিঃসন্দেহ করিবেন। আপোষ যদি সম্মানজনক হয় ও স্বাধীনতা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তিনি এখনও আপোষে সম্মত আছেন; যে স্বাধীনতাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক। তিনি চাহেন প্রকৃত স্বাধীনতা। তিনি বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহান্বিত। ইংলণ্ড ও ভারতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা তিনি চাহেন না। কিন্তু বন্ধনটা স্বাধীনতার ভিত্তির উপর বন্ধুত্বের হওয়া আবশ্যক। রক্ষা-কবচ নীতির নিন্দা করিয়া গান্ধীজী বলেন, আর্থিক রক্ষা-কবচ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে ভারতের বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। কংগ্রেস রক্ষা-কবচ সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত, কিন্তু তাহা ভারতের স্বার্থরক্ষার্থ হওয়া আবশ্যক, ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার্থ হইলে চলিবে না, ভারত ও ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার্থ হইলে চলিবে না। ভারত ও ইংলণ্ড—উভয়েরই কল্যাণমূলক ও অন্যায় স্বার্থের তিরোধান আবশ্যক।

শ্রীযুত জয়াকর ও স্যর তেজ বাহাদুর ঐকমত্য অনেকটা পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে বলিলে, গান্ধীজী তাঁহার সহিত এক মত হইয়া বলেন যে, এখনও প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায় নাই। তিনি বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, তাঁহারা সমস্যা এড়াইয়া যাইতেছেন। তিনি আশা করেন, সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিতে চান না। সাময়িক চুক্তি যাহাতে স্থায়ী সন্ধিতে পরিণত হয়, তাহাই তিনি চাহেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করা কিছুই নয়; কংগ্রেস তাঁহার অপেক্ষা বড়; কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

সংখ্যাল্প দলগুলির সমস্যার সমাধান করা না হইলে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু সমাধান সম্বন্ধে তিনি এখনও হতাশ হন নাই। যত দিন ভারতে বৈদেশিক শাসন থাকিবে ততদিন সমাধান হইবে না। বৃটিশের আগমনের পূর্ব্বে এ সমস্যা ছিল না, এখনও পল্লীগ্রামে মুসলমান ও হিন্দুরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিতেছে।

গান্ধীজী বলেন, তিনি আশা করেন, রাজন্যগণ তাঁহাদের প্রজাদিগকে মৌলিক অধিকার দিবেন। তাঁহাদের রাজ্যে আত্মসম্মানমূলক শাসন ব্যবস্থা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যেমন এখানে, রাজন্যগণ তেমনই তাঁহাদের রাজ্যে বিধি অনুসারে শাসন করিবেন। কংগ্রেস যদি নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে পারে, তাহা হইলে তিনি সীমান্ত প্রদেশকে এখনই স্বায়ত্ত-শাসন দিতে বলিতে ইচ্ছা করেন। সহযোগিতা গ্রহণ করিলে তিনি প্রদান করিতেই ইচ্ছুক। বৃটিশ ও অন্যান্য তাঁহার প্রতি যে শিষ্টাচার ও দৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। হাজার হাজার বন্ধুত্বের সুখ-স্মৃতি লইয়া তিনি দেশে ফিরিবেন।

গান্ধীজী বলেন, তিনি এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার ফলে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্তের কোনও একটু পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা তিনি আশা করেন না। মনে হয়, মন্ত্রি সভা ভারত সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন। অপর পক্ষে কেবলমাত্র আলাপ আলোচনা দ্বারা একটি মহাদেশের স্বা[illegible] লাভ করা সহজ নহে।

গান্ধীজী বলেন, বৈঠকে উপস্থাপিত প্রায় সকল রিপোর্ট সম্বন্ধেই তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। এইরূপ প্রকাশ করিয়া তিনি কংগ্রেসের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, কংগ্রেসকে কেবল মাত্র রাজনীতিক দলবিশেষ বলিয়া মনে করিয়া বৈঠক এক মহাভ্রম করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সকল শ্রেণীর সকল মতাবলম্বীদের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করিতে চাহে। কংগ্রেস মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে সক্ষম, জনসাধারণ এবং সরকার উহা উপলব্ধি করুন। কংগ্রেসের এই ক্ষমতা যদি স্বীকার করা হইত তাহা হইলে অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিত। নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠান কোনরূপ সামরিক শক্তি বর্জ্জিত হইয়া সরকারের পাশাপাশি অপর এক শাখা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে সক্ষম, সে প্রতিষ্ঠান অবশ্যই অভি-নন্দন পাইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত।

গান্ধীজী বলেন, কংগ্রেস ভারতের জনমতের প্রতিনিধিত্বের দাবী করে, কংগ্রেসের এই দাবী অস্বীকার করা হইয়াছে। লণ্ডনে বসিয়া কংগ্রেসের দাবী সপ্রমাণ করা অসম্ভব হইলেই তিনি স্বীয় দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টায় কংগ্রেসের দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন।

পদব্রজে বহরমপুর

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, কালীঘাট কংগ্রেস কারখানার কর্ম্মী কাপ্তেন হীরালাল দে, শ্রীযুত জিতেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর যাইবার পথে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গত ২৬শে নভেম্বর এই তিনজন পদব্রজে বহরমপুর যাইবেন বলিয়া বহির্গত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহারা গত ২৯শে নভেম্বর আসিয়াছেন। কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মিগণ এবং ছাত্র-সঙ্ঘের সভ্যগণ ইহাদিগকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ৩০শে নভেম্বর সকালে ইহাঁরা কৃষ্ণনগর হইতে রওনা হইয়াছেন। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর ইহাঁদিগের বহরমপুর পৌঁছিবার কথা। ৬০ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা নিস্প্রভ হন নাই।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার যদুবয়রা গ্রামের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুন্সী ও কুষ্টিয়া কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমলেন্দুশেখর চৌধুরী যাঁহারা বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন, তাঁহাদিগকে ২৭শে নভেম্বর কৃষ্ণনগর জেল হইতে হিজলী বন্দিশালায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টে ডাকাতির হিড়িক

মাধবপুর, ভাটেরা ও অন্যান্য গ্রা[illegible] হইতে আর্থিক দুরবস্থার জন্য প্রত্যহ ক্ষু[illegible] ক্ষুদ্র ডাকাতির সংবাদ আসিতেছে[illegible] প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ পাহাড় জঙ্গলে কোনো[illegible] মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং কোন পথিক[illegible] দ্রব্যাদি সহ যাইতে দেখিলে তাহা[illegible] মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আক্র[illegible] করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি[illegible] লয়। পুলিস তদন্ত করিতেছে।

আমাদের দাবী

গত ১৯শে জানুয়ারী বৃটিশ সরকা[illegible] যে ঘোষণা করেন, তাহা শীঘ্র কা[illegible] পরিণত করিবার দাবী আমরা করিতে[illegible] মাত্র কয় দিন পূর্ব্বে বৃটেনের জাতী[illegible] সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী [illegible] স্পষ্টাক্ষরে সমর্থন করিয়াছেন। নূ[illegible] ঘোষণার অথবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন[illegible] ভাবী পাণ্ডুলিপির মুখবন্ধে উহার [illegible] পুনরুল্লেখ—কেন্দ্রীয় সরকারের দা[illegible] প্রদানের ব্যাপার ভবিষ্যতের জন্য রাখি[illegible] দেওয়া—ইহা আমরা মোটেই সমর্থ[illegible] করিতে পারি না। আর, উহা ভারতে[illegible] লোক সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসহানির কার[illegible] দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনু[illegible] যুক্ত মনে করিয়া উহার প্রতি বি[illegible] বিদিষ্ট হইবে।

পুত্রবধূকে হত্যার অভিযোগ

রাজেন্দ্রলাল মুখার্জি নামে [illegible] বয়স্ক এক বৃদ্ধ তাহার [illegible] পুত্র-বধূকে হত্যার অভিযোগে অভিযু[illegible] হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল উক্ত বৃদ্ধ জপ-তপাদি করিত। এক রা[illegible] সে তাহার পুত্র বধূর ছেলেমেয়েদের গো[illegible] যোগে বিরক্ত হইয়া তাহার ঘরে ঢুকি[illegible] পুত্র-বধূকে গুরুতর আঘাত করে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে তথায় মেয়েটির একখানি হাত কা[illegible] ফেলিতে হয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় উহার স্বামী ঋণজালে জড়িত ছিল, উ[illegible] কোন পাওনাদার সম্ভবতঃ ঐ [illegible] করিয়াছে। আলিপুরের সেসন [illegible] এজলাসে ঐ মামলার বিচার [illegible] জুরীগণ সন্দেহের সুযোগ দিয়া [illegible] জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া জজ আসামীকে অব্যাহতি [illegible] করি[illegible] ছেন।

টেলি—নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৩৮, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর অভিমত

রাজদ্রোহের মামলা মুলতুবী

গান্ধীজী ও লর্ড লোথিয়ান

বালিকা পত্নীর অমানুষিক কাণ্ড

প্রধান মন্ত্রী ও গান্ধীজী

কলিকাতা মেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কলিকাতায় বড়লাট

বোম্বাইয়ে মিঃ লয়েডজর্জ্জ

ভূগর্ভে বোমা আবিষ্কার

সভাপতির পদে মিঃ নরিম্যান

ট্রেণ-সংঘর্ষ

নানা কথা

গান্ধীজীর অভিমত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিষ্টার এ, কেনার ব্রকওয়ে ২রা ডিসেম্বর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি বলিতে পারেন, গোলটেবিল বৈঠকের অধিকাংশ মুস্লিম নেতা অপেক্ষা জাতীয় মুস্লিম দল অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ?"

প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী বলেন, নিশ্চয়ই ডাক্তার আন্সারী সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, তিনিই এই প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারেন। তিনি হয়ত ইহা সত্য বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবকগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করিতেছেন।

রাজদ্রোহের মামলা মুলতুবী

গত ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার এলবার্ট হলে "হিজলী আটক আসামীগণের ছাউনী" ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দান সম্পর্কে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এক, কবিরের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবার পরে মামলা মুলতুবী আছে।

গান্ধীজী ও লর্ড লোথিয়ান

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সহকারী ভারত-সচিব লর্ড লোথিয়ানের সহিত গান্ধীজী গত ৩রা ডিসেম্বর সকালে দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরের সহিত গান্ধীজীর যে কথাবার্ত্তা হইবে, ইহা তাহারই প্রস্তাবনা।

বালিকা পত্নীর অমানুষিক কাণ্ড

একটি মামলায় প্রকাশ, ১৪ বৎসর বয়স্কা জনৈকা বালিকা পত্নী স্বামীকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার অভিযোগে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী ও গান্ধীজী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা ডিসেম্বর সকালে গান্ধীজী প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া ৪৫ মিনিটকাল তাঁহার সহিত আলাপ করেন। বৈকালে ভারত সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সওয়া এক ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।

বোম্বাইয়ে মিঃ লয়েড জর্জ্জ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ৩রা ডিসেম্বর মিঃ লয়েড জর্জ্জ "কমোরিন" জাহাজে কলম্বো যাইবার পথে বোম্বাইয়ে অবতরণ করিবেন। ৪ঠা ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতে বোম্বাইয়ের মেয়র প্রভৃতি মোল ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবেন, পরে ঐস্থান হইতে তাঁহাকে কর্পোরেশন হলে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তথায় মিঃ লয়েড জর্জ্জ কাউন্সিলারদিগের মধ্যে এক বক্তৃতা করিবেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জ কলম্বো রওনা হইবার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট হাউস পরিদর্শন করিবেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরঞ্জন পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ. শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবভঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅকৃপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী রুক্মাঙ্গিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বীরুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তীড়য়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশশধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী মদনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুবুরকুণ্ড, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাধাকান্ত দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমদন-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় জুড়ামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫ ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার } ২২৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রতনপুরে গমন করেন। সেখানে শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর বাটীতে বহু লোক সমাগত হন। তাঁহারা শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। পাঠ শেষ হইবার পর শ্রোতৃবর্গ শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের নিকট বহুক্ষণ ব্যাপিয়া পরিপ্রশ্ন করেন এবং উপযুক্ত উত্তর শ্রবণে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

স্বামীজী বলেন, "ভাগবত না হইলে তিনি ভাগবত পাঠের অধিকারী হইতে পারেন না।

পরীক্ষিৎ মহারাজ মাতৃকুক্ষিতে থাকাকালে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাঁহার নিধনই অশ্বত্থামার উদ্দেশ্য ছিল। ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ এই কথা যখন উত্তরা জানিতে পারিলেন তখনই তিনি বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকিলেন ও বিপদের কথা জানাইলেন। তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিলেন। তাই পরীক্ষিৎ ইহ জগতে আসিবার পর হইতেই যাহা কিছু দেখিতেন তাহা দেখিয়াই প্রশ্ন করিতেন, "এই কি আমার কৃষ্ণ"? যিনি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণই যাঁহার ধর্ম্ম, তিনি কি করিয়া সামান্য জলাভাবে শমীক ঋষির গলায় মৃত সর্প জড়াইলেন?

এই প্রকার পিপাসা-লীলার অভিনয়কারী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের যদি পিপাসাই লাগিত তাহা হইলে কি তিনি জল পাইতেন না? তৃষ্ণার্ত্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ তৃষ্ণা দ্বারা অভিভূত হইয়া বা ক্লান্ত হইয়া শমীক ঋষির ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ইহাই সাধারণ জগতের ধারণা। কিন্তু তিনি এই লীলাদ্বারা জীবগণকে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অভিনব-সপক্ব ভাগবতরূপ রসময় ফল আস্বাদন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র পুণ্যধামী পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশধর পরীক্ষিৎ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং জানিলেন যে তিনি শৃঙ্গী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তখন তিনি বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণু হইলেন না।

শাস্ত্রে এবং মহাজনের বাক্যে শুনা যায় যে, ভোক্তার ধর্ম্মে সহিষ্ণুতা নাই। যদি তিনি ভোক্তার ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে তখনই তাঁহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিতেন; তাহা যখন তিনি করিলেন না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তিনি কৃষ্ণকর্ত্তৃকই চালিত হইতেছেন। তাই তিনি অভিশপ্ত হইয়াও কোন প্রকার অসহিষ্ণু না হইয়া কৃষ্ণ-কৃপা জানিয়া অভিশাপই বরণ করিয়া লইলেন। এবম্বিধ ব্যক্তিই ভাগবতের শ্রোতা হইবার যোগ্য।

তিনি এক সপ্তাহ পরে তক্ষক দষ্ট হইবেন জানিতে পারিলেন; কিন্তু আমাদের ত সে-প্রকার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যাঁহারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়ের তোষণে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারা পশু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই ত্রিধাতুময় শরীরকে যাহারা 'আমি' বুদ্ধি করে বা স্ত্রী-পুত্রে মমতা বুদ্ধি করে, ভৌম বস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি করে, জলে তীর্থবুদ্ধি করে, হরিজনের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করে না, তাহারা গরুর ঘাসবাহী গর্দ্দভ বলিয়া অভিহিত।"

গত ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জিলার মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রতনপুর গ্রামে এক মহতী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, মহাজনগণের অনুকরণকারী, তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের সহিত তুল্য নহেন। যাত্রার দলের নারদ অনুকরণকারী। নারদ প্রদর্শিত ভক্তিপথ অবলম্বনকারীই তাঁহার অনুসরণকারী। দ্বাদশ বৈষ্ণবই ভাগবত ধর্ম্মের বক্তা।

ভক্ত ভগবান্‌কেই দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেন; তাঁহারা শ্রীভগবানের অনুগত জনের সহিতই বন্ধুত্ব করেন।

পঞ্চোপাসক দিগের বৈষ্ণবত্বে এবং সাত্বতগণের বৈষ্ণবত্বে পার্থক্য আছে। সাত্বতগণ উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। মায়াবাদিগণ বাস্তব বস্তুর বিলাস স্বীকার করেন না।

গুরুব্রুবগণ দীক্ষার অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে দীক্ষায় দিব্যজ্ঞান দান করে না এবং পাপের সংক্ষয় করে না, তাহাকে দীক্ষা বলা যায় না।

প্রকৃত গুরুর দিব্যজ্ঞান-প্রদাতৃত্বের প্রমাণ :—

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

'চক্ষু দান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥'

অক্ষজ জ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞানে পার্থক্য আছে। শ্রীগুরুই ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন।

অতঃপর স্বামীজী—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

—এই উপনিষদ্বাক্যের ব্যাখ্যা করেন।

কঠোপনিষদে কথিত আছে যে, যিনি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া দেহকেই আমি বুদ্ধি করেন তিনি আত্মঘাতী।

তাহার পর স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে—

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু
চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষা গুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥"

—এই চরণদ্বয়ের মর্ম্ম প্রকাশ করেন এবং গুরুতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেন। তিনি গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন যে, শ্রীগুরুদেব মূর্ত্তিমান শাস্ত্র।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্ন জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও অনায়াসবোধ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীনিলগোস্বামীর শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। ভাষার বিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারগ্র ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত স্তুপবাগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা দ০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও শ্রীকৃষ্ণস্থান পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা দ০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ইত্যাদি বিনা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্কলিত নবদ্বীপ দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃত সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মোন্নতি গ্রন্থ প্রকাশালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

নং৮ ছলের ও বয়স্ক জল ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচটি ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

যোড়াকী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযুগলকিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৴১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।'

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা মেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ৩রা ডিসেম্বর বোম্বায়ে জি, আই, পি, রেল পুলিসে সংবাদ আসিয়াছে যে, কলিকাতা মেলের মহিলাদের কামরায় জনৈক মহিলা যাত্রীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই এবং কাসারা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চলন্ত ট্রেণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। প্রকাশ মহিলাটি একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার গায়ে প্রচুর বহুমূল্য গহনা ছিল। মনে হয় অর্থলোভে এই দুষ্কার্য্য সাধিত হইয়াছে। নিহত মহিলার নাম জানিতে পারা যায় নাই। রেল পুলিসের জনৈক দারোগা ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশ, ২রা, ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার বলিয়াছেন যে, উহাতে বিলম্ব না করিয়া কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দিবার কোন কথা নাই, উহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাও নাই। এমন কি, কবে যে বিভিন্ন কমিটীর কাজ শেষ হইবে, তাহাও বলা হয় নাই। তাঁহার মতে বিলম্ব বহুগুণে বিপজ্জনক এবং একমাত্র আশাপ্রদ মীমাংসা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী সমস্ত ভারতবর্ষকে লইয়া যে সম্মিলিত রাষ্ট্রের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে সে মীমাংসা অত্যন্ত দূরে চলিয়া গিয়াছে।

স্যার মহম্মদ ইয়াকুব বলিয়াছেন যে, যদি ঘোষণাটি সঠিকভাবে কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যেই ভারতে শাসনতন্ত্রের খানিকটা পাওয়া যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, শাসনব্যবস্থায় মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবী পূরণ হওয়া আবশ্যক, নতুবা কোন শাসনব্যবস্থাতেই কাজ হইবে না।

ভূগর্ভে বোমা আবিষ্কার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা সহর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত তেজগাঁও নামক স্থান হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ঐ স্থানে ৩রা ডিসেম্বর কুলীরা রেলের বাঁধের সন্নিকটে মাটি কাটিবার সময়ে ভূগর্ভ হইতে ২২টী বোমা উদ্ধার করিয়াছে। ঐ স্থান তেজগাঁও ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত।

কুলীরা বোমাগুলি কি জিনিষ তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যায়। তথা হইতে ঐ গুলি তেজগাঁও পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

বোমাগুলি ঐ স্থানে কি উপায়ে আসিল তদ্বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

এক সঙ্গে ৩টী সন্তান প্রসব

চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়ের কন্যা একসঙ্গে ২টি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। প্রসূতি ও সন্তানগণ বেশ সুস্থ আছে।

বড়বাজার পিকেটীংএ সাজা

বড়বাজার মনোহর দাস কাটরায় পিকেটিং করিবার কালে খরিদ্দারদিগকে কাটরায় প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় এবং সার্জ্জেণ্ট কুমের কথায় স্বীয় কর্ত্তব্য ত্যাগ না করায় পিকেটার শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাস জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, কে, দে ছুটী না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে আদালতে আটক রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

আটক আসামীর মুক্তি

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, যোকার শ্রীযুত সুবোধকুমার রায় কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আসিতেছে ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ধৃত হন। গত শনিবার ময়মনসিংহ জেল হইতে তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

জামিন না দিয়া কারাবরণ

সুন্দরদাস্ দাস নামক জনৈক কংগ্রেস কর্ম্মী মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক ১ হাজার টাকা জামিন দিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করায় এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার মামলা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, ওন্দা থানার অন্তর্গত পীতাম্বরপুর গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ পাল ও আরও দশজন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ও ৩৪২ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়া সেসন জজ মিঃ বি, কে, বসুর আদালতে ৫ জন সদস্যের এক সাধারণ জুরীর সাহায্যে তাহাদের মামলা চলিতেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঐ গ্রামের ঈশ্বর দাস ভবিষ্যতে জামাতা করিবার অভিপ্রায়ে সুরেন্দ্র পালকে গত ফাল্গুন মাসে তাহার গৃহে রাখিয়াছিল। পরে বৈশাখ মাসের ২রা তারিখে ঈশ্বর দাস সুরেন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। ১১ই বৈশাখ তারিখে সুরেন্দ্র গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে ঈশ্বরকে বাঁধিয়া এক গৃহে বন্ধ করিয়া রাখে ও তাহার কনিষ্ঠা কন্যা বিমলা বালাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করে। জুরীগণ ইহা মিথ্যা বলিয়া সুরেন্দ্র ও অন্যান্য আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের মতানুসারে সেসন জজ সকল আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

যতীন্দ্র রায়ের মামলা

কাণপুর হইতে প্রকাশ, মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার মামলার জন্য তাঁহার পক্ষের সাক্ষীর একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে স্যার সি, ভি, রমণ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, মিঃ এন, এম, যোশী, প্রফেসার ব্রজনারায়ণ ও কে, এফ নরিম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য। আগামী ৯ই ডিসেম্বর হইতে আসামীপক্ষের মামলা আরম্ভ হইবে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য শাস্তি

কুমিল্লা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য স্বামী নারায়ণানন্দ সরস্বতী ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সভাপতির পদে মিঃ নরিম্যান

বহরমপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে বহরমপুরে বঙ্গীয় সেবাদল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে এবং আশা করা যায়, মিঃ কে, এফ, নরিম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সারদা আইনের মামলা

হাওড়ার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামের অধিবাসী আমেদ আলী সর্দ্দারের প্রতি সারদা আইন অনুসারে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ এই যে, সে বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে তাহার ভাগিনেয়ী অপ্রাপ্তবয়স্কা পুতুল বিবিকে লইয়া গিয়া এক প্রতিবেশীর সহিত বিবাহ দেয়। এই বিবাহে বালিকার পিতার সম্মতি লওয়া হয় নাই। তাই সে এই মামলা রুজু করিয়াছিল।

ট্রেণ সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ৩রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার আসাম-বেঙ্গল রেলপথের শ্রীমঙ্গল এবং ভানুগাছ ষ্টেশনের মধ্যে একখানা ইঞ্জিনের সহিত একটি মিক্সড ট্রেণের সংঘর্ষ ঘটে। দুইখানা মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। দুইজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী সামান্য জখম হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত ইঞ্জিনের দুইজন লোকও জখম হইয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীট খুনের জের

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মে আসগর্‌ খাঁ এবং আমীর খাঁ কলিকাতার তিনজন ভারতবাসীকে হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, অনুমতি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কলিকাতায় বড়লাট

গত ৩রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকার সময় বড়লাট লর্ড উইলিংডন এবং লেডি-উইলিংডন উড়োজাহাজযোগে কলিকাতার ময়দানে অবতরণ করেন।

ফরাক্কাবাদে ভীষণ কাণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, রঘুবীর নামক ফরাক্কাবাদ জিলার জনৈক গ্রাম্য চৌকীদারের প্রতি পত্নীহত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। এলাহাবাদ হইতে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ রঘুবীর পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং একহস্তে একখানা তরবারি ও অপর হস্তে তাহার পত্নীর ছিন্ন মুণ্ড লইয়া পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সংবাদপত্রের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩০ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর উক্তি

গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

বৈঠক ব্যর্থ হইবে না

প্রধান মন্ত্রীর নিকট গান্ধীজীর দাবী

বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত

বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

নদীবক্ষে বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ

কানপুরে লোমহর্ষণ কাণ্ড

আবার আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার

অহিংস-নীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

নানা কথা

গান্ধীজীর উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ,রয়টারের প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন, "যাবৎ আমি ভারতবর্ষে পৌঁছি এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ না করি, তাবৎ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স কড়াকড়ি এবং পুরোপুরিভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তবে উহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশে, এমন কি সমগ্র জাতির মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের প্ররোচনা দিবে।

— —

গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বিলাতের উদারনৈতিক দলের নেতা মিঃ লয়েড জর্জ তাঁহার পত্নী ও কন্যাসহ কলম্বো যাইবার পথে বোম্বায়ে অবতরণ করিয়াছেন। বোম্বাই কর্পোরেশনের মেয়র নাগরিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

মিঃ লয়েড জর্জ বলেন,—যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন আমরা ও আপনারা একত্র স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে পারিব। এই আমার ভারতভূমি দর্শনের প্রথম সুযোগ। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভারতের কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ গান্ধীজীর সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি একজন রাজনীতিক—তাঁহার সহিত প্রথম দর্শনেই আমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, তিনিও একজন খাঁটি রাজনীতিক। আধ ঘণ্টা আলাপেই আমি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি যে ভাবে ভারতের কথা আমাকে শুনাইয়াছিলেন, অমন মনোরম ও জীবন্ত চিত্র ভাষায় ফুটাইতে কেহ আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

কর্পোরেশনের অভিনন্দনের পর সপরিবারে মিঃ লয়েড জর্জ গবর্ণমেণ্ট হাউসে চলিয়া যান।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট গান্ধীজীর দাবী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী এবং স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্রকাশ যে, গান্ধীজীর এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে প্রধান মন্ত্রীকে এরূপ বুঝাইয়া দেওয়া যে, নব-প্রবর্ত্তিত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স গোলটেবিলের বিভিন্ন কমিটির কার্য্যের অগ্রগতির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। এরূপ বিশ্বাস যে, গান্ধীজী এবং পণ্ডিত মালব্য অনতিবিলম্বে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের জন্য যে দাবী করিবেন, তদুত্তরে কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহার পরই গান্ধীজীর ভবিষ্যত নীতি নির্ভর করিতেছে।

নদীবক্ষে বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রে লামাইংয়ের নিকটস্থ এক নদীতে সরকারী সৈন্যদলের সহিত বিদ্রোহী দলের সংঘর্ষ হয়। ফলে দুইজন বিদ্রোহী তৎক্ষণাৎ নিহত হয় ও একজন তিনটী বন্দুক ও গুলীবারুদ সহ ধৃত হয়। প্রকাশ যে, অপর ৭ জন বিদ্রোহী ডুবিয়া গিয়াছে। সরকারী সৈন্যদলের কোনও ক্ষতি হয় নাই। প্রোমে ১৬ জন বিদ্রোহী বন্দুক প্রভৃতি লইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। বর্ম্মা রাইফেলস দলের পেগু নদীর ধারে বিদ্রোহী দল একটী আড্ডা ধ্বংস করিয়াছে। একজন বিদ্রোহী আহত অবস্থায় ধৃত হয়। রাইফেলধারীরা সামান্যরূপ আহত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিক
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাত
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিহৃদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাত

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্র শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পর বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনক দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়ে ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদামোদর দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী- শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলোপী প্রসাদ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় ম

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীর দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্র

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগোরাঙ্গে বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্র দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্য

৫নং গোপী ভবন ডাক্তার লেন, দি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীকু শ্রীরাধারমণচরণসরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্না

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় ম

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তি-রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্র শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভ ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পা

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১, মঙ্গলবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ১৮ই নভেম্বর বুধবার দিবস হইতে ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলবার দিবস পর্য্যন্ত মাদ্রাজের ময়লাপুরস্থ শ্রীনিবাস-মন্দিরে অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে বিশুদ্ধ ভক্তিময় ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া তথায় আগমন করেন।

স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সংসিদ্ধান্তপূর্ণ চিত্তাকর্ষক পাঠ শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী এরূপ আনন্দ-বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মনে হইয়াছিল তাঁহারা যেন শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন স্থল শ্রীনৈমিষারণ্যে অবস্থান করিতেছেন।

স্বামীজী মহারাজ পাঠকালে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দেন যে, গৌরভক্তগণের আনুগত্যে শুদ্ধাভক্তি অবলম্বনে শ্রীভগবানের শ্রীনাম কীর্ত্তন করাই জীবমাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য এবং এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিহত পতিত জীবের ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়।

গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর (১৯৩১) দুই দিবস স্বামীজীদ্বয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠস্থ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সহ মহাসমারোহে সুললিতকণ্ঠে সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা দিনে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সমিতি হইতে শ্রীনগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা কীর্ত্তনের পর সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেবকগণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবানের প্রণীত ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সবই নৈমিত্তিক বা অনিত্য সাময়িক ধর্ম্ম। এই অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মে চালিত হইলে জীবের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। জীবের স্বধর্ম্মই আত্মধর্ম্ম বা জৈব-ধর্ম্ম; তদ্ব্যতীত ধর্ম্মের নামে যত প্রকার 'নানা মুনির নানা মত' জগতে চলিতেছে তাহা এই চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে কর্ম্মের পাপ পুণ্য বিচারে চলিত ধর্ম্ম বা অনিত্য মায়িক ধর্ম্ম; ইহা দ্বারা সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। সনাতন বস্তুই সনাতনকে জানেন। সনাতন বস্তুটী তুরীয়, বিশুদ্ধাবস্থায় অবস্থিত। তাহা অক্ষজ অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয়ের বোধগম্য নহে। অধোক্ষজ বিচারে সনাতন জ্ঞান লাভ হয়, আর দেহ মনের বিচারে অধুনাতন অর্থাৎ জন্ম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত লব্ধ জ্ঞান সঞ্চয় হয়; উহা সনাতন বস্তু পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

একমাত্র স্বয়ং ভগবানই সনাতন এবং তদংশ আত্মা বা জীব-বস্তু সনাতন। অনাবৃত আত্মাই ভগবান্‌কে দর্শন করেন; সেই মুক্তাত্মা ব্যক্তি ভক্ত নামে পরিচিত। ভগবদ্‌ভক্তের চক্ষু ভগবানের পাদপদ্ম কিরণ; নিষ্কপট ভগবদ্ভক্ত যাহা করেন, তাহা ভগবদ্‌-প্রণোদিত; শ্রীগীতোক্ত 'দদামি বুদ্ধিযোগং' বাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই সকল কার্য্যে ও সেই সকল বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ চতুষ্টয় থাকে না; সুতরাং আত্মবিৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত সনাতন ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন, অন্য কোন উপায় দ্বারা নহে; সুতরাং সনাতন আত্মার নিত্য বৃত্তি—কৃষ্ণসেবাই সনাতন ধর্ম্ম। এই আরাধনা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুরই প্রাপ্ত। সেই কৃষ্ণই সৎ চিৎ আনন্দকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সুতরাং চিৎকণ জীব আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে কৃষ্ণারাধনাই করিবেন, নতুবা অন্য আরাধনায় সচ্চিদানন্দানুভূতি লাভ হইবে না।

যে বস্তুটী বস্তুর বাস্তবতা রক্ষা করে সেই বস্তুটীর নাম চিৎকণ, চেতন, জীব ও আত্মা। এই আত্মাকেই মুসলমানগণ রুহ ও ইংরেজগণ সোল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেন; কিন্তু বস্তুটী এক এবং এক বিভুচিৎ বিষ্ণুর অংশ অণু চিৎ। যেমন সূর্য্য-কিরণের নিত্য ধর্ম্ম সূর্য্যের সেবা করা, সেইরূপ বিষ্ণুর অংশ জীবের নিত্য ধর্ম্ম বিষ্ণুর সেবা করা; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত যত ধর্ম্ম সকলই জড় দেহ-মনের ধর্ম্ম। নশ্বর প্রকৃতিজাত জড় ধর্ম্ম কখনও সনাতন শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। জীব ও ভগবানের মধ্যস্থলে মায়ার প্রাচীর থাকায় আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। কয়লাতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া যে প্রকার কয়লার মলিনত্ব ঘুচাইয়া কয়লাকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়, সেই প্রকার সৎগুরুর কথা ঐ মায়ার প্রাচীরের আবরণ ঘুচাইয়া, জীব যে সনাতন এবং তাহার নিত্য সেবা বস্তু শ্রীবিষ্ণুসেবাই যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা জানাইয়া দেন। আমরা মানি আর না মানি বাস্তব পক্ষে সবেই কৃষ্ণদাস। কোন রমণী যদি স্বামীর নিকটে থাকিয়াও অপর পুরুষের চিন্তা করেন তাহা হইলে তিনি যেমন সতী নামের অযোগ্য, সেই প্রকার যাঁহারা নিত্য পরমেশ্বরের দাস হইয়াও নানা দেবদেবীর ও অবান্তর আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা সনাতন শ্রীভগবানের ভক্ত নহেন।"

বক্তৃতার শেষে কীর্ত্তনান্তে শুক্লগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির পর সান্ধ্য কার্য্য শেষ করা হয়।

তৎপর দিবস ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার ভোর ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করা হয়। মধ্যাহ্নে উক্ত উৎসব সমাপনোপলক্ষে যথাবিধি ভোগরাগ, ভোগারতি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করা হইয়াছিল। সমাগত সজ্জন মণ্ডলী পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনে পরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠান্তে মহাধুম কীর্ত্তন করিতে করিতে ১২৫ তুলসী স্থাপিত শ্রীব্যাসাসন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে কীর্ত্তন শেষ করি। গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির পর সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

ভক্তি ও মুক্তি

(৫)

ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইলেও প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হইতেও নূতন, মধুর হইতেও সুমধুর, অধিক হইতেও পরমাধিকরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখের তাদৃশ অনুভব হয় না। কারণ উহা সীমাবিশিষ্ট। যেমন স্বর্গকামিগণ স্বর্গের অসীম স্তব করেন, তদ্রূপ সংসার যাতনায় উদ্বিগ্নচিত্ত রসহীন মুক্তি-পিপাসুগণ বহু প্রকারে মোক্ষের স্তব করিয়া থাকেন। গো, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব্বাদি দৈত্য পর্য্যন্ত যে সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, মোক্ষপর ব্যক্তিগণও যাহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ তুচ্ছগণ প্রাপ্ত বস্তুকে কি প্রকারেই বা শ্লাঘ্য বলা যায়।

মুক্তি হইতে ভক্তির সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষ বহু বহু শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। দ্বারকায় কোন এক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীক ভগবদ্ভক্ত বাস করিতেন। তাঁহার একে একে আটটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সকল মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, সখা শ্রীযাদবের নিন্দা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ভগবদ্ভক্ত জানিয়া ব্রাহ্মণের নবম পুত্রকে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন, নতুবা অগ্নিতে প্রাণত্যাগমূলক আশ্বাসবাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের নবম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্রন্দন করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধানেও ঐ বালককে কোথাও না পাইয়া অবশেষে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এদিকে ঐ ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুত্র মৃত্যুর পর ভূমাপুরুষের জ্যোতি-মধ্যে লীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ পুত্রকে মুক্তি না হইতে রক্ষা করিবার কামনা করিয়াছিলেন। এদিকে ভগবান্ [illegible] অর্জ্জুনের নিজ প্রাণে [illegible] না পারিয়া [illegible] প্রবেশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য [illegible] পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। [illegible] অধিকারী ভূমাপুরুষ নারায়ণ [illegible] প্রকাশ প্রত্যুষ। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য ভূমাপুরুষ উক্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে হরণ আনয়ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীকান্তের [illegible] হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিলে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবান্ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে ভক্তিপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মুক্তি পদবী হইতে ভক্তি পদবী কত শ্লাঘ্য ও শিষ্ট জনের বরণীয়। ঐ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে স্বপুরী পরিত্যাগ কালে বলিয়াছিলেন, আপনি ভক্তাভিপ্রায়দায়ক, আপনার হস্তে নিহত দৈত্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করুন।

শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে পরমোৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিতে বলিলে পৃথু মহারাজ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—"পিতা যেমন পুত্রকে অবঞ্চক হইয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদান করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন।" ভগবান্ তাহাতে— 'ময়ি ভক্তিরস্তু' অর্থাৎ আমাতে ভক্তি হউক এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, "ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু"। ভগবান্ মুক্তি দিলে সহজে অত্যন্ত প্রিয় ব্যতীত অপরকে ভক্তি দান করেন না।

সালোক্য প্রভৃতি অপর অহঙ্কার-নাশ ও শীতনাশ যেরূপ অবান্তর ফলমাত্র, সেইরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি, জ্ঞানাদি ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। ঐ সকল প্রেমের বিরোধী জানিয়া ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

নারায়ণপর ভগবদ্ভক্তগণ কোন বস্তু হইতেই ভীত নহেন, তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকের তুল্যদর্শী (ভাঃ ৬।১৭।২৮); ভগবানের চরিতামৃত মহাসিন্ধুমধ্যে পরিভ্রমণকারী নিমজ্জমান ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পাদসরোজে রমমাণ হংস-সমূহের ন্যায় ভগবৎ সংসর্গে পরিত্যক্তাশ্রম হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না। (ভাঃ ১০।৮৭।২১) এইপ্রকার সহস্র সহস্র উদাহরণ ভাগবতীয় বাক্যে এবং শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ও হনুমানাদির বাক্যে দৃষ্ট হয়।

"যথা ভববন্ধচ্ছিদং তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে" এবং সর্ব্বত্র নিবৃত্তাশীৎপ্রোক্ত ভক্তগণও স্বেচ্ছায় তনু পরিগ্রহ করিয়া ভগবদ্‌বিগ্রহের ভজনা করেন এবং "মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ" (বঃ সূঃ ১।৩।২) ইত্যাদি সূত্র ও ভাগবতের শুক সনকাদি মুক্তকুলেরও ভগবল্লীলাকথনাদিরূপ আচরণ, প্রহ্লাদ হনুমানাদির শ্রীভগবৎ-কর্তৃক দীয়মান মুক্তির প্রত্যাখ্যানরূপ দৃষ্টান্ত, মুক্তির হেয়ত্ব ও শুদ্ধা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আপনাই প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(ওই) উজ্জ্বলরূপ ভক্তি-স্বরূপ
গোলোক-দীপ্তদেশ।
(ওই) চির শান্তির মধুনির্ঝর
নিতি উৎসব-বেশ॥
(যাঁর) বিকচ পুষ্প কুঞ্জের বায়
মন্মথর নিঃশ্বাস্।
(আর) কজ্জল যার নীল অম্বর
পুণ্য যাঁহার হাস্।
(ওই) কাঞ্চনময় দীপ্তিতে ছায়
শ্রীধামের সুষমায়॥
(তাঁর) অঙ্গের কান্তি চম্পক-জ্যোতি
বৈকুণ্ঠ তেজোময়॥
(যাঁর) দিব্য শীতল অষ্টটী দল
পঙ্কজ মহিমায়।
(ওই) চৌদ্দ ভুবন লুব্ধপরাণ
তূর্ণ গতিতে ধায়॥
(ওই) জাহ্নবীধারা বিহ্বল পারা
পদযুগ চুমিয়া।
(গিরে) তরঙ্গ রঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গে
(হরি) গুণ-গাথা গাহিয়া॥
(হোথা) বাগ্দেবী মা'র স্বর্ণ-বীণার
মধু-নিক্কণ তুলিয়া।
(কবি) জয়দেব সনে গাহিছে সঘনে
গৌর-যশ কহিয়া॥
(যাঁর) শ্বেতদ্বীপনাম চিন্ময় ধাম
উদার ছন্দঃ তাঁর।
(যত) বিপথ পান্থে ক্রোড়ে আহ্বানে
রাগিণী করুণার।
(সে যে) কল্যাণময়ী বিশ্রাম ভূমি
বেদী-পীঠ মিলনের।
(হোথা) নবে দেবে মিলি রচে অঞ্জলি
উপচার যজ্ঞের॥
(হোথা) বৃন্দাবনে নিবিড় নীলিমা
মিশেছে সিন্ধু সনে।
(শ্যাম) মাধুর্য্য রাশি ঔদার্য্যে আসি
পশেছে প্রীতির টানে॥
(ওই) ভক্তি স্রকে শ্রীতি-চন্দন
সৌরভ স্নেহ ধূপ।
(ওরে) ভক্তপ্রাণের অজিত জয়ের
প্রেমের শিখাটুক্!
(ওবে) শ্রদ্ধা-পত্রনে অমৃত বাস
বৈকুণ্ঠ হোম-দীপ॥
(সে যে) চির ক্ষুধাতুর বিশ্বপ্রাণের
যোগায় অন্নরাশি।
(ওই) বেদের বেত্ত প্রাণের খাদ্য
তৃষ্ণার জ্বালা নাশি॥
(হোথা) জলদ শ্যামল চির নির্ম্মল
গোবিন্দ-মুখহাসি।
(তাঁর) চরণকমলে শত ইন্দু জ্বলে
গোলোক পৌর্ণমাসী॥
(ওই) বিরাট্ ক্ষেত্র সামের মন্ত্র
মন্ত্রিত করে অবনী।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, অর্থক্লিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থদান, রোগীকে ঔষধ দান, দেশের জন্য প্রাণদান এই গুলিকেই আমরা 'জীবে দয়া'র চরম পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করি। কিন্তু এই সব 'দয়া' রোগের দশা, এতে জীবের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, নিত্য মঙ্গল যে কৃষ্ণপাদপদ্মে অচলা ভক্তি তাহা উদিত হয় না। পরন্তু সুবিধা পেয়ে ভোগাসক্তি ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং আমরা কৃষ্ণবিস্মৃতির অতল জলধিগর্ভে পতিত হই।

রোগী নিজের প্রীতিকর বস্তু সর্ব্বক্ষণ চায় এবং যে তাকে তার মনোমত জিনিষ দেয় তাকেই সে দয়ালু ব'লে মনে করে। আর যে ব্যক্তি তার রোগ সারাবার জন্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করে, তার প্রতি সে বিরক্ত হয় এবং তাকে পরম শত্রু বলে মনে করে।

কিন্তু একটু বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি আমার রুচিকর বস্তু আমার ভোগের সময় জুগিয়ে দিচ্ছে সেই প্রকৃতপক্ষে আমার প্রচ্ছন্ন শত্রু, তার জন্যই আমার রোগ সারছে না, আর যিনি আমাকে তিক্ত ঔষধ দিয়ে রোগ সারাবার জন্য সচেষ্ট তিনিই আমার প্রকৃত বন্ধু।

(নিতি) নন্দিত করে পুলকিত করে
বিশ্বের বীণাখানি॥
(তার) বার্ত্তাবাহী নাম আশ্রয়ধাম
সমীরণ শান্তির।
(তুমি) বিকাশ আকর প্রাণ-পদ্মের
নমোনমঃ মায়াপুর॥
(নিতি) প্রপঞ্চাতীত তোমাকার গীত
কুণ্ঠা কভু না ছায়।
(ওই) চির-ভাস্কর বৈকুণ্ঠপুর
উজলিছে মহিমায়।
(সে যে) শিখাতে ধর্ম্ম সেবন মর্ম্ম
প্রকটিত নদীয়ায়॥
(প্রভু) আপনি আপন সেবার সাধন
শিখালে গো ঐ ছায়॥
মুক্ত করহে সকল বন্ধ
জাগুক পরাণে নিত্যানন্দ।
অধম জীবন জানে না সেবন
সে অভয়চরণারবিন্দ॥
(তব) কৃপারেণু-আশে প্রাণ যে ধায়।
দীন জনে প্রভো, রাখো গো পায়॥
জানি না গাঁথিতে চন্দন মালা
স্রক্ চন্দন নাহি যে মোর।
রতন প্রদীপ হয়নি জ্বালা
কি দিয়ে করিব আরতি তোর॥ ..

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২॥৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা-মেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অলঙ্করণকাদি বিবরণ-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলাপরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ গ্রন্থ আর নাই।

নিখিলশাস্ত্রনিধি মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থটি উত্থিত হইয়াছেন। আদ্যন্ত সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অংশগুলি পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কপটে ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত পদ্যোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ সহিত ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হিং) বরজো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগন ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আসিবার পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না।

বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনন্দ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৩ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

গৌরাঙ্গ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

যকৃৎ প্লীহার সহিত জ্বর ও আঃ শিশুতে বর্দ্ধিত অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতার বিশেষ

পরি[illegible] না প্রতি

শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুমধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপূর্ত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈঠক ব্যর্থ হইবে না

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে পর মিঃ এটলি বক্তৃতা করিতে উঠেন। মিঃ এটলি বক্তৃতায় বলেন যে, সরকার যে পুনরায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব বিষয়ে স্বীকারোক্তি করিলেন তাহাতে বিরোধীদল সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নিখিল ভারত সংহত রাষ্ট্রে সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহাও আনন্দের বিষয়; কিন্তু কি ভাবে পরে কথাবার্ত্তা চালান হইবে তাহাই বর্ত্তমানে জ্ঞাতব্য বিষয়। কমিটীর রিপোর্ট কি গোল টেবিল বৈঠকে পেশ করিতে হইবে, না পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করা হইবে?

এমন সময়ে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বক্তার কথায় বাধা দিয়া বলেন যে, গোল বৈঠকের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই এবং পর যথাকালে এই বৈঠকের অধিবেশন বসিবে।

মিঃ এটলি বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের মারফতে যে কথাবার্ত্তা চলিবে ইহা আনন্দের কথা বটে। এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পশ্চাদপদ হওয়া চলিবে না। বক্তা বলেন যে, মিঃ চার্চ্চিল যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, ভারতীয় সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় নাই। সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইলেই বিবাদ দূর। বৈঠককে কোন মতেই পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে।

গান্ধীজী ও প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রাত্রি বিশ্রামের কিছু পূর্ব্বে গান্ধীজী তাঁহার নাইটব্রীজ আফিসের ক্ষুদ্র কক্ষে যখন আগুনের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তখন প্রায় ৪০ জন সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এত সাংবাদিকের দল মেঝের উপর গান্ধীজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন।

গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা কিম্বা কমন্সসভায় বিতর্ক সম্বন্ধে তিনি এক্ষণে তাঁহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে উক্ত ঘোষণা এবং বিতর্কের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবেন কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তই করুন না কেন, যাবৎ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উহা পেশ এবং কমিটি কর্ত্তৃক উহা গৃহীত না হয়, তাবৎ তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন গুরুত্ব থাকিবে না।

বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত

গঙ্গারাম লোদকে চুরির অভিযোগে গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের বিনবা বাঈ বাঈয়ের ৩৩ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি অপহৃত হয়। টুণ্ডলাতে আসামীকে উক্ত দ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীকে পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। আগামী ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবি আছে।

বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী

প্রঃ—বেঙ্গল অর্ডিনান্স যেন জারী করা না হয়, এ জন্য আপনি স্যার স্যামুয়েল হোরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি?

উঃ—মানুষ যতটা পারে, আমি ঐ

আইন সমর্থনযোগ্য নহে। উহা সামরিক আইনেরই রূপান্তর মাত্র।

প্রঃ—আপনি বৈঠকের ফলে কি সুখী হইয়াছেন?

উঃ—আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই যে, আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির অতিরিক্ত কিছু পাইব। বৈঠকে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হইয়াছে এবং এই শক্তি পরীক্ষায় প্রতিপক্ষের নিকট আমরা পরাজিত হইয়াছি। আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এমন উপায় অবলম্বন করিব, যাহার ফলে কংগ্রেস আবশ্যক শক্তি অর্জ্জন করিবে। এদেশের কর্তৃপক্ষ ঐ শক্তি দেখিতে পাইবেন। সুতরাং সরকার আন্দোলনের শক্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়া আমি সরকারকে দোষ দিতেছি না।

প্রঃ—বৈঠক বিফল হইয়াছে বলিয়া কি আপনি মনে করেন?

উঃ—পূর্ব্বের ঘোষণায় আমি যাহা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান ঘোষণায় তদপেক্ষা বেশী অর্থ যদি আমার বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে বৈঠককে বিফল বলিতে হইবে।

প্রঃ—আপনার আগমন কি সার্থক হইয়াছে?

উঃ—আমার ইংলণ্ডে আগমন শুভ হইয়াছে। বৈঠকের ভিতরে কাজ করার অনেক বেশী মূল্য ছিল। বৃটিশ জনমতের সংস্রবে আসায় আমার অনেক লাভ হইয়াছে।

প্রঃ—বৈঠকের নীতির সহিত এক-যোগে কাজ করিতে কি আপনি উপদেশ দিবেন?

উঃ—যদি আমি দেখিতে পাই যে, ভারতে বিমল-নীতি অনুসৃত হইতেছে এবং ভারতের জনমত গ্রহণ করা হইতেছে, যদি প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় কংগ্রেসের দাবীগুলি পূরণ হওয়ায় পক্ষে প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে আমি সরকারের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিতে উপদেশ দিব। কিন্তু বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী হওয়ায় ভারতকে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না।

গান্ধীজী এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তিনি ভারতবিরোধী মিঃ চার্চ্চিল ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, কোন কোন নীধন-করণে তাঁহার আপত্তি নাই।

ভারতে বৃটিশ সৈন্য রাখা হইবে কি না, এই বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, আমি প্রত্যেক বৃটিশের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিব। যদি ভারতের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আমি বৃটিশের সমস্ত স্বার্থ রক্ষা করিব।

কানপুরে লোমহর্ষণ কাণ্ড

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত বুধবারে জনৈক য়ুরোপীয় মহিলার প্রতি পাশবিক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ৫ জন অপরিচিত লোক টুণ্ডলার রেলওয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গৃহে প্রবেশ করে এবং তাঁহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিয়া পলায়ন করে। তিনি এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রেলওয়ে হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। পুলিস এই ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, জনৈক ভৃত্য যখন আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেছিল সেই সময় সে আততায়ীদিগকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতে পায় এবং তাহার গৃহকর্ত্রীর প্রতি অত্যাচার চলিতেছে দেখিয়া সে সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া যায়।

ঐ দিন উক্ত শিক্ষয়িত্রী স্কুলের লোকজনের বেতন দিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনয়ন করিয়াছিলেন। দুর্বৃত্তগণ ঐ অর্থের জন্য আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

আবার আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার

ময়মনসিং হইতে প্রকাশ, ঈশ্বরগঞ্জ নামক ময়মনসিংহ জেলার একখানি গ্রামে একটি ৫ নলা রিভলভার, একটী মসার পিস্তল ও ৮০টি তাজা কার্তুজ আবিষ্কার হইয়াছে। একজন যুবকও এই সংস্রবে সন্দেহক্রমে ধরা পড়িয়াছে। ঐ পল্লীর ৫ খানি বাড়ীতেও এই অজুহাতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার চাঁদপুরে মনমা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুরেশচন্দ্র দাস ও হরিহর মজুমদার এবং প্রবীণ মজুমদারকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া গত ৩রা নভেম্বর পুলিশ হেফাজতে তথায় আনা হইয়াছে।

গান্ধীজীর সহিত বৃটিশ পুলিশ

লণ্ডন হইতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশ, যে ২ জন পুলিশ কর্ম্মচারী গান্ধীজীর ইংলণ্ডে অবস্থান কালে প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে থাকিত—গান্ধীজী প্রত্যহের ভ্রমণ হইতে বাড়িতে শান্তি গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিত, গান্ধীজীর অনুরোধে তাহারা ব্রিণ্ডিসি পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে, গত ৩রা ডিসেম্বর প্রাতে ৯টার সময় গান্ধীজীর লণ্ডন ত্যাগের সময় তাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে।

অহিংস-নীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

মীরাট হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রমের ফাদার এলউইন গত ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যাকালে খাদি ও উহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপ সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। খাদি পরিধান করিতে তিনি ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করেন। শুধু ভারতের জন্য নয়—সমস্ত জগতের জন্য ভারতকে মুক্ত করিতে তিনি তাহাদিগের নিকট আবেদন করেন।

বক্তা আরও বলেন যে, তিনি অহিংসা ও সত্যাগ্রহে বিশ্বাস করেন, কারণ অহিংসা শত্রুকে পর্য্যন্ত মহান্ করে। প্রেম দ্বারাই উহা জয়লাভ করে। উহাতেই বাস্তবিক মনের বিরুদ্ধভাব দূর হয়। বক্তা এই মত প্রকাশ করেন যে, শান্তি ও অহিংসা দ্বারা যুদ্ধ ও হিংসা দূর করিবার জন্য গান্ধীজী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

টেলি— শ্রীধাম ? নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চ ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩।০

সিকি কলম ২৲

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৩৮, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

প্যারিসে গান্ধীজীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৮ই ডিসেম্বর মিঃ গান্ধীর বিদায় কালীন বিবৃতি কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। কংগ্রেস দেশরক্ষা বাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক ও অর্থবিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব সহ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেন। বৃটেনের সহিত সম অংশীদারত্বও বাদ নহে। উভয় পক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইবে, কিন্তু ইহা পরস্পরের বাধ্যবাধকতার পূরণ বা সামঞ্জস্য সাধন সাপেক্ষ হইবে।

ভারতের স্বার্থের জন্য কংগ্রেস আবশ্যকীয় রক্ষাকবচ সমূহ গ্রহণ করিবেন এবং বৈধ সকল আর্থিক বাধ্যবাধকতা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক আছেন; কিন্তু একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে।

সংখ্যা-লঘিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের সমস্যার জাতীয় সমাধান করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিশ্রুত, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ মতের ভাল হিসাবে মুসলমান ও শিখদের জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় সংখ্যক আসন রিজার্ভ রাখার নীতি গ্রহণ করিবেন।

অস্পৃশ্যদের স্বার্থ কংগ্রেসের বিশেষ লক্ষ্যাধীন থাকিবে এবং তাহাদের প্রতি পৃথক আচরণ যে সর্ব্বপ্রকারে অস্পৃশ্যতা পাপ একেবারে তিরোহিত করিবার উপকার চেষ্টা করিতেছে সে। সমগ্র

গান্ধীজীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা

সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা

বালিকার সর্ব্বনাশ চেষ্টা

ভারতকে পূর্ণ অধিকার প্রদান

ব্রহ্ম বিদ্রোহ সংবাদ

চারিজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

বিমানপোত চূর্ণ

কয়লা খনিতে বিষম দুর্ঘটনা

ছোরার আঘাতে মৃত্যু

খনি দুর্ঘটনা—৪ জন নিরুদ্দিষ্ট

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের বাণী

আইনের দ্বারা অস্পৃশ্যতাকে অধিকার দান অন্যায় হইবে।

জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ হেতু রাজনৈতিক অধিকার হইতে কেহ বঞ্চিত হইবে না। কংগ্রেস প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের ভোট অধিকারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সুতরাং জাতীয় কার্গেস বলে ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যা-লঘিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচিত হইবার কোন অসুবিধাই হইবে না।

গান্ধীজী অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় গৌর ডু নর্ডে পৌঁছেন। তথায় প্রবাসী ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক তিনি সম্বর্দ্ধিত হন। একদল পুলিশও তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা অভ্যর্থনারত বিরাট জনতার মধ্য দিয়া মিঃ গান্ধীকে লইয়া যায়। মিঃ গান্ধী পুলিশ কমিশনারের হাত ধরিয়া যাইতে থাকেন।

গান্ধীজীকে একটি ক্যামেরার সম্মুখে উপস্থিত করিবার পর মোটরে করিয়া গেণ্ট ল্যাজার স্থিত একটী হোটেলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্যারিসস্থিত হিন্দু প্রবাসীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা ডিসেম্বর বৈকালে গোলটেবিল বৈঠকের বিভিন্ন বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজী ঘরোয়া ভাবে পরামর্শ করেন। প্রকাশ যে, গান্ধীর সহিত প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের পরামর্শ বিষয়েই এই বৈঠকে আলোচনা হয়। গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীযুত সপ্রু ও জয়াকর চেকার্সে প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রকাশ, গান্ধীজী প্যারীতে উপস্থিত হইলে তথাকার দুইটী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবেন। এবং তিনি "ম্যাজিক সিটিতে" একটী বক্তৃতা দিবেন। তবে উহাতে আলোচিত হইবে না। এই স্থানটী প্লজার পার্কে অবস্থিত এবং সহরের যুবক যুবতীগণ এখানে বেড়াইতে আসেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরক্ষক পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রকটানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবভঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদাস দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক;

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগোপালদেব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণরজঃ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

১৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫ ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতার গত ৪।১২।৩১ তারিখের তারে প্রকাশ,—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৯শে নভেম্বর মজঃফরপুরনগরে ও ৩০শে তারিখে শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশনস্থল শুকরতলে এবং ১লা ডিসেম্বর সিতাট ও হস্তিনাপুরে শুভ বিজয় করিলে তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ সুপ্রসিদ্ধার শ্রীল প্রভুপাদকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

পরদুঃখদুঃখী মহাবদান্যাবতার গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জনমণ্ডলীসমক্ষে অমৃতবর্ষিণী শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তথায় একটি শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনার্থ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আগামী ৬ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস নিউ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গত ২১শে নভেম্বর হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তদুপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত বহু ব্যক্তিকে নিত্য সুকৃতি অর্জন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ পাঠে যোগদান করেন।

পাঠের আদি ও অন্তে সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করিয়াছেন। প্রত্যহ পাঠান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে হরিকীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে মিশ্র সত্ত্ব ও শুদ্ধ-সত্ত্বের পার্থক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, স্বরাট্ পুরুষের সহিত জীবের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেন এবং যোগমায়া ও মহামায়ার কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন।

অতঃপর স্বামীজী বলেন,—"অনর্থ গ্রস্ত জীব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার অধীন। দেবীধামে জীব স্থূল ও লিঙ্গ দেহে বদ্ধ হইয়া তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করে। ভাগবত-ধর্ম্ম এ সমস্তের অতীত—প্রকৃত আত্মধর্ম্ম।

যখন আমরা কৃষ্ণেতর বস্তু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করি তখন নিজ ইন্দ্রিয় কার্য্য করে। সেই সময় আমরা দেহ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে আত্মীয় মনে করি।

যিনি গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত হইয়া নিষ্কপটে দিবারাত্র কৃষ্ণ কথায় মগ্ন থাকেন তিনিই সাধু।"

তদনন্তর স্বামীজী যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্যের আলোচনা মুখে বলেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

যে অনাসক্ত হইয়া ভগবৎ সম্বন্ধ সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের প্রীত্যর্থে যে অখিল চেষ্টা তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। আর শ্রীহরিসেবার অনুকূল বস্তুগুলিকে বিষয় জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া যে বৈরাগ্যের অভিনয় তাহাই ফল্গু-বৈরাগ্য।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার দিবস প্রাতে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ হইতে শুভ যাত্রা করিয়া বেলা ১১টার সময় মাজ্ স্টেশনে এবং সেখান হইতে নৌকাযোগে রামচন্দ্রপুরে আসেন। স্বামীজী মহারাজ রামচন্দ্রপুরে পদার্পণ করিবামাত্র রতনপোতা গ্রামের প্রায় ৬০।৭০ জন অধিবাসী হরিনাম সংকীর্ত্তন সহকারে পরমানন্দে পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজকে রতনপোতায় লইয়া আসেন। তৎপর হরিশপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রতনপোতা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল মহাশয় স্বামীজীর গলদেশ মাল্যচন্দন বিভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ হাজরা মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুত কালিপদ হাজরা মহোদয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ হাজরা মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই দিবস অবস্থান করেন।

প্রথম দিবস স্বামীজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ পিপাসু হইয়া সভায় যোগদান করেন। স্বামীজী 'জীবের কর্ত্তব্য' বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিত্য কল্যাণ ও পরম উপকার সাধন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী মহারাজ সমাগত বহু সজ্জন ব্যক্তির সমক্ষে ভক্তিমূলক ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও নিত্য মঙ্গলপ্রদায়িনী নিত্য সুদৃঢ় বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুমধুর কণ্ঠে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

সৃষ্টি-প্রকরণে 'মায়া' ও 'জীবের' আবশ্যকতা কি

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা এই তিনটী শক্তিমানেরই শক্তির পরিচয়। অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়ার শক্তিমানের ঐকান্তিকী সেবৈকাভিলাষ ব্যতীত অন্য অভিলাষ বা অস্তিত্ব নাই। জীব যখন অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে প্রপন্ন হন, তখন তাঁহার উন্মুখাবস্থায় অন্তরঙ্গা শক্তি তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া অপ্রকটভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেমমধু পান করাইয়া থাকেন।

কিন্তু জীব যখন তাঁহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত হন, তখন তিনি সাংসারিক [illegible] বিচ্যুত হইয়া [illegible] ত্রিতাপ [illegible] নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনের মত [illegible] শ্রীকৃষ্ণের নিকট [illegible] বলিয়াছিলেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।' অর্থাৎ এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বপ্রযত্নে তাহা অত্যন্ত দুরতিক্রম্য। ভগবানের শ্রীমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মত দুর্ব্বল জীবের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, 'ভগবান এই মায়া সৃষ্টি করিলেন কেন? এবং যদি বা মায়া সৃষ্টি করিলেন, তবে এই দুর্ব্বল জীবকে সৃষ্টি করিয়া ঐ মায়ার কবলিত হইবার যোগ্যতা দিলেন কেন?'

শ্রীভগবানের শক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি সৃষ্ট হয় না—শক্তিমানের সহিত শক্তি-সকল নিত্য স্বতঃসিদ্ধভাবে বিরাজিত। 'শক্তিমান' বলিলেই শক্তি আসিয়া পড়ে। আর সেই শক্তির [illegible] থাকিলেই [illegible] অস্তিত্ব [illegible]। শক্তিমান ভগবানের অনুপ [illegible] শক্তি এবং [illegible] পরিচয়। [illegible]

[illegible] অসম্পূর্ণ [illegible] বলা যাইতে [illegible] শক্তিমানের [illegible]।

[illegible] তটস্থা [illegible] কোন [illegible] উক্ত উভয় [illegible] প্রতিষ্ঠিত। উক্ত [illegible] একটীর অভাবে আর একটী কেবলমাত্র কল্পনা বা আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত। যদি অন্ধকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কেবল আলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। অন্ধকার আলোকেরই একটা [illegible] অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্ধকার অপ্রাধান্যভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া আলোকেরই বৈশিষ্ট্য বাড়াইয়া দেয়।

সেইরূপ বহিরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব কামনা করিলে প্রকৃতপক্ষে শক্তিমানকে অস্বীকার করা হয়। আলোকের সহিত অন্ধকার অপ্রাধান্যভাবে বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠের সহিত মায়াধিকার অপ্রধানভাবে বর্ত্তমান। তবে যেখানে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, সেখানে বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার অস্তিত্ব নাই, বহিরঙ্গা শক্তি সেখানে অপ্রকটভাবে অবস্থিত। আলোক থাকিলে যেমন অন্ধকার থাকে না [illegible] অন্ধকার প্রকাশ [illegible]। কিন্তু [illegible] জীব [illegible] হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে, [illegible] তাঁহাকে গ্রাস করে।

অন্তর ও বাহিরের শক্তিদ্বয়ে উভয়বিধ শক্তি স্বীকার করিলেও মধ্যবর্ত্তী একটা তটস্থা শক্তির আবশ্যকতা কি, তৎসম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হয়। শ্রীভগবানের [illegible] নিখিল [illegible] তটস্থা শক্তিতে [illegible]। [illegible] জীব [illegible] নানা যোনিতে [illegible] কত না ক্লেশ ভোগ করিতেছে! তাই মনে হয়, [illegible] না থাকিত তবে তাঁহাকে ত' আর এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।

জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী এবং জল ও স্থল উভয়কে বিভাগের যোগ্যতা প্রদানকারী তটদেশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জল ও স্থল পাশাপাশি বর্ত্তমান, সেখানে তটভূমি থাকিবেই [illegible] করিবে। অতএব [illegible] শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা [illegible] স্বীকার করিলেই মধ্যবর্ত্তী তটস্থাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যেখানে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি সেখানে মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তির অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে, নচেৎ শক্তিমানের পূর্ণ পরিচয়ের সার্থকতা থাকে না। আর তটস্থাশক্তি না থাকিলে অন্য দুই শক্তির পরিচয় কাহার নিকট হয়?

যদি এই পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে ভালমন্দ ভোগ্যবস্তু সৃষ্ট হয় এবং ভোগ করিবার জন্য একটী প্রাণীও বিদ্যমান না থাকে তবে ঐ সমস্ত ভোগ্য বস্তুর উপযোগিতা কি? ভোগ্য বস্তুর উপযোগিতা ভোগীর নিকট। সেইরূপ বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া তটস্থা শক্তির উপর, শক্তিমানের উপর তাহার কোন ক্রিয়া নাই। তটস্থ শক্তি না থাকিলে বহিরঙ্গা শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন এবং নিষ্ক্রিয় হইলে ব্যতিরেকভাবে যে তাঁহার শক্তিমানের সেবা তাহাও স্তব্ধ হইয়া যায়। তাই বহিরঙ্গা শক্তি তটস্থা শক্তি জীবের উপর প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে সংশোধনপূর্ব্বক অন্তরঙ্গা শক্তির নিকট প্রপন্ন বা কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া ব্যতিরেকভাবে শক্তিমানেরই সেবা করিয়া থাকেন।

তটস্থা শক্তির আবশ্যকতা স্বীকার না করিলে বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার বহিরঙ্গা শক্তি না থাকিলে অন্তরঙ্গা শক্তিরও পরিচয় থাকে না। এই তিন শক্তিই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। বহিরঙ্গা—অন্তরঙ্গারই বিকৃত প্রতিফলন। প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বলিলে বিম্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তটস্থ শক্তি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয় বস্তুতেই আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। তটস্থ শক্তির নিকট বিম্ব ও প্রতিবিম্বের পরিচয়। সেইরূপ তটস্থা শক্তি জীবের নিকট অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয়।

তটস্থ শক্তি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়েতেই আকৃষ্ট হইতে পারেন। যখন [illegible] ছায়ারূপ প্রতিবিম্বতেই মুগ্ধ হন, তখন তটোপরি অবস্থিত বাস্তব বিম্বের সন্ধান [illegible] হন। [illegible] বঞ্চিত হন। সেই তটস্থ জীব যদি বহিরঙ্গা শক্তির মায়ার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন সদ্গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া বহিরঙ্গা শক্তির কবল হইতে নির্মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি উন্মুখ হন, তবেই তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া নিত্যকাল [illegible] সাগরে ভাসমান থাকিতে পারেন।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা দেখতে পাই ধনই এই সংসারে আত্মীয়তার মূল। ধন না থাকলে স্ত্রী-পুত্র তো দূরের কথা মা পর্য্যন্ত ছেলেকে যত্ন করে না। এ জগতে আমরা এই শৃগাল কুক্কুরভক্ষ্য পচা দেহটীকে 'আমি' মনে ক'রে নিয়ে এরই সম্পর্কে 'আমার ঘর', 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র' ইত্যাদি যে 'আমার' 'আমার' করছি, তার পরিণাম তো এই। যতক্ষণ গায়ে বল থাকে, খেটে খুটে তাঁদের সেবা ক'রে মন যোগাতে পারি ততদিন আমাদের আদর বা কদর। কিন্তু যখনই আমরা আর তাঁদের মনের মত ফরমাস যোগাতে পারি না, সারা জীবন ধরে খেটে খেটে অকর্ম্মা হ'য়ে পড়ি তখন স্ত্রীই বল, পুত্রই বল, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধবই বল কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না বরং দেখা হ'লে চটে যান। ঘোড়াগুলোর বুড়ো হ'লে যা' দশা হয় আমাদেরও শেষ বয়সে সেই দশা। এরূপ ব্যাপার আজকাল ঘরে ঘরে। কিন্তু তবুও আমরা এমনই মায়াজড়িত যে দেখেও দেখছি না শুনেও বুঝছি না। কুকুরের হাড় এবং উটের কাঁটা চিবানোর মত কষ্টকেই সুখ মনে ক'রে 'আমার আমার' ক'রে সোনা দিনগুলোকে কাটিয়ে দিচ্ছি। পরকালের জন্য একটুও ভাবছি না। এর চেয়ে আর বেশী বোকামী কি হ'তে পারে?

আমরা সর্ব্বদাই ভুলে যাই যে এ দেহ চিরকাল থাকবে না, একদিন না একদিন নষ্ট হবে, হয় ত' জীবন আগে [illegible] যাবে। আর মরার সঙ্গে সঙ্গে এই যে জগতের মায়ামমতা যা কিছু সব ঘুচে যাবে। একলা এসেছি একলাই যেতে হবে, সঙ্গে কেউ যাবে না। সঙ্গে যাবে কেবল সুকৃতি—যা সাধুসঙ্গফলে অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু কই 'আমার সাধুসঙ্গ তো হ'লো না; কেবল ঘানির বলদের মত ঘুরে ঘুরেই ম'লাম, আর ভোগ করলাম কেবল কশাঘাত।

এই যে সংসারের ভীষণ পরিণাম কেবল কষ্টভোগ, সুখের মুখোস পরা কেবল দুঃখের বোঝা; এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা তো একদিনও ভাবলাম না। শুনি যে এর উপায় সাধুসঙ্গ করা, তাঁর মুখে হরিকথা শুনা; কিন্তু সাধু যে কে? সাধুর নাম শুনলেই যে গা [illegible]।

কিন্তু আমরা যদি একটু বিচার করি তাহলে বুঝতে পারি যে, দেহ-মনের সঙ্গে

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

[illegible] স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিতালী করা আমাদের অভ্যাস হ'য়েছে। ও'দের সঙ্গে মিতালী না ক'রে যদি [illegible] ক'রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধুসঙ্গ করতাম তা'হলে আমাদের নিত্যমঙ্গল হ'ত এবং আমরা এই দুঃখসাগর হ'তে মুক্তি লাভ ক'রে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করতে পারতাম।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যাতক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে পাঠাইবে

ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বি·

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, যাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল এম. এস এম · কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতকে পূর্ণ অধিকার প্রদান

; ভারতবাসী চাহে নিজেদের শাসন পরিচালনার অধিকার এবং আমার বিশ্বাস মিঃ চার্চিল যাহাই বলুন না কেন তাহা সত্ত্বেও নিজেদের পথ ধরিয়া স্বর্গে বা নরকে যাইবার পবিত্র অধিকার প্রত্যেক জাতির আছে। ভারতবাসী যাহাতে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী মাতৃভূমির শাসনপরিচালনা করিতে পারে, শ্রমিক আন্দোলন নিশ্চিত ও অকপটভাবে তাহারই পক্ষপাতী।

ভারতের বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ল্যান্সবেরী বলেন যে, শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের বাধ্য, কিন্তু বিশৃঙ্খলার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহা দূর করাও রাজনীতিকদের কর্তব্য। শ্রমিক দল আশা করেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই নীতি অনুসরণ করিবেন এবং বড়লাট প্রাদেশিক ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের বলিবেন—

"লর্ড আরউইন যাহা করিয়াছিলেন, আপনারাও তাহাই অনুসরণ করিবেন এবং হিংসামূলক অত্যাচার দূর করিবার জন্য অবিলম্বে কি করা প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানাইবেন।" তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলেই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতের উন্নতি ও শান্তি এক-

প্রদান করা।

ছোরার আঘাতে মৃত্যু

আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজের বিচারে নৈহাটির জনৈক মিল শ্রমিক বনোয়ারী চামার ব্যারাকপুরের ভাগী চামারকে ছোরার দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করার অপরাধে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বনোয়ারী ভাগীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিল। ভাগী উহা পরিশোধ করিতে অসম্মত হওয়ায় হঠাৎ বনোয়ারী ছোরার দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া নদী সাঁতরাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরে ধরা পড়ে।

সর্দার বল্লভভাইয়ের বাণী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই পেটেল বহরম পুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে বলিয়াছেন :—ভারতের স্বাধীনতা নিষ্কাশনের ভার ভগবান্ নিজে বাছিয়া বাঙ্গালার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা তাঁহার যন্ত্রণায় সমগ্র দেশের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিবে। জাতি হৃদয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আসন্ন সংগ্রামে অহিংসার পথে বাঙ্গালীর জয়লাভ ঘটিবে।

বালিকার সর্ব্বনাশ চেষ্টা

ফকির দেওয়ানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ও ৫১১ ধারার মামলা চলিতেছিল। ভাগলপুরে এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের এজলাসে উহার শুনানী হইতেছিল। শুনানী শেষ হইবার পর জুরীর রায়ের সহিত জজের মতের মিল না হওয়ায় মামলা হাইকোর্টে চালান দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ কুলবন্ত সাহায় উক্ত মামলার বিচার করিয়াছেন।

গত মে মাসে সিমিকুরি নাম্নী অনুমান ৭ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা একা বাটির ভিতর অবস্থান করিতেছিল। উহার পিতা মাতা বা ভ্রাতা তখন কেহই বাটিতে ছিল না। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। আসামী এই সুযোগ পাইয়া উহাদের বাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং দেখে বালিকাটি তাহার ছোট ভগ্নীর সহিত খেলা করিতেছে। আসামীর বয়স ৪৫ বৎসর। আসামী বালিকাকে শাল গাছের তলে যাইয়া খেলিতে বলে। সে শাল গাছের তলে যাইয়া আসামী জোরপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। সেই সময় অপর একটী বালিকা তথায় উপস্থিত হয় এবং চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। ইহা দেখিয়া আসামী পলাইয়া যায়। পুলিস সংবাদ পাইয়া আসামীকে পাকড়াও করিয়া চালান দেয়। অবশেষে দায়রায় উহার বিচার চলিতেছিল।

ব্রহ্ম বিদ্রোহ সংবাদ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সংস্ক অঞ্চলে এক গ্রামে প্রায় ২৫ জন বিদ্রোহী হানা দেয়। তাহারা একজন ভারতীয়কে নিকটবর্ত্তী এক ধান ক্ষেতে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করে। একজন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে, সে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

একদল ডাকাত বনের ভিতর লুকাইত থাকিয়া এক সৈন্য বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে; ইত্যবসরে অপর একদল সৈন্য আসিয়া ডাকাতদিগকে পাল্টা আক্রমণ করে। ফলে একজন হত দুই জন গ্রেপ্তার এবং অনেকগুলি কাগজপত্র, পুস্তক এবং বাদ্যযন্ত্রাদি হস্তগত হইয়াছে।

হেনজেদা, থিয়েটমো, পেগু এবং মিনবু হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। টুঙ্গুতে ডাকাতেরা একজন ভারতীয়কে হত্যা করিয়াছে; পক্ষান্তরে পেগুতে গ্রামবাসীরা ডাকাতির সময় একজন ডাকাতকে গুলী করিয়া মারিয়াছে।

গত ১লা ডিসেম্বর প্রোমের একজন বিদ্রোহী নেতা তিনজন অনুচরসহ এক গ্রামে প্রবেশ করে। প্রকাশ চাঁদা আদায় এবং বিদ্রোহ সঙ্ঘ স্থাপনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ২রা তারিখ সকালে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় এক সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া পড়ে। অতঃপর বাহিনী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গুলীতে তাহার অনুচরদিগের একজন নিহত হয়। তাহার নিকট একটী ব্যাগে অর্থ, পুস্তিকা গুলীবারুদ এবং নোটবুক পাওয়া যায়। এই সকল খাতায় যে সকল গ্রামবাসী বিদ্রোহীদিগের ধনভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

৩রা ডিসেম্বর পেগু নদীর উপর পুলিশের সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের যে সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণে জানা যায়, হেনজাদার অন্তর্গত ল্যামাড নামক স্থানে ১১ জন বিদ্রোহী নদীপথে দুইখানি নৌকায় করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সৈন্যবাহিনী সহ অতর্কিতে তাহাদের উপর চড়াও করেন। ফলে দুই জন হত, দুই জন গুরুতর আহত এবং একজন অনাহত অবস্থায় ধৃত হয়; কিন্তু অপর সকলে পলাইয়া যায়। পরদিন সকাল বেলায় গ্রাম্য মোড়ল অন্য একজন লোককে মৃত অবস্থায় ও একজনকে আহত আতুর অবস্থায় দেখিতে পায়। অবশিষ্ট ৪ জন গুলীর আঘাতে, ৯ জন জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু অদ্যাপি তাহাদের অনুসন্ধান চলিতেছে। তিনটী বন্দুক এবং গুলী বারুদ উহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

চারি জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘের প্রায় ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও বহু মহিলা গত ২০শে অগ্রহায়ণ বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত বড় বাজারের বিভিন্ন কাটরায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন।

ঐ দিবস বেলা প্রায় ২॥০ ঘটিকার সময় একজন সার্জ্জেণ্ট অনাথ ঘোষ নামক একটী স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে বড় বাজার থানায় লইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে অপর একজন সার্জ্জেণ্ট পরেশ দাস নামক একটী স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। এইরূপে কিছুক্ষণ পর পর শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীমান্ জিতেন বসুকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

খনি দুর্ঘটনা ৪ জন নিরুদ্দিষ্ট

উদগীর হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মহীশূর খনির এডগার খাদে পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ হওয়ার ফলে ৪ জন লোককে পাওয়া যাইতেছে না। কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে একজন কুলীর দেহ পাওয়া গিয়াছে।

কয়লা খনিতে বিষম দুর্ঘটনা

জামাডোবা হইতে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে টাটার জামাডোবা কলিয়ারীতে (কয়লাখনিতে) এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ইহার ফলে দুই জনের প্রাণনাশ হইয়াছে এবং প্রায় বিশ জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যখন কতিপয় শ্রমিক খনি গর্ভে কাজ করিতেছিল, তখন পুরাতন কয়লার দেয়াল ধ্বসিয়া যায় এবং প্রবল বিক্রমে জল বেগে আসিয়া শ্রমিকদিগকে টানিয়া লইয়া গিয়া প্রায় ৩৫০ শত ফুট দূরে গ্যালারী সমূহের ধারে সজোরে নিক্ষেপ করে। ফলে দুই জন নারী শ্রমিক মারা যায় এবং প্রায় বিশ জন অল্পবিস্তর আহত হয়।

বিমানপোত চূর্ণ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বৈমানিক কিংসফোর্ড-স্মিথের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৬ই ডিসেম্বর প্রাতে ব্যাঙ্ককে বিমান পোতাশ্রয়ে একটি ডাকবাহী ওলন্দাজ বিমানপোত খানায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চার জন নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছে। উক্ত বিমানপোতে তিনজন যাত্রী ও চালকাদি চারিজন কর্ম্মচারী ছিল। বিমানপোত খানি রেঙ্গুণে আসিতেছিল।

বৈমানিক কিংসফোর্ড-স্মিথ অষ্ট্রেলিয়া বড়দিনের ডাকসমূহ এলোষ্টার হইতে কুড়াইয়া লইয়া অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ব্যাঙ্কক হইয়া তথায় পৌঁছিয়াছেন প্রত্যুষে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিবেন ঐ ডাকে ১৩টী ব্যাগ আছে এবং তাহাতে পনের হাজার চিঠি আছে।

টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ।১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩২ ক্রমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩১

প্রতিধ্বনি

রিভলভার ধারী যুবক গ্রেপ্তার

গান্ধীজী ও ডেলীহেরাল্ড

রিভলভার ও বন্দুক বাজেয়াপ্ত

প্রেসে পুলিশের হানা

সভা ও জনসভা করা নিষিদ্ধ

ফ্রান্সে গান্ধীজী

ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের শোচনীয় ফল

বড়বাজারে পিকেটিং

৮০ জন কয়েদীর মুক্তি

গবর্ণরের সম্মতি দান

নানা কথা

প্রতিধ্বনি

বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গত ... বৎসর যাবত রীতিমত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ... সর্ব্ব-সাধারণের উপকার করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে এখানে কালাজ্বরের চিকিৎসা হইত। স্থানীয় সেবাব্রতী ... অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্চানন দে প্রভৃতি লোকের চেষ্টায় ম্যালেরিয়া চিকিৎসা ... আসিতেছে। ফলে কালাজ্বরের রোগী সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ৩ জন, হাতিশালা গ্রামে ২ জন বেহদ গ্রামে ১ জন দাঁড়াইয়াছে। এখানে ম্যালেরিয়া রোগী বড় আন্দুলিয়া ২৫০ জন, হাতিশালা ৪০ জন বেহদ গ্রামে ৫০ জন। আজ পূর্ণ এক মাস যাবত এখানে ঔষধ পত্র শেষ হইয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রিক বোর্ড হইতে রীতিমত ঔষধ সরবরাহ করিতেছেন না। আমরা এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(স্বাক্ষর—) শ্রীশিবচন্দ্র দে
সাং বড়আন্দুলিয়া—থানা চাপড়া
জেলা নদীয়া।

রিভলভার ধারী যুবক গ্রেপ্তার

নাসিক হইতে প্রকাশ, দত্তাত্রেয় চিন্তামণি বৈদ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক একটি চায়ের দোকান হইতে বাহিরে আসিবার সময় জনৈক কনষ্টেবল কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিশ কিছুকাল যাবৎ যুবকের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। আরও প্রকাশ, যুবকের অঙ্গের বস্ত্র খানাতল্লাস করিয়া দুইটি রিভলভার, একখানি ছোরা ও কতিপয় কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত যুবকের নিকট বেশ পরিবর্ত্তন ও আত্মগোপন করিবার কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জাম প্রভৃতি ছিল। যুবকের আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার লাইসেন্স ছিল না। পুলিশের ধারণা যুবকটি বিপ্লবীদলভুক্ত। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে।

গান্ধীজী ও ডেলীহেরাল্ড

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৫ই ডিসেম্বর "ডেলীহেরাল্ডের" জনৈক প্রতিনিধির নিকট গান্ধীজী বলেন:—'গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রে কমন্স সভার বিতর্ক ও আলোচনায় শুধুই গবর্ণমেন্টের পক্ষে জয় হইয়াছে তাহা নহে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব নীতির পক্ষেও উহা কথঞ্চিৎ জয়ের কথা বটে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় যাহা ছিল কমন্সসভার ভোট তাহা অপেক্ষা অধিক দূর ভারতবর্ষকে লইয়া যায় নাই।" আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত দায়িত্ব এখনও বহু দূরে।

প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, উভয় সাক্ষাতেই অত্যন্ত প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় ছিল। কিন্তু এ আলাপের ফলে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব মতামত বিশেষ বদলায় নাই। গান্ধীজী তাঁহার প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, এখনও বার বার প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা পড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে কিন্তু তবু তাঁহার মনে হয় যে, হয়তো ভিন্ন পথে যাত্রা আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে।

---

৮০ জন কয়েদীর মুক্তি

মৈমনসিংহ হইতে প্রকাশ, গত ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে মৈমনসিংহ জেল হইতে ৮০ জন কয়েদীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ২৩২তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু লক্ষ্ণৌ স্মল কজ্ কোর্টের জজ সাহেব মিঃ জে, এন্ রায়ের সহিত তাঁহার কাইসারবাগস্থ ভবনে সাক্ষাৎ করেন। জজসাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট সম্বন্ধে জাগতিক ধারণা পোষণ করিতেছিলেন; তিনি স্বামিজীর নিকট উহার বাস্তবিক মীমাংসা জানিতে চাহিলে স্বামিজী শাস্ত্রযুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীভগবানের প্রকট ও অপ্রকট তাঁহার ইচ্ছাধীন। স্বাধীন স্বরাট্ লীলাময় পুরুষ লীলার্থ জগতে আগমন করেন, আবার লীলা সঙ্গোপন করেন। ইহাতে তাঁহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীন হইতে হয় না অর্থাৎ বসুদেব, দশরথ, জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির ঔরসে প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় না কিম্বা কাহারও দ্বারা তাঁহার বিনাশও হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে তিনি নিজ ত্রৈকালিক সত্তার বিষয় স্বয়ং জানাইয়াছেন; সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্বন্ধে যাহারা মূর্খতা-ব্যঞ্জক ভাব পোষণ করে, তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

অতঃপর জজসাহেব স্বামিজীর নিকট পুণ্য ও সুকৃতির পার্থক্য কি?—ইহা জানিতে চাহিলে স্বামিজী মহারাজ তাহা বিশদভাবে দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রযুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দিলে জজসাহেব বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকট আরও অনেক পরিপ্রশ্ন করেন এবং দুই ঘটাকাল তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুও প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ হইতে "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" শ্লোকের মর্ম্ম তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন এবং পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের উদারতা ও মহাবদান্যতার কথা জজসাহেবের নিকট কীর্ত্তন করিলে তিনি বিশেষ প্রীত ও আকৃষ্ট হন।

গত ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-রমণ জীউর সন্ধ্যারাত্রিকের কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ ও করতাল নিনাদিত হইতেই বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাবর্গ আরতি দর্শনার্থ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আগমন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠস্থ ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুমধুর স্বরে সংকীর্ত্তন করেন। প্রায় দেড় ঘটাকাল সংকীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ মঠরক্ষক প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে বলেন, —"শ্রীচৈতন্য ভাগবত অমল পুরাণ; ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা ব্যতীত আমাদের নিত্য কল্যাণের অন্য উপায় নাই। সত্য সত্যই যদি আমরা কোনদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সৎসিদ্ধান্তবাণীর চরম উৎকর্ষ এবং সেই বাণী তাঁহার স্বকপোলকল্পিত সামান্য রচনা মাত্র নহে, পরন্তু স্বয়ং শ্রীভগবানেরই মুখনিঃসৃত;—

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য,
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

অতএব আমরা এই পয়ার হইতে বুঝিতে পারিতেছি ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে এই গ্রন্থ ভাগবত শ্রবণ না করিলে কখনই পরমার্থ রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না।"

কিছুক্ষণ গ্রন্থ-ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক আদি খণ্ড হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলার কথা পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে ডুমুরকণ্ডা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পর ঊষা কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক এবং সংকীর্ত্তন হয়; অতঃপর উপস্থিত শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে স্থানীয় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক সংকীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিবিধ বাদ্যসংযোগে সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে মঠরক্ষক প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে, কৌমারকাল হইতেই সকলেরই হরিভজন করা একান্ত প্রয়োজন। যে হরিভজন প্রাণিমাত্রেরই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতেই কর্ত্তব্য—যে হরিভজন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, তাহার জন্য কালবিলম্ব করা বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

পাঠের আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্বনাম, শরণাগতি ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনাদি কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ ও বিবিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির এবং মণ্ডপ প্রাঙ্গণ বিবিধ বর্ণের পুষ্প ও বস্ত্রাদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ গত ১৬ই ও ২৫শে নভেম্বর উভয় দিবস মাদ্রাজ পুরসওয়াকম্ বিস্তার আনন্দ লাল মহোদয়ের বাসভবনে শুভাগমন করতঃ সমাগত বহু জনমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত সুবিমল আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মচারীবৃন্দের শ্রীমুখে শুদ্ধ হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ বহু ব্যক্তি সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী গৌরভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রী জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-অতিস্বত্বর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আনুষঙ্গিক পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৫

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত।

শিক্ষার্থী ও সাধনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভাবসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমলীলা সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ক্লথ) বরজো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিষ্কিঞ্চনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সারাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চারিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহারীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়ার প্রবলতায় জ্বর ও প্লীহা যকৃতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] আনা, পাঁচট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্মতি দান

হতে প্রকাশ, গবর্ণর [illegible] পিকাসব দমন আইন [illegible] [illegible]ন করিয়াছেন। ঐ আ[illegible] গবর্ণমেণ্টকে এই [illegible] হইয়াছে যে, পাবিকাদিগের [illegible] শ্রীমদ্দিবারণ এবং অন্যত্র অপসারণ আইনের যে যে ধারার প্রয়োগ [illegible] তাহা তাঁহারা ব্যবহার করিতে [illegible]বেন।

শুনানী মুলতুবী

অস্থায়ী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর ফজলুল করিমের এজলাসে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভগবতী মিশ্র ১২৪ (ক) ধারা [illegible] আইনে অভিযুক্ত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি দৈনিক [illegible] [illegible] ক্যেকটী প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মিশ্র নিজেকে নির্দোষ বলিয়া ব্যক্ত করেন।

উকীল শ্রীযুক্ত জে. এন, সেনগুপ্ত সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করেন এবং কয়েকটী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী মুলতুবী থাকে।

বড়বাজারে পিকেটিং

কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জন সঙ্ঘের বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্য দিনের ন্যায় গত ৫ঠা ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত বড়বাজারে 'শান্তিপূর্ণ পিকেটিং' আরম্ভ [illegible] করিয়া প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে বিদেশীবস্ত্র ক্রয় না করিতে ক্রেতাদের সকলকে অনুরোধ করেন।

মনোহর দাস কাটরায় শ্রীমান ধীরেন্দ্র গুপ্ত ও বাবু [illegible] লাল নামক দুটী স্বেচ্ছাসেবক এক বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতা কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, গত ৪ঠা ডিসেম্বর কোন গ্রেপ্তার [illegible]

প্রধান মন্ত্রীর গুরুত্ব রক্ষা চেষ্টা

কংগ্রেস [illegible] [illegible] কলিকাতার বক্তৃতা প্রাদান[illegible] শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি গোল টেবিল বৈঠকের প্রধান মন্ত্রীর [illegible] চেষ্টা করিয়া বলেন, এবং [illegible] মিঃ গান্ধী এবং গান্ধীজিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রধান মন্ত্রী চেষ্টা করিতেছেন। [illegible] লোকের একতা। ইহা স্বাভাবিক কথা বটে। [illegible] তিনি আশা করেন যে, [illegible]

কিছু করিবে না। যদি সম্মানজনকভাবে কথাবার্তা চালাইবার বা মীমাংসা করিবার কোনও সুযোগ এখনও থাকে, তবে কংগ্রেস সহযোগিতা করিবে বলিয়াই তিনি আশা করেন। বাঙ্গালায় অর্ডিনান্স আইন জারি হওয়ায় অবস্থা সঙ্কটকুল করিয়া তুলিবে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি কংগ্রেস কি সিদ্ধান্ত করে তাহার জন্য সকলকে অপেক্ষা করিতে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শান্তির বা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে সকলকে [illegible]

ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি

প্যারিস হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্যারিসের গ্র্যাণ্ড নাচ ঘরের টেবিলের উপর বুদ্ধদেবের ন্যায় যুক্ত [illegible]ন উপবিষ্ট থাকি। গান্ধীজী ছই প্যারিসবাসীর মধ্যে অধিকাংশ যুবক [illegible] সম্মুখে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। অহিংসা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি ফ্রান্সের অধিবাসিগণকে অনুরোধ করেন। প্রশ্নোত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, পরস্পরের [illegible] ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা [illegible]

[illegible], মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা [illegible] তিনি [illegible] হইতে পারেন নাই। [illegible] আরও [illegible] [illegible] [illegible] স্বা[illegible] [illegible] করিতে বহুসময় লাগিবে।" সন্ধ্যা পরে গান্ধীজী খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে [illegible]

রিভলভার ও বন্দুক বাজেয়াপ্ত

জামালপুর, (মৈমনসিংহ) হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ডিসেম্বর ব্যবহার [illegible] সদর [illegible] মৌলবী আবদুল জব্বার পালোয়ানের লাইসেন্স করা একটী বন্দুক ও একটী রিভলভার ছিল। তাঁহাকে সরিষাবাড়ী থানার এলেকা মধ্যে সভায় বক্তৃতাদি করিতে নিষেধ করিয়া সম্প্রতি [illegible] ৪৪ ধারার এক নোটিশ তাঁহার উপর জারী করা হইয়াছে এবং পুলিশ তাঁহার রিভলভার ও বন্দুক লইয়া গিয়াছে।

রোমা রোঁলার আতিথ্য

প্যারিস হইতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর [illegible] ৮-৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করেন।

সুইজারল্যাণ্ডে গান্ধীজী

মন্ট্রিয়ে হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী [illegible]ন তাঁহার স্বাভাবিক পরিচ্ছদে এখানে আসিয়া পঁহুছেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কেবল পুলিসের লোকই উপস্থিত ছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে গমন করেন মিস শ্লেড ও তাঁহার সেক্রেটারী। রবিবারে অনেকেই ষ্টেশনে ছিলেন। গান্ধীজী [illegible] সঙ্গেই মোটরে ভিলা লিয়োনেটে গমন করেন।

বিবাহিতা বালিকা চুরির কথা

সুবাজিয়া বগওয়ারেন নাম্নী বেলঘরিয়াঘাটার জনৈক রমণী পুলিসে সংবাদ দেয় যে, খালিল নামক এক ব্যক্তি তাহার ১৩ বর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা তুলাবীকে চুরি করিয়া লইয়া নানাস্থানে ঘুরাইয়া অবশেষে নারিকেলডাঙ্গার একস্থানে লইয়া যাইয়া লুকাইয়া রাখে। পুলিস গ্রেপ্তারী পরওয়ানা লইয়া বালিকাকে উদ্ধার করে। বালিকা বলে যে, খালিল তাহার প্রতি কু-ব্যবহার করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগের বিস্তৃত তদন্তের জন্য পুলিসের হস্তে ভার অর্পণ করিয়াছে।

মুসলমান কংগ্রেসে আশঙ্কা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] মুসলীম বিরোধী দল স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করিবেন না। কংগ্রেস হইতে যুক্তনির্ব্বাচনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা দেশের উপকার অধিক হইবে, এরূপ ধারণা যদি তাঁহাদের হয় তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন, উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবেন না।

জাপানে বোমা বর্ষণ

মুকডেন হইতে প্রকাশ, ৬ই ডিসেম্বর মুকডেনের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে [illegible] ও সিনমিনটুনের মধ্যবর্ত্তী টিয়েনপিংটাউন জাপানী এরোপ্লেন সকল হইতে যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, তাহার ফলে ৩ শত দস্যু মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চাটু নামক স্থানে ও মুকডেনের উত্তরের দস্যুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সভা ও জনতা করা নিষিদ্ধ

কানপুর হইতে প্রকাশ, ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারানুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া, লাঠি লইয়া কানপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকা মধ্যে চলাফেরা করা এবং মুসলমান কমলাপৎ কলের ফটকের সন্নিকটে পাঁচজন ততোধিক লোকের সমাগম নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত কলে সম্প্রতি ধর্ম্মঘট ঘোষিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের শোচনীয় ফল

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস, কে, গাঙ্গুলীর এজলাসে বিশেষ জুরীর নিকট হত্যাপরাধে তুলসী চরণ চক্রবর্ত্তী নামক মজিলপুর নিবাসী জনৈক যুবক অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীর সহিত তাহার খুড়তুত ভ্রাতা ভূতনাথের বহুদিন হইতে মনোমালিন্য চলিতেছিল, উভয় উভয়কে শাস্তি দিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিল। গত ৫ই জুলাই তারিখে ভূতনাথ উভয়ের জমির সীমানাস্থিত একটী আমগাছে উঠিয়া আম পাড়িতে লাগিলে উভয়ে বচসা হয়। আসামী তুলসী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটি বর্শার আঘাতে ভূতনাথকে নিহত করে। মামলা চলিতেছে।

ফ্রান্সে গান্ধীজী

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৬টার সময় গান্ধীজী 'গারে দু [illegible]' আসিয়া পৌছেন। ভারতীয় উপনিবেশের সদস্যরা ও একদল পুলিস তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

পুলিস গান্ধীজীর শরীর রক্ষা করিয়া লইয়া যায়। অভ্যর্থনার জন্য সমাগত বিরাট জন মণ্ডলীর মধ্য দিয়া গান্ধীজী পুলিস কমিশনারের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

গান্ধীজীর ছবি তুলিবার জন্য বিস্তর ফটোগ্রাফার তথায় সমবেত ছিল। তাহাদের সম্মুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গান্ধীজী মোটরে সেণ্টজামের হোটেলে গমন করেন। তথায় প্যারিসের হিন্দু উপনিবেশ গান্ধীজীকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

প্রেসে পুলিসের হানা

সুরাট হইতে প্রকাশ, সুরাটের কংগ্রেস অফিসে এবং নবযুগ প্রেসে অদ্য পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া উক্ত প্রেসে মুদ্রিত কতিপয় পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত পুস্তিকায় যুবকগণকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে এবং অহিংস আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইলে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

Reg No

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম দেয় বার্ষিক মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর উক্তি

ব্রহ্মে অবিরাম ডাকাতি ও নরহত্যা

অভিযোগ প্রত্যাহার

গহনা ছিনাইয়া লওয়ার অভিযোগ

ছাত্রীনিবাসে পুলিশ

পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুত শাস্ত্রী

অর্ডিনান্সের উপদ্রব

ঢাকা সহরে সামরিক পাহারা

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

অর্ডিনান্স কঠোরতায় মন্ত্রীসভা

শ্বেতাঙ্গ দণ্ডিত

নানা কথা

গান্ধীজীর উক্তি

সভায় লোকজনের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, ভারতীয় সমস্যার আপোষ মীমাংসা সম্ভব; বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ভারতের স্বাধীনতা পাইতে কত বিলম্ব হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

ব্রহ্মে অবিরাম ডাকাতি ও নরহত্যা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ৮ই ডিসেম্বর পগু হইতে ২টি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি স্থলে একজন মণ্ডলকে গুলী করিয়া মারা হয়েছে, দ্বিতীয় স্থলে আততায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

থারাবদি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সেথায় একজন যুবক নিহত হইয়াছে।

থাটয়েট-ইউ জিলায় বিদ্রোহীরা ৩টি স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। একটা স্থান হইতে তাহারা কেবী বন্দুক ও কতকগুলি কার্তুজ লইয়া গিয়াছে।

মৌবোল জিলায় একটা ডাকাতিতে দস্যুরা একজন চীনাকে হত্যা করিয়াছে।

চুবু জিলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে পাশ একটা স্থলে ডাকাতি ও নরহত্যা হইয়াছে।

ম্যাকসভায় নামক স্থানে ৩ জন লোক মিলিয়া একজন পল্লীবাসীকে হত্যা করিয়াছে। তবে তাহাদের মধ্যে দুইজন ধরা পড়িয়াছে।

অভিযোগ প্রত্যাহার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৩৬ ধারায় বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার ম্যানেজার শ্রীযুত বিমলানন্দ দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল, এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ঢাকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সাট্‌চ কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

গহনা ছিনাইয়া লওয়ার অভিযোগ

সতীন্দ্রনাথ ঘোষাল ও নরেন্দ্র সিংহ নামক ২ জন লোক নাকি গত ২০শে আগষ্ট তারিখে রাত্রিকালে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে বিহারীলাল রায় নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে ছোরা দেখাইয়া ৮ শত টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার ছিনাইয়া লইয়াছিল। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করার অপরাধেও অভিযোগে বর্ণিত হইয়াছে। শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার শুনানী মুলতুবী রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ছাত্রীনিবাসে পুলিশ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, ৭ই ডিসেম্বর সদর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রী নিবাসে কোতোয়ালী পুলিশ হানা দেয় এবং বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী প্রতিভা সেনের জিনিষপত্র খানাতল্লাস করে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরও প্রকাশ, কুমারী সেনের বিরুদ্ধে পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে।

অর্ডিনান্সের উপদ্রব

খুলনা হইতে প্রকাশ, বাগেরহাট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র ঘোষকে গত ৬ই ডিসেম্বর বাগেরহাটে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জগদীশ ঘোষ স্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মী ও উকীল শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুলিশ প্রত্যুষে জ্যোতিষ বাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে।

।বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিসারঙ্গ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরত্ন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	দিল্লী	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি একান্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি(?)। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ. শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ শ্রীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতনন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবেদদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ(?) দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি(?) এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅরবিন্দ(?) ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। গোকুলানন্দ(?) গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক – শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপাল(?) ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ছকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীতপোধন(?) ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমীপাড়া(?), পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী(?)পুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভজনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কুমার্ত্ত(?) শ্রীগোরাজের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন,' দিল্লী দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণব্রজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল,' মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রত্ন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার } ২০৩৬ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সমিতির ৫ম সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রারম্ভে শুদ্ধভক্ত কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকের সটীক ব্যাখ্যা করা হয় এবং অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি, আত্মার নিত্যাপ্রবৃত্তির অনুশীলন, সনাতন ধর্ম এবং সেই একমাত্র অধোক্ষজে ভক্তি দ্বারাই যে আত্মা সুপ্রসন্ন হন, তাহা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন। জাগতিক ব্যবসাদারগণ, শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তোষণকল্পে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের যে অভিনয় করেন, তদ্দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের অনিষ্ট সংঘটন ব্যতীত কোন ইষ্ট লাভ হয় না। যেহেতু তথাকথিত পাঠক সকল, সর্ব্ববেদ-পারঙ্গত—শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত মন্ত্রবিৎ আচার্য্যের নিকট শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ না করার দরুণ শ্রীমদ্ভাগবতের শিরদ নিরস্তকুহক সত্য বাণী মায়ার বাগবৈখরী দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলেন; সেই জন্যই বক্তা ও শ্রোতা কাহারও নিত্যমঙ্গল হয় না, বরং আরও মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মজালে জড়িত হন। তাই এতদ্দেশে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক-সমিতি প্রকটিত হওয়ায় সুকৃতিবন্ত ব্যক্তিগণ ব্যবসাদারদিগের কপটতা বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার সুযোগ পাইতেছেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের করুণা কটাক্ষ যে দিকে পতিত হয় সেই দিকেই "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" বেদের চেতন বাণী জীবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাই প্রমাণ। এই সভায় বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল বি-এস্ সি প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

— —

গত ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সেবকগণ দড়িপজ্ঞান স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত দেবগোবিন্দ বর্ম্মণ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পন্থার বিশ্লেষণ এবং কাম্য হেতুত্ব, ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া বহু লোক উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার জনৈক বৈদিক বসন-পরিহিত ব্যক্তি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠাধ্যক্ষ প্রভুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আগামী একাদশী-তিথিতে জনৈক ভদ্রলোকের বাসভবনে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের শুভ অধিবাস হইবে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দুই এক জন ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া এবম্বিধ অনুষ্ঠানের সহায়তা করিবেন। আমরা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আপনি দয়া করিয়া এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে আমরা পরমানন্দিত হইব।"

উক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা শুনিয়া মঠাধ্যক্ষ প্রভু 'নামভজন' আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় কি এবং তিনি আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন একটু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেই আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মহাপ্রভু কখনও খণ্ড বা অসম্যক বিচারের অনুমোদন করেন নাই। তিনি অখণ্ড, অবিমিশ্র, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম রূপ গুণ-লীলাদির কথা অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
মহাপ্রভু কহে কাইলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

সুতরাং 'সর্ব্বক্ষণ' 'অহর্নিশ' কথাগুলির অবতারণা করার তাৎপর্য্য কি অষ্টপ্রহর কিম্বা চব্বিশ প্রহর নাম কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে পুনরায় অনিত্য বিষয়কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার কথা? ঐ প্রকার কথা কোথাও বলেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীনামের এমনি প্রভাব যে বাস্তবিক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, পুনশ্চ নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ অপরাধ হৃদয়ে পোষণ না করিয়া নাম গ্রহণ করেন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি তুলারাশিতে অগ্নিকণা সংযোগের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুনির্ম্মল চিত্তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সাধুগণ সম্পূর্ণভাবে আশ্রিত হইয়া পরমভক্তি সহকারে দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করতঃ চেতোদর্পণ পরিমার্জ্জিত করি। সর্ব্বক্ষণ সেইপ্রকার পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত নামব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন ফলকথা এই, যিনিই করেন তিনিই উপকৃত হন। যে প্রকার কোন ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করিলে অন্য এক জনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না,

আমি কি উপকৃত হইব? কিম্বা ভাড়াটিয়া নাম ভজনে? কাহারো নাম, ভাসম্ভকারী কি শুনি

বাস্তবিক মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আলোচনার অভাবে অনেকেই অবিশ্বাসের মতগুলি বাস্তব সত্য বলিয়া জগতে চালাইতে চান এবং সেই মতগুলির বিরুদ্ধে বাস্তব সত্য কথা প্রচার করিতে গেলে তাহারা বলিয়া থাকেন 'গোলমেলে বিচার। কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' -থাকে নিজের বুদ্ধির দৌড় কতদূর তাহা ধরা পড়িয়া যায় সেই ভয়ে উহার ঠিক থাকিবে কত না কথার অবতারণা করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে তারস্বরে বলিয়াছেন—'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।' উহা তাহারা একবারও খুলিয়া দেখেন না।

...ল কেন ?

...প্রায় সর্ব্ব-স্বার্থ-সম্মিলিত-পদ সর্ব্বে-গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অশোক ... অভয়ানন্দাকর শ্রীপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দুর্ভাগা জীববৃন্দ যখন স্বীয় স্বীয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দাসত্ব গ্রহণ করিল সেই সময় হইতে জগজ্জঞ্জাল গোলের উৎপত্তি, সেই সময় হইতেই এক ব্যক্তি আমার নিজ ঐ ব্যক্তি আমার পর, এবম্বিধ লঘুচেতো বুদ্ধির উদয়, সেই সময় হইতেই অমৃতভ্রমে গরল গ্রহণের ন্যায় অপস্বার্থকে প্রকৃত স্বার্থ-জ্ঞানে গ্রহণের প্রবৃত্তি ; সুতরাং সেই সময় হইতেই আত্মহত্যার সূত্রপাত। সৌভাগ্য-জননী ভক্তিদেবীকে উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্বার্থ সমন্বয়-স্থাপনের প্রয়াসে কখনও গোলের মীমাংসা হইতে পারে না, পক্ষান্তরে অনেক সময় তাহাতে গোলের গোলত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ গণ্ডগোলে পরিণত হয়। এই কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন বলিতেছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার সত্যতা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

মরণশীল মানব মৃত্যুর কবলে কবলিত হইবে না—কেহ আজ, কেহ কাল, কেহ বা দুদশ দিন পর। এই মহাসত্যটী প্রত্যক্ষ করিয়াও সুসভ্য মানবজাতি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া তৎপূরণার্থ চেষ্টান্বিত, প্রয়োজন হইলে তাহাদের অপরের গল-দেশে অস্ত্র বিদ্ধ করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ... ...

উর্দ্ধরেতা(?) মানব মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আহারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও উদরপূরণের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। বুদ্ধিমানের সমগ্র বুদ্ধির প্রয়োগ সত্ত্বেও বেকার সমস্যার সমাধান ... দূরে থাকুক, বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। এই যে জগতে অন্নাভাব ... অনাহারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার কারণ কি? জগতে কি জগদ্বাসীর প্রয়োজনমত আহার্য্য নাই? নিশ্চয়ই আছে—প্রয়োজনাতিরিক্ত আছে, তবে কেন অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে? একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাও যায়, কোথাও ... ভাণ্ডারে এত ধন সঞ্চিত রহিয়াছে যদ্দ্বারা হাজার হাজার লোককে প্রতিপালন করা যায়, অথচ ... তাহারই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কোন দরিদ্র খাদ্যের অভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান লয় না। দরিদ্র নাকি ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইলে ধন-মদমত্ত ধনী হয়ত তাহাকে ভিক্ষালাঞ্ছনে ভূষিত করিয়া বিতাড়িত করে। ধনীকর্ত্তৃক বিতাড়িত দরিদ্র ঐ ধনীর প্রতি কি ধারণা পোষণ করে তাহা সহজেই অনুমেয়। জগদ্বাসী অপস্বার্থের বশীভূত হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রকৃত সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছে। তাই তাহাদের মধ্যে জিঘাংসা বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে এবং জগৎ কুণ্ঠাধর্ম্মের আশ্রয়ে অশান্তিনিলয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জগৎকে শান্তিময় করিতে হইলে জগৎ হইতে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া ইহাকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করিতে হইবে ; বৈকুণ্ঠ-পতির কৃপাভিক্ষা ব্যতীত এই কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে না। জগদ্বাসী সকলে বৈকুণ্ঠপতির সেবা করিলে তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি যে সম্বন্ধ আপনা হইতে উদিত হইবে তাহাতে একে অন্যকে ভাল না বাসিয়া পারিবে না, একে অন্যের যে কোনও প্রকার অসুবিধা লক্ষ্য করিলে আপ্রাণ চেষ্টায়ও তাহা বিদূরিত না করিয়া থাকিতে পারিবে না, কারণ তখন আত্মধর্ম্মে প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের সুহৃৎ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইবে, এই অনুভূতি বলে প্রকৃত পরোপকারবৃত্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। যতদিন জগদ্বাসী এই শ্রৌতবাণীর আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ততদিন গোল টেবিলের গোল মিটিবে না ততদিন শত সহস্র গোল টেবিল আহূত হইলেও জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সজ্জিতা নাস্তিক্যবাদ পুতনার আপাতঃ মধুর বাক্যে ভুলিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং সাধু সাবধান।

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

জীবতত্ত্ব

(২)

তটস্থাখ্য ধর্ম্মবশে মায়াসংশ্লিষ্ট হওয়ায় জীবকে বহিশ্চর চিৎপরমাণু বলা যায়। কর্ম্মপরবশ জীব নিজের চেষ্টায় তদীয় স্বরূপের লীলাভূমি বা স্বরূপশক্তির অভি-ব্যক্তি স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। সূর্য্য যখন স্বীয় শক্তি পরি-চালনাক্রমে তদীয় রশ্মিপরমাণু সমূহকে আকর্ষণ করেন তখনই তাহারা সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ কর্ম্মফলক্লিষ্ট অনুতপ্ত ও শ্রদ্ধাবান্ জীব ঈশ্বরের অনু-গ্রহে তাঁহার কৃপাকর্ষণে তদীয় ধামে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

জীবের স্বরূপের অবস্থিতি প্রসঙ্গে বলা যায় জীব চিৎকণ সুতরাং তৎপরিমিত স্থানভাগী, কিন্তু পরতত্ত্ব বিভু সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর জীবের আধার বা আশ্রয় হইলেও ঈশ্বরের সত্তা যতদূর, জীব ততদূর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না, অণুত্ব বিধায় নিজ পরি-মিত স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে এবং এই জন্য জীবের একদেশত্ব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের একদেশভাগী।

বহিশ্চর জীবের পরতত্ত্বের অংশত্ব সিদ্ধির অভাব হউক, কারণ অন্তশ্চর বস্তুরই অংশত্ব সিদ্ধ—এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা যায় যে পরতত্ত্বের সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব বিধায় তাঁহার একদেশত্ব বিরুদ্ধ নহে। এই একদেশ তাঁহার স্বরূপ ও স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির বহির্ভাগ স্থান। তবে এই বহিঃপ্রদেশও পরতত্ত্বের সত্তার অন্তর্ভুক্ত ; কারণ পরতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী।

পরতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইলেও মায়ার অধিকারে তিনি প্রকাশমান নহেন, মায়াতীত চিন্ময় ধামে স্ব-স্বরূপে নিত্য প্রকাশমান আছেন। পরতত্ত্বের অভি-ব্যক্তির বহির্ভাগে জীব বিচরণ করে বলিয়া জীব বহিশ্চর, অন্তশ্চর নহে ; অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে চেতন জীব ভোগলুব্ধ হইয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমেই স্বরূপশক্তির আশ্রয়ের বাহিরে এবং মায়ার অন্তরে প্রথমে কারণ জগতে পরে সূক্ষ্ম জগতে এবং সর্ব্বশেষে স্থূল জগতে স্থূল শরীরে কর্ম্মফল বশে প্রাকট্য লাভ করেন। ইহা অবশ্য বদ্ধ জীবের কথা। ইহারা নিজের চেষ্টায় শ্রীভগবানের লীলাভূমি অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির অভিব্যক্তি স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" এই শ্রুতি-বাক্য ইহার প্রমাণ।

নিত্যমুক্ত জীবকেও এই শ্রেণীর অন্ত-র্ভুক্ত মনে করিতে হইবে না। তাঁহারা নিত্যকাল স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির মধ্যে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে (সম্বন্ধ ও রস-ভেদে) হ্লাদিনী সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তির আনুগত্যে অবস্থান পরতত্ত্বের সেবা-নিরত। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া বদ্ধ জীবকে তাহাদের শুদ্ধ স্বরূপের নিত্যভূমিকায় লইয়া যাইবার জন্য স্বরূপশক্তির অন্তশ্চর থাকিয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ করতঃ শ্রদ্ধাবান জীবের সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শ্রীবৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন। প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াও তাঁহারা প্রকৃতির গুণত্রয় সংশ্লিষ্ট হন না. ইহার দ্বারাই তাঁহাদের বহিশ্চরত্ব (বদ্ধজীব নিত্য মুক্ত মহাভাগবতকে তাহাদের মধ্যে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকেও তাহা দের ন্যায় নিত্য বদ্ধ প্রাকৃত জীব বিশেষ বলিয়া মনে করে) অপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শিব-ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিত গোলোকের গুপ্তধন শ্রীনাম-প্রেম যাহা কোনও যুগে কোনও কালে কাহাকেও বিতরণ করেন নাই, তাহা অকাতরে আচণ্ডালে বিতরণার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কলিযুগে শ্রীধাম মায়াপুরে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার আবির্ভাব স্থলী শ্রীনবদ্বীপ-ধাম বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, গৌড়ে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর। রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ সপার্ষদে এই শ্রীধামে লীলা করিতেছেন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এই চিন্ময় অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম জড় চক্ষুর দ্বারা কস্মিন্ কালেও দর্শন করা যায় না। চেতন উদ্বুদ্ধ হইলে সেবোন্মুখ নেত্রে ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়।

সূর্য্যরশ্মি ব্যতীত আলো জ্বালিয়া সূর্য্য দর্শন যেরূপ অসম্ভব, ধামকৃপা ব্যতীত জোর করিয়া শ্রীধাম দর্শন করিতে যাওয়াও সেইরূপ বৃথা প্রয়াস মাত্র।

মায়ার আবরণে আবৃতচক্ষু জীবনিচয় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালোকে বৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপ ধাম দর্শনে সমর্থ হয়।

প্রত্যক্ষবাদী আমরা সাধুগুরুর আনুগত্য ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা মায়াতীত বস্তু শ্রীধামকে জানিতে চাইতে যাই বলিয়া আমরা শ্রীধাম দর্শনের যে অখণ্ড আনন্দ তাহা হইতে বঞ্চিত হই এবং "ধামবাসে আনন্দ নাই" এরূপ অপরাধজনক কথা বলিয়া বসি। অন্ধকারে বস্তুর অদর্শন জন্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার যেরূপ অজ্ঞতার পরিচয়, মায়াবদ্ধাবস্থায় শ্রীধাম দর্শনে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত শ্রীধামানন্দের অস্তিত্ব অস্বীকারও তদ্রূপ।

শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীধাম ত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে গিয়া বহির্ম্মুখজনগণের সহিত বাস করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইলে শ্রীধামের চরণে অপরাধ বশতঃ আমাদের অমঙ্গল ঘটে। ধামবাসী সাধুগণের সঙ্গফলেই জীব নিত্য সুকৃতি সঞ্চয় করে এবং তাঁহাদের কৃপাবলে কৃষ্ণ-সেবা, ধামসেবা ও ধামদর্শনের যোগ্যতা লাভে সমর্থ হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ...ভঙ্গন, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ... স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী ...সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম ...গজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ... ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ...হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ...ত্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ...ভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও ...শ্লোক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ...শ্লোক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ...র, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ... জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ...প প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ...হিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-...সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ...ল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ...ংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ...তেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

...ই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ...কাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ..., কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...তেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ...শ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ...টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-...' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ...সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বার ...গণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ ...মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-নির্ঝর—বৈষ্ণব-ভাষ্য-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৶০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, ...বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেম ...নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় ... পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু ব্ল্যাক কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহাজনাদি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্য, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রী[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সাম্নিবেশিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন প্রফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামস্তুতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ডাকব্যয়ের সহিত
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৮, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর সঙ্গে গোয়েন্দা

কিষেণগঞ্জে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

গান্ধীজীর ব্রিন্দিসি যাত্রা

হাসপাতালে যাত্রীদের ধর্ম্মঘট

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

গান্ধীজীর তেজোগর্ভ আহ্বান

বক্তৃতায় বিপদ

প্রতারণার অভিযোগে শ্বেতাঙ্গ

রাজদ্রোহ বক্তৃতা

কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

বোমা প্রাপ্তির জের

নানা কথা

গান্ধীজীর সঙ্গে গোয়েন্দা

মনট্রো (সুইজারল্যাণ্ড) হইতে প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় গান্ধীজী বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। অপরাহ্ণে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় তিনি পদব্রজে বেড়াইতে যান।

গান্ধীজী যথারীতি সোমবার মৌন দিবস পালন করেন। তিনি গত ৭ই ডিসেম্বর লসনে যাইয়া নানা সভায় বক্তৃতা করেন।

সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে ২ জন সুইস গোয়েন্দা গান্ধীজীর অনুগমন করিতেন। ২ জন ইংরাজ গোয়েন্দা লণ্ডন হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন নিউভ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কিষেণগঞ্জে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

কিষেণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, কিষেণগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যালের বেয়ারা আকামুল হোসেন বিগত পূজার ছুটির সময় বাহাদুরগঞ্জ থানার এলাকাধীন ... গ্রামে তাহার স্বগৃহে গমন করে। গত মাসের ৮ই তারিখে এক দিন মধ্যাহ্নকালে সে পার্শ্ববর্ত্তী মোস্তাফিয়া গ্রামে একখানি সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য গ্রামে যায়। প্রকাশ, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উক্ত গ্রামের ... নামক এক ব্যক্তির বাটীতে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। তাহার মৃতদেহ একটি থলিয়ার মধ্যে বন্ধন করিয়া নদীমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। গত মাসের ১১ই তারিখে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তাহার আত্মীয়গণ উহা সনাক্ত করে। ডাক্তার উক্ত মৃতদেহে কয়েকটী আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পান এবং শ্বাসরোধই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। পুলিস বগরত ও অপর তিন ব্যক্তিকে বিচারার্থ চালান দেয়। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। প্রকাশ, কয়েকখণ্ড জমি লইয়া ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

রাজবন্দী দণ্ডিত

পীড়িতা মাতাকে দেখিবার জন্য রাজবন্দী মহেন্দ্র সরকার সরকারের বিনানুমতিতে নিজ গ্রামে রংপুর জিলার ... স্বরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় গমন করিয়া তিনি স্থানীয় পুলিসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করায় পুলিস তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ করে। বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে তিনি কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এফ, করিমের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট গত মঙ্গলবারে তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গান্ধীজীর ব্রিন্দিসি যাত্রা

যাহাতে কেহ তাঁহার আগমনের বিষয় অবগত হইতে না পারে, সেজন্য লসেন হইতে ভিলোনিউতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে গান্ধীজী গত ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ফন্দি অবলম্বন করেন এবং মোটরে করিয়া যাইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে আরোহণ করেন। কিন্তু সে ষ্টেশনে গিয়াও দেখেন যে, সেখানেও বিপুল জনতা তাঁহার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া উক্ত জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠে।

গান্ধীজী গত ১১ই ডিসেম্বর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিসের সহিত ভিলেনিউ পরিত্যাগ করিয়া ব্রিন্দিসি যাত্রা করিয়াছেন। পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি রোমে অবস্থান করিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে [illegible] শ্রী শ্রীল [illegible] করিতেছেন।

সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগানদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা পয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্তিলাল ব্রহ্মচারী।

[illegible] শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ঢিকাসিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী বনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম,

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-র

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল

৫নং গোপীরতন ডাক্তার লেন, নিউ দি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্র

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্র

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রী মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি ও শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৩৪৬ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৬ই অক্টোবর কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন করিতে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। আরতির শেষে কটক প্রবাসী জনৈক ভদ্রলোক মঠাধ্যক্ষ প্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন,—"দীক্ষা কাহাকে বলে এবং কিরূপে উহা সম্পাদিত হয়?"

তদুত্তরে মঠরক্ষক প্রভু, কীর্ত্তনান্তে এই কথার আলোচনা করিব বলিয়া আপাততঃ তখনকার জন্য স্থগিত রাখিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ লীলার পয়ার গুলি পাঠ করিয়া বলিলেন, "আমাদের মত বদ্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ হইয়াও স্বয়ং এই দীক্ষালীলার অভিনয় করেন। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

যে অনুষ্ঠানের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পাপপঙ্কের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয় সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভগবদ্দীক্ষাপ্রস্তাবে ভগবৎপরাঙ্মুখ অর্থাৎ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদ্বারা মুগ্ধ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান জগতে যে অভিনব প্রকারের দীক্ষা বিস্তার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের কোন অনুভূতি হইতেছে না। প্রকৃত দীক্ষা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজদিগকে দীক্ষিত বলিয়া অভিমান করিতেছেন মাত্র। সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণের অধিকারী কে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। কোন ব্যক্তি যদি নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবদ্দীক্ষায় শ্রদ্ধাহীন, কঠিন ভোগবিলাসে প্রমত্ত বাস্তব দীক্ষা হইতে পৃথক্ অন্য এক প্রকার স্বকপোল-কল্পিত দীক্ষার অভিনয় করেন, আবার কোন কপটাচারী ব্যক্তি যদি সাধুবেশ ধারণ করিয়া দীক্ষাচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রত্যাশায় কতকগুলি লোককে বঞ্চনা করেন এবং দীক্ষিত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের উভয়েরই কোন দিনই দীক্ষা বা দিব্য জ্ঞানের যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। তিনিই বাস্তবিক দীক্ষিত যিনি বিষ্ণুদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর অনিবেদিত সমস্ত দ্রব্যই পুরীষ মূত্রাদিবৎ ত্যাগ করেন। তিনি বিষ্ণুর অনিবেদিত হবিষ্যান্ন এবং মদ্য মাংস মৎস্যাদি অমেধ্য ভক্ষণ করেন না, বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর আরাধনা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সুতরাং নিত্য হরিতোষণ-বিমুখ ন্যায় দর্শনাদি বহুবিধ জাগতিক জড় বিদ্যাধ্যয়নতৎপর, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু কর্ম্মজড় চিৎসমন্বয়বাদী বৈষ্ণবাভিমানী পঞ্চোপাসকগণ (রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) বিষয়-পঞ্চকের অথবা ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া যজ্ঞীয় উপকরণাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানার্থে শাস্ত্র সিদ্ধান্তবিৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভজননিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। দীক্ষা ব্যাপারটী এবম্বিধ কষ্ট সাধ্য দেখিয়া বর্ত্তমানের ধর্ম্মব্যবসায়িগণ যে প্রকার সহজ সুলভ দীক্ষার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। শাস্ত্রে ত্রিবিধ দীক্ষা ও সংস্কার বিধানের ব্যবস্থা আছে। (ক) পাঞ্চরাত্রিকী, (খ) পৌরাণিকী (গ) বৈদিকী।

(ক) কলিকালে মানব-মতি অশুদ্ধ এবং কায়ের সহিত বাক্যের বিশুদ্ধির অভাব হেতু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র বা সাত্বত শাস্ত্রানুসারে যে দীক্ষা হয়, তাহাই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে দীক্ষাচার্য্য শিষ্যকে সাত্বতগণ মধ্যে দীক্ষিত করিয়া দীক্ষার পর তাহার ভাবী যোগ্যতার বিচারে সংস্কার প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

(খ) মানবককে যোগ্য-জ্ঞানে উপনীত প্রদান করিয়া যে বিধিতে পরে মন্ত্র প্রদান করা হয় তাহা পৌরাণিকী বা নারসিংহী দীক্ষা নামে বিখ্যাত।

(গ) আচার্য্য কর্ত্তৃক যোগ্য মানবককে মৌঞ্জিবন্ধন-সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ-দীক্ষা প্রদান। মনুসংহিতায় এই প্রকার বৈদিকী দীক্ষার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রুতিতে কথিত আছে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে তাহার দ্বিতীয় জন্ম এবং তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে।

কিন্তু বিবাদতাকে শৌক্রবিধিরেব শুদ্ধতার অভাব হেতু সাত্বত শাস্ত্র কলিযুগে একমাত্র পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ
কালসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥
(হঃ ভঃ বিঃ)

অতএব বিষ্ণুবৈষ্ণব বিরোধী অসুর-স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ঐ প্রকার মনগড়া ধর্ম্মের নামে ব্যবসাদারী নিরসন করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-গোস্বামী বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীল গোপালভট্ট-সংগৃহীত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার পরিশিষ্ট গ্রন্থ সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থাদি তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার নবম্যাত্রেরই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ্য।"

মঠরক্ষক প্রভুর শ্রীমুখে প্রশ্নকারী এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতীব আনন্দিত চিত্তে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ

(১)

স্বদেশেই হউক বা বিদেশেই হউক, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইতিহাসের অভাব নাই। ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এতদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণ কার্য্যটী সাধিত হয়, তাই ইহা আমাদের বড়ই কমনীয়। ভারত ভ্রমণ, হিমালয় ভ্রমণ, চীন-ভ্রমণ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণ, পদব্রজে, দ্বিচক্র-যানে, মোটরযানে পৃথিবী ভ্রমণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত অনেক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমত অবস্থায় বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ রূপ সামান্য প্রবন্ধটী পাঠকগণের কোন উপকারে আসিবে কি না বলিতে পারি না।

কেহ বা নিজের ভোগ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা অভ্যুদয়বাদীর চেষ্টা প্রণোদিত হইয়া ঐহিক অভ্যুদয়ের সন্ধান আবিষ্কার করিবার জন্য স্বেচ্ছায় দেশভ্রমণ বা পৃথিবী ভ্রমণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ ব্যাপারটী মানুষের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ কর্ম্মফল-তাড়িত হইয়া অবশীভূত-ভাবে নিজেচ্ছার বিরুদ্ধে এই ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। এইখানেই উভয় প্রকার ভ্রমণের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায়।

মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবের দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয় যুক্ত। এই ব্রহ্মাণ্ডটী কি এবং ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ ব্যাপারটিই বা কি, তাহা উপরি উক্ত দোষাবলিমুক্ত পূর্ণ চেতনময় মুক্ত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যেরূপ ভাবে শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপভাবে এখানে বর্ণিত হইতেছে।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই চৌদ্দটী ভুবন লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। নীচে সাতটী, মধ্যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে পাঁচটী লোক; এই চতুর্দ্দশ ভুবন মাদৃশ বদ্ধজীবগণের গতাগতি ভূমি। সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ এই পাঁচটী লোকে অবস্থান করেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট প্রাণিগণ অন্যান্য ভুবনে বাস করেন। এটী ভূর্লোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত।

ভূর্লোক স্থূল ব্যাপার। ভূর্লোককে ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেই উর্দ্ধলোকে বিচরণ সম্ভব হয়। আবার স্থূল প্রাণী হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। এই সৃষ্টির চতুর্দ্দিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। মানবের ধারণা, সমস্ত প্রাণিগণের ধারণা এই বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড বা এই জগতের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ। মানবগণের অকৃত ধারণা আর এই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

জীবাত্মা সচ্চিদানন্দময় তবে তাঁহার এরূপ দুর্গতি অবস্থা হয় কেন? জীবাত্মা তাঁহার স্বস্বরূপজ্ঞান অপব্যবহার ফলে যখন স্বয়ং ভোক্তাভিমানী হন, তখন তাঁহার ভোগের সুবিধার জন্য তাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সহ এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। নাগর দোলায় উঠা নামার মত কখনও সৎকর্ম্মফলে উর্দ্ধ-লোক গমন, কখনও অসৎ কর্ম্মফলে নিম্নলোক আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠিলেই নিম্নলোকে আসিতে হইবে, আবার নিম্ন লোক হইতে উর্দ্ধলোকে উঠিতে হইবে পুনরায় নিম্নলোকে আসিবার।

পুণ্য করিলেই পাপ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, আবার পাপ করিলেই পুণ্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি হইবে, ক্রমাগত এইরূপ ঘুরপাক নাগরদোলা। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থগণ স্বর্গে গমন করেন।

যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল জড়েন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। জীবাত্মা 'আমির' উপরের আবরণ লিঙ্গ শরীর, ও স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রূপ, রস ইত্যাদি ভোগ করিতে করিতে কর্ম্মফলের তাড়নায় বিভিন্ন লোকে যাতায়াত করিতে বাধ্য হন, ইহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ।

দেশে ভ্রমণ করিবার আমাদের যোগ্যতা আছে। যে যে উপাধি বিশিষ্ট হইয়া যে যে ভুবনে আমরা বাস করি, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হইয়া থাকে। বাসনাযুক্ত হইয়া এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ জীবের সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে, কেননা এইরূপ নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে জীব অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। বাসনা নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য অভক্তিমার্গে অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হইলে, তবে জীবের সৌভাগ্যোদয় হয়। তখন জীব গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে নিত্যানন্দময় প্রেম-কল্পতরুর বীজের সন্ধান পান।

যৎকিঞ্চিৎ

জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-গুরুদেব শিষ্যনিচয়কে হরিনাম উপদেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি নিরন্তর বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণসেবা ও নাম সংকীর্ত্তন কর।' কিন্তু মালা-তিলক ধারণ ক'রে আমি মনে করি 'আমি তো' বৈষ্ণব হ'য়ে গেলাম। প্রভু বলেছেন,—বৈষ্ণবসেবা করতে, তখন আমার নিজের সেবা করলেই তো বৈষ্ণব-সেবা হবে? কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—সুতরাং কোনও উপায়ে বৈষ্ণবদের কাছ থেকে নিজের ভোগটা ষোল আনা আদায় ক'রে নিতে পারলেই বৈষ্ণবসেবার চরম পরাকাষ্ঠা।

আমি সর্ব্বক্ষণ 'উলটা বুঝলি রাম' এর ঠেলায় প'ড়ে আরও বলে থাকি—যখন কলে কৌশলে কোন রকম ক'রে গুরুদেবের নিকট 'নাম' পেয়েছি, তখন নামের তো দরকার। নামেই সর্ব্বসিদ্ধি হবে। গুরুর আর দরকার কি? প্রভু ব'লেছেন কেবল নাম সংকীর্ত্তন করতে,—আমি এখন গুরুর আদেশ শিরে ধ'রে নামবলে যত ইচ্ছা পাপ করবো, আর নাম আমার ঝাড়ুদার হ'য়ে সব পাপ দূর ক'রে দেবে। শাস্ত্রে বলেছেন,—

একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

—তখন আমার আর ভাবনা কি? দিন-রাত মালা টানা তো, সে একরকম ক'রে করবোই। আর কৃষ্ণসেবা! কৃষ্ণ তো আমার ভিতরেই আছেন, মন যখন যা চায়, তা পূরণ করলেই তো কৃষ্ণপূজা করা হবে। ছেলে পিলে নারায়ণ, স্ত্রী—যিনি আমার কৃষ্ণের সংসার করবার সহায়কারিণী ও সহধর্ম্মিণী, তাদের সেবা করাটাও ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত 'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার' এই বেদবাণীর সার্থকতা-সাধনরূপ সেবা।

কপটতা ক'রে আমরা এইরূপ গোল-চাল শিখে গুরুসেবার ভান দেখাই ও নিজেকে নিজেই বঞ্চনা করি।

অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব আমার কপটতা ধরে ফেলেন এবং আমাকে অসৎসঙ্গের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গুরুগৃহে সাধুসঙ্গে বাস করবার জন্য যদি আদেশ দেন, তখন আত্মঘাতী আমি গুরুদেবের উপর চাল চেলে বলে থাকি—'আমার স্ত্রী আমার হরিভজনের সহায়তা করেন, কোন বাধা দেন না। তবে ছেলেপিলে ছেড়ে আমার স্ত্রী আমাকে মঠে আসতে নিষেধ করেন মাত্র; আমি গৌরাঙ্গ ছাড়তে পারি কিন্তু এরূপ হরিসেবানুকূল স্ত্রীর অঞ্চল, পুত্রকন্যার সঙ্গ ছাড়তে পারবো না।'

আমি মনে করি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক এইরূপভাবে গৃহব্রত অবলম্বন ক'রে গৃহস্থ বৈষ্ণবের সাজ সেজে থাকলেই বুঝি হরিভজন হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয় না।

মেঘ জল দিতে থাকলেও যেরূপ কখনও বেতসীতরুর ফল বা ফুল হয় না, সূর্য্য অযাচিতভাবে আলো দান করলেও যেরূপ পেচকের তাতে অসুবিধা বই সুবিধা হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মার সদৃশ সদ্গুরুর উপদেশ পেয়েও কপট ব্যক্তির কোনকালে মঙ্গল হয় না। অথবা নদীতীরে আম, কপিত্থ ও নিম্ব—এই ত্রিবিধ বৃক্ষ একসঙ্গে থাকলে যেরূপ একই নদীর একই প্রকার পানীয় জল আহরণ ক'রেও ফলদানে কেহ মধুর, কেহ কষায়, কেহ বা তিক্ত ফল প্রদান করে তদ্রূপ সদ্গুরুর চরণপ্রান্তে এসে শরণাগত শিষ্যই প্রেমফল লাভ করেন, আর গুরুর নিকট আগমনের অভিনয় প্রদর্শনকারী কপট ব্যক্তি গুর্ব্বপরাধ, গুরুনিন্দা, পাষণ্ডতা প্রভৃতি বিষই সংগ্রহ করে এবং নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরে অমঙ্গলকে সর্ব্বরূপে বরণ করে।

বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ যে শরণাগতি তা বাদ দিলে আমাদের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হবে এবং আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে শত সহস্র যোজন দূরে থাকবো। কেবল মুখে 'গুরুদাস' বললে কিছু সুবিধা হবে না। কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায়, বৈষ্ণবসেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তাহলেই আমাদের মঙ্গল; নতুবা কপট হ'লে দুর্গতির সীমা থাকবে না। এতে শ্রীগুরুদেবের কিছু আসে যায় না, আমাদিকে ইন্দ্রিয়ের ফাঁকি দেওয়ার দরুণ আমরা নিজেই বঞ্চিত হয়ে থাকি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ভক্তিপক্ষ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবরণ-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।।০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড** শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা . টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। স্বললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উচ্চারিত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় শ্রীমূর্ত্তি-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ উদ্ধৃত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রেশমী ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার-

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এটি উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে উচ্চতর অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দার্শনিক প্রশ্ন-সকলের এরূপ সরল মীমাংসা আর কোনও গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যধর্ম্মের সাধারণ মহত্ত্ব এই গ্রন্থে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা সুবিশুদ্ধ করা, অধ্যায় ইত্যাদি ছাপা বিশেষ সুন্দর করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা

গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যায় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও সংসারী লোকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতাবলী। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনগীতের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধ শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশমালা, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজ্ঞাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ৩॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মহাজনের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট-হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুগম্য নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিঃ— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
স্থায়ীর হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম মূল্য হার
আগামী দের
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৩৮, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা

গান্ধী পার্কে বিরাট সভা

গান্ধীজীর রোম যাত্রা

যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

খদ্দর চোরের সাজা

লর্ড ইঞ্চকেপের ভারত সম্বন্ধে উক্তি

সুইজারল্যাণ্ডে গান্ধীজী

ট্রেণ চাপায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

আমেদাবাদে হরতাল

গ্রাম্য মোড়ল জীবন্ত দগ্ধ

কিশোরগঞ্জে ডাকাতি

সার কথা

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, দায়রা জজ জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া আসামী [illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় ও আবদুল [illegible] অব্যাহতি প্রদান করেন। [illegible] বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২০ বি ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়।

[illegible] সাধারণতঃ কৃষ্ণনগর বোমার মামলা নামে পরিচিত গত ৮ই ডিসেম্বর মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। [illegible] জুরীগণকে মামলার বিষয় বুঝাইয়া দিতে [illegible] সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। বেলা [illegible] ৫ ৩০ মিনিটের সময় জজ বাহাদুরের [illegible] শেষ হয়। তৎপরে জুরীগণ [illegible] গমন করেন এবং [illegible] পরে ফিরিয়া আসিয়া উভয় আসামীকে [illegible] বলিয়া সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন।

গান্ধীজীর রোম যাত্রা

[illegible]লেনিউ হইতে প্রকাশ, গত ১১ই [illegible] বেলা ২টা৩১ মিনিটের সময় গান্ধীজী ব্রিণ্ডিসি যাইবার উদ্দেশ্যে রোম [illegible] গিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] কামরায় তিনি পরিভ্রমণ করিতে[illegible]। গান্ধীজীকে বিদায় অভিনন্দন [illegible] জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং [illegible] অধিবাসীদের বিপুল জনতা ষ্টেশনে [illegible] হইয়াছিলেন।

প্রবল বারিপাতে রেল ধ্বংস

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, প্রবল বারিপাতের ফলে দক্ষিণ ভারতীয় রেল পথের দক্ষিণ অঞ্চল রেলপথ অনেক স্থলে ধ্বংস হইয়াছে। তিনেভেলীর পর গাড়ী যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। গত ১১ই ডিসেম্বর সায়াহ্ন পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিক হইতে কোনও গাড়ী মাদ্রাজে আসে নাই।

তিনেভেলীর এক তারের সংবাদে প্রকাশ, যে, দুই দিন ধরিয়া মুষলধারে বারিপাত হওয়ায় নিম্নবঙ্গী প্লাবনে তিনেভেলী সহরটি প্লাবিত হইয়াছে।

আমানুল্লা হত্যার মামলা

চট্টগ্রামের পুলিস ইন্সপেক্টর খাঁন বাহাদুর মৌলবী আমানুল্লার হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত ষোড়শ বর্ষীয় বালক হরিপদ ভট্টাচার্য্য অধিকাংশ জুরীর মতে নিরপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দায়রা জজ জুরীগণের সহিত মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। গত শুক্রবার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার চারুচন্দ্র ঘোষ ও বিচারপতি এস, কে ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এডভোকেট জেনারেল সার এন, এন, সরকার মামলার ঘটনাবলীর উল্লেখপ্রসঙ্গে বলেন, জুরীগণ আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভ্রমবশতঃ ঐরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

জাপানের মন্ত্রীসভায় তোলপাড়

টোকিও হইতে প্রকাশ, জাপানের মিশ্র সরকার শেষ চেষ্টা করিয়াও যখন স্বরাষ্ট্র-সচিব আদাচিকে পদত্যাগ করাইতে বা স্বীয় উদ্যম ত্যাগ করাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন প্রধান মন্ত্রী ওয়াকাৎসুকি অগত্যা মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশন বসাইয়া সকলে একত্রে পদত্যাগ করেন ও সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন।

মন্ত্রিসভায় তোলপাড় রাজনীতিক সমস্যা অবলম্বনে ঘটে নাই—অবস্থা ঘটিয়াছে অর্থনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে।

নামাপরাধ বিচারের আবশ্যকতা

কতকগুলি শাস্ত্রীয় এবং মহাজন বাক্য নামাপরাধ বিচারের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উক্ত বাক্য দ্বারা নামাপরাধ বর্জ্জনই সমর্থিত হইয়াছে ;

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
(—শিক্ষাষ্টক)

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।
(—স্কন্দ পুরাণ)

—পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বারা শ্রীহরিনামের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদ্দ্বারা নামাপরাধ অস্বীকৃত হয় নাই।

গৌর-নিত্যানন্দ নামাপরাধের প্রশ্রয় দেন নাই। জগাই মাধাই উদ্ধার লীলায় এই বিষয়টী স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর জগাই মাধাইর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও একটী সর্ত্ত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা পুনরায় অপরাধ না করে তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত পাপাচরণের ফল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। ছোট হরিদাসের বর্জ্জন দ্বারাও অপরাধ বিচার স্থাপিত হইয়াছে।

বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রী সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

শ্রীগৌরসুন্দর অপরাধী ছোট হরিদাসকে হরিনাম করিবার উপদেশ দেন নাই, পরন্তু তিনি তাদৃশ অপরাধীর মুখ দর্শন করেন না বলিয়াছেন। বৈরাগী হরিভজনের ছল করিয়া যদি স্ত্রীসম্ভোগে নিযুক্ত হয় তাহা হইলে সেরূপ বৈরাগীর মুখে উচ্চারিত হরিনাম দ্বারা তাহার ভগবদ্বিদ্বেষই বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সেরূপ বৈরাগী শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণের দর্শনের অযোগ্য।

এখন দেখা যাইতেছে যে, নিরপরাধে হরিনাম করা যদি শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার পাত্র জগতে খুব কমই হইয়া পড়ে। জগতে কে নিরপরাধী? অপরাধীর উদ্ধারের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর এই জগতে আসিয়াছিলেন। নিরপরাধে হরিনাম করা যদি তাঁহার বাঞ্ছিত হইত তাহা হইলে তদ্দ্বারা অপরাধীর মঙ্গল কিরূপে সম্ভব হইবে?

ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ

(২)

সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবের শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধোদয়ে তাঁহার আনুগত্য বশতঃ তাঁহারই কৃপায় আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে ভক্তিবীজ লব্ধ হয়। গুরুকৃপা

ইহার উত্তর পূজ্যপাদ গোস্বামীবর্গ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত শ্রীহরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গোস্বামী-সিদ্ধান্ত বিন্যাস করিয়াছেন। দশ প্রকার অপরাধ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যাঁহারা উক্ত অপরাধগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিনাম করিবার উপদেশ না দেন, তাঁহারাও নামাপরাধী। পূর্ব্বকৃত অপরাধ সত্ত্বেও নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিনাম করা সম্ভব। যেহেতু আমি পূর্ব্বে অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য অপরাধ করা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য এবং অপরাধ পরিত্যাগ না করিয়াও আমি হরিনামের কৃপালাভের সমর্থ হইতে পারিব, এইরূপ সিদ্ধান্ত ঘোর পাষণ্ডতার পরিচায়ক। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণের অধিকারী নহে।

গৌরনিত্যানন্দ অপরাধীকেও কৃষ্ণনাম গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন সত্য। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অপরাধীরও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্যতা উদিত হয় ; কিন্তু অপরাধযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণনাম হয় না। অপরাধযুক্ত অবস্থায় যে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় উহা কৃষ্ণনাম নহে উহা কৃষ্ণনামাভাসও নহে, উহা ঘোর নামাপরাধ। উহা ভক্তির প্রতিকূল ব্যাপার। উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কতকগুলি নামাপরাধী গুরুব্রুব তাহাদের নিজেদের অসদাচরণ সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে নামাপরাধ বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের সমর্থক পাষণ্ড সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া ভীষণ অমঙ্গলের আবাহন করিয়াছে ও করাইতেছে। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে এই সমুদয় ধূর্ত্তের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীনদীয়া প্রকাশের অহৈতুকী কৃপা যে-দিন সাদৃশ অপরাধিগণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, সেই দিন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা সর্ব্বত্র প্রকৃত আদর লাভ করিয়া জগতের পরম কল্যাণ সাধন করিবে সন্দেহ নাই। অযোগ্য গুরুব্রুবগণের দ্বারা জগতের কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রতারিত হইতেছেন, শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কৃপায় তাহা অচিরে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে আশা করা যায়।

ও কৃষ্ণকৃপায় কোন প্রভেদ নাই। জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ হইতে ভক্তিবীজের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি বৃক্ষের বীজও নানা প্রকারের আছে ; উহারাও বিস্তারশীল। তবে উহাদের আশ্রয়ে আপাত প্রেয়ঃ বিষবৃক্ষের বীজ লাভ হয় এবং তাহার ফলে উহা বিস্তারশীল হইয়া জীবকে সংসাররূপ নাগরদোলায় ভ্রাম্যমাণ করায়। সদ্গুরু প্রসাদ বঞ্চিত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণই ঐরূপ বীজের প্রার্থী হয়।

কর্ম্মে ভোগপ্রবৃত্তি এবং জ্ঞানে ত্যাগ-প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু ত্যাগীর ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ভোগ বর্ত্তমান। উক্ত উভয় প্রবৃত্তিতেই নিজসুখতাৎপর্য্য বর্ত্তমান থাকায় উহারা কামের অন্তর্গত। কামই জীবকে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করায়। ঐ কামই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। জীব স্বরূপের ধর্ম্ম বাস্তব সত্যের সেবা। এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই স্বরূপাবস্থিত ; ভক্তিলতার বীজ যাহা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহা কৃষ্ণ তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবশতঃ স্বয়ং সেবক-গুরুরূপে প্রদান করেন, সেই বীজ লাভ করিয়া আমাদের কৃষ্ণসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভক্তিবীজ লাভ করিয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে যদি আমরা ঐ বীজে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে থাকি, তবেই ঐ বীজ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কল্পতরুর ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমার অধিকারী করিয়া দেয়। এই কৃষ্ণপ্রেমা লাভই জীবের পরম-পুরুষার্থ যাঁর নিকট অন্য চারি প্রকার পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ ও হেয়।

কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল নিদান। কৃষ্ণের পদ পূর্ণ কৃষ্ণ—পরিপূর্ণ রস পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ। জীব যখন সেই পদপ্রান্তে, সেই অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারেন, তখনই তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের শেষ হয়। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা বঞ্চিত দুর্ভাগ্য জীব অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোনদিন ত্রিতাপের শেষ দেখিতে পায় না।

সাধুর কৃপায় আমরা বুঝতে পারি—সদ্গুরুতে প্রপন্ন হ'য়ে একমাত্র হরিভজন করা ব্যতীত শান্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

আজকাল অনেকের ধারণা—কামের উপভোগের দ্বারা কামকে জয় ক'রে হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই ভাল। নচেৎ হ'নায়ে পা দিয়ে একূল ওকূল দু'কূল যাবে। ভোগ করাও হবে না, আর হরিভজনের তো কথাই নাই। যতদিন ভোগাশা থাকে ততদিন সংসারে থাকা যাক্ পরে দেখা যাবে। এই ভোগানুশীলন করতে করতে ভগবানের সেবা যেটুকু হয় হোক, আমি লোকের মত ভণ্ডামি করতে চাই না।

তাই আমরা ভোগের জন্য ছুটোছুটী ক'রে মরি এবং ভগবানের সেবা থেকে ছুটী চাই।

গোঁয়ার গোবিন্দের মত মনগড়া ধারণা বা 'বাবা বলেছে চণ্ডী' এই আমার মনের ছাঁচে তৈয়েরী মহাজনমতের বশবর্ত্তী হ'য়ে না বু'ঝে না শুঝে ভোগ করতে ছুটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিবেকী জীবের এতদ্বিষয় সম্যক্ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ভোগে যে সুখশান্তি নাই তা বোধ হয় আমরা অল্পবিস্তর সকলেই জানি। কিন্তু জানলে কি হবে? বিষ্ঠার কৃমি বিষ্ঠাই পছন্দ করে, বিষ্ঠার অভাবেই মৃতপ্রায় হয়। ভোগবিষ্ঠার কৃমি আমরা, আমাদেরও সেই অবস্থা। ভোগে শান্তিও নাই—ভোগের শেষও নাই। তথাপি 'ভোগ ভোগ' ক'রে মরছি। ভোগের বিপরীত যে সেবা যাতে পূর্ণানন্দ রয়েছে তার দিকে মোটেই তাকাচ্ছি না। গর্দ্দভের ন্যায় ভোগরাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছি এবং অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছি।

কামের উপভোগের দ্বারা কখনও কামের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে দিলে অগ্নি যেরূপ বেড়ে উঠে, ভোগের দ্বারাও সেইরূপ ভোগপিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়—কমে না। নিত্য নূতন বস্তু ভোগ করবার ইচ্ছা হয়।

ঘরের অন্ধকার দূর ক'রে আলো জ্বালবার মত সমর্থনের ন্যায় অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে প্রথমে দূর ক'রে হরিভজন করবার প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ অন্ধকার আপনা থেকেই পলায়, সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে করতে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারও সেইরূপ দূর হ'য়ে যায়। এবং আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে হরিসেবার যোগ্যতা লাভ করতে পারি।

ভোগের দ্বারা ভোগাশা মেটে না ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা মহারাজ যযাতির চরিত্রে দেখতে পাই।

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও পৌত্তিকপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১১৲;

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী ও বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন ভাষাভাষ্যসহিত'। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible], বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রী [illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লাক কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দের ও নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমেদাবাদে হরতাল

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে ইমাম সাহেবের মৃতদেহ কবরস্থ হইয়াছে। এই ব্যাপারে সর্দার বল্লভভাই পেটেল ও আব্বাস তায়েবজী যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible] মুসলমান প্রথায় তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১১ই ডিসেম্বর তারিখে উৎসব পালন করা হইবে। ইমাম সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে গত ১০ই ডিসেম্বর সমগ্র নগরে হরতাল পালন করা হইয়াছে, কয়েকটি স্কুলও বন্ধ ছিয়াছে। সন্ধ্যায় বল্লভভাই পেটেলের সভাপতিত্বে একটী শোক সভার অধিবেশন হইবে।

লর্ড ইঞ্চকেপের ভারত সম্বন্ধে উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৃটিশ যদি ভারতের হস্তে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র অর্পণ করেন, তাহা হইলে ভারতে বিশৃঙ্খলা, ঘরোয়া সংগ্রাম এবং ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। পি, এণ্ড ও, কোম্পানীর বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড ইঞ্চকেপ এই কথা বলিয়াছেন।

ইঞ্চকেপ আরও বলিয়াছেন, কংগ্রেস ইংরাজকে ভারত হইতে বিদূরিত করিতে চাহে। কিন্তু ইংরাজ কি ভারত ছাড়িয়া দিবেন? কংগ্রেস যদি এ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা দুরাশার পরিচায়ক। সাইপ্রাসে যে নীতির অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা যদি তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতে অবলম্বন করা হইত, তাহা হইলে ভারতে এরূপ দুর্দ্দিন ঘটিত না।

কিশোরগঞ্জে ডাকাতি

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত শনিবার গভীর নিশীথে এই মহকুমার অন্তর্গত তাড়াইল থানার এলাকাধীন

একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০।১২ জন ডাকাত নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ২০০৲ দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া পলায়ন করে। পলায়ন করিবার পূর্ব্বে তাহারা কয়েকবার গুলী-বর্ষণ করিয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অনুসরণকারীদের মধ্যে কেহই আহত হয় নাই।

যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত জেলা কংগ্রেস আফিসে যে সব রিপোর্ট আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এক শতের তিনটী সভা জেলায় বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে হইয়াছিল। ঐ সকল সভায় কর বন্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভার কার্য্য নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

ট্রেণ চাপায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, সৈদাপেটের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় রাজস্ব কর্ম্মচারী মিঃ মুস্তা আয়ার গত ১০শে ডিসেম্বর সকালে রেলওয়ে লাইনের একটি গুমটী পার হইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একখানি ইলেকটিক ট্রেণ আসিয়া পড়ায় তিনি চাপা পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার দেহ পিষিয়া একেবারে পিণ্ডবৎ হইয়া গিয়াছিল।

গ্রাম্য মোড়ল জীবন্ত দগ্ধ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে থায়েটমিও জিলাতে বিদ্রোহীগণের অনুষ্ঠিত এক অত্যাচারের কাহিনী সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। উহারা কয়েকখানি গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুইজন গ্রামবাসীকে গুলী দ্বারা নিহত করিয়া গ্রাম্য মোড়লকে ধরিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিয়া নিহত করে। আরও চারি ব্যক্তিকে উহারা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া পরে হত্যা করে।

আর একজন পলাতক বিদ্রোহী সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। দুইজন বিদ্রোহী থারাওয়াডিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

খদ্দর চোরের সাজা

[illegible] সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক একবস্তা খদ্দরের কাপড় ক্রয় করিয়া ফুটপাথের উপরে বস্তা নামাইয়া রাখিয়া ট্রামের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন এমন সময়ে আসামী সহসা উক্ত বস্তা লইয়া চম্পট দেয়। [illegible] সেন ও অন্যান্য লোকজন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে মাল সহ গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করে। জোড়াবাগানের ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিচার করিয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

ডাকাতের সহিত লড়াই

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর থানার এলেকাধীন কোনও গ্রামে কালীচরণ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাত প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার সিন্দুকের সঞ্চিত যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। ডাকাতগণ অবশেষে বাড়ীর মহিলাদের অলঙ্কার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়, এই সময়ে মেয়েদের চীৎকার শুনিতে গ্রামবাসিগণ একত্রিত হইয়া ডাকাতদের আক্রমণ করেন। তাহাদের সহিত লড়াইয়ে একজন ডাকাত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

উক্ত ডাকাতের মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির ফলে কতিপয় ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডে গান্ধীজী

মন্ট্রেয়ে হইতে প্রকাশ, গত ৯ই ডিসেম্বর বিখ্যাত শান্তি কামী মিঃ এডমণ্ড প্রাইভাটের সহিত গান্ধীজী লে লোগে নামক সুইজারল্যাণ্ডের একটী পল্লী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় কৃষক পরিবারের লোকজনকে বাড়ীতে সূতা কাটিতে দেখিয়া গান্ধীজী আনন্দিত হন। তিনি কৃষকদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

গান্ধীজী লেসিনের যক্ষ্মা রোগী নিবাস পরিদর্শন করেন। তথায় রোগীদের মধ্যে একজন ভারতীয় ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করেন।

হুগলীতে ভীষণ ব্যাপার

হুগলী হইতে প্রকাশ, চুনাবাড়ীর, বাচা খুড়োনের বাড়ীতে এক ডাকাত হইয়া গিয়াছে।

গত ১০ই নভেম্বর তারিখে যখন উক্ত ব্যক্তি বাড়ীতে ছিল না, তখন অন্দরচোর নামক এক ব্যক্তি প্রায় ১ জন লোকসহ তাহার বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে মারধর করে এবং তাহার নিকট হইতে টাকা চায়। টাকা নাই বলায়, দুর্বৃত্তেরা বাড়ীর কয়েক ব্যক্তিকে দাড়ি দিয়া বাঁধিয়া মারধর করে এবং ঘরের মেঝে খনন করে। তৎপর উহারা ২২ টাকা ও কয়েকটি জিনিষপত্র লইয়া চম্পট দেয়। ঐ দিবস রাত্রিতে বুধী বোর ঐ বাড়ীতে শয়ন করিয়াছিল। সেই দিবস রাত্রি হইতে আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিস উক্ত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করিয়াছে। উহাতে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন বর্তমান

অপহৃত বালিকার উদ্ধার

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, বাগদির শ্রেণীর কয়েকজন লোক সম্প্রতি জনৈক পুলিস দারোগার ৪ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে অপহরণ করে। কিন্তু বালিকাটিকে সত্বরতার সহিত অক্ষতদেহে দেখা যায় এবং উদ্ধার করিয়া তাহার পিতামাতাকে প্রদান করা হয়। এই সম্পর্কে কয়েক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

কয়লা খনিতে ধর্ম্মঘট

ঝরিয়া হইতে প্রকাশ, [illegible] কয়লার খনির কর্তৃপক্ষগণের সহিত ভারতীয় কয়লা খনির শ্রমজীবীদের যে আপোষের কথা হইতেছিল তাহা ভঙ্গ হওয়ায় ঐ দুইটি কয়লা খনির শ্রমজীবিরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রায় ২০০০ শ্রমজীবি কাজে যোগদান করে নাই। শ্রমজীবিদিগের সহিত কেরাণীরাও যোগ দিয়াছে। ফলে উভয় খনিই এখন শূন্য, একটী লোকও তথায় নাই। পাম্পম্যানেরা এখনও ধর্ম্মঘটিদের সহিত যোগদান করে নাই। পাছে খনিগুলি জলে ভরিয়া যায়, এই ভয়ে উহাদিগকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে উহাদিগকেও সরিয়া পড়িতে হইবে। ধর্ম্মঘটিরা চুপচাপ বসিয়া আছে, কোন প্রকার দাঙ্গা করে নাই।

গান্ধী পার্কে বিরাট সভা

খুলনা হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার স্থানীয় গান্ধী পার্কে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বরিশালের শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন এবং সকলকে কংগ্রেসের আদেশ পালন করিয়া দেশের অবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তিনি আশা করেন, এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দেশ কখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে না। সভাপতি অতি সংক্ষেপে

সমূহের ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতৃবর্গকে সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষণ ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীশরণাগত্য(?)কুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমৎসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীঈশ্বরদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহয়েরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রী-মাধ্বক্রমছত্র

সাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর(?), পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জঙ্গমবাড়ী(?), কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতী দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅম্বরীষজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কাশ্মীরি

৫নং গোপীচরণ ডাক্তার লেন, নিউ দি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনে শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্র

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রী মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তি রক্ষণ ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদা ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচা শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশা ও শ্রীপাদ গোবৰ্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীপাদ নরহরি প্রভু

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

—ঠাকুর নরোত্তম

অনাদির আদি সর্ব্ব কারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ কমল হইতে নিঃসৃতা পতিত পাবনী গঙ্গা-দেবীকে স্পর্শ করিলে পাপী লোকের পাপ বিদূরিত হয়, পক্ষান্তরে শ্রীভাগবতের বিশ্রাম-স্থল বৈষ্ণব ঠাকুরের দর্শনমাত্রই যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই উক্তি স্বীয় ভক্ত মর্য্যাদা-সংস্থাপক শ্রীভগবান্ অক্রূরকে বন্দনা ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৮।৩১—

"ন হ্যম্মযানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

সুতরাং তুলনামূলক বিচারে গঙ্গা হইতে বৈষ্ণবের পাবনী শক্তি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

একদিকে বৈষ্ণব দর্শনে যে প্রকার যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়, অপর দিকে তাঁহার সঙ্গ করিলে নিত্য কৃষ্ণানন্দ নব নব অমলানন্দের অনুভব হয়, কারণ সর্ব্বানন্দের খনি অতুল রস রসিকনাগর অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত-রসময় বিগ্রহ—তাঁহার নামে আনন্দ, তাঁহার রূপে আনন্দ, তাঁহার গুণে আনন্দ, তাঁহার পরিকর-বৈশিষ্ট্যে আনন্দ, তাঁহার লীলায় আনন্দ, তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুতে আনন্দোচ্ছাস। অন্ধকার যে প্রকার সূর্য্যের সম্মুখীন হইতে পারে না, তদ্রূপ নিরানন্দ বা জড়ানন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে অনন্ত কোটি যোজন দূরে অবস্থান করে। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যে এমন কি, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণব-সঙ্গেতে অপ্রাকৃতানন্দানুভূতি। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

সুতরাং অপ্রাকৃতানন্দ-প্রার্থী প্রত্যেক প্রাণীর বৈষ্ণব-সঙ্গ করা উচিত, বৈষ্ণব সঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বদ্ধ জীবের উদ্ধার নাই। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যখন প্রাকৃত অপ্রাকৃত আনন্দদায়ক বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিয়া নিজে নিজে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ আলোচনা করিলে ঐ আনন্দ লাভ হইতে পারে, তবে বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, বৈষ্ণব সঙ্গ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে পরানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণবের কথামৃত শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য করা এবং বৈষ্ণবের বিমল চরিত্রালোচনাতেই প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবের সুষ্ঠু সঙ্গ করা হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আমাদিগকে এই উভয় প্রকার বৈষ্ণব সঙ্গের সুযোগ প্রদান করেন। বিপুকা-ধর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীপত্রিকার এই বিশেষটী লক্ষ্য করিতে অসমর্থ, সুতরাং তাহারা ইঁহার আদর করে না। অধিকন্তু আমাদের মধ্যে মৎসর ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের চরিত্র পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার টীকা টিপ্পনী প্রকাশ করতঃ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনে যত্নশীল হয়। বলা বাহুল্য এই প্রকার ঘৃণিত চেষ্টাদ্বারা তাহারা নিজেদের যে অহিত সাধন করে, অপর ব্যক্তিদ্বারা তাহা সম্ভব নহে। সুধী ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিকে উপেক্ষা দ্বারা দূর করিয়া সজ্জনানন্দ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য [illegible] করেন।

শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর নাম শ্রবণমাত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন। চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের দীক্ষাগুরু খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১৭৭ শ্লোক পাঠে জানা যায়, ইনি কৃষ্ণ-লীলায় মধুমতী নাম্নী সখী ছিলেন।

নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রী-মন্মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় পাত্র। শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ প্রেম-প্লাবিত করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ঠাকুর মহাশয় রাজবৈদ্য শ্রীমুকুন্দ ও তৎপুত্র রঘুনন্দন সহ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক অদ্বৈত-আচার্য্য ও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত নীলাচলে গমন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তথায় অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন সপ্ত সম্প্রদায়ে রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতেন, সেই সময় নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় উক্ত কীর্ত্তন সম্প্রদায় সমূহের অন্যতম খণ্ডবাসিগণের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন।

বিশ্ব বৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতি অনুগত আছেন শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় যে প্রকার প্রিয় গৌর-পার্ষদ, সেই প্রকার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু বর্ত্তমান সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অতীব প্রিয়পাত্র। কৃপালুতা, অকৃত-দ্রোহত্ব, সত্যসারত্ব, সমত্ব, নির্দ্দোষত্ব, বদান্যতা, মৃদুতা, শুচিতা, অকিঞ্চনত্ব, সর্ব্বোপকারত্ব, শান্তি, অকামত্ব, নিরীহত্ব, স্থিরতা, বিজিত ষড়্‌গুণত্ব, মিতভোজন, অপ্রমত্ততা, মানদত্ব, গাম্ভীর্য্য, কারুণ্য, মৈত্র্য, কবিত্ব, দক্ষতা ও মৌনীত্ব—এই পঞ্চবিংশতি গুণ-পরিবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ 'কৃষ্ণৈক-শরণত্ব' শ্রীপাদ নরহরি প্রভুতে বিরাজমান। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত যে কোনও মুহূর্ত্তে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীপাদ নরহরি প্রভু শ্রীনাম কীর্ত্তনের সহিত কোনও না কোনও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। কখনও আরতি করিতেছেন, কখনও আরতি দর্শন করিতেছেন, কখনও অন্যান্য সেবকগণকে বিবিধ সেবাকার্য্যের উপদেশ করিতেছেন, কখনও নিজ হাতে কার্য্য করিয়া অপরকে ঐ কার্য্য শিক্ষা দিতেছেন, কখনও প্রকৃত প্রচারকরূপে যাত্রিগণের নিকট শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য বর্ণন করিতেছেন, কখনও বা অন্যান্য সেবকের কার্য্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সস্নেহ বচনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, আবার কখনও বা অসুস্থ সেবকের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শরীরে শান্তিপূর্ণ হস্ত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রোগ যাতনা দূরীভূত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ প্রত্যেকেই মনে করেন, শ্রীপাদ নরহরি প্রভু তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন, তাই সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তন্নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য সমূহ আনন্দের সহিত সম্পাদন করেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ ও ভদ্র-লোকগণ আসিয়াছেন—নরহরি প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদের আয়োজনে ও তাঁহাদের [illegible] স্থান-নির্ণয়ে ব্যস্ত। যাত্রিগণ আসিয়াছেন—নিকটে কেহ নাই, তিনি নিজেই মহাপ্রসাদ বিতরণে নিযুক্ত। 'এই প্রকারে হরি-সেবার অনুকূল কোনও কার্য্যই হীন নহে'—এই বিষয়টী নরহরি প্রভু হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় যে প্রকার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তদীয় লীলার সহায়করূপে তাঁহার প্রাকট্যকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই প্রকার শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভুও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তাঁহার আচারময় প্রচারের সহায়ক-রূপে ইহ জগতে আগমন করিয়াছেন—এই বিষয়টী ব্রহ্মচারী প্রভুর বাল্যকালীন ঘটনাবলীও প্রমাণ করে। বৈষ্ণবোচিত বৈরাগ্য তাঁহাতে বাল্যকাল হইতেই লক্ষিত হইতেছে। আভিজাত্যসম্পন্ন বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও মঠে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি সহস্তে নিষ্ঠাপূর্ব্বক পাক করিয়া ভগবানে নিবেদন করতঃ দিবসে একবার ভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। কোথাও ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইতেছে জানিতে পারিলে তিনি বৃষ্টি, ঝঞ্জা, দুর্গম পথ, পথের দূরত্ব প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন, কখনও বা নৌকাদি না পাইয়া ঝঞ্জা-তাড়িতা তরঙ্গালোড়িতা নদী পার হইতেন। এই প্রকারে তিনি যখন প্রাণের আবেগে সত্যানুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান, তখন একদিন সৌভাগ্যক্রমে দৌলতপুর নামক স্থানে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে সমাগত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তখন তদীয় অভিমন্ত্র-বাণী-প্রচারে প্রধান উদ্যোক্তা স্বীয় অনুকম্পিত শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সহ প্রচারার্থ তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রভু ঐ-স্থানে কিয়দ্দিবস হরিকথা শ্রবণানন্তর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন এবং দীক্ষা গ্রহণানন্তর হবিষ্যেই কৃতব্রত হইয়া গৈরিক বসন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমঠের অর্চ্চনাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন লোকাভাবহেতু তিনি একাকীই শ্রীমঠের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আগন্তুক ব্যক্তিগণের জীবপ্রদ অনর্থ এই সময়ে তাঁহার হরিসেবায় বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াও তৎকর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। অনেক দিন ভোগের সামগ্রী সমাগত যাত্রিগণকে প্রদান করিয়া তণ্ডুলের স্বল্পতানিবন্ধন নিজে শুধু শাক-দ্বারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছেন।

কন্‌কনে শীতের রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্জ্বালন-পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি হরিনাম করিয়া অতি-বাহিত করিয়াছেন। নিদ্রাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে তিনি গৃহের কড়ির সহিত সংলগ্ন রজ্জুতে শিখা বন্ধনপূর্ব্বক হরিনাম করিতে বসিতেন, যেন কোনও প্রকারে নিদ্রা স্পর্শ করিলেই জানিতে পারেন। জ্বর, ফোড়া প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করতঃ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের শিক্ষা জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করেন।

এই প্রকার শুদ্ধ বৈষ্ণব চরিত্র সকলের নিত্য আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণবের চরিত্রের আলোচনাদ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপাচন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৶১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকসিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মী প্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাবলীর সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মনোহরদাস কাটরা মামলা

বেঙ্কশালের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দেব একপক্ষে নগেন্দ্রনাথ দাস নামক এক ব্যক্তি গত শুক্রবার ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৩ ধারায় অভিযুক্ত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, তিনি গত বৃহস্পতিবার ক্রেতাদিগকে মনোহর দাস কাটরায় প্রবেশ করার কালে বাধা প্রদান করেন।

সরকার পক্ষের বিবরণ এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মনোহর দাস কাটরার এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদিগকে বিদেশী বস্ত্র ক্রয়ে বাধা প্রদান করেন। দোকানদার পুলিসের নিকট অভিযোগ করিলে পুলিস আসিয়া অভিযুক্তকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলে। কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর বি, বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

ছাত্রকে ছোরা দ্বারা আঘাত

আবদুল জব্বর নামক কুমিল্লা জিলা স্কুলের জনৈক ছাত্র আলিম নামক এক ছাত্রকে ছোরার দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। শুক্রবার দিবস বিচারপতি মিঃ প্যাঙ্কারিজ ও বিচারপতি শ্রীযুত মল্লিকের নিকট উহার শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত হত্যার অভিযোগের পরিবর্ত্তে গুরুতর আঘাতের অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের পরিবর্ত্তে ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত এস, কে বসু আপীলকারীর পক্ষে এবং শ্রীযুত এ, সি, রায় চৌধুরী সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচন প্রসঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপাধি সম্পর্কে আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইলে কয়েকজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশপূর্ব্বক বলেন যে, সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহারা কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন না। সরকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া থারাবাড়ির মিঃ পু, বলেন, তিনি এরূপ অনুমান করেন নাই যে, কোনও বিষয় সংরক্ষিত রাখা হইবে। যদি কোনও প্রকার গণতন্ত্রবিরোধী নির্বাচন বিধানের প্রস্তাব করা হইত তাহা হইলে তাহাতে কতদূর সম্মত হওয়া সম্ভব, সে বিষয় বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লর্ড পীল অনুপস্থিত থাকায় মিঃ বেনউড বেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, কমিটিতে সংরক্ষিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে কিন্তু কোনও বিষয় সংরক্ষিত রাখা হইলে নিম্ন পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার সরকারের থাকিবে কি না, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। কোনও বিষয় সংরক্ষিত রাখা হইবে কি না, সে সম্বন্ধে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত মিঃ বা পে, থারাবাড়ির মিঃ পু ও অপর কয়েকজন সদস্য তাঁহাদের অভিমত মুলতুবী রাখা সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

ব্রহ্মে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রহ্ম বিদ্রোহীদের আর কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে মিংগু জিলায় ও থারাবাড়ি জিলায় ডাকাতি হইয়াছে। এই সকল ডাকাতি স্থানীয় দুষ্ট লোকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

থারাবাড়ির কয়েকটি গ্রামে খানাতল্লাস করিয়াছে। এবং ৭ জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। হেনজাদা জিলার বিদ্রোহীদিগের কার্য্যে সহায়তা করিবার অপরাধে সন্দেহক্রমে ৩ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

থাইয়েটমাইও জিলায় সামরিক প্রহরীরা এখনও পাহারা দিতেছে। এই জিলা হইতে ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একজন বন্দী কতিপয় সিপাহীকে একটী শূন্যগর্ভ বৃক্ষের নিকটে লইয়া যায়। ঐ বৃক্ষের মধ্য হইতে একটী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

বেসিন জিলায় পুলিস ও ফৌজের সম্মিলিত বাহিনী কতকগুলি গ্রাম আক্রমণ করতঃ ১২জন লোককে গ্রেপ্তার করে। এই লোকগুলি একটী ডাকাতির সংস্রবে জড়িত ছিল। এই দলের সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহক্রমে আরও ২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ক্যানিং হোষ্টেলে খানাতল্লাস

গত ১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার প্রত্যূষে কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী বহু কনেষ্টবল ও সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে লইয়া বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হোষ্টেলে হানা দেয় এবং কয়েক ঘণ্টা খানাতল্লাস করিয়া ২৩ জন ছাত্রকে গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগে অফিসে লইয়া যায়। ধৃত ছাত্রদিগের মধ্যে ৪ জনকে তাঁহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ, অবশিষ্ট ৯ জনকে সম্প্রতি স্থকিয়া ষ্ট্রীট থানার এলাকাধীন অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 'বাঙ্গালার বিপ্লব দল' নামক ১ খানি পুস্তক 'রেণু' নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রের এক সংখ্যা ও কয়েকখানা পত্র পুলিস লইয়া গিয়াছে।

বহরমপুরে গ্রেপ্তার

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার দিবস স্থানীয় পুলিস বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স আইনানুসারে শ্রীযুত তারকনাথ গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তারকবাবু এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। সেই সময় রাস্তায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা

ছাত্রের বিষ গলাধঃকরণ

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, মজঃফরপুর জি. বি. বি. কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র মহম্মদ হাকিম কলেজ লেবরেটরীতে পরীক্ষামূলক কার্য্যে নিযুক্ত থাকার কালে ঘটনাক্রমে মার্কিউরিক ক্লোরাইড সালফিউরেটের খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। কলেজের অধ্যক্ষ কে, এস, আম্বার অবিলম্বে ছাত্রটিকে তাঁহার নিজ গাড়ীতে করিয়া সদর হাসপাতালে লইয়া যান। ছাত্রটি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রিভলভারধারী যুবক

দত্তাত্রেয় চিন্তামণি নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবককে পুলিস কিছুদিন যাবৎ নজরে রাখিয়াছিল। এই যুবক একদিন নাসিক সহরের একটি চায়ের দোকান হইতে নির্গত হইতেছে এমন সময়ে জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, তাহার দেহ তল্লাস করিয়া নাকি একটি রিভলভার, একখানি ছোরা ও কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে যে জিনিষপত্র ছিল তাহা তল্লাস করিয়া বিভিন্ন প্রকারের টুপী প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধারণের উপযোগী কতকগুলি দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। দত্তাত্রেয়র কোন লাইসেন্স নাই, সুতরাং পুলিস সন্দেহ করে যে, এই যুবক বিদ্রোহী দলের একজন সদস্য।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

ল্যাঙ্কাশায়রে যাহাতে পূর্ব্ববৎ কাপড়ের কল চলে, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বাড়তি কলগুলি খুলিয়া ফেলিয়া নূতন কলগুলির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইতেছে।

সাওতাল পরগণা শিল্প প্রদর্শনী

দুমকা হইতে প্রকাশ, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সাওতাল পরগণায় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর অধিবেশন হইবে। সাব ডিভিসন্যাল অফিসার রায় বাহাদুর বি, কে রায়ের সভাপতিত্বে তাহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হইতেছে। প্রদর্শনীতে অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত স্বাস্থ্যবিভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং প্রসবাগার ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

রাজবন্দীর কালাজ্বর

পাবনা হইতে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায় বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে পাবনা জেলে আটক ছিলেন, তাঁহাকে বক্সায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত পরেশচন্দ্র লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও সুধীন্দ্র সরকারও অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন; তাঁহারা এখনও পাবনা জেলে আছেন। প্রকাশ, সুধীন্দ্র সরকারের কালাজ্বর হইয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

সুভাষ বাবুর অভিনন্দন

গত ১০ই তারিখে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের আগমন উপলক্ষে বর্দ্ধমান জিলার দাঁইহাটে একটি বিরাট শোভাযাত্রা এবং শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী ও অন্যান্য সমিতিগুলি হইতে শ্রীযুত সুভাষ বাবুকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৩৮, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩১

নানা কথা

অন্ধ বিদ্যালয়ে বড়লাটপত্নী

গত শনিবার ১২ই ডিসেম্বর বড়লাট-পত্নী কাউন্টেস অব উইলিংডন বেহালা অন্ধবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড়লাটপত্নীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিদ্যালয় ভবনে একত্রিত হইয়াছিলেন। অন্ধবিদ্যালয়ের পরিচালক সভার সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, স্যার জর্জ র্যাঙ্কিন, স্যার নৃপেন্দ্র সরকার, কুমারী এইচ, দত্ত, (মহিলা ইনস্পেক্টর) অধ্যক্ষ এ, কে, সাহা; শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ পি, জে, কোহেন; এ, এফ, এম, আবদুল আলী, ডাক্তার জে, এন, ঘোষ, মিঃ এম, এন, রায় ও মিঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায়।

মাননীয়া বড়লাটপত্নী বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—এই বিদ্যালয়ে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বিদ্যালয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয় তাহাতে বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ ও শিক্ষকদের আমি অভিনন্দন করিতেছি।

অন্ধ বিদ্যালয়ে বড়লাট পত্নী

ময়মনসিংহে ছাত্র ধর্ম্মঘট

ডাকঘরে ডাকাতির চেষ্টা

এলবার্ট হলে অধ্যাপক সরকারের বক্তৃতা

সারদা আইনের মামলা

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গ্রেপ্তার

মুন্সীগঞ্জে বিধবা-বিবাহ

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন অনুরোধ

পোষ্টমাষ্টারের দণ্ড

বীরভূমের যুবকদের উদ্যম

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী

ডাকঘরে ডাকাতির চেষ্টা

শেখপুরা হইতে প্রকাশ, গত ৮ই [illegible] পোষ্ট অফিস হইতে ১০০০ টাকা লুঠ করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

প্রকাশ, একদল ডাকাত বন্দুক লাঠী প্রভৃতি লইয়া প্রায় মধ্যরাত্রিতে হেড পোষ্ট আফিসে আসে এবং তালাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। সেই সময় যে চৌকীদারটি সেখানে নিযুক্ত ছিল, গোলমালের ফলে সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। চৌকীদারকে আসিতে দেখিয়া ডাকাতেরা তাহাকে মারিবার ভয় দেখায়, কিন্তু তৎসত্বেও সে নিকটে আসে এবং একজনের হাত হইতে এক অস্ত্র কাড়িয়া লয়। কিন্তু ঠিক সেই সময় একজন ডাকাত তাহার মস্তকে এমন আঘাত করে যে, তৎক্ষণাৎ সে মাটীতে পড়িয়া যায় এবং তাহার মস্তক দিয়া প্রচুর রক্ত নির্গত হইতে থাকে। তাহার চীৎকারে নিদ্রিত পোষ্টমাষ্টার জাগিয়া উঠেন এবং প্রতিবেশীরাও সমবেত হয় এবং ফলে ডাকাতদল পলায়ন করে। চৌকীদারটিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। এইস্থান হইতে ডাকাতেরা রাত্রি চারিটার সময় কাছারী ডাকঘরে যায়। সেখানেও একজন শিখ পুলিস কর্ম্মচারী তাহাদের দেখিতে পায়, সুতরাং সেখান হইতেও তাহারা পলায়ন করে।

সারদা আইনের মামলা

শ্রীযুত গঙ্গাদাস লারাণি ও শ্রীযুত কানাইয়া লাল সারদা আইনের বিধানানুসারে অভিযুক্ত হইয়া ৮ দিন কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট ঐ দিনে মত আদালতের কার্য্য বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে আটক রাখিবার আদেশ দিয়াছেন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহার প্রত্যেককে ৭ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি একাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅধমমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণনন্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকরুণাকল্প ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, কাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীবদ্রীনাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহীপাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক- শ্রীশশিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগীদার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল [illegible]

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২১ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার | ২৬৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল মহোদয় হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বাগচী মহোদয়সহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করেন।

স্বনামধন্য বিচারপতি মহোদয় কুলিয়া সহরে পৌঁছিলে গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী প্রভু তাঁহাদিগকে বরাবর মোটরযোগে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। শ্রীচৈতন্য মঠস্থ ভক্তিবিজয় ভবনের সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষে, শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের চরণবন্দনান্তে বিচারপতি-মহোদয় উপবেশন করিলে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রপক্ষ হইতে একটী অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয় ও পরবিদ্যা পীঠের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় উক্ত অভিভাষণ পাঠ করেন।

নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুকে বলেন,—'আপনি বহুদিন যাবৎ ব্যবহারিক জীবন যাপন করিয়াছেন, এখন শেষ জীবন ভগবানের সেবায় অতিবাহিত করুন। এখানে কিছুই ভেজাল পাইবেন না, এখানকার সকলি খাঁটি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিদ্বজ্জনবরেণ্য—ভূসুরকুলভূষণ মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহোদয়ায়

শ্রীধামমায়াপুরে প্রদত্তং

স্বাগতাভিনন্দনপত্রমিদম্

[১]

হে সজ্জনপ্রিয় ! শ্রীমন ! সর্ব্বলোকৈকনন্দন
বিদ্যাভক্ত্যনুরাগাঢ্য ! ব্যবহারাদিকোবিদ ॥

অজাতবৈর ! জয় শ্রী-প্রতৈশ্বর্য্যাদিভূষণ !
অমানিন্ ! বিনয়িন্ ! নম্র ! ভূসুরকুলভূষণ !

[৩]

পাণিহট্টাক্তং গৌড়পুরং পরাপরেতিবিদ্যযোঃ।
শিক্ষবিদ্যালয়ত্বেন বিশ্রুতং সর্ব্বতঃ পুর

[৪]

অপ্রাকৃতকবিশ্রেষ্ঠজয়দেবেন সর্ব্বতঃ।
পদৈর্মুখরিতং কান্তকোমলমধুরৈঃ পুরা ॥

[৫]

শ্রীমন্মহাপ্রভোর্জন্মক্ষেত্রং তেনৈব ভূষিতম্।
নাট্যাভিনয়কার্য্যেণ সর্ব্বাদৌ গৌড়মণ্ডলে ॥

[৬]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদেন ঠক্কুরেণ মহাপ্রভোঃ।
আবির্ভাবভূমিত্বেন সমাবিষ্কৃতমগ্রতঃ

নাম প্রচারিণীসংসদ্বিদ্বৎ সমুজ্জ্বলান্বিতম্।
চত্বারিংশৎসমা ব্যাপ্য বৈষ্ণবোত্তমবন্দিতম্ ॥

পীঠেন পরবিদ্যায়াঃ পরমার্থপ্রদর্শনৈঃ।
উচ্চবিদ্যালয়স্যাপি স্থাপনাদিসুকর্ম্মণা ॥

[৯]

শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দাখ্য শ্রীমূর্ত্ত্যোঃ স্থাপনেন।
শ্রীগৌরসুন্দরৈঃ সার্দ্ধং বৈষ্ণবাচার্য্যমণ্ডলৈঃ ॥

[১০]

শ্রীমদ্ভিঃ প্রভুপাদৈশ্চ প্রোক্তং তদ্গৌরবম্
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রবিদাং বন্দ্যং ভক্তিদং সেবদং নৃ-

[১১]

প্রাপ্তস্য ভবতঃ কিঞ্চিৎ সর্ব্বসদ্গুণশালিনঃ।
দেয়ং তুষ্টিকরং ন স্যাৎ কিঞ্চিদ্গুণবালকৈঃ।

[১২]

শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তিরস্তু নিত্যঞ্চ বৈষ্ণবে।
আয়ুর্দৈর্ঘ্যঞ্চ ভবতাং কেবলং কাম্যতে সদা ॥

৪৪৫ সংখ্যক চৈতন্যাব্দীয় কেশবমাসস্য অষ্টাদশদিবসে

বিনত—
শ্রীধামমায়াপুরপরবিদ্যাপীঠস্থচ্ছাত্রবৃন্দেন

সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন তিনি অধিক সময় অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অতঃপর আচার্য্যত্রিক প্রভু বিচারপতি মহোদয়কে শ্রীচৈতন্যমঠের নয়নমনোভিরাম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী ও আচার্য্যচতুষ্টয়ের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করান। শ্রীধামের শোভা দর্শন করিয়া তিনি অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সময়ান্তরে পুনরায় আসি। কিন্তু অধিক সময় অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তদনন্তর তাঁহারা মায়াপুরস্থ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' পরিদর্শন করেন। স্কুলে উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক জেলাডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে প্রাচীন গৌরকুণ্ডের উভয়-তীরে অবস্থিত বিতল ছাত্রাবাস ও স্কুলগৃহ সন্দর্শন করিয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হন এবং ছাত্রদিগের অভিনব উন্নত শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

বিচারপতি মহোদয়ের 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' শুভাগমন উপলক্ষে বিদ্যালয় এক দিবস বন্ধ দেওয়া হয়।

অতঃপর শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সেক্রেটারী ও প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয়ও "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" পরিদর্শন করিয়া স্কুলের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সুউচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ...ও একমাত্র গ্রন্থ
[illegible] জ্ঞান [illegible] ...এক বাংলা [illegible]
...[illegible] ...ই-
...প্রকাশিত হইল নাই
...[illegible] এই গ্রন্থে
[illegible] হইয়াছেন। আর [illegible], [illegible] ইত্যাদি দ্বারা [illegible] করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য বাণী; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ। ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৮

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানগণের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনযোগ্যতা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ। ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্য, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বৃত্তি, চরিতামৃতের প্রমাণ সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গানসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের মূলসহ পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৮০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াগ্রগণ্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে [illegible] যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাজনি রাজ্ঞাবাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ক্রিঃ পিঃ ফে` ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষাণ নেতা গ্রেপ্তার

কানপুর হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস কৃষাণ কমিটির সভাপতি শ্রীযুত পিয়ারীলাল গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কর প্রদান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হ্যাণ্ড বিলের জন্য পুলিস কংগ্রেসভবনে খানাতল্লাস করে।

হিজলী ও চট্টগ্রামের ঘটনা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, হিজলী ও চট্টগ্রাম ব্যাপারে সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করেন নাই অথবা ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ঘটনা না ঘটে তাহারও উপযুক্ত প্রতিবিধান করেন নাই, এই হেতু মাদ্রাজের নাগরিকাদিগের এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছেন। এই সভার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে ভবিষ্যতে এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে গান্ধীজী যে পূর্ণ স্বরাজের কথা বলিয়াছেন, ঐরূপ পূর্ণ স্বরাজ ব্যতীত আর কিছুতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানীর মাত্রাও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সপ্তাহের ডাক জাহাজে চালান দিবার জন্য গত ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের স্বর্ণ জমা হইয়াছে। অদ্য আরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

খনি ধর্ম্মঘটের অবসান

ঝড়িয়া হইতে প্রকাশ, তালগোড়া ও সিমলতাই কয়লার খনিতে নভেম্বর মাসের বেতন হ্রাস সম্পর্কে খনির কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শ্রমিকদের দাবীপূরণে সম্মত হওয়ায় ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে।

পিস্তল নিক্ষেপ

লাহোর হইতে প্রকাশ, নন্দলাল নামক এক ব্যক্তি অমৃতসরের জনৈক বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীকে পিস্তলের দ্বারা আহত করিবার অপরাধে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৮ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি মিষ্টার কলওয়ার দলীপ সিং এই আপীলের বিচার শেষ করিয়া গত ১১ই ডিসেম্বর রায় দিয়াছেন। তিনি উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন, কিন্তু দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাঁহার প্রতি সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কমন্স সভায় সার ষ্টিউয়ার্ট স্যাণ্ডিম্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— ভারত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাইলে কি ভাবে তাহার ব্যবহার করিবে?

উত্তরে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, পূর্ব্বে যাহারা ঔপনিবেশিক অধিকার পাইয়াছে, তাহারা যেরূপ সর্ত্তের অধীন আছে, ভারতকে সেই সেই সর্ত্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

মুন্সীগঞ্জে বিধবা বিবাহ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, লাহোর বিধবা-বিবাহ সমিতির শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাধীন পঞ্চসারে একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়।

কাজীবাড়ী থানার অন্তর্গত ঘাটি গাঁ গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দত্তের সহিত উক্ত থানার এলাকাধীন পাইকপাড়ার মৃত অশ্বিনীকুমার সেনের সপ্তদশবর্ষীয় কন্যা আশালতা দাসীর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। গত ভাদ্র মাসে আশালতার পূর্ব্বতন স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুন্সীগঞ্জের পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিশ্বাস স্মৃতিভূষণ এই বিবাহোৎসবে পৌরোহিত্য করেন, স্থানীয় ভদ্রলোক বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু-সমাজের তরুণ বয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমর্থন করে তাঁহারা কন্যাকে উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।

ময়মনসিংহে ছাত্র ধর্ম্মঘট

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, মেডিক্যাল স্কুলের ও কম্পাউণ্ডার শ্রেণীর ছাত্ররা গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে স্কুল ও হাসপাতালে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের অভিযোগের যথাযোগ্য প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহা চালাইবে।

বড়বাজারে পিকেটিং

কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জন-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ বিপুল উৎসাহে গত শুক্রবার বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন। বহু মহিলাও এই শান্তিপূর্ণ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। নিখিল বঙ্গীয় যুব-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণও রীতিমত পিকেটিংয়ে সহায়তা করিতেছে। বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংয়ের জন্য প্রত্যহই গ্রেপ্তার হইতেছে। গত শুক্রবারে শ্রীযুত গৌরমোহন গাঙ্গুলী, অতুল ঘোষ, আবদুল ও হিমাংশু বিশ্বাস, নামক চারিজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। দোকানদারদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ক্রেতারাও ক্রমশঃ বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশী কাপড় খরিদ করিতেছে। সার্জ্জেণ্টদের ব্যবহার আদৌ সন্তোষজনক ছিল না।

এলবার্ট হলে অধ্যাপক সরকারের বক্তৃতা

গত শনিবার কলিকাতার এলবার্ট হলে একটী জনসভায় অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার "জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অধ্যাপক সরকার বলেন, শ্রমিকদিগকে সবক্ষেত্রে দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরিয়া লওয়া যায় না। ভারত এবং জগতের অন্যান্য দেশে মিল, খনি, কারখানা প্রভৃতির শ্রমিকেরা যে হারে বেতন পাইয়া থাকে, তাহা অনেক ক্ষেত্রে কলম পেশা প্রভৃতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেয়ে বেশী, সুতরাং কৃষক, কেরাণী, স্কুল মাষ্টার, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সরকারী চাকুরিয়া প্রভৃতিকে যে দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে, শ্রমিকদিগকেও সেই দৃষ্টিতে দেখা উচিত। শ্রমকাল, চাকুরীর সর্ত্ত প্রভৃতি অন্যান্য চাকুরিয়াদিগকে শ্রমিকদের মতই মানিয়া চলিতে হয়।

শ্রমিক সম্প্রদায় জগতের একটি আধুনিক সমস্যা। শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য জগতে আধুনিক। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মানব জগৎ শ্রমিকের এই মূর্ত্তি দেখে নাই। অধিকন্তু জগতে অর্থনীতি ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তাহাদের শ্রমিক সঙ্ঘসমূহের ভিতর দিয়া এবং রাজনীতিক-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভাবধারার ভিতর দিয়া আপনাকে অপূর্ব্বভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। আধুনিক জগতের যে আধুনিকত্ব তাহা শুধু কৃষকদের সমবায় সমিতিসমূহ কিম্বা পুঁজিদারদের বণিক সভাগুলির ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে নাই, শ্রমিকদের সঙ্ঘগুলির ভিতর দিয়াও সেই আধুনিকতা অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিতেছে।

পোষ্টমাষ্টারের দণ্ড

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ, ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর গ্রামের শাখা পোষ্টাফিসের মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সিংহ সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করায় অভিযুক্ত হয়। মহকুমা হাকিম আসামীকে ১৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪৫০৲ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে আরও অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড হইবে।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন অনুরোধ

বগুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা এখানে আগমন করিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের সমভিব্যাহারে তিনি স্থানীয় কাপড়ের দোকান গুলি পরিদর্শন করেন। তিনি দোকানদারদিগকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করেন।

বীরভূমের যুবকদের উত্তম

সিউড়ী হইতে প্রকাশ, বীরভূম হইতে একদল যুবক পদব্রজে আগামী পুরী কংগ্রেসে যোগদান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার রাস্তাদি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। জানুয়ারীর শেষাশেষি যাহাতে কংগ্রেসে যোগ দিতে কোন অসুবিধা না হয়, তাহা দেখিয়া তাঁহারা যাত্রা করিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গ্রেপ্তার

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, দায়রা জজের কোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত ভক্তপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু রাধাগোবিন্দ বটব্যালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দায়রা জজ মিঃ বি, কে, বসু, আই-সি-এস দায়রা মামলার ভারপ্রাপ্ত সাবইনস্পেক্টারকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। প্রেসিডেণ্টকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গোলটেবিল বৈঠক

কাউন্সিলর পদে প্রথম কর্ম্মী-মহিলা

রোমে গান্ধীজী

কাটোয়ায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

মোহান্তজীর কারাদণ্ড

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

মোটরের ধাক্কায় মৃত্যু

কলিকাতায় ফরাসী রমণীর আত্মহত্যা

মিঃ চার্চ্চহিলের বিপত্তি

সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযান

রিভলভার চুরি

নানা কথা

গোলটেবিল বৈঠক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার রক্ষণশীলের তিনটী দল আগামী গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে ভারতে আসিবার ইচ্ছা জানাইয়া ভারতসচিবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনটি দল যথা,—ভারতীয় কমিটী, বাণিজ্য এবং শিল্পকমিটী এবং ল্যাঙ্কাসায়ার, চেসায়ার এবং ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড সমিতি। এই তিন দলের প্রতিনিধিগণ একত্রে ভারত-সচিবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইয়াছেন,—আগামী গোলটেবিল বৈঠকে বিলাতের বণিক সমিতি—তথা ল্যাঙ্কাশায়ারের একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকিতে চান। ভারত-সচিবের কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই।

— —

কাউন্সিলর পদে প্রথম কর্ম্মী-মহিলা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ডাঃ দ'শ, সা' এফ, আর, সি, এস, আই, ডি, পি, এইচ কে রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মনোনীত হইয়াছেন। কর্ম্মী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কাউন্সিলরপদ পাইলেন। ডাঃ সা' একজন বিখ্যাত চিকিৎসা ব্যবসায়িনী তিনি রেঙ্গুন স্বদেশী খৃষ্টান সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী।

রোমে গান্ধীজী

রোম হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ডিসেম্বর গান্ধীজী সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সিনোর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে তিনি ভ্যাটিকান যাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং রয়্যাল স্কুলে অভিনিবেশ সহকারে মন্টিসোরি শিক্ষা প্রণালী অবলোকনকরেন।

— —

মোহান্তজীর কারাদণ্ড

ভাগলপুর হইতে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় বুড়ানাথ মন্দিরের মোহান্ত মন্দিরে মদ চোলাই করার অপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আরও দুইজন স্ত্রীলোক অভিযুক্ত হয়। সম্প্রতি তাহাদের বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। মোহান্তের ছয়মাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস কারাদণ্ড ও স্ত্রীলোক দুইটীর প্রত্যেকের ছয়মাস কারাদণ্ডের অনুমতি হইয়াছে।

———

মিঃ চার্চ্চহিলের বিপত্তি

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল মোটরের ধাক্কায় ধরাশায়ী হন। তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহার ডান দিকের কাঁধ মচকাইয়া গিয়াছে এবং কপাল ও নাক ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

বহু ব্রহ্মবিদ্রোহী গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ৮ই ডিসেম্বর রাত্রে এক সঙ্গে ৮টি গ্রামে হানা দিয়া আরও ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। একদল সেনা থারারডিতে দুইজন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হেনজাদা ও টুঙ্গ হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বেসিন হইতে একটী নরহত্যা ও প্রোম হইতে একটি ডাকাতির সংবাদও আসিয়াছে। তথায় ১৫ জনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৮

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভূবনবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভবর ভাগবতশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। গোকুলনাথাদয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্বণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচরণপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীযামিনি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তাড়্য়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজী দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশে শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোবিন্দমোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী

ই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ২৩৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গঞ্জাম জেলাস্থ ব্রহ্মচারী-বেশধারী জনৈক বিদ্যোৎসাহী শিক্ষার্থী তদ্দেশবাসী কতিপয় বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্র এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসী জনৈক বাবাজী সহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের শুদ্ধ প্রচারের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, সেইহেতু সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট অভিগমন করিয়া বলিলেন,—"সাধুজী আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে। যদি দয়া করিয়া তাহার সদুত্তর প্রদান করেন তাহা হইলে বিশেষ কৃতার্থ হইব।" হরিকথা কীর্ত্তনে পরমোৎসাহী স্বামীজী মহারাজ অতীব আনন্দের সহিত বলিলেন,—"আপনার কি প্রশ্ন আছে বলুন, আমি পরম সন্তুষ্টচিত্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি। আমাদের একমাত্র কার্য্যই হইতেছে হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা আপনাদের ন্যায় সজ্জনের সেবা করা।"

———

শিক্ষার্থী বলিলেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" স্বামীজী বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অতীব উচ্চ; তিনি যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা সামান্য দেশ, কাল, বা জাতি বিশেষের মধ্যে মাত্র আবদ্ধ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদেশিক এবং কলিহত পতিত জীবমাত্রেরই একমাত্র অবলম্বনীয়।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলি-যুগধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ ছলে আমাদের ন্যায় হরিবিমুখ জীবের মঙ্গলের জন্য গীতায় বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

হে অর্জ্জুন, তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর; ঐ সকল ধর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিও না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

কিন্তু কি উপায়ে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে হয় জীবকুল তাহা না জানায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া কৃষ্ণ-সেবা শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক কলিযুগে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে উদিত হন এবং নিজে আচরণ করিয়া আমাদের কৃষ্ণসেবা শিক্ষা প্রদান করেন।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মধর্ম্মের কথা জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন, দেহ ও মনোধর্ম্ম বা জাগতিক অনিত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—দেহ ও মন অনিত্য এবং ইহা দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। এই দেহ ও মনের আবরণাভ্যন্তরে জীবাত্মা বাস করেন। আত্মা ভগবানের অণুচৈতন্য অংশ, সনাতন ও নিত্য। জীবাত্মার কর্ত্তব্য কোন দেশ, কাল বা পাত্র মধ্যে আবদ্ধ নয়।

———

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি (জীবাত্মা) বিপ্র নহি, রাজা নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, পুরুষ নহি, স্ত্রী নহি, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী নহি, আমি ভগবানের দাসানুদাস মাত্র। হে ভগবান্! আমি ধন, জন, পাণ্ডিত্য কিছুই চাহি না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আপনার ঐ অভয় অশোক পাদপদ্মের ধূলিকণা হইবার যোগ্যতা প্রদান করুন।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্মই জগজ্জীবমাত্রেরই গ্রহণীয়। এই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ হইয়া সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনই আত্মতত্ত্ব সকলেরই একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য। ভগবানের নাম কীর্ত্তন ব্যতীত সংসারসমুদ্র উত্তরণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যোগী, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী প্রত্যেকেই জাগতিক সমস্ত অনিত্য ধর্ম্ম, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া কৃষ্ণনাম, গুরুসেবা বা বৈষ্ণব-সেবা করিতে হয় তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন।

গুরু ও বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত আমাদের কৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে না। শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট তাঁহারাই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের দিতে পারেন। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।' গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজন শিক্ষা আমাদের কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ এবং কৃষ্ণভক্তিই জীবের একমাত্র লভ্য তাহা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখিতে পাই।

চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করত বশতঃ ভগবানের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয় বলিয়া সে মায়াদ্বারা আবদ্ধ হয় এবং অনাদি কাল হইতে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতঃ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাত সুকৃতিফলে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং গুরুরূপী কৃষ্ণের নিকট ভক্তিবীজ লাভ করিয়া শ্রীগুরুমুখনিগলিত চেতনবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন দ্বারা গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় ক্রমপন্থায় কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করে।

লীলার নিত্যত্ব

মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের এবং ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা নিত্য। নিত্য লীলা অর্থে ইহাই বুঝায় যে,—জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদি সকল লীলাই এক কালে নিত্য প্রকটিত হয়। গোলোকে ও প্রপঞ্চে উভয় স্থানের লীলাই নিত্য।

এস্থলে আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে গোলোকের লীলা নিত্য হইতে পারে অর্থাৎ যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার লীলা হইতে পারে কিন্তু প্রাপঞ্চিক লীলা কি প্রকারে নিত্য হইবে?

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে পয়ারগুলি বর্ণন করিয়াছেন তাহা এবং তাহার অনুভাষ্য আলোচনা করিলেই আমরা প্রাপঞ্চিক লীলারও নিত্যত্ব বুঝিব।

পূতনা বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে, কৈশোরে
নিত্যস্থিতি॥
নিত্য লীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥

* * *

এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপী ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

* * *

অলাত চক্র প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম পুরাণ॥

অনুভাষ্য—কৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্য লীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বৎসর মৌষলান্ত লীলা পর্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইবা প্রথম কল্পান্তে দ্বিতীয় কল্প আরম্ভ হইলে প্রথমকল্প-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিকল্প-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইকল্প-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়।

ইহার উদাহরণে সূর্য্যের ভ্রমণ মার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রম ক্রমে উদিত হয়। অপ্রকটিত হইতেছেন। জীব জ্ঞানে সেই অনন্ত লীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়।

কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি লীলা নিত্য কালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণ লীলার নিত্য প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্য প্রাকট্যের নামই নিত্য লীলা; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ লীলা নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ-লীলা মণ্ডল পুনরাবৃত্তি হয়, অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য লীলা পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্য লীলা উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্য বেদ পুরাণাদি নিত্য লীলার কথাই বলেন; গোলোকের নিত্য বিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

দিন যায়

খরস্রোতা তটিনীর চঞ্চল প্রবাহ-গতির মত, জীবনের দিনগুলি অতি তূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে, দিবস কাটে, সমস্ত ধরণীর উপর বিষাদের ধূসর ছায়া ঘনীভূত করিয়া দিয়া তিমির বসনা সন্ধ্যা সতী সমাগতা হন। শ্রান্তিনাশিনী নিদ্রাদেবীর কোমল করস্পর্শে বিশ্বমানব সুপ্তির ক্রোড়ে আত্মনিবেদন করেন। আবার নিশান্তে উষা সুন্দরীর সঞ্চার পদার্পণ, অপূর্ব্ব জাগরণের মোহন মাদকতায় সমগ্র ভুবন চঞ্চল হইয়া উঠে। জাগরণের সোণার কাঠির স্পর্শে পুষ্পাদিক নবারুণের কুঙ্কুম-রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রাণময়ী উষারাণীর আগমনী গীতি গান করে। প্রাতঃতাদনের মতই কল্পের আবিলতায় বিশ্বজনের দিন যায়, আবার রাত্রি আসে। দিনে দিনে মাস গত হয়, মাসে মাসে বর্ষ যায়; প্রতি-পর্ব্ব চক্রেই বিলাস কলাবতী ষড়ঋতু, চপলা কালের তরল রাগিণী গাহিয়া গাহিয়া, কতই না বিচিত্র নৃত্য ভঙ্গিতে আমাদের মন হরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

এই যে কাল-সাগরের করাল স্রোত, এই স্রোতেই আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি। কিন্তু হায় কেন আমরা এই পৃথিবীতে আসিলাম, কেন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরতনু ধারণ করিলাম, কেবল কি ইতর প্রাণীর মত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য?—না অপর কোন কৃত্য আছে এইরূপ শুভদা চিন্তার তো উন্মেষ হয় না! পাশবরৃত্তি হইতে আমাদের বৃত্তিগুলি কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহারাও দিন-রাত্র অতিবাহিত করে; আর বল, বুদ্ধি, বিদ্যায় সর্ব্বোত্তম মানব নামধারী হইয়াও আমরা অস্থির দেহ, গেহ কলত্রাদির চিন্তায় দিবানিশি মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি।

এই যে দেব-বাঞ্ছিত সুদুর্লভ মানব জন্ম আমরা লাভ করিয়াছি, এই যে জীবন কালরূপ অযাচিত করুণাপূর্ণ শুভ সুযোগ পাইয়াছি, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে ইহার একমাত্র যথার্থ সার্থকতা এ' জ্ঞান কবে হইবে? কবে সমগ্র বিশ্ববাসী ভ্রাতাভগিনীর সহিত সমবেত হইয়া আমরা একমাত্র পরম সেব্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ কমলে ভক্তিপূতঃ হৃদয়ের অমল অর্ঘ্যাঞ্জলি নিবেদন করিব? কবে দিনগুলি ভোগোপচার সংগ্রহে ব্যয়িত না হইয়া, চিন্ময় কিশোর কিশোরীর নিত্য সেবোপচার চয়নে নিযুক্ত হইয়া পরম পরিপূর্ণতা লাভ করিবে? সেবাহীন মুহূর্ত্তগুলির প্রতি কবে তীব্র ঘৃণার উদয় হইবে? অনাদিবহির্ম্মুখ আমরা যে দিন নিষ্কপট শরণাগত চিত্তে সেবা প্রার্থী হইয়া সাধুগুরু-বৈষ্ণবচরণে আত্মনিবেদন করিতে পারিব সেদিন প্রতিটি পল, অনুপল, বিপল পর্য্যন্ত কি প্রকারে ভগবানের সেবার সম্প্রাতিযুক্ত হয়, তাহার বাস্তব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিব।

জড়াসক্ত কর্ম্মিগণ 'সময়ের সার্থকতা' 'সময় বিজ্ঞান' ইত্যাদি বিষয়ে বহু মনোরম বক্তৃতা দিতেছেন সত্য, কিন্তু যদি আমরা জীবন্ত আদর্শ সাধুজীবনের সহিত তাঁহাদের 'মধুপুষ্পিত' কথার তুলনা করি তবে ঐ সকল বাণী নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া বোধগম্য হইবে। কারণ—তাঁহারা মূল সেব্যপ্রভু শ্রীগোবিন্দের সেবার নামে ভোগেই ব্যস্ত রহিয়াছে। "যে যাহা করে সবই ভগবৎ-সেবা" বিষ্ঠাচন্দন সমন্বয়কারী আধুনিক বহু কর্ম্মীর এই শাস্ত্র-বিরোধী বাক্যের আনুগত্যে যদি আমরা কাল যাপনে ব্যগ্র হই তবে নিশ্চয়ই ভীষণ প্রতারণার কবলে পতিত হইব।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

স্বামীর সহিত সম্বন্ধ হবার আগে বালিকা যে কিছু কাজ ক'রে থাকে, তা' পুতুলখেলা বা অনুকরণ মাত্র। পুতুল খেলার স্বামী তার স্বামী সেবা হয় না। তবে মনে একটু আনন্দ হয় মাত্র।

সম্বন্ধবিহীন হ'য়ে আমাদের হরিসেবা কল্পনার অভিনয়ও কতকটা ঐরূপই। সতী স্ত্রী কখনও অপরের কাছ থেকে যশ পাবার জন্য স্বামী সেবা করেন না, কিম্বা সেবার বদলে নিজের সুখের জন্য গহনাদি কিছু চান না। পতির সুখের জন্যই তাঁর যা কিছু চেষ্টা; নিজের সুখের জন্য নয়।

যাঁ'রা ভক্ত যাঁ'রা ভগবানকে ষোল আনা দিয়ে দিয়েছেন তাঁ'রাই সতী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাদের নিজ সুখ ভুলে একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই তাঁ'দের জীবন বিসর্জ্জন ক'রে থাকেন এবং ভক্তবৎসল ভগবানও সেই ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ ভক্তহৃদয়ে বিরাজ ক'রে তাঁ'কে নিত্যানন্দ প্রদান ক'রে থাকেন।

যখন আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝ্‌তে পারি, তখন সতী স্ত্রীর পতি-সেবার ন্যায় আমাদের প্রাণ আমাদের নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য কেঁদে ওঠে, আমরা যোগ্যতা লাভ ক'রে ধন্য হতে পারি এবং তখনই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য বা কার্য্যাবলীর সার্থকতা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নহে।

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ২৩৭তম সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১ম কলমের ১ম লাইনে 'চল্লিশ' স্থানে চব্বিশ হইবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৯।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সহ্যাদ বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিব্যাবয়ব-সহ বড়-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস চিন্ময় অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত ভিক্ষা মাত্র ।৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও গৌরসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার তত্ত্বাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের মতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অন্তকালীয় জীব পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষা সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাভক্তি —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায় সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি-সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আত্মিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য- প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামচন্দ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ব… ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হা… নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ … টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়ার জন্য ও আঃ প্লীহা ও যকৃত অবস্থায় ... ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মেকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা !

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত !!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান !!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ মায়াপ্রাণ

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিনোদ স্বামপূর্ণ কবিতাগুলোর চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, ইঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্তসমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষামাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাটোয়ায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

কাটোয়া হইতে প্রকাশ, গত ৯ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার সময় বাঙ্গালার অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কাটোয়ায় আগমন করেন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ও জনসাধারণ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে কংগ্রেস আশ্রমে লইয়া যান। সহরবাসীগণ উক্ত নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য সহরের সমস্ত রাস্তা, দোকান পাট ও তোরণাদি পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিল। সন্ধ্যার পর কংগ্রেস প্রাঙ্গণে একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়; উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ও বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু ও জিতেন্দ্র বাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার কথা সকলকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং তৎপ্রতিকারার্থ সকলকে কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিতে ও সর্ব্বপ্রকার বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন।

পরদিন রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাটমন্দিরে একটি মহিলা সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয় জাতীয় সংগ্রামে মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন।

১০ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার সময় সুভাষ বাবু দাঁইহাট গমন করেন তথাকার অধিবাসীবৃন্দ ও মহিলাগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়া যান। স্থানীয় হাটতলায় একটী বৃহতী জনসভার অধিবেশন হয়। প্রায় ৪ হাজার পুরুষ ও চারি পাঁচ শত মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহ হইতেও বহু লোক সভায় আগমন করিয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বসু মহাশয় একটী সুন্দর উপদেশ দেন। দাঁইহাট তরুণ সমিতি, বালক সম্প্রদায়, জনসাধারণ এবং মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে পৃথক ভাবে ৪ খানি মানপত্র সুভাষ বাবুকে দেওয়া হইয়াছিল।

বর্শা বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, পলুয়া গ্রামের খলিল সরকারকে খুন করার অভিযোগে জয়লাল আবেদিন এবং রহিম খাতুন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩২৬ ধারানুযায়ী চুচুড়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি, মুখার্জ্জির এজলাসে অভিযুক্ত হয় আসামীদ্বয়কে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

অভিযোগ বিবরণে প্রকাশ, গত ১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে রহিমের একটি বলদ মোবারকের ধান্য নষ্ট করে। মোবারক এই জন্য রহিমকে গালাগালি দেয় কিন্তু রহিমের ভ্রাতা জয়লাল আসিয়া মোবারকের গণ্ডে চপেটাঘাত করে এবং বলপূর্ব্বক বলদ ছিনাইয়া লইয়া যায়।

খলিল সরকার নিকটবর্ত্তী অন্য একটী মাঠে ছিল। সে রহিম এবং জয়লালকে এজন্য ভৎর্সনা করে। অতঃপর প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায় কিন্তু জয়লাল যাইবার সময় খলিলকে শাসাইয়া যায়।

পর দিবস দ্বিপ্রহরে খলিল যখন তাহার কুটীরের সম্মুখে তাহার জামা ও ধুতি রৌদ্রে দিতেছিল তখন আসামীদ্বয় তথায় আসে এবং খলিলকে গালাগালি দেয়। খলিল ইহার প্রতিবাদ করিলে আসামীদ্বয় তাহাকে প্রহার করে, জয়লাল তাহাকে বর্শা বিদ্ধ করে এবং রহিম তাহাকে কুড়াল দ্বারা আঘাত করে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গৃহের লোকজন চীৎকার শুনিয়া তথায় দৌড়িয়া আসে। অতিরিক্ত রক্তপাতে খলিলের তখনই মৃত্যু হয়।

রিভলভার চুরি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ ডাঃ নন্দচন্দ্র দে এল, এম, এসের রিভলভার চুরি যাওয়ার সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশ শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন ঘোষ এম, এ. বি, এল, হলধর চৌধুরী বি, এল, ও ডাঃ রোহিণীকুমার সেনের ও অন্যান্য বহু ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। হেমাঙ্গ বাবুর পুত্র মনোমোহন ঘোষ ও নন্দবাবুর কম্পাউণ্ডারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ঐ অঞ্চলের বহু বালককে ধরিয়া পুলিশ জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও বহু মহিলা বড়বাজারে বিশেষ শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করেন। ঠিক ২ ঘটিকার সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ 'বন্দেমাতরম্' "বিদেশী বর্জ্জন করুন" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে কাটরায় কাটরায় প্রবেশ করিয়া করযোড়ে সকলকে দেশী কাপড় কিনিতে অনুরোধ করে। সার্জ্জেণ্টগণ সর্ব্বদা ঘুরিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শান্তিপূর্ণ পিকেটীং করার সময় নীরেন রায় নামক একটি স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া যায়। ব্যবসায়ীদের ব্যবহার ২।১ জন ব্যতীত সকলেরই এক প্রকার ভাল ছিল। সদাসুক কাট্‌রায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ও মনোহর দাস কাটরায় আনন্দ চক্রবর্ত্তী বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। পিকেটীং রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

কলিকাতায় ফরাসী রমণীর আত্মহত্যা

গত শনিবার প্রাতে একজন অবিবাহিতা ফরাসী রমণী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। রমণীর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। প্রণয়ব্যাপারই নাকি এই আত্মহত্যার কারণ। রমণীটিকে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল, সেইখানেই তিনি মারা যান।

পুলিশ এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং প্রকাশ যে, মৃতার পিতামাতার পক্ষ হইতে ফরাসী কন্সাল এ ব্যাপারটী সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

মোটরের ধাক্কায় মৃত্যু

লাহোর হইতে প্রকাশ, ক্যাপ্টেন আর টমসন নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে কাশ্মীরে স্থায়ীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তিনি মোটরের তলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। প্রকাশ, তিনি নেডাস হোটেলের সম্মুখস্থ রাস্তা পার হইতেছিলেন। এমন সময়ে একখানি মোটর আসিতেছে দেখিয়া তিনি দ্রুতপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েন। ঐ মোটরের পার্শ্বে আর একখানি মোটরও আসিতেছিল। দ্বিতীয় গাড়ীখানি অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং রাস্তার উপর দিয়া তাঁহাকে কিছুদূর টানিয়া লইয়া যায়। অতঃপর আর একখানি মোটর আসিয়া তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া দেহটিকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। ক্যাপ্টেন টমসন তখনই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন।

সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযান

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পার্শী পঞ্চায়েৎ রিফর্ম্‌ কমিটীর উদ্যোগে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে গত ১২ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে আর এক সভা হয়। মিঃ হিন্‌জীবেহেরীন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভ হইতেই সভাপতির প্রতি কেহ কেহ ডিম নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং গোঁড়া পার্শীরা বক্তাগণকে বাধা দিতে থাকে। ঐরূপ সত্ত্বেও কোনরূপে শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া সভার কার্য্য চলিতে থাকে। মিঃ হিন্‌জী আঞ্জুমান কমিটীতে ৭ম বার্ষিকী নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে বলেন এবং উহাতে নানারূপ সংস্কারের প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করেন। মিঃ পি, জে, প্রফ রিফর্ম্‌ কমিটীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন। কর্ণেল ভাটেনার বক্তৃতা দান কালে সভায় কয়েকজন তাঁহাকে বাধা দান করে।

শ্রীযুক্ত রামস্বামী আয়ারের প্রতিবাদ

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বড়লাটের শাসন পরিষদে একটি অতিরিক্ত সদস্যের পদ গ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আয়ারের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া শ্রীযুক্ত আয়ার একণে এসোসিয়েটেড প্রেসকে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার দিয়াছেন।

রাজবন্দী উপেন্দ্রনাথ রায়

পাবনা হইতে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত হইয়া পাবনা জেলে আটক ছিলেন। তাঁহাকে বক্সায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী অপর তিনজন যথা:—পরেশচন্দ্র লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও সুধীন্দ্র সরকার এখনও পাবনা জেলে আটক আছেন। প্রকাশ সুধীন্দ্র সরকারের কালাজ্বর হইয়াছে এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্বর্ণের দর বাড়িয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে ক্রমাগত স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই সপ্তাহের ডাক-জাহাজে প্রেরণ করিবার জন্য গত ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দুইকোটী পাঁচলক্ষ টাকার স্বর্ণ জমা হইয়াছে। আরও কয়েক লক্ষ টাকার সোনা আসিবে।

টেলি- নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টাক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা পৌষ শুক্রবার ১৩৩৮, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

চীনে ৬ শত ছাত্রের বিদ্রোহ

রোমে গান্ধীজীর উক্তি

বস্ত্রকল রক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

গভীর হইতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় বোমা

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের উক্তি

ডাক রাণারকে গুলী

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

পাবনায় বিধবা বিবাহ

হোটেলের মধ্যে ৫টা পিস্তল

ভারত হাত ছাড়া না হয়

সার কথা

গান্ধীজীর ভারত যাত্রা

ব্রিন্দিসি হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী গত ১৪ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে ১২টা ৪০ মিনিটের সময় "পিলস্না" জাহাজে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিদায় সম্বর্দ্ধনার্থ সমবেত জনতাকে তিনি রোমান প্রথায় অভিবাদন করেন ও ইটালীর প্রশংসা করেন।

গান্ধীজী বলেন, ভারতবাসীরা কোন জাতিকে কোন প্রকার বিশেষ সুবিধা দিতে চাহেন না। উল্লেখযোগ্য সংখ্যার দলগুলির সহিত মিলনের মধ্য দিয়াই ভারতকে নূতন স্বায়ত্তশাসন অর্জ্জন করিতে হইবে। তবে তাহা তাঁহাদের নূতন নেতার সাহায্যেই ঘটিবে। এই নেতারা অভ্যুত্থিত হইয়া পুরাতন সংস্কারের সহিত অতিমাত্রায় বিজড়িত বর্ত্তমান নেতাদের স্থান গ্রহণ করিবেন।

চীনে ৬ শত ছাত্রের বিদ্রোহ

নানকিং হইতে প্রকাশ, জাতি সঙ্ঘের সভায় মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে চীনের প্রতিনিধিরা স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পিকিনের প্রায় ৬ শত ছাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে ও বৈদেশিক আফিসের গৃহটিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা সেন্ট্রাল পার্টির আফিসের জানালাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে এবং পুলিস প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া দেয়।

জেনারল চিয়াং কাইসেক সম্প্রতি গণ-তন্ত্রের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ছাত্রেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি—সাক্ষাৎ দানে অসম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর ছাত্ররা কুয়ান-টঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের চেয়ারম্যান চেনমিংশুকে আক্রমণ করে। সদর সরকারের যে অফিসে বর্ত্তমানে সরকারের কার্য্য চলিতেছে, ঐ অফিস এক্ষণে ছাত্ররা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় বোমা

পাটনা হইতে প্রকাশ, ১৫ই ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভাগলপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আর টোপলিসের বাংলোর প্রাঙ্গণে ৩ দিন পূর্ব্বে একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভৃত্যরা বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পায়। প্রাঙ্গণে তল্লাস করিলে বোমার কতকগুলা টুকরা পাওয়া যায়। পরে আবার প্রাঙ্গণের নিকট একটা মালমশলা পূর্ণ বোমাও পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভিক্টোরিয়া হলে ভারতীয়দের একটী বড় সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপারে কংগ্রেস তদন্ত কমিটীর তদন্তকালে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাহা তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় সকলকে জানান। যে সকল ভারতীয় অধিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমালোচনা করিতেছেন, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন,—ভারত-বিদ্বেষীর দলের ভারতে আবার কার্য্য আরম্ভ করার পক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতেছেন।

যদি কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অন্য যে কোন পন্থার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, বেণীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমত্তানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবানদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগানদাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ টউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত ... [illegible]

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীবনমালী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, ভক্ত ব্রজপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীনয়ননিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তাড়বাবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ — ২৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার — ২৩৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতার গত ১৫ই ডিসেম্বরের তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্য মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ নিউ দিল্লী হইতে আলিগড় ষ্টেশনে পদার্পণ করিলে তত্রত্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে সহরের প্রধান রাজপথ দিয়া তাঁহাদিগকে স্থানীয় হরিনাম সংকীর্ত্তন সভায় লইয়া যান।

গত ১৩ই ডিসেম্বর স্বামীজীদ্বয় ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীদ্বয়ের শ্রীমুখে এরূপ সহজবোধ্য, চিত্তাকর্ষক অমৃতবর্ষিণী হরিকথা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অতীব আনন্দানুভব করেন। গত ১৫ই ডিসেম্বর উক্ত প্রচারকগণের উদ্যোগে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্ত্তনে বহু বিশিষ্ট লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদ নগরস্থ নিউকট্‌রা নামক স্থানে বহু শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর সমক্ষে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বামিজী ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বর্ণন করেন। ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে অবস্থিত মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়াদ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব (জড়াতীত হইয়াও) আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করতঃ সংসার-ব্যসন লাভ করে। বেদব্যাস ভক্তিযোগই অনর্থ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়—ইহা ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া অনভিজ্ঞ ঈশবিমুখ জীবকে কৃপা করিবার মানসে সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা শ্রবণ করিলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের শোক-মোহ-ভয়াপহ ভক্তি উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত মুমূর্ষুগণের একমাত্র আলোচ্য ও সেব্য বস্তু; যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ মুমূর্ষু অবস্থায় ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত হইয়াও তিনি স্বয়ং অভিশপ্ত হওয়ার অভিনয় করিয়া মুমূর্ষুগণের কৃত্য কি, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং মুমূর্ষু মাত্রেরই ইহা সর্ব্বথা আলোচ্য ও শ্রবণীয়।

মুমূর্ষু কে? বদ্ধজীব মাত্রেই মুমূর্ষু অর্থাৎ কাহার কখন মৃত্যু হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং সকলেরই ধারণা করা উচিত যে আমার এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইতে পারে, এইরূপ ধারণা হৃদয় মধ্যে সর্ব্বক্ষণ করিতে পারিলে—সর্ব্বক্ষণ মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিলে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া আত্মমঙ্গল লাভে যত্ন হইবে। যেহেতু মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অপর জন্মে বিষয় ভোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং মনুষ্যজন্মে বিষয় ভোগ না করিয়া আত্মমঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ লাভের উপায় কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বশাস্ত্রের সার ও আত্যন্তিক শ্রেয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীভগবৎকথা শ্রবণই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ এবং শ্রীমদ্ভাগবতকেই সর্ব্বশাস্ত্রসাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামিজী অম্বরীষ মহারাজের ভক্তি অনুশীলন বিধি সকলকে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। অম্বরীষের ন্যায় ব্যক্তি পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াও যেরূপ সর্ব্বক্ষণ হরিভক্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করা প্রত্যেক গৃহস্থ, রাজা অথবা সম্রাটেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের বাৎসরিক বিরহ-স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবারের দৈনিক বসুমতী যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

জগবন্ধু বিরহ স্মৃতি উৎসব

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দির নির্ম্মাতা জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের প্রথম বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-উৎসব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরাট সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটী সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে 'বিরহস্মৃতি' নামক পুস্তিকায় জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের দান ও তাঁহার অলৌকিক জীবনী পাঠ করা হয় এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা কয়েকটি কবিতা পাঠের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় বৈষ্ণব পূজার বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, সচরাচর তাঁহারা যে সকল মহাপুরুষ, মহাত্মা বা জনহিতকারক ব্যক্তির স্মৃতি সভার কার্য্য সম্পাদন করেন, সে সকল স্মৃতি হইতে জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের স্মৃতির আসন অতুলনীয়, একথা অবনত মস্তকে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অধিবেশনের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ এবং শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, উদ্বোধন ও উপসংহার গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাননীয় মিঃ বি,বি, ঘোষ প্রফেসার অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, রায়বাহাদুর কাজারীমল দুধওয়ালা, ডাঃ শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাস, রাজা নারায়ণ দাস বর্ম্মণ, মিসেস রাজকুমারী দাস, প্রিন্সিপাল বেথুন কলেজ, বাগবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হেয় প্রতিফলন

বৈষ্ণবদিগের সবই সৃষ্টিছাড়া! বৈষ্ণবদিগের ভাব, ভাষা, কথাবার্ত্তা, বিচার, আচার, প্রচার, দর্শন, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সৃষ্টিছাড়া! মাদৃশ বদ্ধজীব যখন তাহার খণ্ড প্রাকৃত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞান লইয়া অপ্রাকৃত, অগাধ, অসীম বৈষ্ণবচরিত্র মাপ করিতে যায়, তখন তাহার নিকট উহা সৃষ্টিছাড়া বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বৈষ্ণব বা মহাভাগবতগণের প্রদত্ত কৃপালব্ধ দিব্য চক্ষু বা দিব্য দর্শন ব্যতীত তাঁহাদিগের ভাব ভাষা, কার্য্যাবলী প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না, অধিকন্তু উহা অভিনব বলিয়া মনে হয়।

এই ... সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার সৃষ্ট বস্তু বিধায় মহামায়ার শক্তির দ্বারা অভিভাব্য। বৈষ্ণবগণ কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহারা মায়ার দ্বারা অভিভাব্য নহেন বা মায়িক সৃষ্ট বস্তুর পদার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিশেষ নহেন। তাই মায়ার দ্বারা অভিভাব্য সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্গত বদ্ধজীবের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের ভাষা প্রভৃতি সৃষ্টিছাড়া বলিয়া অনুভূত হয়। মায়িক জগতের অধীন হইলে বৈষ্ণব সৃষ্ট বস্তুর অন্যতম হইয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সাত্বত শাস্ত্র বলেন যে, বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, স্বেচ্ছায় তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব এই প্রপঞ্চে লক্ষিত হয় মাত্র।

বৈষ্ণবগণের ভাষা বা কথাবার্ত্তার মধ্যে আমরা 'বিকৃত হেয় প্রতিফলন' এইরূপ একটী কথা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহাদের কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত আমরা ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ প্রপঞ্চ—গোলোক বৈকুণ্ঠের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। গোলোক বৈকুণ্ঠই বিম্ব বা প্রকৃত স্বরূপ, এবং এই প্রপঞ্চ তাহার প্রতিবিম্ব—বিম্বের বিকৃত প্রতিফলন। কেবল বিপরীত নয় উহা অসার বা হেয়। অর্থাৎ বিম্বে যাহা উৎকৃষ্ট ... রস, প্রপঞ্চে তাহা নিকৃষ্ট ও হেয়, বিম্বে যাহা উর্দ্ধে প্রতিবিম্বে তাহা অধোভাগে, বিম্বে যাহা দক্ষিণে, প্রতিবিম্বে তাহা বামে, ইহাই বিম্ব ও প্রতিবিম্বগত ...

কোন একটী স্বচ্ছ দর্পণে কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইলে, প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির বাম হস্ত—দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ হস্ত—বাম হস্তরূপে, বাম চক্ষু—দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ চক্ষু—বাম চক্ষুরূপে এবং জলাশয়ের তটস্থ কোন বৃক্ষ জলে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহার উর্দ্ধভাগটী অধোভাগে এবং অধোভাগটী উর্দ্ধভাগে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

উর্দ্ধে অর্থাৎ অপ্রাকৃত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস বিরাজিত, কিন্তু তাহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন এই প্রাকৃত জগতে প্রতিবিম্বিত। ইহাই বৈষ্ণব-দার্শনিক জগতের সারপ্রদান ও সূক্ষ্ম দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যাহা বৈষ্ণব-কৃপা-বঞ্চিত বদ্ধজীবের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বৈষ্ণব দর্শন বলেন যে, এই প্রতিবিম্বিত বিশ্বে যাহা প্রাকৃত, খণ্ডিত, অপূর্ণ, বিকৃত, সসীম, সাম্যবিচিত্রতাযুক্ত, হেয়, অনিত্য, তাহা—অপ্রাকৃত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অবিকৃত, অসীম, অনন্ত বিচিত্রতাযুক্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য, বাস্তব মূল বিম্ব গোলোক বৈকুণ্ঠেরই প্রতিফলন। আরোহবাদিগণ ইহজগতের বিচিত্রতা হইতে বৈকুণ্ঠ জগতের বিচিত্রতা কল্পনা করিতে বা ইহজগতের অনিত্য ও বিকৃত বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া বৈকুণ্ঠ জগতের বিচিত্রতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা সাত্বতশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।

শ্রুতি, বেদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকল বিভিন্ন ভাবে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'এই জগৎ অপ্রাকৃত জগতের হেয় প্রতিফলন। মহাজনগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এই সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ রাজিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও এই সিদ্ধান্তটী স্বয়ং এবং তাঁহার বহু বহু অনুগজনগণের দ্বারা প্রচার পূর্ব্বক আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, অপ্রাকৃত ধামে যাহা নাই, প্রাকৃত বিশ্বে তাহা থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত পূর্ণ ধামে যাহা পরিপূর্ণরূপে, অনন্ত বিচিত্রতারূপে, অবিকৃত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তাহাই এই প্রাকৃত, অপূর্ণ জগতে অপরিপূর্ণরূপে, সাম্যবিচিত্রতারূপে, বিকৃত ও নশ্বর ভাবে বর্ত্তমান আছে।

বিম্বের অস্তিত্ব না থাকিলে প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিম্ব বৈকুণ্ঠধামের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রতিবিম্ব প্রপঞ্চের অস্তিত্ব আছে: সুতরাং এই প্রপঞ্চ নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণার মত মিথ্যা বা অবাস্তব নয়, পরন্তু প্রপঞ্চ ধর্ম্ম বশতঃ নশ্বর, অনিত্য এই মাত্র। প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিলে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিম্ব গোলোক বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ধামকে ও তৎসহিত গোলোকনাথের নাম রূপ গুণ-লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্যকে মিথ্যা বলিতে হয়। ঐরূপ বিচারকারী ব্যক্তিগণ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিক মাত্র। ইহাদের নিকট অপ্রাকৃত ধামের দ্বার চিররুদ্ধ।

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শাস্ত্র, মহাজন ও আচার্য্যগণের উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে আস্থাবান হইয়া প্রপঞ্চের এই পরিবর্ত্তনশীল, হেয়ধর্ম্মযুক্ত সম্বন্ধে আসক্ত হন না, বা এই প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের 'রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।' এই শ্রীমুখবাণীর অনুসরণ পূর্ব্বক কুণ্ঠ-ধর্ম্মযুক্ত এই প্রপঞ্চকে গোলোক বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব জানিয়া পরমোপাদেয়, অবিকৃত, অপ্রাকৃত, নিত্য, অখণ্ড ধামের চিদ্বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হন; সেখানে অদ্বিতীয় নিরঙ্কুশ ভোক্তা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ!

গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জীব এই সিদ্ধান্তটী উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। তখন তিনি আর প্রপঞ্চকে নিজ ভোগ্য উপকরণরূপে উপলব্ধি না করিয়া ঈশাবাস্যরূপে দর্শন করিয়া এই বিশ্বের যাবতীয় উপকরণ এমন কি নিজকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবার উপকরণজ্ঞানে তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তখন আর এই হেয় প্রতিফলিত প্রপঞ্চের দ্বারা তিনি বশীভূত বা তাহাতে আসক্ত হন না, কিম্বা মর্কট বৈরাগীর মত ত্যাগ করিবারও প্রবৃত্তি তাঁহার উদয় হয় না।

যৎকিঞ্চিৎ

[১]

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

কামনারাগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট বস্তু সকল ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ বদ্ধাবস্থায় অপক্ক-জ্ঞান সম্বল করিয়া যদি অধোক্ষজ তত্ত্বের বিচার করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, কারণ অপ্রাকৃত অখণ্ড বস্তু প্রাকৃত খণ্ড জ্ঞানের গোচরীভূত হইতে পারে না। নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভে 'যৎকিঞ্চিৎ' শিরোনামটী মাদৃশ খণ্ড-প্রতীতি-বিশিষ্ট জীবের নিকট কিছু শৈথিল্যভাব আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন যে অখণ্ড পূর্ণ বস্তু 'যৎকিঞ্চিৎ' হিসাবে সাধারণ জীবকে যাহা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাগণেরও দুর্লভ বস্তু গোলকের গুপ্ত প্রেমধন আপামরে অযাচিতভাবে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ করিবার জন্য নদীয়া-প্রকাশ প্রপঞ্চে সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবেষ্টিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে প্রেমধনের এক কণিকামাত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণও লালায়িত হন—শ্রীনারায়ণ বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও যে কৃষ্ণ-প্রেমের ভিখারী হন, সেই কৃষ্ণ-প্রেমসুধা বিতরণের জন্যই শ্রীনবদ্বীপধামে নদীয়া-প্রকাশের আবির্ভাব। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়া পুনরায় সাধারণ দৃষ্টিতে অপ্রকট হইলেও, ভাগ্যবান জনগণ অদ্যাবধিও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেই লীলা দর্শন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবার 'নদীয়া-প্রকাশ' শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চবাসীগণকে প্রেমসুধা বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে প্রেমধনের এক কণ মাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ তাঁহারই মূর্ত্তবিগ্রহরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' যাহা 'যৎকিঞ্চিৎ' বলিয়া প্রদান করিতেছেন তাহা স্বল্প বিবেচনায় অশ্রদ্ধাভাবে গ্রহণ করা উচিত হয় না।

নদীয়া প্রকাশে যে অধোক্ষজ তত্ত্বের কথা—যে সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের কথা—যে জীবস্বরূপের ধর্ম্মের কথা প্রত্যহ কীর্ত্তিত হইতেছেন, তাহারই 'যৎকিঞ্চিৎ' অনুশীলন বা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও অনুষ্ঠাতা বা অনুশীলনকারী সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অশোক, অভয় ও অমৃতপ্রদ কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয়লাভপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণলীলায় স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাই আমাদিগকে বলিয়াছেন, যথা :—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

—গীতা

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ১৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যাদিযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ বিষয় সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ক্রমব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে-শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—কৃষ্ণপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড— শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। প্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৲ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অভিনব লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঔদ্ভিদ, যৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-মাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রোমে গান্ধীজীর উক্তি

রোম হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর গান্ধীজী "গোবনেল ডি ইটালিয়া" নামক পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে জানান "ভারত তাহার অসংখ্য লোক সংখ্যা লইয়া নূতন সভ্যতা স্থাপনে সক্ষম কিন্তু গঠনমূলক কার্য্য তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য। আজ ভারতীয় জাতি বর্জ্জনরূপ সংস্কার কার্য্য করিতে নিযুক্ত। গোল-টেবিল বৈঠকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র সঠিকভাবে ছিন্ন হইয়াছে, উহা আমাদের পক্ষে মর্ম্মবেদনারই অল্প বিস্তর কারণ হইলেও উহা দ্বারা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে ভাবাইবে এবং তাহার নেতৃগণের শৌর্য্য প্রদর্শনের সুযোগ হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রকৃত ইচ্ছা কি তাহাও আমাদের অবগত হইবার সুবিধা হইবে। আমি ভারতে ফিরিয়া আমার চিরচরিত অহিংস সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিব। [illegible]নীতিতে ভারতের পরাজয় সূচিত [illegible]বে। কিন্তু নিজের প্রতিরোধে [illegible]তের অদম্য শক্তি ও পন্থা বৃদ্ধি পাইবে যাহাতে ইংলণ্ড [illegible] শান্ত হইয়া উঠিবে।" গান্ধীজী এই ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, নূতন আন্দোলনে ইংলণ্ড বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উক্ত আন্দোলন পুরুষের [illegible] ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা হইবে না। উহা নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং বস্তুর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইবে।

বি, এন, রেলের ধর্ম্মঘট

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর বি, এন রেলের কারখানার তিনশত কারিগর এবং ৭০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, সম্প্রতি ইহাদিগের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়াছে এবং কারিগরেরা কার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দাবীমত উহারা বণ্ড সহি করিতে বাধ্য হইয়াছে

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরামের সহিত ১৪ই ডিসেম্বর প্রাতে ৭টার সময় গুজরাত মেলে এখানে আসিয়াছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত কে, এফ, নরীম্যান ও কংগ্রেসের অন্যান্য বন্ধু বোম্বাই সেন্ট্রাল ষ্টেশনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সর্দ্দারজী দুইদিন বোম্বাইয়ে থাকিবেন এবং গত ১৪ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের সহরতলী মাতুঙ্গায় হিন্দুস্থানী সেবাদলের মহিলাদের শিক্ষা শিবিরের ও তাহার পরদিন ভিলেপার্লেতে মহারাষ্ট্র সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

কুমিল্লায় কামিনী দত্ত গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে স্থানীয় এডভোকেট শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্তকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। কামিনীবাবু ত্রিপুরা জেলা কমিটীর অন্যতম ভাইস প্রেসি- তাঁহার বাড়ীও প্রায় ৭০ জন সশস্ত্র পুলিস ঘেরাও করিয়া করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী পক্ষে সওয়াল জবাব করিবার জন্য তাঁহার রাত্রিতে চট্টগ্রাম রওনা হইবার কথা ছিল।

১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে অনন্ত সিংহের ভগিনী শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবীকেও পুলিস কুমিল্লায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বগুড়ায় রবীন্দ্র স্মৃতি-উৎসব

বগুড়া হইতে প্রকাশ, আগামী ২৪শে ডিসেম্বর রবীন্দ্র স্মৃতি-উৎসব উদযাপনের জন্য ১১ই ডিসেম্বর বাণীভবনে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থির হইয়াছে যে, কবিকে এক অভিনন্দন দেওয়া হইবে এবং ঐ উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সভা, আবৃত্তি ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই

সুরাট হইতে প্রকাশ, বার্দ্দোলী তালুক সমিতির সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯২৮ ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের তদন্ত কালে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই বার্দ্দোলীর কৃষকগণের যে কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইবে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে বার্দ্দোলীর স্বরাজ আশ্রমে উক্ত অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইবে।

ভারত হাত ছাড়া না হয়

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দান করিবার পূর্ব্বে ঔপনিবেশিক অধিকার প্রাপ্ত দেশসমূহের সুবিধা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে কি না পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় স্যার এন, স্ট্যাক্‌ম্যান এই মর্ম্মে একটি প্রশ্ন করেন। উত্তরে মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে গত ২রা ডিসেম্বর তিনি এ-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। যদি কোন দেশ ওয়েষ্টমিনিষ্টার বিলের এলাকায় আসে, অন্যান্য উপনিবেশ যে পথে আসিয়াছে, সেই একই রীতির ভিতর দিয়া আসিবে।

জাপানে বিষম অবস্থা

টোকিও হইতে প্রকাশ, বিষম অবস্থার জন্য দেশের সর্ব্বত্র কোম্পানীর কাগজের বাজারগুলি অস্থায়ী ভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে।

বিরুদ্ধ দলের নেতা মিঃ ইনুকাই মন্ত্রি সভাকে এইরূপ বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন যে, স্বর্ণ রপ্তানী সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা শীঘ্রই আবার জারী করা হইবে বলিয়া লোকের নিশ্চিত ধারণা। ইহাই বিরুদ্ধ দলের নীতি।

স্বামী জ্ঞানানন্দ গ্রেপ্তার

গত রবিবার সকালবেলা শক্তিমঠের স্বামী জ্ঞানানন্দকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতা পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাকে প্রথমতঃ মুচীপাড়া থানায় নিয়া আটক রাখা হয়। পরে ২০০০৲ টাকা জামীনে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় অগ্নিকাণ্ড

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, বিগত ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ছাতনার অন্তর্গত শালচুড়ায় আগুন লাগিয়া প্রায় ২০টী গৃহ ও স্তূপীকৃত অনেক ধান ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।

৪শত ভারতবাসীর প্রত্যাবর্ত্তন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর সকালে 'উমজুমী' জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৪ শতের অধিক ভারতবাসী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৭ জন রাত্রিতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

ডাক রাণারকে গুলী

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, ১৪ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে নড়িয়া ডাকঘরের একজন ডাক হরকরা পোষ্ট অফিস হইতে প্রায় ৩ মিনিটের পথ ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইবার সময় কে বা কাহারা তাহার বাহুতে গুলী করে। আক্রমণকারীরা ডাকের ব্যাগ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখনও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ঐ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য মাদারীপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এখনও এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ডাক-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদন্ত করিবার [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

পাবনায় বিধবা বিবাহ

পাবনা হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শীতলাইয়ের শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীযুত কালীকুমার সেনের ভগ্নী শ্রীমতী শান্তিলতার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, সাগরীর জমিদার শ্রীযুত মহিমারঞ্জন সরকার, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, গীতাধ্যায়ী বি, এল, তাঁতিবন্দের জমিদার শ্রীযুত জগন্নাথ-গোবিন্দ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন অমূল্যপ্রসাদ মৈত্র এম, বি, প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহ উৎসবে যোগদান করেন।

হোটেলের মধ্যে ৫টা পিস্তল

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রিতে পুলিস লাহোর রেল ষ্টেশনের নিকট একটী হিন্দু হোটেলে হানা দেয়। তাহারা একটা আলমারি হইতে ৫টা পিস্তল ও কয়েকটা [illegible] পাইয়াছে। পুলিস ৩ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে আর একটি যুবককে হোটেলের বাহিরে কোন স্থান হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

একজন বাঙ্গালী যুবক হোটেলের একটা ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে [illegible] পলাতক। ধৃত যুবকদের নাম রূপেণলাল, কেদার নাথ বা মোহনলাল ও বল্লারাম।

বস্ত্রকল রক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

বাংলোর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর মহীশূর কাউন্সিলের কৃষ্ণরাজেন্দ্র বস্ত্র কলের জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ১৯২১ সালে উক্ত কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা হেতু ও অন্যান্য কারণে উহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। এই মৃত্যুন্মুখ প্রতিষ্ঠানের রক্ষা জন্য উক্ত অর্থ মঞ্জুর হয়। বে-সরকারী সভ্যগণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কিন্তু সরকারী ভোটের জোরেই উহা গৃহীত হয়।

Reg No C.15[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ... নবদ্বীপ।

অগ্রিম দেয় মূল্য — বার্ষিক ৯, ষান্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১, নগদ সংখ্যা ৵৫

প্রতি ইঞ্চ ১, প্রতি কলম ৬, অর্দ্ধ কলম ৩৸০, সিকি কলম ২, ... স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা পৌষ শনিবার ১৩৩৮, ১৯ই ডিসেম্বর ১৯৩১

কায়রোয় গান্ধীজী

কংগ্রেস সভাপতির ঘোষণা

দুই শত গৃহ ভুমিসাৎ

পুলিশ কর্ম্মচারীর কারাদণ্ড

নদীবক্ষে ডাকাতি

বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

চেয়ার ম্যানের অপমৃত্যু

মহিলা কর্ম্মির বোম্বাই যাত্রা

গ্রামে গুলী নিক্ষেপ

প্রকাশ্যে গুলী করিয়া হত্যা

৫জেনের প্রাণদণ্ডাদেশ

নানা কথা

কায়রোয় গান্ধীজী

কায়রো হইতে প্রকাশ, ১৬ই ডিসেম্বর মিশরের ওয়াফদ দলের নেতা নাহাস পাশা [illegible] পরিদর্শন করিবার জন্য মিশরীয় [illegible]তর পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতির ঘোষণা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দ্রুত সকরুণ [illegible] ঘটনা সকল একটির পরে আর একটি দেশবাসী আসন্ন সংগ্রামের আহ্বান লইয়া আসিতেছে। কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল গত ১৫ই ডিসেম্বর অপ[illegible] মাধববাগে মহিলা সভার বক্তৃতাকালে উল্লিখিত ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা [illegible]কোবাঈ বাজাজ ঐ সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুত পেটেল বলেন, মহিলাদের উচিত দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী বস্ত্র বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া। ইংলণ্ডের স্বাধীন রাজ্যে যদি 'বাই বৃটিশ' আন্দোলন প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলন আরও বহু মাত্রায় আবশ্যক।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে যুক্ত-প্রদেশে প্রচারিত নূতন অর্ডিনান্সের কথা উল্লেখ করিয়া সর্দ্দার পেটেল বলেন, উক্ত অর্ডিনান্স [illegible] অনাহার কৃষকের উদ্দেশ্যে রচিত [illegible] হইয়াছে। সরকার কেবলই কংগ্রেসকে [illegible]মূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু কংগ্রেস অপর পক্ষে গান্ধীজীর আগমনের অপেক্ষায় সরাসরি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত আছে।

দুই শত গৃহ ভুমিসাৎ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর ত্রিচিনোপলীতে প্রবল বন্যার উদয় হওয়ায় কুডম নদীর তীরবর্ত্তী ২ শতের অধিক গৃহ ভুমিসাৎ হইয়াছে। তুতি-কোরিন হইতে বন্যার প্রকোপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐই স্থানে [illegible] তীরে ২টি নারীর মৃতদেহ ভাসিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে।

পুলিশ কর্ম্মচারীর কারাদণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর মিঃ আবদুল হামিদ নামক জনৈক সহকারী দারোগা চুরি এবং জ্ঞাতসারে চোরাই মাল রাখার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যথাক্রমে ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন। গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় এই অভিযোগ তাহার জের। ঢাকার মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত এস, এন চট্টোপাধ্যায় উক্ত মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া শুনানীর পর উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হামিদকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গ্রামে গুলী নিক্ষেপ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই ডিসেম্বর নূতন অর্ডিনান্স বলে কয়েকখানি গ্রামে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন নেতার প্রতি নোটীশ জারী হইয়াছে। ইহারা কোথাও বক্তৃতা করিতে পারিবেন না বা বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারিবেন না। একটি গ্রামে গুলী চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহাতে কেহ হতাহত হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগণ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅধদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভবতারণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীজয়রাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৭ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবদ্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীগোপেশপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদ্বার কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চাষকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরায়চৌধুরী সেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীদীনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুলদুই শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীলকণ্ঠ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোবর্দ্ধন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী-ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল-পাট

কাঁঠালপুলি, ঢাকা, [illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫ ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার ২৪০ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

দিল্লী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবোপলক্ষে যুক্তপ্রদেশের মুখপত্র 'হিন্দুস্থান টাইম্স' গত ১২ই ডিসেম্বর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

DELHI GAUDIYA MATH CELEBRATIONS

Delhi, Thursday

Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the founder and organiser-in chief of Sree Gaudiya Math, Calcutta, installed Radhagobindaji's Bigrahas in the Delhi Gaudiya Math, at present located in 3, Hailey Road, New Delhi, on the 6th December last. From early morning Kirtan, Jajnam and other devotional activities went on throughout the whole day and the temple was beautifully decorated for the occasion. Prasad was distributed to all without any distinction. Thanks are due to Lala Bhagirrathmal, who was kind enough to lend his house for the celebration of Paramhansaji's stay.

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল প্রবর্ত্তক ও স্থাপনকর্ত্তা পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে ৩নং হেইলি রোড্‌স্থিত দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন শ্রীনামসংকীর্ত্তন, হোম এবং অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা হয়। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সমাগত সকলকেই সমভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের জন্য ও শ্রীল পরমহংস মহারাজের অবস্থানের জন্য একটী বাড়ী প্রদান করায় শ্রীযুক্ত লালা ভগীরথমল বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

[illegible] অধ্যায় (ভক্তিময়)

... বাস্তব অনুশীলন সেই প্রকার—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে,
ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে;
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে,
মদ কৃষ্ণনাম গানে;
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥"

-রিপু পঞ্চকের বাস্তব অনুশীলন।

শ্রাম

ভক্তিশাস্ত্র ...
প্রাণের পূর্ণ অ...
থাকেন যে ...
আচারত ও ...
পূর্ণতার সঙ্গ...

... হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ... গোস্বামী ভক্তিময়, ... আচার্য্য মহাশয় ... বিনা তাহার বলিতে ... শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভাগবত ধর্ম্ম ... করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ নানাস্থানে শ্রীচৈতন্য ... ন এবং তদনুগত ... জীবের

আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের প্রারম্ভে বন্দনাগীত ও গুর্ব্বষ্টক ... হওয়ার পর শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অধিকারী নির্ব্বাচনকল্পে দৈব আসুর দ্বিবিধ জীবের ব্যাখ্যা করা হয়। দৈবগণই নির্ম্মৎসরভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ সম্বন্ধে রুচিবিশিষ্ট হন এবং তদ্বিপরীত অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট মৎসরগণ ভাগবত-ধর্ম্ম বিনাশের চেষ্টা করেন; কারণ মৎসরতা-ধর্ম্ম মানবেতর জাতির নিজস্ব স্বভাব। উহা নরাকার প্রাণীর ভিতরে অবস্থান করিয়া বাস্তব মনুষ্যদিগকে নর ও পশুদিগের সহিত পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। সেইজন্য আত্মকল্যাণকামী নরবৃন্দ মৎসরতাকে পরিত্যাগ করেন। শুধু তাহাই নহে মৎসর ভাবাপন্ন জনসঙ্গও তাঁহারা পরিহার করেন। বিশেষতঃ নির্ম্মৎসরগণ ভাগবত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অবশিষ্ট রিপু পঞ্চকের বাস্তব ব্যবহারে ভগবান্ "কৃষ্ণচন্দ্র" ভাগবতাকারে স্বয়ং উদিত হইয়া জীববৃন্দের হৃদয় গুহার ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামাদি কৈতবরূপ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন। তাহাতে দ্বিবিধ-গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত।

... ত্যাগ করি... ... করিতেছেন। যাহারা ... প্রবিষ্ট থাকি... বাধা সৃষ্টি ...

... গৃহমধ্যে ... শ্রবণের ... মৎসর- অতঃপর

করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম উদয় করান। ভাগবত শ্রবণে যে ফল, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নরমাত্রেরই ভাগবত শ্রবণে সদ্য সুকৃতি লাভ হয়। অন্যথা হৃদ্রোগ, কাম ও অনর্থ—গ্রাম্য পিপাসা নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত "রাসপঞ্চাধ্যায়" কাহারও পক্ষে শ্রবণ কীর্ত্তন বিধি নহে। ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত তপস্যা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত পূজা ও ব্রতাদি সংসাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত না হইলে, ইহ-পরকালে জীবের কোন প্রকার মঙ্গল হওয়ার আশা সুদূর পরাহত।

কীর্ত্তনান্তে সমিতির কার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ...

... ক কাসবাসী প্রসিদ্ধ ... কীর্ত্তনবাণী- ... কারত

কীর্ত্তনীয়া ও ব্রহ্মচারী সহ বিহার প্রদেশে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। কতিপয় দিবস স্বামীজী বিহার প্রদেশস্থিত ভাগলপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের নিকট ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি তিনি হরিকথা প্রচারোদ্দেশে মুঙ্গের অভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অধিক সত্তের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মহৎ হলের প্রথমার জন্য ৬ আঃ শিশুকে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমগ্র ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ধর্ম্মপ্রাণ যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া

পথ্যাদি রোগীদের খরচ

[illegible] জন্য এক [illegible] ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাওয়াল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মী প্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ট্রেণে দুর্ঘটনা

সাসাপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রাতে আরা ও বক্সারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আপ পঞ্জাব মেল ট্রেণে একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তাঁহার একজন সঙ্গী যাত্রীকে রিভলভারের ব্যবহার বুঝাইয়া দিতে ছিলেন, এমন সময় রিভলভারটির মধ্য হইতে গুলী বাহির হইয়া যায়। ফলে তাঁহার বাম উরুতে আঘাত লাগে। বক্সারের রেলওয়ে ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি মোগলসরাইএ পৌঁছিলে তাঁহাকে বারাণসী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ্যে গুলী করিয়া হত্যা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই ডিসেম্বর থায়েটমিও হইতে স্থানীয় দস্যুগণের ভীষণ রকম অত্যাচারের কাহিনী শুনা যাইতেছে। সেখানে বিদ্রোহীরা অর্থের লোভে গ্রামবাসীদিগকে অপহরণ করিয়া আটক রাখিয়াছে। সম্প্রতি উহারা দুই জন গ্রামবাসীকে বন্দী করে এবং প্রকাশ্যে তাহাদিগকে গুলী করিয়া নিহত করে। পরে উহারা কয়েকখানি বাড়ীতে অগ্নি প্রদান করে এবং একজন গ্রাম্য মোড়লকে জীবন্ত দগ্ধ করে। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উক্ত দস্যুদল তাহাদের সহিত চারিজন গ্রামবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং গ্রামের প্রান্তে গিয়া উহাদিগকে নিহত করে।

নদীবক্ষে ডাকাতি

তিনেভেলী জিলার তাইপার নদীতে সম্প্রতি জলদস্যুরা এক ডাকাতি করিয়াছে। এই ডাকাতির ফলে ১০ জন লোক জলমগ্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪ জন নারী ও ১টী শিশু বালিকা ছিল।

প্রবীণ কংগ্রেস কর্ম্মীর মৃত্যু

পাবনা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই ডিসেম্বর টাউন হলে শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, এর সভাপতিত্বে পাবনা বারের প্রবীণ উকিল এবং জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সান্যাল, এম. এ, বি, এল, এর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, শিতলাইয়ের জমিদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র, সভাপতি ও অপর কয়েকজন সভায় বক্তৃতা করেন।

আনন্দ ভবনে খানাতল্লাস

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর যুক্ত প্রদেশের নূতন অর্ডিনান্সের বলে অপরাহ্নে 'আনন্দ ভবন' 'স্বরাজ ভবন', কংগ্রেসের জিলা ও টাউন অফিস অভ্যুদয় প্রেস প্রভৃতি স্থানে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। তল্লাসের ফলে কর বন্ধ আন্দোলন শীর্ষক কতকগুলি হ্যাণ্ডবিল ও অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক পুলিস হস্তগত করিয়াছে।

আনন্দ ভবনে যখন খানাতল্লাস হয় তখন জহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী কমলা নেহরু বাটিতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে মতিলালজীর জামাতা শ্রীযুত আর, এস, পণ্ডিত খানাতল্লাসের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়েন।

মহিলা কর্ম্মীর বোম্বাই যাত্রা

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের সহরতলী মাতুঙ্গায় হিন্দুস্থানী সেবাদল হইতে স্বেচ্ছাসেবিকাদের যে শিক্ষা শিবির খোলা হইতেছে, তাহার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিহারের প্রসিদ্ধা মহিলা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্তা চন্দ্রাবতী দেবী মজঃফরপুরের একজন মহিলা কর্ম্মীর সহিত বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

মহান্তের দণ্ড

ভাগলপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর বৈদ্যনাথের মন্দিরের মহান্তের প্রতি আবগারি আইন অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা, অন্যথা আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আরও দুই জনের প্রতি ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

---

৫ জনের প্রাণদণ্ডাদেশ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই ডিসেম্বর থায়েটমিও জেলায় বিদ্রোহীদের কার্য্যাবলী সম্পর্কে পকোই ডাকাতির মামলা বলিয়া খ্যাত মামলায় ৫ জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের এবং ৭ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইজন আসামীর মধ্যে একজন অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাকে বোরষ্টাল স্কুলে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অপর ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং বাণীগ্রাম খাদি আশ্রম ও সন্তান সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত যশোদানন্দন গোস্বামী বি, এ, বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য ব্যপদেশে প্রাতঃকালে এখানে আসিয়াছেন। কয়েকটি কবিরাজী ঔষধ ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ ঔষধালয়ে প্রবেশ করিবার সময় স্থানীয় পুলিস তাঁহাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। তিনি গান্ধীজীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং এই মহকুমার একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা।

দাসী চুরির অভিযোগ

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায় নামক রঙ্গপুর জিলার জনৈক জমিদার নীলফামারীর একজন মুন্সেফের বাসা হইতে একজন দাসীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দাসী মুন্সেফের বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করে। জমিদার একজন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইবে বলিয়া তাহাকে আশা দেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে জমিদারের ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন ও ১ দিনের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল হইলে তিনি জরিমানার ৭৫০ টাকা হ্রাস করেন।

উক্ত দ্বিতীয় দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন ও মিঃ মল্লিক আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন ও জরিমানার টাকা প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মরিস কলেজ দুর্ঘটনা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মরিস কলেজে গুলীমারার সম্পর্কে প্রকাশ, অধ্যক্ষ মহাশয় বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অপরাধে নাকি ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবেন, সম্ভবতঃ ১৭ই ডিসেম্বর নাগপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলার শুনানী হইবে।

কাশ্মীরে গো-বধ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বর কাশ্মীর রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের ধর্ম্মগুরু মৌলভী মীরওয়াইজ কাশ্মীরের মহারাজের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গ গো-বধের সম্পূর্ণ বিরোধী। মৌলভী সাহেব ও তাঁহার দলস্থ মুসলমান এই রাজ্যে সংখ্যায় অধিক, রাজ্যের প্রাবলিসিটি অফিসার জানাইয়াছেন যে; অন্যান্য জিলা হইতেও এইরূপ বহু তার পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন তারে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গ্ল্যান্সি কমিশনের সমক্ষে এই কথায় আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

বন্দীদের প্রায়োপবেশন

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, ১৫ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলের ১৩ জন বিচারাধীন বন্দী কুখাদ্য ও অন্যান্য অভাব অভিযোগের প্রতিবাদস্বরূপ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

চেয়ারম্যানের অপমৃত্যু

বেনারস হইতে প্রকাশ, ১৫ই ডিসেম্বর বেনারস জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর কুমার কাল্লেব নন্দলাল সকালে তাঁহার বাটীর চত্বরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন দেখা যায়। এইরূপ অনুমান হয় যে, তিনি রাত্রিকালে দোতালা হইতে নামিবার সময়ে হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর হইয়াছিল ও তিনি একজন হৃষ্ট ও বলিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় আদালত প্রভৃতি বন্ধ ছিল।

প্যারিসে পণ্ডিত মালব্য

প্যারিস হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্নকালে তথায় পৌঁছিলে প্যারিসের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি প্যারিসে তিনদিন থাকিবেন, তৎপরে তিনি বার্লিন এবং রোমে গমন করিবেন। তাহার পরে ভারতে যাত্রার জন্য জাহাজে উঠিবেন।

Reg No C.1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্য :
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই পৌষ সোমবার ১৩৩৮, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর বাণী

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা

বিঠলভাই ও গান্ধীজী

আটজন বিদ্রোহীর ফাঁসী

গান্ধীজীর পোর্টসৈয়দ যাত্রা

পল্লীগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি মানব

চরকা না কামান

৭৫ বৎসরের বর এবং ৭২ বৎসরের কনে

পিতার হাতে পুত্রের মৃত্যু

নানা কথা

গান্ধীজীর বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী বলেন, আমি এখনও হতাশ হই নাই। এক দিন না একদিন এই সংখ্যার লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমার আশা আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই পুনরুল্লেখ আমি এখানে করিতেছি। যতদিন বৈদেশিক শাসন সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়কে বা শ্রেণী হইতে শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়া রাখিবে, ততদিন উহার কোনও প্রকৃত সমাধান সম্ভবপর হইবে না, ততদিন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে স্থায়ী কোনও সদ্ভাব স্থাপিত হইবে না, এ অবস্থায় যে সমাধান হইবে তাহা ঐ কাগজে কলমে যাহা থাকিবে, কার্য্যতঃ কিছু হইবে না। কিন্তু যখনই আপনারা শাসনের খরধার তরবারি অধিকার করিয়া লইবেন, সেইমাত্র উহার সমাধান হওয়া সম্ভব হইবে।

আপনারা কি মনে করেন যে, সাংসারিক সম্বন্ধ, পারিবারিক প্রীতি, একই মাতৃভূমির সন্তান—এ সবই কিছুই কি কার্য্যকরী হইবে না?

আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, ইংরেজগণের ভারতে আবির্ভাবের সময় হইতেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে। যখন এই দুর্ভাগ্যসূচক কৃত্রিম অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, বৃটেন ও ভারতের স্বাভাবিক সম্বন্ধে পরিণত হইবে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্বন্ধে যদি কখনও পরিণত হয়, যাহা যে কোন পক্ষ ইচ্ছামত ছিন্ন করিতে পারিবেন, তবে তখন আপনারা দেখিতে পাইবেন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, শ্বেতাঙ্গ, দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়, অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় সম্প্রদায় পরস্পর একতাসূত্রে বসবাস করিতেছেন।

বিঠলভাই ও গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর গান্ধীজীর সহযাত্রীরূপে ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত বিঠলভাই পেটেল ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন।

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে মিষ্টার গেভিন জোন্স প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, অবস্থা এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষ যাহাতে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র করিতে পারে তজ্জন্য বৃটিশ সরকার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি আশা করেন, ভারতীয়েরা উহা পাইবার জন্য একত্রে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও আশা করেন যে, বৈঠকের নিযুক্ত কমিটীগুলি শৃঙ্খল উন্নত ও সংহিত ভারত রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যারম্ভ করিবে।

কংগ্রেসের ভাবগতি সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ভারতের উন্নতির জন্য কংগ্রেস যদি নিয়মসঙ্গত উপায়ে কার্য্য করিতে ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

আমার বিশ্বাস, সরকার আইন-অমান্যের চেষ্টা ও বিপ্লবমূলক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করিবেন।

দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদলের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি রক্ষণশীলদলের বিরোধীতার বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিকে একটা লাভ বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধনেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅধমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুচানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীঅশোককুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রী-মাদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাঁকুড়া পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচরণপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগদম্বাপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগবন্ধু ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার } ২৪১৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১২ই ডিসেম্বর শনিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ 'জীবের সংসার বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় যে একমাত্র মহতের সেবা' তাহা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

অনন্তর সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ভক্তিবিজয় ভবনের দ্বিতলগৃহে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিত্যমঙ্গলপ্রদ বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিতেছেন।

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সংসারে সকলেই সুখ লাভের প্রত্যাশী। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির আশা মনুষ্যাদি সকল প্রাণীতেই বর্ত্তমান। দুঃখের জন্য প্রার্থনা কেহই করে না। কিন্তু না চাহিলেও দুঃখ আপনা হইতেই আসিয়া উদিত হয়। ইহাই সংসারের স্বভাব।

দুঃখ কেহ না চাহিলেও সপুত্রক কুন্তীদেবী দুঃখকেই বরণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীভগবৎসমীপে এই কথা বলিয়াছিলেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

পাণ্ডবগণের দুঃখ উপস্থিত হইলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন। কিন্তু পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদানানন্তর ভগবান্ নিজ পুরীতে গমন করিতেছিলেন। ভগবদ্বিরহে অসহমানা কুন্তীদেবী তজ্জন্যই বিপদকেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের দর্শনাদি লাভ ঘটিলে দুঃখ কোনরূপেই থাকিতে পারে না। 'দুঃখ' বলিয়া কোন বস্তু প্রতীত হইলেও তাহা বাস্তবিক দুঃখ নহে। কেননা কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত
পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে
অবিদ্যা দুঃখ॥'

গত ৯ই ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদস্থ কটরা নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'জীবগতি' বর্ণন করেন।

আমরা বিদ্যাভিমানী হইয়াও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্য আত্মতত্ত্ব দর্শনে অন্ধ আমাদের চক্ষু প্রকাশ করিবার জন্যই উদিত হইয়াছেন।

জীবগণ সংসারে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনে, পশু, বিত্ত প্রভৃতিতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া মোহবশতঃ নিজ দেহে আত্মবুদ্ধি এবং অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তিকে আমার বুদ্ধি করিয়া তাহাদের ভরণপোষণেই জীবন অতিবাহিত করে। পরিশেষে জীবনান্তে যমরাজের নিকট গমন করিয়া নিজের কালাতিপাত করার জন্য নানা প্রকার শাস্তি ভোগ করে।

পুনরায় কর্ম্মফলে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া তথায় দশমাস দশ দিন কাল অবস্থান পূর্ব্বক আবার সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে কোন কোন ভাগ্যবান্ জীবের নিজ শত জন্মের অবস্থা স্মরণপথে উদিত হয়। তখন সে ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া পুত্রাদির ভরণপোষণে ও ইতরকর্ম্মে নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সকল নিযুক্ত করিয়া রাখার জন্য পরিতাপ করিতে থাকে এবং বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইতে থাকে।

হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মেই জীব সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ইহা শ্রোতৃবৃন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে ক্রমান্বিত পাঠ করিয়াছেন। পাঠপ্রসঙ্গে তিনি পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক ধ্রুবের ভগবদ্ভজনের দৃঢ়তা এবং ভগবদ্ভক্তের কৃপার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পাঠের সারমর্ম্ম এই যে—

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র উপায়—ভক্তকৃপা। যদিও কাহারও প্রতি আকস্মিকী ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে কিন্তু ভক্তকৃপাবলেই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎকরুণা লাভই স্বভাবতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহারা ভগবদ্ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সে-চেষ্টা কোনক্রমেই ফলবতী হয় না, পরন্তু তাহাদিগকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং 'দাম্ভিক' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

অনেকে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এই গীতোক্ত শ্লোকের বিকৃতার্থ করিয়া মনে করেন, যার যেমন ইচ্ছা তিনি সেইরূপ ভাবেই ভগবানকে ভজন করিতে পারেন বা সেইরূপেই ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিবেন, কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ মহাভাগবত জড়ভরত রহূগণকে বলিয়াছেন,—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible], তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible]র সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible], অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible] উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৲।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত [illegible] শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible]রের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত আভাসের সংযোজিত। অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible] স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible] অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible] বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible]। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible]৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible]সার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া [illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible], বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বক্তৃতা-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ[illegible]ের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কল্প ও প্রাকৃত সঙ্কল্প, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড** শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্তবাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

৭৫ বৎসরের বর এবং ১২ বৎসরের কনে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিসেস টি, ই, ক্লেগহর্ণ নাম্নী ১২ বৎসরের এক বিধবার সহিত ৭৫ বৎসর বয়ীয় বিপত্নীক লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জন্ এণ্ডার্সনের বিবাহ হইয়াছে। কর্ণেল এণ্ডার্সন আফগান যুদ্ধের সময় চিকিৎসা বিভাগে খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কেন্সিংটন রেজেষ্ট্রী অফিসে এই বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং বিবাহের সময় ১২ বৎসরের "কনে" ছোট্ট একটী লাজুক মেয়ের মত সলজ্জভাব দেখাইয়াছিলেন। তিনি ফটোগ্রাফারদিগকে ফটো তুলিতে দেন নাই, মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন।

চরকা না কামান

গান্ধীজী ৬৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিলাতের গান্ধী-সোসাইটীর পক্ষ হইতে গত ২রা অক্টোবর তারিখে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদের কক্ষে গান্ধীজীকে একটি চরকা উপঢৌকন প্রদত্ত হয়, উক্ত চরকাটি গান্ধীজীকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উক্ত সোসাইটীর পক্ষ হইতে ডাঃ যতীন্দ্রনাথ দে, সোসাইটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং লণ্ডনের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও শ্রীযুক্ত পুরী, সোসাইটীর সহকারীগণ আবাস স্থবন কংসাল ভবনে উপস্থিত হইলে তথায় এক হাস্যকর ব্যাপার ঘটে বলিয়া সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, চরকাটী প্রদান করিবার জন্য যেদিন ডাঃ দে ও শ্রীযুক্ত পুরী ঐ স্থানে টাউনহলে উপস্থিত হন সেইদিন মোটর হইতে চরকাটি লইয়া তাঁহারা অবতরণ করিলে উহার আকার দেখিয়া তথায় গান্ধীজীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য যে দুইজন গোয়েন্দা পুলিশ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা একটু বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাঁহার চরকার চক্রাকার আকৃতি দেখিয়া উহাকে ভারতীয় কলের কামানের সদৃশ বস্তু বিশেষ বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। সেই অনুমানের ফলে, তাঁহারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং উহা কি বস্তু তাহা সঠিক ভাবে অবগত হইবার জন্য উহার উপর বৈদ্যুতিক টর্চ লাইট যোগে ঘন ঘন আলোক সম্পাত করেন। ঐ অদ্ভুত আকৃতির বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্য কিন্তু তাহাতেও প্রশমিত হয় না। অবশেষে উহার উপর যে ফলকে উক্ত চরকার বিবরণ লিখিত ছিল, তাহা বার বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তবে তাঁহাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়।

পল্লীগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর রাঁচির সংবাদে জানা যায় যে, সহর হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ভিদা নামক একটী পল্লীগ্রামে ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর আসান কোসালী সদলবলে হানা দিয়াছিলেন। তথাকার অধিবাসী লালরাম নেমনিটের বাড়ী হইতে একটী গুলীভরা রিভলভার এবং ভাঙ্গা বন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অস্ত্র আইন অনুসারে ইহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইতেছে।

বেলগাঁওয়ে পণ্ডিত জহরলাল

বেলগাঁও হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর মিরাজ হইতে বেলগাঁও পর্য্যন্ত সকল ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল গত ১৮ই ডিসেম্বর সকালে তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ২০,০০০ লোকের এক বিরাট সভায় জেলা কংগ্রেস কমিটি ও সাবারাণপুর নারীর সেবা-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। গত ১৮ই ডিসেম্বর বৈকালেই পণ্ডিতজী সদলবলে মোটরযোগে হুবলী যাত্রা করিয়াছেন।

পিতার হাতে পুত্রের মৃত্যু

শিবদাস অধিকারী নামক এক ব্যক্তি তাহার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র গোবিন্দকে লাথি, কিল ও চড় মারিয়াছিল। তাহার ফলে পুত্রের মৃত্যু হয়। অতঃপর শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পিতাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। পিতা আদালতে হাজির হইয়া বলে, ছেলের প্লীহা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। এই অবস্থায় সে দোকান হইতে মিষ্টি কিনিয়া খাইয়াছিল। ইহাতে অপকার হইবে বলিয়া পিতা পুত্রকে শাসন করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্রের বর্দ্ধিত প্লীহা ফাটিয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হয়। বিচারক পিতাকে ১৫৲ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, অনাদায় এক মাস কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পার্শ্বেল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ১৬ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পেনিনসুলার রেলপথের উত্তরপূর্ব্ব রেল লাইনে গত ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে আন্দাজ চারিটার সময় এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। থগুবিলের নিকটে ডাউন আর্থ ইষ্ট পার্শ্বেল এক্সপ্রেস ট্রেণখানি লাইন হইতে পড়িয়া যায়। ইহাতে জনৈক রেলকর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত এবং অপর ৭ জন সামান্যরূপে আহত হইয়াছেন।

দুর্ঘটনার ফলে উত্তর রেল লাইনের ট্রেণ চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়াছে। তবে সত্বর পথ পরিষ্কার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আসামীর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

হোসিয়ারপুর হইতে প্রকাশ, ১০ই ডিসেম্বর আদমপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত গুদিৎ সিং, রাখারাম ও বিশ্বম্ভর দাসের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট যথাক্রমে ১৪, ১০ ও ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

বীরকুৎসায় ধৃত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, ১৬ই ডিসেম্বর বীরকুৎসায় ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মানসগোবিন্দ সেন অতুল চক্রবর্ত্তী এবং শঙ্করাচার্য্য মৈত্রকে দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৫০ টাকা করিয়া জামিনে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জামিনে মুক্তি লন নাই। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে মামলার শুনানী হইবে।

সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি মানব

জিয়েল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মানব—উচ্চতা ৮ ফিট এবং আলেক্স জেনিগ্রেড সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি মানব, উচ্চতা ৮ ইঞ্চি। দুইজনেই পরস্পরের বন্ধু।

খাদে সৈনিকের মৃতদেহ

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই ডিসেম্বর কাম্পতিতে (মধ্যপ্রদেশে) ডিউকঅব ওয়েলিংটন রেজিমেণ্টের গিফটন নামক এক সৈনিকের মৃতদেহ সোলাপুর রোডের অদূরবর্ত্তী এক খাদে গত ১৮ই ডিসেম্বর ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দেহটী অতিরিক্ত পরিমাণে সিক্ত হইয়া যাওয়ায় সৈনিকটীর মৃত্যুর কারণ কিছুই বুঝা যায় নাই। মৃতদেহটিতে কোনরূপ আঘাতের চিহ্নও বুঝিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ হঠাৎ জলে ডুবিয়া যাওয়ার ফলেই এইরূপ কাণ্ড ঘটে। উক্ত বিষয়ে তদন্ত হইতেছে।

গান্ধীজীর পোর্টসৈয়দ যাত্রা

পোর্টসৈয়দ হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর গান্ধীজী বিপ্রহরে তথায় পৌঁছেন এবং কয়েকটী ডেপুটেশনের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিশরের ওয়াফদ দলের একদল প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফারদের অনুরোধক্রমে তিনি ফটো লইবার জন্য সুবিধাজনকভাবে দাঁড়ান এবং কয়েকজনকে নিজের হস্তাক্ষরের সহি দান

আটজন বিদ্রোহীর ফাঁসী

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর আলানতাং বিদ্রোহ মামলায় সাত জন আসামীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গত ২০শে ও ২১শে তারিখে থারাবডি জেলের মধ্যে উঁহাদের ফাঁসীর দিন স্থির হইয়াছে। বিদ্রোহী নেতা সায়াসানকে লইয়া ব্রহ্ম বিদ্রোহীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত আট জনের ফাঁসী দেওয়া হইল।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

খুলনা হইতে প্রকাশ যে, গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসেমী খুলনায় পৌঁছিয়া সোজা বাগেরহাট যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে প্রায় ১০॥ টার সময় একটী জনসভায় বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা পুনরায় সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসেন এবং স্থানীয় গান্ধী পার্কে একটী বক্তৃতা দেন। তৎপরে রাত্রে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ

রংপুর হইতে প্রকাশ, ১৩ই ডিসেম্বর কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কের অডিটর বাবু যোগেশচন্দ্র চাকীকে পুলিশ মহকুমা হাকিমের এক পরোয়ানা বলে ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতৎসম্পর্কে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইল। ধৃতগণকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ১৭ই তারিখ উঁহাদের মামলার শুনানী হইবে। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বাবু সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অপর একজন কেরাণী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুদিন পূর্ব্বে এতৎসম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহারা জামীনে খালাস আছেন।

টেলি-

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
½ কলম ৩।০
প্রতি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিমদেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ✓৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩১

স্থানীয় কথা

রাণাঘাটে ডাকাত গ্রেপ্তার

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর জনৈক ডাকাতের স্বীকারোক্তির ফলে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান ও পার্শ্ববর্তী জেলা হইতে একদল ডাকাত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে বন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

পিকেটীংয়ে গান্ধীজীর যোগদান

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ১৯শে ডিসেম্বর গান্ধীজী সেবিকাদের মধ্যে অনেক সময় কাটাইবেন এবং আশা করা যাইতেছে যে, বিদেশী ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য তখন যে ভাবে পিকেটীং আরম্ভ করা হইবে, ভবিষ্যতে সর্ব্বদা সেই ভাবে পিকেটিং চলিবে। ভারতে পৌঁছিবার পর দেশসেবকদের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ করিবার এবং যে ভাবে পিকেটিং চালান উাহার উচিত তিনি নিজে যাহাতে তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন, এমন বন্দোবস্ত করা হইয়েছে।

রাণাঘাটে ডাকাত গ্রেপ্তার

গাড়াগে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

পিকেটিংয়ে গান্ধীজী

বোমার মধ্যে ভীতিপ্রদর্শক চিঠি

গবর্ণমেণ্টের গোপন চিঠি

ইরাবতীতে শোচনীয় দুর্ঘটনা

মোটর চাপায় মৃত্যু

ভারতে গোলটেবিলের কমিটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য

অর্ডিনান্সের কবলে ৭ জন যুবক

চীনে ছাত্রের দাঙ্গা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

গাডাগ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার হার্ডিকর গত ১৯শে সন্ধ্যা হুবলী হইতে গাডাগে পৌঁছেন। ষ্টেশনে একটী বিরাট জনতার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে পণ্ডিতজীকে অভিনন্দনপত্রের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল মোটরযোগে জাকালী রওনা হইয়াছেন; তথা হইতে তিনি বগলকোটে যাইবেন। শ্রীমতী কমলা দেবী প্রভৃতি সোজাসোজি ট্রেণযোগে বগলকোট যাইবেন।

গবর্ণমেণ্টের গোপন চিঠি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর "বোম্বে ক্রনিকেলে"র রাজনৈতিক সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই মর্ম্মে বেজায় গুজব রটিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে আদেশ জারি করিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ যে, কর্ত্তৃপক্ষকে গোপনে এই মর্ম্মে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, গত বৎসর যে সমস্ত অতিরিক্ত পুলিশ সংগৃহীত এবং পরে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে যেন পুনরায় গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি ভারত-সরকার যে ২০ হাজার লাঠির ফরমায়েস দিয়াছেন, সেগুলিও এই জন্যই নাকি প্রস্তুত রাখা হইতেছে।

বিভিন্ন স্থানে "দিল্লী-চুক্তি" ভঙ্গ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে কংগ্রেসের পশ্চাতে লাগিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ফরিদপুরে ডাক লুণ্ঠন

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নদীয়ায় যে ডাক লুণ্ঠন হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে। ষ্টিমার ঘাটটী পোষ্টাফিস হইতে তিন মিনিটের রাস্তা। উক্ত ষ্টীমার ঘাটে ডাক লইয়া যাইবার সময় অতর্কিতভাবে ডাকহরকরার দক্ষিণ বাহুতে বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ হয় এবং দস্যুগণ ডাকের থলিয়াগুলি লইয়া প্রস্থান করে। উক্ত থলিয়াগুলিতে নদীয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী পোষ্টাফিসের কয়েকটি ইন্সিওর করা দ্রব্য ছিল, ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানিতে পারা যায় নাই। প্রকাশ, প্রায় ২০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আহত ডাকহরকরা মাদারীপুর দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসাধীন হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার } ১৪২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পশ্চিম-প্রান্তে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতির জন্য গুরু-গৌরাঙ্গসেবৈকপ্রাণ শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থের দ্বারা একটী দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ঐকান্তিক যত্নে গত ১৯শে ডিসেম্বর শনিবার দিবস বিবিধ বাদ্য ও সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের 'ভক্তিবিজয় ভবন' প্রবেশোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বেলা ১২৷৷০ সাড়ে বার ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের সেবকবৃন্দ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন সহযোগে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ভবনে শুভবিজয় করিয়া পরিক্রমান্তে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইলে ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন, মঠসেবক ও ছাত্রবৃন্দ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীল প্রভুপাদ "ভক্তিবিজয় ভবনের" প্রকৃত অর্থ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। সময়ান্তরে ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

সন্ধ্যার পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রমুখ অনেক জন ভক্ত আসিয়া উক্ত মহোৎসবে যোগদান করেন।

অতঃপর উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই বিবিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ সহরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তথায় সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ভদ্রলোক, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কতিপয় সেবক ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের মহান্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

স্বামিজী বুঝাইয়া দেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচারী যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে তিনি নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না।

বর্ণাশ্রমাচারী অপেক্ষা যিনি সমস্তকর্ম্মাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন তিনি শ্রেষ্ঠ; তাহার অপেক্ষা 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্রেষ্ঠ। আবার জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা যিনি "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" ইত্যাদি বিচার অবলম্বন করেন তাঁহার শুদ্ধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

তাহার পর স্বামিজী শুদ্ধ নামাশ্রয়ের বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন ও শ্রীব্রহ্মহরিদাসের অনুগ্রহে বেশ্যার শুদ্ধাভক্তি লাভ সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

আদর্শ গৃহস্থ কিরূপে হওয়া যায়, গৃহস্থ এবং গৃহমেধীর পার্থক্য কি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেন যে, যাহারা ভোগলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা সংসারের প্রভু না হইয়া দাস হইয়া পড়ে।

জীবের ভোগলিপ্সা হইবামাত্র সে প্রকৃতিকে ভোগ করিতে চায়। সে ভুলিয়া যায় যে প্রকৃতি তাহার ভোগ্য নহে; ঈশ্বরই উঁহার ভোক্তা।

পরদিবস শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বলাখাল রাধাগোবিন্দ এম, ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ চক্রপাণি দাসাধিকারী বি, এ মহোদয়ের বাটীতে পদার্পণ করেন। সেখানে রাত্রিতে কীর্ত্তন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বলাখাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার দাস মহাশয়ের বাটীতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং কর্ম্মশক্তি আছে, কিন্তু আমরা সর্ব্বশক্তিমান নহি। একমাত্র ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান।

আমরা কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেও বাসনা দমন করিতে পারি না। পরমেশ্বরকে দর্শন করিবামাত্র বিষয়বাসনা নিরস্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার নিমিত্ত সম্পত্তির কিয়দংশ দিয়া ঠাকুর বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিই, কিন্তু তাহা ভক্তি-প্রসূত কার্য্য নহে। অধিকাংশ মঠ ও মন্দিরে শুদ্ধাভক্তির আদর নাই। ঐ সমস্ত স্থান প্রাকৃত সহজিয়াগণের আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাস্তব মুক্তি

(১)

যাহারা মোক্ষকাঙ্ক্ষী, সাধকগণ তাঁহাদিগকে মুমুক্ষু সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে নিস্তার পাওয়া অর্থাৎ সরল ভাষায় রোগ, শোক ও আধি মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তিকে মুমুক্ষুগণ মুক্তি বলিয়া জানেন। এই মুক্তিকামগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বৌদ্ধ, মায়াবাদী ও রাজযোগী। বৌদ্ধগণ মনে করেন যে, চেতন বা অনুভূতিই সকল দুঃখের মূল। জীবের যতক্ষণ চৈতন্য থাকে ততক্ষণই সে জন্মাবধি ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে। ঐ চেতনধর্ম্ম রহিত হইলে আর পুনঃ পুনঃ সংসারগতি লাভ করিয়া জন্ম-মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব চেতনকে নষ্ট করাই কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, পরম শুদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহাদের কোনই সংস্রব নাই। ইহাদিগকে শূন্যোপাসকও কহে। শূন্যই মূল বস্তু, তাহা হইতেই জগৎব্রহ্মাণ্ড যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে। শূন্য বলিতে কি বুঝায়? না, যাহাতে কিছুই নাই। সেই শূন্য চিন্তা করিতে করিতে চেতনবৃত্তি লুপ্ত হইবে। শূন্যেই জীবের অস্তিত্ব লয় হয়, তখন আর কোন প্রকার সুখ ও দুঃখের অনুভূতি থাকে না। বৌদ্ধগণের প্রার্থিত মুক্তির ইহাই স্বরূপ।

মায়াবাদিগণ মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করের মতানুগত। মুক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা করেন এস্থলে তাহাই আলোচ্য।

জীব ও জগৎ বলিয়া যে দুইটী বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়; বাস্তব পক্ষে তাহাদের ভিন্ন অস্তিত্ব কিছুই নাই, কিন্তু মায়াবশতঃ জীবগণের দৃষ্টিভ্রমে ঐরূপ ভিন্ন দর্শন হইতেছে।

ঐ ভ্রমদর্শন অপসারিত হইলে আমিই সেই বৃহদ্বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম এই জ্ঞান উদিত হইবে, ঘটাকাশ ভাঙ্গিলেই মহাকাশের সহিত সম্মিলন। তাহাদের একটী উক্তি এই প্রকার, যথা—

"জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।"

মায়াবাদিগণ চিদ্বিলাসবিগ্রহ সবিশেষ বিষ্ণুতত্ত্ব স্বীকার করেন না। অতএব ভক্ত, ভগবান্ ও ভগবল্লীলার সবিশেষ নিত্যত্বের পরমোপাদেয়তা তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় নহে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের উদ্দেশে কখনও কখনও তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, বিচিত্রতাহীন ইত্যাদি ভাবেন; অথচ যে তাৎকালিক সাধনের নিমিত্ত রূপ-কল্পনা তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ স্বার্থ সাধন জন্যই। এইরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলেই তাঁহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ হইল। তখন আর শোক, মোহ, ভয়, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ রহিল না। দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনের তাৎকালিক প্রভেদও বিদূরিত হইল। তখন জীব ব্রহ্মে লীন হইয়া সমুদয়ই ব্রহ্মময় দর্শন করিলেন। এই প্রকারে বিচিত্রতাহীন, নির্বিশেষ ব্রহ্মে মিশিতে পারিলে যাবতীয় জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ হয়। এইরূপ নিবৃত্তি লাভ করিতে হইলে যে কেবল শক্তি, শিব, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণুর রূপ কল্পনা করিয়া লইয়া ধ্যান করিতে করিতেই পরিণামে ব্রহ্ম লাভ হয় তাহা নহে; তাঁহাদের বিশ্বাস বৃক্ষ, পশু পক্ষী মনুষ্য অথবা কোন দেবমূর্ত্তির যে-কোন একটা রূপ ভাবিতে ভাবিতেই চিত্ত অচঞ্চলতা লাভ করিতে পারিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজযোগিগণ কৈবল্য মুক্তির প্রার্থী। তাঁহারা বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা নামক যে দুইটী পদার্থ আছেন তাঁহাদের পৃথকবস্থানই সকল যাতনার মূল। সাধন-ক্রমে পরমাত্মার সহিত নিজ আত্মার লয় সংসাধিত হইলেই কোনও কষ্টের কারণ থাকে না।

পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইবার তাঁহারা সাময়িক সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আর সাধনের কোনও আবশ্যকতা নাই। এই লয়সাধনের জন্যই যম, নিয়ম, আসন, রেচক, পূরক, কুম্ভক, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা। এই সমুদয় যোগাদি অবলম্বনে সাধক পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আর ত্রিতাপাদি থাকে না। তখনই তাঁহারা মুক্ত।

এই যে ত্রিবিধ মুক্তিবাদিগণের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল, ইহারা কেহই শ্রীভগবানের নিত্য সেবক ভক্ত নহেন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবায় ইঁহাদের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নাই। ইঁহাদের লক্ষ্য মাত্র সংসারজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ। ব্রহ্মানন্দ বলিয়া যে মুক্তিলাভ, নিত্য নব নব সুধাসিক্ত প্রেমানন্দ বা চিদানন্দরসের সহিত তাহারও কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। তাঁহারা অবিশুদ্ধ বুদ্ধিবশে চালিত হইয়া যতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করুন না কেন, তাঁহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থিত। পতিতপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

মুক্তি সম্বন্ধে মনোধর্ম্মিগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকিলেও অমল পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই জীবের প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

জীবের বিশুদ্ধ স্বরূপধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদাস্য, অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত হইয়া স্বভাব-ধর্ম্ম ত্যাগ হেতু তাঁহার নশ্বররূপ বিকৃত রুচি পরিদৃষ্ট হইতেছে। হরিসেবার প্রতিকূল সর্ব্বপ্রকার ইতর অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যে অবস্থান করিলেই স্বরূপাবস্থিতি-রূপ বাস্তব মুক্তি। শুদ্ধ হরিদাস্য ব্যতীত শুধু আত্যন্তিক ক্লেশ-নিবৃত্তিকে কখনই প্রকৃত মুক্তি বলা যাইতে পারে না।

বৈকুণ্ঠজন শ্রীহরিদাসগণ প্রাণপতির সেবাসুখরূপ পরমাভীষ্ট ত্যাগ করিয়া কখনও কৈবল্য-মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি অথবা শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের ন্যায় শূন্যপ্রাপ্তি কামনা করেন না। যথা শ্রীভাগবতে—

সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈক-
ত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-
সেবনং জনাঃ॥

ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে বাহ্যতঃ ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলন করিলেও নির্ম্মলা ঐকান্তিকী ভক্তিদেবী কখনই আবির্ভূতা হ'ন না।

মুক্তিবাঞ্ছা ভক্তির অতিশয় বিরোধী। সালোক্য, সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে আবার সাযুজ্য মুক্তি অত্যন্ত হেয়। তাহা হইলেও অন্য চতুর্ব্বিধ মুক্তিও ভক্ত অবজ্ঞাভরেই প্রত্যাখ্যান করেন।

শুদ্ধভক্তির সেবকগণ মুক্তি প্রার্থনা না করিলেও মুক্তি অত্যন্ত দীনভাবে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা দণ্ডায়মানা থাকেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে এতৎসম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর উক্তি আছে। যথা—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের মধুমত্ত মধুকর সদৃশ শুদ্ধ ভক্তগণই যথার্থ মুক্ত। কারণ তাঁহারা নিবৃত্ত-তর্ষ। নিত্য পরিবর্দ্ধনশীল চিল্লীলা-সুষমাপূর্ণ সেবানন্দে তাঁহারা অনুক্ষণ বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্ব্ববিধ তাপ-নির্ম্মুক্ত। সংসার-দাবাগ্নি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। উত্তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পদকমলের নখমণি-কিরণের দ্বারা তাঁহাদের সমুদয় দুঃখ ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছে।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল বেদব্যাস প্রভৃতি মহা-ভাগবত শ্রীল নারদ মহারাজের উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে তাহার প্রতিশ্লোক অপশব্দাদি-যুক্ত হইলেও অর্থাৎ প্রসাদ-গুণ না থাকিলেও সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, কেননা সেই নামসমূহ সাধুগণ, বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন ও শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন। যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবনপাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন; কেন না তাহাতে সত্ত্বপ্রধান-মনে স্থিতিশীল ও উশিক্ অর্থাৎ কমনীয় ব্রহ্মই যাঁহাদের ক্ষয় অর্থাৎ নিবাস-স্থল, তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না। মানস-সরোবরের কোমল-পদ্মবনবাসী রাজহংসসমূহ যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদি-পূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ উক্ত হরিকথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শব্দবিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করেন।

বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ ভারতবর্ষে, যথায় ভগবান্ বহু বার বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন, নাটক, নভেল ও গ্রাম্যবার্ত্তাবহের এত অধিক পরিমাণে প্রচলন হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রেণীর মানবগণ তাহাদিগের অধ্যয়ন প্রভাবে গাঢ় হইতে গাঢ়তরভাবে ভোগবুদ্ধি-সমাচ্ছন্ন হইয়া পরম মঙ্গলপ্রদ ভগবদ্ভক্তির পথ হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছেন। এ হেন বহির্ম্মুখতার প্রবল স্রোতকে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য বিষয় হওয়া উচিত। নতুবা জীবের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। ভগবৎকথার প্রচুর আন্দোলন ব্যতীত এবম্বিধ বহির্ম্মুখ-স্রোত খর্ব্ব হইবার নহে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারার্থব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ..০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, খণ্ড কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যমুক্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি লন, তাহাই পদ্যে লিখিত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লেক কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড— শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার প্রবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়যুক্ত পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, আত্মগ্লানি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, স্থান, তত্ত্ব, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাতকড়ি বাংলা সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সান্যাল বসু এম. এ. প্রাপ্ত (কাশ্মীর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]ের কবলে ৭ জন যুবক

গত শুক্রবার সকালে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস হওয়া গিয়াছে। পুলিশ তল্লাসের অন্তে সমসমেত ৭ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে লইয়া গিয়াছে।

উক্ত ৭ জন যুবকের মধ্যে ২ জনকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৩ জন যুবককে বাঙ্গালার নূতন অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, বাকী ২ জনকে কলিকাতায় সম্প্রতি যে অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংস্রবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উক্ত যুবকদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীযুত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি [illegible] নিবাসী বেলিয়াঘাটার একটি বস্তী হইতে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের একটী মেসে খানাতল্লাস হইয়াছে, পুলিশ তথা হইতে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। [illegible] মুখোপাধ্যায় নামক একজন যুবককে এই মেসে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য

এলাহাবাদ কর-বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদে একটী জনসভা বসিবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল: এই হেতু কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীর প্রতি এই মর্ম্মে নোটীশ জারি করা হইয়াছে যে, তাঁহারা ঐ দিন সন্ধ্যাকালে কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডনের প্রতি নূতন অর্ডিনান্স বলে গত ১৯শে ডিসেম্বরে এক নোটীশ জারি করা হইয়াছে। উক্ত নোটীশ জারি হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুত টাণ্ডন এখনও পর্য্যন্ত উক্ত জনসভায় সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিতেছেন। স্থানীয় পুরুষোত্তম দাস পার্কে এই জনসভার অধিবেশন বসিয়াছে। নূতন অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

সভায় শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু, লক্ষ্ণৌর শ্রীযুত মোহনলাল সাকসেনা [illegible] শ্রীযুত কে, ডি. পালিওয়াল বেরিলীর শেঠ দামোদরস্বরূপ প্রমুখ কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গত ১৮ই ডিসেম্বর ভূমি সুরক্ষা বিষয়ক সাব কমিটীর সভায় যোগ দিবার জন্য ইহাঁরা এলাহাবাদে আসিয়াছেন।

গত ১৮ই ডিসেম্বর সভায় এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক সর্দ্দার বি, ভীমমূর্ত্তি ও সারন তহশীল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত পি গোকুলপ্রসাদ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দুই জনের প্রতি ইতঃপূর্ব্বে ধারার নোটীশ জারি হইয়াছিল।

সভায় যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রোমে নরহত্যা

প্রোম জিলার কোন গ্রামে বিদ্রোহীরা ২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে।

রাত্রিকালে ২৫ জন বিদ্রোহী একটী গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করে। এই বাটীতে সরকারপক্ষের ২ জন সাক্ষী নিদ্রা যাইতেছিল। ইহারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আনীত একটী মামলার সাক্ষী ছিল।

আত্মরক্ষা করে কিন্তু অপর সাক্ষী

ও এক সাক্ষীর কোন আত্মীয়কে গুরুতররূপে জখম করে।

সরকারী ফৌজ সংবাদ পাইয়া ডাকাতদের অনুসরণ করে এবং পরিশেষে জনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

থাইয়েটমাইও জিলায় কতিপয় বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেসিন জেলায় একজন উল্লেখ ছাপদাতাকে মরা গিয়াছে। এই ব্যক্তি বিদ্রোহীদের দল গঠন করে।

বোমার মধ্যে ভীতিপ্রদর্শক চিঠি

পাটনা হইতে প্রকাশ ভাগলপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডর্পলিসের বাসভবনে সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, তথায় যে আর একটী তাজা বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার সহিত একখানা চিঠি গ্রথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত চিঠিতে লেখা ছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে আবার একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিবে। প্রাপ্ত বোমাটির আকৃতি একটী গোলো বলের দ্বিগুণ।

চুক্তি ভঙ্গ করিল কে?

মাদ্রাজ হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চুক্তি সর্ত্ত ভঙ্গের যে অমূলক অভিযোগ সরকার পক্ষ আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। গত ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত কে, এফ নরীম্যান মাদ্রাজ কংগ্রেস ভবনে এক জনসভায় উল্লিখিত মর্ম্মে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দৃঢ়তা এবং সততার সহিত চুক্তি পালন করিয়াছে।

শ্রীযুত নরীম্যান বলেন, এ বিষয়ে তিনি এবং কংগ্রেসের সভাপতি চুক্তির সৃষ্টিকর্ত্তা লর্ড আরউইনের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। চুক্তি ভঙ্গ সরকার কিংবা

তাহা বিচার করিয়া বলিতে পারিবেন।

শ্রীযুত নরীম্যান গত ১৮ই শুক্রবার দিগ রাত্রিতে যুব সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিরুপুর যাত্রা করিবেন।

মাদ্রাজে শ্রীযুত নরীম্যান

মাদ্রাজ হইতে ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুত কে, এফ, নরীম্যান তিরুপুরের পথে ১৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্নকালে তথায়

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে তিরুপুর যাইতেছেন। সেন্ট্রাল ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় কংগ্রেস ভবনে তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং তৎপরে তিরুপুর রওনা হন।

কুমিল্লায় আবার গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর স্থানীয় কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত অখিলচন্দ্র নন্দীকে খাড়ড়া হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ফয়েজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়টী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মোটর চাপায় মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর এগারগন সেতুর নিকট একটী লোক মোটর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। লোকটির নাম ধাম কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

চীনে ছাত্রের দাঙ্গা

নানকিং হইতে প্রকাশ, ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেছে। সহরে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। 'সেন্ট্রাল ডেলী নিউজ' পত্রিকার অফিসগৃহ উহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক আফিস আদালত ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে। চীনা সৈন্য দাঙ্গাকারিদিগের উপর গুলী চালাইয়াছিল, কিন্তু কেহ মরে নাই। গুলীতেও ভয় না করিয়া দাঙ্গাকারিগণ উৎপাত করিতে বিরত হয় নাই। বিস্তর দাঙ্গাকারী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ভারতে গোলটেবিলের কমিটী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের শেষে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ঘোষণায় ভারতবর্ষে তদন্তের জন্য গোলটেবিল বৈঠকের যে কমিটির বিষয় বলিয়াছিলেন, সেই কমিটিতে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের লর্ড লোথিয়ান সভাপতি হইবেন। এই প্রতিনিধিদল আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে মুলতান জাহাজে রওনা হইবেন এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব লীডস হইতে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত শ্রমিক সদস্য মেজর মিলনার ভোটাধিকার সম্পর্কিত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হইবেন।

প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী শ্রমিকদলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই মেজর মিলনারকে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। তবে মেজর মিলনার তাঁহার দলের সম্মতি লইয়া পরে প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দেন।

ইরাবতীতে শোচনীয় দুর্ঘটনা

রেঙ্গুণ হইতে, প্রকাশ যে, থারোটনি-স্থিত যোরহাপ ইনষ্টিটিউটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গর্ডন ট্র্যানফিল্ড ইরাবতীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। মিঃ ট্র্যানফিল্ড সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ — ২৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার — ২৪৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩।১২।৩১ তারিখে শ্রীকাশীধামস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া মঠাধ্যক্ষ প্রভুর সঙ্গে অনেক হরিকথা আলোচনার পর বলেন, "আমি দৈনন্দিন গীতা পাঠ করি, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম আমার বড়ই ভাল লাগে। ব্রহ্মচারীজী! শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত জানিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। এমন কোন গ্রন্থ আছে কি, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনী জানিতে পারা যায়? থাকিলে দিন, আমি ঘরে ব'সে ব'সে আলোচনা ক'রে পরমানন্দ লাভ করব।"

ব্রহ্মচারীজী বলিলেন, "আপনার এই পরমোৎকৃষ্ট বাসনার প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু ঘরে বসিয়া গ্রন্থ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবগত হওয়া যায় না।" ভদ্র লোকটী বলিলেন, "কেন যাইবে না, সাধারণের জীবনী পড়িয়া আমরা তাঁহাদের বিষয় বিশেষ অবগত হইতে পারি; সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণেরও জীবনী পড়িয়া, তিনি কি কি করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই অবগত হইতে পারিব।" তদুত্তরে ব্রহ্মচারী প্রভু শাস্ত্রযুক্তিমূলে, জলদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম, আর সাধারণের জন্ম কর্ম্ম এক নহে, কেন না শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন অজ এবং অচিন্ত্য বস্তু। অচিন্ত্য কাকে বলি ঐ দেখুন শাস্ত্রে বল্‌ছেন—'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ সেই অচিন্ত্য পুরুষের জন্ম কর্ম্ম সব অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত, অলৌকিক, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত।' 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥' সেই দিব্য জন্ম কর্ম্ম জানিতে হইলে দিব্যানুভূতি-বিশিষ্ট মহাপুরুষের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সমাহিতচিত্তে শুনিতে হইবে। ঐ দেখুন শ্রীচৈতন্যভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥'

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তাঁহার চরিত্র জানিলে আর তাঁহাকে জানিতে বাকী থাকে না। কেন না তাঁহার চরিত্রই তিনি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥' তাঁহার চরিত্রের এমনি বিচিত্র শক্তি যে, চিত্তমধ্যে চরিত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তদর্পণকে মার্জ্জিত করেন ও একাধিপত্যে নিজ চরিত্র-সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সে-চিত্তে আর অন্য কাহারও চরিত্র প্রবিষ্ট হইবার অধিকার রাখে না। এবম্বিধ অত্যদ্ভুত বিচিত্র চরিত্র জানিতে হইলে নিশ্চয়ই চরিত্রবান্ সাধুর নিকট যাইতেই হইবে।" এই প্রকার বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন যে স্বতন্ত্র পুঁথি পাঠ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্র জানা যায় না। ভদ্রলোকটী এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং নিজকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়া বলিলেন, "আপনার মুখ-বিগলিত সিদ্ধান্ত-বাণীস্রোত আমার অনেক দিনের বদ্ধ ধারণা ভাসাইয়া দিয়া এক নূতন বিজ্ঞানের স্রোত আনিয়া দিয়াছে।

গত ১২ই ডিসেম্বর জনৈক ভদ্রমহোদয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠাধ্যক্ষ প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর দর্শন করিতে পয়সা লাগে কি? আমি বৃন্দাবন গিয়াছিলাম সেখানে দেখিলাম ভেট না দিলে ঠাকুর দর্শন করিতে দেয় না। নবদ্বীপেও আমার এক আত্মীয় গিয়েছিলেন, সেখানেও দুই আনা, তিন আনা, চারি আনা, ভেট না হ'লে ঠাকুর-মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। তাঁহার সঙ্গে পয়সা কম থাকায় সকল ঠাকুরবাড়ীর দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না। তাহা হইলে একমাত্র ধনী লোকেই দর্শন করিতে পারিবে আর গরীব লোক পারিবে না, এরূপ কোন শাস্ত্রে আছে কি?"

মঠরক্ষক প্রভু বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, ভেট লইয়া ঠাকুর দর্শন করান বড়ই পাষণ্ডতার কার্য্য। ভগবানকে দর্শন করিতে গেলে পয়সা লাগে না। যদি পয়সাতে ভগবানকে বশীভূত করিতে পারিত তা'হলে ধনী লোকেরাই সকলে ভগবানকে কিনিয়া লইতে পারিত কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। একমাত্র ভক্তিতেই ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে বদ্ধ হন। সহর নবদ্বীপের যেখানে যেখানে বিগ্রহ সকল আছেন সেখানে সেবকগণ ভেট আদায় করেন, তাহা না করিলে তাঁদের সংসার চলে না। সেইজন্য তাঁহারা ভগবানের নাম করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে যদি যাইতেন, তাহা হইলে সেখানে নিম্ববৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূতিকাগৃহ দর্শন করিতে পারিতেন। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী তথায় যাইতেছেন এবং তথাকার নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিতেছেন। সেখানে ঐ প্রকার ভেট লইবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং উদরপূর্ত্তির দুর্ব্বাসনা রহিয়াছে, সেখানে ভেট আদায় করা প্রথা চলিতেছে।

ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন; আপনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মাধবেন্দ্রপুরীর কথা পাঠ করিয়া থাকিলে দেখিয়াছেন শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ তাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আরও শুনিয়া থাকিবেন শ্রীকৃষ্ণ একদিন দুর্য্যোধনের বাড়ী না গিয়া বিদুরের খুদ অতিশয় তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া লোভবৃত্তি করান চেয়ে অন্যায় কার্য্য আর কি হইতে পারে?"

ব্যবহার ও পরমার্থ

বৈষ্ণব নামে একটী জাতি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছে। জাতিবৈষ্ণব বলিলে সাধারণতঃ হিন্দু সমাজ হইতে পাতিত্যই বুঝায়। যে সমুদয় দোষে অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্যুত হইতে হয় জাতিবৈষ্ণবের সে সমুদয় দোষে জাতিচ্যুত হইতে হয় না। ইহা দ্বারা এক হিসাবে যেরূপ এক প্রকার যেন উদার নীতি সূচিত হয়, অন্য হিসাবে জাতিমর্য্যাদা যে অতিশয় ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে ইহাও স্বীকার্য্য।

বৈষ্ণবজাতির উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৈষ্ণব 'জাতিকে' বৈষ্ণব বলা সঙ্গত নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত বৈষ্ণব 'জাতির' কোন সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতেও পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে অভিহিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের অন্তর্গত জাতিগুলির অন্যতম নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় একমাত্র সার্ব্বজনীন শাস্ত্রবিহিত পারমার্থিক সমাজ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের ব্যবহারিক অসম্প্রদায়িকতার পরিচয়ে বলিয়াছেন যে তিনি কোন বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তাঁহার একমাত্র পরিচয় এই যে তিনি গোপীভর্ত্তার পদকমলযুগের দাসানুদাস।

বর্ণগত ও আশ্রমগত অভিমান জন্মমরণশীল দেহ মনে আত্মবুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী এবং আবশ্যকীয় পরিচয়। নিরুপাধিক আত্মার বর্ণই বা কি, আর আশ্রমই বা কি? দেহ ও মন বৈষ্ণব নহে। দেহ ও মন বদ্ধাবস্থায় যাহার কারাগার, সেই জন্মরহিত জীবাত্মাই মুক্ত অবস্থাতে বৈষ্ণব অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর সেবক। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় আত্মাকে জন্মমরণশীল দেহ ও মনের সহিত এক বিবেচনা করিয়া আত্মাকেও বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বিচার করে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বদ্ধ প্রতীতি-বিশিষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমুদয় বিধি মুক্ত প্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তির পালনীয় নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত দাসগণ নিজের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে বদ্ধাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া দেহ ও মনের সম্বন্ধ আদৌ অঙ্গীকার করেন না। পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, জাতি, বর্ণ, আশ্রম, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি কোন প্রকার দেহ ও মনের সম্বন্ধদ্বারা পরিচিত হইতে তাঁহারা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের দাসানুদাস এইরূপ অভিমান করেন।

যিনি বিষ্ণুর সেবা করেন সাত্বত শাস্ত্রানুসারে তিনি বৈষ্ণব। দেহ ও মনের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয় না। যাহার স্বরূপোপলব্ধি হইয়াছে একমাত্র তিনিই বিষ্ণুসেবার প্রকৃত অধিকারী। বিষ্ণুসেবক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণমাত্র নহেন। তিনি বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস অধিকারে অধিষ্ঠিত মুক্ত জীবাত্মা।

বিষ্ণুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় যাঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয় তিনিও বিষ্ণুসেবার অধিকারী। যে ব্যক্তি এরূপ ব্যক্তিকে বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বিচার করেন তিনি শাস্ত্রমতানুসারে 'নারকী।'

বিষ্ণুসেবালাভই বর্ণাশ্রম বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কালক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্যস্ত হইয়া জাতিবিভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান জাতিবিভাগের সহিত পরমার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান হিন্দু জাতিবিভাগসমূহ শৌক্রজন্মদ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম পারমার্থিক সংস্কারদ্বারা নিরূপিত হইত। শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত সজ্জনগণ মানবকে পারমার্থিক বৃত্তি বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিতেন। যাঁহারা বর্ণোচিত পারমার্থিক কর্ত্তব্য পালন না করিতেন তাঁহাদিগকে জীবদ্দশাতেই সবংশে শূদ্রত্বে অবনমিত করা হইত। বৃত্তবিচার ক্রমে শিথিল হওয়ায় শৌক্রবিচার প্রবল হইয়া বর্ত্তমান জাতিগুলির উদ্ভব হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা অযৌক্তিক বা অন্যায় নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতি 'উঠাইয়া' দিবার কিম্বা জাতি 'সংরক্ষণ' করিবার প্রস্তাব করেন নাই। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিই বিষ্ণুসেবা একমাত্র কর্ত্তব্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। যে কোন বর্ণে যে কোন আশ্রমে অবস্থিত, কিম্বা বর্ণাশ্রমের বহিঃস্থিত অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছকুলোদ্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তির—নরমাত্রেরই বিষ্ণুসেবার অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই একমাত্র কৃত্য বিষ্ণুসেবা।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

ছেলেবেলার জুজুর ভয় বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেছে, বহুকালের বর্গীর ভয় শাসনের দাপটে ছুটে গেছে, কিন্তু কলির এই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজত্বের ভিতরে একটা ভয় কাটছে না। কলির রাজত্বে দুষ্ট,

জন্মাধ্য শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনকারীর পক্ষে বিষ্ণুসেবালাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। বিষ্ণুসেবালাভের পরে বর্ণাশ্রমবিধি পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি এই সমুদয় কথার তাৎপর্য্য নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ভগবৎকৃপায় বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নরকের যাত্রী হইবার পরিবর্ত্তে পরমার্থপথের পথিক হইয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। সকল বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণগণ; অবৈষ্ণব হইলে সেরূপ ব্রাহ্মণের মুখদর্শনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।'

ফলকথা ব্যবহার ও পরমার্থ কথনই এক নহে। শাস্ত্রসমূহ সাক্ষাৎভাবে এবং পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে পারমার্থিক জীবনের স্বতন্ত্রতা অঙ্গীকার করিয়া শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্থান প্রবেশের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ ব্যবহারকেই পরমার্থ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রীয় বিধিগুলির সনাতন তাৎপর্য্য পরিহার করিয়াছেন। বহু দেবদেবীর উপাসনাও এই সমুদয় জড়ীয় চিন্তাস্রোতের দ্বারাই সমর্থিত এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিষ্ণুকে বহু দেবদেবীর অন্যতম কল্পনা করিয়া সাত্বত শাস্ত্র ও বেদান্ত প্রতিপাদিত একেশ্বরের অপ্রাকৃত সেবাধর্ম্ম মুখে মানিয়াও কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হইতেছে।

ব্যবহার পরমার্থের অনুকূল হইলেও উহা পরমার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পারমার্থিকগণের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত না হইলে আত্মার ধর্ম্ম অস্বীকৃত হয়। সনাতন পারমার্থিক আদর্শের স্বতন্ত্রতা জগতের সর্ব্বত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইবে না। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত একমাত্র সুসঙ্গত, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার দাসানুদাসগণের আচরিত ও প্রচারিত সর্ব্বজীবের সনাতন কর্ত্তব্য।

পান, স্ত্রী ও সুরা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে থাকতে যখন আবার কাতরূপ ভাঁড়াদের পারিষদবর্গ অনুব্রত, মদ, কাম, রজ ও নৈরাশ্যসমভিব্যাহারে আমাদের সঙ্গে মিশে সংসার গুলজার করলেন, তখন সোনায় সোহাগা হ'ল। এইরূপ সংসার গুলজার ক'রে আমরা বেশ নির্ভয়ে বাস করছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা ভয় এসে আমাদের বড় জ্বালাতন করে—সে ভয়টা জুজুর ভয় বা বর্গীর ভয়ের চেয়েও বেশী। সেই ভয়টা কি জানেন?—সেটা হচ্ছে ঐ প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যমঠ ও তার শাখা কলিকাতা মহানগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক মহোদয়গণের প্রচারকার্য্যের আনুসঙ্গিক কার্য্য 'ভিক্ষা'। উক্ত প্রচারের দ্বারা আদৌ ভয় হ'ত না, যদি ঐ প্রচারের পরে সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ একটা ভিক্ষা আদায়ের ব্যবস্থাটা না থাকত। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছাব্বিশটী মঠ তৈরী করেছেন বটে, তাহলেও আমাদের মত কলিহত জীবের চক্ষে সেগুলি বাঁশের কেল্লার মত বলে মনে হয়। অবশ্য ঐ সমস্ত মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পারমার্থিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদেরও বহুকালের সুদৃঢ় ভারতবর্ষব্যাপী তেরটী অপসম্প্রদায়ের যে সমস্ত দুর্ভেদ্য কেল্লা আছে এবং তাহাতে কালের আশ্রয়ে ও শিক্ষা। আমরা যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করেছি, তাহাতে বর্ত্তমানে হঠাৎ গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবদের ভয়ে ভীত হ'বার আমাদের আপাততঃ কোন কারণ ছিল না। ঐ সব কেল্লা দেখে আমাদের ভয় হয় না, কিন্তু ভয় হয় কেবল ওদের ঐ ভিক্ষার ঝুলি দেখে।

মশায়, গৌড়ীয় মঠের সব ভাল, ওরা লোক ভাল, ওদের স্বভাব চরিত্র ভাল, ওরা উচ্চশিক্ষিত, আচারপ্রচারকারী; ধার্ম্মিক, মিতাহারী, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ, আমাদের রাজা যে কাল তাঁহার স্থানপঙ্কের মর্দ্দনকারী—ওদের সব ভাল, কিন্তু ঐ একটা দোষ—ঐ একটা মহৎ দোষ ওদের আছে, যার জন্য ওদের কাছে যেতে সদাই ভয় হয়। ওদের বক্তৃতাগুলি বেশ হৃৎকর্ণরসায়ন, খুব শুনতে হচ্ছে হয় বটে, আর শুনতে না গেলেও রক্ষে নেই, তারপর যদি আবার বক্তৃতা শুনতে গিয়ে বক্তার সঙ্গে চোখোচোখী হয়ে মুখ চেনা হয়ে যায়, তা'হলে আরও মুস্কিল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি পরিশিষ্ট-সহ বঙ্গের-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও স্বহস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (১ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে. আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

অবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কালকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহুলার পাচন

[illegible] রক্তের অব্যর্থ মহৌষধ

রক্তদুষ্টের ও বধার জন্য ও আঃ [illegible] মনীভূত অবস্থায় বোতলে ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, পাইন্ট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী বাজার

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাহ্যপ্রয়োগের প্যাথলজি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট. বড়বাজার, কালকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈব প্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী [illegible]।

[illegible] অথবা এখানে আসিয়া রোগী দেখাইয়া

গরীব রোগীদের [illegible] বিনা খরচায় চিকিৎসা করা হয়। [illegible] টিকেট সহ নিজ ঠিকানায় [illegible] করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, [illegible]।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, গোপাল টোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কালকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কালকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) বসু ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছের সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ব্রহ্ম-পার্লামেন্টের বৈঠক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ; গত ডিসেম্বর প্রান্তে ব্রহ্ম-গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় বিভিন্ন সদস্য এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রীদের যুক্ত-দায়িত্ব থাকিবে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় দল হইতে মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে। উভয় পরিষদ হইতেই মন্ত্রী বাছাই হইবে, উচ্চ পরিষদ হইতে অন্ততঃ একজন মন্ত্রি নিযুক্ত হইবে। ভোট দ্বারা মন্ত্রীদের বেতন কমান যাইবে না, ৬ জন হইতে ৮ জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন এবং গবর্ণর রক্ষা কারণে মন্ত্রিসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রীদের বেতন এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, যাহার ফলে লোক অর্থের জন্য আকৃষ্ট না হইয়া স্বদেশ প্রেমের খাতিরেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হয়। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, মন্ত্রীরা উভয় পরিষদেই বক্তৃতা দিতে পারিবেন এবং নিম্ন পরিষদে তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে আস্থা-হীনতার প্রস্তাবের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহ

বৈকালের অধিবেশনে মেজর গ্রেহাম পোল গবর্ণরের সংরক্ষিত ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা করেন, তদনুযায়ীই ব্রহ্মদেশেও গবর্ণরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। তিনি বলেন যে শান্তি রক্ষণের সময়ের জন্য সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের আমলের বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনসমূহ, মুদ্রানীতি, রাষ্ট্রনীতি, উপাধি দান, ধর্ম্ম বিভাগ এবং সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের স্বার্থ লাটের হাতে সংরক্ষিত থাকিবে। তদুপরি কোন্ কোন্ বিষয় উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে তাহা [illegible] করিবার ক্ষমতা, সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, ব্রহ্মদেশের আর্থিক মর্য্যাদা রক্ষা ও ঋণ সম্পর্কিত ব্যাপারেও গবর্ণরের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

কোন কোন সদস্য প্রশ্ন করেন যে, সংরক্ষিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ কিরূপে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে। লর্ড পীল বলেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদে সংরক্ষিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ দিলেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে।

গত ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কমিটীর

গুলীর আঘাতে গুণ্ডানেতা নিহত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আমেরিকার বিখ্যাত গুণ্ডানেতা জ্যাক ডায়মণ্ড গত ১৮ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের অন্তর্গত আলবানি রাজ্যে গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

একজন ধনী ড্রাইভারকে অপহরণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া জ্যাক ডায়মণ্ড খালাস পাইয়াছিল এবং এই জন্য সে উৎসব করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে দুই জন অপরিচিত গুণ্ডা বেগে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তকে তিনটি গুলী বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

তাহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যেই সে আমেরিকার কুকীর্ত্তির জন্য প্রচুর "খ্যাতি" অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। কিন্তু গত আগষ্ট মাসে মদ্য নিবারণ আইন ভঙ্গের অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার, শাস্তি ও ২২৫০ পাউণ্ড জরিমানা করা হইয়াছিল।

এক বৎসর পূর্ব্বে সে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া ইউরোপে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু বেলজিয়ামের সীমান্তে প্রবেশ করিলে অধিবাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধরিয়া নির্ব্বাসন দেয়। অতঃপর নিউইয়র্কে আসে এবং একটি হোটেলের মধ্যে তাহার উপর অজস্র গুলী বৃষ্টি হয়; কিন্তু সেই গুলী বৃষ্টি হইতে সে আত্মরক্ষা করে। তাহাকে গ্রেপ্তার ও জামিন দেওয়া হইলে পুনরায় তাহার উপর গুলী বৃষ্টি হয়, কিন্তু এইবারও সে রক্ষা পায়।

গুলাববাগ মেলায় ১৪৪ ধারা

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ, গত ১০ ডিসেম্বর গুলাববাগ মেলা আরম্ভ হয়। মহকুমা কংগ্রেস কমিটী উক্ত মেলাতে বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য স্থির করায় উক্ত মেলাতে সর্ব্বপ্রকার শোভাযাত্রা ও প্রদর্শনী প্রভৃতির উপর দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারায় নিষেধাত্মক আদেশ জারী করা হয়।

লালকোর্ত্তাদের নেতা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ারের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন কোলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪।১৮৮ ধারানুযায়ী মৌলবী ইশা খাঁ এবং অপর ৩ জন লালকোর্ত্তার প্রত্যেককে ২॥ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীগণ পেশোয়ার গ্রামের লালকোর্ত্তাদের নেতা। গত ৩০।১১।৩১ তারিখে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া টোপী কংগ্রেস অফিসে একটী সভা করার অভিযোগে এবং বে-আইনী জনতার সভ্য হিসাবে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চলন্তগাড়ী হইতে লম্ফ

চলন্ত ঢাকা মেল গাড়ী হইতে সুটকেস সহ লাফাইয়া পড়িয়া আত্মাবস্থায় ধৃত সুন্দর পণ্ডা নামক এক ব্যক্তিকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, দত্তের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ২০শে নভেম্বর তারিখ রাত্রে শামসুল হক চৌধুরী ঢাকা মেলের তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় যাইতেছিলেন। আসামীও ঐ কামরায় ছিল। মদনপুর ও কাঁচরাপাড়ার মধ্যে যখন ট্রেন চলিতেছিল তখন আসামী চৌধুরীর সুটকেসসহ ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান করে। পরে মদনপুর হইতে ২ মাইল দূরে এক বাগানে আসামী আহত অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং টাকা ও সুটকেসও পাওয়া যায়। শুনানী মুলতুবী আছে।

বালিকা চুরির দায়ে ব্যবসায়ী

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর কালীবাসী [illegible] বালিকাকে তাহার অভিভাবকের নিকট [illegible] তাহারা [illegible] নিরঞ্জন [illegible] ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের [illegible] অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের উভয়কেই হাজতে পাঠান হইয়াছে। মহকুমা হাকিমের নিকট আসামীদের পক্ষ হইতে একটি জামিনের আবেদন করা হয়, কিন্তু হাকিম উহা অগ্রাহ্য করেন। তখন তাহারা বাঁকুড়ার দায়রা জজের নিকট আবেদন করে। তিনি প্রত্যেককে ৫০০ টাকার জামিনে খালাস দিয়াছেন। এই সম্পর্কে বালিকার পিতা ও পিতামহী ধৃত হইয়াছে। এই মামলা লইয়া এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধৃত কুমারী শান্তি ও সুনীতি

কুমিল্লার গত ১৯শে ডিসেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা সম্পর্কে ধৃত কুমারী শান্তি ঘোষের মাতার পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত করেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরীর ভ্রাতা এবং কুমারী সুনীতি চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুকুমার চৌধুরীর পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদন উপস্থিত করেন। তাহাতে এই প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, বালিকাদিগকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দান করিবার জন্য উকীলদিগকে তাহাদের সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী উকীলগণের যোগ্যতা সম্পর্কে তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের আবেদনের উপর আদেশ দিতে পারেন না; সুতরাং তিনি এই সম্পর্কে তাঁহার আদেশ মুলতুবী রাখিয়াছে।

কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরীকে 'এ' শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করিবার জন্য এক আবেদন করা হইয়াছে, এই আবেদন সম্পর্কেও ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, কেবল ভদ্রঘরের বালিকা বলিয়াই তাহাদিগকে 'এ' শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই সম্পর্কে ধৃত বঙ্কিম চক্রবর্ত্তী এবং মণীন্দ্র রায়চৌধুরীর পক্ষ হইতেও অনুরূপ আবেদন করা হইয়াছিল। সেই আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধোদ্যম

টোকিও হইতে প্রকাশ, ২৯শে ডিসেম্বর মাঞ্চুরিয়ার রাজনৈতিক আকাশে পুনরায় যুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাপানী সমর দপ্তর হইতে জেনারেল হণ্ডোকে অভিযান আরম্ভ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া [illegible] তাহাতে [illegible] চীনা সৈন্যদলকে [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। এই [illegible]

চরমপত্রখানা স্থানীয় রাজনীতি মূলক ব্যাপার প্রেরণ হইবে। এই সঙ্গে জেনারেল হণ্ডো চীনা সেনাপতি সু-লিয়াংকে ভয় দেখাইবেন যে, তিনি যদি চরমপত্র অনুসারে কাজ না করেন তবে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

Reg. No. C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩১

চীনে ও জাপানে বিবাদ

জাল মুদ্রার অভিযোগ

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

মালয় উপদ্বীপে ভীষণ বন্যা

মিঃ বসুর বক্তৃতা

ব্যাঘ্রের কবলে তিনজন কৃষক

হঠযোগীর অদ্ভুত কার্য্য

গ্রীক পুরোহিত প্রহৃত

ডাঃ আন্সারীর বক্তৃতা

প্রথম মহিলা সভানেত্রী

নারায়ণগঞ্জে সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

জাল মুদ্রার অভিযোগ

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর টাকা জাল করিবার অভিযোগে দুই দল লোক ধরা পড়িয়াছে। কবলা সিং ওয়াম সিং এবং প্রামধন নামক তিন ব্যক্তি লাহোরে এবং অপর আরও দুইজন লাহোর জেলার কাসুর গ্রামে ধরা পড়িয়াছে। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ঠিক টাকা জাল করিবার সময়েই ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, জাল টাকাগুলি এরূপ সুন্দর হইতেছিল যে, জাল বলিয়া কেহ উহাদিগকে এতদিন ধরিতে পারে নাই।

চীনে ও জাপানে বিবাদ

মুকডেন হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর জাপান-সৈন্য এবার চীনের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সম্প্রতি মুকডেনের উত্তরে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের পশ্চিমে পামিয়ানচং, চাং টু এবং পাকমেন জেলায় যে সকল চীনসৈন্য অবস্থিত আছে, জাপান সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ২৪ পরগণা জিলার শ্রীযুত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য এক্ষণে পদব্রজে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বার্দ্দোলীতে পৌঁছিয়াছেন। ঘাট পর্ব্বতমালার শিকারী ও বার্দ্দোলী নামক স্থানের কোন্দাহরাড়ী জঙ্গল অতিক্রম করিবার সময় সহসা একটী ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। ঐ সময় কয়েকজন ভীল-জাতীয় লোক শিকারার্থ বাহির হইয়াছিল, তাহারা শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যের চীৎকার শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার নিকট আত্মরক্ষার উপযোগী কোন প্রকার অস্ত্র ছিল না। ব্যাঘ্রটি ভীলদের দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য দুই ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

মিঃ বসুর বক্তৃতা

খুলনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষ-চন্দ্র বসু গত ১৮ই ডিসেম্বর বাগেরহাটে যাইবার পথে অল্পসময়ের জন্য খুলনায় অবতরণ করেন। রূপসা ষ্টেশনে সরকারী উকিল রায় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। শ্রীযুত বসু গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রাতে পুনরায় খুলনায় আগমন করিয়া বারলাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়াছেন। মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ তাঁহাকে সত্যনারায়ণ মন্দিরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণকালে স্থানীয় গান্ধী-পার্কে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে একটী জনবহুল সভার অধিবেশনে শ্রীযুত বসু হিজলী, চট্টগ্রাম ও ঢাকার অনাচার ও বর্ত্তমানের বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। মহিলা কর্ম্মীসঙ্ঘ, ছাত্র সমিতি ও স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

মালয় উপদ্বীপে ভীষণ বন্যা

সিঙ্গাপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর নদীগুলির জল ৪০ ফিট উচু হইয়া উঠিয়াছে এবং দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে পেরাক এবং পেহাংয়ে ভীষণ বন্যার আশঙ্কা হইয়াছে। অনেক সহর এবং গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

পেনাং নদীর জল এক ফুট করিয়া বাড়িতেছে; বহু পরিমাণ চাউল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিপ্রদীপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	দিল্লী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিমেরু	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্রী সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীযোগানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীসর্ব্বপ্রদ ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাবয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং দেওয়ানবাজার রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবলরামদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বিকালাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজ্‌গ্রাম পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীগোপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বালিসাহি, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীধরানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

... উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী বাঙ্গালীটোলা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুনিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ুরকুণ্ডা, চিত্রকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণ দাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

৫৭ গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির ৭ম সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনারদকর্তৃক শ্রীব্যাসদেবের নিকট বৈষ্ণব-সঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণনা পাঠ হইয়াছে। শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরিচারিকার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষে সেই ব্রাহ্মণদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সেবা ও কীর্ত্তন শ্রবণ এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ-প্রভাবে তিনি আত্ম প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই ব্যক্ত করেন।

অতঃপর পাঠক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু বলেন যে, বর্ত্তমান কালে শ্রীভগবানের মহিমা, নাম, গুণ ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য শুদ্ধরূপে কীর্ত্তনকারী সাধুর অভাব, তাই আমরা জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধুসেবা করিবার সুযোগ পাই না। যদিও আমরা কোন কোন ব্যক্তিকে সাধু মনে করিয়া সেই কপটীগণের সেবার অভিনয় করি, তাহাতে আমরাও কপট বা অপরাধী হইয়া যাই। যাত্রার দলের সাজা নারদ, ব্যবসাদার কপট ভক্তগণের সেবা অথবা সঙ্গদ্বারা আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই ভণ্ডামীতে পটুতা লাভ করিয়াছি। আজ যদি শ্রীল জীবপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ প্রকটিত না হইতেন এবং সভার পাত্ররাজ পরমহংস চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আচার্য্যত্ব স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব জগৎ এতদিনে মহা শ্মশানে পরিণত হইত। আজ আমরা তাঁহারই কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরম শান্তি লাভের উপায় করিতে সুযোগ পাইলাম।

এই যুগাচার্য্য প্রভুবর জলদগম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন হে জীবগণ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীহরিকীর্ত্তন কর, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারিবে। হরিকীর্ত্তনে সমস্ত বেদ, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত পূজা, ও সমস্ত আরাধনা পর্য্যবসিত। এক হরিকীর্ত্তন দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-কারীর পৃথক্ করিয়া অন্য কিছু করিতে হয় না। জীবের বাস্তব উদ্দেশ্য শ্রীহরি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরির সেবা। শ্রীহরি-কীর্ত্তন দ্বারাই নববিধা ভক্তির উদয় হয়; অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—তৃণ হইতে নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহনশীল হইয়া এবং অমানী মানদ হইয়া সদা হরিকীর্ত্তন করিবে।

জীবে সম্মান না দিলে শ্রীহরিকীর্ত্তন হয় না, সর্ব্বজীবে কাষ্ণ দর্শনই প্রকৃত বৈষ্ণবতা।

> ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
> দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
> এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।

—প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বাণীই তাহার প্রমাণ। শ্রীব্যাসদেবকে সাধুসঙ্গ। সাধুসেবা উপদেশ অবশ্য ভজনশীল গৌরজন ও গুর্ব্বানুগতজন ব্যতীত কাহারও পায়ে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিতে হইবে না; কারণ বহির্ম্মুখ জনের পায়ে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলে নিজে বৈষ্ণবা-ভিমানী হইয়া অপরাধ করিয়া বসিবে।

> সাধুরূপে সর্ব্বজীবে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
> তাঁহা সনে কর প্রীতি তাঁহা সনে ভক্তি॥

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে এই বিচার প্রবলভাবে না থাকিলে, জীবহিংসা ও জীবপীড়ন পাপাদি সংযত হইতে পারে না, কারণ পরপীড়নকেই পাপ ও পরোপকারকেই পুণ্য বলা হয়; সুতরাং পরপীড়ন ও পরহিংসাদিরূপ পাপ-বীজ বিধ্বংস না হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন হয় না। শ্রীহরিনাম ভবরোগের ঔষধ বটে, কিন্তু সাধুমুখ-বিগলিত শুদ্ধনাম ও পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিলে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও কুপথ্য গ্রহণস্পৃহা ও অসৎসঙ্গ বর্জ্জিত হওয়ায় ভবরোগ আরও দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান জগতেও তাহাই হইতেছে। হরিনাম করে অথচ ভবরোগ যায় না।

> "ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
> ভক্ত ভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥"

যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা প্রাকৃত বিচার পরিহার করিয়া ভক্ত পদ-ধূলি, ভক্ত পাদোদক ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেন। এই বস্তুত্রয় অপ্রাকৃত চিন্ময়, ইহার সেবার জন্য নাম প্রভু উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। তাই শ্রীনারদ নিজ প্রিয় শিষ্য কারণ আমাদিগের জন্ম-জন্ম বিক্ষোভ-কর ও আত্মা শোধন করিতেছেন। আমরা [illegible]-বিগ্রহ এবং তদনুগত ভক্তজনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তৎপালনে যত্নশীল হইব, সেইদিন হইতে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা আরম্ভ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। অতঃপর শরণাগতি হইতে—

> সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া,
> পড়েছি তোমার ঘরে।

প্রভৃতি পদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর, [illegible] গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিযোগে সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ১৬ ডিসেম্বর মুঙ্গেরে প্রচারার্থ আগমনপূর্ব্বক মুঙ্গেরের মাননীয় [illegible] শ্রীযুত যদুনন্দন প্রসাদ সিংহ মহোদয়ের প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক [illegible] হল, বেড়ুয়াবাজার প্রভৃতি স্থানে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক স্থানীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষিত সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। গত [illegible] তারিখে বাবাজী স্বামীজী মুঙ্গেরে [illegible] ভক্তপ্রাণ শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ দাস মহোদয়ের বাংলায় [illegible] পাঠ করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত স্থানীয় মহোদয়গণ স্বামীজীর সৎসঙ্গ ও হরিকথাপ্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তথা হইতে স্বামীজী নাথনগর, ছাপরা, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচারার্থ গমন করিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২॥৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৳০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি তথ্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবস্তু-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মপরিপোষিণী কৃষ্ণ-কার্য্যানন্দদায়িনী অবিরত-বাণীর মুক্ত-সংগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচার্য্যত্র-অচিন্ত্যত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসুদেবার্চ্চা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনদর্শ ও প্রাকৃত সজ্জনদর্শ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।০ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড** শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, অমরত্বাব সিদ্ধার্থ, শ্রীনর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিমূলক নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বল অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ভ্রোম ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্তত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে. আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করু। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হয় না। অগ্রিম পাঁচের পত্র (মাশুল এবং আমার) পাঠাইলে বিনা রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া না।

গরীব কিৎসা করা হয়। বিস্তারিত এক আনার ডাক। টি সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত তারাপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) লম্ব ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকচিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুনামধুর কবিতা গুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হঠযোগীর অদ্ভুত কার্য্য

বিগত রবিবার দিবস (২০শে ডিসেম্বর) ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভায় একজন হিন্দু যোগী বিষের আশ্চর্য্য রূপ ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত যোগীর প্রদর্শিত বিষের কার্য্যকলাপ সমাগত অসংখ্য ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগীর নাম নরসিং স্বামী। তিনি নাইট্রিক ও কার্ব্বলিক এ্যাসিড এবং পারা, কাচ, ফোস্কাগ্র কাঁটা ও গরম কয়লা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। যোগী বলেন, তাঁহার "হঠ যোগ" সাধনের ফল। ইনি কয়েক দিবস পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপ ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পোটাসিয়াম সায়ানাইড ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি পুলিসের অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হন নাই।

এক্সপ্রেস ট্রেণ পথচ্যুত

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, কেহ দুরভিসন্ধিবশতঃ রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলিয়া লওয়ার ফলে গত ২০শে ডিসেম্বর রাত্রি ২টা ৫০ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে ১০০ মাইল দূরে ওয়ারিয়া ও দুর্গাপুরের মধ্যে ১৩নং ডাউন দানাপুর এক্সপ্রেসের এঞ্জিন ও ৯ খানা বোগী গাড়ী পথচ্যুত হইয়া পড়ে।

কোন যাত্রী বা রেল কর্ম্মচারী কোনরূপ জখম হয় নাই। উক্ত ১৩নং ডাউন ট্রেণের যাত্রীদিগকে ১৬ নং ডাউন দিল্লী হাওড়া এক্সপ্রেসে উঠাইয়া নেওয়া হয়।

ওয়ারিয়া ও দুর্গাপুরের মধ্যে কেবল একটা লাইনেই ট্রেণ যাতায়াত করিতেছে। ডাউন লাইন পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিবে। আবার পূর্ব্বের মত ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা।

উভয় দলে যুদ্ধ

কায়রো হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর হরাক সীমান্তে শেখ কাদেদার নেতৃত্বে কুর্দ্দিরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ইতোমধ্যে ইরাক সৈন্যের সহিত একটা বড় রকমের যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।

দোকানে ডাকাতি

জোরহাট হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর গোলাঘাট মহকুমার এলেকাধীন দাদোরা গ্রামে তিনটী দোকানে সম্প্রতি যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ করিয়া ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় ২৪ জন দুর্বৃত্ত দোকানসমূহ লুণ্ঠন করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ লরীতে করিয়া নিয়া যায়। এক দোকান মাড়োয়ারীর এবং অপর দুটি স্থানীয় দুই ভদ্রলোকের। একজন মাড়োয়ারী মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলে দুর্বৃত্তগণ তাহাকে

নারায়ণগঞ্জে ডাকাতি

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রিতে লাঙ্গলবন্দে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তেরা প্রথমতঃ পঞ্চানন বাবুর মস্তকে লাঠির আঘাত করে। ইহাতে পঞ্চানন বাবুর স্ত্রী দুর্বৃত্তদিগকে তাহার গলার হার খুলিয়া দেন। দুর্বৃত্তেরাও হার ও নগদ প্রায় ২০০্ টাকা নিয়া উধাও হয়।

গ্রীক পুরোহিত প্রহৃত

জেরুজালেম হইতে প্রকাশ, এখানে গোঁড়া গ্রীক এবং আরবদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছে তাহাতে গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রথম রক্তপাত হয়। ব্যাপার এই যে, সন্ধ্যায় জাফা গেটের কাছে আরবগণ লাঠি দ্বারা তিনজন গ্রীক পুরোহিতকে প্রহার করিয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ১৯শে ডিসেম্বর জুরীগণের দ্বারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ এইচ ডি, বেঞ্জামিন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা (ডাকাতি) অনুযায়ী করম আলি, জব্বারালী চাঁদ, আবদুল আলি, দরবেশ আলি, আসগ্রুদ্দিন, আবদুল আলি, শিউপ্রসাদ তেওয়ারী এবং অনৈক কমিদারের গুণ্ডা খাবলাস প্রভৃতির প্রত্যেককে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ২১শে জুন রাত্রে প্রায় দশজন ডাকাত বন্দুক প্রভৃতি অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন দামোদরদীর ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দাসের বাটী আক্রমণ করে। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ ইনসপেক্টর মিঃ কাউন্সিল ও হেমচন্দ্র সেন অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল সহ শ্রীযুক্ত দাসের বাটীর জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। ডাকাতগণ পটকাধ্বনি করিয়া বাটির অভ্যন্তরস্থ লোকজনদিগকে আক্রমণ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই ডাকাত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ফলে একটা ডাকাত গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং ইন্‌স্পেক্টর হেমচন্দ্র সেন মস্তকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। বাটীর মালিক শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দাস ও ভীষণভাবে আহত হন। ইন্‌স্পেক্টর সেন ঘটনাস্থলে কয়েকটী ডাকাতকে ধরিয়া ফেলেন এবং কয়েকটি ডাকাত উহার অব্যবহিত পরে ধৃত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ আটজন ডাকাতকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয় এবং উহাদের প্রত্যেকেই উল্লিখিত মতে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম মহিলা সভানেত্রী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর যুক্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিসেস জে, পি, শ্রীবাস্তব অল্পক্ষণের জন্য সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

তাঁহার সভানেত্রীত্বের সময় আলোচনার বিষয় ছিল জেলাবোর্ড শিক্ষা বিল। এই বিল তাঁহার স্বামী, শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ জে, পি, শ্রীবাস্তবের প্রস্তাবাধীন। ইহাতে সভায় বেশ একটু আমোদের সঞ্চার হইয়াছিল।

সভায় লীডার মিঃ ই, এ, এইচ, ক্লার্ক মিসেস শ্রীবাস্তবকে তাঁহার এই সাময়িক পদপ্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মিসেস শ্রীবাস্তব যখন দেখিলেন তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আরও অনেক বক্তা অভিলাষী হইয়াছেন তখন তিনি জলযোগের জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু আগেই সভা মুলতুবী রাখিলেন।

ডাঃ আন্সারীর বক্তৃতা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর দিল্লী হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত নারেলা গ্রামে গান্ধী-আশ্রম উদ্বোধনকল্পে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ এম, এ, আন্সারী বলেন যে, যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্য যেমন য়ুদাগণ দায়ী তেমনি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের আশা সমূলে উন্মূলিত হইবার জন্য মুসলমান প্রতিনিধিগণই দায়ী, এখনও কতিপয় ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাকে ভারতের "ম্যাগনা চার্টা" বলিয়া সোৎসাহে বর্ণনা করায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস যদি কখনও বৃটেনের সহিত আপোষ করে তাহা হইলে সে শান্তি সম্মানজনক হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রাম করে তবে উহাও শেষ পর্য্যন্ত পরিণত হইবে।

ব্যাঘ্রের কবলে তিনজন কৃষক

জোরহাট হইতে প্রকাশ, জোরহাট হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী বালিগাঁও গ্রামে মাঠে যখন তিনজন গ্রামবাসী ধান কাটিতেছিল, তখন হঠাৎ এক ডোরাকাটা বাঘ আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। তাহাদের চীৎকারে ভীত হইয়া ব্যাঘ্রটি ধানের গোলায় আশ্রয় নেয়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে আসিয়া গুলী করিয়া ব্যাঘ্রটিকে নিহত করেন। ব্যাঘ্রটির দৈর্ঘ্য ৯ ফিটের উপর হইবে। আহত গ্রামবাসী তিনজনকেই হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

মসজিদে বোমা প্রাপ্তি

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর ভাগলপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণ হওয়ায় পুলিশ মসজিদে দুইটা মৃৎপাত্র বাহির করিয়াছে। একটার মধ্যে তিনটী বড় বোমা ও অপরটার মধ্যে ছোট সতেরটী বোমা পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের মালমশলা সমেত বাক্সও পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লীতে রবীন্দ্রের জন্মোৎসব

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর এখানে মহাসমারোহে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে বিপুল জনসমাগম হয়। অবাঙ্গালীদের জন্য হিন্দু কলেজ ভবন নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা যাহাতে এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন, তাহারও সুবন্দোবস্ত রাখা হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান স্যার ব্রজেন্দ্র লাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সমাগত অতিথি বৃন্দ—ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সুধীবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেন। লক্ষ্ণৌএর শ্রীযুত অতুল প্রসাদ সেন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। তিনি এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

লাহোরের অধ্যাপক হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক দেবদত্ত ঘোষ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। উৎসব শেষে বাঙ্গালী বালকগণ রবীন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন।

দৈনিক— 'শ্রীগৌড়' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই পৌষ শুক্রবার ১৩৩৮, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩১

এলবার্ট হলে জনসভা

জমিদারের কীর্ত্তি

অহিফেন ভক্ষণে আত্মহত্যা

য়ুনিয়ন প্রেসিডেণ্ট দায়রা সোপর্দ্দ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

লৌহজঙ্ঘে ভীষণ ডাকাতি

পাঠান হিন্দু সংঘর্ষ

এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

বিভিন্ন কমিটীর ভারত যাত্রা

বড়লাটের প্রত্যুত্তর

নানা কথা

এলবার্ট হলে জনসভা

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মঙ্গলবার দিবস কলেজ ষ্ট্রীটস্থ এলবার্ট হল ভবনে এক জনসভা হইয়াছিল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, কৃষ্ণদাসজী, বসন্তলাল মুরারকা, সীতারাম সাকসেরিয়া, সতীন্দ্রনাথ সেন, অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, কৃষ্ণদাসজী, বসন্তলাল মুরারকা প্রমুখ বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়া দেশের জনসাধারণকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস-নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইতে বলেন। বক্তাগণ অহিংসনীতির গুণ ব্যাখ্যা করেন এবং গত সংগ্রামে উহা কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছিল তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করিতে সকলকে উৎসাহিত করেন। ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকে চুক্তির সর্ত্ত মানিয়া চলিতে সভাপতি বলেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর অনেক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়।

জমিদারের কীর্ত্তি

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ২২শে ডিসেম্বর এক বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার অপরাধে ছাপরার জমিদার কীর্ত্তি বাবু স্থানীয় সেসন জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। চীফ জাষ্টিস্ ও জাষ্টিস কুপের বিচারে তাহার এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগও আদালতে খাড়া করা হইয়াছে।

অহিফেন ভক্ষণে আত্মহত্যা

নাটোর হইতে প্রকাশ, বিগত মঙ্গলবার দিবস রাত্রিতে সুদনচুয়া দাস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী সুধীরাণী দাসী আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে অহিফেন ভক্ষণ করিয়াছিল। গত ২০শে ডিসেম্বর ভোর প্রায় ১টার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুধীরাণীর বয়স প্রায় ২২ বৎসর ছিল। প্রকাশ, সাংসারিক ক্লেশই এই আত্মহত্যার কারণ। মহকুমার উকীল সমিতির সদস্যগণ সুধীরাণীর শব দাহ করিয়াছেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

চট্টগ্রামের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে গত ৩০শে আগষ্ট হত্যা করিবার অভিযোগে ১৬ বৎসর বয়স্ক হরিপদ ভট্টাচার্য্য অভিযুক্ত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এস, বসুর আদালতে উক্ত মামলার বিচারকালে আসামীকে নরহত্যার অভিযোগে ৭ জন জুরী নিরপরাধ ও ২ জন জুরী অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং অস্ত্র আইন অনুসারে ৬ জন জুরী নিরপরাধ ও ৩ জন জুরী অপরাধী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া শেষ নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্ট গত মঙ্গলবারে আসামীকে নরহত্যায় অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমহেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, বি-এ। লোকনাথার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীপ্রাণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তালতলাবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরহরি, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫নং অগস্ত্যকুণ্ড, বাঙ্গালীটোলা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী কুলশেখরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতী দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ আন্দুল, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক ভক্তিসার, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৩০ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শুক্রবার ২৪৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১২ ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করত অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ধামবাসী এবং বিদেশ হইতে আগত বহু ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তিবিজয় ভবন'স্থ সুবিস্তৃত বিতলকক্ষে উপবেশন করিলে ভক্তবৃন্দও তাঁহার চতুষ্পার্শে উপবিষ্ট হন। তখন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ধানবাদ প্রবাসী বিশিষ্ট ভদ্রলোক জনৈক রেলওয়ে কর্ম্মচারী মহোদয়কে উদ্দেশ্য করিয়া আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে 'জ্ঞানং তদেতদমলং'' প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন, "যাঁহারা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবদ্ভিক্তির কামনা-রহিত তাঁহাদেরই সেই পরমপুরুষের নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হয়, তদ্ব্যতীত কাহারও ভগবজ্-জ্ঞানলাভ ঘটে না।'' এই প্রকার একঘণ্টার উপর শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে বহু উপদেশ প্রদান করেন।

সুদূর মাদ্রাজদেশীয় ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই মাদ্রাজ প্রদেশে শুভবিজয় করিবার উদ্দেশ্যে গত ২২শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা দশ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু প্রমুখ ভক্তগণসমভিব্যাহারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ পৌঁছিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন। মাদ্রাজপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারোদ্দেশে যে সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ প্রস্তুত হইবে মাদ্রাজের সজ্জন লাট বাহাদুর আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমে সেই হলগৃহের ভিত্তিসংস্থাপন কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীধরপুর নিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়ের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া চাঁদপুরে আসিয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায় মহাশয়ের গদিতে আগমন করেন।

সেখানে ভক্তজন-সঙ্গে বহুক্ষণ হরিকথা হয় এবং পরিশেষে শ্রীমঠের সেবক ব্রহ্মচারীবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী শ্রোতৃবর্গকে অবরোহপন্থা ও আরোহপন্থার পার্থক্য বুঝাইয়া অবরোহমার্গে শ্রীগুরু-কৃপায় ভগবজ্-জ্ঞান লাভই মানবের নিত্যমঙ্গল লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়—এই উপদেশ দান করেন।

কেবলমাত্র অন্ধকারের জ্ঞান লাভ হইলে আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় না। যিনি আলোক দেখিয়াছেন তিনিই আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য অবগত আছেন।

সূর্য্য দেখিবার জন্য দীপের আবশ্যকতা নাই। সূর্য্য যখন আপনাকে প্রকাশ করেন তখনই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই।

সূর্য্য যখন উদিত হন সে-সময় আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিলে অথবা গহ্বরে আত্ম-গোপন করিলে সূর্য্য দেখিতে পাই না। সত্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে লইয়া গম্ভীরায় যে লীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা কালে স্বামীজী বলেন যে, সাধ্য বস্তু সাধক-লীলার অভিনয় পূর্ব্বক ইহ জগতে সাধ্যের নির্ণয় করেন, সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে সাধকের বিষয় আলোচ্য।

সাধক কে? দেহ না মন? দেহ-মন যদি সাধক হয় তাহা হইলে গম্ভীরার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া সাধক বিপথগামী হয় কেন; সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে সাধকের ইহাই বিচার্য্য।

দেহ-মনের ধর্ম্মের অনিত্যত্ব উপলব্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখনই সাধক শ্রেয়ো লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন এবং প্রয়োজন লাভ না করা পর্য্যন্ত বা সাধ্য বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা আচার্য্যের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

তখনই সাধকের সাধ্য বস্তুর নির্ণয়-কারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ-প্রভাবে বা সেবা-প্রভাবে সাধকের শুদ্ধ সত্ত্বায় সাধ্য বস্তুর আবির্ভাব হয়। তখন সাধক মুক্ত অবস্থায় বা স্বরূপসিদ্ধ অবস্থায় মহাজনের আনুগত্যে সাধ্যবস্তুর নির্ম্মল রস আস্বাদন করিবার সুযোগ পান।

তখন সাধকের ভিতরে কোন প্রকার নিজ সুখ কামনার ইচ্ছা না থাকার জন্য সাধকের অস্মিতায় নিজস্ব সম্পত্তি উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়াই তাহার ভিতর কোন প্রকার কপটতা থাকে না।

বদ্ধ জীব প্রাকৃত অভিমান লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা রায় রামানন্দের অধিরূঢ় ভাবের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা আর্ত্তের পদলেহন করে ও১৩টী অপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

সুখের সংসারে আগুন

দৈবীমায়া বড়ই দুরত্যয়া, শ্রীভগবানের নিজজনের শ্রীচরণকমলে নিষ্কপটে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই এই দুরত্যয়া মায়ার কবল হইতে নিস্তার পাই না। কি গৃহস্থ, কি ত্যাগী-অভিমানী ঐ মায়া সকলেরই বুদ্ধির বিপর্য্যয় করিয়া দেয় এবং তখন বিপরীত কার্য্যকেই ঠিক বলিয়া মনে করায়।

আমরা শৈশব কাল হইতে সকলেই এই দুনিয়ার অবস্থাটা লক্ষ্য করিতেছি। প্রতিদিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ব্যক্তি অকালে কালের করাল কবলে নীত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার কোন দরদী সব আছে কিন্তু একটা

গেছে কিম্বা কোন ব্যক্তি মৃত পুত্রের জন্য শোকে জর্জ্জরিত হইতেছে, অথবা কেহ দুদিন পূর্ব্বে রাজা ছিলেন কিন্তু আজ তাঁহার রাজ্যপাট কোথায়? এখন তিনি পথের ভিক্ষুক। এই প্রকারে সংসারের কোটি কোটি ভীষণ চিত্র প্রত্যহ আমাদের চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।

এত দেখিতেছি, শুনিতেছি কিন্তু ঐ দৈবীমায়ার এমনি মোহ যে, ঐ সকল অনন্ত প্রকারের ছবি দেখিয়াও আমাদের শিক্ষা হয় না। যে সংসার দাবাগ্নিতে লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, সুখের কল্পনা করিয়া আবার সেই দাবাগ্নিতে আমরাও মরিবার জন্য ঝাঁপ দিতেছি।

স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইয়া এইরূপে আমরা যখন এই পান্থশালাকেই নিজের বাড়ী মনে করিয়া বাস করিতে থাকি, যখন পিপাসায় কাতর হইয়া এই সংসার-মরুতেই জল অন্বেষণ করি তখন পরমমঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য সর্ব্ব প্রকার অভাবশূন্য নিত্য আবাসের সন্ধান দিবার জন্য, অশোক অভয়ামৃত কোটিচন্দ্র সুশীতল নিজ পাদপদ্মসেবার আকর্ষণ করিবার জন্য আমাদের এই কল্পিত সুখের সংসারে আগুন লাগাইয়া দেন। ইহারই নাম ভগবদ্-অনুগ্রহ।

কিন্তু আমাদের এতই দুর্ব্বুদ্ধি যে, আমরা পরিণাম বিচার করি না, তাই পরিণাম ভীষণ দুঃখজনক হইলেও ঐ আপাত সুখকেই বহুমানন করি এবং শ্রীভগবান্ যখন আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া নিত্য বস্তু দান করিবার জন্য অনিত্য বিষয় হরণ করেন, নিত্য সেবানন্দ দান করিবার জন্য অনিত্য সংসার নষ্ট করিয়া দেন, তখন আমরা তাঁহার অনুগ্রহ উপলব্ধি করিতে পারি না।

শ্রীভগবান্ যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তাঁহাকে অনিত্য বিষয়-ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া দেন না বরং শীঘ্রই ভোগের বস্তুটী তাহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লন— শীঘ্রই তাহাকে ঐ ভোগের স্থান হইতে সরাইয়া লন।

কিন্তু মাদৃশ মায়া-বিমূঢ়চিত্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কিম্বা মাদৃশ ভোগোন্মত্ত গুরু-সেবকাভিমানী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাসী ভগবদ্-কৃপাটী বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া থাকি—হে ভগবন্! আপনার কি এই বিচার! আমি বেশ সুখের সংসারে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আপনার ভজন করিতেছিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী পরম ভক্তিমতী ছিলেন তবে তাঁহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া আমার ভজনের বিঘ্ন ঘটাইলেন কেন? কিম্বা কখনও বলি—হে গুরুদেব! আপনি একি বিচার করিলেন! আমি উপর্য্যুপরি কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর এত দূরে বেশ ছিলাম, সেবাকার্য্যও বেশ মনোযোগের সহিত চালাইতেছিলাম, স্বাস্থ্যও

হল অথচ সর্ব্বদিকেই বহু কষ্টে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ একি হইল! এক প্রকারের

স্থানে যে আমার স্বাস্থ্য সম্ভবতঃ ভাল থাকিবে না। আরও অনেক প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। অথবা কখনও বলি অমুকের সাহায্যে আমি মঠের সর্ব্বপ্রকারের সেবাকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতেছিলাম, তবে আবার হঠাৎ একি আদেশ! হে প্রভো! যদি আমার দ্বারা সেবাকার্য্য করাইতে ইচ্ছা করেন তবে উক্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া লউন, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেবা-শক্তি পুনরায় প্রত্যর্পণ করুন। হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনারা যদি অন্তর্য্যামী হন তবে নিশ্চয়ই আমার অন্তর বুঝিয়া আমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। আমি ত হরিসেবার সুবিধার জন্যই এই আবেদন করিতেছি।

এইরূপে মায়া নানাপ্রকারে আসিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে। ঘোর অন্ধকারকেই সূর্য্যালোক ভাবিয়া দৃশ্য বস্তুর স্বরূপ বিচার করিতে গেলে যেরূপ ভুল হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়াচ্ছন্ন হইয়া সময় সময় আমাদেরও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটে। তখন মনে করি আমি দিব্য বিচারে বুঝিতেছি যে আমি যাহা করিতেছি, যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক, তবে শ্রীভগবান্ বা শ্রীগুরুদেব অথবা বৈষ্ণবঠাকুরগণ কেন আমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিতেছেন না।

যৎকিঞ্চিৎ

(গ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৪ সংখ্যার পর)

আমরা অজ্ঞানান্ধ বদ্ধ জীব, এই জগতে কোন্‌টী আমাদের প্রেয় পথ এবং কোন্‌টী শ্রেয় পথ তাহা আমরা আমাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকাকালে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধু বৈষ্ণবগণ কিন্তু এরূপ দোষচতুষ্টয় হইতে মুক্ত, সে কারণ তাঁহারা প্রেয় ও শ্রেয় পথ নির্দ্দেশ করণে সমর্থ। আমরা আপাত প্রেয় বস্তুকেই আমাদের শ্রেয় বস্তু বলে মনে ক'রে থাকি। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়স্বরূপ আমার যাবতীয় টাকা পয়সাকেই আমি শ্রেয় বস্তু বলেই মনে করি। আমি 'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব' সাধুদের এই সমস্ত কথায় কান দিই না। সাধুরা কিন্তু দেখেন যে আমার এই সমস্ত ধনাদি যদি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবার জন্য ব্যয়িত না হ'য়ে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয়িত হয় তাতে আমার কিছু মঙ্গল হবে না, বরং উত্তরোত্তর আমার ভোগানল বর্দ্ধিত ক'রে আমাকে অনন্ত নরকের পথের পথিক ক'রে দেবে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উক্তি অনুযায়ী—"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" আমাদের ধনে যে অনন্ত আসক্তি তাহা দুঃখেরই কারণ। সাধুরা আমাদের সেই আসক্তিটাকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে আমাদিগকে আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার জন্যে ভিক্ষার ব্যবস্থাটা করে আমাদের অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করবার যে সুযোগ ক'রে দেন সেটা অদূরদৃষ্টি বশতঃ আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

আর একটা কথা আমরা একেবারে ভুলে যাই। আমরা মনে করি এই জগতের যাবতীয় ভোগের উপকরণ সমস্তই আমাদের জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে।

যদি আমরা নিত্যমঙ্গলপ্রার্থী হই, তবে হরি গুরু-বৈষ্ণবের বিচারে ভুল না দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, আমি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রমত্ত হইয়াছিলাম, তাই পরমকরুণ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব আমাকে নিত্যমঙ্গলের পথে টা'নয়া লইবার জন্য নিত্য সেবা-সম্পদ দান করিবার জন্য এই জড় সুখের সংসারে আগুন লাগাইয়া দিলেন। অতএব ইহা তাঁহাদের নিষ্ঠুরতা নহে—বরং অনুগ্রহ; ইহা তাঁহাদের অবিচার নহে—বরং সুবিচার।

ভগবান্ যখন আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন তখন দরকার মত আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জিনিষগুলি যোগাতে তিনি বাধ্য। এই রকম বুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' কথাটি ভুলে যাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু যে ভগবানের ভোগের উপকরণ এবং আমরাও তাঁহার ভোগের জিনিষ এ কথাটা ভুলে গিয়ে নিজেরাই ভোক্তা সেজে বসি এবং তাঁর জিনিষ তাঁর সেবায় না দিয়ে নিজেরা ভোগ করতে গিয়ে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হ'য়ে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকি। আচ্ছা ভাই, যদি এই সমস্ত জিনিষ আমাদেরই ভোগের উপকরণ হবে, [illegible] কি সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও আমরা ইচ্ছামত ভোগ করতে পারি না কেন? কেউ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'লে পৃথিবীর সমস্ত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও তাঁকে চনেলা সাবু খেয়ে দিন কাটাতে হয় কেন? তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, 'ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়েছেন অন্নসত্র। ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলয় সর্ব্বত্র॥' ভোগের সমস্ত জিনিষ আমাদের করায়ত্ত থাকলেও ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তাহার বিন্দুমাত্র ভোগ করবার আমাদের অধিকার নাই। কৃষ্ণেচ্ছায় সেই সমস্ত জিনিষ আমাদের নিকট আসে, তাঁর সেবায় লাগাবার জন্য, আমরা মাত্র উহাদের রক্ষক ও কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট পাবার অধিকারী।

সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের এই প্রকার ভিক্ষা-ব্যপদেশ দ্বারা আমাদের সেবাচেষ্টা বৃদ্ধি করিয়ে আমাদিগকে বুঝিয়ে দেন যে 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥' আর সেই প্রেমবস্তুই যে আমাদের পরম প্রয়োজন তাহা প্রাপ্তির উপায় তাঁহারা করিয়া দেন। আমরা মনে করি ধন বা টাকা কড়ি থাকলে আর সংসারে আমাদের কোন কষ্ট বা অভাব থাকে না; সংসারের যাবতীয় অভাব ধনের দ্বারাই পূরণ হ'তে পারে। সাধুরা কিন্তু আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, এইরূপ ধনের দ্বারা ধনের অভাবজনিত যে ক্লেশ তাহা না হয় কিছু প্রশমিত হ'তে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি যে সমস্ত তাপ আমাদের আছে তাহাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি? তাই তাঁরা আচার প্রচার দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য ঐ ধনের সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জলক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২:।৵০; দশম স্কন্ধ ১২; সমগ্র ৪০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুবিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিচ্ছিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-পাদ মহোদয় মণ্ডনকল্পে এই গ্রন্থমুখে উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অন্তিম লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (নাটোর), সেবাসুহৃদ্বর মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রাপ্ত বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ২২শে ডিসেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বোম্বাই হইতে তথায় আসিয়া পৌছেন। তাঁহাকে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে কোন প্রকার বক্তৃতা প্রদান করিতে, কোন কিছু লিখিতে বা কোনও লিখিত বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া যুক্ত প্রদেশে নবপ্রবর্তিত অর্ডিনান্স আইনের ৫ ধারানুসারে তাঁহার উপর চিফ্‌ সেক্রেটারী টেশনেই এক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

নাসিকে রিজলতার প্রাপ্তি

থানা হইতে প্রকাশ, গত ২২শে ডিসেম্বর নাসিকে রিজলভার পাওয়া যাওয়ার সম্পর্কে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সদস্য শ্রীযুত মাধবরাও কালদাতের বাটীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বালিকার উপর অত্যাচারের চেষ্টা

যশোহর হইতে প্রকাশ, নরেন্দ্রপুর নিবাসী পরলোকগত জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর অসহায়া দুহিতা কালিদাসী দেবীকে গত আষাঢ় মাসের কোনও একদিবস রাত্রিতে কতিপয় দুর্বৃত্ত বলপূর্বক হরণ করিয়া নিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বালিকার চীৎকারে প্রতিবেশীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে।

অতঃপর এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া মামলা রুজু হয়। ইয়াসিন সেখ, ইফাজ সেখ, করেতুল্লা সেখ এবং জোলেমান সেখ— এই চারি জন আসামীকে বালিকাটি সনাক্ত করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের উপদ্রব

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ২১শে ডিসেম্বর নামজাদা বিদ্রোহী নেতা অং শোয়ের ১১ জন অনুচর হেনজাদা জিলায় জায়েং নামক স্থানে সরকারী সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহীদিগকে গুলী করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ৪ জন মারা গিয়াছে, অবশিষ্টদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

থায়েটমিয়োর সংবাদে প্রকাশ, ঐ জিলার বিদ্রোহের নায়ক ফুঙ্গী অর্থপা ... সায়ানিয়াম আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মেইন জিলার গ্রামবাসীরা গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০ জন ডাকাতকে বাধা দেয় এবং তাহাদের একজনকে নিহত করে।

ইন্‌সিন জেলায় বিদ্রোহীরা ২ জন গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে। এ জিলায় আর এক অঞ্চলে ৩ জন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে।

প্রোম, পেগু, মিনবু ও হেনজাদা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত স্থানে একজন ডাকাত ধৃত হইয়াছে।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর হীরালাল দাস নামক রামকৃষ্ণ মিশনের একজন কর্ম্মী টিকাটুলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে ট্রেণে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিধবা মাতার একমাত্র পুত্র।

বিভিন্ন কমিটীর ভারত যাত্রা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে সকল কমিটী সম্বন্ধে আভাস দিয়াছেন, সেগুলি আগামী জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে গঠিত হইবে। প্রতিনিধিরা জানুয়ারীতে "মুলতান" জাহাজে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিবেন।

গোলটেবিল বৈঠকের ওয়ার্কিং কমিটী ভারতে কাজ করিবে। বড়লাটের সাহায্য বৃটিশ সরকার উক্ত কমিটীর সহিত সংস্রব রক্ষা করিবেন। উহাতে সকল দলের প্রতিনিধিরা থাকিবেন। এই কমিটীর সভ্য সংখ্যা বেশী হইবে। কিন্তু তথ্য কমিটী এত বৃহৎ হইবে না। তথ্য কমিটী ফেডারেল রাজস্ব সাব কমিটির সুপারিশগুলি পরীক্ষা করিবে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ দ্বারা এই কমিটী গঠিত হইবে এবং ইহার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের বাহির হইতেও সভ্য গ্রহণ করা হইবে।

ভোটাধিকার কমিটীর জন্যও সম্ভবতঃ গোলটেবিল বৈঠকের বাহির হইতে সভ্য গ্রহণ আবশ্যক হইবে। তৃতীয় কমিটীর কাজ হইবে, কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের সংস্রবে উৎপন্ন রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের তদন্ত। এই কমিটী ক্ষুদ্রকায় হইবে এবং ইহার উপর কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের ভার দেওয়া হইবে। এই কমিটীকে শীঘ্র রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইবে।

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণ হইতেই ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণ গ্রহণ করা হইবে। অন্যান্য কমিটির রিপোর্টের উপর ওয়ার্কিং কমিটী কার্য্য অনেকটা নির্ভর করিবে।

বড়লাটের প্রত্যুত্তর

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর অভিনন্দন পত্রের উত্তরে ভারতের রাজপ্রতিনিধি বলিয়াছেন, আপনারা লেডী উইলিংডনকে ও আমাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করায় আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনাদের সভা এই প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা সুবিদিত আপনারা আমাকে ও আমার সরকারকে সাহায্যদান করিবার প্রস্তাব করায় আমি আনন্দিত।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটকালে আপনাদের সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সরকার যে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতেও আপনারা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা আমি অবগত আছি। আমার বিশ্বাস, দেশের অবস্থা শীঘ্র উন্নত হইবে। ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরকার সাধারণ অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ফলে কমিটী শীঘ্রই ভারতে কার্য্যারম্ভ করিবেন। তাঁহারা যে আইন প্রণয়ন করিবেন তাহাতে আপনাদের দাবী সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। উক্ত আইন প্রণয়নকালে বিভিন্ন সংখ্যাল্প দলের স্বার্থরক্ষার জন্য বাঁধন-কষণের বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

য়ুনিয়ন প্রেসিডেন্ট দায়রা সোপর্দ্দ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, আলিবাগে ম্যাজিষ্ট্রেট গিয়ান কামগার য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত কাণ্ডালকারকে দণ্ডবিধির ১২৪ এ, ১৩১ ও ১১৭ ধারা অনুসারে গত ২০শে ডিসেম্বর দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, শ্রীযুত কাণ্ডালকার পুলিসের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করিয়াছিলেন।

লোহজঙ্গে ভীষণ ডাকাতি

লোহজঙ্গ হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রিতে টঙ্গীবাড়ী থানার অন্তর্গত বেলিয়াবাগে শ্রীযুত লোকনাথ নাথের বাটীতে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, প্রায় ১২ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্র-সহ শ্রীযুত নাথের বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৬ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। আরও প্রকাশ যে, উক্ত দলের একজন শিক্ষিত যুবক বাটীর লোকজন কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। পুলিস এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

পাঠান হিন্দু সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বারে য়ুরোপীয়দের অঞ্চল কোলাবায় গত ২০শে ডিসেম্বর অনেক অধিক রাত্রিতে পাঠান ও হিন্দুদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে, তাহার ফলে ৫ জন হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং আর ৫ জন পুলিসে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ, প্রথমে একজন পাঠান ও একজন হিন্দুতে সামান্য বিবাদ বাধে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা বিরাট আকার ধারণ করে। উভয় সম্প্রদায়েরই লোকজন লাঠি ও ছোরা হস্তে ঐ বিবাদে যোগদান করে। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকে। কয়েকজন ছোরার আঘাতে আহত হয়। যাহা হউক, পুলিস শীঘ্র শান্তি স্থাপন করে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর ইসলামপুরে চাঁদনা ওয়ালীর দর্পণ গৃহসম্প্রসারণ উপলক্ষে আহম্মদ কুরাসিন হারুন জাফর বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের একতা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।" উৎসব ক্ষেত্রে বহু মহিলা, রাজকর্ম্মচারী এবং মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের যাহাতে সদ্ভাব সংঘটিত হয়, এক মনে এক প্রাণে উভয় জাতি যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য যাহাতে বিদূরিত হয়, তজ্জন্য মিঃ জাফর বিশেষ আগ্রহ দেখাইছেন। গোল টেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার পূর্ণ সমাধান না হওয়ায় জাফর সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর কারাদণ্ড

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর জামনগর কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত অনিলকুমার সিদ্ধান্ত ও অপর ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে দণ্ডিত হন তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ১০ মাস জেল কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫. ১০ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ শনিবার — ২৪৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোলঘর নিবাসী স্বনামধন্য পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করেন। তৎপর দিবস প্রাতে স্বামীপাদের আনুগত্যে স্থানীয় বহু লোক সমভিব্যাহারে এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক হরিনাম-প্রেমে মুখরিত করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করেন।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ ২৮শে নভেম্বর শনিবার হইতে ২০শে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ হয়। স্বামীপাদ প্রথম দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার অধিকার নির্ণয়-মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেন।

কলিযুগপাবনাবতার সর্ব্বাবতারের অবতারী শ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার ও তদনুগ রূপানুগগণের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার এবং সম্প্রতি রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কিরূপভাবে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও কর্ম্মকোলাহলময় বিবদমান ভারতের নানাবিধ অপধর্ম্মের, উপধর্ম্মের ও মনোধর্ম্মময় মতবাদের অপসিদ্ধান্তরাশি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তদ্বারা নিরসন করিয়া একমাত্র বিমল আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার করিতেছেন, সেই বিষয় স্বামীপাদ বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেন।

তৎপর দিবস হইতে শেষ সপ্তদিবস স্বামীপাদ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন। উক্ত উপাখ্যান বর্ণনাকালে গুরুপারম্পর্য্য বা অবরোহবাদের ও শ্রেয়ঃকামীর আরোহবাদের বিষয় এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ বিচারকল্পে ক্রমান্বয়ে তাহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিচার এবং ভক্তির স্বরূপ বর্ণনমুখে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বিচার করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর যে সর্ব্বাবতংশী সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী তাহা অত্যন্ত সরল ভাষায় বিচারমুখে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে অনুভূতি প্রদান করেন। উপসংহারে স্বামীজী বলেন যে, একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণারবিন্দ-মধুপগণের পদারবিন্দ-মকরন্দ পান ব্যতীত অর্থাৎ চৈতন্যচন্দ্র-মনোভীষ্টপূরক শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত ভক্তগণের চরণ সরোজ-পরাগে অভিষিক্ত না হইলে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় কোটি কোটি জন্মেও অনুভবনীয় হইবে না। প্রত্যহ ৩০০।৩৫০ শ্রোতা শ্রদ্ধা সহকারে কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর সোমবার স্বামীজী ঢাকা জিলার অন্তর্গত সিরাজদিঘা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ হরিবিনোদ প্রভুর ভবনে শুভবিজয় করেন। তত্রস্থ বাজারে স্থানীয় সদস্যগণের আগ্রহাতিশয্যে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীপাদ তাঁহার স্বভাবসুলভ অপ্রাকৃত সহজ ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তথায় ৩।৪ দিবস শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া স্বামীজী শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১৪।১২।৩১ তারিখে জনৈক ভদ্রলোক শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে আসিয়া দেখেন যে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইতেছে। ভদ্রলোকটী কিছুক্ষণ পাঠ শ্রবণান্তর, পাঠান্তে ব্রহ্মচারীজী উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রহ্মচারীজী আপনাদের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত?" তদুত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন, "ধর্ম্মতত্ত্বের সুষ্ঠু মীমাংসা জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। কেন না বস্তুর স্বভাবের নাম ধর্ম্ম। যেমন জল, অগ্নি ইত্যাদি বস্তু, তাদের ধর্ম্ম তরলতা, দাহিকাশক্তি ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে হিন্দু কোন্ বস্তু অগ্রে বলুন তার পরে ধর্ম্মের বিষয় বিচার করা যাইবে।" এই প্রকার সুবিচারপূর্ণ যুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রলোকটী স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কোন্ বস্তুকে হিন্দু বলে তাহা আমি বলিতে পারিলাম না, তবে শুনিয়াছি যে সিন্ধুনদের এ'পারে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে হিন্দু বলে। হিন্দু নামটা মুসলমান দত্ত নাম, এই নাম পূর্ব্বে ছিল না। এই জন্য কোন পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে হিন্দু শব্দ পাওয়া যায় না।" তখন ব্রহ্মচারীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বস্তু যদি ঔপাধিক এবং অনিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মও ঔপাধিক ও অনিত্য হইবে। কিন্তু বৈষ্ণব শব্দ, বিষ্ণু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; বিশং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ। সেই বিরাট ভূমাপুরুষ বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব। শ্রীবিষ্ণুর সেবা করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন।" এই প্রকার ভূরি-ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। এই সমস্ত সুবিচার ও শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম আমি যতদিন কাশীতে থাকিব ততদিন আপনার শ্রীমুখনিগলিত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ অমৃতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আগমন করিব।"

'হিন্দুধর্ম্ম-ভঙ্গকারী' মহাপ্রভু!

অনর্থযুক্ত অনাদিবহির্ম্মুখ বদ্ধ জীব আমরা আমাদের নিজ নিজ আরোহ চেষ্টার দ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের লীলার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া প্রতিপদে পদস্খলিত হইয়া ক্রমে পতিত হইয়া থাকি। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপ-লীলায় কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে যখন তাঁহাদের নিখিল চেতনকে চরমকল্যাণের সন্ধান প্রদান করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তৎকালীন লৌকিক সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে কাজীর নিকট "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি" প্রভৃতি বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন।

গড্ডলিকার স্রোতে ভাসমান এবং জনসমষ্টির মতবাদে অবস্থানকারী মাদৃশ বিমূঢ় ব্যক্তির অনেকেই হয়ত তাৎকালিক লৌকিক সমাজের অভিব্যক্তিতে মহাপ্রভুকে হিন্দুধর্ম্ম নষ্টকারী বলিয়া মনে করিতে পারেন। নশ্বর দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের সীমাকে অতিক্রম করিয়া যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ আত্মধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তদ্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ঐ সমস্ত লৌকিক সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত একমত হইতে পারিবেন না। কোনপ্রকারে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহারা বলিবেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন ধর্ম্ম ভঙ্গ না করিয়া নিখিল চেতনের যাহা সনাতন ধর্ম্ম—ভাগবত ধর্ম্ম, যাহা অকৃত্রিম বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম্ম, যে শুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধরূপ সনাতন ধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত আছে, তাহাই প্রচার করিয়াছেন মাত্র।

নবদ্বীপবাসী লৌকিক সমাজ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তদালোচনার ফলে তাঁহাদের কথিত হিন্দুধর্ম্ম এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের' কথা আলোচ্য হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং একমাত্র সেব্য বিষ্ণু বস্তু হইয়াও সেবকভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং নিজের সেবা নিজে সেবকরূপে আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার জন্য এই ধরাধামে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জীব মাত্রই চেতন বস্তু, কিন্তু বিভু-চেতন ভগবানের অণুঅংশ মাত্র। ধর্ম্ম অর্থে স্বভাব। জীব স্বরূপে শুদ্ধ চেতনময়। সেই শুদ্ধ চেতনের যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাঁহার এই অপর নাম সনাতন। অনিত্য বস্তু বা তাহার ধর্ম্ম সনাতন শব্দবাচ্য নহে। ভগবদ্বস্তু পূর্ণচেতন—নিত্য। পূর্ণচেতনের বিভিন্নাংশ সমূহ নিত্য এবং তাঁহাদের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাও নিত্য। এই উভয় বস্তুর মধ্যে নিত্য সম্বন্ধগত যে নিত্য স্বভাব তাহাই নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। বিভু বা বৃহদ্বস্তু ভগবান, অণু বস্তু নিখিল চেতনকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণে

পক্ষে বিভু চেতনে প্রীতি অনুরাগ, প্রেম বা ভক্তি বলিয়া কথিত। অনাবৃত মুক্ত চেতনের এই আত্মিক স্বভাব বা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। মহাপ্রভু সেই মুক্ত চেতনের একমাত্র ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন।

আবৃত চেতনের ধর্ম্ম অনন্ত, অসংখ্য, যাহা জগতে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইতেছে ও অনন্তকাল হইবে। ঐ সকল ধর্ম্ম অনিত্য ও নশ্বর, উহার সহিত মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। বিভু-চেতন বিষ্ণুবস্তুর প্রতি অণুচেতনের নিত্য সম্বন্ধগত যে নিত্য ধর্ম্ম তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে কথিত এবং তাহাই মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম। তথাকথিত হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু বলিতে কোন দেশগত বা সম্প্রদায়গত ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে। ঐতিহাসিকগণ সিন্ধুদেশের অধিবাসীগণকে হিন্দুনামে অভিহিত করেন। আবার অহিন্দু হইতে হিন্দুগণকে পৃথক্ করিবার চেষ্টাতেও হিন্দুধর্ম্মের ব্যবহারতাৎপর্য্য লক্ষিত হয়। যাবত হিন্দু শব্দের পরিবর্ত্তে পরমার্থ ব্যাপারে বৈষ্ণব শব্দের

নিখিল চেতনের ধর্ম্মই—আত্মধর্ম্ম—জৈবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্ম—ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে গোলোকে ও ভূলোকে নিত্য প্রকাশিত আছে। এই ধর্ম্মই আদি এবং অনাদি। অন্যান্য অনিত্য ধর্ম্ম সমূহ। সহিত তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা আত্মধর্ম্মেরই বিকৃত অংশ বিশেষ। উহারা অনিত্য ও লৌকিক এবং নশ্বর দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের পর্য্যায়ে পরিগণিত।

ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার লৌকিক, সামাজিক বা প্রচ্ছন্ন লৌকিক দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মগুলিই হিন্দুধর্ম্ম নামে সাধারণে পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ভারতে যে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহা নিত্যধর্ম্মের বিশ্লেষণাগারে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যাবতীয় অনিত্য ও নশ্বর দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মগুলি হিন্দু ধর্ম্মের মুখোস্ পরিধান করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান

অনুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিত্য ও নশ্বর বস্তু যে দেহ ও মন তাহাদের অনুশীলন ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তাহারা সনাতনধর্ম্ম পদবাচ্য নহে। কর্ম্মিগণ যে ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা অনিত্য ও নশ্বর দেহ সম্বন্ধে আবদ্ধ। জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মের যে স্বরূপ কল্পনা বা পঞ্চোপাসনার প্রভৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম—আত্মানুশীলনপর সনাতনধর্ম্ম নহে বা হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের চেষ্টা অনিত্য দৈহিক ব্যাপারে এবং জ্ঞানিগণের চেষ্টা আত্মানুশীলন-ভঙ্গকারী আত্মহ ব্যাপারে পর্য্যবসিত।

ঐসকল কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী মায়াবাদিগণের প্রচারিত ধর্ম্মই লৌকিক সমাজে হিন্দুধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়া অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম্মকেই 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলনকারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় বুঝিতে না পারিয়া 'হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই' বলিয়া কাজির দরবারে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হইবে। দেশগত বা সম্প্রদায়গত কোন সাম্প্রদায়িক বা সাময়িক ধর্ম্মের কথা মহাপ্রভু প্রচার না করিয়া তিনি কেবলমাত্র নিত্য, অসাম্প্রদায়িক, নিখিল চেতনের নিত্য ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহা সাত্বতশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেবা, তাহাই প্রচার করিয়া আমাদিগকে চরম কল্যাণের সন্ধান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে নিখিল জীবাত্মা চিৎশান্তির অধিকারী হইতে পারেন। আমাদের কপাল মন্দ, তাই মহাপ্রভুকে হিন্দুধর্ম্ম ভঙ্গকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৫ সংখ্যার পর)

(৪)

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হ'তে পারলে অত্যন্ত আসক্তির বস্তু যে ধন তাহা আমাদের কাছ থেকে কেউ আদায় করতে পারে না। গেরুয়া পরা লোক দেখলেই ত আমরা দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিই। আমরা মনে করি যেন সাধুরা আমাদের গলগ্রহ স্বরূপ এবং আমাদের ভিক্ষা দেওয়া না দেওয়ার উপর যেন তাঁহাদের সমস্ত নির্ভর করছে। হায়! হায়! ভ্রমান্ধ আমরা আদৌ বুঝতে পারি না, সাধুরা সামান্য ভিক্ষার অছিলায় কেন আমাদের দ্বারে আসেন। আমরা বুঝি না যে "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পর ঘর॥" তাঁরা যে আমাদেরই কৃপা করবার জন্য ভিক্ষার সূত্র নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, ধনমদে গর্ব্বিত আমরা তাহা বুঝতে পারি না। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই আমরা সাধুদেরও রাস্তার সাধারণ ভিখারীদের মত ভিখারী মনে ক'রে তাঁদের চরণে অপরাধ ক'রে বসি। তাঁদের কৃপার বিনিময়ে আমাদের নিকট হ'তে নানা প্রকার গঞ্জনা ও অপমান ভোগ ক'রেও সাধু বৈষ্ণবগণ যদি তাঁদের তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বের আদর্শ আমাদের না দেখাতেন এবং সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে মহাপ্রভুর আদেশ যে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শিক্ষা আচার প্রচার দ্বারা না জানাতেন তা'হলে আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের আজ কি দুর্দ্দশাই না হ'ত! শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত শিক্ষা অগ্রাহ্য ক'রে কলির জীব আমরা আজ নিজেদের মনোধর্ম্মের খেয়ালে বহুতর অপসম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে নানারকম কীর্ত্তনের দল খাড়া ক'রে বসেছি এবং তার ফলে শ্রীনামের ফল যে প্রেম সেই বাঞ্ছিত বস্তুর রসাস্বাদন হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে নামাপরাধের ফলে নরকের পথে ছুটে চলেছি।

তাই বলি হে বন্ধুগণ! ও ভাই সকল! আপনারা যদি নিরপেক্ষভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে এই সমস্ত কথার অনুধাবন করেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক মহোদয়গণের ভগবৎ-সেবাচেষ্টা-মুখে ভিক্ষা ব্যাপারের মূলে জীবের প্রতি তাঁদের যে পরম অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়ার কথা নিহিত আছে তাহার সুষ্ঠুভাবে বিচার করিতে থাকেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনাদের মঙ্গল লাভ হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অপ্রাপ্যবিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-..., প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ...ত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ...কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ...সহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-...' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...সহ বহু উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যমুক্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার গ্রহব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্পুট অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম ... অংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ততসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় রসবিষয়ক এইরূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মতেই ইহা সঙ্কলিত। এই গ্রন্থমত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাবায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৶০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

মনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪র্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।৶০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসিরাজগড়াদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷৷০, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে গৌর নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলি— "শ্রীমায়াপুর" / নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই পৌষ সোমবার ১৩৩৮, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১

পিকেটীংয়ে গান্ধীজী

তুরস্কে স্ত্রীলোকের ফাঁসী

লণ্ডন বৈঠকে অভয়ঙ্কর

শ্রীমতি শান্তি ও সুনীতির গৃহে পুলিস

গান্ধীজীর মৌন ভঙ্গ

কংগ্রেস কর্ম্মীর উক্তি

বৈঠকের নিষ্ফলতা

ভারতের ভাবী বড়লাট

নৃশংসভাবে নারীহত্যা

নারী হরণে কারাদণ্ড

মোড়লের গৃহে ডাকাতি

নানা কথা

পিকেটীংয়ে গান্ধীজী

বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় স্বদেশী সমিতির স্বদেশী কমিটি সংবাদপত্র একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন ;—গান্ধীজী সেবিকাদের মধ্যে অনেক সময় কাটাইবেন এবং আশা করা যাইতেছে যে, বিদেশী ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য তখন যে ভাবে পিকেটিং আরম্ভ করা হইবে, ভবিষ্যতে সর্ব্বদা সেই ভাবে পিকেটিং চলিবে। ভারতে পৌঁছিবার পর দেশ-সেবিকাদের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ করিবার এবং যে ভাবে পিকেটিং চালানো উচিত তিনি নিজে যাহাতে তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

তুরস্কে স্ত্রীলোকের ফাঁসী

ফতেমা হাসুম নামে একটী তুরস্কের মহিলার প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটী অপর একটী স্ত্রীলোককে খুন করিয়া তাহার স্বামীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। তুরস্কের ইতিহাসে এই প্রথম স্ত্রীলোকের ফাঁসি হইল। প্রকাশ, ফাঁসির পূর্ব্বে ফতেমা কোরাণ হইতে একটী শ্লোক পাঠ করে এবং নিজেই নিজের গলায় ফাঁসিরজ্জু পরাইয়া দেয়।

কংগ্রেস কর্ম্মীর উক্তি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত হরিপদ চাটার্জ্জির সভাপতিত্বে লাথুরিয়া গ্রামে জেলা কংগ্রেসকর্ম্মীর একটী সম্মিলন বসিয়াছিল। ময়মনসিংহের শ্রীযুত দুর্গা-কুমার সোম উক্ত সম্মিলনীতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যাহারা দাঙ্গা, হত্যা প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাঁহারা বিরাট ভুল করিতেছেন। হত্যা দাঙ্গা করিবেন না, উহাতে কোনই সুফল ফলিবে না। কংগ্রেসের সহিত একযোগে কার্য্য করুন। ভারতের মঙ্গল হইবে।

নৃশংসভাবে নারীহত্যা

হুগলী জেলার হরিপাল থানার এক-বালপুর গ্রামের ৬০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা ক্ষীরোদাময়ী দাসীকে তাহার ঘরে মৃতা-বস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহ শ্রীরামপুর শবব্যবচ্ছেদাগারে লইয়া যাওয়া হয় ; তথায় ডাঃ এইচ বাগচী পরীক্ষা করিয়া বলেন, শ্বাসরোধে ক্ষীরোদাকে হত্যা করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ভারতের ভাবী বড়লাট

রাজসাহীর 'পল্লীবান্ধব' পত্রিকা একটি মুখরোচক সংবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন। পত্রিকা লিখিতেছেন যে, তিনি মিশরীয় কোন সংবাদদাতার সংবাদে অবগত হইয়াছেন যে তুর্কীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ যে, মাননীয় আগা খাঁ ভারতের বড়লাট হইবেন এবং মিঃ সৌকৎআলি তুর্কীতে বৃটীশ রাজদূতরূপে বিরাজ করিবেন। পত্রিকা সংবাদ দাতার কোন ঠিকানা দেন নাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে, কোন্ মহল হইতে এই আজব গুজব রটিল।

নির্য্যাণ

মানভূম জেলার অন্তর্গত নির্শাচটী নিবাসী জমিদার, পরম ভাগবত শ্রীপাদ ইন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভূষণ মহোদয় বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ১০-৫ মিনিটের সময় হরিস্মরণ ও নিজ দৈন্য স্বীকার করিতে করিতে সজ্ঞানে পরধাম লাভ করিয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সেবায় তৎপর ছিলেন এবং গোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ধর্ম্মশালা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র' সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণন ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, বেণীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নররোবিন্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসানন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. বি. এল. সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা লয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীগর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

[illegible]

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাবয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্ম ব্রহ্মচারী শ্রীমহীমানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাই, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাসংবাদকুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকু গ্রা, চিরকুণ্ডা, মানভূম,

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় বৃহন্মূর্ত্তি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ভাদলগোপাল মঠ

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫ ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ সোমবার | ১৪৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার বগাখান নামক স্থানে প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ লাভের উপায় সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, বাসনার দাস হইয়া মানুষ নানা উপায়ে শান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন ভিন্ন তাহার মঙ্গল লাভের উপায় নাই।

যাহারা গৃহস্থ অভিমান করিয়া দেহের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণকে আপনার জন বলিয়া মনে করিয়া তাহাদেরই সুখসাধনে মত্ত হইয়া থাকে এবং পরমার্থরাজ্যের কোন খবর রাখিতে সচেষ্ট না হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতে সুখ কামনা করিয়া পরিশ্রম করে, তাহারা সুখের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকট হইতে তাপই প্রাপ্ত হয়। কেহ তাহাদিগের নিকট পরমার্থ রাজ্যের খবর দিতে আসিলে তাহারা তাঁহাদিগকে আপদ মনে করে, তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে চায় না এবং স্বজনাখ্য দস্যুগণকে স্ব-গৃহে সাদরে স্থান দিয়া সাধুগণকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে; তাহারা জানে না যে তাহাদের তথাকথিত স্বজনবর্গ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বার্থের ব্যাঘাত হইলেই শত্রু আচরণ আরম্ভ করে এবং মিত্রভাবে থাকিলেও তাহাদের বিরহে বা মরণে দুঃখ পাইতে হইবে। কিন্তু সাধুবর্গ গৃহীদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদের গৃহে আগমন করেন, নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই করেন না।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি। প্রহ্লাদ উত্তর করেন যে, গৃহরূপ অন্ধ সংসারকূপ অন্ধকূপে পতিত থাকা অপেক্ষা বনে যাইয়া হরিভজন করাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

যাহারা মায়ার মোহে পড়িয়া শ্রীভগবানকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে তাহারা এরূপ সৎ চেষ্টার আদর করিতে পারে না।

অক্ষজজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অধোক্ষজ বস্তুর সন্ধান পায় না। নদীয়ার পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাদেরই তুল্য নিমাই পণ্ডিত মনে করিয়া আপনাদের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিতেছিল। অমন্দোদয়-দয়ার সাগর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের মঙ্গলের জন্যই সন্ন্যাস লীলার অভিনয় করেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে নমস্কার করিলেও তাহাদের মঙ্গল হইবে।

আগমাপায়ী বস্তু অবলম্বন করিয়া কেহ কখনও শান্তি পায় নাই। কিন্তু আমরা এরূপ হতভাগ্য যে, নিত্য বস্তুর সন্ধান চেষ্টা না করিয়া—শান্তির আকরের অনুসন্ধান না করিয়া আগমাপায়ী অশান্তিদায়ক বস্তুর পশ্চাৎ ছুটিয়া স্বকীয় দুঃখের সৃষ্টি করিয়া

ভগবানকে বাদ দিয়া বিষয় ভোগ করিবার চেষ্টা করিলেই বিষয় আমাদিগকে ত্রাস দান করে।

ভগবান্ আমাদের নিত্যকালের বন্ধু ও নিত্যকালের আত্মীয়। তিনি আমাদের নিত্যস্থায়ী সম্পত্তি, এই কথা আমরা ভুলিয়া গেলে, সাধুরা আমাদিগকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া আমাদের মঙ্গল সাধন করেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাখা মঠ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠস্থ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ননীগোপাল অধিকারী মহোদয় লাহোরে লরেন্সরোড হাইকোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু জ্বালাদাস লালার নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচার সম্বন্ধে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই যে জীবের নিত্য ধর্ম্ম এসম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। জজ বাহাদুর ব্রহ্মচারী প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন হরিকথা শ্রবণের অধিক অবসর পান নাই বলিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। ঐ তারিখে ফেন রোডস্থ রায় বাহাদুর মিঃ বি, এল্ জগন্নাথ আগরওয়ালা মহোদয়ের নিকট ব্রহ্মচারী প্রভু মঠের কার্য্যাবলীর বিষয় কীর্ত্তন করিলে তিনিও আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর রাত্রি ৬॥ টার সময় মানভূম জেলার অন্তর্গত লোদনা

আফিসে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ অতি সুললিত ও ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ করিয়া জীবের স্বরূপের পরিচয় অতি সরল ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়া বুঝাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরমানন্দিত করিয়াছেন। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। শ্রীভক্তি সন্দর্ভ বাণী শ্রবণ করিয়া পাথরাডিহ সুরেন্দ্র বাবু স্বামীজী মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচারের জন্য তথায় লইয়া গিয়াছেন।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ বাগবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর ভবনে শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখে পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হোষ্টেল।

তারিখ—১৪ই ডিসেম্বর, (১৯৩০) মঙ্গলবার।

আজ বোর্ডিংএর সুকুমারমতি বালকগণ যে কৃষ্ণের স্তব পাঠ করিয়া শুনাইলেন, তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। হে বালকগণ! তোমরা যে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করিলে তোমরা কি জান সেই কৃষ্ণ কে? সেই কৃষ্ণ কি বস্তু? সেই কৃষ্ণ ঐতিহাসিক কৃষ্ণ নহেন, সে কৃষ্ণ রূপক কৃষ্ণও নহেন বা মানবের কল্পনাপ্রসূত কাল্পনিক কৃষ্ণও নহেন; তিনি Nature's products (প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম) নহেন। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—'রসো বৈ সঃ'।

জগতে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার রস আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। সমস্ত রসেরই উৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণসেবায় পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ শ্রীনারায়ণে আড়াই প্রকার রস—শান্ত দাস্য ও গৌরবমিশ্র সখ্য। বিশ্রম্ভ সখ্য বাৎসল্য ও মধুর (স্বকীয় ও পারকীয়) রসে সম্পূর্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন বস্তুতে পঞ্চরসে উপাস্য বস্তু নির্ণীত হইতে পারে না। তিনি লীলা [illegible] জগতে যে চিন্তাস্রোত দেখা যায়, তাহা কাল্পনিক, কালক্ষোভ্য ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি লীলা-পুরুষোত্তম, কাল্পনিক চিন্তাস্রোতের অন্তর্গত কোন বিষয় নহেন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই কৃষ্ণের অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতি মাত্র। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ ও কলা, কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্। সমগ্র রস কৃষ্ণেতে পর্য্যবসিত।

এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সম্বন্ধ [illegible] প্রকার। [illegible] প্রকার সম্বন্ধ কৃষ্ণে [illegible] কৃষ্ণেই [illegible] বস্তুর [illegible] সম্পূর্ণ বিকাশ। সাধারণ বিচারে 'ব্রহ্ম' শব্দ [illegible] অতি বৃহৎ বস্তু, আর ব্রহ্মেতর বস্তু অতি ক্ষুদ্র [illegible] কেবল বৃহৎ বা [illegible] নহে [illegible] তাহা অসম্পূর্ণ। অতি বৃহত্ত্ব ও অতি ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। কিন্তু সমন্বয়াত্মক [illegible] অতি বৃহত্ত্ব, অতি ক্ষুদ্রত্ব ও মধ্য [illegible] ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তার [illegible] আংশিক। সুতরাং কৃষ্ণই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—ব্রহ্ম তাঁহার অসম্যক্ প্রতীতি পরমাত্মা তাঁহার আংশিক প্রতীতি মাত্র।

সর্ব্বশক্তিমত্তা পূর্ণ মাত্রায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত। অণুত্ব, বৃহত্ত্ব বা নিঃশক্তিকত্ব-জ্ঞাপক বস্তু সর্ব্বশক্তিমত্তত্ব বস্তুর তুলনায় ন্যূন, সুতরাং অসম্যক্ ও অসম্পূর্ণ। অসম্যক্ ও অসম্পূর্ণ বস্তু উপাস্য বস্তু হইতে পারে না। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যে জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণেরই নিত্য দাস; ব্রহ্ম বা পরমাত্মার দাস নহে।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রাজনৈতিক কৃষ্ণ—জড় নায়ক মাত্র। নায়ক পূজা কৃষ্ণপূজা নহে। কৃষ্ণ রূপক বা মানবকল্পিত বস্তু নহেন। তিনি নিত্য সত্য বাস্তব বস্তু।

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। তিনি বৈকুণ্ঠপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠে উপাসকগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার পূজা করেন। কিন্তু গোলোকপতি কৃষ্ণ গোপেশ গোপীকাকান্ত। সেখানে উপাসকগণ সম্ভ্রমহীন বিশ্রম্ভরসে তাঁহার পূজা করেন। সুতরাং সম্ভ্রম-পূজা ও বিশ্রম্ভ পূজা এক নহে। কৃষ্ণজ্ঞানে (পঞ্চরসে) কৃষ্ণপূজা বৃন্দাবনে সম্ভব। কৃষ্ণ-জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার ভগবত্তার বিচারের নিকট লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণে ভগবত্তার বিচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণের জ্ঞান, কৃষ্ণের যোগ, কৃষ্ণের কর্ম্ম, পরমাত্মার জ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ এবং তৎকর্ম্ম—অষ্টাঙ্গযোগ অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মার অচিৎশক্তিপরিণামই বিশ্ব পরমাণুবাদ (Electron theory)। কিন্তু কৃষ্ণে এই সব বিচার নাই। "কৃষ্ণঃ রসো বৈ সঃ"। রস বিচারে বা প্রয়োজন (প্রেম) বিচারে কৃষ্ণের সহিত কাহারও তুলনা [illegible] মা বিচারে (a Compa- [illegible] of the conception of God-Head and non-God Head) সকল বিচারেই কৃষ্ণের পারতম্য নির্ণীত [illegible]

Hum [illegible] conception কৃষ্ণকে [illegible] তিহাসিক, রূপক বা জড় নায়ক মনে করে। কিন্তু তিনি যে [illegible] মানববুদ্ধির অগম্য অধোক্ষজ [illegible] জগতের মনীষিবৃন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্ণের লীলা কৃষ্ণ হইতে যে অভিন্ন, মানবজ্ঞান তাহা ধারণা করিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে ঐরূপ কাল্পনিক বস্তু বলিয়া মনে করে। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥' কৃষ্ণ সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমেশ্বর বস্তু। তিনি [illegible] নন্দবিগ্রহ সবিশেষ বস্তু। তিনি অনাদি [illegible] সকলের আদি। তিনি গো[illegible] সকলের ঈশ্বর। তিনি সকল কারণের কারণ—মূল কারণ। তাঁহার কারণ কেহ নাই। সুতরাং তিনি অসমোর্দ্ধ বস্তু।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ অবজ্ঞা করে। তিনি যে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী মহেশ্বর এই পরম ভাব না জানার দরুণ কৃষ্ণকে ভুল বিচার করিয়া মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অশ্রদ্ধা করে। কৃষ্ণপূজা বলিতে Hero worship বা Anthropomorphism নহে। (Anthropo মানুষ, morphia—আবদ্ধ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ যাহা মানুষকে মায়িকজ্ঞানে বা মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া দেয়। Anthropomorphism এর অপর নাম idolatory বা Hero worship Anthopomorphism শব্দে Ascriptions of human attributes to God-Head. মনুষ্যজাতি কল্পনাবলে জড়নায়ককেও ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহাকে apotheosis অর্থাৎ ascriptions of Divine attributes to human being বলে। ইহাও ঐ প্রকার পৌত্তলিকতা। কৃষ্ণপূজা পৌত্তলিকতা নহে। বহির্জ্জগতের impression carry ক'রে নেওয়ার নাম experience বা empericism (অভিজ্ঞতাবাদ)। World experienceএর through দিয়ে যে জ্ঞান তাহাকে অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বলে। এই অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে কৃষ্ণকে মাপা যায় না। মীয়তে অনয়া ইতি মায়া অর্থাৎ যাহা দ্বারা মেপে নেওয়া যায়। কৃষ্ণকে মাপা যায় না। কৃষ্ণ অখণ্ড, অব্যয়, শাশ্বত ও সনাতন বস্তু; তিনি খণ্ডকাল, খণ্ডজ্ঞান বা খণ্ডদেশের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ নহেন।

—[ক্রমশঃ]

যৎকিঞ্চিৎ

যেখানে কুণ্ঠা ধর্ম্ম বা মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম নাই তাহাই বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠধাম বল্‌তে মাদ্রাজ, বোম্বাই, লণ্ডনএর মত কোন এক জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। লণ্ডন, প্যারিসাদিতে যেতে হ'লে অনেক দেশ পার হ'তে হয়, রেলে বা জাহাজে যেতে সময় লাগে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ সে রকম ধরণের একটা জড় দেশ নহে। তাহা জড় জগতের অতীত একটী নিত্য চিন্ময় ও অতীন্দ্রিয় বস্তু বিশেষ। তা' চোখের দ্বারা দেখা যায় না বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্যধামে ভগবান্ বিরাজ করেন। আমরা যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাবলে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি তা'হলে আমরাও নিত্যকাল সেখানে থেকে ভগবানের পাদপদ্ম সেবা কর্‌তে পার্‌বো।

এ জড়জগৎ আমাদের নিত্যকালের বসতিস্থল নয়, ইহা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগার সদৃশ।

রাজা অপরাধিগণের দোষ সংশোধনের জন্য যেমন তা'দিগকে কারাদণ্ড দেন, কৃষ্ণেচ্ছায় কারাকর্ত্রী মহামায়া দুর্গাদেবীও আমাদের কৃষ্ণবিমুখতাকে শোধন ক'রে কৃষ্ণোন্মুখ কর্‌বার জন্য এই সংসার কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

এই সংসার কারাগারে সুখ ব'লে কোন জিনিষ নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে আমরা যা'কে সুখ বলি, তা' নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থেকে নষ্ট হ'য়ে যায়। এখানে সবই দুঃখময়। এ জগতে ভূমিষ্ঠ হ'বার পূর্ব্ব থেকেই জননীজঠরে আমাদের দুঃখের অবধি থাকে না; তার পরে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই খাদ্যাভাবজনিত ক্লেশ, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি যে কত রকমের কষ্ট আমাদের এসে ঘেরে তার তো কথাই নাই; তার উপর রোগ তো লেগেই আছে। দু'দিন ভালতো চারদিন সুদে মূলে উশুল ক'রে ভাল'র চোদ্দ আনা আদায়। এত সব অবাধে সহ্য ক'রে মনের দুঃখ মনেই রেখে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে কত কষ্টে যে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে হয় তা আর বল্‌বার নয়। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল দুঃখ, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই। এ সব অজ্ঞানময় জীবনে বা অল্প সময়ে যদিও এক আধটু ভাল লাগে কিন্তু বৃদ্ধ হ'লে আর কিছুই ভাল লাগে না। এর মধ্যে আবার বিষয় নিয়ে, ছেলে পিলের ব্যাপার নিয়ে কত বাদ বিসম্বাদ হয়। এরূপ কণ্টকময় সংসারে থাকা বড়ই কষ্টকর। ভগবানের নিত্য বসতিস্থল বৈকুণ্ঠধাম পেলে আর অনিত্য সুখদুঃখ কিছুই থাক্‌বে না; সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ লাভ কর্‌তে পার্‌বো। অতএব এ'সব দুঃখ দেওয়া অনিত্য জিনিষ; অসৎ চিন্তা পরিহার ক'রে সাধুগুরুচরণে প্রপন্ন হ'য়ে সেব্য কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা দ্বারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তগণের তুষ্টি সাধন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

নির্যাণ-সংবাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত শিষ্য সীতাপুর জিলাস্থ করৌনা নিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ মহাশয় গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৭ঘটিকার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ গঙ্গায় রক্ষা করিতে লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী তাঁহার মস্তকে ও মুখে শ্রীভগবচ্চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্ধরাচার্য্য-কৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দার্থ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ গ্রন্থ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ১২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, অধ্যায়ে কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-নিঝর—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেদান্তবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যত্ত-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাস্যন্দক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্য

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসমষ্ঠির অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৶০ আনা; অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আপাদ সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপচ্ছলে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুরগীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমতসমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে এই নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৪ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলি— নবপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩১

পণ্ডিত জহরলাল গ্রেপ্তার

সোভিয়েট জাপানে যুদ্ধ

সীমান্ত গান্ধী কোথায়

শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহে বিপদ

চীন-জাপানে যুদ্ধ

লাহোরে খানাতল্লাস

ঝরিয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বোম্বায়ে হরতাল

ভারতে গোলটেবিল কমিটি

খুনের মামলার রায়

নানা কথা

পণ্ডিত জহরলাল গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মিঃ টি, কে, শেরওয়ানী গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে এলাহাবাদ হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে তাঁহাদের বোম্বাই যাইবার কালীন ট্রেণের উপর গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ অর্ডিনান্সের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার জন্য এই গ্রেপ্তার।

দেশনেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিঃ শেরওয়ানী এবং খাঁ আবদুল গফুর খাঁর গ্রেপ্তারে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে এখানে মহতী সভা হয়। মিঃ কে, এফ, নরীম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসুস্থতা নিবন্ধন কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই উহাতে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। সভাপতি বলেন "গত বৎসর অহিংস সংগ্রামে আমাদের মোটেই অভিজ্ঞতা ছিল না, ঐ কার্য্যে তখন আমরা নূতন ব্রতী হইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু এক্ষণে আমাদের ঐ বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। এখন আমরা ঐ কার্য্য সরলভাবে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে পারি। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শাসকগণের নিকট হইতে গ্রেপ্তার বড়দিন এবং নববর্ষের সওগাতির ন্যায় অর্পিত হইয়েছে।

অর্ডিনান্স বলে শাসন কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে বক্তা বলেন "ভয় দেখাইয়া অর্ডিনান্স আইন প্রবর্ত্তন করিয়া বা পীড়ন চালাইয়া একটা সমগ্র জাতিকে সহযোগিতা করিতে বাধা করা সম্ভব নয়। তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের এই কার্য্যের ফলভোগ করিবেন।

শ্রীযুত নগিন দাস মাষ্টার বলেন যে, গ্রেপ্তার দ্বারা বোম্বাইয়ে সংগ্রামের আর হওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইবাসীরা এই সংগ্রামের জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

মিঃ আলি-বাহাদুর খাঁ বলেন যে, সরকারকে বড় ত্বরান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে। গ্রেপ্তারে আন্দোলন দমিত হইবে না। তিনি বলেন যে, হাজার হাজার গফুর খাঁ এবং জহরলাল জন্মগ্রহণ করিবে।

জমিয়ৎ সিং বলেন যে, চুক্তিতে এবং সম্মেলনে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। এখন যখন সংগ্রাম বাধিতে বসিয়াছে, তিনি আশা করেন যে শিখগণই সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেনাদলে যোগদান করিবে। তিনি দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করেন যে, এই যুদ্ধ কেবলমাত্র লবণ সংগ্রহ বা বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং করিবার জন্য আরব্ধ হইবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য এই সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।

— —

সোভিয়েট জাপানে যুদ্ধ

মস্কো হইতে প্রকাশ, মস্কোয়ের সোভিয়েট সদস্যের ইঙ্গিত মতে টাস এজেন্সি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, জাপানের সহিত সোভিয়েটের যুদ্ধ বাধাইবার উদ্দেশ্যে জাপানের রাজদূতকে আক্রমণ করিবার জন্য সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ করিতে নাকি এই সদস্য চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী সংবাদপত্র 'নিটিকেনকে সরকারী বিভাগে সোভিয়েট সদস্যের এই অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট সদস্য বলিয়াছে, এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, শ্রীমোহন মরিচা পড়া বন্দুক হইতে দুইটি গুলী বাহির করিয়া মস্কোর রাস্তায় গাড়ীর জানালা ভাঙ্গিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রস্ফুটিতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রী...নদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ হট. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রায়নাদ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানু-ব্রহ্মচারী শ্রীবাসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাই, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী পুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, ...

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ২৪৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপপুরী মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবাসী শ্রীযুক্ত বলহরি দাস ডাক্তার মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্বন্ধে কথোপকথন করিলে পর দাস মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় 'নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ। নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥' এখানে নিত্যবদ্ধ এই কথাটী দ্বারা বদ্ধজীব আর কখনও মুক্ত হইবে না নিত্যকাল বহির্ম্মুখ থাকিয়া নিত্যকাল সংসারে নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে এইরূপ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এইরূপ নিত্যবদ্ধ জীব কিরূপে পুনরায় মুক্ত হইতে পারে?"

উত্তরে স্বামীজী মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্যবদ্ধ এই কথাটী কি মর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সঠিক বুঝিতে হইলে ইহার পূর্ব্বাপর কথাগুলি আলোচনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার মীমাংসা হইবে। পূর্ব্বাপর উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিলে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তবে জীব তটস্থা শক্তি বলিয়া কতকগুলি জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়াছে তাই 'নিত্য বদ্ধ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

'নিত্য বদ্ধ' এই কথার অর্থে জীব আর কখনও মুক্ত হইবে না এইরূপ বলিলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্ন লিখিত উক্তির অর্থ বিপর্য্যয় হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ, ১৫১)

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ, ১০৮)

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০, ১১৭-১২০)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ ১৪-১৫

যোষিৎসঙ্গের বিচিত্রতা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী অমূল্য উপদেশ—
"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

ভক্তিপথের পথিক কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী সকলেরই বৈষ্ণবাচার পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গই অন্বয়রূপে বৈষ্ণবাচার এবং অসৎসঙ্গ ত্যাগই ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণবাচার।

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে কাহারও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না; সুতরাং কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গের স্বরূপ ভালরূপে বুঝিয়া লইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা আবশ্যক।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীগণ কৃষ্ণভক্ত নহেন, সুতরাং ব্যবহারিক সম্মান তাঁহাদের প্রাপ্য হইলেও দেওয়া, লওয়া, ভোজন করা ও ভোজন করান, ভজন কথা শ্রবণ, আলাপ এই ছয় প্রকার সঙ্গ প্রীতিপূর্ব্বক করিলেই অসৎসঙ্গ হইবে। অন্যথা অতিথিরূপে কেহ আসিলে তাঁহাকে ব্যবহারিক সম্মান দেওয়া বা ভগবৎ প্রসাদ দেওয়া কিম্বা কলে কৌশলে কোন প্রকারে হরিসেবার কার্য্য করাইয়া লইয়া তাঁহার কিছু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করাইবার চেষ্টা প্রভৃতি করিলে ভজনচতুর ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না।

যোষিৎসঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইলে যোষিৎসঙ্গের স্বরূপটী উত্তমরূপে বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। অনেক সময় স্থূলভাবে যোষিৎসঙ্গ না হইলেও সূক্ষ্মভাবে হইয়া থাকে।

কি গৃহস্থ, কি ত্যাগী সকলেরই পক্ষে পরদার গ্রহণ করা অবৈধ যোষিৎসঙ্গ, এমন কি নিজ বিবাহিতা স্ত্রী-সম্ভোগ সাধারণ বিচারে বৈধ হইলেও যদি তাহাতে অসংযত ভাব আসিয়া পড়ে এবং শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করা হয় তবে সেরূপ কার্য্যকেও পারমার্থিক বিচারে অবৈধ যোষিৎসঙ্গ বলা চলে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীকেও যে পরিমাণে নিজ ভোগ্যরূপে বিচার থাকিবে সেই পরিমাণে যোষিৎসঙ্গ হইয়া কৃষ্ণ ভজনের বিঘ্ন করিবে।

স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না হইলেও ছোট হরিদাসের ন্যায় হরিসেবার অভিনয় অথবা হরিকীর্ত্তনের অছিলায় কামিনী দর্শন ও সম্ভাষণ বা মনে মনে দর্শন পিপাসা কিম্বা কামিনীর চিন্তাও যোষিৎসঙ্গ।

পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, নর, নারী যে কোন ব্যক্তির প্রতি অহংমম বুদ্ধিতে আসক্ত হইলেই যোষিৎসঙ্গ হইবে। পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি, স্ত্রীলোক পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ পুরুষের প্রতি চামড়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলেই যোষিৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। আবার যে-কোন বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে না দেখিয়া নিজ ভোগ্যরূপে দর্শন করিলে এমনকি হরিসম্বন্ধীয় বস্তু বলিয়া মুখে পরিচয় দিলেও অন্তরে অজ্ঞাতভাবে কোন বস্তুর প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি গোপনীয় আসক্তি থাকিলেও ঐরূপ অজ্ঞাত যোষিৎসঙ্গফলে ভজনারম্ভের বিঘ্ন করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর ভূমিকায় আকর্ষণ করিতে থাকে।

অতএব শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির সর্ব্বক্ষণ সৎসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক সতত হরি গুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সেবাফলে লব্ধ দিব্য দর্শনরূপ 'সার্চ্চলাইট' দ্বারা হৃদয়গুহার অন্তঃস্থল অবস্থিত গুপ্ত মলিনতাগুলি অনুসন্ধান করা ও মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। নতুবা মায়া বিচিত্র বেশে সাধকের নিকট আসিয়া যোষিৎসঙ্গ ঘটাইয়া দেয়; সাধক শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেবল নিজ চেষ্টা দ্বারা মায়া জয় করিতে পারেন না। সুতরাং সাধক মাত্রেরই নিষ্কপট ব্যাকুলতার সহিত মহাজনের পদাশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩২

(১)

২৪০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮০।৴

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথ নাথ ঘোষ ম্যানেজার, সাং গোয়াড়ী

দেঃ ঈশান ঘোষ সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার পারমেদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫।২৪।২২।৮০৬৪০৬ ০৮।৪।৮৫। খতিয়ানে ১৯।.৸৵০ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

২৪৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৵৯

ডিঃ মাধবচন্দ্র নাথ সাং বামনপুকুর

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ দিং সাং চৌগাছা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানার পোনডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ৩২৬ খতিয়ানে ৬-২২ শতক জমীর ২৯০৪ জমা মূল্য ৫০৲

(৩)

২৪৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৸৫৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথ নাথ ঘোষ ম্যানেজার সাং গোয়াড়ী

দেঃ নূর মহম্মদ শেখ সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ভাণ্ডারকোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৯ খতিয়ানে ০৩৯শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

২৪৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জেপাইত শেখ সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হবনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০ খতিয়ানে ৩-৬২শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

২৫০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৬

ডিঃ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ গোপাল দাস মুচি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ঘূর্ণী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯ খতিয়ানে ০০৮শঃ জমীর ৷৵০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

২৫২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ কামাল শেখ মিস্ত্রী সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ঘূর্ণী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪ খতিয়ানে ০১৪শঃ জমীর ।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

২৬২২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭।৶৬

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা দিং মোং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ দ্বিজপদ বাগচী দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৪১৯ খতিয়ানে ০-৭০শঃ জমীর ৪॥০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

২৬৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৬,৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী সাং চকদহ রাণাঘাট

দেঃ নলিন শেখ সাং বেথুয়াডহরী পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডহরী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২০।৪—৭।২৮৪ খতিয়ানে ১৪ ৮৩ শঃ জমীর ২৮৮৯ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৯)

২৭১২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩, ৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং কাশিমবাজার

দেঃ ইন্দু ঘোষ দিং সাং চোগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কাহালিয়া মাঠ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২ খাতয়ানে ১ ৯৭ শঃ জমীর ৫৸৵৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

২৭১৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৩॥

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চানন বিশ্বাস সাং দীপচন্দ্রপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়াল থানায় দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ১১৮ খতিয়ানে ৯-৪১শঃ জমীর জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

২৭১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩।॥৴৯

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফকিরমহম্মদ মণ্ডল দিং সাং শ্রীমায়াপুর পোঃ

নবদ্বীপ থানায় গঙ্গানগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০ ও অধীনস্থ খাতয়ানে

(১২)

২৭২৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৪৶০

ডিঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ জয়দুর্গাদাসী মোং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ২ খতিয়ানে জমিদারী সত্ব দেঃ ৫ গণ্ডা ১৪ তিল অংশ, মূল্য ২০০৲

২। কৃষ্ণনগর থানা অধীন কাঁটাল-পোতা গ্রামে ৫৩৩৩।১ খতিয়ানের -৮১ শতক জমি ২০৸৵০ জমা মায় কোটাঘর ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৩)

৭৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৩৵৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ গোবিন্দচন্দ্র পাল সাং তেঘরি রাণীনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৯ খতিয়ানে ১১৮২।০৵০ জমীর ২৭॥৶/১০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৪)

২৮১০ খাংজারী ৩১ দাবী ৭১॥৵৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ যতীন্দ্র ঘোষ কালসানা সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় মায়াকোল গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২ খতিয়ানে ১৫-২৯ শঃ জমীর ৭৬৲ জমা দেঃ ১ মূল্য অংশ,৫০৲

(১৫)

২৮০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৯॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিজু বেওয়া সাং গোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়ালিয়া গ্রামে ৪৯ খতিয়ানে ২-৩৭ শঃ জমী ৪৸৵৬ জমা মূল্য আঃ

(১৬)

২৮২০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭॥০

ডিঃ রাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ তোরাপ শেখ সাং বাগুতলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মহেশপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮-৫৫ শঃ জমীর ১৮/০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

খাংজারী ৩১ দাবী ৯৸০

ডিঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দিং সাং পাথুরিয়া

দেঃ উদ্ধবচন্দ্র দত্ত সাং সেরপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৯।১ খতিয়ানে ০২ শঃ জমীর ।৶০ জমা মূল্য আঃ ২৲

(১৮)

২৮২৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিজয়কৃষ্ণ দা সাং সেরপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৯ খতিয়ানে ৬৩ শঃ জমীর ৩৵৮ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

২৮৩০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ উদ্ধবচন্দ্র দত্ত সাং সেরপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০ খতিয়ানের ০৫ শতক জমীর ৸০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(২০)

২৮৪০ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৮৸৶৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ মুন্সী মণ্ডল দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫৭ খতিয়ানে ১৯-৬২শঃ জমীর ৩১৸৶ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২১)

২৮৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ১২১৸৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ পুলিন বিহারী চন্দ্র সাং কমলবাটী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কমলবাটী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১।৩২ খতিয়ানে ২৮-২৬ শঃ জমীর ৩৭৸৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২৯০০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৸৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ মুরারীমোহন ঘোষ দস্তরী সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ গ্রামে গোবিন্দ চন্দ্র রায় অধীন ৭১৫ খতিয়ানে ২০-৭৫শঃ জমীর ১০৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৫৲

(২৩)

২৯৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৫৶০

ডিঃ উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সাং নুতনপাড়া

দেঃ কমলেশ কুমার বিশ্বাস সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ভাণ্ডারকোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০ খতিয়ানে ৩-৪৪শঃ জমীর ৮।০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

২২৫৫ দেওয়ানী ৩১ দাবী ৩৬৫।/৬

ডিঃ অবনীতোষ সরকার দিং সাং নাপাড়ী

দেঃ কালী সেন সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার সাতকুলিয়া গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন চাকরান জমি মূল্য আঃ ৩৫৲

(২৫)

২৮৩৭ দেওয়ানী ৩১ দাবী ৫০১।৫

ডিঃ রামপদ চট্টোপাধ্যায় সাং বলপুকুর

দেঃ ছকিনা বিবি দিঃ সাং বেলপুকুর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ২২ খতিয়ানে ৪/ জমীর ৬৷৷০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে জাত মল্লিক দিং অধীন ১৩২ খতিয়ানে ২-৬৪ শঃ জমীর ৷৷০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। নবদ্বীপ সামিল চর কাঠালী গ্রামে ৮০ খতিয়ানের ৪/ বিঘা জমি ৪৸০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

(২৬)

২০২৮ দেওয়ানী ৩১ দাবী ৪৫৮৷৷/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক সেখ সাং জোমপুকুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রাম গ্রামে গৌরহরি খাঁ দিং অধীন ৪৩১।৪১৯ খতিয়ানে ৮৷।১ জমীর ৪৷।১৫ জমা মূল্য ৫৲

। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭১৪ খতিয়ানে ৭/ জমীর ৪৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

২৭৮১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৪৪।৵৩

ডিঃ রজবালী মণ্ডল সাং নওয়াপাড়া

দেঃ তারাপদ মণ্ডল দিং সাং পাতরাহ পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালী থানার জয়খালি গ্রামে নরিনাক্ষ দত্ত রায় অধীন ১০৩।১০৪ খতিয়ানে ৮-৮৭শঃ জমীর ১৯৷৷৶৬ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১০৫ খতিয়ানে ৬-৬২ শঃ জমীর ১৮৸১০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালীক অধিন ১৩ খতিয়ানের -৬১ শতক জমি ৸০ জমা মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে বিনোদ দিং অধীন ৩৮ খঃ -৮১ শতক জমি উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানার নওয়াপাড়া গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৯৯ খতিয়ানের ১১ ৭৪ শঃ জমি মূল্য ৪০৲

(২৮)

২৬৭৫ মণিজারী ৩১ দাবী ১৬৮।৬

ডিঃ ফকিরচন্দ্র বিশ্বাস সাং নবদ্বীপ

দেঃ লক্ষ্মীকান্ত পাল সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার গঙ্গাপ্রসাদ ৪নং মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে মন্মথ পাল চৌধুরী অধীন খতিয়ানে -৪০ শতক জমীর ১১৸৴৩ মহালের /৩ কাঠা জমীর ৸০ আনা জমা সহ ঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

২৭৯৭ মণিজারী ৩১ দাবী ১১৭৷৷/৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ ছমন্ত খাঁ সাং ফিওলগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ফিওলগাড়া গ্রামে ভিকীদার অধীন ১৮ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমীর ২৲ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ. মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সেরেখতি জমি

জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

২৭৭০ মণিজারী ৩১ দাবী ১৭৮৸/৯

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার ২১৫৪ নং তৌজি মহাল অধীন ৫০৫০।৫০৫১ খতিয়ানে ৫-৯৪ শঃ জমীর মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার গোবিন্দসড়ক গ্রামে গৌরীশচন্দ্র রায় অধীন ৭০৫।৭১৬ খতিয়ানে -৪০ শঃ জমীর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ইটলা মৌজার ৭৫৮ খতিয়ানের ১-৭৮ শঃ জমী মন্মথ পালচৌধুরী অধীন ১৸০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১১৬৬ দেওয়ানী ৩১ দাবী ১৪৩৬৸/০

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ আশুতোষ ঘোষ দিং সাং মাঝকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

হাঁসখালি থানার দক্ষিণপাড়া গ্রামে মাধব ভট্টাচার্য্য অধীন ২৬৮—২৭৪ খতিয়ানে ৫-৮৯ শঃ জমী ১৫৲ জমা মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে জ্ঞানেন্দ্র ভাদুড়ী দিং ব্রহ্মত্তর অধিন ২৯৯ খতিয়ানে ১-৯৭ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

১৭২ মণিজারী ৩১ দাবী ৪২৮৵০

ডিঃ সর্ব্বরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাং হাতিশালা পোঃ হাতীশালা

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী অধীন ৭৫২ খতিয়ানে ৫৪ শঃ জমীর ১৷৷৩ জমা দেঃ ১০৷৷ = অংশ, মূল্য আঃ ১৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় দিং অধীন ৮৫৯—৮৬১ খতিয়ানে ৩-২৮ শঃ জমীর ৩।০ জমা দেঃ ১৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ১৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং অধীন ৭৫৩ খতিয়ানের ২০-৫৪ শতক জমি উটবন্দি জমা দেঃ ১০৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ১৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় নামীয় নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ৮৭১—৮৭৪ খতিয়ানের ৩-৯৮ শতক জমি দেঃ ১০৷৷ = মূল্য আঃ ১

৫। থানা চাপড়ার সামিল হাতীশালা গ্রামে পাঁচু ঘোষ দিং অধীনে ২৭৯ খতিয়ানের ১০-১১ শতক জমি উটবন্দ জোত মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী অধীন ৯৭৬—৯৮৪।৯৮৬।৯৮৭—৯৯০।৯৯২—৯৯৫।৯৯৮। ৯৪।১ খতিয়ানের জমি ৩২৷৷৶৬ জমা দেঃ ২৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানার ঐ গ্রাম মধ্যে রামজয় চট্টোপাধ্যায় অধীন ৮৮১।৮৯৬,৯০৩।৯০৪ ৯০৬—৯০৮ খতিয়ানে ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ২৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ থানার ঐ গ্রামে শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় অধীন ৯০৮।৯৫০ খতিয়ানের জমি ৩৬৲ জমা দেঃ ১০৷৷ = অংশ মূল্য আঃ ২৲

৯। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৯৭১ খতিয়ানের .৩ শতক জমি ১৲ জমা দেঃ ১০৷৷ = অংশ মূল্য ১৲

(৩)

১২৭৮ মণিজারী ৩১ দাবী ৩০২৵০

ডিঃ লীলাবতী দাসী সাং দন্দহ

দেঃ ভোলানাথ দাস দিং সাং বড়কান্দোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ছোটকান্দোয়া গ্রামে রঘুনাথ সাহার অধীন ১৬১ খতিয়ানে ০২৭ শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী অধীন ১২ খতিয়ানে -১০ শতক জমীর ১৵০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার বটিকান্দোয়া গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৪১ খতিয়ানে -০৬ শতক জমী ১৷৷০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৩৬ খতিয়ানের -১০ শতক জমী ১৷৷৶৬ দেঃ ।০ অংশ মায় পাকা বাড়ী আকর আওলাত মূল্য ২০৲

(৪)

২৯১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৭৩৷৷/০

ডিঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং রামনগর

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানার রামনগর দিং গ্রামে পঞ্চানন সেন দিং অধীন ৯০১।৯৩২।৯৩৩। ৯২৮ক।৯২৮খ খতিয়ানে ১৫-৫৭ শঃ জমী ২২৷৷০ জমা দেঃ ।৴৬৷৷ - অংশ মূল্য ১৫৲

(৫)

১৩২১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৪১৬৵০

ডিঃ যতীশচন্দ্র মারিক সাং সোণঘাটা

দেঃ যদুলাল নাথ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার সোণঘাটা গ্রামে কেশব চন্দ্র দত্ত অধীন ৪৭২।৪৭৩ খতিয়ানে -৬৫ শতক জমী ৫৸০ জমা দেঃ এক-সপ্তমাংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

১৩৫৬ মণিজারী ৩১ দাবী ৬০৸০

ডিঃ ফটিক চন্দ্র পাল সাং মুড়াগাছা

দেঃ রতিকান্ত বিশ্বাস সাং কড়কাড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার কড়কাড়িয়া গ্রামে দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায় অধীন ৪৮।।২৫১ খতিয়ানে ১ ০৭ শঃ জমীর ৩।৵০ জমা মূল্য ১৫৲

(৭)

১৩৬৩ মণিজারী ৩১ দাবী ৭৫৷৷০

ডিঃ বছিরদ্দি মোল্লা সাং কৃষ্ণপুর, রাণীনগর

দেঃ এনাইতন্নেছা বিবি সাং পাবাখালি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পাবাখালি গ্রামে সৌরেশচন্দ্র রায় অধীন ৯৭—১০০ খতিয়ানে ১৩-৯ শঃ জমীর ১৮।/৫ জমা দেঃ ৷৷/১২ অংশ মূল্য আঃ ৬০৲

(৮)

১৪৪৫ মণিজারী ৩১ দাবী ১২৯৷৷০

ডিঃ রামপদ দে সাং বড়আন্দুলিয়া

দেঃ মেহের সেখ সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে শ্রীশ চন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৬৫১— ৬৫৩

খতিয়ানে ৪-৯২ শঃ জমীর ৭॥০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৫৪ খতিয়ানে ২৩ শঃ জমী বিঘা প্রতি ১৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় চকজিধা গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অধীন ৭৯ খতিয়ানের -৩৪ শ-৬ক জমী প্রতি বিঘা ./৩ জমা দেঃ ।৶০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১৫১৬ মনিজারি ৩১ দাবী ৫৭৮৶

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ ছাপেতালি সেখ সাং ঐ পোঃ সোণাডাঙ্গা

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ১৪৮ খতিয়ানে ৬-১৫শঃ জমীর ৮৫০/৩ জমা মূল্য ২৫৲

(১০)

১৫৯০ মনিজারি ৩১ দাবী ১২২।০

ডিঃ মুন্সি সেরাজল এছলাম দিং সাং বগুলা

দেঃ পাচু মণ্ডল সাং বেনালী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় বগুলা গ্রামে ৯১০। ৯২৯ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

৪৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৮৶৩

ডিঃ শৈলবালা দাসী দিং সাং তেহট্ট

দেঃ জুড়ান সেখ সাং পারকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার পারকুলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮২ খতিয়ানে ১-২২শঃ জমীর ২।৶০১ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৫০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪১৶

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আব্বাচ মণ্ডল দিং সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝী

চাপড়া থানায় আলফা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৫১ খতিয়ানে ২-২৪শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

৭৮৩খাংজারী ৩১ দাবী ৪০।০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার সাং গোয়াড়ী

দেঃ কাকেরালি সেখ সাং মুচিকুলাবাড়িয়া পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় ঢাকুরীয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭।১০৫ খতিয়ানে ৮৫০।/০ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

৮৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৮/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শিবনীবাস গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০ খতিয়ানে ১-৩১শঃ জমীর ৪৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

৮৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮২॥/৯

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ যামিনীকান্ত বক্সী দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০০।২০১ খতিয়ানে ৩৪-০৫শঃ জমীর ৬৫৮/৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

৮৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৮/৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ এলাহি বক্স বিশ্বাস দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৩ খতিয়ানে -৮৩শঃ জমির ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

৮৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আপছার মোল্লা সাং রাণীনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

হাসখালি থানায় নুতনগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ২।২৩৪।১০৪।১১ খতিয়ানে ৮।২।৶০ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৮৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অনাদি নাথ রায় সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শিবনীবাস গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭ খতিয়ানে -৭৯শঃ জমীর ২।৶ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

৮৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ভূষণ সেখ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০৭ খতিয়ানে -৪৩শঃ জমীর বাড়ীঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৯০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩৮/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ তিমের বিশ্বাস সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬।৩১৮।১৪১ খতিয়ানে ১-৩২শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৯১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৫॥/৩

ডিঃ বক্তাউল্লা দফাদার দিং সাং হরিণডাঙ্গা

দেঃ পটবিবি দিং সাং নুতনগ্রাম পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় হরিণডাঙ্গা গ্রামে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অধীন ১৩।১৩ক খতিয়ানে ৩-৮৪ শঃ জমীর ৭৮/২ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় সোনাপশ্চিম হরিণডাঙ্গা গ্রামে ঐ অধীন ২১২ খতিয়ানে ৭ ৬৭ শঃ জমীর ১৫০/৪ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৩০৲

(২২)

৯৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৶৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোং গোয়াড়ী

দেঃ ইছন মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১১ খতিয়ানে ১-০১শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

৯৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৭১॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তায়েব খাঁ দিং সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শিবনীবাস গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৪ খতিয়ানে ৩-০১ শঃ জমীর ৴০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

০৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৮৶৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ ছুটু সেখ দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫২ খতিয়ানে ৫-৭৩শঃ জমীর ১৫৲১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৫)

১০৪৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪॥৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ হাসা মল্লিক সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭৬ খতিয়ানে ৪-৬৯শঃ জমীর ১২৶১৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৬)

১০৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫॥/৬

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ পাঁচু সেখ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯৭।২৯৮ খতিয়ানে -৬৫শঃ জমীর ১॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

১০৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৫৲৩

ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ তিনকড়ি সেখ সাং আমরেডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ৩৩০৭ খতিয়ানে ৭॥৩॥৶ জমীর ৫৮০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১০৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২২০৶৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোং গোয়াড়ী

দেঃ মিহু সেখ দিং সাং ঢাকুরিয়া পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় ঢাকুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৯২।৫৭।১০৬।০১।৭২।১০৫।৯৭ খতিয়ানে ২৮৯২৶০ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

১০৮৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭২।৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল ভাদুড়ী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ পাঁচু হালসানা সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৮।০২১ খতিয়ানে ৭-৫৪শঃ জমীর ১৯৮১৫ জমা মায় ঘর বাড়ীসহ মূল্য ২০৲

(৩০)

১১০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫।৶৯

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং মণ্ডপাড়া

দেঃ এছমাইল মণ্ডল সাং তালুকতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১০ খতিয়ানে ১-২৯শঃ জমীর বাস্ত ৫৲ হিঃ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

১১০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১।৩

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দারিয়াপুর

দেঃ তুষ্ট চন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং চাঁদেরঘাট পোঃ তেহট্ট

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৭।১৫৮ খতিয়ানে ২-৫৬শঃ জমীর ৯৮৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

১১১৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৮৶

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সুস্থির কারিকর সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮১ খতিয়ানে ৩-০৪শঃ জমী ডাঙ্গা ৶০ নিঃ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

১১৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭/৩

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ হজরত মণ্ডল সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চারাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০ খতিয়ানে ৫ ৬৬ শঃ জমীর ২০৮ .৯ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১২১১ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৭।৯

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মোস্বাবী সেখ সাং নাকাদি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৫ খতিয়ানে ৪-৩১ শঃ জমীর ১০/০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

১২১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৯৶৬

ডিঃ সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জুরমান মোল্লা দিঃ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩৬ খতিয়ানে ৫-৪২ শঃ জমীর ১৭॥১৫ জমা মায় ঘর বাড়ী সহ মুল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

১২৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৸৶৯

ডিঃ নফর চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মলিনা বালা দাসী সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২০৫ খতিয়ানে ১-৪৯ শঃ জমীর ৫৸৶০ জমা মায় ঘর বাড়ীসহ মুল্য আঃ ২৫৲

(৩৭)

১২৪০ খাংজারী৩১ দাবী ১২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মালতিবালা দেব্যা সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪ খতিয়ানে ১-৪২ শঃ জমী মুল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১২৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৷৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ হাজারী সর্দ্দার সাং হাতীশালা পোঃ হাতীশালা

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৬১ খতিয়ানে -৩১ শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

১২৫৯ খাংজারী৩১ দাবী ৬৭৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী সরদার সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫।৬।৮।১১।১৩ খতিয়ানে ৩/৪ জমা ১০৲ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৪০)

১২৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৪/৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিভূতিভূষণ রায় সাং মুকুন্দপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মুকুন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৫ খতিয়ানে ৩-.৫ শতক জমীর ৬॥৶৫ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৪১)

১২৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৶৩

ডিঃ বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ অরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বীরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০৬ খতিয়ানে ৫-৭২ শতক জমী ৩৸০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪২)

১৩৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৸০

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস সাং বড়-আন্দুলিয়া

দেঃ হামিজাদ্দিন মণ্ডল দিং সাং ক্রোড়গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কালন্দা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬২ খতিয়ানে ২-৫২ শতক জমী ৮/৬ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

১৩৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৸০

ডিঃ সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছেয়ারণ বিবি সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ৸৪।৶০ জমী ওটবন্দী জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

১৩৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৸/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ফকির চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং আড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় আড়পাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৯৯—৬০১ খতিয়ানে -১৭ শঃ জমী ২৷৶৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৫)

১৪১৩ খাংজারী ৩১ দাবী .৭৮৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ অলাই সেখ ফরাজী সাং কাদপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শালিগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫৯ খতিয়ানে ২৯ ১৭ শতক জমী ৪২৶০ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১৫১২ খাংজারী ৩১ দাবী ১০১৷৶৯

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং ধারিয়াপুর

দেঃ রসরাজ মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩৪।৪৩৫ খতিয়ানে ৯-৫৪ শঃ জমী ১৬৷৶৫ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৪৭)

১৫১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৮৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বলরাম মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯০।৩৮৪—৩৮৫ খতিয়ানে ৫-৬৯ শঃ জমীর ১৬৸০ জমা মুল্য ৫০৲

(৪৮)

১৫১৫ খাংজারী৩১ দাবী ২১৯৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৮।২৪৯।২৫০।৩৬৬—৩৮৫ খতিয়ানে ২৬-০১ শঃ জমীর ৪০৲১১ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

১৫২০ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৬৷৶৩

ডিঃ সুরেন্দ্র নাথ নাথ সাং খালবোয়ালিয়া বাজার

দেঃ যতীন্দ্র নাথ রায় সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খালবোয়ালিয়া কুটিবাড়ীমধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৫৮৫ খতিয়ানে ২-৩শঃ জমীর ১॥০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

৮৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫১॥৶৬

ডিঃ বদনী নারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথ নাথ ঘোষ ম্যানেজার গোয়াড়ী

দেঃ গোলাম আলি বিশ্বাস সাং দফরপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০৭-৮০০ খতিয়ানে ০ ৭৪ শঃ জমীর ৪০৲ জমা মুল্য ৭৫৲

— —

বিবিধ সংবাদ

সীমান্ত গান্ধী কোথায় ?

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে ডিসেম্বর খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে দিল্লী ষ্টেশন দিয়া বাঙ্গালার দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

— —

সুতার কলে "সংগ্রাম"

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ২৪শে ডিসেম্বর ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতার কলে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। চুক্তিপত্রে উহাদিগকে দৈনিক যে কয় ঘণ্টা কার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল, এখন নাকি তদপেক্ষা অধিকতর সময় উহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কার্পাস বয়ন সঙ্ঘ বিচার করিয়াছেন যাঁহাদিগের সূতার কল আছে, আগামী ১৯৩২ অব্দের ফাল্গুনী মাস হইতে তাঁহারা সপ্তাহে যে কয় ঘণ্টা ইচ্ছা করিবেন কল চালাইতে পারিবেন।

কলওয়ালারা এই আদেশ পাইয়া যে কয় ঘণ্টা ইচ্ছা কল চালাইবেন, ফলে শ্রমিক দিগকে অনেক অধিক খাটিতে হইবে। পারিশ্রমিকের বন্দোবস্তও তেমন সুবিধাজনক নয় তাই তাহারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছে। উপর হইতে যতই চাপ পড়ুক না কেন তাহারা অটল অচল থাকিবে ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছে। কলওয়ালাগণ বিপদ গণিয়া শ্রমিকদিগকে প্রলোভনাদি সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে রাজী করিতে পারেন নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতার কলে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে।

চীন-জাপানে যুদ্ধ

রয়টারের প্রতিনিধি মুকডেন হইতে গত ১৫ই ডিসেম্বর জানান—এখানকার জাপ বাহিনীর সদর আফিসে এই খবর আসিয়াছে যে, চীনের সৈন্যদল দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের টাওলিং, চ্যাং-চিয়াটন এবং নিউচ্যাং, এই তিনটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রস্থলের দিকে সমবেত-ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। জাপ সৈন্যদল এই রেলপথে পাহারা দিতেছে। জাপ সেনানীগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, জেনারেল চ্যাং-সুয়ে-লিয়াং তাঁহার হস্তচ্যুত স্থানগুলি পুন-রধিকার করিবার জন্য প্রচণ্ড উদ্যমে আদেশ দিয়াছেন। চ্যাংচিয়া টুনে জাপানীদের একটি ছোট কেল্লা আছে, এই কেল্লার সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার জন্য একটী জাপ বিমানবহরকে প্রেরণ করা হইয়াছে, চীনা সৈন্যদল ঐ দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানীরা দ্রুতগতিতে চ্যাংচিয়াংয়ের দিকে সেনা সাহায্য প্রেরণ করিতেছে; তথায় সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এবং জাপানীদের পক্ষে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হইয়াছে। কিন্তু নিউচ্যাংয়ের দিকেই আশঙ্কার প্রধান কারণ রহিয়াছে। দুই হাজার চীনা সেনা ঐ স্থানটি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। জাপানীরা চীনাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জেনারেল চ্যাং সুয়ে লিয়াং চীনের প্রাচীরের সন্নিকটবর্ত্তী চিনচো কেল্লাতে তাঁহার সৈন্যদল সরাইয়া লইয়া যাইবেন, এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আরও দেড় ডিভিসন জাপ সেনা প্রেরণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়া-ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। জাপ-সমরসভা লিয়াওটুঙ্গ উপদ্বীপের ইজারা অঞ্চলে একদল সেনা পাঠাইবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। ইহারা মাঞ্চু-রিয়ায় গিয়া জাপ সেনাদিগকে বিশ্রাম লাভের সুযোগ প্রদান করিবে। শীত প্রধান দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে দীর্ঘকাল সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ায় আবার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জাপানী কর্ত্তৃক চীনাস্থ জাপ সেনাপতি জেনারেল হোন্জোকে উপদেশ দিয়াছেন, চীনা দস্যু-দিগকে দমন করিবার জন্য যেন তৎপর হন। বিশ্বস্তসূত্রে রয়টার জানাইয়াছেন, জাপ-কর্ত্তৃপক্ষ চীনের নিকট চরমপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন। তাহাতে এই দাবী করা হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে চীনারা যেন হাটিয়া গিয়া প্রসিদ্ধ চীনের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করে। যথারীতি জাপদূতের মারফতে এই চরম পত্র প্রেরণ করা হইবে। অপরদিকে হাঙ্কো চীনা সেনাপতি কাংসু-তিলাকে এই ধমকী দিবেন যে, তিনি যদি চরম পত্রের মর্ম্মানুসারে কাজ না করেন, তাহা হইলে জাপান যে কোন উপায় অবলম্বন করিবেন।

মুকডেন হইতে ২১শে তারিখে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—চ্যাংটু য্যাকুমেন ও সিনমিনচু নামক নামক স্থানে জাপানীগণ অদ্য প্রত্যুষ হইতে দস্যুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও যুদ্ধআরম্ভ করিয়াছে।

ভারতে গোলটেবিল কমিটী

গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে ভারতে যে সব কমিটি বসিবে, সেই সব বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন এবং কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের কার্য্য জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই সম্পন্ন হইবে। বৃটিশ প্রতিনিধিগণ আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে "মুলতান" জাহাজে ভারতবর্ষে রওয়ানা হইবেন। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগেই বিভিন্ন কমিটীর কার্য্য আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি কলিকাতায় বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকটী সভা হইয়াছে। অতঃপর কলিকাতা ও হোয়াইট হলের মধ্যে এই সমস্ত কমিটীর কার্য্য ও সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে পত্র বিনিময় হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ভারতবর্ষে রাখা হইবে। বড়লাটের মারফতে এই কমিটীর সহিত বৃটীশ গবর্ণ-মেন্টেরও সংযোগ থাকিবে। এই কমিটিতে যথাসম্ভব সকল দলের ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লওয়া হইবে। সুতরাং এই কমিটী অনেকটা বড় হইবে। বিভিন্ন তথ্যনির্ণয়কারী কমিটী এত বড় হইবে না। সংযুক্ত রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাবিষয়ক সাব-কমিটীর পক্ষ হইতে যে সমস্ত সুপারিশ করা হই-য়াছে, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করাই এই কমিটীর কার্য্য হইবে। এই কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য লওয়া হইবে। সুতরাং গোলটেবিলের সদস্য নহেন—এরূপ ব্যক্তি-গণকেও এই কমিটীর সদস্য করা যাইতে পারে। ভোটাধিকার বিষয়ক কমিটীও আকারে বড় হইবে না। ভোটাধিকার এবং নির্ব্বাচনক্ষেত্রের পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন সম্পর্কে এই কমিটী তদন্ত করিয়া সুপারিশ করিবেন। সম্ভবতঃ গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে এই কমিটীতে গ্রহণ করা হইবে। তৃতীয় কমিটী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন। তন্মধ্যে কয়েকটী দেশীয় রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার কথাও থাকিবে। খুব অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্য লইয়া এই কমিটী গঠিত হইবে। অন্যান্য কমিটীর পূর্ব্বেই এই কমিটীকে রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইবে।

ঝরিয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

ঝরিয়া হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে ঝরিয়া বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়, ফলে ছয়খানা দোকান একেবারেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং আরও কয়েকখানির অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০,০০০; অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

লাহোরে খানাতল্লাস

লাহোর হইতে প্রকাশ, সহরের সকল অঞ্চলে প্রায় ৩০ খানা বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। নওজোয়ান সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত গোবিন্দ সিং ও দাস ব্রাডল হলে অবস্থান করিতেছেন। এই হলেও পুলিস হানা দেয়, আর পেশো-য়ারের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত নিকে-মাথা যে মুলচাঁদ মন্দিরে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেখানেও খানাতল্লাস হয়। প্রত্যূষে ৪টার সময় খানাতল্লাস আরম্ভ হইয়া বেলা ১০টা পর্য্যন্ত চলে। পুলিস কতকগুলা বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও কতিপয় হিসাবের খাতা লইয়া গিয়াছে। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

খুনের মামলায় রায়

ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুকসুদ-পুরের দফাদার অদ্বৈত মণ্ডল বিগত ১৭ই জুলাই মহারাজ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঢাকার অতিরিক্ত সেসন জজ শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায় গত ১৮ই ডিসেম্বর উক্ত মামলায় রায় প্রদান করিয়াছেন। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে ভার-তীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া জজ আসামীকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহে বিপদ

টীকারীর মহারাজ জনৈক অষ্ট্রেলিয় মহিলাকে বিবাহ করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টা এক রেজেষ্টারী দলিল দ্বারা তাঁহাকে আজীবন ১৫০০০৲ টাকা করিয়া দি স্বীকৃত হন। পরে নানাকারণে তাঁহা সহিত মনোমালিন্য ঘটায় মহারাজ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। ইহা লইয়া উ শ্বেতাঙ্গিনী প্রথমতঃ গয়া আদাল মামলা করিয়া সেখানে হারিয়া যান পরে পাটনা হাইকোর্টে আপীলে শ্বেত ঙ্গিনী জয়লাভ করেন। মহারাজ প্রিভি কাউন্সিলে হাইকোর্টের আদেশে বিরুদ্ধে আপীল করেন। প্রিভিকাউন্সিল হাইকোর্টের আদেশই বহাল রাখিয়াছে প্রকাশ, উক্ত শ্বেতাঙ্গিনী অষ্ট্রেলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিনেত্রী কাজ করিতেন। পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টা ওয়েক নামক জনৈক আমেরিক বাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯ খৃষ্টাব্দে নিউ সাউথওয়েলসের সুপ্রী কোর্টে তাঁহাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় পরে ভারতে আসিয়া তিনি টীকারী মহারাজের সহিত মেলামেশা করি থাকেন তারপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তি হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সীতা দে নাম ধারণ করেন এবং ঐ সালেই ২ মে মহারাজ তাহাকে আর্য্য সমাজমা বিবাহ করেন। তাঁহারা কয়েক বৎ পতিপত্নিরূপে বাস করার পর ১৯১ খৃষ্টাব্দে এক দলিল দ্বারা মহারাজ সীত দেবীকে আজীবন বার্ষিক ১৫০০০৲ টা করিয় বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি দেওয়া হ তারপর ব্যভিচার দোষে মহারাজ তাঁহ ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন।

বোম্বায়ে হরতাল

বোম্বাই হইতে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ ও অ নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গত ২৬ ডিসেম্বর হরতাল ঘোষণা করেন।

সন্ধ্যাকালে আজাদ ময়দানে প্র বাদ-সভা হইয়াছিল।

"দৈনিক" ... শ্রীনবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই পৌষ বুধবার ১৩৩৮, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩১

ভারতের শেষ সংগ্রাম

পণ্ডিতজীর গ্রেপ্তারে হরতাল ও জনসভা

রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড

কলিকাতায় পিকেটিং

হুগলী জেলায় ডাকাতি

সাব ইনস্পেক্টর মারপিটের মামলা

জেলে ভীষণ কাণ্ড

ভারত ও গান্ধীজীর প্রতি দোষারোপ

টাউনহলে বিরাট সভা

ছাত্রের কক্ষে রিভলভার

নানা কথা

ভারতের শেষ সংগ্রাম

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "আগামী সংগ্রামই ভারতের শেষ সংগ্রাম—উহাতে ভারতবর্ষ হয় কৃতকার্য্য হইবে এবং স্বাধীন জাতিরূপে আবির্ভূত হইবে, না হয় পৃথিবী হইতে সে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যদি আমরা কৃতকার্য্য হই তবে আমরা জগতকে এমন এক শিক্ষা দেখাইব যাহার ফলে সমস্ত হিংসামূলক যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিবে এবং অহিংস সংগ্রামের নূতন মন্ত্র পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইবে। সম্মানের সহিত মরিবার সময় আমাদের আসিয়াছে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; তিনি যেন আমাদিগকে প্রফুল্লচিত্তে এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার শক্তি এবং সাহস প্রদান করেন।"

গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে আজাদ ময়দানে মাসিক পতাকা উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট জনতার সম্মুখে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন,—"আমাদের সেনাপতি গান্ধীজী, আসছেন কাজেই দিল্লী চুক্তির অবসান ঘোষণা করিবার দায়িত্ব যে আমার উপর পড়ে নাই ইহাতে আমি আনন্দিত। শেষ সিদ্ধান্তের ভার আমি আমার নেতার উপর দিলাম—আমি জানি, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং ন্যায্য নির্দ্ধারণ প্রদান করিবেন।"

হুগলী জেলায় ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, সদর মহকুমার ধানিয়াখালী হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে চেচাগড় গ্রামে এক ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৪।৫ দিন পূর্ব্বে একদিন মধ্য রাত্রিতে প্রায় ১২ জন লোক জাহান বক্স নামক জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে প্রহার করে। অতঃপর দস্যুগণ নগদ টাকা ও গহনাপত্রে প্রায় ৵১২ শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিসহ কয়েকটি বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। জাহান বক্স বৈদ্যুতিক মশালের আলোকে কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ ঘটনার জোর তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ধৃত হয় নাই।

রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড

গত ২৫শে ডিসেম্বর রঙ্গপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় বামনডাঙ্গা ছোট তরফের জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের জনৈক বরকন্দাজকে সহরের প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী কাছনা গ্রামের একটী পুলের সন্নিকটে রক্তাক্ত কলেবরে নিহত অবস্থায় পতিত থাকিতে দেখা যায়।

প্রকাশ যে, উক্ত জমীদার গত বৎসর অজন্মা হেতু প্রজাগণের দুরবস্থা দূরীকরণার্থ তাহাদিগকে ধান্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান বৎসর ফসল ভাল হওয়ায় উহা আদায়ের জন্য তাগাদা করিবার নিমিত্ত তাঁহার ২ জন বরকন্দাজকে কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ছিলমন নামক গ্রামে প্রেরণ করেন। প্রকাশ, যে কারণেই হউক দেনাদারগণের সহিত তাহাদের কিছু বাকবিতণ্ডা হওয়ায় বহু সংখ্যক গ্রামবাসী লাঠি, বর্শা সড়কী লইয়া বরকন্দাজদ্বয়কে আক্রমণ করে। ফলে নহবৎ সিং বরকন্দাজ ঘটনাস্থলেই ইহলীলা সংবরণ করে। কুলদীপ সিং গুরুতর আহত হইয়া ধরাশায়ী হয়। অতঃপর আততায়ীগণ দোষস্খালন উদ্দেশ্যে উক্ত নিহত বরকন্দাজকে সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী একটী পুলের সন্নিকটে ফেলিয়া পলায়ন করে। এতদ্‌সংবাদে উক্ত জমীদার একদল পুলিস সহ ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং আহত লোকটীকে সদর হাসপাতালে ও নিহত লোকটীকে গত ২৮শে ডিসেম্বর পরীক্ষার্থ মার্গে প্রেরণ করা হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তার্চ্চ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ শ্রীরূপ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅধমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ দীন অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ হট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভূপেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামজীব বেবর্ত্তিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীভূদেবেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) জোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) স্বানন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বুধবার — ২৪৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ চাঁদপুরে রেলি-ব্রাদার্সের অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার গৃহে হরিকথা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাহার সঙ্গী ব্রহ্মচারীবৃন্দ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর স্বামীজী বলেন যে, আমরা প্রাকৃত অভিমান সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মানুসন্ধানের চেষ্টা করিলে আমাদের প্রয়াস বিফল হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ না করিলে ভগবদ্জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

শ্রৌতমার্গাবলম্বীই গুরুর গুরুত্ব, নিজের নিজত্ব এবং ভগবানের ভগবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। গুরুসেবায় পরমার্থ লাভ হয়। শিষ্যের দিক্ হইতে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবা আবশ্যক। ইহার মধ্যে একটীর অভাব হইলেই অনর্থের উদ্ভব হয়। প্রাকৃত অভিমান ত্যাগ না হইলে সৎসঙ্গ লাভ হয় না। শাস্ত্র বলেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন।

যে অধোক্ষজ বস্তুকে আমরা দেখিতে শুনিতে, স্পর্শ করিতে, এমন কি যাহাকে মনে ধারণাও করিতে পারি না তাহার সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক কি? প্রাকৃত অভিমানে যাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন, সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিই এইরূপ প্রশ্ন করেন এবং যাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তিনিও উত্তর দানে অনধিকারী। গুরুর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তিনি তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমান ও দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিতে আদেশ দান করেন।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা; তিনি ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র কিম্বা অন্য যে কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করিতে পারেন, তিনিই গুরু।

যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্জ্ঞান, পরম পুরুষ দর্শন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, প্রাকৃত অভিমান ত্যাগ হয় না।

বর্ত্তমান কালের গুরুব্রুবগণ নিজেরাও দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন না এবং তথাকথিত শিষ্যবর্গকেও দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিবার মত সাহস বা জ্ঞান তাঁহাদের নাই। তাঁহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার প্রয়োজনও উপলব্ধি করেন না।

বরিশাল নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় কয়েক দিবস শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার নিকট গত ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পর শ্রীনামতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন।

তাঁহার নিকট যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীনামাশ্রয় করিতে হইলে নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর নিকট শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এই তিনটীর বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ অসৎসঙ্গে থাকিয়া বহু বৎসর প্রাকৃত জিহ্বায় নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও হরিনাম হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন হয় না, প্রাকৃত মন ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ, লীলার উপলব্ধি হয় না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির অপ্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, সেবোন্মুখ দিব্য নয়নে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন হয় ও ভক্তিভাবিত চিত্তে গুণ লীলাদির উপলব্ধি হয়।

সৎসঙ্গের অভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিসর্গতঃ ভোগোন্মুখ। আমাদের চক্ষু জাগতিক রূপে আকৃষ্ট হয়, কর্ণ নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ও সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হয়, নাসিকা বিবিধ ঘ্রাণের দিকে আকৃষ্ট হয়, ষড়্বিধ রসাস্বাদনে জিহ্বা নিযুক্ত হয় এবং আমরা কোমল বস্তু সম্ভোগ করাকেই ত্বকের সার্থকতা মনে করি। সুতরাং এইরূপ ভোগোন্মুখ অবস্থায় আমরা যতই নামাক্ষর উচ্চারণ করি না কেন, শ্রীনাম কোনও দিন কীর্ত্তিত হইবেন না।

যিনি শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপটে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকট যাবতীয় সন্দেহ নিরসনের জন্য পরিপ্রশ্ন করিবেন এবং শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনাদি সেবা করিবেন।

যদি প্রণিপাতটী কেবল লোক দেখান হয় এবং জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পারমার্থিকগণের বিচারে তাহাকে প্রণিপাত বলে না, সুতরাং কপটতা ছাড়িয়া সর্ব্ববিধ অহঙ্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ জ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মস্তক অবনত করা, তাঁহার পদরজ মস্তকে অভিষেক করার নাম প্রণিপাত।

এইরূপে নিষ্কপটে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলে সেই বীর্য্যবতী হৃৎকর্ণরসায়ন কথা শ্রবণ-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি উদিত হইবে। তখন সেই সেবোন্মুখের জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত হইবেন।

কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদমাঝে প্রবেশিয়া,
বাসয় সুধা অনুপম।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দ (ব্রহ্ম) রূপে নাচে অনুক্ষণ॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত হয়

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব

(সংগৃহীত সিদ্ধান্ত সার)

বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষ্ণু। তাঁহাতেই রজস্তমোগুণাধিকারী প্রকাশদ্বয় অপ্রকাশিতভাবে অবস্থিত থাকিলে বিষ্ণু হইতে তাঁহাদের পৃথক্ দর্শন হয় না। বিষ্ণু-তত্ত্বের স্বভাবে তিনটী গুণ পৃথক্ দৃষ্ট হয়; উহা বিষ্ণু-তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত কালের বিভাগ মাত্র। ত্রিকালসত্য বিষ্ণুই সার; অখণ্ড কাল তাঁহা হইতেই উদ্ভূত।

বিষ্ণু অসীম, নির্গুণ অর্থাৎ গুণত্রয়াতীত ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনিই সর্ব্বতত্ত্ব অর্থাৎ সকল কারণের কারণ। ব্যক্ত জগতের কারণ প্রকৃতি হইলেও সেই প্রকৃতি যে সত্তায় প্রকাশিত, সেই বস্তুই বিষ্ণু। গুণজাত জগতে সেই বাস্তব বস্তু ও বাস্তব বস্তু হইতে জাত তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ প্রকৃতিতে গুণের সন্নিবেশ। সেই প্রকৃতিই অচিজ্জগতে দেশ কাল পাত্র ভেদে ত্রিবিধ-বৈচিত্র্যে নশ্বরভাবে অবস্থিত। এক একটী বিভাগ হইতে তাহার অধিকারীসূত্রে বিভিন্ন অধিকার বা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনিই ত্রিবিধত্বে দৃষ্ট হ'ন। তিনি কখনও দৃশ্য জাতীয় অচিৎ বস্তু মাত্র নহেন। গুণের অনুপাতে জীবের অবিদ্যাগ্রস্ত অবস্থা দর্শনে অদ্বয়জ্ঞান-বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শনাভাবেই রজস্তমো-গুণাধিকারী দেবদ্বয়ের প্রকাশকে বিষ্ণুর সহিত সমান বা তাঁহা হইতে অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান বা অসমোর্দ্ধ। ব্রহ্মা হইতে রজোগুণের, শক্তি-পরিণাম এবং রুদ্র হইতে তমোগুণজাত শক্তি-পরিণাম। ঐ রজস্তমোগুণদ্বয় সত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া ঐ গুণদ্বয়ের কারণরূপী বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন দর্শনদ্বয়কে নিত্য সত্তার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া তাৎকালিক নশ্বর প্রতীতি হয়।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বিষ্ণুর অচিৎ শক্তির আশ্রয়ে বিজাতীয় শক্তি-পরিণামপ্রভাবে গুণত্রয়ের দ্বারা প্রকাশিত। বিষ্ণুর সনাতনীত্বে বিষ্ণুসেবা নিরত নিত্য-জীবসমূহ এক মাত্র বিষ্ণু ভগবানের সেবা না করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগে নিজের অস্মিতাকে ধ্বংস না করিয়া এই প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও বিষ্ণুরই সেবা করেন। এই জন্য বৈষ্ণবগণের উপাস্য বাস্তব বস্তু জীবের পরম সেব্য আশ্রয় বস্তু। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া রজস্তমঃ স্বভাববিশিষ্ট বদ্ধজীবের ধারণাই জীবের নশ্বর আত্মস্তরে অবৈষ্ণব-অস্তিত্বে স্থাপন করে। উহাই শুদ্ধ জীবাত্মার ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার। তাদৃশ অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে অলৌকিক দিব্যজ্ঞান প্রভাবে বিভিন্ন-ধারণাবিশিষ্ট সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিকে আশ্রয় করিতে পারেন।

বদ্ধজীবের ধারণায় বিষ্ণু ত্রিতত্ত্বরূপী। মুক্ত জীবের অদ্বয় জ্ঞানে তিনি বিষ্ণু। তাঁহাতেই অনন্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যাশ্রিত। তাঁহার সেবা-বিমুখ করাইবার জন্য বিরূপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় জীবকে অভিভূত করে। মায়াধীশ ও মায়াবশ ধর্ম্মদ্বয় ভগবান্ ও ভক্তে যে ভেদ বা বিশেষ স্থাপন করিয়াছে, তাহা শক্তি ও শক্তিমত্ত্বগত বিশেষত্ব। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের ভেদ সিদ্ধান্তকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্কীর্ণতা অপনোদিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিচারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ধারণা স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্য এবং শ্রীআনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের উপদেশ প্রণালীতে উহাই অসমোর্দ্ধোদ্দেশক। শ্রীপাদ শঙ্কর আধবোধবাদ অবলম্বন করিয়া তাহাকেই অববোধবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তৎপ্রতিকূলে শ্রীমধ্ব ভগবৎপাদ উহাকে ভক্ত পন্থা বলিয়া শ্রীব্যাসগুরুর আম্নায় পারম্পর্য্যে শক্তিপরিণামবাদকেই স্থাপন করায় কেবল অভেদবাদের সহিত ভেদসিদ্ধান্তের পার্থক্য বিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মদর্শন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভেদে দুই প্রকার। অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বে সাক্ষাৎ দর্শন, নির্ব্বাপক সামগ্রী ও অগ্নিসংযুক্ত ধূমে অসাক্ষাৎ দর্শন। বিষ্ণুদর্শনে সত্ত্বগুণের প্রকাশে শান্ত স্বচ্ছ স্বভাবকত্ব। অপর গুণাবতারদ্বয়ে অপ্রকাশাধিক্য। ব্রহ্মা ও শিব-রূপদ্বয় বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ। কিন্তু বিষ্ণু স্বয়ং এ রূপদ্বয় হইতে পৃথক্ হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত। বিষ্ণু-সূর্য্যের সূর্য্যকান্তস্থানীয় ব্রহ্মার প্রকাশে বিষ্ণুরই কিঞ্চিৎ প্রকাশ। বিষ্ণু-দুগ্ধের দধি স্থানীয় শিবের প্রকাশ বৈকারিক প্রকাশ, বিষ্ণু দীপের দশান্তর অপর দীপস্থানীয় বিষ্ণুর অবতার তাঁহাদেরই পূর্ণ প্রকাশ।

চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণশীল বিচারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য হরিবিরোধি শিবের ভেদদর্শনাভাবে যে সিদ্ধান্ত বিরোধ করিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে

যৎকিঞ্চিৎ

একদিন কোনও কলেজের কোনও সরলপ্রকৃতির অধ্যাপক অধ্যাপনা সময়ে কথা-প্রসঙ্গে ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন 'দেখ, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে জানা যায় তদালোচনার পরিবর্ত্তে, যাহার জন্য ব্রাহ্মণগণকে কখনও চিন্তা করিতে হইত না এখন সেই উদরভরণের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কলির এমনই প্রভাব যে যখন সন্ধ্যা করিতে বসি ঠিক সেই সময়ে বাজারাদির চিন্তা মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে; সুতরাং সন্ধ্যাবন্দনাদি যাহা হয় তাহা ত' বুঝিতেই পার।' অধ্যাপক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, মুখে ব্যক্ত না করিলেও বর্ত্তমানে হাজার করা ৯৯৯ জনেরই যে ঐ কথা, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের মুখ্য কর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনা এক্ষণে যেন একটা বাজে কাজে দাঁড়াইয়াছে। স্বত্বটী রক্ষা না করিলে অন্যের নিকট প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইবে না, অগত্যা উহা রাখিতেই হয়! যাঁহাদের অবস্থা এই প্রকার তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অত্রি সংহিতার (৩৭২ সংখ্যক)—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

—এই শ্লোকটী আলোচনা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন কি?

নব্য-শিক্ষিত দলের কেহ কেহ বলেন—"প্রাচীন যুগ অতীত হইয়াছে, এখন আর প্রাচীন যুগের রীতি নীতিতে চালালে চলিবে না, সুতরাং প্রাচীন যুগের প্রস্থাদ যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় প্রশান্ত মহাসাগরের সলিলে নিক্ষেপ না করিলে আর শান্তি পাওয়ার উপায় নাই।" নিত্য সনাতন নিত্য পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনবাণী এই শ্রেণীর নব্য দলকে কামিনী-কাঞ্চন লাভের আশা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনুষ্য জীবনের সাফল্য-সম্পাদনের উপদেশ প্রদান করেন বলিয়াই শত্রুরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। শিব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিরোধের সামঞ্জস্য স্থাপনে কেবলাদ্বৈতবাদী যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থানুগমন সাত্বত সম্প্রদায়ের নিত্য ধর্ম্ম। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করিতে গিয়া সমন্বয়বাদী বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে যে ব্যভিচার পথ গোপোপাসনায় পঞ্চোপাসনা কল্পনা করেন তাহা বাস্তব সত্যাধিকারী বৈদান্তিকগণ সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করেন।

কি তাঁহাদের প্রকৃত উপকারী সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের এই প্রকার ক্রোধ? তাঁহারা যদি প্রাচ্য-শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া হিতোপদেশের পক্ষী-বানর-কথা আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক হ'ন তাহা হইলে অন্ততঃ প্রতীচ্য কবির "We think our fathers fool so wise we grow, our wiser sons will no doubt think us so. এই বাণীর যথার্থতা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গলের পথ Back to God and back to home হইবার সুবিধা হয় না কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক সহাধ্যায়ী এম-এ পড়িবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'দেখ . . . . , চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, এক ব্যক্তি অসদুপায়ে টাকা উপার্জ্জন করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আছে, আর অন্য এক ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে। সুতরাং ভগবান্ যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? তিনি থাকিলে কি এই প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হয়? উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল, আচ্ছা সুরেশ, তুমি যে উদ্দেশ্যে যে কার্য্য করিতেছ তাহা তোমার কনিষ্ঠ ভাই নরেন যে পাঠশালায় পড়িতেছে, তাহা বুঝিতে পারে? তুমি উচ্চৈঃস্বরে পড় না বলিয়া সে মনে করে 'দাদা কিছুই' করেন না, শুধু পুস্তক লইয়া কিছু সময় বসিয়া থাকেন।' তোমার সম্বন্ধে তাহার ধারণা কি ঠিক? তুমি আমি কি সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের নিকট নরেন অপেক্ষা আরও কচি শিশু নই? সুতরাং এই সামান্য অল্প জ্ঞান লইয়া ভগবানের কার্য্য বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা নহে কি!" এই সামান্য ব্যাপারটী যাদৃশ নাস্তিকের হৃদয়ে স্থান পাইবে কি?

এই সে দিন কোন সাপ্তাহিক গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ পদ কর্ত্তা গোবিন্দদাসের

"যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-জল আশে।
সো অব নয়ন নীরে ঘন সিঞ্চন
কহ তঁহি গোবিন্দ দাসে॥"

এই বিশুদ্ধ প্রেম-রাজ্যের পংক্তি 'বিলাতি বৈঠকের অবসানে' শীর্ষক-প্রবন্ধে জড় বিষয়ে উপহাসচ্ছলে প্রয়োগ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কালের প্রভাবে আজ বানরের হাতে মুক্তার হার, আর জন্মান্ধ বালকের পদ্মপলাশলোচন নামের ন্যায় অহিতবাদী হিতবাদী নামে পরিচিত! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৯০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহা পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উচ্চ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই – চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরহস্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, ইষ্টপ্রাপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদুপদেশ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। সাবডিভিসনালের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বি... গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বি... গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এ... গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিঃ ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে লীলাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... নানাবিধ বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এক প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ বৈকারী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় রোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন্. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৩৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি-রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুমধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছ সৌন্দর্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারত ও গান্ধীজীর প্রতি দোষারোপ

লর্ড রদার মিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"বৃটিশ জাতিকে ধাপ্পা দিবার সর্ব্বাপেক্ষা স্পর্দ্ধিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে লণ্ডনে ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হইল। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষের জন্য সম্মিলিত স্বায়ত্তশাসনমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করা কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, কারণ ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে এবং উহার অধিবাসীদের জাতি বলা চলে না। এক স্থানে এত গুলি ভাষা, ধর্ম্মমত ও বর্ণ পৃথিবী আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাদের সামাজিক প্রথা পরস্পর বিরোধী তাহারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। লণ্ডন চিড়িয়াখানার সমস্ত জানোয়ারকে একটী প্রকাণ্ড খাঁচার মধ্যে পুরিয়া দিলে যেরূপ রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা হইবে, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ফলও হইবে সেইরূপ।

ভারতে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার শীর্ষদেশে আছেন মিঃ গান্ধী গান্ধী একজন চতুর ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক। লণ্ডনে তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুর আধিপত্য স্থাপন করা—অর্থাৎ ৭৫০০০০০০ অস্পৃশ্য, ৮০০০০০০০ মুসলমান এবং ৬০০০০০০ দেশীয় খৃষ্টান এবং কয়েক সহস্র য়ুরোপীয়দের উপর হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমতী শান্তি ও সুনীতি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যাভিযোগে ধৃত শ্রীমতী শান্তিঘোষ এবং শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরীর সহিত তাঁহাদের উকীল যথাক্রমে শ্রীযুত করেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরী এবং শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দত্তকে গত ২৬শে ডিসেম্বর দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। জেনারেল অফিসে জনৈক গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টরের সাক্ষাতে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত অফিস ঘরে প্রবেশের পূর্ব্বে জেলের ফটকে শ্রীযুত চৌধুরী ও শ্রীযুত দত্তকে তল্লাস করিয়া খানাতল্লাস করা হয়।

উভয় বালিকাকেই জেলে প্রথম শ্রেণীর আসামীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সপ্তাহকাল ম্যালেরিয়া জ্বরভোগের পর সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

জমি লইয়া দাঙ্গা

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, বেগমগঞ্জ থানার থালিসপাড়া গ্রামের একখণ্ড জমির ধান কাটা লইয়া বিবাদ ও হাঙ্গামার ফলে তিনজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। উহাদের মধ্যে একজনকে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার অল্পক্ষণ পরে সে মারা গিয়াছে। আহত অপর দুইজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহারা দুইজনেই হাসপাতালে রহিয়াছে। প্রকাশ,—অপর পক্ষের কতিপয় লোক আহত হইয়াছে। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

ছাত্রের কক্ষে রিভলভার

লাহোর হইতে প্রকাশ, সরকারী কলেজের এম-এ ক্লাসের ছাত্র মোহাম্মদ সরফরাজ খাঁর বাটিতে গত ২৫শে ডিসেম্বর খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে খানাতল্লাসের সময় নাকি পুলিশ তাহার ঘরে একটি রিভলভার পাইয়াছে। পুলিশ সরফরাজকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এ বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ইহাকে এক পক্ষকাল হাজতে রাখা হইয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনায় উকিলের মৃত্যু

পাটনা হইতে প্রকাশ, সরকারী উকিল ও রাঁচি মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। তিনি কিছুকাল বিহার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

টাউনহলে বিরাট সভা

গত শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার টাউনহলে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে "রবীন্দ্র জয়ন্তী"র সংস্রবে দেশের সাহিত্যিকদিগের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভাগৃহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও দলের ভদ্রলোক ও মহিলা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভায় ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা ও প্রবন্ধ লেখকগণ তাঁহাদের বক্তৃতায় ও রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আমি আনন্দিত হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ জীবনের মাধুর্য ও মানব সভ্যতার গৌরব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা যখন অনিশ্চয়তা দ্বারা অভিভূত হই, বিজ্ঞানের বিজয় গৌরবের সম্মুখে অবাক্ হইয়া থাকি আমাদের নিজ রাজনীতিক ও আর্থিক অনুন্নতির কথা স্মরণ করিয়া ম্রিয়মান হই তখন রবীন্দ্রনাথের বাণী আমাদিগকে সাহস ও শক্তিপ্রদান করে, সেই বাণীতে আমরা জানিতে পাই যে, পার্থিব শক্তি অথবা আর্থিক সমৃদ্ধি দ্বারা মানব সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না—সত্য ও প্রেমের শিক্ষায়ই সভ্যতার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয়।

কলিকাতায় পিকেটীং

বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে যোড়হাতপূর্ব্বক বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করিতে ক্রেতাগণকে অনুরোধ করিবার সময় শ্রীযুত গণেশচন্দ্র রায় ও খগেশ্বর দাস নামক দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন।

এই গ্রেপ্তার লইয়া বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিতে যাইয়া প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ এই প্রকারের অস্বাভাবিক ভাবে গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও দিল্লী চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন।

দিল্লী চুক্তি অনুসারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংএর অধিকার ও স্বেচ্ছাসেবকদের শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিবার নিয়মাবলী সম্বন্ধীয় বহু হিন্দী বিজ্ঞাপন বি, পি, সি স্বদেশী ও পিকেটিং বোর্ড (কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘ) হইতে বড়বাজার অঞ্চলে বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত সতীন সেন গত শুক্রবার রাত্র ৮ ঘটিকার সময় বোম্বাই রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট জানা গেল যে, তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট বাংলা দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবেন। ইহা ব্যতীত বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিবার কালে পুলিস যেভাবে প্রত্যহ দিল্লী চুক্তি অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার করিতেছে, সেই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহাও আলোচনা করিবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট হইতে বড়বাজারের পিকেটিং সম্বন্ধে এক পত্র পাইয়াছিলেন।

সাব ইনস্পেক্টর মারপিটের মামলা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীহট্টের পুলিস সাবইনস্পেক্টর মনোয়ার আলি ১১ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে তাঁহাকে মারপিটের অভিযোগে নালিশ রুজু করিয়াছিলেন। ফরিয়াদী তাঁহার এজাহারে বলিয়াছিলেন—আমি যখন একজন পলাতক আসামীকে ধরিতে যাই, সেই সময় ১১ জন মুসলমান আমাকে মারপিট করিয়াছিল। আমার গায়ে ও [illegible] মারপিটের দাগ আছে।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুখময় চৌধুরী সি, আই, ই এই মামলার বিচার করেন। অনেকক্ষণ শুনানীর পর নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ না পাইয়া আসামীদিগকে তিনি বে-কসুর খালাস দিয়াছেন এবং রায়ে মামলাটিকে সাজানো মামলা বলিয়া [illegible] করিয়াছেন।

জেলে ভীষণ কাণ্ড

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ইন্দো-চীনের চাইপঙ্গেএর জেলে কয়েদীগণ বিদ্রোহ [illegible], ফলে চারিজন কয়েদী নিহত এবং চারিজন সামান্য আহত হয়। কয়েকজন কয়েদীকে পেনাল সেটেলমেণ্টে পাঠাইবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, রাত্রে সেই সময়ের ঠিক কিছু পূর্ব্বে এই গোলমাল আরম্ভ হয়। অবিলম্বে শান্তি স্থাপিত হয়।

পণ্ডিতজীর গ্রেপ্তারে হরতাল ও জনসভা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিঃ শেরওয়ানী এবং আবদুল গফুর খাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বহুস্থানে হরতাল ও জনসভা হইয়াছে।

চৌদি— শ্রীমায়াপুর / নবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির-দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১

গান্ধীজীর বক্তৃতা

লক্ষ্ণৌয়ে পুলিশের লাঠি

কলিকাতায় হরতাল

সাইকেলে কাশী যাত্রা

অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল

বড়দিনে অপঘাত

বোম্বাইয়ে গান্ধীজী

মুসলমান যুবককে ছুরিকাঘাত

চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাব

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিশ্রাম

লালকোর্ত্তাদের প্রতি গুলী

নানা কথা

গান্ধীজীর বক্তৃতা

আজাদ ময়দানে সমবেত বিরাট জন সঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করিয়া গান্ধীজী বলেন—

"সর্দ্দার সাহেব, ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ! গত ২৮শে ডিসেম্বর সকালে আমার প্রতি আপনাদের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনের জন্য যে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই প্রীতির আতিশয্যেই এখানেও আপনারা সমবেত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

"প্রকৃত পক্ষে এই যে প্রীতি আপনারা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার মূলে হইল কংগ্রেসের প্রতি আপনাদের অবিচলিত আস্থা। এই কংগ্রেসের মারফতেই আপনারা আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে কৃত-সঙ্কল্প। রাত্রিকালে আমি আপনাদিগকে এখন বলিব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহা অতি বড় সত্য যে, মানুষ ভাবে এক ভগবান্ করে অন্য। আজ আমি অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। ঐ সকল বিষয়ের কিছুই আমি জানিতাম না বা ঐ সকল বিষয়ের জন্য কোনও কথা ভাবিও নাই।

"পেশোয়ারে গুলীবর্ষণ এবং সাহসী অধিবাসীদের মৃত্যুর কথা আমি কিছুই জানিতাম না। পণ্ডিত জহরলাল এবং মিঃ শেরওয়ানীর গ্রেপ্তারের কথাও আমি জানিতাম না। [illegible] হইতে অবতরণ করিবার পর এ-সব কথা আমি অবগত হইয়াছি। আমি এইসব গুলিকে আমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের দান বলিয়া মনে করিতেছি। বড়দিনের সময় যে সম্ভাষণ এবং উপঢৌকন আদান প্রদানের প্রথা আছে তাহা কি আপনারা জানেন না? আমাকে এই বড়দিনের সময় কিছু দিতে হইবে ত ইহাই আমি বড়লাটের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি।

লক্ষ্ণৌয়ে পুলিসের লাঠি

কানপুর হইতে প্রকাশ, কানপুর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত সিয়াবাদ গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে ১৪৪ ধারা ও সভ্যা-আইন প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। গত শনিবার কংগ্রেসের ৩২ জন স্বেচ্ছাসেবক তথায় প্রচারপত্র বিতরণ ও খাজনা বন্ধ প্রচার করেন। উত্তরীপাড়ায় বাজারের নিকট একটী সভা হইয়াছিল এবং সেখানে এই প্রকার দুইটি প্রচারপত্র বিতরিত হয় এবং খাজনাবন্ধের কথাও প্রচারিত হয়।

অবিলম্বে বিলহাউরা হইতে একদল পুলিস আসিয়া পৌঁছায় এবং তাহাদের লাঠি চালনার ফলে তিন জন স্বেচ্ছাসেবক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আট জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; অবশ্য আয়ত্তাধীন হইয়াছে।

অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল

ইহা কয়েকটা কথার সমষ্টি মাত্র। শয়নের পূর্ব্বে উহা সাজাইয়া আপনার কোন প্রিয়জনের নাম লিখিয়া শয়ন করিলে রাত্রে সে আপনাকে অথবা আপনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। ধীরে ধীরে সে আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত হইবে। স্বপ্ন ঘোরে আপন সঠিক ভাবে অজানিত দেশ—পরলোকগত স্বজন বন্ধু বা আপনার ভবিষ্যের কথা জানিতে পারিবেন। শাস্ত্র সমুদ্র মন্থনে ইহা অভিনব আবিষ্কার। মিথ্যা প্রমাণে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫ ১৩ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ৩১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩১ বৃহ

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তনকালে বলেন, প্রাকৃত অভিমান লইয়া অপ্রাকৃত বস্তু ধারণা করিতে চেষ্টা করা বাতুলতার নামান্তর মাত্র। প্রাকৃত গুণাধীন রাবণ, অধোক্ষজ বস্তু সীতাহরণের প্রয়াস করেন, রাবণ মহা তপস্বী হইলেও প্রকৃত গুরুর আনুগত্য না করায় তাঁহার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। সীতাকে রাবণ স্পর্শ করিতেও পারেন নাই; মায়াবশ রাবণ একটী মায়া-সীতা হরণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পুরাণে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম দর্শন, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্ম দর্শন এবং পূর্ণ প্রতীতিতে ভগবদ্দর্শন হয়।

জীব প্রকৃতিকে ভোগ করিবার প্রয়াস করিয়া অনর্থগ্রস্ত হয়। প্রকৃতি ভগবানেরই ভোগ্য, জীবের ভোগ্য নহে। ভগবানের ভোগ্য বস্তু কাড়িয়া লইয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা কখনই সফল হয় না।

জীব চেতন বস্তু। চেতন বস্তুর ধর্ম্মই এই যে, সে স্বতন্ত্রতার ব্যবহার করে। যখন জীব এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভগবদ্ভোগ্যা প্রকৃতিকে ভোগ করিতে চায় তখনই সে ভুক্তিকামী হয় এবং প্রকৃতিই তাহাকে ভোগ করিয়া ফেলে, কিন্তু যখন সে সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে তখন সে কৃষ্ণোন্মুখ হয় এবং ভগবানের প্রসাদমাত্র সেবা করে। শ্রীগুরুদেব তাহাকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন।

আমরা শ্রীগুরুদেবের নিত্যত্ব এবং আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের থলির পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহিলে আমরা একটী রক্তমাংসের থলিই প্রাপ্ত হই। শ্রীগুরুদেব তখন আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ অবলম্বন করিলে সেবোন্মুখ হওয়া যায় এবং সেবোন্মুখ জিহ্বায় হরিকীর্ত্তন হয়; দুঃসঙ্গীর কীর্ত্তন হয় না। গুরুদেবই দুঃসঙ্গের পরিমাণ দেখাইয়া দেন, অপর কেহ দেখাইতে পারেন না। চৈত্ত্য ও মহান্ত গুরু সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দেন।

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণ-ভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত্য-শিক্ষা-গুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন। অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে শিক্ষা-গুরু। সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত ভক্তি প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করেন।

জীব উপাধি নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রস তাহার অনুভূতির বিষয় হয় না। এরূপ অবস্থায় রুক্মলীলাদি আস্বাদন করিতে গিয়া লোকে প্রাকৃত সহজিয়া, সখীভেকী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া নিজেরাও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং অপরকেও অনর্থগ্রস্ত করে। আবার কেহ কেহ এরূপ নিরাগ্রহ করে যে তাহার অতীত যাহা কিছু আছে তাহা তাহারা জানিতে চায় না। এই সমস্ত ব্যক্তি কখনও আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারে না।

অনেকে বহিরঙ্গা শক্তির বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া এই বহিরঙ্গা শক্তি যাঁহার, সেই বস্তুর সন্ধান করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অবিনশ্বর কিন্তু এই শক্তির বিচিত্রতা নশ্বর। কুদার্শনিক এই বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী হইয়া পড়ে এবং সুদার্শনিক এই সমস্ত বিচিত্রতায় মোহিত না হইয়া ভগবদ্দর্শনের বিষয় প্রচার করেন এবং বৈষ্ণবআখ্যায় পরিচিত হন। উপাধিমুক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বে বাসুদেবানুভূতি হয়।

মায়াবাদীর কর্ম্মবাদনিরাস এবং বৈষ্ণবের কর্ম্মবাদনিরাসে পার্থক্য আছে। মায়াবাদী নিষ্ক্রিয় চিন্মাত্র হইতে চাহেন। তিনি শুদ্ধসত্ত্বার অংশবিশেষ ধ্বংস করিতে চাহেন। কিন্তু বৈষ্ণব কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া ভগবৎ-সেবা করেন।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা জিলার অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে এক বিরাট সভা আহূত হয়। ইতঃপূর্ব্বে দুই দিবসকাল বিদ্যুৎপ্রভ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই তিন সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন।

তৃতীয় দিবসের বক্তৃতায় স্বামীজী প্রকাশ করেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এমন একটী জিনিস দান করেন যাহা কিম্বা যাহার অনুরূপ কিছুই পূর্ব্বে কেহ কখনও দান করেন নাই। করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে গিয়া আচণ্ডালকে যে রসটী বিলাইয়াছিলেন সেটী উন্নত উজ্জ্বল রস। আমরা সাধারণতঃ দাম্পত্য প্রণয়ের বহুমানন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে হেয়তা ও অবরতা রহিয়াছে। যাহা পচিয়া গলিয়া যায় তাহা কখনও উন্নত উজ্জ্বল রস হইতে পারে না। জগতের কোন রসেই উন্নত শব্দ প্রযোগ হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলেন,—"রসো বৈ সঃ।" সেই "রসো বৈ সঃ" ই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ। তিনিই কৃপা করিয়া সাধক-লীলা অভিনয়পূর্ব্বক এই উন্নতোজ্জ্বল রস দান করিয়াছিলেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

কুনটের নাট্য

"বিগত ৬ই কার্ত্তিক হইতে উত্তর বঙ্গে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সম্প্রদায় প্রকটিত হইয়াছেন। ইতোমধ্যেই উক্ত একটী লোক সত্যের পূর্ণালোক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রবল মাৎসর্য্যানলে বিদগ্ধ হইতে হইতে এমন একটী বুদ্ধি মাথায় আটিলেন যে, সমিতিটীকে ধ্বংস করা চাইই; অবশ্য এই প্রকার স্বভাবের ব্যক্তিগণ নিত্যকাল ঠাকুরমন্দির ভাঙ্গিয়া যোষিৎ-গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষপাতী। তাই আজ উত্তরবঙ্গবাসীর সৌভাগ্যাকাশে যে ভাগবত-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন তাঁহাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃষ্টতা বা বাচালতা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ হইতেছে না। ধন্য মায়াপিশাচী তোমার কৌশল! যে কৌশলে আজ তোমার সেবকদিগকে নাসিকারন্ধ্রে দাম সংযোগে বলীবর্দ্দের ন্যায় ইচ্ছামত ঘুরাইবার শক্তির অভাব হইতেছে না।

যাহা হউক, এই ধ্বংসলীলার সহায়কারী প্রবীণ, বুদ্ধিমান, যমরাজের দক্ষিণ দ্বারের নরকের যাত্রী-সংগ্রহে পটু শুক্রাচার্য্যের চর—এমন কোন ব্যক্তি আসিয়া জুটিয়াছেন। তিনি মনুষ্য সমাজে অদ্ভুত ও নবীন। বেশটী বৈরাগীর, কিন্তু তিনি সংসারেতেই আছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে কি এক 'রাজমন্ত্র' পাইয়াছেন। আবার বলেন ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের অনুগত। কিন্তু এতদঞ্চলে সভাসমিতিতে সর্ব্বদাই বলিতেছেন, 'যাহার যাহা ইচ্ছা, সেইভাবে ভজনা কর। পিতামাতাই জীবন্ত কৃষ্ণ। তাঁহাদের সেবায় কৃষ্ণসেবা হয়। কালী, দুর্গা, শিব, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, শনি, সত্যনারায়ণ সব পূজাতেই কৃষ্ণপূজা হয়, (তিনি সব পূজারই পুরোহিত আছেন)। সুতরাং যে যাঁহার পূজা করে তাহাতেই কৃষ্ণপূজা হইবে।' এইত গেল তাঁহার সাধন ভজনের অভিজ্ঞান ও শাস্ত্র-জ্ঞানের বহর। কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় বটতলার দুই এক খানা বইয়ের দুই এক পাতা মাত্র উল্টাইয়াছেন। গুরুকরণ দীক্ষা প্রভৃতি কোন সংস্কারের ধার তিনি ধারেন নাই, তবে হাত দেখায়, পাঁজী দেখায় বেশ পটু ও কামাখ্যাতন্ত্রের সম্মোহন বা বশীকরণ বিদ্যায় কিছু দক্ষ আছেন, যেজন্য মানব তাঁহার দুই একটী কথা শুনিয়াই মুগ্ধ হয়। শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, তিনি বলিতেছেন, যে যাহাই কর হরিনাম করিলেই সকল পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং পাপের ভয় কি? যথেচ্ছা আহার বিহার কর, পাপও কর, নামও কর। তার পর রসকীর্ত্তনে তিনি এত মজ্‌গুল যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার মত সম্ভাষা আমাদের নাই।

সত্যান্বেষী ভাগবতানুগ সুধী সজ্জনমণ্ডলীমাত্রেই ইহার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠ বিপুল পরিশ্রম, বিপুল উৎসাহে যে শুদ্ধ ভক্তির কথা জগতের দ্বারে দ্বারে জীবের নিত্যকল্যাণের জন্য, অযাচিত ভাবে বিতরণ করিতেছেন, শুধু বঙ্গদেশে নহে, আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী, মুক্তকণ্ঠে যে নিরকুহক সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন এবং স্বীয় জীবন ধন্য করিয়া সকলকে ধন্য করিতেছেন, সেই সুফল প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তির প্রতিষ্ঠানকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা বই আর কিছুই নহে। মানুষ নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে এবং সেই যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া আত্মঘাতীর ভাগী হয় তাহা বোঝে না কেন? ইহা একমাত্র অসৎসঙ্গের ফল নহে কি?

আমরা জানি, যেখানে যখনই সত্য বস্তু প্রকাশিত হন, সেখানে তখনই অসত্য প্রিয় অসাধুগণ নিজের ভোগে বাধা জন্মিবার আশঙ্কায় অপস্বার্থান্বেষী হইয়া বিপুল উদ্যমে সেই সত্যকে স্থানচ্যুত করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকে এবং পূর্ব্বে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকিলেও সত্য ধ্বংস-চেষ্টাকালে একত্র মিলিয়া যায়। কিন্তু সত্য বা সত্যাশ্রয়ী এত দুর্ব্বল নহেন যে কয়েকটী আসুরিক ভাবাপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তির ধাক্কায় স্থানচ্যুত হইয়া যাইবেন। তাঁহারা শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী শ্রীবলদেবের বলে বলীয়ান্। এমন কি সমগ্র জগতের হরিবিমুখ জীবগণ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাঁহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন না, কারণ সত্যান্বেষীগণ ভজনানন্দী, আর তথাকথিত বেশধারী সাজা সাধুগণ কপট ব্যবসাদার। তাহারা মনুষ্যজাতির উক্তি শ্রবণযোগ্য কয়েকটী কথা ভবঘোরার ন্যায় কপ্‌চাইয়া অর্থাৎ "যে যাহা ভাল বোঝ তাহাই কর, তাহাতেই হরিভজন হইবে" বলিয়া, কতগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের উপর গুরুগিরির ফন্দী পাতিয়া বসে। আর তথাকথিত সরল ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাহাদেরই কথায় সায় দিয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার করেন, ইহাই সজ্জনগণের দুঃখের কারণ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তিগত কথা শ্রবণ করেন না; তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত সাধুজনের বাণী শ্রবণ করিয়া শুদ্ধাত্ম হন। ব্যবসাদারগণ মুখে মানুষের মনযোগানো যত কথা বলেন তাহার কোন সাত্বত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে পারেন না। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষার কয়েকটী কথা কপ্‌চাইয়াই বড় বক্তা হওয়া যায় না, একটু দার্শনিক সংবাদ রাখা ভাল। যে ভক্তিদর্শনে মনীষিগণ আজীবন গবেষণা করিয়াছেন, তাহার কথা দূরে থাকুক, এমন কি, শ্রোতাদিগের মধ্যে যদি কেহ শাস্ত্রে তাঁহার কথার প্রমাণ চান, তাহা হইলে ঐ লোকভুলানো বঞ্চকগণ এ-কথা ও-কথা সাত নিশালি কথা বলিয়া পাশ কাটিয়া চলেন, পাছে তাহার দেহ মনের খেয়ালে স্বকল্পিত কথা লোকে ধরিয়া ফেলে! শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাদের বদ্‌-হজমের উদ্গার, অশাস্ত্রীয় বেফাঁস কথাগুলির তাহাদের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও বিড়াল-তপস্বীর নীতি অবলম্বন করিয়া মৌন-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, বা মাথা নাড়িয়া তাহাতে সম্মতি দেন। এমন কি নিজের কপটতা আচ্ছাদনের নিমিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট বলিয়া থাকেন, "আমি ও আপনারা একই প্রকার উপাসক" এবং বাহিরের লোক যাহাতে বুঝিতে না পারে, সেজন্য শুদ্ধভক্তের কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া লম্ফ, ঝম্ফ ও আলিঙ্গনাদিতে অনেক প্রকার ভাবুকতা দেখান, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ অসৎসঙ্গ জানিয়া ঐরূপ কপটীদিগের কোন সভা সমিতিতে যোগদান করেন না এবং ঐরূপ বৈষ্ণবের পাঠকীর্ত্তনাদি শুনেন না।

হায় কপট! তুমি মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়া, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত হইয়া, আজ তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছ? পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে দেখিয়া থুৎকার নিক্ষেপ করিবেন। তোমার স্থান কোথায় হইবে, তুমি নিজে একবার চিন্তা কর কি? অবশ্য তোমার অর্ব্বাচীনতার জন্য সে বুদ্ধিটী তোমার মাথায় স্থান পাইবে না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দিব্যদর্শনের দ্বারা তোমার ও তোমার অনুগত জনগণের ভাবী শোচনীয় দশা কুম্ভীপাকের পাক দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখানুভব করিতেছেন। তুমি মুখে বৈষ্ণবাপরাধের খুব ভয় কর, কিন্তু কাজের বেলায় তোমার বৈষ্ণবাপরাধ গুর্ব্বপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই নাই। তুমি বোধ হয় জান বৈষ্ণবাবজ্ঞা ও গুর্ব্ববজ্ঞা কত বড় ভীষণ হইতে ভীষণতম অপরাধ। সাধু—সাবধান।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আজ নিশ্চয় সকলেই হরিভজন কর্‌তে চান। হরিভজন কর্‌বো না প্রকাশ্য ভাবে এ'কথা খুব কম লোকের কাছ থেকেই শুন্‌তে পাওয়া যায়। আমরা মনে করি হরিভজন করা মানে—'ঘরে চুপ্ চাপ্ বসে আছি, খাব দাবো থাক্‌বো আর হরিনাম টাম্ মাঝে মাঝে কর্‌বো, তা হলেই হবে। ঘরের কাজ কর্ম্ম সেরে যে-টুকু সময় থাক্‌বে সেইটুকু ঠোঁট নাড়া ক'রে মালা টান্‌বো, কখন খোল করতাল নিয়ে নগর কীর্ত্তন কর্‌বো, হরিসভা কর্‌বো পাঠ কর্‌বো। কখনও বা পাঠ শুনে ভাবে গ'লে পড়্‌বো এবং কিসে ভোগের সুবিধা হবে, ছেলেপিলের কষ্ট হবে না এই চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ ভরপুর থাক্‌বো। এইরূপ মনগড়া, মনের ছাঁচে তৈরী হরি-ভজন কর্‌তে কারুর আপত্তি নেই। রথ দেখা, কলা বেচা দুই যদি এক সাথে হয়ে যায়, সংসার করা আর ধর্ম্ম করা যদি এক সূতায় বাঁধা থাকে, তা'হলে কে না চায়? ভোগও কর্‌বো, সেবাও কর্‌বো এতে আর দোষ কি? আমাদের গুরুঠাকুর ব'লেছেন তাতে দোষ নেই—হরিনাম কর আর যা ইচ্ছে তাই কর তাতে কিছু বাধ্‌বে না; নামে সব পাপ যাবে। তাই ঠাকুর মশায়ের আদেশ নিয়ে আমি উঠে পড়ে লেগেছি। সংসার কর্‌ছি, ভোগের তো কথাই নেই, আর দিন লক্ষ নাম (?) কর্‌ছি;—আর আমার ভাব্‌না কি। এই কর্‌তে কর্‌তে আমার সুবিধা হবে। এত সুবিধা আমি [illegible] ছাড়্‌ছি না। কারুর কথা শুন্‌বো না, একমনে গুরুঠাকুরের কথা মত কাজ কর্‌বো। আমার ভাগ্যি ভাল তাই খুঁজে খুঁজে মনের মত এমন সুন্দর গুরু পেয়েছি এবং দিল্ ঠাণ্ডা করে হরিভজন কর্‌ছি। এরূপ হরিভজনে মত্ত সবারই এবং আমার মত সকলেই ঐ পথের পথিক।

কিন্তু একটু বিচার কর্‌লে দেখ্‌তে পাই 'মাজা মিশাইয়া এস ভগবান্' ভোগের সহিতই ভজন হবে, এইরূপ 'গোলে হরিবোল' দেওয়ার মূল্য একটা কাণা কড়িও নয়। কেবল বৃথা পণ্ডশ্রম এবং একপ্রকার মন বুঝান হরিভজনের নামে নিজের কিছু সুখ সাধনের সুবিধা ক'রে নেওয়া মাত্র। একে হরিভজন বলে না— এটা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ।

আলো ও আঁধার, দিন রাত্রি, একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না তা গোঁয়ারগোবিন্দরাও বেশ বুঝে। সেইরূপ কাম ও প্রেম, ভোগ ও সেবা পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, কখনও দুই জিনিষ একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২।৵০; দশম স্কন্ধ ১১৲; মোট ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের প্রভৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যাখ্যা-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধার্ম্মভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত। শ্রীজীব গোস্বামী যে প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মোটা বড় কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী, প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের ভূবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্‌চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লালকোর্ত্তাদের প্রতি গুলী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে ডিসেম্বর কোহাটে লালকোর্ত্তাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহারা পিকেটিং এ বাধা দিয়াছিল। ছত্রভঙ্গ লালকোর্ত্তাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কোহাট ক্যান্টনমেন্টের পূর্ব্ব দিকে জাপনগর গ্রামের নিকট প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির এক জনতা সমবেত হয় এবং তাহারা চলিয়া যাইতে অসম্মত হয়। ফলে লাঠি চালানো হয়। তাহাতেও তাহারা স্থান ত্যাগ করিতে অসম্মত হয়; তখন সৈন্যদল গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে এগার জন নিহত ও পঞ্চাশ জন আহত হয়।

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্রুগ প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নাসিকায় আঘাত প্রাপ্ত হন এবং অনৈক লান্স হেড কনষ্টেবলের মাথায় আঘাত লাগে।

কোহাট ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ দিকে আর একটী জনতা সমবেত হয়। উহাতে দুই হাজার যাটাক "লালকোর্ত্তা" ছিল তাহারা রেলওয়ে ক্রসিংয়ের নিকট সৈন্যদলকে আটক করে এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে অসম্মত হয়। ডেপুটী কমিশনার তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য বুঝাইয়া বলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়; পক্ষান্তরে তাঁহার প্রতি একটী প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। তখন সৈন্যদল গুলী চালায়। ফলে কয়েকজন নিহত হইয়াছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

প্রায় দুইশত 'লালকোর্ত্তা' গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ার সহরে লালকোর্ত্তাদিগকে বে-আইনী সমিতির সদস্য হিসাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ৫টী জিলায় ২৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পেশোয়ারে ১০২ জন, কোহাটে ৬৬ জন, বন্নুতে ৭ জন, ডেরা ইসমাইল খাঁয়ে ১৩ জন ও হাজরায় ৩০ জন, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজন সংবাদপত্র সম্পাদক এবং অবশিষ্ট জীর্গা সমূহের উটমানজেরর প্রধান আফিসের সভাপতি কর্ম্মকর্তা নায়ক ও সহকারী নায়কগণ, কোহাট ক্যান্টনমেন্টের ২ শত লালকোর্ত্তা সমবেত হইয়াছিল; তাহাদিগকে আটক রাখা হয়। গ্রেপ্তারের সময়ে ক্রমাগত বাধা দেওয়ায় পেশোয়ারের নিকটস্থ বৈথাল গ্রামে কোনও কনষ্টেবল-সিপাহীর গুলীতে একব্যক্তি জখম হই-

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিশ্রাম

প্রকাশ,—কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্ট্রাণ্ড-এর অদূরে এসেক্স হলে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত সামান্য অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাইয়াছিলেন, কারণ এখানে যে সভায় তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন সেই সভা সাম্যবাদীরা ভাঙ্গিয়া দেয়। অবশ্য সাম্যবাদীদের আপত্তি ছিল সভায় সভাপতি মিঃ এইচ, এন, ব্রেলস্‌ফোর্ডের বিরুদ্ধে মিঃ সেনগুপ্ত আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনের অধিকাংশ নাটকের অভিনয়ই দেখিয়াছেন, যদিও সেই সকল নাটক বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া তিনি মনে করেন না তবুও কলিকাতার এক ঘেয়ে বায়স্কোপের পর নাটক দেখিয়া অনেকটা তৃপ্তিলাভ করা যায়। তাঁহার স্বাস্থ্যে বেশ উন্নতি লাভ হইয়াছে এবং অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়েছে।

বোম্বায়ে গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ২৮শে ডিসেম্বর ঠিক বেলা ৮টার সময় গান্ধীজী "পিলনা" জাহাজ জেটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অমনই সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যান্য সদস্যের সহিত উক্ত জাহাজে যাইয়া গান্ধীজীকে সংবর্দ্ধিত করেন। জাহাজ হইতে অবতরণের ঘাট হইতে অভ্যর্থনা-গৃহ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দেশসেবিকারা সামরিক প্রথায় তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। অভ্যর্থনা-গৃহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বেলা ৮॥০ টার সময় গান্ধীজী তথায় উক্ত মঞ্চে যাইয় আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, স্যর প্রভাশঙ্কর পাটনী ও ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরা গান্ধীজীর অনুগমন করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম পুষ্পমাল্যে সংবর্দ্ধিত করেন। গান্ধীজী দণ্ডায়মান হইয়া ও হাত জোর করিয়া সে সংবর্দ্ধনা গ্রহণ করেন। অস্পৃশ্য সম্প্রদায় ইয়ুথ লীগের দল, মহিলা সম্মিলন, নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—প্রায় একশত সভাসমিতি গান্ধীজীর এই সংবর্দ্ধনায় যোগদান ও তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সংবর্দ্ধিত করেন।

সাইকেলে কাশী যাত্রা

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়া গ্রাম হইতে দুইজন যুবক গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে সাইকেল যোগে কাশীধামে রওনা হইয়াছেন। যুবকদ্বয়ের নাম শ্রীনিহার মুখোপাধ্যায় বয়স ২২।২৩ ও শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ১৯।২০ বৎসর। উক্ত দিন তাঁহারা বেলা ২টা ২॥০ টার সময় বর্দ্ধমান পৌঁছিয়া উকীল, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে উঠেন। তিনি তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন। পরদিন রাত্রি ৭টায় সময় যুবকদ্বয় আসানসোল পৌঁছেন।

মুসলমান যুবককে ছুরিকাঘাত

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে অপরাহ্নে রিয়াসতী হিন্দু হিতৈষী সম্মিলনের একটি শোভাযাত্রা যখন আনারকালির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় একজন হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকের সহিত অনৈক মুসলমান যুবকের সামান্য কলহ বাধে। শেষ পর্য্যন্ত উহা দাঙ্গার আকার ধারণ করে। ফলে, একজন মুসলমান যুবক ছুরীর দ্বারা আহত হয় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়া- কিন্তু মধ্যরাত্রির পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় হরতাল

পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় সুচারুরূপে হরতাল পালিত হয়। বড়বাজার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, উত্তর কলিকাতা, ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চলের দোকান পাট সমস্তই বন্ধ থাকে। সকাল হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কলিকাতার ব্যবসা একরূপ বন্ধ ছিল। চারিটার পর দোকান পাট খোলা হয়।

বড়দিনে অপঘাত

পোর্ট এলিজাবেথ হইতে প্রকাশ, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দোকান ঘর চাপা পড়িয়া যাওয়ার সাত জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃতের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া ভগ্নস্তূপের মধ্যে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছিল। যে সাত জনকে স্তূপের মধ্যে হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই চিনিতে পারা যায় নাই। নাকমুখ ভাঙ্গিয়া চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাব

দুর্গানগর অঞ্চলে চোর ডাকাতের বড়ই উপদ্রব হইয়াছে। সন্ধ্যার পরই লাঠিহস্তে দুবৃত্তেরা নানা গ্রামে চুরি ডাকাতির জন্য বাহির হয়। কোথাও পাট কোথাও ধান কোথাও বা বাসন লইয়া পলায়ন করে। প্রায় রোজই এমন ঘটনা ঘটে। কাহারও বাড়ী হইতে রাত্রে বিশেষ প্রয়োজনেও বাহিরে থাকার সাহস নাই।

ঢাকায় দুইজন ছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আই. এ শ্রেণীর ছাত্র, বসন্ত রায় পরিবারের সুধাংশুকুমার সেন রায়কে গত ২৫শে ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মিঃ ডুর্ণোর প্রতি গুলী বর্ষণ সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হিন্দু মহাসভার নীতি

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ডিসেম্বর বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ তাহার অভিভাষণে হিন্দুদের অভিমত এবং জনমত ব্যক্ত করিবার জন্য হিন্দু মহাসভার ন্যায় প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

সভাপতি ভাই পরমানন্দ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, হিন্দু মহাসভা জাতীয়তাবাদ নীতির পৃষ্ঠপোষক হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক থাকিয়া যদি উহা দ্বারা অধিকতর লাভবান হয়, তবে তাহাদের ঐ লাভ ঘটনাক্রমে সংঘটিত এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক বলিয়া উহা স্বাভাবিক পাঞ্জাবের হিন্দুগণ সংখ্যা লঘিষ্ঠ, সম্প্রদায় হইয়াও হিন্দু মহাসভার দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন ইহা জানিয়াও গান্ধীজীর পক্ষে 'ইহা তাহাদের উপযোগী' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ অতি কঠোরতার কার্য্য হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার নীতি ও অভিমত জাতি সঙ্ঘ এবং বৃটেন ও ইউরোপের রাজনীতিবিদগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রূপে তাহাদের দাবী উপস্থাপিত করে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত দাবী অক্ষমতা কিংবা অবিচার হইতে রক্ষার ব্যবস্থা নহে। তাহারা কেবল বিশেষ অধিকারের সৌধ গঠন করিতে চাহে, উহা দ্বারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ভাব বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহারা এদেশে বিদেশীয় দল রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পৌষ—
Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫১ তমসংখ্যা

গান্ধীজীর ভারত প্রত্যাবর্ত্তন

ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয়

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

আবার সংগ্রামের আয়োজন

মণিভবনে গান্ধীজী

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

গান্ধীজীর উক্তি

ঢাকায় ভীষণ চুরি

ডাকাতের সহিত লড়াই

প্রেমে সংগ্রাম

কলিকাতায় শান্তি ও সুনীতি

নানা কথা

গান্ধীজীর ভারত প্রত্যাবর্ত্তন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ২৯শে ডিসেম্বর যদি পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য অনুমোদন প্রদানের মত গান্ধীজীর মতিভ্রমই হয়, তবে উহা প্রবর্ত্তনে তাঁহার অসম্ভব রকম বেগ পাইবার সম্ভাবনাই সমধিক। ভাবপ্রবণ জনসাধারণের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য তাঁহার প্রচুর কিছুমাত্র অভাব হইবে না। তাহা হইলে ভারতে আর্থিক অশান্তি সৃষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তিকাসমূহে আজকাল যে সকল অপরাধের কথা প্রকাশ্যভাবে সমর্থিত হইতেছে, সেই সকল হীন কাপুরুষোচিত অপরাধের কার্য্যস্থলে তাহা পরিণত হইবে। বিলাতে সরকারের তার ভারত সরকারও তাঁহাদের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এখন গান্ধীজীরও কর্ত্তব্য সেইভাবে কার্য্য করা। গান্ধীজীর ইচ্ছার উপরই এখন ভারতের শান্তি নির্ভর করিতেছে।

ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয়

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সোসিয়ালিষ্ট রয়টারের প্রতিনিধি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ভারতে পুনরায় অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহার নিকট প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করেন, "ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।" তিনি জানান যে,

অশান্তি দমনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সরকারী নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতীক নয়। উহার ঠিক বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। যখন বিলাতের সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ভারতীয় শাসনতন্ত্র বহুলাংশে সম্প্রসারিত করিবার জন্য আয়োজনে পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহাদের মূলভিত্তিক অন্য যাবতীয় সরকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যস্ততার প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভারতের অন্ত উৎসর্গীকৃত পূর্ণ পাত্র, হিংসাবাদী এবং অশান্তির সৃষ্টিকারীগণ কর্ত্তৃক সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ উহার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারা উহা হইতে দূরে অবস্থান করিবেন এবং উহার ধ্বংস সাধনে রত হইবেন। ভারতের ডোমিনিয়ন অর্জ্জনের জন্য যাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুদিন ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও সরকারের সহিত এই বর্ত্তমান ঘটনার জন্য অবশ্যই দুঃখিত হইবেন। কারণ ইহা প্রপীড়িত নিরাশ ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জ্জনের সংগ্রাম

ইহা হইল ভারতীয় অগ্রগতির প্রতিরোধক স্বেচ্ছাচারমূলক অহিতকর আন্দোলন। সেইরূপ দেশহিতকামী প্রত্যেক ভারতবাসীই অধুনা অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীতে দেশের মুক্তি অপেক্ষা অহিত সাধনের ভাবই লক্ষ্য করিবেন।

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

যোগী মামলা নামক ধারাবাহিক বিস্ফোরক আর একটী মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। এই মামলার ১৫ জন আসামীর মধ্যে ১ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ও ১৪ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ জজ মিঃ সেওয়ানী এই মামলার বিচার করিয়াছেন।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার রতনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাগত বহু ভক্তবৃন্দকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

যিনি বাস্তব বস্তুর বিষয় অবগত আছেন তিনি অবাস্তব বস্তু বিষয়েরও জ্ঞান দান করিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব জ্ঞান-চক্ষু বা দিব্য-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন।

সূর্য্য দর্শন প্রদীপের সাহায্যে হয় না, যখন সূর্য্যকিরণ চক্ষু-গোলকে পতিত হয় তখনই সূর্য্য দর্শন হয়। যখন অদ্বয় বস্তু আমাদের নিকট আপনাকে প্রকটিত করেন তখনই আমরা তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অদ্বয় বস্তু ভগবান্‌কে জানিবার সুবিধা মানব-জন্মেই হয়। অবরোহমার্গে ভগবজ্জ্ঞান লাভ করাই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

শ্রীগুরুদেব ভগবদভিন্ন বস্তু। তিনি জন্মমরণশীল মায়াগ্রস্ত জীববিশেষমাত্র নহেন। তিনি বহু জীবের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন এবং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও গুণ-মল দ্বারা অভিভূত হন না।

স্বরূপশক্তির পরিণাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন। ঈশ্বরের অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বরস্বরূপ ও চিজ্জগৎরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, এই প্রবৃত্তিকেই চিচ্ছক্তি বলে। অণুক্রিয়া-প্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব; এই প্রবৃত্তিকে জীব-শক্তি বলে। ভগবানের চিৎশক্তির পরিণাম চিজ্জগৎ, জীবশক্তির পরিণাম জীব-জগৎ এবং অচিৎ বা মায়াশক্তির পরিণাম দেবীধাম।

যে দীক্ষা দিব্যজ্ঞান দান করে না, পাপের সংক্ষয় করে না, তাহাকে পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়া আদর করেন না। তাহা দীক্ষার অনুকরণ মাত্র। কানে ফুঁ দিলেই যদি দীক্ষা হয়, সে দীক্ষার কোনও মূল্য নাই। কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবই জগদ্‌গুরু। অন্য কেহই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাকেই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহাকেই তিনি গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥'

"কিন্তু বর্ত্তমানকালের গুরুক্রব ও মন্ত্রব্যবসায়িগণ কাহাকেও গুরু করিতে পারেন না এবং করেন না। তাহারা নিজেরাও গুরু নহেন এবং যাহাদিগকে শিষ্য করিবার অভিনয় করেন তাঁহারাও শিষ্য নহেন। গুরুর কার্য্য জীবকে শিক্ষা দেওয়া যে, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।'

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা প্রতিনিয়ত মানবের নশ্বরত্ব দেখিয়াও মনে করি না যে, আমরা মরণশীল, আমাদের এই মুহূর্তে হরিভজন আরম্ভ করা আবশ্যক।

অনিত্য বস্তুতে নির্ভরশীল সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের এই অন্ধকূপসদৃশ নিজ অমঙ্গলকারী গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করাই বিধি।

দিবারাত্রি পোষাকে পরিশ্রম করিয়া অনেকেই অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু সংগৃহীত "কনকের সার্থকতা কিসে হয়" তাহা অনেকেই জানেন না বা জানিবার আবশ্যকতা আছে ইহা একবার চিন্তাও করেন না, এমন কি কোন নিঃস্বার্থপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সে কথা বলিতে গেলেও শুনেন না, বরং তাঁহাকে অপস্বার্থপরগণের অন্যতম বিচারে বিতাড়িত করেন।

কোন পরদুঃখদুঃখী অমন্দোদয়দয়া-বিতরণকারী মহাজন একটী সরল কবিতা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে "কনকের সার্থকতার কথা" জানাইয়াছেন। তাহা যিনি শ্রবণ করিবেন তিনিই কনকের সার্থকতা করিয়া দুর্লভ মানব জন্মেরও সার্থকতা করিতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত উপদেশামৃতটী এই—

'তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব'

ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণই কনকের দ্বারা যে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য এবং উহা দ্বারাই কনকের সার্থকতা হয় তাহা বুঝিতে চায় না। তাহারা নিজেকে ভোক্তা অভিমান করিয়া কনককে ভোগাকাঙ্ক্ষা দোষগ্রস্ত রাবণের ন্যায় বুদ্ধি পোষণ করে ও পরিণামে নানারূপ দুর্গতি ভোগ করিতে করিতে নিরয়পথের যাত্রী হইয়া থাকে।

তবে যাঁহারা প্রাক্তন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ফলে সাধুমুখ নিগলিত নিরপেক্ষ সত্যকথা ... কর্ণে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বহু পরিশ্রমলব্ধ অর্থ নিজ ভোগ্য জ্ঞান না করিয়া হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবায় ব্যয় করিয়া পরানন্দ ও পরমগতি লাভ করেন।

সম্প্রতি এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ প্রবাসী শ্রীযুক্ত রামরতন ঘোষ নামক জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীল গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সেবা ... নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহারের আদর্শ দেখাইয়াছেন ও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তিনি যেন আরও উৎসাহ এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ নিঃসৃত নিরন্তর কৃষ্ণ সত্যবাণী শ্রবণপূর্ব্বক হরিভজনময় আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

আবার সংগ্রামের আয়োজন

বোম্বে হইতে প্রকাশ, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রগতি লক্ষ্য করিয়া ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ভাব দেখিয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এক বিশেষ সভায় সমবেত হইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কমিটিতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কমিটীর সভাপতি আবশ্যক বিবেচনা করিলে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং বিগত সংগ্রামের সময়ে সমর-পরিষদ যে ভাবে কার্য্য চালাইতেন সেই ভাবে কার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন।

মণিভবনে গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে ডিসেম্বর সকালে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহু দর্শক মণিভবনে প্রবেশ করেন। ভারতের সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রতিনিধিরা স্ব স্ব প্রদেশের অবস্থা গান্ধীজীকে জানাইবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুভাষ বসু বহুক্ষণ ধরিয়া গান্ধীজীর সহিত কথাবার্তা কহেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সঙ্গীন অবস্থার কথা তিনি গান্ধীকে জানান। প্রকাশ, শ্রীযুত বসু গান্ধীজীকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় কঠোর কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

যুক্তপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতারা এখনও গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিতেছেন। গান্ধীজী ইহাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাঁহার মত প্রকাশ করেন। অদ্য অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হয়।

—

ডাকাতের সহিত লড়াই

গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে সরকারের গুপ্ত বাহিনী এক সংবাদ পাইয়া পেও হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে যাইয়া একদল ডাকাতের সম্মুখীন হয়। ডাকাতেরা প্রথমে গুলীবর্ষণ আরম্ভ করে। তবে তাহাদের গুলীতে কেহ হতাহত হয় নাই। সরকারী বাহিনীর গুলীতে একজন ডাকাত নিহত, একজন আহত ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। আরও ৫ জন পলাইয়া গিয়াছে। একটি কুটীরের মধ্যে ৩টি বন্দুক ও কতকগুলি কার্ত্তুজ প্রভৃতি অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি চুরী করা জিনিষ বলিয়া অনুমান হয়।

গান্ধীজীর উক্তি

গান্ধীজী বলেন যে যদি আমাদিগকে পুনরায় সংগ্রামের রত হইতে হয়, তবে সকলকেই উহাতে যোগদান করিতে হইবে। এমন কি বালকগণকেও উহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি আশা করেন, সকলেই নির্ব্বিচারে যোগদান করিবেন। এবারে গুলীবর্ষণ সহ্য করিতে হইবে।

গত সংগ্রামে লাঠীর আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু এবার আবার গুলীর আঘাত সহ্য করিতে হইবে। গান্ধীজী বলেন, আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, কেবলমাত্র সীমান্তবাসীরাই নহে, বোম্বাইয়ের লোকেরাও গুলীর সম্মুখীন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করিতে হইবে।

"আমি ইতঃপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে দশ লক্ষ লোক প্রস্তুত। যদি স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে প্রাণদান করিতে হয়, তবে আমি সেজন্য দুঃখিত হইব না। আমি চাই—মৃত্যুর ভয় আমাদের যাহাতে না থাকে, মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করিতে আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু এই মৃত্যু বরণ করিবার সময়ও আমাদের শত্রুর প্রতি কোন প্রকার অশুভ ইচ্ছা পোষণ করা কর্ত্তব্য নয়। আমাদিগকে দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইতে হইবে; এই দুঃখকষ্টের মধ্যেও উদারকারণ শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিতে হইবে। এই ভাব আমার হৃদয়ে ক্রমশই বদ্ধমূল হইতেছে। পাষাণ হৃদয়ও গলিবে।

"যদি আমাদের দুঃখকষ্ট বরণ এবং সংকল্প আন্তরিক হয়, তবে পাষাণ হৃদয়ও পরিবর্ত্তন করিবার আশা আমরা করিতে পারি। সে বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার য়ুরোপ প্রবাসে কোন নূতন তথ্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই বা আমার কোন বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত হয় নাই। অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, য়ুরোপ ভ্রমণে সত্য সম্বন্ধে আমার চক্ষুরুন্মীলিত হইবে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে আনন্দে জানাইতেছি যে, সত্য এবং অহিংসার শক্তির প্রতি আমার আস্থা বিশ্বাস বরং আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

গোলটেবিল বৈঠক এবং উহার আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, "মন্ত্রী সভার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা স্বরাজ লাভের উপযুক্ত নহি এবং কংগ্রেস উহার অহিংস-নীতি অনুসরণ করিতে সমর্থ নয়। সব নীতি সত্য বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রদত্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কংগ্রেস যে প্রতিনিধিত্বের দাবী করে প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। এ ধারণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে। এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমাদিগকে দোষ সংশোধন করিয়া লইয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প হইতে হইবে।

আমার ইংলণ্ডে প্রবাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। যদি আমি গ্রেপ্তার না হই তবে এ সম্বন্ধে সব বিষয় লিখিব। যদি যুদ্ধ করাই আমাদের ভাগ্যলিপি হয়, তবে সে-জন্য আমি আপনাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলি। কিন্তু সংগ্রাম পরিহার করিবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। যতক্ষণ আশার ক্ষীণ রেখা অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিব এবং কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিব। যদি আমি কৃতকার্য্য না হই তাহা হইলে সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিব। উহাই শেষ যুদ্ধ হইবে। জগদীশ্বর আপনাদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

—

পেশোয়ারে গুলীবর্ষণ

সীমান্ত প্রদেশে নিরস্ত্র জনতার প্রতি গুলীবর্ষণের ফলে যে ১১ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদকল্পে ২৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হ্যালিডে পার্কে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ছাত্র, যুবক ও নাগরিকবৃন্দের এক সভা হইবে।

এই সভায় অধ্যাপক শ্রীঅতুল সেন, শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীযুত জালালউদ্দিন হাসেমী, শ্রীযুত নারায়ণনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মলপ্রভা দেবী, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, স্বামী জ্ঞানানন্দ শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযুত মদনলাল মুরারকা দেবনন্দন দীক্ষিত এবং অন্যান্য অনেকেই যোগদান করিবেন।

—

ঢাকায় ভীষণ চুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর মৌলানা বক্সের বাটীতে সম্প্রতি একটি দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২০, মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে।

গত শনিবার রাত্রিতে ঢাকার লাট সাহেবের বাটীতে আর একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে।

—

ব্রোমে সংগ্রাম

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রোম জিলার ঝিগন নামক স্থানে বিদ্রোহীদের সহিত সামরিক বাহিনীর একটি সংঘর্ষে বিদ্রোহীদলের 'সিংহ' নামধেয় দলপতি ও তাহার ৫ জন অনুচর নিহত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও ৩ জন অনুচর জখম হইয়াছে। ৫টি বন্দুক ও কার্ত্তুজ প্রভৃতি আরও কতকগুলি জিনিষ হস্তগত হইয়াছে। ৬ জন বিদ্রোহী পলাইয়া গিয়াছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে এই সংগ্রাম হইয়াছে।

শান্তি ও সুনীতি কলিকাতায়

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যা করিবার অভিযোগে কুমারী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। প্রকাশ, গত রাত্রিতে ইহাদিগকে কুমিল্লা জেল হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বালিকা দুইটির বিচার কলিকাতায় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে এবং ঐ বিচার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে হইবে।

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যা সম্পর্কে ধৃত কুমারী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে গোপনে রাত্রিতে কুমিল্লা হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যধারার সংশোধন করিতে হইবে এবং বৃটিশ পণ্য ও কোম্পানীসমূহকে বর্জ্জন করিবার আন্দোলন আরও সতেজ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে গান্ধীজীর উপস্থিতি এবং তাঁহার তথাকার কার্য্যাবলীতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। অপর পক্ষে বরং গোল টেবিলের আলোচনায় জগদ্বাসীর মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, ভারতীয় অধিক সংখ্যক লোকের প্রতিনিধিত্বের যে দাবী কংগ্রেস করেন, তাহার মূলে সত্য হয়ত নাই। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যুদ্ধ করিয়া অভিযানে নামিবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে মনোযোগী হওয়া দরকার।

দৈনিক— 'শ্রীপ্রকাশ' — সংবাদপত্র

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই পৌষ শনিবার ১৩৩৮, ২রা জানুয়ারী ১৯৩২

দারোগা নিহত

সেবিকা শিক্ষা শিবিরে গান্ধীজী

শোলাপুরে সুভাষচন্দ্র

চীনের সহিত জাপ সৈন্যের সংঘর্ষ

বড়লাটের প্রতি নির্দ্দেশ

পোষ্ট আফিসের সিঁদ চুরি

শ্রীযুত দেশাইয়ের উক্তি

ভারতে বিপ্লববাদ

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তারের ধূম

মিঃ রামস্বামীর উক্তি

আজাদ ময়দানে সর্দ্দারজী

নানা কথা

দারোগা নিহত

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, রামপুরের ...ান মন্ত্রী তারযোগে জানাইয়াছেন, রামপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া লাহোরের কোন সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কতিপয় হিন্দু গ্রামবাসী কয়েকজন মুসলমান গোলন্দাজ নামক সরকারী সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে ...জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু নিহত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কতিপয় মহিষের সহিত গোলন্দাজ-বিবাদ বাধে। ফলে মহিষদের ...দারোগা মিঃ নিয়াজ বাহাদুর খাঁ গুরুতর জখম হন। তিনি পরে মারা গিয়াছেন। ...দিন পরে ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব গোলমাল থামিয়া যায়।

সেবিকা শিক্ষা শিবিরে গান্ধীজী

গান্ধীজী ৩০শে ডিসেম্বর সকালে ...র্থীয় মহিলা শিক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন ও কিছুকাল তথায় শিক্ষার্থিনী-দিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দান করেন। ...দলের কার্য্যে তিনি অতিমাত্র সন্তোষ প্রকাশ করেন, শিক্ষার্থিনীগণকে সেবা-কার্য্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজদিগকে সৈনিক করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত করেন।

শোলাপুরে সুভাষচন্দ্র

শোলাপুর হইতে প্রকাশ, সীমান্তে যে অর্ডিনান্স প্রয়োগ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন—"সরকার যে দমননীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন, সীমান্তে যে দুইটি নূতন অর্ডিনান্স প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা তাহারই প্রমাণ। আমি ইহাতে বিস্মিত হই নাই। যখনই সরকার মনে করেন যে, লোকের উপর নৈতিক প্রভুত্ব তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তখনই তাঁহারা অর্ডিনান্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমার মতে অর্ডিনান্সগুলি সরকারের দুর্ব্বলতারই সুস্পষ্ট পরিচয়, সেগুলি সরকারকে শক্তিশালী করা দূরে থাকুক, আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই অর্ডিনান্সগুলিকে আমি সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি।

অর্ডিনান্সগুলি সাধারণের কার্য্যের সহায়তাই করিবে; জনসাধারণকে অধিকতর দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। এই গুলি কোন ভাবে সরকারের কার্য্যের সহায়তা করিবে না। সরকার সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এখনও যেটুকু শ্রদ্ধা আছে, এই অর্ডিনান্সগুলিতে তাহাও নষ্ট হইবে; ফলে ব্যুরোক্রেশীর শাসনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। এই অর্ডিনান্সগুলি প্রয়োগের ফলে সাধারণের ভিতর ধৈর্য্যহীনতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে তাহা না হয় সেই জন্যই কংগ্রেস চেষ্টা করিবে। কিন্তু কংগ্রেস যদি পথ দেখাইয়া না দেন তাহা হইলে উত্তম অন্য পথে অপব্যয়িত হইবার আশঙ্কা। আমি, গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে বলিব যে, তাঁহারা যেন গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র দেন যে, যদি অর্ডিনান্সগুলি প্রত্যাহার না করা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকের সহিত আর সহযোগিতা করিবে না। তাহা ছাড়া, এই অর্ডিনান্সগুলির প্রত্যুত্তর হিসাবে কংগ্রেসের একটা আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রয়োজনও আছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরেশেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবধন্ধ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্র-নাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীহৃদয়ানন্দ ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরি, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅচ্যুতানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাধাবল্লভ দেববর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয়ানন্দজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাধারমণচরণপরায়ণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধানাথ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

— মায়াপুর — নদীয়া

৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে অম্বালা নামক স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ স্বামীজীর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য স্বামীজী মহারাজ সত্বর কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার রতনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীশ বাবুর বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বলেন,—

'চিদ্রসে রসিক গোস্বামীবর্গ যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায়। জড় রসের রসিকগণের সাহিত্যকে রাহিত্য আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

আমরা আনন্দের সন্ধানে ছুটী, কিন্তু নিরানন্দ মাত্রই প্রাপ্ত হই; কারণ যে পথে গেলে আনন্দ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান পাই নাই। বৈষ্ণব-প্রদর্শিত বর্ত্মই অবলম্বনীয়। গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে কুপথে চালিত করিয়া শিষ্য-হিংসা করেন।

উপাস্য বস্তু নিত্য স্বরূপশক্তিদ্বারা উপাসিত হন।

কংসানুচর জানিত না যে, যাহা কংসের বস্তু বলিয়া মনে করিত সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য। সে অক্ষজ খণ্ড জ্ঞান বা বিকৃত জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল।

শ্রীভগবান্ মৎস্য বা বরাহকুলে অবতীর্ণ হইলেও তিনি মৎস্য বা বরাহমাত্র নহেন এবং মৎস্য বা বরাহমাত্রই ভগবান্ বা পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব নহেন। ভক্ত যে-কোন কুলে অবতীর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই জাতীয় ব্যক্তিমাত্র নহেন। প্রহ্লাদ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি অসুর মাত্র নহেন এবং অসুরমাত্রই প্রহ্লাদের সমান নহেন। নামপ্রভু শব্দকুলে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাতে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি করা গোপরত্বের পরিচায়ক।

"আমি ভোক্তা" এই অভিমান যাঁহার আছে তাঁহার ঈশ্বরানুভূতি হয় নাই। তিনি রাধাগোবিন্দকে সাধারণ স্ত্রীপুরুষ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্ত্রীপুরুষ অভিমান দূর হইলে রাধাগোবিন্দের লীলা আস্বাদন করিবার সুবিধা হয়। প্রাকৃত অভিমান থাকাকালে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন হয় না।

ব্যাসের অনুগত, তাঁহার সেবক, তাঁহার অভীষ্ট-সাধক এরূপ অভিমানে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করায় নিত্য মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু 'আমি ব্যাসের সমান, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাকার' এরূপ অভিমানে ব্যাসাসনে উপবেশনে অপরাধ সাধিত

অবৈষ্ণবদত্ত মন্ত্রে নরক লাভ হয়। সেরূপ মন্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের নিকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করাই বিধি।

দীক্ষাকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন। সেই সময় কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের সমান করিয়া থাকেন। এবং তখন ভগবদ্ভক্তের পরেশানুভূতি এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য লক্ষিত হয়। হরিদাসকে মুগ্ধ করিবার জন্য যে বেশ্যা প্রেরিত হইয়াছিল, হরিদাস তাহার দ্বারা মুগ্ধ না হইয়া তাহাকে পরমা বৈষ্ণবীতে পরিণত করেন।

ভক্তের সমদর্শনের অর্থ এই যে, তিনি সর্ব্বত্র ইষ্টদেব দর্শন করেন।

মায়ামোহিত আমরা ইচ্ছা করি যে আমরা বিষয় ভোগ করিব, কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হওয়া অসম্ভব, পরন্তু আমরা বিষয় কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পড়ি। আমাদের জানা উচিত যে, ভগবানই একমাত্র ভোক্তা।

বিষয়ীর সঙ্গ বিষপান অপেক্ষা অনিষ্টকর। বিষয়ীর অন্ন খাইলে মন মলিন হয়। মন মলিন হইলে কৃষ্ণস্মরণ হয় না।

কলিকালে হরিনামই অবলম্বনীয়। নাম ভিন্ন কলিকালে অন্য ধর্ম্ম নাই। অবরোহ-পন্থাই প্রেমঃ দান করে, আরোহ-পন্থা অবলম্বনের ফলে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে ১৩টী অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

অচিদ্বিলাসে আমরা ভোক্তা অভিমানে মত্ত হই, চিদ্বিলাসে আত্মারামের সহিত রমণ হয়। চিদ্বিলাসে কৃষ্ণই ভোক্তা, তিনিই মালিক।

যিনি প্রকৃত গৃহস্থ তিনি ভগবদ্ভক্ত। গৃহস্থ গৃহমেধী নহেন। গৃহস্থ জানেন যে, তিনি বর্ণাশ্রমাচারবান্ হইয়া বিষ্ণুরই আরাধনা করিতেছেন। গৃহমেধী ভোক্তা অভিমানে জগৎ ভোগ করিতে যাইয়া জড়িত হইয়া পড়েন।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, অধোক্ষজ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ একমাত্র অবরোহ-পন্থায় লাভ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হইলেই তাঁহার দুরত্যয়া মায়া হইতে অতিক্রান্ত হওয়া যায়। ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা মায়াপার হওয়া যায় না।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও অনুবাদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹, দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত একরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ... ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ... কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-বিষয় বস্তু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত - বৈষ্ণব —গৌর — নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম — শুদ্ধভক্ত —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বাদি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ - শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি— শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এতাদৃশ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী শাস্ত্র মন্থনকরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীয় নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে গ্রথিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনসাক্ষোল গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মনোজ্ঞ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বর্ণন, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই প্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর লীলাকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চারি-মাসের বিশুদ্ধ-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আনা, পাইট ৸৹ আনা, বোতল ১৷৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহুর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চীনের সহিত জাপ সৈন্যের সংঘর্ষ

টোকিও হইতে সর্ব্বশেষে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ টিংচোয়াং এর উত্তর পশ্চিমে চাং চয়াটুং নামক স্থানে চীনা সৈন্যের সহিত জাপানী সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। চীনসৈন্য প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহারা উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে জাপানী সৈন্যগণ জেনারেল আমামোর দলের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

বড়লাটের প্রতি নির্দ্দেশ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গোল টেবিলের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতিতে গান্ধীজীর সহযোগিতা লাভের জন্য মন্ত্রিসভা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা বড়লাটের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তিনি (বড়লাট) যেন অবিলম্বে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। এরূপ প্রকাশ যে, গান্ধীজী ইটালিয়ান্ সংবাদপত্রের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, ভারত সচিবের দপ্তর হইতে উক্ত বিবৃতির প্রতিবাদ প্রেরণ হইতেই সরকারের উদ্বেগ বুঝিতে পারা যায়। ইহার কারণ এই যে, গান্ধীজীর সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

পোষ্ট অফিসে সিঁদ চুরি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ২৯শে ডিসেম্বর ভিজাগাপট্টমের এক সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার দিবস রাত্রিতে ওয়ালটিয়ার পোষ্টাফিসে এক সিঁদ চুরি হইয়া গিয়াছে। নগদ এবং ষ্ট্যাম্পে মোট ৫০০৲ শত টাকা অপহৃত হইয়াছে। ঘটনাটি সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

শ্রীযুত দেশাইয়ের উক্তি

সুরাট হইতে প্রকাশ, সুরাট জিলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত কানাইয়ালাল দেশাই গত ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাণ্ডত জহরলাল নেহেরু, মিঃ শেরওয়ানী এবং খান আবদুল গফুর খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকার স্মরণ রাখুন যদি সংগ্রাম ঘোষিত হয় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেসের পক্ষে লড়াই করিবে। আমি আপনাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে বলি যে আমাদের পক্ষে অগ্রে ভূরি আত্মত্যাগ করা আবশ্যক হইবে। অনন্তর বক্তা বলেন, গ্রেপ্তার দ্বারা লোকদিগকে উত্তেজিত করা হইয়াছে। তীব্র উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেও অধীর হইলে চলিবে না! বক্তা বিদেশীয় বস্ত্র ও মদ্য বর্জ্জনের জন্য সভাস্থ সকলকে অনুরোধ করেন।

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত মোরারজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগই অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতে বিপ্লববাদ

করাচী হইতে প্রকাশ, করাচীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিপ্লবীদলের অবশিষ্ট নীতির ঘোর নিন্দাবাদ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেন্টের নিকট একখানি প্রস্তাবপত্র পেশ করিয়াছেন। প্রস্তাবপত্রে খুন, জখম, অনাচার প্রভৃতির উপর ঘৃণা প্রকাশ করিয়া হত্যাকারীদিগের উপর দারুণ বিরক্তিভাব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রস্তাবপত্রে আরও প্রকাশ যে ভাবে এই সকল হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহা কোন প্রকারেই অনুমোদন

পারে না। এই সকল অত্যাচারের কোনই কারণ নাই।

আজাদ ময়দানে সর্দ্দারজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে আজাদময়দানে যে বিরাট সভা বসে, তাহাতে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানাইয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে সমগ্র দেশ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিল। তাঁহাকে পাইয়া সকলে আবার আনন্দিত। গান্ধীজী কিছু না আনিলেও তাঁহারা দুঃখিত নন, পক্ষান্তরে তাঁহারা এই জন্য বিশেষ সন্তুষ্ট যে, গান্ধীজী বৃটিশ জন সাধারণ ও সমগ্র জগতের সমক্ষে ভারতের দাবী যথাযোগ্য ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতবাসীর জন্য গান্ধীজী ইংলণ্ডে যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন।

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তারের ধুম

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি নিম্নলিখিত সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে ১৪ জন গ্রেপ্তার হয়, তন্মধ্যে ৬ জন আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক ছিল। ৪ জনকে ফৌজদারী আইনের ৫৭২ ধারানুসারে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বিনানুমতিতে সাইকেল ব্যবহার করিবার অভিযোগে ৪ জনকে অর্ডিনান্সের ১৬ বিধানানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে একজন মুক্তিলাভ করে, একজনের দেড়মাস এবং অবশিষ্ট ২ জনের প্রত্যেকের ২৫ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়।

সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ প্রদানের অভিযোগে একজন অর্ডিনান্সের ১৫ বিধানানুসারে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার প্রতি দেড়মাস কারা দণ্ডের আদেশ হয়। সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার মতন আর কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ নাই।

লাহোরের অবস্থা

লাহোর হইতে প্রকাশ, নগরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে পূর্ব্বের মত ব্যবসা চলিতেছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আশোগে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করায় অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর এক জন হিন্দু ও একজন মুসলমানের মৃতদেহ বিনা আড়ম্বরে দাহ হইয়াছে; ৩৬ জন দুষ্ট প্রকৃতির লোক পুলিস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই কার্য্যদ্বারা সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রায় ১২ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা নরহত্যা ইত্যাদির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

অহরর কমিটীর মুসলমানদিগকে শান্ত থাকার জন্য এবং কাশ্মীর বিরোধী স্বেচ্ছাসেনাদলে যোগদান জন্য এক অনুরোধ পত্র বাহির করিয়াছে।

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার হরিপাল থানার এলাকাধীন ইকবালপুর গ্রাম হইতে একটী ভীষণ ডাকাতি ও নরহত্যার খবর আসিয়াছে।

প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে ইকবালপুর গ্রামের ভীমচন্দ্র দাসের ভ্রাতা বাহিরে আসিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার মাতার ঘরের শিকল বাহির হইতে আঁটিয়া দেওয়া রহিয়াছে। সে উহা দেখিয়া গোলযোগ করাতে ভীমও তাহার ঘর হইতে বাহির হইতে পারে না, কারণ তাহার ঘরের শিকলও বাহির হইতে দেওয়া ছিল। অতঃপর গোলযোগে গ্রামের লোকেরা ঐ বাড়ীতে জড় হয়। ভীমের মাতার ঘরের দরজা খুলিয়া দেখা যায় যে তাহার মাতা মেঝের উপর নিহত অবস্থায় পতিত আছে। তাহাকে একখানা কাপড় দিয়া বাঁধা হইয়াছিল তাহার অঙ্গের কতিপয় স্থানে জখমের দাগ ছিল। ঘরের মেঝের কয়েকটী স্থান ডাকাতেরা খুঁড়িয়া দেখিয়াছিল। লোহার সিন্দুকটী খুলিয়া দেখা যায় যে তাহার ভিতর কিছুই নাই। ঘরের তৈজসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত ছিল। ঘোর তদন্ত চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চীনা সৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ

টোকিও হইতে প্রকাশ, টিনচাও শাখা লাইনের নিকটবর্ত্তী পানশান নামক স্থানে চীনা সৈন্যদের উপর জাপানী উড়ো জাহাজ হইতে বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। জাপানী সংবাদে প্রকাশ, জাপানীদের এই আক্রমণের প্রত্যুত্তরে চীনা সৈন্যগণও গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। জাপানী সৈন্যগণ পানশানে প্রবেশ করিয়াছে।

মিঃ রামস্বামীর উক্তি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মিঃ রামস্বামী মুদালিয়র গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য সমাপন করিয়া গত ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ মুদালিয়র বলিয়াছেন —আমার মতে গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে। এতদূর সন্তোষজনক হইবে, অবশ্য আমরা আশা করি নাই। যাহা হউক যতই অমঙ্গলের চিহ্ন নয়নগোচর হউক, ভারতে গোল বৈঠকের কার্য্য সকলে মিলিয়া সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করুন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন দাবী আছে। সেই সকল দাবীর যাহাতে মিটমাট হয়, সকলকেই তাহা দেখিতে হইবে। আশা করি ১৯৩৩ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ভারতের নবরাষ্ট্র সংগঠন বিধিবদ্ধ হইবে।

'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারও গত ২৭শে ডিসেম্বর গোল বৈঠক হইতে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সাক্ষাৎকারীর নিকট তিনি উপস্থিত কোনও মতামত প্রকাশে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

টেলি— "শ্রীগৌরাঙ্গ" নবপ্রভাত

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে পৌষ সোমবার ১৩৩৮, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩২

গান্ধীজীর বাণী

বড়লাটের নিকট তার

ভ্রাতৃবিরোধে ভারত

চীন-জাপান সংঘর্ষ

বড়লাটের বক্তৃতা

অহিংসাই একমাত্র পন্থা

গান্ধীজীর উপদেশ

সহরতলীতে লোমহর্ষণ কাণ্ড

প্রতি তার

ডাকঘরে বোমা বিস্ফোরণ

নানা কথা

গান্ধীজীর বাণী

গান্ধীজী বলেন যে,—অহিংস নীতিই মানিয়া চলিতে হইবে। সত্যাগ্রহের জয় অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস সকলেরই প্রতিনিধি। কংগ্রেস কাহারও অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না। উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, আমার ইংলণ্ডে প্রবাস সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। যদি আমি গ্রেপ্তার হই, তবে এ সম্বন্ধে সব বিষয় লিখিব। যদি যুদ্ধ করাই আমাদের ভাগ্যলিপি হয়, তবে সে-জন্য আমি আপনাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলি। কিন্তু সংগ্রাম পরিহার করিবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। যতক্ষণ আশার ক্ষীণ রেখা অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিব এবং কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিব। যদি আমি কৃতকার্য্য না হই তাহা হইলে সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিব। উহাই শেষ হইবে। জগদীশ্বর আপনাদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বড়লাটের নিকট তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাঠান,—

"গত ২৯শে ডিসেম্বর আমি যখন জাহাজ হইতে অবতরণ করি, তখন সীমান্তে ও যুক্তপ্রদেশে অর্ডিনান্স জারী হওয়ায়, সীমান্তে গুলী চলায়, উত্তর প্রদেশে প্রধান প্রধান সহযোগীদের গ্রেপ্তারের বিষয় ও সর্ব্বোপরি বাঙ্গালার অর্ডিনান্সের ব্যাপার যে আমার অপেক্ষায় আছে, ইহা দেখিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কংগ্রেসকে পরামর্শ দিবার সময় আমি কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিব, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার পরামর্শ লইব বলিয়া আপনি এখনও আশা করিতেছেন কি না, অথবা উল্লিখিত ব্যাপারগুলি আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কের অবসানসূচক বলিয়া মনে করিব, আমি জানি না। তার যোগে উত্তর জানাইলে বাধিত হইব।

ভ্রাতৃবিরোধে ভারত

প্রকাশ, একদল অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক কৃষ্ণপতাকাসহ মিছিল করিয়া গান্ধী সম্বর্দ্ধনায় বিভ্রাট বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল, তাহাদের এই কার্য্যের ফলে শেষে রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এমনও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব লোক কি গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য ডাক্তার আম্বেদকরের অনুচর? তাহাদের পশ্চাতে আরও বড় মুরুব্বি আছে? তাহারা যাহাই হউক, তাহারা ভারতবাসী; সুতরাং তাহাদের এই কার্য্য যে খুবই কলঙ্কজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়ের কি ধারণা এই যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহাদের স্বার্থহানি ঘটাইয়াছেন? তাহাই যদি তাহাদের ধারণা হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিয়াছেন,—"অনুন্নত সম্প্রদায় আমার মর্ম্মস্থল, তাহারা আমার দেহের মেদস্বরূপ। তাহাদের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি। আমি নিজেও অনুন্নত জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছি।"

চীন জাপান সংঘর্ষ

টোকিও হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে ডিসেম্বর জাপানী সৈন্য সিনমিনটুন হইতে হইতে উত্তর দিকে এবং পানশান হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের গন্তব্য স্থান কুপাংজু নামক প্রধান রেলওয়ে জংশন। প্রকাশ, সিনমিনটুন হইতে যে সাঁজোয়া গাড়ীগুলি অগ্রসর হইতেছিল, পাহচিয়াপোড়ার নিকট চীনা সৈন্যের সহিত উহাদের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ২১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রায়ণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅম্বরজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনজিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোশিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮২ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীগৌরসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ। লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভবানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্র তীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী নন্দপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ডতট বা শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর,

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার | ২৫৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ রতনপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বলেন,—

শব্দব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং নিয়ত কৃষ্ণ-সেবায় রত ব্যক্তিই ভক্তি দিতে পারেন।

সাধুদের কৃষ্ণ-সেবা ভিন্ন অন্য কৃত্য নাই। তাঁহারা জীবের মঙ্গলসাধন জন্যই অপরের নিকট গমন করেন। তাঁহাদের অপর কোন স্বার্থ নাই। তাঁহারা অবিদ্যা-গ্রস্ত জীবকে বুঝাইয়া দেন যে, ভোগবুদ্ধিতে সে যে সমস্ত বস্তুকে স্বকীয় মনে করে তাহা তাহার নিজের নহে, তাহাকে সে-সমস্তই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। সাধুসঙ্গপ্রভাবেই ভগবান্‌কে জানিবার সুযোগ হয়।

আমরা ভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করেন না। তিনি আমাদিগের প্রতি নিত্য দয়াময়; ভক্তের কাজ এই যে, তিনি প্রত্যেক লোককে স্বরূপজ্ঞান লাভ করাইতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। আবার তদপেক্ষা তদ্ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত সমস্ত মহদ্‌গুণযুক্ত। অভক্তের কোন গুণই নাই।

স্বামী—সংযত, তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। গোস্বামী গোদাস নহেন। অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন তিনিই গোস্বামী। বৈষ্ণবজগতের ছয় গোস্বামীর মধ্যে কেহই গোস্বামীর শৌক্র সন্তান নহেন।

সংসারে মত্ত জীব নিজ হিত বুঝিতে পারে না; মুক্তপুরুষ ব্যতীত কেহই তাহাকে হিতোপদেশ দিতে অধিকারী নহেন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জিলার রতনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন বসু মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

তিনি সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে, আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত উৎসবাদির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উৎসব উপলক্ষে সাধারণ লোকে যেন শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কারই মূল উদ্দেশ্য।

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জিলার রতনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম দত্ত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সমাগত শত শত ভক্তকে তিনি সুললিত ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে আরোহ-পন্থায় অধোক্ষজবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করা যায় না। অধোক্ষজ বস্তু স্বয়ং প্রকাশবান্। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, তাহার নিকটেই স্বরূপ প্রকাশ করেন।

স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ এই শ্লোক হইতে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ ষট্‌-সন্দর্ভ রচনা করেন

ভগবান্ বলিতে নিরাকার শূন্য বুঝিলে অথবা প্রাকৃত রক্ত-মাংসযুক্ত সাকার বুঝিলে ভ্রম হয়। 'তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥ চৈঃ চঃ। আদি ৭ম

সকল অবস্থায় সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যিনি নিত্য কৃষ্ণ স্মরণ করেন, তাঁহাকে কোনও বিপদ অভিভূত করিতে পারে না। এক-মাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্তি উপভোগের প্রকৃত অধিকারী।

গত ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠরক্ষক প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে, আমরা কেনরূপে কৃষ্ণ-কৃপা হইতে বঞ্চিত আছি তদ্বিষয়ে উল্লেখ করিয়া আমাদের কপটতাই যে ইহার মূল প্রতিবন্ধক ইহা প্রতিপন্ন করেন। আমরা যদি নিষ্কপটে এক-বারও 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার" বলিতে পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে এই মায়াবন্ধন হইতে পার করিতেন। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যদি আমরা বলি একবার কেন, আমরা প্রত্যহ বহুবারই ত নিষ্কপটে কৃষ্ণকে আত্ম-নিবেদন করিয়া বলিতেছি, কৈ পার ত হইতে পারিতেছি না। তাহার তাৎপর্য্য আমাদিগের আত্মপরীক্ষার অভাব; নচেৎ যে মুহূর্ত্তে আমরা "কৃষ্ণ তোমার আমি" বলি সেই মুহূর্ত্তেই যদি আমরা আমাদিগকে পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতাম, আমরা কৃষ্ণের আদৌ নহি পরন্তু তদ্বিপরীত অকৃষ্ণের অর্থাৎ মায়ার পূর্ণ মাত্রায়।

ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সেই পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের নিজজন বৈষ্ণবগণ আমা-দিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের চিত্ত বিত্ত যখন কিছু যাচ্ঞা করেন, তখন আমরা নানা অজুহাতে তাঁহাদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করি। একবারও ভাবি না যদি আমরা তাঁহারই অর্থাৎ কৃষ্ণেরই তাহা হইলে তাঁহার নিজ-জন বৈষ্ণবগণের সেবা হইতে বিরত হইয়া মায়ার দাসীগুলির উপর কেন এত অধিক আসক্ত হইব। কৈ মায়ার দাসীগুলির কোন অভিলাষপূর্ণ করিতে ত আমরা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হই না। [illegible] বুঝিতে হইবে কৃষ্ণের সহিত [illegible] কোন সম্বন্ধ হয় নাই। [illegible] বৈষ্ণব-গণের আনুগত্য [illegible] আমাদিগের কপটতা [illegible] নিষ্কপট হইব [illegible] "যাহা নাম তাঁহা নাহি

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

বহ্বীশ্বরবাদে স্বেন্দ্রিয়-পূজাই সমর্থিত

স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নিরুপাধিক জীব একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। তিনি জানেন যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য পরমেশ্বর-তত্ত্ব এবং জীব ঈশিতব্য তত্ত্ব। কিন্তু সেই জীব তটস্থ ধর্ম্ম-বশতঃ স্বতন্ত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া মায়িক ভোগবাসনামূলে যখন দেহ ও মনোরূপ উপাধিদ্বয়বিশিষ্ট হয়েন তখন তিনি সেব্য প্রভুতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ভোগাভিমানে স্বয়ং প্রভু হইয়া পড়েন এবং মায়াকে ভোগ করিতে উদ্যত হন।

জীবের স্বভাবে কোনকালেই প্রভুত্ব ধর্ম্ম নাই। তিনি স্বরূপেই থাকুন বা স্বরূপ বিস্মৃতাবস্থায় বিরূপেই অবস্থিত হউন, কোন অবস্থাতেই তাঁহার প্রভুত্ব-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে না। স্বরূপে থাকিলে তিনি সেব্য ঈশ্বরের দাসাভিমানী আর বিরূপাবস্থায় তিনি মায়ার প্রভু সাজিবার অভিলাষ করিয়া পরিশেষে মায়ারই দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারফলে তিনি পরতত্ত্বের সেবায় অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাসের অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত। তদবস্থায় তিনি এক-পরমেশ্বরস্বীকারী। কিন্তু ঐ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে তিনি মায়ার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে গিয়া অহর্নিশ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসক হইয়া এই ক্লেশবহুল সংসারকূপে নিমজ্জিত।

জীবাত্মার ধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। যাঁহারা সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই একমাত্র এক-পরমেশ্বরস্বীকারকারী, কারণ তাঁহারা একল-পরমেশ্বরের সেবা-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কথাই হৃদয়ে স্থান দেন না। অনাবৃত মুক্ত-চেতনের ঐ প্রকার সেবা ব্যতীত অন্য কোন ইতর চেষ্টা নাই। কিন্তু সোপাধিক আবৃত চেতন বা বদ্ধ জীবগণ তত্তৎ উপাধি ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ায় নিজ নিজ ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য বহ্বীশ্বরবাদী বা কল্পিত ঈশ্বরবাদী হইয়া থাকেন।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণ মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃতি ও ছায়া প্রতিবিম্বস্বরূপ যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মের আশ্রয়ে কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কল্পিত ঈশ্বরবাদী, পৌত্তলিক, মায়াবাদী, ভগবদ্বস্তুতে জড়ারোপবাদী, মনুষ্যে দেবারোপবাদী, জন্মার্ত্তবাদী, পশুতে ঈশ্বর দর্শনবাদী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বা নাস্তিক সম্প্রদায়।

বৈষ্ণবধর্ম্মে বহুদেবতাবাদ বা ঈশ্বর-কল্পনাবাদের কোন স্থান নাই। শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সোপাধিক যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐকমাত্র নিরুপাধিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে আশ্রয় গ্রহণ জন্য ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি শিক্ষাব্যপদেশে নিখিল-চেতনের নিকট উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' এখানে মামেকং শব্দ দ্বারা বহ্বীশ্বরবাদ বা কল্পিত পঞ্চদেবতাবাদ নিরাস করিয়া একপরমেশ্বরবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতাগণের উপাসনায় দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি উর্দ্ধ-লোকাদি জীবগণের প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদের চরম মঙ্গললাভের পক্ষে ঐ সমস্ত উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক উপাসনাপর্য্যায়ে গণনা করিয়া তদ্দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয় ইহা জানাইয়া দিয়াছেন।

বহ্বীশ্বরবাদিগণের বিভিন্ন দেবতাসকল বা পঞ্চোপাসকগণের কল্পিত শিব, শক্তি, গণেশাদি যাবতীয় দেবতা সেই একলঈশ্বর কৃষ্ণেরই ভৃত্যস্বরূপে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক, কৃষ্ণের ঈশিতব্য বস্তু, কৃষ্ণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ ঐশ্বর্য্য নাই। তাঁহাদের স্বতন্ত্রতায় বহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। সাত্বতশাস্ত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥' প্রভু কহে, আমা পুজ, আমি শিব সব। গঙ্গা, দুর্গা, দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥'

ইহারই নাম একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্ত। পরমেশ্বর একজন, আর সকলই তাঁহার বশ্যতত্ত্ব, আর তাঁহাদের বশ্যভাবও নিত্য। ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও এতদুভয়ের মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধস্থাপনকারী বশ্যভাব বা সেবা এই তিন বস্তুই নিত্য। এই ত্রিবিধ নিত্যসিদ্ধ বস্তু একপরমেশ্বর সিদ্ধান্তের মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহারা কোনকালে বিনাশযোগ্য বা ব্যতি-

একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মেই নিত্য পরমেশ্বর, নিত্য পরমেশিতব্য ও নিত্যসেবা স্বীকৃত। বৈষ্ণবগণ স্বরাট্, নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কল্পিত ঈশ্বর, মানবরুচির সৃষ্ট ঈশ্বর বা পুতুল স্বীকার করেন না বা তাঁহারা আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী ঘোষণা করিয়া কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া যান না।

যে দেবতা স্বরাট্ কৃষ্ণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান কৃষ্ণেচ্ছায় সেই ঐশ্বর্য্য বঞ্চিত হইলে যাঁহার দেবত্ব লোপ হইয়া যায়, যে দেবতা ঈশিতব্যের দ্বারা নিয়মিত—ঈশিতব্যের ইন্দ্রিয়রুচি বা কল্পনার কার-খানায় নির্ম্মিত হইয়া কল্পিতরূপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হন—যে ঈশ্বরের ঐ ঐশ্বর্য্যের সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রতা নাই—যিনি নিত্যকাল তাঁহার ঈশিতব্যের পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ, তাঁহার আবার ঈশ্বরত্ব কোথায়? যেখানে ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও ঐশ্বর্য্য এই ত্রিবিধ বস্তুর যুগপৎ নিত্য অস্তিত্ব নাই, সেখানে ঈশ্বর কথার সার্থকতা কোথায়? বহ্বীশ্বরবাদী-গণের বা পঞ্চোপাসকগণের ঈশ্বর ধারণায় এইরূপ ত্রিবিধ বস্তুর যুগপৎ নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ হয় না। বহ্বীশ্বরবাদিগণ ও পঞ্চোপাসকগণকে বাস্তব পারমার্থিকগণের বিচারে প্রকৃত আস্তিকতার অভাবনিবন্ধন প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি এবং সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত, কল্পনা-তীত, ভাবনাতীত অপ্রাকৃত ভূমিকায় যে পুরুষোত্তমলীলা প্রকট করেন, তাহাতে ইতর দেবতাগণের কোন অধিকার নাই। বহ্বীশ্বরবাদিগণ বা পঞ্চোপাসকগণ স্বেন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতাগণের উপাসনার অভিনয় করিয়া থাকেন। যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ পরিহারপূর্ব্বক নিজেন্দ্রিয়তোষণের চেষ্টা বর্ত্তমান, সেখানে সেব্যবস্তুর সেবার অভাব, প্রকৃত বা বাস্তব উপাসনার অভাব, সেইরূপ উপাসনার অভিনয় কাম-পর্য্যায়ে পরিগণিত। ঐরূপ উপাসকগণ তাঁহাদের ঈপ্সিত দেবতাগণের বা কল্পিত পঞ্চদেবতার মধ্যে যিনি তাঁহাদের বিশেষ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া দিবেন, তাঁহারা সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন সরবরাহকারক দেবতাকে স্বীয় সেব্যবস্তুরূপে বরণ করিয়া তাঁহারই পূজা করিতে থাকিবেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সমর্থিত হইতেছে যে, বহ্বীশ্বরবাদী ও পঞ্চোপাসকগণের এবম্প্রকার দেবতা পূজা বাস্তব সেব্যবস্তুর পূজার বা সেবার পরিবর্ত্তে স্বেন্দ্রিয়-পূজারই নামান্তর মাত্র।

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবানের সেবার চেয়ে তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব-গণের সেবা বড়। ভগবান্ যে [illegible] প্রীতির জন্য—যে ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, হতভাগ্য আমরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়তম সেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সেবা বাদ দিয়ে ভগবানের সেবা করবার ছলনা দেখাই, তাই আমরা ঠকে যাই।

এরূপ ছলনা ছেড়ে দিয়ে সাধুর নিকট শরণাগত হতে হবে—তাঁর আদেশ পালন করতে হবে—সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করতে হবে; তা'হলে আমরা তাঁদের কৃপায় ভগবানের সেবাযোগ্যতা লাভ ক'রে ধন্য হ'তে পারবো।

শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গফলে যে পরিমাণে আপনাদের ভজনোন্নতি হ'বে সেই পরিমাণে আমাদের ইতর চেষ্টা, ভোগ-পিপাসা আপনা থেকেই দূর হবে এবং আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথ দেখতে পাবো।

আমাদের হরিভজন করতে ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু ভোগ-প্রবৃত্তি ছাড়তে পারি না; তাই ঘরে বসে হরিভজনের অভিনয় করি, বৈষ্ণবসেবা থেকে তফাৎ থাকি।

বুদ্ধিমান জীব নিজের জল্পনা কল্পনা ছেড়ে সাধুগণের অনুগত হ'য়ে হরিভজন করবেন ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত।

আমরা সাধুমুখে শুনে থাকি—ভক্তির দ্বারাই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয়। নির্ম্মলা শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করবার বা স্বদেশে ফিরে যাবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

এই দেবদুর্লভ হরিভক্তির স্বরূপ কি, কি উপায়ে লাভ করা যায় এ'বিষয়ে আমরা অনেকেই উদাসীন।

আমাদের ধারণা—কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে মঠে বাস বা দিনরাত মালা টান্‌লেই বা মাঝে মাঝে গুরুগৃহে এসে দু পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে গেলেই বা গুরুর দুটো একটা আদেশ পালন করলেই আমাদের হরিভক্তি লাভ হবে, গুরুসেবা বা হরিভজন করা হবে।

কিন্তু হরিভজন জিনিষটা এরূপ ধরণের কোন গণ্ডীর বা নিয়মের মধ্যে বাঁধা নাই। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা মঠবাসীরই যে হরি-ভক্তি থাকবে, গৃহস্থ বা অন্য কারুর থাকতে পারে না এর কোন মানে নেই। যে-কোন অবস্থাতে হরিভক্তি লাভ হ'তে পারে। আবার লাল কাপড় প'রে মঠে বাস ক'রে বা গৃহস্থ হয়েও অথবা সংসার ত্যাগ ক'রে এসেও হরিভক্তি লাভ না হতে পারে।

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

হরিভজন অতি সহজ আবার অতি কঠিন। ভক্তি আত্মার নিত্যা স্বাভাবিকী বৃত্তি; জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যেরূপ তরলতা, সেইরূপ আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হচ্ছে ভক্তি।

জনকের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার মূল্য ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জাবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনম্র স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩য় **খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বড়লাটের বক্তৃতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লর্ড উইলিংডন ভারতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতের 'মর্ণিংপোষ্ট' তাঁহার চেষ্টার প্রশংসা করিয়া লিখিতেছেন—বৃটিশ সরকার লর্ড উইলিংডনকে ভারতে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, লর্ড উইলিংডনের চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে। লর্ড উইলিংডন বলিয়াছেন—"কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের দ্বারাই রাষ্ট্রগঠন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রগঠনে উদ্যোগী যাহার ইচ্ছায় রাষ্ট্র ভাঙ্গে গড়ে, সেই প্রতিষ্ঠানই বিপ্লববাদীর এবং হত্যাকারীর সমর্থন করিতেছে। এক ভীষণ বিপ্লবের মধ্য হইতে বোমা খুঁজিয়া বাহির করা লর্ড উইলিংডনের পক্ষে দুঃসাধ্য লর্ড উইলিংডন প্রাণপণে বৃটিশ সরকারের আদেশ পালন করিতেছেন। মিঃ গান্ধির শেষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই।

লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা সম্পর্কে বিলাতের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' বলিতেছেন—এরূপ অত্যাচার আর সহ্য করা অসম্ভব লর্ড উইলিংডন এ কথা ঠিক বলিয়াছেন। মিঃ গান্ধীর যে সকল দলবল মনে করিতেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইলেই নিশ্চিত ভাবে সরকার নত হইবেন, তাঁহারা লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন। রাজদ্রোহের দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইলে, ইহার জন্য মিঃ গান্ধীই দায়ী। লর্ড উইলিংডন প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, মনের ভাব গোপন করেন নাই। যদি মিঃ গান্ধীর দেশের উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে বড়লাটের শেষ নিবেদন তিনি অগ্রাহ্য করিবেন না এবং দেশের নায়কদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন।

অহিংসাই একমাত্র পন্থা

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পারুদেব পুর্ণানন্দ বাবু নারায়ণ প্রসাদের নেতৃত্বে লালগঞ্জ থানা কনফারেন্সের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, প্রকৃত স্বরাজ একমাত্র অহিংসার দ্বারাই অর্জ্জন করা যায়। পাশ্চাত্য খণ্ডের স্বাধীন রাজ্যগুলিও প্রকৃত স্বরাজ সম্ভোগ করিতে অক্ষম; কারণ, তথাকার শাসন-ব্যবস্থা অত্যাচার ও কার্য্যেদ্ধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

সভায় অস্পৃশ্যতা বক্তৃতা হইয়াছিল।

গান্ধীজীর উপদেশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৩১শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে মিঃ হর্নিম্যান এবং এন, ভারুচ যোশী প্রমুখ মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের কর্ম্মীগণ মণিভবনে গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যদি পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি?

বোরসাদে যেরূপ সত্যাগ্রহ হইয়াছিল, আমাদিগের মতে পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেইরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা উচিত।

গান্ধীজী ধীরভাবে মহারাষ্ট্র দলপতিদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটীর মন্তব্য প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন। আগামী সপ্তাহে কোলাবা জিলায় আপনা হইবে, হয়তো ইহার পূর্ব্বেই ওয়ার্কিং কমিটির মন্তব্য বাহির হইয়া যাইবে। যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ যদি কার্য্যকরী পূর্ব্বে ওয়ার্কিং কমিটি তাহা মন্তব্য দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে আপনারা একটি ছোটখাটো কমিটি গঠন করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন।

মহারাষ্ট্র দলপতিগণ বলিলেন, ওয়ার্কিং কমিটী যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, আমরা তাহাই মানিয়া লইব।

ডাকঘরে বোমা বিস্ফোরণ

ইষ্টন হইতে প্রকাশ, (পেনসিলভানিয়া) গত ৩০শে ডিসেম্বর এখানকার ডাকঘরে দুইটী পুলিন্দা বিস্ফোরিত হওয়ায় ডাকঘরের একজন কেরাণী নিহত এবং দুইজন গুরুতর আহত হইয়াছেন। নিউইয়র্কে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেল, পিটস্‌বার্গের ইটালিয়ান কনসুলেট এবং নিউইয়র্কের কতকগুলি ইটালিয়ান ও বৈদেশিক সংবাদপত্রের নামে যে ৭টি পুলিন্দা আসিয়াছিল এই দুইটী তাহারই মধ্যে ছিল।

দুইজন রমণী পুলিন্দাগুলি পোষ্ট আফিসে রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যায়। কর্ম্মচারীদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেইগুলির পরীক্ষা আরম্ভ করিলে একটী পুলিন্দা বিস্ফোরিত হয় এবং তাহার ফলে একজন কেরাণীর মৃত্যু হয়, আর একজনের দুইটী হাত বিচ্ছিন্ন হয়। বিস্ফোরক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি যখন বাহিরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন দ্বিতীয় পুলিন্দা ফাটিয়া যায়, ফলে তিনিও গুরুতর আহত হন। পুলিস সন্দেহবশে নিউইয়র্কবাসী দুইজন ইটালীয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সহরতলীতে লোমহর্ষণ কাণ্ড

গত বুধবার প্রায় মধ্যরাত্রিতে মানিকতলা থানার এলেকার মধ্যে গৌরী বাড়ী লেনে এক চাঞ্চল্যজনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আশুতোষ নিয়োগী নামক যুবকটী (বয়স প্রায় ২০) সম্প্রতি আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মানিকতলা সশস্ত্র ডাকাতির মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাকে এই দিন তাহার ৫৪ নম্বর গৌরী বাড়ী লেনের বাটির সম্মুখে কতকগুলি অপরিচিত লোক গুলী করে।

প্রকাশ, আশুতোষ একটী ছাপাখানার যোগাড় করিত। সেই দিন যথানিয়ম সে কাজে বাহির হইয়াছিল এবং রাত্রি ১০॥০টা পর্যন্ত বাড়ী ফিরে নাই। প্রায় মধ্যরাত্রিতে সে যখন প্রেস হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিল তখন কতকগুলি লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল বলিয়া মনে হয়। সেই স্থানটি খুব নির্জ্জন। বাড়ীর দ্বারে আসিয়া যখন সে ডাকাডাকি করিতেছিল, তখন কেহ তাহার উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষণ করে এবং উহা তাহার রগে বিদ্ধ হয়। সে চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া যায় এবং তাহার ক্ষতস্থান দিয়া প্রচুর রক্ত নির্গত হইতে থাকে। তাহার বৃদ্ধা জননী ও নিকটবর্ত্তী বাড়ীগুলির কয়েকজন লোক পটকার শব্দের মত একটা শব্দ ও লোকটির চীৎকার শ্রবণ করে। সন্দিগ্ধচিত্তে তাহারা বাটির বাহিরে আসিয়া দেখে যে, রক্তাক্ত অবস্থায় প্রায় অচৈতন্যভাবে যুবকটী পড়িয়া আছে, তাহার বৃদ্ধা জননী চীৎকার করিয়া উঠেন এবং সেই অঞ্চলের লোকজন জাগিয়া উঠিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা করে।

সংবাদ পাইয়া মানিকতলার পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং আহত ব্যক্তিকে কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রেরণ করে। সেইখানে তাহার বৃহস্পতিবার প্রাতে মৃত্যু হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রতি তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, আমলাতন্ত্রের সহিত কংগ্রেসের সদ্ভাব রক্ষার রাখার উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য গান্ধীজী যে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর বড়লাট যাহা দিয়াছেন, তাহা কেবল যে অসন্তোষজনকই নয়; পরন্তু উহা অত্যন্ত প্ররোচনাকর গত অপরাহ্ণে যখন ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক হইতেছিল, তখন তারযোগে বড়লাটের ঐ উত্তর পাওয়া যায়। পত্রে কি আছে তাহা অবশ্য প্রকাশ পায় নাই। খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, লর্ড উইলিংডন নাকি গান্ধীজীকে লিখিয়াছেন যে, গান্ধীজীর প্রয়োজন থাকিলে তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কিন্তু অর্ডিনান্স সম্পর্কে কোন আলোচনা তিনি করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ইহাই নয়, কেন ঐ অর্ডিন্যান্স আইনের বেধতা সম্পর্কে কোন কথাই উত্থাপন করিতে পারেন না। উহা সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সমপর্য্যায়ে কংগ্রেসের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সরকারের এই প্রবৃত্তপক্ষে অস্বীকৃতির পরও বড়লাট তাহার উত্তরের শেষে আইন মান্যকারী এবং ন্যায়সঙ্গত রূপে উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রের সহিত তাহার সরকারের সহযোগিতার আগ্রহে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ সমিতির ভোজ সভায় বড়লাটের বক্তৃতা ভঙ্গিমা হইতেই আশাপ্রদ উত্তর পাইবে না বলিয়া কংগ্রেস কতকটা প্রস্তুত পূর্ব্ব হইতে হইলেও এরূপ প্রতিঘাত পাইবার আশঙ্কা তাঁহারা করেন না। গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটী বড়লাটের উত্তরের সকল বিষয় বিশেষ সহৃদয় ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে এবং উহার জবাব কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দেওয়ার বিষয়ও বিবেচনা করিতেছেন। "হত না হয় শেষ করিব" ইহাই হইল বড়লাটের চরম পত্রের মর্ম্ম। কিন্তু কংগ্রেস উহার কিছুই করিতে ইচ্ছুক নহে।

দৈনিক—

Reg No. C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৫ই জানুয়ারী ১৯৩২

শ্রীযুত সুভাষ বসুর উক্তি

গান্ধীজীর প্রতি বড়লাটের শেষ তার

গ্রেপ্তারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

মণিভবনে গান্ধীজীর সহিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

বড়লাটের উত্তরে আলোচনা

ব্যবসায়িগণের সহিত গান্ধীজীর পরামর্শ

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বাণী

গান্ধীজী ও প্রধান মন্ত্রী

চীন ও জাপানে যুদ্ধ

গোয়ালার দ্বিজত্বে প্রয়াস

নানা কথা

শ্রীযুত সুভাষ বসুর উক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২রা জানুয়ারী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রেরণ করিয়াছেন,—"কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অধিকতর আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেই সময়ে লর্ড উইলিংডন আলোচনা ভঙ্গ করিয়া আমাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। শীঘ্রই আমাদিগকে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। পুনরায় অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত ফল অবধারণ করিতে হইবে। গান্ধী-আরউইন—সাময়িক মীমাংসা হইবার সময়ে আমরা বুঝিয়াছিলাম, বিরোধ নিবারণের সময় উপস্থিত হয় নাই, বিরোধ পরিচালিত করিতে হইবে। কিন্তু সে সময়ে আমাদের কথা ডুবিয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমানে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে।"

বঙ্গদেশ সম্পর্কে আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম ঠিক তাহাই পাইয়াছি। অবিলম্বে সত্যাগ্রহ বিরোধ আরম্ভ হইলে বঙ্গদেশের অবস্থা উন্নত হইবার আশা আছে। বৃটিশ পণ্য ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠান-বর্জ্জননীতি পুনরায় নিখিল ভারতীয় অস্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাহি যে, আমাদিগের সম্মুখে এখনও একটী বিপদ আছে। কিছুদিন সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলিবার পরে গত দিল্লী চুক্তির ন্যায় অপর একটি সাময়িক মীমাংসার প্রস্তাব হইতে পারে, তাহা বন্ধ করিতে হইলে এখন হইতেই কংগ্রেসের সমুদায় লোকের অভিমত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিতেছেন তাহাদের স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যে, স্বাধীনতা লাভ করা তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাঁহারা নূতন সাময়িক মীমাংসা অথবা আলোচনায় সম্মত হইবেন না। ইহা করা না হইলে আমরা পুনরায় বিপদে পতিত হইব।

গান্ধীজীর প্রতি লাটের শেষ তার

বড়লাট গান্ধীজীকে যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, "আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিবার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ প্রেরণ করা হইবে আপনি (গান্ধীজী) বা ওয়ার্কিং কমিটী ভাবিতে পারেন, তাহা সরকারের সহজে বিশ্বাস হয় না। কংগ্রেস যে কার্য্য করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, সে কার্য্যের দরুণ যে অবস্থার উদ্ভব হইবে সে জন্য সরকার আপনাকে এবং কংগ্রেসকেই দায়ী করিবেন। উহা দমনের জন্য সরকার আবশ্যক সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন।"

গ্রেপ্তারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

রাত্রি ১২ ৪৫ মিনিটের সময় এসোসিয়েটেড প্রেসের দিল্লীর অফিস হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ২রা জানুয়ারী অপরাহ্নে বোম্বায়ে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনানুসারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং কলিকাতার ডাক গাড়ীতে অজ্ঞাত স্থানোদ্দেশে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

গোয়ালার দ্বিজত্বে প্রয়াস

কটক অঞ্চলের গোয়ালাগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। তাহারা পৌরাণিক বংশের সন্তান বলিয়া আর পাল্কী বহন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। ফলে, পাল্কী-বেহারা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীগোবর্দ্ধনভজন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীরঙ্গকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিদ্যুতি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহয়গ্রীব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথায়ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগীদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীযামিনী পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু ভুবনখ্যাত শ্রীগোপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ — ১১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার — ৫৪৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ঢাকার অন্তর্গত সোণার গাঁ পানাম নিবাসী শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। অত্র গ্রামস্থ ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীপাদ পরদিবস প্রাতে নগরকীর্ত্তন করেন, এবং সন্ধ্যায় স্বনামধন্য পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কানাই লাল পোদ্দার মহাশয়ের সুরম্য নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে আরও ৩ দিন পাঠ কীর্ত্তন হয়। স্বামীপাদ উক্ত উপাখ্যানের ব্যাখ্যারম্ভের উপক্রমে শ্রৌতপথাবলম্বী অধোক্ষজ-জ্ঞানীর ও মনোধর্ম্ম-চালিত অক্ষজজ্ঞানীর অবরোহ ও আরোহবাদের দর্শনের তারতম্য প্রদর্শন করেন। তৎপরে স্বামীজী ভবকারাগার ও ভবরঙ্গমঞ্চের বিচারমূলে প্রেয়ঃকামী বদ্ধ জীবের ও শ্রেয়ঃকামী মুক্তকুলের দর্শনের তারতম্য প্রদর্শন করেন।

বদ্ধকুল কিরূপভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়াসক্ত হইয়া ষড়ূর্ম্মির ঘড় তরঙ্গে হাবুডুবু খায় এবং মুক্তকুল কিরূপ ভাবে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কামক্রোধাদি ষড়রিপুকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহার বিচার প্রদর্শিত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অন্ত পান না, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত জ্ঞানী ও যোগিগণ যাঁহার অন্ত পান না, সেই সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমাদের মত জড়ৈশ্বর্য্য-মত্ত শ্রীমদে মত্ত বিষয়াসক্ত ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষলোলুপগণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে লাভ করিতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত জীবগণ চৈতন্যচরণারবিন্দ-মধুপগণের চরণ-সরোজপরাগে অভিষিক্ত না হয়, ততদিন তাঁহারা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বামীজী মহারাজ উল্লিখিত বিষয় বর্ণনামূলে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উপাখ্যানের পাঠ শেষ করেন।

বিগত ১লা পৌষ বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির ৮ম সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বন্দনা-গীতি ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রারম্ভে "সংসার দাবানল" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন:—'আমরা জীবগণ সম্যক প্রকার পতিত হইয়া যে ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহার নাম সংসার। ইহা মায়িক ভূমিকা, এখানে যাহা আছে সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহা শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামের হেয় প্রতিফলন, চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে একটী ভুবন। ইহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দেব,কিন্নর হইতে রসাতলবাসী পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মের উচ্চাবচ হিসাবে হরিবিমুখতাজনিত পতিত ও পতনশীল। আমরা চিৎ-সর্ব্বাঙ্গিনী বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিয়াছিলাম বলিয়াই দুঃখের আগার সংসার-গতি লাভ করিয়াছি। ঘোর দাবানল দাউ দাউ করিয়া নিরন্তর জ্বলিতেছে। আমরা সকলেই (জীব মাত্রেই) সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত। পরম করুণাময়, কৃপাসিন্ধু ভগবান্ আমাদিগের এই তাপ নিবারণকল্পে করুণারূপ মেঘ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুদেব সেই কারুণ্য বারি-বাহ-রূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহারই কৃপায় আমরা জানিতেছি যে, বাস্তবপক্ষে আমরা জীব-মাত্রেই সংসার-দাবাগ্নিতে সন্তপ্ত। আমাদের এই তাপ নিবারিত হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক বর্ষিত কারুণ্য ঘন-বারি।

হায়! কত লক্ষ, কোটী জন্ম ভাবিয়া জন্ম মরণ মালা পরিয়া অনাদিকাল হইতে এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরা ফেরা করিতেছিলাম, একটীবারের জন্যও কেহ বলিয়া দেয় নাই যে, আমি সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত আছি। আর বলিয়া দিলেই বা কি হইবে, আমার কর্ম্ম আমাকে বুঝিতে দেয় নাই যে, আমি সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত আছি। তাহা যদি আমার বুঝিবার সৌভাগ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের করুণা-ঘন-বর্ষণ লাভ করিয়া আমি সংসার-দাবাগ্নির তাপ নিবারিতে পারিতাম এবং আমার নিত্য বসতি স্থল শ্রীবৈকুণ্ঠ ও নিত্যসঙ্গী বৈকুণ্ঠ-নাথের সেবক বৈষ্ণববৃন্দের সহিত অবস্থান করিতাম।

এখন আমি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারি:—আমি কেন বৈকুণ্ঠে যাইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও আসিতে আসিতে তাহা হইতে এত দূরে পতিত হইলাম, তাহার মূলে একমাত্র ভোগবাঞ্ছা বা বিষয়-স্পৃহা। আমার কল্পিত বাসনা নিরন্তর সৌন্দর্য্যের দিকে ছুটিয়া যায়, সুন্দরকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। এ জগতের যত সৌন্দর্য্য, সবই বৈকুণ্ঠ-সৌন্দর্য্যের হেয় প্রতিফলন অর্থাৎ ছায়ামাত্র। এই সকল সৌন্দর্য্য যখন আমাকে বহুকালাবধি ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন যে সৌন্দর্য্যধারা পরমসুন্দর—সৌন্দর্য্যের আকর মদনমোহনের সেবা করিতাম, সেই মদনমোহন ও আমি স্বতন্ত্র এই বিচার দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিত্য সেব্য মদনমোহনকে ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলেই মদন (প্রাকৃত কাম) আক্রমণ করিয়া সেই মদনমোহনের সুন্দর সেবোপকরণে আমার ভোগবুদ্ধির উদয় করাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাই আমার সংসারগতি লাভের মূলীভূত কারণ।

এই বাণীগুলি শুনিতে করুণ আমার শান্ত হওয়ায়, সকলে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল এবং সংসার দাবানল ও কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম এত ছোট কথার ভিতর এত বড় চিত্তমল-বিধৌতকারী সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী রহিয়াছে তাহা শ্রোতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

কনকের নেশা

আমরা সকলেই জানি, মদ, গাঁজা, আফিং, গুলি, সিদ্ধি, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্যেরই নেশা আছে অর্থাৎ ঐসকল মাদকদ্রব্য সেবন করিলে তাহার নেশায় বুদ্ধির বিপর্য্যয় করিয়া দেয়—তখন নেশাখোর ব্যক্তি নেশার ঝোঁকে অন্যায় কার্য্য করিয়া এবং যা তা কথা বলিয়াও মনে করে যে আমি ঠিক করিতেছি ও ঠিক বলিতেছি।

কনক ঐসকল মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার একটা বেশ নেশা আছে—যে নেশায় প্রমত্ত হইয়া এই দুনিয়াবাসী দুনিয়াদারী করিতেছে। কনকের সেবন প্রণালী অন্যান্য মাদকের মত নহে, ইহার দর্শনে, স্পর্শনে ও শব্দ-শ্রবণেই ঘোর নেশায় প্রমত্ত করিয়া তুলে—সে নেশা মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছুটে না।

কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পাপী, কি পুণ্যবান্ এই দুনিয়াবাসী সকলেই দিবারাত্রি কনক, কনক করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, সকলেই কায়, মন ও বাক্যে কনকের সেবা—কনকের চিন্তা করিতেছে। কনকই যেন সকলের সেব্যবস্তু, তাই হা কনক হা কনক করিতে করিতে অহর্নিশ কনকের ধ্যানে মগ্ন হইয়া বাতুলের মত এই দুনিয়াটা ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি কনক-পিপাসার নিবৃত্তি নাই।

এত কনকের এমনি নেশা যে ৯৯৲ টাকা হইলে কি করিয়া শত মুদ্রা পূর্ণ হইবে তাহার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলে আবার শত হইলে কি করিয়া সহস্র হইবে, সহস্র হইলে কিরূপে লক্ষ হইবে, লক্ষ হইলে কোটী মুদ্রা পূর্ণ করিবার উপায় কি? এই চিন্তায় এই চেষ্টায় বাতুল করিয়া তুলে। এইরূপে আশার নিবৃত্তি না হইয়া যতই ধন হয় ততই উত্তরোত্তর কনক-সঞ্চয়ের নেশা বাড়িতে থাকে।

আবার ইহার পরিণামও বিশেষ ভয়াবহ দেখা যায়। এই কনকের জন্যই পিতা পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বজনে স্বজনে কলহ হইয়া থাকে। এমন কি সামান্য কনকের জন্য পুত্র পিতার বক্ষে, পিতা পুত্রের বক্ষে, স্ত্রী স্বামীর বক্ষে, স্বামী স্ত্রীর বক্ষে, ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে, স্বজন-স্বজনের বক্ষে ছুরি বসাইতেছে, খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করিতেছে এরূপ ইতিহাসেরও অভাব নাই। শুধু তাহাই নহে, একটা মুদ্রার লোভে চোর, দস্যু প্রভৃতি একটা জীবন নষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ

আরও দেখা যায় আজীবন কনকের সেবা করিয়া কেহ কোটীপতি হইয়াছিলেন কিন্তু কনক তাহাতেও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন না হইয়া অন্যের নিকট চলিয়া গিয়াছেন তাই আজ তিনি পথের ভিখারী কিম্বা সম্পূর্ণ ভিখারী না হইয়াও ভিখারী অভিমানে কনকের শোকে বাতুল হইয়া কেবল হা কনক! হা কনক! করিতেছেন। হায়! হায়! কনকের এমনই নেশা যে আজীবন কনক কনক করিতে করিতে কনকপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কনকহারা হইতে হইল তবুও কনকের নেশা ছুটিল না, আবার এখনও কনক কনক করিয়া জীবনটা বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যস্ত!

কনকের এরূপ ভীষণ পরিণাম কেন? ঐ যে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় কনকের অপব্যবহার যেখানে, কলির অবস্থান সেখানে। তাই যেখানে ঐরূপ মাধবসেবাশূন্য কনক, সেখানে বিবাদ, সেখানে অশান্তি, সেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি।

কেবল গৃহব্রতগণই যে কনকের নেশায় প্রমত্ত - নেশার চর্ব্বিত তাহা নহে, ঐ যে দেখা যাইতেছে গৃহত্যাগী অভিমানী স্বরূপবিভ্রান্ত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর বেষধারীগণকেও কনকের দুরপূর নেশায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।

মাদৃশ গুরুসেবকাভিমানিগণ আজ বাহিরে শ্রীগুরুসেবার অভিনয় করিলেও অশোক-অভয়ামৃত কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া কনকের সেবায় নিযুক্ত, কনকের নেশার ঝোঁকে অত্যাহার প্রভৃতি দোষের, কপটতার আশ্রয় দিতেছি—ঐসকল ভক্তিবিরোধী প্রবৃত্তি আমাকে গ্রাস করিতেছে; ষড়বিধ শরণাগতির বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ উন্মেষিত হওয়ার পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে।

অবশ্য কনক বস্তুটী ভোগেরও নহে ত্যাগেরও নহে, উহা মাধবসেবার উপকরণ সুতরাং শ্রীগুরুসেবকগণ যাহা কিছু পান ষোল আনা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিলে তাহাকে অত্যাহার বলে না এবং নিষ্কপট গুরুসেবার জন্য কনক সংগ্রহ করিলে কোন ক্ষতি হয় না, তবে সংগৃহীত দ্রব্যের মধ্যে যদি এক কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করা হয়—শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া না হয় তবে ঐরূপ সঞ্চয়চেষ্টার নামই অত্যাহার, সুতরাং ঐরূপ আচরণই ভজন-প্রতিকূল।

যে মুহূর্ত্তে নিজের জন্য কিছু পৃথক্ ভাবে রাখিবার বিচার উপস্থিত হয় তখনই দৈবী মায়া কোন অছিলায় আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইল জানিতে হইবে। মায়া কোন প্রকারে একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই হইল, তাহার পর সে চৈত্ত্যগুরুর বেশে আমাকে পরামর্শ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে।

তখন ছদ্মবেশী মায়ার কুপরামর্শকেই চৈত্ত্যগুরুর উপদেশভ্রমে ভজনপ্রতিকূল কার্য্যকেই ভজনানুকূল জ্ঞান করিব, গুরু-সেবার অছিলায় শ্রীগুরুদেবের সহিতও কপটতা করিবার আবশ্যকতা আছে এই-

তখন ঐ যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত কনকের দর্শনে ও স্পর্শনেই ক্রমে ক্রমে কনকের নেশা বাড়িতে থাকে, তাহার ফলে কনক সঞ্চয়ের পিপাসা দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে কনকের নেশায় প্রমত্ত হইয়া অচিরেই গুরুসেবার জন্য সংগৃহীত উপকরণ ষোল আনাই আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয় এবং কনকের সহিত কামিনী সম্ভোগ বাসনাও প্রবল হইয়া উঠে। তখন কপটতার আশ্রয়ে আর অধিকদিন গুরুসেবার অছিলায় লোক-বঞ্চনা করিবার যোগ্যতাও থাকে না। তাই তখন তিনি সমসময়ে ছোট হরিদাসের গুপ্ত মূর্ত্তিটী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া অনন্ত নিরয়ের পথে অগ্রসর হন এবং চিরতরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত হন। তাই বলি হে দুষ্ট মন! সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! কনকের নেশায় কখনও প্রমত্ত হইও না, কনক-সঞ্চয়-কামনার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিও না, এক পাই হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী টাকা যখন যাহা পাও তাহা (আমি নিজ বিদ্যা বুদ্ধি বাক্য কৌশল প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রহ করিলাম এরূপ বৃথা অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক) ভোগ্যরূপে না দেখিয়া কার্ষ্ণ বস্তু জ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধিতে মস্তকে ধারণ করিয়া ষোল আনাই সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দাও তোমার নিজের জন্য কোন চিন্তা করিও না, তুমি কৃষ্ণৈকশরণ হও—'কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল। আত্ম নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥'—এই মহাজনের উপদেশটী নিজ আচরণে অঙ্কিত করিয়া দেখাও তাহা হইলেই বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে যে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব বিপদে সম্পদে সর্ব্বাবস্থায় আমাকে রক্ষা করিতেছেন—পালন করিতেছেন।

সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করে, কোন বাধা সে শুনে না।

যাঁহার যাহা আছে তিনি যদি তাঁহার সমস্তই ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তাঁর হরিভজন হয় বা তিনি মুক্ত হ'তে পারেন। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই অর্থাৎ সব দিয়ে ভগবানের সেবা না করাই বদ্ধতা বা হরি-বিমুখতা বা ভক্তির অভাব অভক্তি।

যৎকিঞ্চিৎ

আয়নায় ধুলো মাটী লাগ্‌লে যেমন মুখ দেখা যায় না সেইরূপ অণুচেতন চেতনতার কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তিরূপ অনর্থ এসে পড়ায় তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে শুদ্ধাভক্তি (ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি) তা আবৃত হ'য়ে পড়েছে। সাধুমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা সশ্রদ্ধভাবে শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে আমাদের অনর্থরূপ মালিন্য কেটে গেলেই আমরা আমাদের নিত্য স্বভাবধর্ম্ম ভক্তিতে অবস্থিত হ'য়ে ভগবানের সেবা লাভ কর্‌তে পার্‌বো। ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম, দেহ বা মনের ধর্ম্ম নয়। আত্মস্থ হ'তে পার্‌লে নিজেকে নিজে চিন্‌তে পার্‌লেই হরিভজন অতি সহজ, আর না পার্‌লে দেহ-মনের দ্বারা বিচার ক'রে বা তদনুগত হ'য়ে ভক্তির অনুসন্ধান কর্‌লে ভক্তিলাভ অতি কঠিন।

সরল হ'তে হ'বে, সহজ হ'তে হবে তা'হলেই জীবাত্মা আমি, আমার হরিভক্তি গুরুবৈষ্ণবকৃপায় জাগ্‌বে। সরলতা বাদ দিলে, গুরুবৈষ্ণব চরণে শরণাগত না হ'লে মুখে বল্‌লে কাজ হবে না।

জলের ধর্ম্ম তারল্য হ'লেও শৈত্য সংযোগে জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। জল জমে বরফ হওয়ার জন্যে যে কাঠিন্য, তাকে জলের স্বভাব বলা যেতে পারে না। তাকে জলের বিকৃতাবস্থা আখ্যা

আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ ভক্তি। ভোগাসক্তিরূপ কৃষ্ণবিমুখতা বশতঃ আমরা বদ্ধ হ'য়ে পড়েছি এবং 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়ায় জন্য অভক্তি বা অনর্থ এ সব এসে জুটেছে এবং আমরা স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

বরফে উত্তাপ লাগ্‌লে যেমন বরফ গ'লে জল হ'য়ে যায় এবং তার পূর্ব্বাবস্থা তরলতা প্রাপ্ত হয়, আমাদেরও সেইরূপ সাধুমুখবিগলিত হরিকথারূপ অগ্নি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'লে আমাদের অন্তরের অনর্থরাশি ধ্বংস হবে এবং আমরা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পরানন্দে সেবাসুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌বো।

বেগবতী নদীর অপ্রতিহত স্রোতকে যেমন কেউ বাধা দিতে পারে না বা দিলেও সে যেমন তাহা অনায়াসে অতিক্রম ক'রে নিম্নগামী হ'য়ে সমুদ্রের দিকে গমন ক'রে, সেইরূপ মুক্তাত্মা কারুর অপেক্ষা না ক'রে জাগতিক অনিত্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদিকে বিষ্ঠাবৎ অগ্রাহ্য ক'রে তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে ভগবানের পাদপদ্ম-

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২॥৵০; দশম স্কন্ধ ১১৲ সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি পরিশিষ্ট-সহ বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে যোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অদ্বৈতপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নানা-নামের বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ; পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বড়লাটের উত্তরে আলোচনা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বড়লাটের নিকট হইতে তার পাইয়া গান্ধীজী মণিভবনে উপবেশন করিয়া গম্ভীর ভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করেন। অতঃপর তিনি একটী কাগজ পেন্সিল লইয়া দুই ঘণ্টা যাবৎ রাজপ্রতিনিধির টেলিগ্রামের উত্তরের খসড়া প্রস্তুত করেন।

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে বলিয়া ঐ কমিটীর বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। গান্ধীজীর বাসভবনের নিকটবর্ত্তী একটি সাধারণ উদ্যানে উপাসনা হয় এবং ঐ সময়ে তথায় বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল। গান্ধীজী গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গম্ভীর স্বরে বলেন, "আমার যে ২১ দিন স্বাধীনতা আছে, ঐ সময়ের মধ্যে যেন আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারি।

কমিটীর ভাবগতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। সদস্যরা যখন কমিটীর বৈঠকের শেষে চলিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তুইটী বিশেষ প্রয়োজনীয় অভিমত শুনিতে পাওয়া যায়। জনৈক সদস্য বলেন, 'অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক' অপর একজন সদস্য বলেন, 'সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।' অনুমানে বুঝা যাইতেছে যে, রাজপ্রতিনিধি গান্ধীজীর নিকট যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে জানান হইয়াছে যে, রাজপ্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোল টেবিল বৈঠক হইতে উদ্ভূত শাসন বিধি সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা এবং কংগ্রেসের সহযোগিতার সম্বন্ধে যথা সম্ভব পরামর্শ দান করিতে ইচ্ছুক।

প্রকাশ, রাজপ্রতিনিধি গান্ধীজীকে আরও জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস যদি পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সরকার উহার সম্মুখীন হইবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছেন। প্রকাশ, রাজপ্রতিনিধির প্রদত্ত উত্তর সম্পর্কে গান্ধীজী মনে করিতেছেন যে, উহা দ্বারা ভবিষ্যতে কথাবার্ত্তা চালাইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

আরও প্রকাশ ... ঐ রূপ তার-যোগে উহার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে তিনি বড়লাটকে অর্ডিন্যান্সগুলি সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদি তিনি পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মত না হন তবে তাঁহার পক্ষে দেশবাসীকে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তনের উপদেশ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজপ্রতিনিধির নিকট হইতে যদি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া না যায়, তবে কমিটী সরাসরি ভাবে কার্য্য করিবার সিদ্ধান্ত করিবেন।

লাহোরে গ্রেপ্তারের ধুম

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ৩১শে ডিসেম্বর শান্তিতে সশস্ত্র পুলিসদল রাজপথে পাহারা দিতেছে। পুলিস হত্যাকাণ্ডগুলি সম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে। শ্রীযুক্ত রোশনলাল, শ্রীযুক্ত হরদয়াল, জনৈক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেশরাজ ও অমরনাথ নামক ৪ জন হিন্দু দাঙ্গার সময়ে আল্লাদিত্য নামক এক ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গুর মহম্মদের হত্যা সম্পর্কে আরও ৭ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ঐ হত্যাকাণ্ডের পরদিনই দাঙ্গা আরম্ভ

বিভিন্ন থানায় কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডাকে ডাকা হয়। তাহাদের প্রত্যেকে ১০০০ টাকা জামিন প্রদান করিলে পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারানুযায়ী একটি আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে চিউক ওয়াকির খান নামক স্থানে ১২ জন অকল্যর স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রকাশ, অহরর দল নিষেধাত্মক আদেশ অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রত্যহ একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদিগের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটা শান্তি সমিতি গঠিত হইয়াছে, ডেপুটী পুলিস কমিশনার মিঃ এসকুইথ উক্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিগত দাঙ্গায় যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যকল্পে উক্ত সমিতি একটী আবেদন প্রচার করিয়াছেন। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া উক্ত আবেদনের এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, ...দেশবাসীর দাঙ্গার বিষয় বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দাঙ্গা হইতে না পারে তজ্জন্য এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

চীন ও জাপানে যুদ্ধ

টোকিও হইতে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী জাপানীরা কুপাংজু রেলওয়ে জংসন অধিকার করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। জেনারেল তামনের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যরা ঐ স্থান দখল করিয়াছে। ভোর হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে চীনা সৈন্যরা কুপাংজু হইতে বহির্গত হইয়া টাংসানের দিকে গমন করে এবং জেনারেল কামুরার সেনাদলের আগমনে বাধা প্রদান জন্য রেলওয়ের ২টা শাখা নষ্ট করিয়া ফেলে। তৎপর উহারা চিনচো অভিমুখে চলিয়া যায়। প্রকাশ, জাপানীরা পুনরায় নিউচাং অধিকার করিয়াছে।

মণিভবনে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী বাড়ীতে পুন উত্তেজনার বিষয় হইলেও বিশেষ কিছু ঘটে নাই।

সর্দ্দার বল্লভভাই সেবাদলের কর্মীদের সহিত বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। তাহারা শেষ উপদেশ লইবার জন্য সর্দ্দারজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গান্ধীজীর নিকট আসিয়াছিলেন।

মেসার্স দিনশ, লালজী নারায়ণজী এস, পি, মোদী, ভুলাভাই দেশাই একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ১ ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথা কহেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় যে, সাধারণের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে কি ভাবে সহায়তা করিবেন। গত ১লা জানুয়ারী বণিক সমিতির সহিত গান্ধীজীর যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে উক্ত সমিতির প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের প্ল্যান অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গান্ধীজী ও প্রধান মন্ত্রী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এই মর্ম্মে জনরব রটিয়াছিল যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীজীকে বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী জনরবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রয়টার সরকারীভাবে অবগত হইয়াছেন গান্ধীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পর প্রধান মন্ত্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর সহিত আর কোন প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

ব্যবসায়িগণের সহিত গান্ধীজীর পরামর্শ

সায়াহ্ন কালে গান্ধীজী প্রধান প্রধান ব্যবসায়িদের সহিত রুদ্ধদ্বারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিখ্যাত বাঙ্গালী স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস গত ওরা জানুয়ারী সকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সহিত এবং স্যার চুণীলাল মেটা, শ্রীযুত লালজী নারায়ণজী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত গান্ধীজী রুদ্ধদ্বারে পরামর্শ করেন। প্রকাশ, দেশের আহ্বানে দেশের বণিক সম্প্রদায়ের কিরূপে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধেই নাকি আলোচনা হইয়াছে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার নববর্ষের বাণীতে বলিয়াছেন, "গত বৎসরের কথা স্মরণ হইলেই সাধারণের মনে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িবে। গত বৎসর উদ্বেগের উত্তেজনার জনগণের হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে, কাহারও মুখে হাসি দেখা যায় নাই, উপরন্তু চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকায় ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ, দুঃখ-বিজড়িত হইয়া সকলেই শুষ্কমুখে কালাতিপাত করিয়াছে। গত বৎসরের নিদর্শন নাই। এরূপ দুঃসময় বৃটেনের কখনও হয় নাই। রাজা, প্রজা, শিল্প ব্যবসায়ী সকলেই ভাবিয়াছে—এদিন আর বুঝি কাটিবে না। এ কল্পনা নিতান্ত অলীক নহে। ঘোর অন্ধকারে যেমন সূর্য্য উদয় হইলে লোকের মনে একটা স্ফূর্ত্তি উদয় হয়, বৃটেনের প্রাণেও তাহাই হইয়াছে বৃটেনের দুর্দ্দিন বৃটিশ প্রজা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া দেশের কল্যাণকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বৃটিশ প্রজার এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সত্বর বৃটেনের দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। নববর্ষ আসিয়াছে, সরকার বাহাদুর প্রজার ভালবাসা বজায় রাখিয়া কার্য্য করুন বৃটেনের ভাগ্যলক্ষ্মী ও গৌরবসূর্য্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে

রিভলভার চুরি

লাহোর হইতে প্রকাশ, ৩১শে ডিসেম্বর স্থানীয় হেড কনষ্টেবলের শয্যা হইতে তাঁহার একটী পিস্তল চুরি গিয়াছে। কনষ্টেবলটি মেয়ো হাসপাতালে ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভাগ্রামকে পাহারা দিতেছিল। পুলিস তদন্ত চলিতেছে

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে পৌষ বুধবার ১৩৩৮, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩২

গান্ধীজী ও প্যাটেল গ্রেপ্তার

গান্ধীজী প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার প্রতীক্ষায়

আমেদাবাদে যাত্রার উদ্যোগ

বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর তার

ভারতের আলোচনা

গান্ধীজী ও ব্যবসায়ী মণ্ডলী

সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য

আমেরিকার প্রতি গান্ধীজীর বাণী

নানা কথা

গান্ধীজী ও প্যাটেল গ্রেপ্তার

গত ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় গান্ধীজীর বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্র অবলম্বনে তাঁহাকে ও বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত সংবাদ সহরে প্রচারিত হইবামাত্র বোম্বাইয়ে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

ঐ তারিখে অধিক রাত্রিতে এই সংবাদ কলিকাতায় পৌছায়। কলিকাতায়ও ঐ সংবাদে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখ কলিকাতা সহরে সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

— —

গান্ধীজী প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার প্রতীক্ষায়

বড়লাটের উত্তর সম্পর্কে গত ৩রা জানুয়ারী এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক সংবাদদাতা গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তারের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আত্মশুদ্ধির জন্য সংগ্রাম

গত ৩রা জানুয়ারী সামান্য একটু বিশ্রামের পর গান্ধীজী ভোর ৪॥০ টার সময় দৈনিক প্রার্থনা আরম্ভ করেন। প্রার্থনা শেষে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হয় এবং ধীর গম্ভীর স্বরে গান্ধীজী অতঃপর বলেন :—"বোধ হয় ইহাই আমাদের শেষ প্রভাতিক প্রার্থনা। আমরা আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিতে যাইতেছি এবং যদি তোমরা খানিকটা সময় প্রার্থনার জন্য দাও তাহা হইলে ইহা তোমাদের এবং তোমাদের দেশের অভিষ্ট পূরণে যথেষ্ট সাহায্য দান করিবে।

আমেদাবাদ যাত্রার উদ্যোগ

সংবাদপত্রসেবীগণের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের গুরুতর কুফল ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করিবেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি স্থির নিশ্চয় যে, এই সংগ্রামের দ্বারা শুধু ভারতীয় নয়, জগতের একটা সমস্যার সমাধান হইবে। দমননীতির ঘনকৃষ্ণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে স্বরাজের আলোক দেখা যাইতেছে।

প্রকাশ, গান্ধীজী বড়লাটের তারের কোনও জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। গান্ধীজী সদলবলে গত ৩রা জানুয়ারী রাত্রি আমেদাবাদ যাইবেন বলিয়া মনস্থ করেন।

আমেরিকার প্রতি গান্ধীজীর বাণী

গান্ধীজী বোম্বাই হইতে গত ৩রা জানুয়ারী আমেরিকার প্রতি নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন :—এক মারাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে আমি এই আশা পোষণ করিতেছি যে, আমার অসংখ্য মার্কিণ বন্ধু এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং নিপীড়িত জাতির মঙ্গলকল্পে তাঁহাদের বিরাট প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবেন। ভারতবর্ষের এই সংগ্রাম শুধু ভারতীয় নহে—ইহার একটা আন্তর্জাতিক মূল্য এবং গুরুত্ব আছে। আমি মনে প্রাণে বুঝিয়াছি যে, আমার স্বদেশবাসী নরনারীগণ যদি শেষ পর্য্যন্ত অহিংসার ভাব বজায় রাখিতে পারে তবে তাহারা জগতে এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।"

———

বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর তার

গান্ধীজী বোম্বাই হইতে গত ৩রা জানুয়ারী লণ্ডনে লর্ড আরউইনের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন :—"আশাকরি আমাকে বিশ্বাস করিবেন ; আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, ব্যর্থ হইলাম। তথাপি আমি আশা ত্যাগ করি নাই, এবং দিল্লীর সেই পবিত্র সপ্তাহে আমি যে ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম এবং যাহা আপনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন—পরমেশ্বরের কৃপায় সেই ভাব আমি বজায় রাখিব। আপনি আমার সম্বন্ধে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিব না।"

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি প্রকার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণজিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস আগরওয়ালা।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসুখকারণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসচ্চিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮/মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথময় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচারুপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগরার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ　১২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার　২০০ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার দিবস প্রাতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় তথাকার Superintendent শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি,এ, মহোদয়ের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধু ও অসাধু, অনুকরণ ও অনুসরণ, গৃহস্থ ও গৃহমেধী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় প্রায় ॥ দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। সাধু ও অসাধু প্রসঙ্গে বলেন,— বর্ত্তমানে সাধু চেনা বড়ই দুষ্কর।

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানি ॥
সাধু ভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া ॥

— —

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে ঐক্য করিয়া সাধু নিরূপণ করিতে হয়, নতুবা রাবণের ন্যায় সাধুর বেশে জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবীকে হরণের প্রয়াসীকেই সাধু বলিব। শাস্ত্রানুযায়ী আচার ও প্রচার ভিন্ন সাধু নিরূপণ সম্ভব নহে। আলো ও অন্ধকারে যেমন বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ সাধু ও অসাধুতে লক্ষণানুযায়ী প্রভেদ বিদ্যমান আছে। সতী ও অসতীতে যেরূপ ব্যবধান আছে, সেই প্রকার সাধু ও অসাধুতে ভেদ আছে।

সতী স্ত্রী যে-প্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা পতি-দেবতার সেবা করিয়া থাকেন সেইরূপ সাধুগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, সর্ব্ব জগতের পতি হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং
ভক্তিরুচ্যতে ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ১।১০ ধৃত

শাস্ত্রকারগণ এই প্রকারে সাধুর লক্ষণ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

———

অসতী নারীর ন্যায় অসাধু [illegible] দ্বারা অসাধু চিনিতে পারা যায়।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ-নাগরী ইহাদের অসাধু বৃত্তিদ্বারা অসাধুর লক্ষণ প্রমাণে অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। এই প্রকার অকপটে জগৎপতির সেবা দ্বারায় শ্রীনারদ, শ্রীশুকদেব, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক প্রভৃতিকে সাধু বা বৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

(পদ্মপুরাণ)

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥
অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয় ॥

———

সাধুর সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করা উচিত; নিজ রুচি অনুযায়ী টপ্‌পাওয়ালীর মুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন সুমিষ্ট হইলেও শুনিতে নাই; কারণ দুগ্ধ জিনিসটা ভাল বটে, কিন্তু সর্পের উচ্ছিষ্ট পায়স দুগ্ধ প্রাণনাশক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরিকথা, শ্রীকৃষ্ণকথা ভাল বটে, কিন্তু অবৈষ্ণব-অসাধুর মুখে শ্রীহরিকথা শুনিতে নাই। সাধু-মুখে কীর্ত্তিত শ্রীভগবন্নাম সুধা পান করিলেই জীবের 'ভবরোগ' সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

———

অসাধুর মুখে নাম কীর্ত্তন শুনিলে জীবের অধঃপতন—নরকের পথেই গমন হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করায়ই আজ বৈষ্ণব-জগতের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাধু ও অসাধুর বিচার করাই সুবুদ্ধিমানমাত্রেরই করা। এই ভক্তিপথটী কোটী কোটী বিঘ্নসঙ্কুল পথে আবৃত আছে। সাধুসঙ্গ করাই জীবের সর্ব্বাগ্রে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, উহাতেই জীবের সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

গত ১লা পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির ৮ম সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'মুমূর্ষুর কর্ত্তব্য' পাঠ করিতে যাইয়া পাঠক মহোদয় বলেন, "আমরা জীবমাত্রেই মুমূর্ষু, সুতরাং সকলেরই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্ত্তন একান্ত আবশ্যকীয়। মহারাজ পরীক্ষিত আরও এক সপ্তাহ পরে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে এই সংবাদটি সঠিক ভাবে জানিতেন, কিন্তু আমরা কোনদিন মরিয়া যাইব, তাহার কিছুই আমরা জানি না, সুতরাং আমরা মহারাজ [illegible] অপেক্ষাও মুমূর্ষু। এই সংবাদটী [illegible] নিত্য ভজন-পরায়ণ [illegible] সাধুগণের নিকট অবগত হওয়া যায় না। [illegible] অথবা [illegible] না হইলে জগতের [illegible] "সকলকেই [illegible] হইবে" এই কথাটি [illegible] তাহার [illegible] প্রদান করিতেছি। [illegible] না দেহ [illegible] নিজ [illegible] না [illegible] মমতা ও সাধুসঙ্গ [illegible]।

— —

[illegible] না হইলে সাধুসঙ্গে [illegible] ও শ্রীহরিভজনে [illegible] দেহ-মনের [illegible] দেবতাগণের আরাধনা [illegible] মনুষ্য-জীবন [illegible] কারণ ইন্দ্র [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] আরাধনা, এ আরাধনার পরিণামেও [illegible] কোন [illegible] না। একমাত্র মন্দবুদ্ধি [illegible] হীন 'অন্য' [illegible] অনিত্য [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] দেবতা [illegible] আর্থিক [illegible] পারে, কিন্তু [illegible] নাই।

সেই সে বিষ্ঠার কৃমি জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিদ্ধ রয়।

কামিনীর কাম

(১)

আমাদের চক্ষু রূপ-দর্শন কামনা করে, কর্ণের শব্দ-শ্রবণ কামনা আছে, দিব্য ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া নাসিকার কামনা তৃপ্ত হইবে মনে হয়, ষড়বিধ রসে জিহ্বা আপ্লুত হইলেই জিহ্বার রসগ্রহণ লালসার নিবৃত্তি হইবে এইরূপ বিচার কল্পিত হয়, কোমল বস্তু আলিঙ্গন করিলেই ত্বকের স্পর্শসুখ কামনার শান্তি হইবে ইহা মনে হয়।

কিন্তু কই, এ দুনিয়ার প্রকৃতি দেবী এত রূপ এত বিচিত্র শব্দ, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু তিক্ত, কষায়, এই ষড়্বিধ রস, এত মূর্ত্তিমতী কোমল বস্তু সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তথাপি সেই বিষয়-গুলির দিকে ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইয়া ভোগ করিয়াও ত তৃপ্ত হইতেছে না।

অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পরিবর্ত্তে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেইরূপে আমাদের কামাগ্নিতে যতই বিষয়-ঘৃত দেওয়া যায়, কামনার নিবৃত্তি না হইয়া ততই কামাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যখন চক্ষু বলে আমি রূপ দেখিব তখন আবার কর্ণ বলে শব্দ শ্রবণ করিব, এই-রূপ সকল ইন্দ্রিয়গুলি যুগপৎ বিষয় ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। সেইজন্য প্রকৃতি দেবী এমন একটী দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটীই আছে অর্থাৎ যাহার দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়েরই একসঙ্গে তৃপ্তি হইতে পারে। সেই বস্তুটীর নাম কামিনী। ঐ কামিনীর কামনাতেই জগদ্বাসী উন্মত্ত।

শৈশবে পিতামাতার কোলে, বাল্য-কালে বালকের সহিত ধূলা খেলায়, তাহার পর কিছুদিন লেখাপড়ায় কাটাইয়া যখন যৌবনে উপনীত হই, এমন সময় কোন মহাজন কীর্ত্তন করিলেন—

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

ঐ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিজ আচরণের সহিত মেলাইবার কারণে ক্ষীণ আশা লইয়া শ্রীগুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলাম। গুরুগৃহে অবস্থান কালেও স্বজনাখ্য-দস্যুগণের সঙ্গ একেবারে পরি-ত্যাগ করিলাম না, তাই দৈবীমায়া অজ্ঞানান্ধ-দস্যুগণের দ্বারা অসৎবার্ত্তা প্রেরণ করাইয়া ক্রমে ক্রমে আমার পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ আশাটীকে লুপ্ত করাইয়া আমার হৃদয়ে কামিনীর কাম জাগাইয়া তুলিল।

নবীন আমি নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কামিনীসম্ভোগ-কাম তৃপ্তি করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের অনেক আশা কল্পনা করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, গুরু-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সংসার কূপে পতিত হইলাম এবং স্বজনাখ্যদস্যুগণের দ্বারা সংগৃহীত ও প্রদত্ত একটী জীবন্ত ছবিকে নিত্য সুখপ্রদ বস্তু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলাম।

তখনও শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা আমার প্রতি অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। পিপাসাতুর ব্যক্তি পিপাসা নিবারণের জন্য মরুভূমিতে ছুটাছুটি করিলে যেরূপ দুর্গতি হয়, কামাতুর ব্যক্তি ও কাম-তৃপ্তির জন্য এই সংসার মরুতে ভ্রমণ করিয়া সেইরূপ ত্রিতাপক্লিষ্ট হয়, শ্রীভগবান্ এই শিক্ষাটী আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

উষ্ট্র কণ্টকবৃক্ষ ভোজন করিতে গেলে যেরূপ অবস্থা হয় অচিরেই আমারও সেই অবস্থা ঘটিল। আলিঙ্গিত ছবিটি বেশী দিন আমার তৃপ্তি কামনা করিতে অক্ষম হইয়া শীঘ্রই শয্যাকে আলিঙ্গন করিল এবং আমাকে একাধারে ধাত্রী, মেথর প্রভৃতি বহুবিধ চাকরী গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। কেবল দুইদিন চারিদিনের জন্য নয়, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায় তবুও দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়েই ঐ চাকরী হইতে অব্যাহতি লাভের কোন উপায় নাই।

এইরূপে কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়মিত সময়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াও সহিষ্ণু হইয়া উক্ত চাকরী করিতে লাগিলাম। অবশ্য তাহাও ভাবী কাম তৃপ্তির আশা লইয়া যখন দেখিলাম ভাবী কাম তৃপ্তি আশা আর নাই তখন অগত্যা সেই মলিন শুষ্ক ছবিটী যমরাজকে উপহার দিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। যমরাজ দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিলেন।

শ্রীভগবান এত অনুগ্রহ করিলে কি হইবে। ঐ কৃপাবস্তুটী ধারণ করিবার বুদ্ধি আমার হাতে আছে, কারণ শ্রীভগবান্ আমাকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতেই কিছুদিন ধরিয়া এক কর্ণে সাধুগণের উপদেশামৃত পানের অভিনয় এবং আর এক কর্ণে স্বজনাখ্য দস্যুগণের উপদেশরূপ হলাহল পান করিতে লাগিলাম এবং ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষদুষ্ট আমার মনকেই জজের পদে নিযুক্ত করিলাম। পক্ষপাতদুষ্ট সাধুগণকে সেই পদটী দিতে সাহস হইল না।

দৈবীমায়া এই সুযোগে পুনরায় আমার সর্ব্বনাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইল, মনকে চৈত্যগুরু সাজাইয়া মনের দ্বারা দীর্ঘকাল বিবিধ বিচার দেখাইয়া যে ন্যায় প্রকাশ করিল—যে শেষ পরামর্শ দিল, সেই বিচারপূর্ণ পরা-মর্শের কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী গল্প বলিব।

এক দরিদ্র বৃদ্ধা বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যখন কাষ্ঠের বোঝা বহন করিত তখন সে প্রত্যহ বলিত যে যমরাজ এত লোককে কৃপা করিতেছেন কিন্তু আমার কথা কি তাঁহার মনে হয় না; আমার মৃত্যুই ভাল। এইরূপে একদিন সেই বৃদ্ধা কাষ্ঠের বোঝা তুলিতে অক্ষম হইয়া মৃত্যুকে প্রার্থনা করিয়া যমরাজকে আহ্বান করিতেছে। সেদিন যমরাজ সত্যসত্যই আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তুমি আমাকে অনেকদিন ধরিয়া ডাকিতেছ, আর কাষ্ঠ বহন করিয়া কষ্ট পাও কেন, এখন আমার সঙ্গে চল। তখন সেই বৃদ্ধা বলিল "বাবা! আসিয়াছ, ভালই হই-য়াছে, এখন কাঠের বোঝাটী আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া তুমি ফিরিয়া যাও কারণ এখনও আমার সংসারের আশা মেটে নাই, তবে দুঃখের সময় ঐরূপ বলিতে হয় তাই বলিয়াছিলাম।

ভগবানের সুখের জন্য ন্যায়, অন্যায় সত্য, মিথ্যা, ত্যাগ বা গ্রহণ সবই করা যেতে পারে। যেটী ভগবানের জন্য করা যায়, যাতে ভগবানের প্রীতি বাড়ে তাহাই ন্যায় এবং সত্য; এবং তাহাই নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়। আর বাদবাকী সবই ন্যায়ের নামে অন্যায়, বন্ধুতার নামে শত্রুতা, সত্যের নামে অসত্য।

ভগবানের জন্য স্ত্রী-পুত্র ধন-জনাদি সবই ত্যাগ করা যেতে পারে তা' আমরা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী-প্রভৃতি অন্যান্য মহাজনগণের আচরণে দেখতে পাই।

তাই বলি এতটুকু সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে মহাজন-পথে, শাস্ত্রবাক্যে দোষ ধ'রে বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। এ সব মেয়েলী বিচার, মনগড়া বিচার, গড্ডলিকার বিচার পাঁকে পুঁতে দিয়ে সাধু-শাস্ত্র-বাক্যানুসারে চলতে হবে—তা' হলে আমাদের সুবিধা হবে—মঙ্গল হবে। তা' না হলে মদোন্মত্ত মাতালের ন্যায় পাগলের ন্যায় যা তা' বলবো এবং লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবো এবং গুরু-বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হেতু নরকে চলে যাবো।

———

যৎকিঞ্চিৎ

মনোধর্ম্মী আমি বিচার করতে বেজায় পটু; যখন আমি বিচার করতে বসি, তখন কা'র বিচার করছি, আমার কতটুকু বিদ্যা-বুদ্ধি সে দিকে নজর রাখি না। আমার মনের মাপকাঠি দিয়ে অসীম জিনিষকে—গুরু-বৈষ্ণবকে মেপে নিয়ে বিচার করতে দৌড়াই। আদার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবর নিতে যাওয়াটা কেবল বৃথা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। যেটা আমার মনের মত, যেটা আমার বুদ্ধির মাপসই, সেইটাই আমার ভাল লাগে আর যেগুলি ধারণার বাইরে সেগুলিকেও আমি আমার ঐ মনগড়া ছাঁচে ফেলে ঠিক মনের মত ক'রে বিচার করতে যাই।

এইতো আমার বিচারের দৌড়। কিন্তু হ'লে কি হবে—ছাড়তে পারছি কৈ? গৃহমেধী আমি নরকের দ্বারস্বরূপ যে গৃহ তা'তেই আবদ্ধ রয়েছি; আমার মন গৃহেই প'ড়ে আছে; ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু করতে হ'লে তাকে ধ'রেই করতে পারি; সেইরূপ শাস্ত্রই ভালবাসি বা শ্রেষ্ঠ ভাবি। তাই তা' থেকে নূতন ধরণের একটা কিছু দেখলেই সেটা আমার মনের মত হয় না ব'লে শিউরে উঠি এবং তা নিয়ে মনোধর্ম্মে মস্ত বিচার আরম্ভ ক'রে দিই। তখন আমার ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, দাদাকে কাকা বলছি—না, বাবাকে খাড়ার চাকর বলছি এমন খেয়াল থাকে না। বিচারে মেতে কেবল মাথা খাটাই।

যেমন শুনলাম যে, অমুক লোকটা মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্রকে কাঁদিয়ে গৃহত্যাগ ক'রেছে, কৃষ্ণভজন করতে মহাজনের শরণ নিয়েছে, অমনি মায়ার নফর আমি পচা দেহের সম্বন্ধটাকে মনে এনে 'এটা বড় অন্যায়' ব'লে ফেলি। নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাণমাতান উদাস-স্বরে বলতে থাকি 'আহা, দেখ দেখি কি অন্যায়! যুবতী রমণীটাকে এমন কচি বয়সে কাঁদিয়ে কোন্ টো ধর্ম্ম ক'রতে গেল? এটা কি ধর্ম্ম—না আমার মাথা। এমন তো কোথাও শুনি নাই বা দেখি নাই, এ কেবল নরকে যাবার পথ ছাড়া আর কি? যে শাস্ত্রে এ রকম ধরণের বেয়াদবি কথা আছে সেটা কি শাস্ত্র—না অস্ত্র? মেয়েছেলে নিয়ে কি হরিভজন হয় না; যদি না হয় তবে জনক রাজা কি ক'রেছিলেন? এদের সব উলটো দেখছি।

আমার এরূপ গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করার ন্যায়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে 'আমি যা জানি না' তা মনের খেয়ালে বিচার করতে হবে

(৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

না। আমি যা জানি না, যা পারি না তা বিচার করতে যেতে নাই; তা করতে গেলে অমঙ্গল হবে—পেয়াদা হ'য়ে জজের চেয়ারে বসার অপরাধে দণ্ডিত হ'তে হবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার মূল্য ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিকরঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কর্ম্মাকর্ম্মদুর্ব্বাধ্বংসিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশি

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্যাগ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন সারের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

কনাক্ত এ

... জ্ঞান ... এক মাত্র কিছু ...
অজ্ঞান বা ... বিনয়ক এ
রূপগরল ও অন্যান্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত ...
নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে
উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত
ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ,
সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ
ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারত্রিকায় চক্রের স্থানের বিবরণ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামভজন, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পদ্যাকারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ... সম্মোহন ভাষ্য, বিবৃত ... চরিতামৃতের প্রেম ... সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ... সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রভৃতি (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) সম্বন্ধে বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ডাঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, কাঙ্গালের শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, "বাউলসঙ্গীত", নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-... শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের ... গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবালয়ের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পাক্ষিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ও কল্প আকারে প্রতি মাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক" টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতের আলোচনা

দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বড় বাজার কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে শ্রীযুক্তা উর্দ্মিলা দেবীর সভানেত্রীত্বে শনিবার দিবস স্কোয়ারে পার্কে এক জনসভা হয়।

ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, মৌলানা আবদুল মিশরী প্রভৃতি বক্তাগণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে সর্ব্বাবস্থায় অহিংস থাকিয়া আগামী সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকামূলে সমবেত হইতে অনুরোধ করেন। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে অহিংস থাকিয়া ভারতের সুনাম বজায় রাখিবার জন্য বলেন, দেশের কতিপয় বিপথচালিত ব্যক্তি স্থানে স্থানে হিংসার পথে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদিগকেও তাঁহারা জগতের শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী সবরমতীর ঋষির পতাকামূলে সমবেত স্বরাজ লাভের জন্য গত বৎসরের সংগ্রামের সাফল্যের বিষয় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অহিংস কার্য্যধারা অবলম্বন করিতে এবং গান্ধীজীর ব্রত সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাঁহারা অনুরোধ করেন।

আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রোতৃবর্গকে তাঁহারা খদ্দর পরিধান করিতে এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে বলেন।

সভানেত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর অনেক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়।

গান্ধীজী ও ব্যবসায়ীমণ্ডলী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শস্যব্যবসায়ী জাহাজী, কোম্পানী বীমা কোম্পানী, তুলা রূপা ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিশিষ্ট সভা সমাজের ও মাড়োয়ারী চেম্বারের প্রতিনিধিস্থানীয় কতিপয় ব্যবসায়ী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে ও সঙ্কট ব্যাপারে উল্লিখিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সকল এবং ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারেন তাঁহারা সেই বিষয়ে আলোচনা করেন।

তুলা ব্যবসায়ী সমিতি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি, চাউলব্যবসায়ী সমিতি ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা গান্ধীজীর বাস-ভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিঃ সৌকতআলির কীর্ত্তি

কায়রো হইতে মিঃ টি, ডি, চাতালাবেন লিখিতেছেন—গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত মিঃ সৌকত আলি ভারতবর্ষের জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু প্রভাবশালী এক শ্রেণীর মুসলমান মিঃ সৌকত আলির উক্তিগুলি পছন্দ করেন না এবং তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। সুতরাং মুসলমান ভারতের স্বয়ংসিদ্ধ নেতা হিসাবে মিঃ সৌকত আলি যাহা বলিয়া বেড়াইতেছেন তাহার প্রতিবাদ না করিলে সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতি অবিচার করা হয়। নিজের নেতৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি উন্মাদের মত কৌতুককর কথা বলিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় মিশরের এক ভোজন সভায় তিনি বলেন যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৫০০০০০ লক্ষ লোক তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য

সম্প্রতি এখানে শাহ মহম্মদ হকবলের সম্বর্দ্ধনার জন্য যুক্ত ভারতসমিতির উদ্যোগে মেট্রোপোল হোটেলে এক সান্ধ্য সভা হইয়াছিল। সেই সভায় মিশরের একজন পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী মুসলমান লুৎফী বে জোয়া বলেন যে ভারতীয় মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য মিশরবাসী ও ভারতীয় মুসলমানদের উচিত মিঃ সৌকত আলির উক্তিগুলির প্রতিবাদ করা।

'ইজিপশিয়ান গেজেট' নামক মিশরের এক পত্রিকায় প্রকাশ উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট মিঃ সৌকত আলি বলিয়াছেন "তিনি মদ্য পান করিতে ইচ্ছা করেন।" মিশরের মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সমিতি হইতে যুক্ত হইয়াছেন এবং এই কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য মিঃ সৌকত আলিকে তার করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য

মোরাদাবাদ হইতে প্রকাশ, বাবা মহম্মদ দিনের সভাপতিত্বে ২৬শে ডিসেম্বর তথায় অহরর দলের এক বড় সভা বসিয়াছিল। মোরাদাবাদ হইতে যে অহরর দল আসিয়াছিল, তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য এই সভা। অহরর মজলিসের সভাপতি ও সম্পাদক সভায় বক্তৃতা করেন। মিঃ এস, মির্জ্জার কারাবরণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। মোরাদাবাদের আঠা মুসলমানগণ বিরাট শোভাযাত্রাসহ সহর পরিভ্রমণ করে। মিছিল সহর কোতোয়ালীতে যাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট উহার গতিরোধ করেন। শোভাযাত্রাকে বে-আইনী বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করেন এবং শোভাযাত্রীদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু শোভাযাত্রীরা সে আদেশ অগ্রাহ্য করে। তখন সম্মুখস্থ আটাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পিলসনা জাহাজে মহাত্মাজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে বহু বিচিত্র অভ্যাস ও কার্য্যের পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন। কিন্তু 'পিলসনা' জাহাজে অবস্থানও তন্মধ্যে অন্যতম।

ব্রিন্দিসি হইতে সমস্ত পথে গান্ধীজী জাহাজের উপর এক তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেন। রহস্য করিয়া গান্ধীজী বলিতেন যে, ইহাই তাঁহার প্রাসাদ। জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাকে একটী আরামপ্রদ কেবিন দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বলেন যে, যাযাবরদের মত সেই তাঁবুর মধ্যে তিনি সুখেই আছেন। একখণ্ড ক্যাম্বিসকে শয্যা করিয়া গান্ধীজী সেই তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিতেন এবং কতকগুলি পুস্তক তাঁহার বালিসের কাজ করিত, এইভাবেই অহিংসামন্ত্রের ঋষি রাত্রির পর রাত্রি যাপন করিতেন এবং শ্রীমতী মীরাবেন জননীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া যাইতেন। এই তাঁবুর মধ্যেই তাঁহার আরও ১২ জন শিষ্য শয়ন করিত।

দিনের বেলায় গান্ধীজী তাঁবুর মধ্যে বসিয়া বসিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত চরকায় সূতা কাটিতেন, মনে হইত তিনি যেন ভারতের ভাগ্য-চক্র লইয়া সৌভাগ্যের সূত্র বাহির করিতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার শিষ্যদল সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিতেন।

সীমান্তে বিমানপোত দুর্ঘটনা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ২রা জানুয়ারী প্রাতঃকালে একখানি রাজকীয় সামরিক বিমানপোত সাবকাদিগের সন্নিকটে ইঞ্জিনের গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ভূপতিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিমানপোতের পশ্চাৎভাগ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উক্ত বিমানপোতখানি অল্প উচুতে উড়িতেছিল এবং উহার প্রাথমিক পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছিল। পরিচালক ও পরীক্ষক উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে।

সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লণ্ডন মন্ত্রীর পক্ষ হইয়া লণ্ডনের লর্ড মেয়র সম্রাটকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তারযোগে সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—"আমাদিগের সময় এখন ভাল নহে, কিন্তু এ দুর্দ্দিনেও আমরা সাহসে ভর করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। দুঃসময় দেখিয়া আমার প্রজাদিগের মনে নিরাশ আসে নাই, উপরন্তু তাহারা সাহস সঙ্কল্প এবং আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া আমার প্রীতি সঞ্চার করিয়াছে। প্রজাদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। প্রজাদিগের উৎসাহ, উদ্যম এবং অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ দেখিয়া ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। এই বিশ্বাসের উপর আস্থাস্থাপন করিয়াই আজ আমি নববর্ষের নবোল্লাসে লণ্ডন নগরীর অধিবাসীগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, উদ্যম উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া তাহারা সব বলে বলীয়ান হইবে এবং দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

ব্রহ্মে ভীষণ ডাকাতি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মোন্ডালি অঞ্চলে এক ডাকাতি হয়। তাহা ব্যতীত মেমিয়ো জেলার দাল-বিউ অঞ্চলে এক গুরুতর অপরাধের কার্য্য বিদ্রোহীরাই করিয়াছে বলিয়া সকলের অনুমান। উক্ত অঞ্চলে একজন গ্রাম্য মোড়ল এবং কতিপয় গ্রামবাসী নিহত হয় আরও ৪ জন আহত হয়।

টঙ্গু জেলার গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ৭ জন ডাকাত, ৩ খানি গ্রামের কয়েকখানি গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। হেন্‌জাদা ও পেগু জেলা হইতেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রকৃত ডাকাইত দল কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রকাশ।

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজী ও প্যাটেল

গ্রেপ্তারের পর যারবেদায়

রবিবার রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় পুলিস ভবনে গিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৮১৭ সালের রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করে, তাঁহাদিগকে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

মহাত্মা ও সর্দ্দার প্যাটেল ৪ঠা জানুয়ারী প্রাতে ৮৷৹ ঘটিকার সময় যারবেদা জেলে উপস্থিত হন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে নানাস্থানে হরতাল

মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেলের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে বোম্বাই হরতাল হইয়াছে। ২০টী মিল, স্কুল, কলেজ বাজার এবং আমোদ প্রমোদ বন্ধ রাখা হইয়াছে।

সোমবার বৈকালে মিঃ নরীম্যানের নেতৃত্বে একমাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, অতঃপর আজাদ ময়দানে এক বিরাট সভা হয়।

অতি প্রত্যূষে চারি ঘটিকার সময় ও সর্দ্দার প্যাটেলের গ্রেপ্তারে সংবাদ আমেদাবাদে পৌছে ইহাতে সর্ব্বত্র সাড়া পড়ে। কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত সমস্তই নীরব রহিয়াছে।

যারবেদা জেলে

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে নানা স্থানে হরতাল

কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা

বড়লাটের শেষ তারের উত্তরে গান্ধীজী

নবপ্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্স

বড়লাটের নিকট মডারেট দলের তার

গ্রেপ্তারের বিস্তৃত বিবরণ

শ্রীযুত যশোদানন্দ গোস্বামী মৈমনসিংহে নীত

কংগ্রেস ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র অজ্ঞাত স্থানে নীত

পুণা সহরে তিন দিনের জন্য হরতাল ঘোষণা করা হইয়াছে। ৪ঠা জানুয়ারী সহরে হরতাল এবং প্রতিবাদ সভা হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীযুক্তা লক্ষীবাঈকে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীতে আংশিক হরতাল হইয়াছে। হিন্দু পল্লীর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল; তবে সহরের মুসলমান পল্লীতে যথারীতি কাজকর্ম্ম চলিয়াছে।

কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা

"ষ্টেটম্যান" পত্রে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে এক ব্যাপক অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত করিয়া কংগ্রেস ও তাহার সমস্ত শাখা প্রশাখা বে আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আন্দোলনে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতেন, উহা তাঁহাদের উপর এমন ভাবে প্রযুক্ত হইবে যে, একটীও বাদ পড়িবে না।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের বিস্তৃত বিবরণ

ঠিক রাত্রি ৩টার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস কমিশনার মিঃ হিউসন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটী কমিশনার খাঁ বাহাদুর পোস্তিগারা রায় বাহাদুর দেশাই এবং অন্য তিনজন পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত একটী মোটরে করিয়া মণিভবনের নিকট আসিয়া থামেন। মণিভবন তখন প্রায় নিস্তব্ধ শুধু কয়েকজন প্রেস প্রতিনিধি অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শয়নকক্ষের ঠিক নীচের ঘরেই তাঁহারা অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত একটী মোটর করিয়া রাত্রি ৩টা ৫০ মিনিটের সময়ে পুণার নিকটবর্ত্তী যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হার্ট এবং সি, আই, ডি পুলিসের সাব ইনস্পেক্টার মিঃ ক্যামেট তাঁহাদিগকে জেল পর্য্যন্ত লইয়া যান।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের খবর সহরে ছড়াইয়া পড়া মাত্র মণিভবনের সম্মুখে জনসমাগম হয় এবং গান্ধীজীকে মোটরে আরোহন করিতে দেখিয়া জনতা 'গান্ধীজীকি জয়" ইত্যাদি জয়ধ্বনি করিতে থাকে। জয়ধ্বনির মধ্যেই মোটরগাড়ী গন্তব্য স্থানে রওনা হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নব্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রী.মোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথাম্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পাঁচবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅতুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন,

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদলগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১০৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় বিকানীর হইতে আগত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং দিল্লী ২৪ নং খোয়ার বাজাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লী গৌড়ীয় মঠে আগমন করত শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ-যুগলের সৌন্দর্য্য-মাধুরী-দর্শনে অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন।

তাঁহারা বলেন,—"বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী নগরীতে, শ্রীরাধাগোবিন্দের এরূপ সেবা-পারিপাট্য অন্যত্র দর্শন করি নাই। যেন সাক্ষাৎ নগরবাসীকে কৃপা করিবার জন্যই কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের নাথ দিল্লী নগরীতে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহা এই দিল্লী বাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ আনন্দের বিষয়; বর্ত্তমান ভগবদ্-বহির্ম্মুখ যুগে শ্রীভগবানের এরূপ আবির্ভাব কোন মহাত্মার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্শ্বস্থিত ফটোতে ত্রিদণ্ডধারী একটী মহাপুরুষের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন মঠাধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সদাশয় ব্রাহ্মণের জানিবার একান্ত আর্ত্তি-দর্শনে বলিলেন, "ইঁহার নাম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য, শ্রীবৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, শ্রীধাম-মায়াপুর, নবদ্বীপ, কটক, পুরী ইত্যাদি বিভিন্নস্থানে ৩৬টী মঠ স্থাপনা করিয়াছেন। যাহাতে সাধারণে শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কি, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন কি, তাহা উপলব্ধি দ্বারা মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা করিয়া নিজের এবং অন্যের উপকার করিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন স্থানে মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন, প্রচার করিতেছেন। ইনিই দিল্লীতে জীব-কল্যাণহেতু শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের নিত্যসেবা-প্রকট করিয়া সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছেন।

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর ধ্যানের সম্ভব নাই, কারণ কলিযুগে জীব অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু, ব্রহ্মচর্য্যহীন, ব্যাধিগ্রস্ত; এমতাবস্থায় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি কৃচ্ছ্রসাধন ও ধ্যান-ধারণায় রত হইলে, শ্বাস, কাশ উন্মাদাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ত্রেতায় যজ্ঞ ছিল, এখন যজ্ঞেরও সম্ভাবনা নাই কারণ সেইরূপ হোতা নাই, সামান্য অগ্নির স্পর্শেই জীব ম্রিয়মান হইয়া পড়ে, দ্বাপরে অর্চ্চনবিধি ছিল কিন্তু তাহাতেও বত্রিশ প্রকার সেবা-পরাধ বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং শ্রীমন্মহা-প্রভু কলিজীবের জন্য এই যুগধর্ম্ম শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতেই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ এবং মহার্চ্চন হইবে। এই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের অগ্নির সপ্ত-লেলিহান জিহ্বা দিগ্ দিগন্তে বিস্তারিত হইয়া জীবের অনর্থসমূহ সমূলে গ্রাস করিবে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

এই কলিযুগে জীবের শ্রীহরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই।"

এই সমস্ত শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোকদ্বয় অতীব আনন্দিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

গত ২রা পৌষ শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ পাবনার অনতিদূরস্থ আদমপুর দেবালয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি নিম্নলিখিত মতে ক্রমপর্য্যায়ে শ্রীচৈতন্যের দানের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রদর্শন করেন। প্রথমে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয়মূলে স্বামী-পাদ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণসহ বলেন, '—সর্ব্বাবতারের অবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে যাহা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন তাহা কেহ কোন যুগে দান করেন নাই।

ক্রমশঃ স্বামীজী সাধারণ জাগতিক দাতা, দান ও গৃহীতার বিষয় বর্ণনামূলে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিরীশ্বর চার্ব্বাকের দানের বিষয় আলোচনা করেন। তৎপরে কর্ম্মজগতের কর্ম্মবীরগণের দানের বিষয় বর্ণনামূলে দধিচীঋষির ও দাতাকর্ণের দানের বর্ণনা করেন। দ্বিতীয়তঃ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের দান ও বর্ণাশ্রমান্তর্গত পরাশর ও মনু প্রভৃতি দাতাগণের দানের বিষয় আলোচনা করেন। তৎপরে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ও কর্ম্মত্যাগরূপ দানের প্রদাতা-গণের বিচারের বিষয় কীর্ত্তিত হয়; তদনন্তর নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু শঙ্করের দান ও জৈমিনী, কপিল, পতঞ্জলী, গৌতম ও কণাদের দানের তারতম্য প্রদর্শিত হয়।

উল্লিখিত সমস্ত দান আপাততঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বিষয় বলিয়া বোধ না হইলেও বস্তুতঃ তাহা দেবীধামান্তর্গত অস্মিতার উপলব্ধিতে গুণজাত অনাত্ম দর্শনের বিচার মাত্র। উক্ত মতবাদ নিরসন কল্পে বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজনের বিষয় প্রচারকারী চারী সম্প্রদায়ের চারী আচার্য্যের দানের বিচার করা হয়। বিচার-স্রোতে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা, একপত্নী-ব্রতধর রামচন্দ্রের ও বহুকান্তাপরিবেষ্টিত দ্বারকেশের উপাসনার রসগত তারতম্য প্রদর্শিত হয়, তৎপরে বৃন্দাবনের রাসস্থলীর মাধুর্য্য, তদপেক্ষা গিরিগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যের আধিক্য এবং রাধাকুণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চমৎকারীতার কথা প্রদর্শিত হয়। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইয়া আশ্রয়ের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের ভজনের কথা নিজে জগতে জানাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কেহ যাহা জানিতে পারে নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে দান করেন। একমাত্র রূপানুগগণের আনুগত্যে সেই রাধাগোবিন্দের ভজনের কথা ও মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয়ের সর্ব্বোৎকর্ষতা উপলব্ধি হয়। স্বামীপাদ উক্ত বিচারমূলে বক্তৃতা সমাপন করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

বৈষ্ণবের সমাধি

কে বৈষ্ণব-শব্দ বাচ্য ?

যিনি পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেন এবং প্রাকৃত জগতের কোনপ্রকার সেবাভিমান করেন না, কিন্তু বাধ্য হইয়া অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করেন, তিনিই 'বৈষ্ণব'। জগতে দেখা যায় কুক্কুরের সেবা করিলে সেবকের 'ডোম' বা মেথর সংজ্ঞা, ঘোড়ার সেবা করিলে 'সহিস', লোহার সেবা করিলে 'কর্ম্মকার', সুবর্ণের সেবা করিলে 'স্বর্ণকার', সুবর্ণের ব্যবসায় করিলে 'সুবর্ণবণিক', মৎস্যের ব্যবসায় করিলে 'ধীবর', আইনের ব্যবসায় করিলে 'উকীল' ও 'মোক্তার', জমির ব্যবসায় করিলে 'জমিদার', যজন-যাজন, দান প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন অধ্যাপনের ব্যবসায় করিলে 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ হয় এবং এইরূপ কোনপ্রকার বৃত্তিজীবী না হইয়া বিনিময়ে ফল ভোগ বা প্রকারান্তরে অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভগবানের কেবল প্রীতি-সেবা করিলে সেবকের 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞা হয়। ভগবৎপ্রীতি-সেবায় বঞ্চিত হইয়া স্বীয় উদর ভরণ, দক্ষিণা গ্রহণ বা বেতনভুক সেবা করিলে তাহাকে 'পূজক' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তাহাকে 'দেবল' বলা যায়, তাহাকে 'সেবায়েৎ' বা 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না, 'বৃত্তক' বলা যাইবে।

মানব স্ব-স্ব দ্রবিণ, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা তদ্বিনিময়ে কোন হেতুমূলে উত্তেজিত হইয়া ভগবানের সেবার ভান করিলে তাহাকে 'বিষ্ণু-সেবক' বা 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না। অহৈতুকী বা অব্যবহিত সেবার অভাবে সাধারণ্যে যে বিষ্ণুর তথা-কথিত সেবার আড়ম্বর দেবল-সম্প্রদায়-কর্তৃক বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামী জনগণের দ্বারা বিহিত হয়, তাহাতে বিষ্ণু-সেবা হইতে পারে না, বরং বিষ্ণুসেবায় প্রত্যবায় ঘটে। 'গৌড়ীয় কণ্ঠহার' গ্রন্থে সে-সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ মহাজনগণ সং-সম্প্রদায়ের জন্য বিধান করিয়াছেন, তাহার ব্যভিচার ঘটিত হইলে সেই সকল ব্যভিচার-কারী বৃত্তককে বা দেবলকে 'সেবায়েৎ' বা 'পূজারী' শব্দে স্বীকার করা যায় না। সেবার অভিনয় ও সেবা—এক নহে। বৈষ্ণবব্রুব, সেবকব্রুব কিছু বৈষ্ণব বা সেবকের সহিত সমশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না।

বৃত্তকগণ পতিত সেবক, পতিত সেবকের দ্বারা কখনও বিষ্ণুসেবা-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না।

"আবর্ষী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ
প্রজায়তে চ"—(মনু ৪।২০০)

অর্থাৎ চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া সেইসকল চিহ্ন গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপ-সমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌ যোনি লাভ করে।

অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্॥
(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত বাক্য)

অর্থাৎ বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য ভোজন করিলে এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল আচরণকারী ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা সুতরাং পূজা অযোগ্যতা প্রতীয়মান হয়।

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
—(ঐ)

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি দেবসেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি-দ্বারা নিজ জীবিকানির্ব্বাহ করে, 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতা ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥
—(ঐ)

অর্থাৎ যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে পূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এইসকল কার্য্যে যোগ্যতা নাই।

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা
দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥—(ঐ)

অর্থাৎ অত্যন্ত বিপদকালেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়াও কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

বৈষ্ণব-সমাধি স্থানান্তরিত হইতে পারে কিনা ?

'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রের সমাধি ও প্রকৃত বৈষ্ণবের সমাধিতে ভেদ আছে। যাহারা বৈষ্ণবাচার-রহিত হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করে, তাহাদিগকে শাস্ত্রে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলেন। বৈষ্ণবব্রুব কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। তাঁহারা চিরদিন জড়সমাধি অবস্থায় ভগবৎসেবা করেন। বৈষ্ণবব্রুব কর্তৃক কখনও বৈষ্ণবের যাথার্থ্য সম্পন্ন হইতে পারে না। বৈষ্ণবগণ গায়ের জোরে সেবা করিবার জন্য দম্ভ প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে 'সেবক' বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কখনও গ্রহণ করেন না।

বৈষ্ণবের প্রকৃত দাসগণই বৈষ্ণবের সমাধিকালে সেবা করিতে পারেন। বৃত্তকগণ বা নির্ব্বোধ বৈষ্ণবব্রুবগণ কখনও বৈষ্ণবের সমাধি সেবা করিতে পারে না এবং বৈষ্ণবের সমাধি সেবা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি লাগ পেটে ভাতে অথবা স্বল্পবেতনে বৈষ্ণবের সমাধি-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে না। দৈবদুর্ঘটনায় সমাধি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইলে সমাধি-সংরক্ষণোদ্দেশ্যে শাস্ত্রে ও মহাজনের আচারে সমাধি স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

বৈষ্ণবের কলেবর—পরম পবিত্র; বিষ্ণু কলেবরের সহিত তাঁহার ভেদ নাই। সেই বিষ্ণু-কলেবর কোন প্রকারে অভক্ত বৈষ্ণবব্রুবগণের দ্বারা সেবিত হইবার কপটতামূলক অত্যাচার দেখা গেলে, তাদৃশ অত্যাচারীকে বিতাড়িত করাই শাস্ত্রীয় বিধান। দেবতার অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা যেরূপ নিতান্ত গর্হণযোগ্য, তদ্রূপ ভক্তিহীন বৈষ্ণবব্রুবের দ্বারা বৈষ্ণবের সেবার অভিনয় শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ কখনও অনুমোদন করেন না। বৈষ্ণব-সমাজ-বিদ্বেষী অবৈষ্ণবগণ তাহাদের অবৈষ্ণবতাকে 'বিষ্ণুভক্তি' বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজকে জানাইতে চেষ্টা করিলেও বিষ্ণুভক্তির সংরক্ষক বৈষ্ণবগণ তাহাদের ঐরূপ অত্যাচারের অনুমোদন কখনও করেন না।

প্রকৃত বৈষ্ণবের সমাধি স্থানান্তরিত করাই মহাজনগণের, শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বিচারের একমাত্র অভিপ্রায়। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনার অভাবে অথবা মহাজনের বিচার প্রণালীতে অনভিজ্ঞতা থাকিলে অসত্য ব্যাপারে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ঐরূপ কু-সংস্কার সংশোধিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনরোত্তমের শ্রীসমাধি চাখণ্ডি হইতে স্থানান্তরিত হইয়া গঙ্গার অপর পারে নীত হইয়াছেন। শ্রীনরহরি পণ্ডিতের শ্রীসমাধি গুপ্তসাগর হইতে পালপাড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন; আবার পাল-পাড়া হইতে কাঠালপুলিতে, আজ তিন বৎসর হইল, স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

যাঁহারা দুর্নীতিমূলে শ্রীবিগ্রহের অবমাননা করেন, শ্রীবিষ্ণুপাদ গুরুদেবের পবিত্র কলেবর কপটতার সাহায্যে বিলুপ্ত করিবার বাসনা করেন, বৈষ্ণব-সমাজ কোন দিনও তাঁহাদের ছলনার প্রশ্রয় দেন না।

শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ যবনমর্দ্দিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট বৃত্তান্ত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আবার যবনগণের প্রভাব ক্ষীণ হইলে পুনরায় তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীগোবিন্দজী আজও শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত আছেন। কাশীশ্বর চৌধুরীর শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন; বিষ্ণু-পুর হইতে পুনরায় বাগবাজারের পরলোক-গত গোকুল মিত্রের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অতএব বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পবিত্র কলেবর সকল সময়েই সেবোন্মুখ জনগণের দ্বারা স্থানান্তরিত হইবার কোন বাধা নাই।

অবৈষ্ণব স্মার্ত্তের বিচার ও অবৈষ্ণব স্মৃতির বিচারের মধ্যে অনেক স্থানে পার্থক্য আছে, যেহেতু অবৈষ্ণবগণ ভগবত্তার নিত্যত্বে, ভগবদ্ভক্তের নিত্যাধিষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে বাধা দিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় এই নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচার-প্রণালী কখনও গ্রহণ করেন না; সুতরাং বৈষ্ণবস্মৃতি-বিরোধক বিচার অর্ব্বাচীন লোকগণের সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইলে বিচার কোন প্রকারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। এজন্য বিচারকের দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপাদন করিবার চেষ্টা অপসারিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ বিষয় শত সহস্র প্রাচীন প্রমাণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষকগণের নিকট সংরক্ষিত আছে। বৈষ্ণবস্মৃতির বিপর্য্যয়জনক বিচার শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজকে ব্যথিত করে।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

গৃহস্থ বা অগৃহস্থ দেখতে গিয়ে আমরা মনে করি যারা ঘরে বাস করে তারাই গৃহস্থ, আর তার বিপরীত অবস্থা যাদের তারাই অগৃহস্থ। এরূপ ধরণের অর্থ করলে অগৃহস্থ প্রায় নাই বললেও চলে। যাদের বাসা নাই এরূপ কতকগুলো ইতর প্রাণী বা বানরগুলিকে অগৃহস্থ বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু তা'হলে যে সকল পশু বা পক্ষী বাসা, বিল বা গর্ত্তের মধ্যে বাস করে তা'দিগকেও গৃহস্থের মধ্যে ধরতে হয়। ঘর না ক'রে বাস করেন মানুষের মধ্যে এরূপ অগৃহস্থ আছে মনে হয় না।

ঘরে বাস করলেই যদি তাকে গৃহস্থ বলা হ'তো, তা'হলে শাস্ত্রে গৃহস্থ ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস ব'লে পৃথক্ আশ্রমের নাম থাকতো না।

ব্রহ্মচারী গুরুর গৃহে বাস করেন, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী কুটীর বেঁধে থাকেন, আবার সন্ন্যাসীও গুহা বা মঠাদিতে বাস করেন, কিন্তু এঁদের কেহই গৃহস্থ নন।

আমরা দেখতে পাই যিনি যথাশাস্ত্র বিবাহ ক'রে গৃহে সস্ত্রীক বাস করত সৎশাস্ত্র-বিধানানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই গৃহস্থ।

গৃহিণী না থাকলে গৃহও নয় সুতরাং গৃহস্থও নয়। আবার গৃহিণী নিয়ে গৃহে বাস করলেও বা পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া থাকা ও সন্তানাদি মানুষ করলেই গৃহস্থ হওয়া যাবে না; তার সাথে পুরুষার্থ সাধন করতে হবে—ভগবদ্ভজন করতে হবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টিকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ৩২৲ সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবরণ-সহ বক্সস্থ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কাব্যাম্বুজ-তপোবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবাসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাদ্বয়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোস্বামীকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীব্রহ্মাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। ললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৶০ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয় ভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড বর্জ্জিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মন্থোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ ৫ ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসাময়-গীত শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত' নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিক উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ক ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থি মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ব ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগন ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে. আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেশলাই পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

রংপুরের প্রশংসার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আগ্রম পাথের খরচ (যাওয়া ও আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নেকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ডগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কংগ্রেসের ডিক্টেটর রাজেন্দ্র প্রসাদ গ্রেপ্তার

সর্দার প্যাটেল ধৃত হইবার পর তিনি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রধান কার্য্যালয় সাদাকট আশ্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বড়লাটের শেষ তারের উত্তরে গান্ধীজী

গত ৩রা জানুয়ারী প্রকাশ, গান্ধীজী বড়লাটের শেষ তারের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার প্রেরণ করিয়াছেন,—"আপনার তারের জন্য ধন্যবাদ। আপনার গবর্মেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না। সরলভাবে মত ব্যক্ত করাকে ভীতি প্রদর্শন বলিয়া অভিহিত করা ভুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি আপনার গবর্মেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আইন অমান্য আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল তখনই দিল্লীতে আপোষের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছিল। এমন কি দিল্লীর চুক্তিনামা যখন সম্পন্ন হয়, তখনও আইন অমান্য আন্দোলন পরিত্যাগ করা হয় নাই বন্ধ রাখা হইয়াছিল মাত্র। এই অবস্থা আমি বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আমার লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বে সিমলায় পুনরায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম এবং আপনার গবর্মেণ্টও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

যদিও আমি সে সময় পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, কোন কোন অবস্থায় কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আরম্ভ করিতে পারেন তথাপি গবর্মেণ্ট তখন আপোষের আলোচনা নষ্ট করিয়া দেন নাই। গবর্মেণ্ট অবশ্য তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন অমান্যের দরুণ কিছু শাস্তির ব্যবস্থা হইবেই। এই কথাতে আইন অমান্যকারীরা কি দাবী করিলেন তাহাই শুধু প্রমাণিত হয়; কিন্তু আমার যুক্তি কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

গবর্মেণ্ট যদি আমার সেই মনোভাবের আপত্তি করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই আমাকে লণ্ডন না পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আপনি আমার যাত্রার সাফল্যকামনা করিয়াছিলেন। তারপর গবর্মেণ্টের নীতি আমার বিচারের উপর নির্ভর করিবে, আমি এই দাবী কখনও করিয়াছি এইরূপ ইঙ্গিত করা নিরাপদ নহে, সঠিকও নহে। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, জনসাধারণ অনুমোদন করে না এমন সব আইন ও অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার সংবাদ দ্বারা গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিবার কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ যদি দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত করেন তবে যে কোন গণতান্ত্রিক গবর্মেণ্টের পক্ষেই তাহা বরণ করিয়া লওয়া এবং সহানুভূতির সহিত তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত।

আমি বলিতে চাই যে, আমার তারের শেষ প্যারাগ্রাফে যে কথা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত কোন অর্থই আমার চিঠির নাই। কাহার মত ন্যায়সঙ্গত একমাত্র সময়ই তাহা প্রমাণিত করিবে। যাহা হউক, আমি আপনার গবর্মেণ্টকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া এবং সম্পূর্ণ অহিংসভাবে এই সংগ্রাম চালাইবার প্রত্যেক চেষ্টাই করা হইবে। আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, আমাদের কার্য্যাবলীর সকল ফলাফলের জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর এবং কংগ্রেসের দীন প্রতিনিধি আমাকে দায়ী করা হইবে।

বড়লাটের নিকট মডারেট দলের তার

গত ৩রা জানুয়ারীতে প্রকাশ, লিবারেল (মডারেট) ফেডারেশন কাউন্সিলের এক সভা হয় এবং বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরিত হয়,

"মিঃ গান্ধীকে আপনি গত ৩রা জানুয়ারী যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও অতীব সম্মানসহকারে জানাইতেছি যে আইন অমান্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক

হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, ভারতীয় বণিক সভা ও সমগ্র ভারতের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিমূলক একটী ডেপুটেশনকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিন। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থের জন্যই আমরা এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি দিন স্থির করিবার জন্য আমরা কি অনুরোধ করিতে পারি?"

—(স্বাক্ষর) ফিরোজ শেঠনা, লিবারেল ফেডারেশন কাউন্সিলের সভাপতি।

নবপ্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্স

বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসন হইতে কুমুদ বিশ্বাস নামক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী জনৈক ছাত্রকে গত ১লা জানুয়ারী নবপ্রবর্ত্তিত বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার বাড়ীও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। মুকুন্দ অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী রায়সাহেব তিনকড়ি বিশ্বাসের

যুক্তপ্রদেশ অর্ডিনান্সে বহু কংগ্রেস কর্ম্মীর সশ্রম কারাদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে এক সংবাদে প্রকাশ গত ২রা জানুয়ারী জেলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোহনলালের এজলাসে যে ৭ জনকে যুক্তপ্রদেশ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের বিচার আরম্ভ হয়। ৪ জন আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করে শুনানী মুলতুবী রহিয়াছে।

এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত শেরমূর্ত্তি সিংকে দণ্ডবিধির দুই ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে একবৎসর এবং ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

লাল বাহাদুরের প্রতিও একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন গ্রামের আরও ৭ জনকে খাজনা না দেওয়ার জন্য প্রজাসাধারণকে উত্তেজিত করার অভিযোগে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র অজ্ঞাত স্থানে নীত

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গত ২রা জানুয়ারী কল্যাণে ১৮১৮ সালের রেগুলেশনের ৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে গত ৩রা জানুয়ারী প্রাতে ট্রেণে পুলিশ পাহারায় নাগপুর অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখা যায়।

শ্রীযুত অভ্যঙ্কর ও শ্রীযুক্ত রুইকর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত বসুকে নির্বিকার দেখা যায়। তিনি বলেন যে, তাঁহার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে তিনি নিজেও জানেন না।

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ গোস্বামী ময়মনসিংহে নীত

বালীগ্রাম সন্তান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত যশোদানন্দ গোস্বামীকে অন্যান্য কর্ম্মিগণসহ গ্রেপ্তার করিয়া ১লা জানুয়ারী ময়মনসিং আনয়ন করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

সন্তান সঙ্ঘের ৫ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে পুনরায় বালীগ্রাম সন্তান-সঙ্ঘ হইতে সঙ্ঘের ৫টি কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিগত একপক্ষ কালের ভিতর বালীগ্রাম সন্তান-সঙ্ঘে ৪ দফা গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রথম ২০শে ডিসেম্বর তারিখে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রেহাম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ৫টি কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার ও সঙ্ঘ খানাতল্লাস করেন। ঐ রাত্রেই পুনরায় দুইজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২২শে তারিখ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইবার পথে পুনরায় সঙ্ঘে হানা দেন এবং ৫টি কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করেন। ইহা ব্যতীত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুত যশোদানন্দন গোস্বামীকে প্রথমতঃ ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে পুলিশ আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া কিছুকাল আটক রাখার পর ৫০০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপর পুনরায় ২৫শে ডিসেম্বর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখা হইয়াছে এখনও পর্য্যন্ত বালীগ্রাম সন্তান সঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।

বর্ত্তমানে স্থানীয় জেলে ও ময়মনসিংহ জেলে এই মহকুমার পঞ্চাশটির অধিক কর্ম্মী বিভিন্ন স্থানের ডাকাতি উপলক্ষে সুদীর্ঘকাল যাবত আটক আছেন। সুদীর্ঘ কালের ভিতরও ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই এবং তাহাদের জামীনের আবেদনও পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য হইতেছে।

ভ্রম সংশোধন

২৫৫তম সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে প্রথম লাইনে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার স্থানে রাত্রি ৩ ঘটিকা হইবে।

দৈনিক— "শ্রীপ্রাম" অবধান

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে পৌষ শুক্রবার ১৩৩৮, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩২

মিঃ তেজবাহাদুরের উক্তি

প্রধান মন্ত্রী ও বড়লাটের নিকট টেলিগ্রাম

মুক্তি সংগ্রামে সৈন্য সংগ্রহ

চীন ও জাপানে যুদ্ধ

বেনারসে পুলিসের গুলী

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে মিঃ ল্যান্সবারির উক্তি

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গুলীর জের

সাদাতক আশ্রমে পুলিস

প্রধান মন্ত্রীকে মিঃ বেনথলের সুদীর্ঘ তার

ওডায়ার দলের উক্তি

নানা কথা

মিঃ তেজবাহাদুরের উক্তি

লাহাবাদ হইতে প্রকাশ গত ৫ই জানুয়ারী সার তেজবাহাদুর সপ্রু বর্ত্তমানে অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন:—

'আমার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে একটির পরে আর একটী ঘটনা গত এক সপ্তাহ যাবত এত দ্রুত ঘটিত হইতেছে যে, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বহু ব্যক্তির ন্যায় আমিও বড়লাট প্রতিনিধির সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ না হওয়ায় দুঃখিত। আমি মনে করি, বড়লাট প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার গান্ধীজীর কর্ত্তব্য ও তাঁহার নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব বিবেচনা করিতে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের মনোভাব বর্ত্তমানে যেরূপ হইয়াছে তাহার তুলনায় ভিন্নরূপ ধারণ করিত।

এলাহাবাদে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবার পরে গত ৫ই জানুয়ারী গান্ধীজীর লিখিত যে চিঠী আমি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার কালে জনৈক বন্ধুকে আমি বলিয়াছিলাম আমাদের এখনও প্রধান কর্ত্তব্য কমিটী সমূহে গান্ধীজীর সাহায্য লাভ করা। কিন্তু এখন তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুত সপ্রু অতঃপর এলাহাবাদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন,—"প্রকাশিত দলিল হইতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, যুক্ত প্রদেশের খাজনা আদায় সম্পর্কে গভর্ণর সহানুভূতির সহিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন। পরস্পর আলাপ আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট ছিল। উহা সত্ত্বেও গান্ধীজীর প্রত্যাগমনের মাত্র এক মাস পূর্ব্বে কংগ্রেস খাজনা বন্ধ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি একান্ত দুঃখিত।

প্রধান মন্ত্রী ও বড়লাটের নিকট টেলিগ্রাম

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৪ঠা জানুয়ারী কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগের চেয়ারম্যান বার্ট্রাণ্ড রাসেল অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট নিম্নলিখিত তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন,

"গান্ধীকে গ্রেপ্তার করায় আপনার পূর্ব্ব ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। আমি ব্যগ্রতার সহিত আশা করিতেছি যে, আপনি অনতিবিলম্বে তাঁহার মুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন। তিনি বড়লাটের নিকটও এইমর্ম্মে তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"

মুক্তি সংগ্রামে সৈন্য সংগ্রহ

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মার্কিণ শাখার সভাপতি শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্নী ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি স্বরাজসংগ্রামে সহায়তা করিবার জন্য মার্কিনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে লইয়া ভারতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীযুত শৈলেন্দ্র ঘোষ বিগত মহাসমরের পর ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা ঘোষ ঘোষণায় আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, গান্ধীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আগামী সংগ্রামে তিনি যেন কংগ্রেসকে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিনের সহায়তা লাভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার — ১৫৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৫।১।৩২ তারিখে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীপাদ মহেশ পণ্ডিতের পাট চাকদহ কাঁঠালপুলী মঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীমঠে আগমন করেন।

এতদুপলক্ষে প্রাতে গুরুবন্দনান্তে উষাকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। সংকীর্ত্তনান্তে স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ব্রজের গোপাল শ্রীপাদ মহেশ পণ্ডিতের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অতঃপর ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৫ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সমাগত সুধীমণ্ডলী গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদনন্তর স্বামীজী মহারাজ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

পাঠান্তে ব্রহ্মচারিবৃন্দ সুললিতস্বরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

গত ৪ঠা পৌষ ২০শে ডিসেম্বর রবিবার পানামের সন্নিকটস্থ ইছাপুর নিবাসী স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ সদ্দার মহাশয়ের ভবনস্থ শ্রীরাধাগোপীনাথের প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তথায় নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনামের বিষয় এবং অর্চ্চন ও সেবার পার্থক্য আলোচিত হয়। নারায়ণের অর্চ্চন ও কৃষ্ণের সেবা বিষয়ে অনেক কথা আলোচনার পর তাপাদি পঞ্চ সংস্কার ও সংস্কৃত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব ও শৌক্র ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তদনন্তর স্বামীজী শরণাগতের লক্ষণ বর্ণনা করেন।

উক্ত স্থানসমূহের প্রচার শেষ করিয়া স্বামীপাদ সম্প্রতি সদাগদি নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভুঞা মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। পানাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী পোদ্দার, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, জমিদার শ্রীযুক্ত কানাইলাল পোদ্দার, ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন পোদ্দার প্রভৃতি ভক্তগণের সেবাসৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত, ১৬ মাইল দূরে মণ্ডলঘাট ষ্টেশনের নিকট, শ্রীযুক্ত পাহিমান্ কর্ম্মকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সেবক মধ্যে কয়েক জন যাইয়া এক মহতী সভায় শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করেন। সভায় স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ অধিকারী, কুচবিহার ষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায়, মধ্য ইংরাজি স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত থাকিয়া সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর বাটীতে অবস্থান করেন। সেখানে সন্ধ্যাকালে স্থানীয় ভদ্রলোকগণ আগমন করেন। ব্রহ্মচারীগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর—স্বামিজী হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসের আদর করিতেন না। কেহ কোন লেখা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখাইতে চাহিলে তাহা প্রথমে স্বরূপদামোদরপ্রভু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন যে, তাহাতে সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাস আছে কি না। আমাদের কর্ত্তব্য সুসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে কীর্ত্তন হয় না এবং শ্রোতা ও বক্তা কাহারও সুবিধা হয় না। সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে জড় অভিমান দূর হয়। কাহার কথা কীর্ত্তন করা হয়, কে কীর্ত্তন করে, কে শ্রবণ করে, তাহারা কোন্ জাতীয় বস্তু এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি—এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ না হইলে প্রকৃত কীর্ত্তন হয় না। উহা কীর্ত্তনের মত দেখাইলেও তাহাতে কাহারও মঙ্গল হয় না।

শব্দ বিজ্ঞানবিশিষ্ট, শব্দসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদিগকে জানাইয়া দেন যে আমরা সকলেই মৃদঙ্গ (কৃষ্ণদাস), কিন্তু মৃদঙ্গের শব্দমাত্রই কীর্ত্তন নহে; যখন ঐ মৃদঙ্গে নিপুণ-হস্ত প্রযুক্ত হয় তখনই কীর্ত্তন হয়। গুরুর উপদেশে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইলে পর যে কীর্ত্তন হয় তাহাই প্রকৃত কীর্ত্তন।

আমরা মনে করি যে আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে ভগবান নিত্য মঙ্গল বর্ষণ করিতেছেন। আমরা উন্মুখ হইলে সেই মঙ্গল গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে বিমুখতা হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যমঙ্গল-গ্রহণোন্মুখ করেন।

প্রথমে গুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ, তাহার পর শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয়। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত যে কীর্ত্তন তাহা কীর্ত্তন-পদবাচ্য হইতে পারে না। কীর্ত্তনকারীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে নাম ও নামী অভিন্ন।

কীর্ত্তন বস্তু শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস—এই প্রকারে গুরু-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে; এই কীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সমলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সমন্বিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ, ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিভূষিত-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, ঈশ্বরাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দের দয়া, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে স্বতন্ত্র শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে স্পষ্ট নূতন কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যের' সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সাধ পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—শ্রীধাম-যাত্রা পঞ্জিকা—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান না থাকিতে পারিবেন না। পরম গুহ্য ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও অবগাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশোস্ত্রাদি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথানাব ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশমালা, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিশুদ্ধ বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধ-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ১০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃতি সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেশবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে উক্ত নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৪ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আ[illegible] ঔষধালয়

[illegible]১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দেবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচ টাকা খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হইলে পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। [illegible] রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত [illegible] জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নেকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র [illegible] দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] বদের ও বধার জন্য ও আঃ [illegible] ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গৌয়াড়ী [illegible]

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। উপরন্তু দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

[illegible] নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

"এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1445

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে পৌষ শনিবার ১৩৩৮, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩২

বোম্বাই লাটের ঘোষণা

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে দুঃখ প্রকাশ

স্বরাজ ফণ্ডের টাকা আটক

জেলের ভিতরেই গান্ধীজী অধিক শক্তিমান

গান্ধীকে নির্ব্বাসনে পাঠাও

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ডাঃ আন্সারী

পাঞ্জাব গবর্ণরের ঘোষণা

কংগ্রেস কার্য্যালয় বাজেয়াপ্ত

ঢাকায় বিষম কাণ্ড

প্রধান মন্ত্রীর উদ্বেগ

নানা কথা

বোম্বাই লাটের ঘোষণা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ৬ই জানুয়ারী বোম্বায়ের লাট বোম্বাই প্রদেশের জন সাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন।

ভারতের সরকার গত সোমবার এক ইস্তাহার জারী করিয়া যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই কারণে অত্র প্রদেশস্থ যাবতীয় নাগরিকের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য ও আইন অমান্য আন্দোলনের হস্ত হইতে সকলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং আইন অমান্য আন্দোলনের গতি প্রতিহত রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকারকে অতিরিক্ত এবং উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। আইন অমান্যের ফলে অন্তর্বিপ্লব, ব্যবসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ এবং শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনে দেরী হইবে।

প্রাদেশিক সরকার অতিরিক্ত ক্ষমতায় বলীয়ান হইলেও একমাত্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ ও নাগরিকগণের অধিকারে বাধাদান সম্পর্কে উহা প্রযোজ্য হইবে। কোনও আইন ভক্ত নাগরিকের আলোচ্য অর্ডিনান্স সম্বন্ধে কোনও কিছু ভয় করিবার নাই পরন্তু উক্ত অর্ডিনান্স সুধীর নাগরিকগণের আইনানুমোদিত কার্য্য ও উপজীবিকার রক্ষাকবচরূপে ব্যবহৃত হইবে।

কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহার উদ্দেশ্য বে-আইনী এবং যাহা সরকার বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশ্যে বা গোপনে যেরূপেই হউক, কোনও প্রকার সহায়তা করা হইলে সরকার তাহা সহ্য করিবেন না।

আইনানুগ নাগরিকগণ যেন কংগ্রেসের আইন অমান্যের কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ না করেন বা প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে উহাকে কোনরূপ উৎসাহ প্রদান না করেন।

গান্ধীজীকে নির্ব্বাসনে পাঠাও

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, "মর্ণিং পোষ্ট" গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করিবার দাবীকেই প্রধান স্থান প্রদান করিয়াছে। "ডেলি মেল" পত্রিকা ব্রহ্মদেশ আন্দামান অথবা সিকেলিস দ্বীপকেই গান্ধীজীর নির্ব্বাসনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। পত্রিকাসমূহ বিপ্লববাদীদের টাকার থলের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছে।

"ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকা আবার ঐ সকল পত্রিকাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় সকল সংবাদ অপেক্ষা মিঃ ভিলিয়ার্সের তারের প্রাধান্য রহিত হইয়াছে। উক্ত তারে নির্ব্বাসনের জন্য সাময়িক ভাবে সুপারিশ করা হইয়াছে।

গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার প্রার্থনা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, রাজপ্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হওয়ায় এবং তাঁহার টেলিগ্রামের অর্থ সম্বন্ধে একমত হইতে না পারায় ভারতীয় বণিক সমিতি বড়লাট বাহাদুরের নিকট তার প্রেরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা পরিহারের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে গান্ধীজীর মুক্তিদান সম্পর্কে বিবেচনা করিতেও অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই বণিক সমিতি আইন অমান্য আন্দোলন ও উহার পরিণাম সম্বন্ধে কংগ্রেসের সহিত একমত না হইলেও আইন অমান্য ব্যতীত অন্য উপায়ে স্বরাজ-শাসন অর্জ্জন সম্বন্ধে কংগ্রেসকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও খদ্দর প্রচারে উৎসাহ দান প্রভৃতি কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি এই সমিতি কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি কার্য্যপন্থা নির্ণয়ের জন্য একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। সমিতি গত ৪ঠা জানুয়ারী হরতাল পালন করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কুরুক্ষেত্র	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মুঙ্গের
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমহেশ্বর, শ্রীপাদ ধীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১৫৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগৎতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরোত্তম, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণপ্রিয়জী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ হট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবক্রমন্দজ

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ। লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীভাগবতপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীযশোনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ঝাঁজরাবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সহকারী ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীমধুলানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে বড় ভূজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া।

১৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৪শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ৯ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার

২৫৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ৬।১।৩২ তারিখে কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠে যোগদান করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ অনুভব করেন।

পাঠান্তে সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয় এবং সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্তবৃন্দ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বামীজী মহারাজ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে শুভবিজয় করেন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাউলদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রক্ষিত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা কালে 'শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক ও শ্রোতা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী বলেন, শুকদেবের ন্যায় বক্তা এবং পরীক্ষিতের ন্যায় শ্রোতা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সার্থকতা। শ্রীমদ্ভাগবত অমল পুরাণ; ইহাতে পারমহংস্য জ্ঞান উপদিষ্ট আছে।

ভাড়াটিয়া পাঠকগণ ভোগবাঞ্ছানুলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাহার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয় না; পাঠের অনুকরণ করা হয় মাত্র। তাহাতে সুকৃতি হয় না, বরং অনর্থেরই উৎপত্তি হয়। তাঁহারা আপনাদিগকে এবং শ্রোতৃবর্গকে যুগপৎ নরকস্থ করেন।

উপভোগের দ্বারা কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না। অগ্নির উপর ঘৃত ঢালিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা হরিনামাশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে স্মার্ত্ত স্মৃত্যনুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার অধীন হইতে হয় না। সুবুদ্ধিরায়ের মুখে যবনগণ জল ঢালিয়া দিলে কাশীর ব্রাহ্মণগণ এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেন যে, তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ব্যবস্থার অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে নামাশ্রয় গ্রহণ করিবার বিধি প্রদান করেন। নামাভাসেই পাপ নাশ—নামে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি।

বাস্তবতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পরীক্ষিত মহারাজের পিপাসার উদ্ভব হয় এবং শমীক ঋষি তাঁহাকে জল প্রদান করেন নাই। পারমার্থিক ভাবে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পরীক্ষিত মহারাজের জলদান করিবার অধিকারী নহেন অর্থাৎ যখন পরীক্ষিত ভাগবত-জ্ঞানের পিপাসু হন, তখন ভাগবত জ্ঞানের অধিকারী শুকদেব স্বয়ং তৎসমীপে উদিত হন। দর্শনাভিলাষী পরীক্ষিতের সম্মুখে মূর্ত্ত-ভাগবত শ্রীশুকদেবের উপস্থিতি এক অপূর্ব্ব বস্তু।

যখন আমরা পরাবিদ্যা লাভ করিবার জন্য উৎসুক হই, তখন শ্রীশুকদেব মূর্ত্ত-জ্ঞানরূপে আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হন এবং ভাগবত কীর্ত্তনের দ্বারা পিপাসার নিবৃত্তি করেন। ভাড়াটিয়া পাঠকগণের সে যোগ্যতা নাই এবং যাঁহারা ভাড়াটিয়া পাঠকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন তাঁহাদের প্রকৃত শ্রবণ হয় না। কারণ তাঁহারাও প্রকৃত শ্রবণাভিলাষী নহেন এবং পাঠকগণও ভগবজ্জ্ঞানের অধিকারী নহেন। তাঁহাদের নিকট যাহা নাই, তাহা তাঁহারা কিরূপে দান করিবেন?

ভাগবত পাঠক এবং যিনি ভাগবত শ্রবণ করেন, এই উভয়েই ভাগবতের শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ সেবা করিতেছেন এই জ্ঞানে তাঁহাদের ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রোতার শ্রবণের প্রয়োজন না হইলে তিনি কেন শ্রবণ করিবেন, তবে কাহারও প্রতিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের আবশ্যকতা হইলে তিনি মধুর-কণ্ঠ ভাড়াটিয়া পাঠক আনিয়া "ভাগবত গাওয়াইতে" পারেন।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাউলদিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রক্ষিত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উপাধিগত দৈহিক ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম প্রভৃতির স্থান নাই। ভাগবত-ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম। বৈষ্ণবগণই একমাত্র নিষ্কপট ভাগবতধর্ম্মবাদী।

যখন সাম্প্রত চিন্তাস্রোতকে অপসারিত করিয়া বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে নিজস্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ দান করেন, তখনই আমরা গুরুপাদপদ্মের উৎকর্ষ অনুভব করিতে পারি।

বৈষ্ণব আমাদের—ভগবানের সেবক। তিনি কাহারও পুতুল নহেন বা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তাই মহাজনগণ বলেন:—

ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা।
নিস্তার পেয়েছে কেবা॥

ভোগী-অভিমানী রাবণ ভোগ করিতে করিতে এতদূর অধঃপতিত হন যে, তিনি অপ্রাকৃত বস্তু সীতাকে প্রাকৃত ভোগ্য সামগ্রী বোধ করিয়া ভোগ করিতে অভিলাষী হইবার মত দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত হন। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিই 'আমি কর্ত্তা', "আমি ভোক্তা" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া অমঙ্গল বরণ করে।

কামিনীর কাম

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫৫ সংখ্যার পর।)

আমার অচিরেও অনেকটা মনকে আশ্রয়কারী বুড়ীর মত হইল। আমি সুখে আমার একটী জীবন্ত ছবি আলিঙ্গন করিয়া বহু যত্ন করিয়া এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম তবু আমার শিক্ষা হইল না। দুই বহু দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া সেই দুঃখ নিবৃত্তির আশায় যমরাজকে আহ্বান করিয়া সেই জরাজীর্ণ ছবিটী উপহার দিলেও কিছুকাল পরেই পূর্ব্বের সমস্ত দুঃখরাশির কথা বিস্মৃত হইয়া কল্পনাপ্রসূত দস্যুগণের ও দুঃসঙ্গের পরামর্শরূপ অজস্র বারিধারায় সেই দারুণ দুঃখের স্মৃতিরাশিকে হৃদয় হইতে নিধৌত করিয়া পুনরায় কামিনী সম্ভোগ কাম তৃপ্ত করিবার বন্দোবস্ত করিলাম।

দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন না করিলে সাধুসঙ্গ হয় না, অসৎ ব্যক্তির অসৎকথা শ্রবণ পরিত্যাগ না করিলে সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত হৃৎকর্ণরসায়ন কথাও ভাল লাগে না। আমারও সেই দশা হইল। আমি কল্পনাপ্রসূত-দস্যুগণের ও দুষ্ট মনের সঙ্গ ও পরামর্শ গ্রহণরূপ ছত্র ধারণ করায় আমার অহৈতুকী উপদেশামৃত বারিধারা অজস্র বর্ষিত হইলে আমি তাহাতে স্নাত হইয়া পরম তৃপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না।

দুষ্ট মন আমাকে অনেক যুক্তি দেখাইল। সে প্রথমতঃ বলিল যে, তুমি ভয় করিতেছ কেন? দেখ, দেখ, অমুক অমুক আচার্য্য একাধিক বিবাহলীলার অভিনয় করিয়াছেন সুতরাং তুমি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে অক্ষম হইলেও অনুকরণ কর। অনুকরণ করিতে করিতেই অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবে। ঐ শুন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।"

দুষ্ট মন আরও বলিল যে,—"ঐ দেখ অমুক ব্যক্তি ছোট হরিদাসের মত আচরণ করিয়াছে, অমুক ব্যক্তি বাতুল হইয়াছে; সুতরাং তুমি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সাধুগণের উপদেশ গ্রহণ কর তবে তুমিও শেষে ছোট হরিদাস হইয়া পড়িবে বা তুমিও বাতুল হইবে, অতএব তুমি আমার যুক্তিমত কার্য্য কর তাহা হইলেই তোমার ক্রমোন্নতি হইবে। তুমি যেন সাধুসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক গৃহব্রত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষকরূপ গুরুরূপ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কর, মধ্যে মধ্যে সাধুগণের নিকট যাইয়া সাধুগণের অভিনয় করিবে মাত্র। সাবধান! সত্য সত্য যেন সাধুসঙ্গ না হয়, সাধুগণের কোন কথা শুনার মত শুনিও না, কারণ তাঁহাদের কথা শুনিতে গেলেই তোমার চতুষ্পাঠীতে কিরূপ অধ্যয়ন হইতেছে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবেন।" এইরূপে দুষ্ট মন, আপাতমধুর অনেক যুক্তি-অস্ত্র আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল আমিও তাহাতে আহত হইয়া মনেরই শরণাগত হইলাম।

আমি যদি সাধুগণের বিচার গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যে,—কোন কোন ব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে উৎসাহবিশিষ্ট না থাকায় হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ ছোট হরিদাসের আচরণ করিতে পারে, কিম্বা গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধবশতঃ কেহ কেহ বাতুল হইতে পারে, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার নিরুৎসাহিত হইবার কোন কারণ নাই, বরং আরও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বড় হরিদাসের অনুসরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ছোট হরিদাস যে দোষে পতিত হইয়াছে সেই দোষ যাহাতে আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য আমি বিশেষ সতর্ক থাকিব। আমি ছোট হরিদাসের মত বৈষ্ণবসেবায় শৈথিল্য করিব না, নিষ্কপটে নিরন্তর বৈষ্ণবসেবা করিব, তাহা করিলেই আমার হৃদয়দৌর্ব্বল্য আসিবে না। আমি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিব না, কিম্বা বৈষ্ণবাপরাধে পড়িব না। কেহ সাঁতার শিক্ষা করিবার জন্য জলে নামিয়া যদি সন্তরণ শিক্ষকের আশ্রয় ছাড়িয়া জলে ডুবিয়া যায় তবে এই সিদ্ধান্ত হইবে না যে—সে ব্যক্তি যখন জলে নামিয়া সাঁতার শিখিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল তখন আমি জলে না নামিয়াই ডাঙ্গায় থাকি। সন্তরণবিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য বৃথা কাল ক্ষয় করিব। সেইরূপ কেহ হরিভজনের পথে আসিয়া যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম-সেবারূপ আশ্রয় ছাড়িয়া দেন এবং তজ্জন্য পতিত হন তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইবে না যে, যিনি হরিভজন করিতে অগ্রসর হইবেন তিনিই পতিত হইবেন, সুতরাং কাহারও সৎসঙ্গে থাকিয়া হরিভজন করিবার আবশ্যক নাই বরং অসৎসঙ্গে থাকিয়া হরিভজনের ঠাটবাট না রাখা চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যিনি সাঁতার শিখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার এইরূপ শিক্ষা ও সতর্কতা থাকা আবশ্যক যে—সাঁতার শিক্ষা করিতে হইলে আমাকে জলে অবশ্যই নামিতে হইবে এবং আমি সন্তরণশিক্ষকের আশ্রয় কোনমতেই ছাড়িব না, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির

আমি নিশ্চয়ই সন্তরণ-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিব। সেইরূপ আমারও হরিভজন করিতে হইলে—এই ভবসংসার পার হইতে হইলে আমার শিক্ষার বিষয় এই যে দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া আমাকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিরন্তর নিষ্কপট সেবারূপ পরম আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা হইলে কখনই আমি পতিত হইব না, কারণ তাঁহারা পতিতপাবন, তাঁহারা শরণাগত-পালক ও রক্ষক।

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ কেহ হরিভজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলে পুনরায় কখনও তাহার উদ্ধারের আশা নাই তাহাও নহে। সে ব্যক্তি যখনই নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অদোষদর্শী, পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটে আসিবেন তখনই অহৈতুক-কৃপাময় আমার প্রভু তাঁহাকে কেশে ধরিয়া টানিয়া তুলিবেন। সুতরাং অশোক-অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অব স্থানপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে হইলে প্রাকৃত কোন যোগ্যতার আবশ্যক নাই। তিনি অযোগ্য ব্যক্তিকেও যোগ্যতা দান করিতে পারেন। তবে চাই কেবল নিষ্কপট প্রণিপাত, নিষ্কপট পরিপ্রশ্ন ও নিষ্কপট সেবাবৃত্তি—যাহা যে কোন সরলপ্রাণ অযোগ্য ব্যক্তিরও থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য বা মর্ম্ম ইহা নহে যে, হরিভজন করিতে হইলে সকলকেই গৃহত্যাগ করিতে হইবে নচেৎ কাহারও হরিভজন হইবে না। তবে নিরপেক্ষ বিচার এই যে, যিনি হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি হরিভজনের অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিবেন ও ভজন-প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিবেন। মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কোন বস্তু গ্রহণ করা বা কোন বস্তু পরিত্যাগ করা অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তি ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি উভয়বৃত্তিই ভজনপ্রতিকূল। সুতরাং গৃহে থাকা বা না থাকার সম্বন্ধে রাগ দ্বেষশূন্য হইয়া আত্ম-ভজন করিবার ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। তখন তিনি সেই শরণাগত ব্যক্তির যাহাতে নিত্যমঙ্গল হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যদি তিনি গৃহে থাকিতে বলেন তখন শরণাগতজনের গৃহে থাকিয়াও ভজনের কোন বিঘ্ন হইবে না, তিনি শ্রীগুরুকৃপায় গৃহেই গোলোক দর্শন করিবেন। আবার শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে মঠে বাস করিতে বলিলেও সেই মুহূর্ত্তেই তিনি অবনত মস্তকে হৃষ্টচিত্তে সেই আদেশ পালন করিবেন, তাহাতেও বিলম্ব হইবেন না। কি করিলে হরিভজনের অনুকূল হইবে তাহার বিচারের ভার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে না দিয়া নিজে গ্রহণ করিতে গেলেই ভজনের বিঘ্ন অবশ্যই ঘটিবে।

আমি নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারি নাই, তাই আমি মঠবাসীও হইতে পারি নাই—গৃহস্থও হইতে পারি নাই, কেবল গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্য কামিনীর কাম—কামিনী-সম্ভোগ কাম আমাকে ছাড়িতেছে না। কামিনীকে নিজ ভোগ্যরূপে দেখার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ-কান্তারূপে দেখিতে পারিতেছি না—কামিনীর মালিক কেবল মাধব—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা একমাত্র মাধব তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনারা কৃপা করুন যেন আমি নিষ্কপটে আপনাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া হৃষীক-সমূহের দ্বারা বিষয়ভোগ না করিয়া হৃষী-কেশের সেবা করিতে পারি। যে দিন আমি নিষ্কপটে গুর্ব্বানুগত্যে চৈতন্যবাণীর সেবা করিতে পারিব সেইদিন শ্রীচৈতন্য-বাণীর কৃপায় আমার হৃষীকসমূহ হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আমার ধারণা, আমি একজন খুব বড় বুদ্ধিমান ও সবজান্তা পুরুষ। আমা অপেক্ষা বেশী কেহই কিছু বুঝেন না ও জানেন না। সে জন্য আমি যাহা করি, আমি যাহা বলি, সমস্তই অভ্রান্ত। আমার সেই অভ্রান্ত কথার প্রতিবাদ যিনি করিবেন, তাহার রক্ষা নাই। আমি তাহাকে প্রতিষ্ঠাকামী, ক্রোধপরায়ণ, গোঁড়া, অহঙ্কারী ইত্যাদি বলিব এবং 'ঐ চোর' ন্যায়াবলম্বনে আমার নিজের দোষগুলি যথাসম্ভব প্রতিবাদকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিব, তিনি যে কেহই হউন না কেন। সাধুই হউন, আর গুরুই হউন, আমি কাহারও তোয়াক্কা রাখি না। হায়, আমার এ রোগের ঔষধ কোথায়?

আমার ধারণা—আমি অভ্রান্ত। আমার এবং আমার কথার যিনি প্রশংসা করিবেন, আমার তথাকথিত অভ্রান্ত কথার যিনি প্রতিবাদ করিবেন না, আমি তাহার সঙ্গ করিব। যিনি তাহা করিবেন না বা তত্ত্বানুরোধভয়ে ও সত্যের অপলাপ আশঙ্কায় করিতে পারিবেন না, তাহার সঙ্গও আমি করিতে চাহি না। হায়, আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির ঔষধ কোথায়?

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ..০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ..., কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মুক্তমোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ..., ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ৯৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—২৷৷ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ত্য-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোমাইড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দের একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট” নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে স্বর্গিক যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীবস্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম “সুখ-পথ প্রদর্শক”।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মহঃস্বলের ও বর্ষার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমগ্র ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য।

রোগী দেখাইতে হইবে। কৃত্রিম পাশের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখা হয়। ঔষধ সেবনে যদি আরোগ্য না হয় তবে পাশের পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিজ ঠিকানা। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক পোঃ বেকোঠা বাঙ্গালা।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনন্দ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অনবাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—“আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুচ্ছ সব গোষ্ঠী প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।”

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে দুঃখপ্রকাশ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও গান্ধীজী গ্রেপ্তার হওয়ায় নাগপুর উদার নৈতিক সমিতির এক অতিরিক্ত সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া

প্রকাশ করিয়াছে যে, যিনি দেশে শান্তি আনয়ন ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারিতেন, গ্রেপ্তার করিয়া সরকার তাঁহাকেই অপসারিত করিলেন।

জেলের ভিতরেই গান্ধীজী অধিক শক্তিমান

নি

অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া 'ষ্টেটসম্যান' ... 'ট্রু বটন' বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান নীতি পশ্চাতে কারণ পাবণত করা যাইতে পারে এরূপ প্রতি ... ।স্থ ভারত

...মান কম

...ছিলেন

এবং তাঁহাদের স্থান ... লোকের সৃষ্টি ... উৎকণ্ঠ ... ছেন, কার ... তাহার পূর্ণ ... কিন্তু নাই। যদি চরমপন্থার। লর্ড উইলিংডনের যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেয় তবেও তার কারণ হইবে ইহাই যে, মিঃ গান্ধী তাঁহার প্রভাব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়া একেত্রেও জেলের বাহিরে থাকা অপেক্ষা জেলের ভিতরেই তাঁহার অবস্থা শতগুণ শক্তিমণ্ডিত হইবে।

পাঞ্জাব গবর্ণরের ঘোষণা

লাহোর হইতে প্রকাশ, সপারিষদ গভর্ণর ১৯০৮ সালের ফৌজদারী সংশোধন আইনের ১৬ ধারার ... পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, লাহোর জিলা কংগ্রেস, অমৃতসর জিলা কংগ্রেস এবং অমৃতসর সহর কংগ্রেস কমিটি-কে বে-আইনী সম্মিলন বলিয়া ঘোষণা

১২ ধারার ১ উপধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে সপারিষদ গভর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধে জামিন দেওয়া চলিবে না। সরকার ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ অর্ডিন্যান্সের সকল ধারাগুলি অনির্দ্দিষ্ট সময় পাঞ্জাবে বলবৎ হইয়াছে।

এলাহাবাদে শোভাযাত্রা

এলাহাবাদ হইতে গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালেও এলাহাবাদের সদর ডাকঘরের সম্মুখে একটী শোভাযাত্রা গঠিত হয়। এই শোভাযাত্রায় বহু পুরুষ ও মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্বরূপরাণী নেহরু

পুলিস এই শোভাযাত্রাকে আটক করে। শোভাযাত্রাকারীরা অগত্যা ভূমিতলে উপবেশন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী ও উমা নেহরু সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। পুলিস ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু আর তাহারা বাধা দেয় নাই। শোভাযাত্রাকারীদের চতুঃ-

সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, অবৈধ জনতাকে উদ্বোধিত করিয়া ... করা আপত্তিজনক এবং যে সকল লোক দাঁড়াইয়া দেখিবে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে।

ঢাকায় বিষম কাণ্ড

...কা হইতে প্রকা... ...২৯শে জানুয়ারী সদর মহকুমার অন্তর্গত নবাব... ...নার ...কাঁন একটী গ্রাম হইতে

পাওয়া গিয়াছে যে, স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরীর একটি বন্দুক কয়েক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে বাটীর মালিক যখন অন্যত্র গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য যখন একাকী তাঁহার বাটীতে ছিল, সেই সময়ে তাঁহার ভৃত্যের অপরিচিত কয়েকটী লোক তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত ভৃত্যকে দরজা দিতে বলে। সন্দেহ না করিয়া ভৃত্যটী দরজা খুলিবামাত্র তাহারা উক্ত ভৃত্যকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত এবং পদদ্বয় বাঁধিয়া ফেলে। তৎপরে তাহারা বন্দুকটি লইয়া পলায়ন করে।

কংগ্রেস কার্য্যালয় বাজেয়াপ্ত

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ৫ই জানুয়ারী পুলিস নগর কংগ্রেস কমিটী

করিয়াছে

এ পর্য্যন্ত ...

হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন মহিলা আছেন। পুলিস কংগ্রেস কার্য্যালয় অধিকার ... কংগ্রেস সেবকগণকে তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া যাইতে হুকুম করিয়াছে।

কংগ্রেস কার্য্যালয়ের দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া তথায় পুলিস পাহারা মোতায়েন

রাখা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী কোতোয়ালী সহরের নিকটবর্ত্তী চকে সভা বসাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পুলিস অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হাতিয়ার শোভাযাত্রা বাহির করিবার পুলিশ তাড়া করে।

তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্তা দময়ন্তী দেবী এবং অপর চারি জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ব্রজবিহারী মিসর, চুণীলাল রামশঙ্কর মণীলাল ও শ্যাম বুরানের বিচার গত ৫ই জানুয়ারী গিলিবাজারে পুলিস ফাঁড়ীতে সম্পন্ন হয়। অতিরিক্ত সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল ... আসামীদের এক মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ডাঃ আন্সারী

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গৃহ হওয়ায় তাঁহাদের অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে গত ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যায় তথায় এক জনসভা হয়। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সংগ্রাম চালাইবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ দিল্লী পালন করিবে বলিয়া সভায় ঘোষণা করা হয়। ডাক্তার আন্সারী বলেন যে, বোধ হয় ইহার পর কিছুদিন আর তিনি তাঁহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইবেন না। তাঁহাদের সম্মুখে এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, তাঁহারা স্বরাজ লাভের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাঁহার বিশ্বাস হইতেছে তাঁহাদের শেষ পরীক্ষা কারণ কঠোরতম পরীক্ষা না হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বাধীনতা দিতে পারেন না।

অতঃপর সভায় প্রচার করা হয় যে, জিলা কংগ্রেস কমিটী ভাঙ্গিয়া দিয়া আরিফ হাসবীকে উহার অধিনায়ক নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর উদ্বেগ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গত সপ্তাহের শেষভাগে লসিমাউথে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। গত ৪ঠা জানুয়ারী প্রত্যুষ হইতে তিনি ডাউনিং ষ্ট্রীটের টেলিফোন যোগে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এবং মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তার ও পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন।

অমুক ফণ্ডের টাকা আটক

বোম্বায়ের গোয়েন্দা পুলিস সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মোট ৫০ হাজার টাকা আটক করিয়াছে। এই পরিমাণ টাকা পূর্ব্বে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড নামে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অর্ডিন্যান্স প্রচারিত হইবার পর হইতে এই পরিমাণ টাকা ব্যক্তিগত হিসাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পুলিস ব্যাঙ্কের ভিতরে যাইয়া হিসাবাদি পর্য্যবেক্ষণ করত ঐ সকল হিসাবে টাকা আটক করিয়াছে সুতরাং যাহাদের নামে হিসাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারা অতঃপর হিসাবে টাকা সম্বন্ধে লেনদেন করিতে পারিবেন না।

বাঙ্গালার লাটের বক্তৃতা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ... জানুয়ারী লাটভবনে কতিপয় বণিক ও ভূমিস্বামীর প্রতিনিধি সম্মিলিত হয়... বাঙ্গালার লাট বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে সরকারের নীতি বুঝাইয়া বলেন এবং বলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তন হইলে সরকার বণিকদিগের স্বার্থ রক্ষা করিবেন। লাট বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রতিরোধে যদি কঠোরতা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে ব্যাপার জটিল হইতে পারে।

অতঃপর লাট বাহাদুর ... পল্লীতে যেরূপ অবস্থা ধারণা হইয়া... বক্তৃতায় তাহার এক বিবরণ প্রদান করেন।

উদারনৈতিকদলের উদ্বেগ

উদারনৈতিকদলের নেতা স্যার চিমনলাল শেতলবাদ পুনা হইতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, লিবারেলদলের প্রার্থনা অনুসারে বড়লাট তাঁহাদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। বড়লাট যাহাতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি হন, তাহার চেষ্টা ... এই ডেপুটেশন প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। এখন নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। লিবারেলদলের প্রতিনিধিগণকে আর প্রেরণ করা হইবে না। তবে বড়লাট যে সুযোগ দিয়াছেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে তাহার সদ্ব্যবহার করা হইবে।

টেলি—

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১,
প্রতি কলম ৬,
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে পৌষ সোমবার ১৩৩৮, ১১ই জানুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৫ই জানুয়ারী বেলা সন্ধ্যা ৮টার সময় গান্ধীজী যারবেদা জেলের দ্বারে মোটরযোগে উপস্থিত হইলে উক্ত জেলের জেলরক্ষক মিঃ কুইন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যান। গান্ধীজী যখন জেলে গিয়া পৌঁছেন, তখন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন না। গত বৎসর গান্ধীজী যে কক্ষে ছিলেন সেই কক্ষেই এবারও তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গান্ধীজীকে লইয়া মোটর যখন জেলের ফটকে গিয়া লাগে তখন মিঃ কুইন গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হন।

গান্ধীজী নিজেই স্বীয় পানীয় প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা ঐ দিনের প্রাতরাশ সমাপন করেন। অতঃপর তিনি বেলা ১০টা পর্য্যন্ত চরকায় সূতা কাটেন। ঐ দিবস শৈত্যাধিক হওয়ায় গান্ধীজী অতঃপর বারান্দায় গিয়া রৌদ্রে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার রাত্রের আহার সমাপন করেন। কিসমিস খেজুর এবং অন্যান্য ফল, তিনি যেমন খাইয়া থাকেন সেই রূপই আহার করেন। ১ শত গজ দীর্ঘ একটী খোলা জায়গা জেলের মধ্যে আছে। গান্ধীজীকে সেখানে যাইতে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি সান্ধ্য ভ্রমণ সমাপন করিয়া রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় নির্জ্জনে সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করেন। তিনি বারান্দায় নিজের মাদুর পাতিয়া পুস্তকগুলিকে বালিস রূপে ব্যবহার করিয়া নিদ্রা যান। তিনি এখন সূতা কাটার পরিমাণ বাড়াইয়া ৫ শত গজ করিয়াছেন।

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

আব্বাচ তায়াবজী গ্রেপ্তার

আবার বে-আইনী লবণ

ডাঃ আন্সারী গ্রেপ্তার

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে আবেদন

ভারত-সমস্যায় মিঃ লান্সবেরী

ভারতের অবস্থা

কংগ্রেস কার্য্যালয়ে পুলিস

কন্যার জন্য পিতার দণ্ড

বোম্বায়ে গ্রেপ্তার

সিওনিতে সুভাষচন্দ্র

আব্বাচ তায়াবজী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিঃ আব্বাচ তায়াবজী গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রিতে নাদিয়াদে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুত লক্ষ্মীদাস শ্রীকান্ত ও অপর ২ ব্যক্তি মেহ্‌সানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সাতারে অনন্তরাও নলিহার ও অপর ১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কোলাপ জেলা হইতে আরও ১১ জনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে 'কোলাপ সমাচারের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মণ্ডলিকও আছেন। ধারোয়ার জিলা হইতেও সিদ্ধাপা নামক একজন উকিল ও অপর ১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ডাঃ আন্সারী গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্থলে ডাঃ আন্সারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। গত ৮ই জানুয়ারী তাঁহাকে তাঁহার বাসভবনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহকারী পুলিস সাহেব মিঃ বক্তিয়ার আলী দুইজন সার্জ্জেণ্ট ও কতিপয় কনষ্টেবলসহ দরিয়াগঞ্জে ডাঃ আন্সারীর গৃহে বেলা ১টার সময় গিয়া উপস্থিত হন। ডাঃ আন্সারীর সহিত তাঁহার রোগী দেখিবার ঘরে পুলিস কর্ম্মচারীগণের সাক্ষাৎ হয়। উক্ত কর্ম্মচারীগণ ডাঃ আন্সারীর সহকারীকে উক্ত কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন। তিনি কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহারা ডাঃ আন্সারীকে জানান যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য বলিয়া ডাঃ আন্সারীকে সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৭ (ক) ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডাঃ আন্সারীকে দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলে শ্বেতাঙ্গগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ওয়ার্ডে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠবাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবংশীধর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচৈতন্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅরিন্দম ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম তীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ } ১৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার ১০৬ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাউলদিয়া গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন,—"কপট ব্যক্তি নিজের অথবা পরের কাহারও মঙ্গল করিতে পারে না।

বাস্তব বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে অবাস্তব বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ী, দুষ্ট ও ভণ্ড চিনিতে পারা যায় না।

শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তাঁহার দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করা যায় না।

ভগবানকে আত্মমানে নিষ্কাসিত করিয়া কেহই মায়ার রাজ্যে বাস করিয়া সুখভোগ করিতে পারেন না।

মানব-জিহ্বা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারে না, তবে সেবোন্মুখ হইলে কেবল জিহ্বায় কেন সকল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েই ভগবৎ-সেবা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্যাধির অনুভব হইলেই লোকে বৈদ্যের অনুসন্ধান করে। আমাদের অনর্থ নিবৃত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হইলে আমরা সাধুর অনুসন্ধান করি, সাধু তখন আমাদিগকে ভাগবত-জ্ঞান দান করিয়া নিরাময় করেন। আবশ্যক বোধ না হইলে কেহই চিকিৎসকের চেষ্টা করে না।

প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে, তখন নারদ তাঁহার মাতার নিকট ভাগবত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন; কিন্তু মাতা আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই বলিয়া তিনি তাহা শ্রবণ বা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু প্রহ্লাদ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা শ্রবণ করেন।

ভোক্তাভিমানীর সহিষ্ণুতা থাকিতে পারে না, কারণ তিনি নহে। অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অস্থির ও অনিত্য।

আমরা সংসারে আপনারা অনেক পাকে জড়াইয়া ফেলি, সাধুরা "উল্টাপাক" দিয়া সেই পাক খুলিয়া দেন; সে সময় আমরা কষ্ট অনুভব করি এবং সাধুকে নিষ্ঠুর মনে করি; কিন্তু তাঁহারা আমাদের নিত্যমঙ্গল কামনায় সমস্ত গ্রন্থি ছেদ করিয়া দেন, আমাদের সাময়িক কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাউলদিয়া গ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীধরপুরে আগমন করেন। পরদিবস প্রাতঃকালে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘাটে তাঁহার নৌকার নিকট আগমন করেন এবং সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাটীতে লইয়া যান।

সন্ধ্যাকালে রায়বাহাদুরের বাটীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেখানে স্বামীজী (১) মনুষ্যজীবনের প্রয়োজন, (২) সেই প্রয়োজন লাভের উপায় এবং (৩) সেই প্রয়োজন কে লাভ করিবে— এই তিনটী বিষয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী বলেন,—"আমরা মূক—কারণ, আমরা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারি না, পঙ্গু—কারণ, ভগবদ্রাজ্যে বিচরণ করিতে পারি না, বধির—কারণ হরিকথা শ্রবণ করিতে পারি না।

আলোকের সাহায্যেই আলোক এবং অন্ধকারের জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানচক্ষুদ্বারা চিজ্জগৎ এবং অচিজ্জগৎ—এই উভয় জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।

অকপটভাবে 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার হইলাম' বলিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

আমাদের স্থূল আবরণ—দেহ এবং সূক্ষ্ম আবরণ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। আমরা এই উপাধি-মুক্ত হইলে স্বরূপ অনুভূতিতে আমাদের স্বরূপের মালিক যে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার যে বিলাসক্ষেত্র এবং আমাদের বদ্ধ অনুভূতিতে বা বদ্ধ অবস্থায় যে জগদ্দর্শন করি তদুভয় জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ দান করেন শ্রীগুরুদেব। তাই আমরা— 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'— এই বলিয়া গুরুপাদপদ্মের বন্দনা করিয়া থাকি।

পণ্ডিত, অর্থাৎ যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আছে তিনি সমস্ত আত্মাকেই এক জাতীয় বলিয়া দর্শন করেন; তিনি চিজ্জড় সমন্বয় করেন না। তাঁহার সমদর্শন এবং রাজনীতিকের সমদর্শনে ভেদ আছে। তিনি জানেন যে, জড়ের পরিচয় তাৎকালিক ও অনিত্য।

নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্মের সহিত পরিবর্ত্তনশীল, নৈমিত্তিক, অনিত্য ধর্ম্ম এক করিয়া ফেলিলে ভুল হয়।

বদ্ধজীবের কাপট্য দূর হইলে চিদ্বস্তুর দর্শন লাভ ঘটে।

গত ১৭ই পৌষ মঙ্গলবার দিবস চিকলিয়া শ্রীগৌরগদাধরানন্দ মঠে একটী মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬।৭ শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবটী গ্রামবাসীগণের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভগবৎ চন্দ্র সাউ, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাস ইঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির বৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি

সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিদারিণী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী অমৃত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবাবজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জিহ্বার ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ব্যাসদেবের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীচৈতন্য

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—**কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব**—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যার প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধর্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি বিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ২৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত একমাত্র গ্রন্থ। যার জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্য কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সহজ গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মর্যাদা, মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উথিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ভক্তিপথ লীলাদি বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৩য় সংস্করণ

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংগ্রহ আশ্চর্যরূপ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনানন্দের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবি-
ও প্রসাদ সেবনাদি-
ভিক্ষা ৵০ আনা মা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সুনির্ধারিত নির্দ্ধারণ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-অনূদিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্মমত সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নবপ্রচেষ্টা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহে

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসদাসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আরাত্রিক-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্মা আকারে পূর্ব্বে দ্বারে চারিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন সাময়িক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সিওনিতে সুভাষচন্দ্র

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রে. শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সিওনির ... বিদ্যালয়ের বাড়ীতে রাখা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বাটীটা উপস্থিত সব জেলে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে পিকেটার নিহত

কোয়েম্বাটুর হইতে প্রকাশ, একদল স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিলে তাহাদের উপর লাঠি চালান হইতে থাকে। কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে এবং একজন আহত হইয়াছে এবং একজন আঘাতের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মাতা ও পুত্রের কারাদণ্ড

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ঠাকুরপ্রসাদ, তাহার মাতা ও অপর এক ব্যক্তিকে সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের মধ্যে বিচার করিয়া এক মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

ও দুইশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা গত ৫ই জানুয়ারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়াছিলেন।

বোম্বায়ে গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সহরতলীতে গত ৫ই জানুয়ারী কয়েক স্থলে খানাতল্লাস হইয়াছে এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভিলেপার্লের উপনগর ছাউনীতে সকালে পুলিস গিয়া উপস্থিত হয় এবং উহা দখল করিয়াছে। সেখানেও ছয়জন লোককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘাটকোপার নামক আর এক সহরতলী অঞ্চলেও ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বন্দরে শ্রীযুত ওয়ামনিক্কর নামক একজন উকীল গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কেলজী লক্ষ্মীনাপু গত ৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে আবেদন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কমন্স সভার চরমপন্থী শ্রমিকদলের সদস্য মিঃ ম্যাক্‌স্টন, মিঃ কার্কউড মিঃ বুকানান এবং সি ওয়ালহেড প্রভৃতি বলিতেছেন যে, শ্রমশিল্পের অবস্থা খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের কলের মালিকরা শ্রমিকদের জন্য কাজের যে বন্দোবস্ত সময় স্থির করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সে কথাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে সর্দার প্যাটেল এবং গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ফলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট যুক্ত নীতি অনুসরণ করিতেছেন—কারণ, এই নীতির অর্থ বৃটেনের অধিবাসীদের দ্বারা ৩০ কোটী ভারতের উপর অত্যাচার এবং ইহার ফল বিশৃঙ্খলা।

ভারত-সমস্যায় মিঃ ল্যান্সবেরী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রয়টারের প্রতিনিধির নিকট মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরী বলেন :—

আমরা যদি ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারি যে, অন্যান্য উপনিবেশের মত ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ আমরা পূর্ণ ঔপনিবেশিক অধিকার প্রদান করিতে চাই, তবেই আমরা শান্তিলাভ করিতে পারিব।"

মিঃ ল্যান্সবেরী বলেন যে, কংগ্রেস নিষিদ্ধ হইল এবং গান্ধী কারাগারে গেলেন—ইহা প্রকাণ্ড দুর্যোগ। ভীতি-প্রদর্শনে সাময়িক জয় হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী মীমাংসার পক্ষে উহা ব্যর্থ হইবে। বৃটেন যদি কেবল তরবারির সাহায্যে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উচিত চলিয়া আসা। কারণ, তাহাতে আমাদের সর্বনাশ হইবে। পক্ষান্তরে নূতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা গঠনের জন্য আমরা যদি ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সহিত অকপটভাবে কাজ করি, তাহা হইলে কেবল ভারতেই শান্তি ও উন্নতি দেখা দিবে না, বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নত হইবে। ৩০ কোটী নরনারী লইয়া যে জাতি, তাহার আকাঙ্ক্ষা দমনের চেষ্টা একটা অসম্ভব কাজ।"

চীনে জাপানী খুন

টোকিও হইতে প্রকাশ, কুচাউ সহরে অনেক জাপানী হত হইয়াছে। তজ্জন্য জাপান সরকার দারুণ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। চীনে জাপানী খুন প্রায়ই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ক্যাণ্টন, কুচাউ আময় এবং সোয়াটোতে যখন তখন জাপানী নিহত হইতে দেখা যায়। এই জন্য জাপান চীনের উপর সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, "অতঃপর চীন সাবধান না হইলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে সমরপোত প্রেরণ।

ভারতের অবস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা বলিতেছেন,—গান্ধীর সাহায্যে কংগ্রেস অতিরিক্ত মাত্রায় আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকি দেখাইয়াছে। ইহা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই অনুমোদিত হইবে না।

'প্রেসটিজ অফ বৃটেন' পত্রিকা বলিতেছেন—গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় দাবী দাওয়া সম্বন্ধে মিটমাট হইবার পরেও এরূপ আইন অমান্যের হুমকি পৃথিবীর সকলেই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।

সার জর্জ ম্যাকমন বলেন, গান্ধীজীকে আন্দামানে প্রেরণ করা কর্তব্য।

সার মার্ক চাটারিস বলেন—আর নরম হওয়া উচিত নহে। আদালতে গান্ধীর বিচার হউক, না হয় তাঁহাকে নির্ব্বাসন করা হউক।

তেছে। এবার দেখা উচিত আর আন্দোলন হয় কি না হয়।

কন্যার জন্য পিতার দণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের জন্য একজন স্ত্রীলোক ও তাঁহার ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যা গ্রেপ্তার হন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহারা অপরাধ স্বীকার করেন।

বালিকাটি নাম প্রতিমূর্ত্তি সত্যাগ্রহের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়। তাহাকে মাদ্রাজে 'শিশু বিদ্যালয়ে" পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গত বৎসর সে উক্ত বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বালিকা. পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি অস্থায়ী ভাবে তাঁহার কন্যার ভার লইতে পারেন কি না? পিতা তাহাতে অসম্মতি জানান।

কন্যার জন্য তাঁহার অর্থদণ্ড কেন হইবে না, তাঁহাকে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইলে তিনি বলেন, তাঁহার আপত্তি নাই। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ৩০ টাকা অর্থদণ্ড করেন।

স্ত্রীলোকটী (বালিকার জননী) ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

দিল্লীতে ৩০ জায়গায় খানাতল্লাস

দিল্লী হইতে প্রকাশ, পুলিস গত ৬ই জানুয়ারী প্রাতে প্রায় ৩০ জায়গায় খানাতল্লাস করে। "হেজ" ও "অর্জ্জুনের" অফিসে এবং পণ্ডিত ইন্দ্র, শ্রীমতী রাজকান্ত কাউল, চতুর্ব্বিধি, মিঃ আরিফ হাসভি ও কে, এইচ, আন্সারীর বাটীতে খানাতল্লাস হয়। কংগ্রেস অফিসের সাইনবোর্ড, জাতীয়পতাকা, বহু আসবাব ও কাগজপত্র পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় ১২ টার সময় দেশ এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর অফিসে পুলিস হানা দেয়।

পণ্ডিত ইন্দ্রের বাটীতে পুলিস কংগ্রেস ডেমোক্রাটিক দলের কাগজপত্র এবং শ্রীযুত ওয়াই, পি, নম্বার বাটীতে স্বেচ্ছাসেবকদের কিছু ইউনিফরম গ্রহণ করে। শ্রীমতী সত্যবতীর বাটী হইতে পুলিস কতিপয় চিঠিপত্র লইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল বাটি ব্যতীত লালা দেশবন্ধু শ্রীযুত চামনি, কোহলি ও মিঃ আমেদ সৈয়দের বাটীতেও খানাতল্লাস হয়।

কংগ্রেস কার্য্যালয়ে পুলিস

পুনা হইতে প্রকাশ, গত ৬ই জানুয়ারী প্রাতে পুলিস কংগ্রেস কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। কতকগুলি পুস্তক পুলিস লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আবার বে-আইনী লবণ

করাচী হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেস অধিনায়ক শ্রীযুত নারায়ণদাস বেচারের নেতৃত্বে ৩জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক (তন্মধ্যে একজন বয়স্ক শিখ, একজন মুসলমান যুবক ও একজন পার্শী) ৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে বাথ দ্বীপে গমন করিয়া একটী বড় পাত্রে কিছু লবণ সংগ্রহ করেন। ঐ লবণ পরে তাঁহারা এক জনসভায় ছোট ছোট পুরিয়া করিয়া বিক্রয় করেন। একটা পুরিয়া ৭ টাকায় বিক্রয় হয়। পুলিস কোন বাধা দেয় নাই।

বেগমহম্মদ নামক একজন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "তিনি স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্ত্তি হইবার পর মুসলমান সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছে। তাহা হইলেও তিনি স্বেচ্ছাসেবকদল ত্যাগ করিবেন না।" শ্রীযুত জয়রামদাস, দৌলতরাম ও সভায় আর বক্তৃতা করেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।১০
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১০

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬০ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩২

মানবেন্দ্র রায়ের দ্বীপান্তর

জহরলালের শ্বশ্রুর কারাদণ্ড

কন্সলের উপর গুলী

দিল্লীতে পুলিস আক্রান্ত

কংগ্রেসের টাকা আটক

বীরগঞ্জের নিকট ডাকাতি

শ্রীযুত সতীন্দ্র সেন ধৃত

ভারতসচিবের নিকট গান্ধীজীর পত্র

আমেদাবাদে গুলী বর্ষণ

জাপ সম্রাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ

টাঙ্গাইলে ভীষণ ডাকাতি

নানা কথা

মানবেন্দ্র রায়ের দ্বীপান্তর

কাণপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত এম, এন রায়ের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলার রায় গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১২ বৎসর দ্বীপান্তর-বাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জহরলালের শ্বশ্রুর কারাদণ্ড

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলালের শাশুড়ী শ্রীমতী রাজপতি কৌল, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অধিনায়ক আসিফ হাসনী, শ্রীমতী দুর্গাদেবী, শ্রীমতী রামপিয়ারী এবং ওয়াই, পি, বম্মা গত ৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কুইন্স গার্ডেনে ডাক্তার আন্সারীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের বিচারে তাঁহাদের তিন মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করিয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাদিগকে আরও দেড় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা কৌল প্রথম শ্রেণী ও অপর কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য হইয়াছেন।

কন্সলের উপর গুলী

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ইতালীর একজন ছাত্র গত ৮ই জানুয়ারী সকালে কন্সল আফিসের বাহিরে ইতালীর কনসল কনসটিলের পায়দেশে গুলী করিয়াছে।

আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই। বালকটি গুলী করিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। পথিমধ্যে পুলিস তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ করিলে সে পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। গুলী ব্যর্থ হয় এবং কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসা করায় আততায়ী বলিয়াছে—কনসল আমাকে শিক্ষা প্রচার কার্য্যে বাধা প্রদান করায় আমি তাঁহাকে গুলী করিয়াছি।

দিল্লীতে পুলিস আক্রান্ত

নুরুমাদিয়া হইতে প্রকাশ, গত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে পুলিসের সহিত জনতার এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষের ফলে একজন পুলিস আহত হইয়াছে ও অপর কয়েকজন ইষ্টকপাতের ফলে আঘাত পাইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, একজন পুলিস সহরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ৭ জন স্বেচ্ছা-সেবক দেখিতে পায়, তাহাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা টাওয়ারের নিম্নে দাঁড়াইয়া বর্জ্জন সম্পর্কে বাক্য ঘোষণা করিতেছিল। পুলিস ইহা-দিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

থানায় লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে উহারা শুনিতে পাইল যে, একজন বিটের কনষ্টেবল চীৎকার করিতেছে। চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া উহারা বুঝিল যে, জনতা কর্ত্তৃক উক্ত কনষ্টেবল আক্রান্ত হইয়াছে। উহারা লরী ত্যাগ করিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখিল যে, কনষ্টেবলের পাগড়ী মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাহার কমরবন্ধনীর কয়েক স্থান কাটিয়া গিয়াছে, উহার অঙ্গেও আঘাতের চিহ্ন ছিল।

পুলিস দল ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। উহারা অতঃপর মৃদুভাবে লাঠি চালনা করিলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কেহই গুরুতর আঘাত পায় নাই। বর্ত্তমানে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

বীরগঞ্জের নিকটে ডাকাতি

মতিহারী হইতে প্রকাশ, বীরগঞ্জের নিকটে জনৈক গ্রামবাসীর গৃহে ডাকাতি করিবার অভিযোগে কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ডাকাত-গণ লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সহ বাড়ীর লোকজনকে আক্রমণ করিয়াছিল। বাড়ীর একজন লোক উহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় আক্রমণকারীগণ গহনাপত্র ও অন্যান্য] লইয়া চম্পট দেয়।

ষবরাজসভার পারব্রাজকগণ

পারব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজয়ধ্বজ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রুট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, স্বরূপগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

পোঃ বল্লভপুর, হাঁসখালি, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বৃষভানু দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীসাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদর্শনাময় ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রপিতা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনন্দানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-তীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীচরণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামলগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ১৬০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি, আই, ই, এস্ মহোদয় গত ১০ই জানুয়ারী রবিবার দিবস প্রাতে শ্রীধাম দর্শনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি-এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুকে সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গাপার হইয়া মোটরযোগে বরাবর শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন; পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীযুক্ত যতীন বাবু তাঁহাকে শ্রীধামমায়াপুরে অবস্থিত চাঁদকাজীর সমাধি ও বাঙ্গালার রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ইত্যাদি যাবতীয় দর্শনীয় বস্তু দর্শন করাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত ভক্তিবিজয় ভবনের প্রশস্ত দ্বিতলকক্ষে উপবেশনার্থ লইয়া যান। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন বাবুকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। পরবিদ্যাপীঠের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ মহোদয় উক্ত অভিভাষণটী পাঠ করিলে, পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণও কয়েকটী স্তোত্র পাঠ করেন। অতঃপর সুরেন বাবু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয়ের সহিত কিছুক্ষণ বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অধস্তন গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তদনন্তর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীবৈষ্ণব আচার্য্য-চতুষ্টয়ের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন।

সময়ের অল্পতা নিবন্ধন তিনি অধিক সময় অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অতঃপর তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্কুল সম্বন্ধে সুউচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন এবং পুনরায় মোটরযোগে কৃষ্ণনগর হইয়া, কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে যথাবিহিত সন্ধ্যা আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠরক্ষক ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামীদিগের কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায় আছে কি না তাহা বর্ণনকালে বলেন যে, যাহারা ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধি কামনা করিতেছে তাহারা সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণপ্রেম লাভের তাহাদিগের কোন সম্ভাবনা নাই।

যদি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন ভাগ্যফলে সৎসঙ্গে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে সুবুদ্ধির উদয় হয় তাহা হইলে তিনি তখন গাঢ়ভক্তিভাবে কৃষ্ণের ভজনে প্রবৃত্ত হন। এমত অবস্থায় পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ ভোগ-বাসনা কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ভগবান্ তাহাকে মূর্খজনে তাহার অভিলষিত ভোগ প্রদান না করিয়া স্বচরণামৃত দান করিয়া তাহার বিষয়-পিপাসা ভুলাইয়া দেন অর্থাৎ যাহারা কোন কামনা লইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনে প্রবৃত্ত হন, ভগবান্ তাহাদিগকে সে কামনার হেয়ত্ব উপলব্ধি করাইয়া একমাত্র যে ভগবদ্প্রেমই প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগকে উপলব্ধি করাইয়া দেন।

উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা ধ্রুবচরিত্র আলোচনা করি তাহা হইলে অবগত হইব, ধ্রুব প্রথমে রাজত্বের জন্য ভগবদ্-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেবমুনীন্দ্র-গুহ্য ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার আর ভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কোন বর যাচ্ঞা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না।

কিন্তু এইটী আমাদিগের বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎ প্রার্থনা না করিয়া মাত্র রাজত্বের জন্যই ধাবিত হইতেন তাহা হইলে পদ্মপলাশলোচন হরির দর্শন লাভের বহু পূর্ব্বে যে যে মহাজনগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাঁহাদিগের নিকট রাজত্ব লাভ করিয়া তিনি শ্রীহরির শ্রীচরণ দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতেন। অতএব প্রথমাবস্থায় আমাদিগের হৃদয়ে ভুক্তি, মুক্তি, বা সিদ্ধি কামনা কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা যেন সেই পদ্মপলাশলোচন হরি ভিন্ন অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে কৃতসঙ্কল্প না হই; তাহা হইলেই সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া তাঁহার অভয় অমৃতচরণই যে একমাত্র প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

বিগত ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতির ৯ম সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বনিয়ম নগর সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাতের প্রারম্ভে বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঠ হয়। পাঠান্তে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া অর্দ্ধঘণ্টা পর স্থানীয় বন্দরে এক বিশাল বটবৃক্ষতলে শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচার এবং সংখ্যায় সম্প্রদায় ও সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,—অবর-ভাবে শ্রীভগবানের গুণ প্রকাশ করিবার সংখ্যা চিরকালই অল্প, আর বাস্তবেক ভাবে তাঁহাকে প্রচার করিবার সংখ্যা চিরকালই অধিক। তাহার প্রমাণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প থাকিলেও ধর্ম্ম (শ্রীকৃষ্ণ) সহায় থাকাতে তাঁহারাই বিশ্ব-বিজয়ী বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। ভগবৎ-ইচ্ছাতেই বহির্মুখ বিরোধী সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য জনমতের প্রবল ঘাত-উন্মুখী সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায়ের দ্বারা তাহারা পরাভূত হয় এবং আসুরিক সম্প্রদায়ের হেয়ত্ব,—জনমতবৈকল্য ও বৈর-সম্প্রদায়ের প্রাবল্য প্রকাশ পায়। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার প্রচার দ্বারা ইহাই সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্ ...চার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি...র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও

...স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ ...য়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী ...সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম ...জে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ...ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ...৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; ...৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ...ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া ...শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও ...ক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ...ক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ...পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ...জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ...প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ...স্থূল অক্ষরে পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ...টীকা ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-..., প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ...ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের ...খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ...হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ...১৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি ...শিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ..., কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...হেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী ...কারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ...ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ...বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ...কা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-...রঞ্জন' ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ...ক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ...সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রন্থ ...গণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিন্ত্যত্ব-অচিন্ত্যত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনব্য স্মার্ত্তিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**— লোকাতীতত্ব ও সত্যাশ্রয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসমলঙ্কৃত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পারক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী যেরূপ প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব- ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ— শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ২৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-সম্পাদিত-মণ্ডনরূপে এই গ্রন্থখানি উদ্দিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুসিদ্ধান্তিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেম গানের পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্কলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাচনি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীঁ শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে ও নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাপ সম্রাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ

টোকিও হইতে প্রকাশ, গত ৮ই জানুয়ারী সম্রাট হিরোহিতো অল্পের জন্য বোমা বিদারণের ফলে আহত হন নাই। রাজপ্রাসাদের সুবিখ্যাত চেরী ফটকের মধ্যে রাজকীয় যান প্রবেশ করিবামাত্র একটী বোমা রাজকীয় যানের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। নব বর্ষের সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনান্তর সম্রাট প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সেই সময় সম্রাটের যানের পশ্চাতে একখানি যানের নিকট বোমা বিদীর্ণ হয়। উহার ফলে একটী ঘোড়া সামান্য রকম আহত হয়। আক্রমণকারী সন্দেহে রিহোমো নামক জনৈক কোরিয়াবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহার পকেট হইতে আর একটি বোমা বাহির হয়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য জানা যায় নাই। অনেকে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন যে, ভারতে স্বরাজ লাভের জন্য পুনরায় নূতন করিয়া চেষ্টা আরম্ভ হওয়ায় হয়ত কোরিয়াবাসীরা

হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংয়ের আক্রমণকারীর নেতৃত্বে কয়েকজন ভারতীয় চরমপন্থী গত ২ই জানুয়ারী ভারতে ইংরেজ শাসনের নিন্দা করিয়া গরম গরম বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার ফলেও হয়ত হিরোহোর উত্তেজনা আসিয়াছে বলিয়াও উক্ত বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে।

ফরিদপুরে লালমিঞা গ্রেপ্তার

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ৭ই জানুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও জাতীয় মুসলমানদলের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন ওরফে লাল মিঞা আজ অপরাহ্ণ ৫টার সময় তাঁহার নিজ বাটিতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের অল্প পরেই ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করা হইয়াছে।

প্রকাশ, লাল মিঞাকে সাধারণবিধির ১২১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারের পর থানার নিকটে ও জেলের ফটকে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল।

অর্ডিনান্সের আদেশ অমান্য

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, পুলিস আইনের ৩২ ধারা অনুসারে পাশ না লইয়া মিউনিসিপাল এলেকার মধ্যে শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ করিয়া গত ৬ই জানুয়ারী সেখানে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের সকল কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিহার উড়িষ্যা গেজেটের যে অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার এক খণ্ড জিলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আবার ঢোল সহযোগেও এই সংবাদ সকলকে জানান হয়। লোকজনকে আরও বলা হয় যে, তিলক ময়দানে যে সভা হইবার কথা, তাহাতে যেন কেহ যোগদান না করে।

কিন্তু লোকে হরতাল পালন করে এবং সভাতেও যোগদান করে। শ্রীযুত মথুরা প্রসাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পুলিস গত ৭ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কংগ্রেস আফিসে যাইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এল কে এবং শ্রীযুত মথুরা প্রসাদ বি, এলকে তাঁহার বাটিতে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জৌনপুরের সভা ছত্রভঙ্গ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ৮ই জানুয়ারী পুলিশ জৌনপুরে এক কংগ্রেস সভা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

খেরী ও বালিয়ায় ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

সুলতানপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্বামী নারায়ণ ও আর ৪ জনকে এখানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বস্তিতেও কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর অর্ডিনান্সের আদেশ জারী করা হইয়াছে।

আমেদাবাদে গুলী বর্ষণ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদ জিলার উত্তর দাসক্রয় তালুক কোন গ্রামে গুলী বর্ষণের ফলে ৩ জন লোক নিহত হইয়াছে। ঠাকুরদাস ও মেবপাল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য গ্রামের

প্যাটেল ঠাকুরদাস সম্প্রদায়ের লোক, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

চীন সীমান্তে জাপান সৈন্য

সাংহাই হইতে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত জাপানী সৈন্য সাংহাইকুয়ান দখল করিয়া পুরাতন চীনের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পুরাতন চীনের ভিতর পাছে জাপান সৈন্য আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে চীনাবাসী অনেকেই ভীত হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন চীনে জাপান প্রবেশ করিবে না। মাঞ্চুরিয়ার ভাল ভাল প্রদেশগুলি জাপানের পূর্ণ দখলে আনিয়াছে, সুতরাং জাপান এখন মাঞ্চুরিয়ার ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত। মাঞ্চুরিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই ভাবিয়াই জাপানের এখন আর কিছু চিন্তা করিবার সময় বা ইচ্ছা নাই।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র সেন ধৃত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পটুয়াখালীর বিখ্যাত নেতা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন গত ৭ই জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার বাসস্থান ৩৩এ মধু রায়ের লেনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার কয়েকজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া শ্রীযুত সেনের নামের পরোয়ানা সহ ৩৩এ মধু রায়ের লেনে যান কিন্তু সতীন্দ্র বাবু তখন তথায় না থাকায় তাহারা চলিয়া যায়। শ্রীযুত সেন ফিরিয়াই পুলিসে টেলিফোন করেন। তখন পুলিস আবার আসিয়া শ্রীযুত সেনের আহ্বানের পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। শুনা যাইতেছে, শ্রীযুত সেন বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ভারতসচিবের নিকট গান্ধীজীর পত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, "ফ্রী প্রেসের" বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন:—

"আমি অবগত হইলাম যে, স্যর স্যামুয়েল হোর (ভারতসচিব) জিলেলো হইতে গান্ধীজীর লিখিত ৭ই ডিসেম্বর তারিখের একখণ্ড পত্র পান। উক্ত পত্রে গোলটেবিল সম্মেলনের কমিটীর সহিত তাঁহার সহযোগিতা সম্পর্কে অভিমত গান্ধীজী ভারতসচিবকে জানাইয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্যর স্যামুয়েল হোরও উক্ত পত্রের এক উত্তর বিমান ডাকযোগে বোম্বায়ে গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিশেষ সংবাদ রাখেন তাঁহাদের কথায় প্রকাশ, উক্ত পত্রে নাকি ভারতসচিব গান্ধীজীর দাবীসমূহ পূরণ করিবার ভাবই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অবস্থা উদ্ভব হইবার গুপ্ত রহস্য এখনও কিছু প্রকাশ পায় নাই। যখন উ[...] প্রকাশ পাইবে তখন সম্ভবতঃ দে[...] যাইবে যে, এই অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণে[...] এবং সরকার পক্ষীয় যে সকল অভিম[ত] ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের

টাঙ্গাইলে ভীষণ ডাকাতি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, টাঙ্গাই[ল] থানার অন্তর্গত আতিয়া গ্রামের ব্রজে[ন্দ্র] সাহা ও কুটীশ্বর সাহা নামক দুই ব্যক্তি[র] বাড়ীতে উপর্যুপরি দুইটী ভীষণ ডাকা[তির] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ১০[...] জন ডাকাত লাঠি ও অন্যান্য মারাত্ম[ক] অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পর পর দুই গৃহে প্রবেশ করে এবং অলঙ্কার পত্র ছাড়া নগদ ১০০০ টাকা লইয়া স[...] পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে ১২ [...] ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পু[লিস] তদন্ত চালাইতেছে।

গোলটেবিল বৈঠক

পাটনা হইতে প্রকাশ, গোলটে[বিল] বৈঠকের ভারতীয় কমিটিতে কোন্ কে সদস্য থাকিবেন, তৎসম্পর্কে "[...] নেশন" বলিতেছেন—বঙ্গদেশে [...] বিহারের দুই জন প্রতিনিধি থাকি[বেন] এই দুই জন প্রতিনিধি উভয় সম্প্রদা[য়ের] স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হ[ইবে]ন। যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে আ[লো]চনা হয়, এরূপ ভাবে কমিটীগুলি গ[ঠিত] হওয়া আবশ্যক। তাই ভারত গবর্ণমে[ন্ট] এই সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে[ন।] জমিদারদিগের মধ্যে কে কে প্রতিনি[ধি] হইবেন তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে কি জানা যায় নাই

কংগ্রেসের টাকা আটক

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পেটিগা[ন] ডেপুটী কমিশনার ২ জন পুলিস ইন্সপে[ক্টর] সহ মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কারদিগের পল্লীস্থ এ[ক] বড় ব্যাঙ্কে গমন করেন। এই ব্যা[ঙ্কের] উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি [হই]য়াছে যে সরকার বিশ্বাস করেন যে, ব্যাঙ্কে অবৈধ সমিতির নামে টাকা হিসাব আছে, সুতরাং নোটীশ দ্বারা সকল হিসাবের পরিচালন বন্ধ করি[বার] আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানে[জিং] ডাইরেক্টার স্বীকার করিয়াছেন যে, নি[খিল] ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। পু[লিস] হিসাবের বহি পরীক্ষা করিতেছে।

Reg No C.1415

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ছত্র ১০
প্রতি কলম ৬০
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২।
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাতাদোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯্
ষাণ্মাসিক ৫্
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১্
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে পৌষ বুধবার ১৩৩৮, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩২

না·। কথা

জার্ম্মাণীর ঘোষণা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, ডাঃ ব্রুনেনিং এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ অর্থ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

ডাঃ ব্রুনেনিংএর এই বিবৃতিতে প্যারিসের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অবস্থা যে খুবই গুরুতর হইয়াছে এ বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত।

সকলেই মনে করিতেছেন যে, ইহাতে লোসেন বৈঠকের কোনই মূল্য থাকিবে না এবং পাওনাদারদের অবিলম্বে একত্র হইয়া কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা চিন্তা করা উচিত।

চ্যান্সেলারের এই নূতন চালে হিটলারের হাত আছে বলিয়া প্রত্যেকেই মনে করেন।

এক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, "ইয়ং প্লেন" অনুযায়ী জার্ম্মেনী ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদানে অপারগ হইলে এ বিষয়ে হেগ নগরীতে আন্তর্জ্জাতিক কোর্টে উল্লেখ করা হইবে।

সীমান্তে ধরপাকড়

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোট ৪১২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে পেশোয়ারে ২৫৩১, কোহাটে ৮৬৪, বন্নুতে ৬০২, ডেরা ইস্মাইল খাঁয়ে ।৯ এবং হাজরায় ২৩ জন ধৃত হইয়াছে।

র ঘোষণা

সীমান্তে ধরপাকড়

ঢাকায় নোটীশ

১৪ জন ছাত্র বহিস্কৃত

বর্ম্মায় বিদ্রোহীর উৎপাত

নূতন অর্ডিনান্স প্রয়োগ

লাঠিসাহায্যে সভা ছত্রভঙ্গ

সারকুলার রোডে ডাকাতি

ডাঃ আন্সারী দণ্ডিত

কংগ্রেস আফিসে তালাবদ্ধ

রোগ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা

ক্ষমা প্রার্থনা করায় প্রায় ২৫০ জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকায় নো

ঢাকা হইতে প্রকাশ, জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক আইনের ৪ ধারানুযায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বহু ব্যক্তির উপর এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রকার সভা কিম্বা শোভাযাত্রা গঠন কিম্বা উদ্যোগ আয়োজন করা কিম্বা তাহাতে যোগদান করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট বিরোধী আন্দোলন কিম্বা আইন অমান্য আন্দোলনের সহায়তা মূলক কোন কাজ কিম্বা তাহাতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন সম্পর্কে কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

১৪ জন ছাত্র বহিস্কৃত

বারাণসী হইতে প্রকাশ, ১০ জানুয়ারী—কংগ্রেসের পিকেটিং এবং হরতালে যোগ দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় সেনট্রাল হিন্দু হাইস্কুলের ১৪ জন ছাত্রকে বহিস্কৃত করা হইয়াছে। এই স্কুলটি মিসেস এনি বেশান্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে উহার পরিচালনভার বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে।

বারাণসীতে গত ১০ই জানুয়ারী আবার হরতাল হইয়াছে।

গুজরাটের ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গুজরাটের বর্ত্তমান ডিক্টেটর মিসেস কামুগা গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দুইজন মহিলার কারাদণ্ড

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, পিকেটিং করার অপরাধে দুইজন মহিলা সহ যে ১০ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। মহিলাদের ১৫ দিন করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৫্ টাকা করিয়া জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিন করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। অবশিষ্ট কর্ম্মীদের প্রত্যেকের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

অন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে

তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ শীতচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুকুন্দানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীগুরুবন্ধন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীসজ্জন নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীনাম-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীরূপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুবন ভাওয়াল বী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাপানিয়া, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত রূপপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রপানিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সপ্তদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনরহরিানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীপ্রাণনিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জঙ্গমবাড়ী নবপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন সেনগুপ্ত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপী ভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২২০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার [illegible] ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible], কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক গ্রাহকের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ [illegible]কা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তাগ্র অচিন্ত্যাগ্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃদ্ধি, শ্রীনরু স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, লোকবঞ্চনা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর [illegible]

পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই [illegible]গ্রন্থে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়-সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণতত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌর [illegible] [illegible]

মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান থাকিতে পারিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামী শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থটি উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় আলাপ, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপচ্ছলে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভক্তমহাজনের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

স্তব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ সহিত ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক বিস্ময়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইঁহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। সাহিত্যাচার্য্য কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত লাহোর। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা বৈষ্ণব বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দ্বাদশের শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত', নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কথা সুগ্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৩ পেজী ৪ কর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নানাবিধ বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এরূপ প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— “শ্রীপ্রকাশ”
সর্ব্বত্যাগ

Reg No C.1445.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।৹
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩২

গ্রেপ্তারে কস্তুরীবাঈ গান্ধী

কৃষ্ণনগরে বহু ব্যক্তির উপর নোটীশ

সার ম্যালকম হেলির উক্তি

করাচীতে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্যম

হৃষীকেশে সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার

কংগ্রেসকে টাকা প্রদান করিতে নিষেধ

নানাস্থানে হরতাল

জামসেদপুরে খানাতল্লাস

কে নির্ব্বাসন

এলাহাবাদে আবার মিছিল

মহিষবাথানে লবণ তৈরী

বাংলা

কৃষ্ণনগরে বহু ব্যক্তির উপর নোটীশ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, গত ৮ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ৪ ও ৫১ ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারি করা হইয়াছে,—

জিলা ছাত্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারী, দীনেন্দ্রনাথ সরকার, অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সরকার, শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ, শ্রীমতী বিভারাণী দাসী, শ্রীমতী অপর্ণা অধিকারী, শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীর উপরও এইরূপ এক নোটীশ জারি হয়; কিন্তু নোটীশে তাঁহার নাম ঠিকভাবে লিখিত হয় নাই বলিয়া তিনি উহা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় একশত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নোটীশ বাহির করিয়াছেন।

জিলা কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর রাণাঘাট ষ্টেশনে উক্ত অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারি হইয়াছে।

গান্ধীজীকে নির্ব্বাসন

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজীকে জনসাধারণের পক্ষে ভয়াবহ বিবেচনা করিয়া ভারত হইতে নির্ব্বাসন দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে “টাইম্স অব-ইণ্ডিয়া” এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

এই প্রকার ফাঁকা কথার আন্দোলন হওয়া কর্ত্তব্য। অধুনা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইপ্রাস দ্বীপ হইতে গ্রীক বিশপদিগকে নির্ব্বাসন দেওয়া যেমন যুক্তিযুক্ত ও ফলপ্রদ হইয়াছিল সেরূপ খুব কমই হইয়া থাকে। আবদুল্লাকে কিংবা জগলুল পাশাকে মাল্টায় প্রেরণ করিয়া কাহারও কোন লাভ হইয়াছিল কি? মিশরবাসীরা সকলে জানিত যে, জাতীয়তাবাদী এক জনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করায় তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরন্তু মন…

মাত্র চিন্তা করিলে ভারতপ্রবাসী ইংরাজদের মধ্যে মত-প্রকাশ সম্বন্ধে একটু সংযমের ভাব আসিতে পারে।”

মহিষবাথানে লবণ তৈরী

গত ১০ই জানুয়ারী সোমবার বেলা ১২টা হইতে মহিষবাথানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লবণ প্রস্তুত হওয়াকালীন ঐ ঘটিকায় সদর থানার ইন্সপেক্টার এবং বাজার হাটের দারোগা ৯ জন সশস্ত্র পুলিশসহ আসিয়া শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। অন্যান্য আরও বহু লোক এই বে-আইনী লবণ প্রস্তুতে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্ববৎ লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে।

পূর্ব্বে লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের নামে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট নবপ্রবর্ত্তিত অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছিলেন। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ ঐ ... উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ... ৯ম স্কন্ধ পর্যন্ত ২।৮০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ, গ্রন্থ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ... ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ... প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ... ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ... কথাসার, তথ্য প্রভৃতি নব খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ... ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী ... ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ... বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—শঙ্করাদি ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবৰ্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্... বৃত্তি

—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বচিন্তা পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমা—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ ... ক্রম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শনপাঠের উপযোগী করনার্থ এই উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে ... মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত ... শ্রীমদ্গ্রন্থের একটি ... অলৌকিক ... প্রদত্ত হইয়াছে। ... ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ ... একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফোন—

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
নবদ্বীপ

Reg No C.1445

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা মাঘ শুক্রবার ১৩৩৮, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩২

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর গ্রেপ্তারে হরতাল

যুবাদের প্রতি লাটের উক্তি

মান্দ্রাজে পিকেটিং

সিনলিন্‌টনে ঘোর যুদ্ধ

কলিকাতায় ভীষণ নারী হত্যা

চীন জাপানে যুদ্ধ

ডাকাত কর্ত্তৃক গ্রামবাসী নিহত

চিতাবাঘ শিকারে বিপদ

ছুরিকাঘাতে সর্দ্দার নিহত

চুঁচুড়ায় ডাকাতি

নানা কথা

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

পুণা হইতে প্রকাশ, কারাগারে গান্ধীজীকে কি ভাবে রাখা হইবে, সে সম্বন্ধে সরকারের এ পর্য্যন্ত কোন আদেশ না পাওয়ায় জেল কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক গতবারের মতই চলিতেছেন। লোকে যে অনুমান করিতেছে, যারবেদা জেলে গান্ধীজীকে খুব বেশী দিন অবস্থান করিতে হইবে না, সরকারের এই আদেশ প্রদানে বিলম্ব দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে মনে হইতেছে, অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত গান্ধীজীকে কোন নির্জ্জন স্থানে সর্ত্তাধীন অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছামত ভাবে জীবনযাপন করিতে দেওয়া হইতেছে।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর গ্রেপ্তারে হরতাল

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তথায় আংশিক হরতাল প্রতিপালিত হয়। প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। গত ১২ই জানুয়ারী হর্ণবী রোডে ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ বণিকগণের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে দেশসেবিকাগণ পিকেটিং পরিচালিত করেন।

যুবাদের প্রতি লাটের উক্তি

লাট বাহাদুর ভারতের যুবক বৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন—"যে হাজার হাজার ভারতীয় যুবক রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করিতে সমুৎসুক, উঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে তাঁহারা পরস্পরের আশা ত্যাগ করিয়া যে পরিমাণে গণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহারা সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন। ভারত যদি এই শিক্ষা ঠিকভাবে গ্রহণ করে এবং গ্রেট বৃটেন যদি ভারতের হস্তে দায়িত্ব সমর্পণ করে, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেন এই অহঙ্কার করিতে পারিবে যে, সে ভারতের দেশের চিরাচরিত দেশ-সেবার শ্রেষ্ঠদান ভারতকে দিতে পারিয়াছে।

সিনলিন্‌টনে ঘোর যুদ্ধ

টোকিও হইতে প্রকাশ, সিন্‌লিনটনে চীন জাপানে ঘোর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চীনা দস্যু জাপানী পদাতিক সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আহতের সংস্রবে যে সকল ইঞ্জিনীয়ার ছিল, দস্যুরা তাহাদিগকেও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

জাপ সৈন্যের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, যে কয়েকজন পদাতিক ও ইঞ্জিনীয়ার সৈন্য জীবিত ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে। চীনা দস্যুর দল সংখ্যায় অনেক অধিক ছিল বটে, কিন্তু জাপান সৈন্যের মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই।

জাপানী সেনা সিন্‌লিন্‌টন দখল করিয়া বসিয়া আছে। পাটগোবাওএর পাওয়ার ষ্টেসন দস্যু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। সহরে আলোক নাই। সিনলিন, টাঙ্গান এবং চিনগাও সহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

চিতাবাঘ শিকারে বিপদ

কটক হইতে প্রকাশ, নয়াগ্রামের অন্তর্গত পরাম্বু গ্রামে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ কিছুকাল যাবত উৎপাত করিতেছিল। গ্রামবাসীরা উহাকে গুলী করে। গুলী খাইয়া বাঘটা ১৪ জন শিকারীকে নখর ও দাঁত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। আহত এক ব্যক্তি ২ দিন পরে মারা গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন. এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয়ানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল. এম.

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত, শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, কাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তাঁতিয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, চাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৬৩৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর মঠাধ্যক্ষ প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাবিংশ-পরিচ্ছেদ হইতে সাধনভক্তির লক্ষণ কি তাহা সমুপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার জন্য জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই –

'কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা
সা সাধনাভিধা,
নিত্য-সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং
হৃদি সাধ্যতা॥'

অর্থাৎ সাধ্যভাব যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয় তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব। তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দ-কণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের সে আনন্দ ইহকালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকট হইবার যোগ্য সেই জন্য এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, তখন তাহার নাম 'সাধন ভক্তি'।

একদিন শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীমন্মহা-প্রভুকে সাধনভক্তির লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, অনু-কূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন দ্বারা সেই স্বরূপ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধন ভক্তি, তাহা দুইপ্রকার 'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যাহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধী ভক্তি'। এখানে মহাপ্রভু ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল-জ্ঞান যোগাদির অকর্ম্মণ্যতা সর্ব্ব-জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-কামার ভক্তং অভিমান দূর করত একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগে তাঁহাদের অভীষ্ট বা প্রয়োজনীয়তা সমস্ত সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সকল কাম অজ্ঞাত বশতঃ কিছু অনুস্যূত থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া তাহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। মহতের কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না। তাই সাধু-সঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্য-ভক্তির অধিকার দিয়া থাকে।

একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এতাবৎকাল গুরুগৃহে থাকিয়া কোন্ পাঠ পঠনের মধ্যে শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিয়াছেন? তদুত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্, অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা, ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্' শ্লোকের দ্বারা বদ্ধজীবের পক্ষে নবধা বৈধী ভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন। এই নবধা ভক্তির মধ্যে একাঙ্গ সাধনেও ফল হয়। পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ, শুকদেব তৎকীর্ত্তন, প্রহ্লাদ তৎস্মরণ, লক্ষ্মীদেবী তৎপাদসেবন, পৃথুরাজ তদর্চ্চন, অক্রূর তদভিবন্দন, কপিপতি হনুমান তদ্দাস্য, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্য এবং বলি মহারাজ শ্রীভগবানকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পার্থিব কর্ত্তব্য থাকাকালে জীবকে পুনরায় তাহা শোধ করিবার জন্য জগতে আসিতে হয়; সুতরাং যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হন তিনি আর কাহারও নিকট ঋণী থাকেন না। মানব জন্মিবামাত্র দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়,মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট বহু প্রকারে ঋণী হইয়া থাকেন। শাস্ত্র মতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল ঋণ তাহাকে পরিশোধ করিতে হয়। তিনি যদি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ পৃথক্ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শোধ না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়।

অতএব আমাদের—ঐকান্তিক নিষ্ঠা-রহিত বদ্ধজীবের পক্ষে বৈধীভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ তাঁহারা রাগানুগা-ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। এই নবধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান ও নিরপরাধে নাম লইলে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায়।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

গত ৮।১।৩২ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদ মঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে [illegible] উদ্ধার দর্শনে দেবগণের নৃত্য" বিষয় পাঠ করিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ যম [illegible] উদ্ধার দর্শনে চিত্রগুপ্ত নিকট তাহাদের পাপ পুণ্যের বিষয় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রগুপ্ত [illegible] বলিলেন যে তাহাদের পাপের কথা [illegible] লক্ষ [illegible] একমাত্র ধরিয়া [illegible] সকল শেষ হইতে পারে। [illegible] এত বড় [illegible] উদ্ধার দর্শন—গৌর-স্মরণ করিয়া [illegible] [illegible]। [illegible] তাঁহার কৃষ্ণা[illegible] নাম কীর্ত্তন করিতে [illegible] মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া তিনি [illegible] নৃত্য করিতে থাকিলেন। তাঁহার নৃত্যে সকল দেবতাই যোগদান করিলেন। সক[illegible] কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃষ্ণভক্ত দেবগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণাবেশে স্ব-স্ব পুরীতে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের ঈশ্বর [illegible] লীলার কারণ অনুশীলন করিলে চৈতন্যচরণে অচলা

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র সংকলিত সদ্ভাবে এই গ্রন্থে উত্থিত হইয়াছেন। আবার প্রবিষ্ট সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥/০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনযোগ্যতা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। [illegible] /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্ধেশ জানা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তিদ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিব[illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বি[illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি[illegible] ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহা[illegible] এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ব[illegible] ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নানের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম **"সুখ-পথ প্রদর্শক"**।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আমি [illegible] (মাথার [illegible] আমার)

[illegible] না।

শ্রী[illegible] উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], [illegible]।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য পাবেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত [illegible] উকিল মহাশয় মাত্র [illegible] দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের গ্রাহকদের জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, [illegible]-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া [illegible]। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার সর্ব্বস্ব!

কীর্ত্তন-কানন কুসুমের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় প্রদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি **শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি** রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক [illegible] কবিতাগুচ্ছের [illegible]

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, [illegible] গৌড়ীয় প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ আঃ **শ্রীধাম-মায়াপুর** নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—[illegible]

Reg No C.1445

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৪ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা মাঘ শনিবার ১৩৩৮, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩২

বোম্বাই লাটের বক্তৃতা

বেলপুকুর ইউনিয়ন বোর্ডে সভা

মীরপুরে গুলীবর্ষণ

দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ডে সভা

৮জন বিদ্রোহীর ফাঁসী

কাশীতে নানা কেন্দ্রে লবণ তৈয়ারী

লবণ আইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার

বিমল দাসগুপ্তের অব্যাহতি

অধ্যাপক ইন্দ্র গ্রেপ্তার

কুমিল্লায় শিক্ষয়িত্রী গ্রেপ্তার

নোয়াখালিতে ডাকাতি

নানা কথা

বোম্বাই লাটের বক্তৃতা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী অপরাহ্নে লাট প্রাসাদে সহরের বাণিজ্য শিল্প সম্মেলনের অধিবেশনে লাট বাহাদুর বলেন,—

সহরের বাণিজ্য শিল্প সঙ্ঘের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণকে আজ আমি আহ্বান করিয়াছি। আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন; তাহাই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং এই আন্দোলনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর যে আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্যকরূপে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এই সম্মেলনীর অধিবেশন হইয়াছে।

গভীর গবেষণার পর, এই দমন নীতি আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমরা জনসাধারণের রক্ষক, আমাদিগের একটা দায়িত্ব আছে, সেই বিষম দায়িত্বের পরিপূরণকল্পে আজ আমাদিগকে এই নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের এই নীতি অবলম্বন করিবার অন্য কোনও কারণ দর্শাইতে হইবে না। রক্ষক হইলে যাহা করা কর্ত্তব্য, আমরা শুধু তাহাই করিয়াছি। আপনারাও ইহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

এই নীতি অবলম্বন করায়, বোম্বাই প্রদেশে যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এই নীতির আংশিক সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছি। অনেকেই বলিতেছেন বৃটিশ পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি করাই এই দমন নীতির উদ্দেশ্য। ভীতি প্রদর্শন করিয়া, স্বদেশী ছাড়িয়া বিলাতী পণ্য ক্রয় করাইবার জন্য; এই নীতির অবতারণা হইয়াছে। ইহাই অনেকে মনে করিতেছেন কিন্তু আমি এবং বোম্বাই সরকার অবাধ বাণিজ্যাধিকার সকলকে সমভাবে প্রদান করিয়াছি। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেই ব্যবসায়ই করিতে পারেন। বলপূর্ব্বক বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা আমাদিগের আদৌ ইচ্ছা নহে।

মিরপুরে গুলীবর্ষণ

জম্মু হইতে প্রকাশ, মিরপুর তহশীলে মোহরাখানি শেখ নামক স্থানে শিখদের বাড়ী লুট করায় সম্পর্কে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, জেলদারের বাড়ীতে অগ্নিপ্রদান চেষ্টার সম্পর্কে পোঠাশেরে যুক্ত লোকদিগকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দিলেও সৈন্যদের নায়ক গুলী চালাইতে অস্বীকার করেন,—এ কথা মোটেই সত্য নয়।

খাজনার অনেকটা অংশ মাপ করা হইলেও প্রাপ্য অংশ প্রদান না করায় মিরপুর হইতে ৪ মাইল দূরে একখানা গ্রামে গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে কয়েকটা গবাদি পশু ক্রোক করা হয়। ইহাতে অনেক লোক জমিয়া যায় ও উহারা পুলিসের উপর ইটপাটকেল ফেলে। পুলিশের সাহায্যার্থে সৈন্যদল ছিল।

তাহারা গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। তাহারা ৬০ গজ দূর হইতে ৪টা গুলী ছুড়ে। একজন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জনতা পুলিস ও সৈন্যদের পাছু পাছু মিরপুরের ৫০০ গজ দূর

শেষ সংবাদে প্রকাশ, চৌমুখ ও শিমদের তহশীল হইতে বিস্তর লোক আসিয়া মিরপুরের বাহিরে হৈ চৈ করিতেছে। মিরপুরে জম্মুর গভর্ণর ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেল আসিয়া ছাউনীতে অবস্থান করিতেছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অশান্তি ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি বিরাট অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবচ্চবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্পতীর্থ, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদাত্মা, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসংসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-তীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, ঢাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর, ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীধারীজী

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

৫৫ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ কমলাক্ষ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল-পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার | ২৬৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই পৌষ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর শহরে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাল মহাশয়ের বাটীতে ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, আমরা জীব, আমাদের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম আছে। তাই আমরা চেতন বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। আমরা চেতন বস্তুকে ভালবাসি এবং চেতন বস্তু আমাদের ভালবাসে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমানে যে জিনিষকে লইয়া আমরা ভালবাসাবাসি করিতেছি সে জিনিষ আমাদিগকে ভালবাসে না এবং আমরাও তাহাকে ভালবাসি না। এই জিনিষটা স্থূল বা জড়; এই পরিদৃশ্যমান জগতে যেখানে যত ভালবাসা চলিতেছে বা ভালবাসার আদানপ্রদান চলিতেছে, সমস্তই এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া। জীবেতে ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অনুভব করিবার যোগ্যতা আছে।

জীব এইপ্রকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে যখন সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ পায় তখনই সে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ যাহার প্রদত্ত তাহার অধীশ্বরের কথা জানিতে পারে।

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

যে-কাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হই, সে-কাল পর্য্যন্ত এই দৈবী মায়ার হাত হইতে ছুটী লাভ করিতে পারি না। শ্রীভগবান নিজ মুখেই বলিতেছেন—'মম মায়া দুরত্যয়া'—দুষ্পারা দুরতিক্রমা। কেহ কখনও অক্ষজজ্ঞানের চেষ্টায় দৈবী মায়ার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, কারণ সেটা ভগবানের মায়া। যতদিন জীব কৃষ্ণকে স্বীকার না করে ততদিন এই দৈবীমায়ার কার্য্যই—জীবকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দান করিয়া শাস্তি দেওয়া।

ইহজগতে যেমন গবর্ণমেণ্টের আইন, যাবতীয় কর্ম্মচারী সেই আইন অনুসারে কার্য্য করিতেছে; আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে প্রজাকে যেমন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বীকার না করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বা আরোহপন্থায় ইহজগতে যতপ্রকার চেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহার দ্বারা কোন দিন তাহারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না, পরন্তু শাস্তিস্বরূপ দুঃখই লাভ হয়।

যোগী আরোহপন্থায় নাক মুখ টিপিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গহ্বরে বসিয়া থাকে। জ্ঞানী কতই না কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন ঘটনাক্রমে উর্ব্বশী বা মেনকা তাহাদের কাছে আসিয়া যায় তৎক্ষণাৎ তাহাদের পূর্ব্বের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শ্রীকৃষ্ণেতে প্রপন্ন না হওয়া কাল পর্য্যন্ত এইপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে॥

বদ্ধজীব ইহজগতে কর্ত্তা অভিমান করিয়া থাকেন। এই প্রকার প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া জীব যে বস্তুকে আশ্রয় করেন বা যিনি আশ্রয়দাতা উভয়েই অপরিণাম-দর্শী বলিয়া তাহারা বিমূঢ়-শব্দ-বাচ্য। তাই শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া সেবে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

আশ্রয়বিহীন জীবজগতের দুরবস্থা দেখিয়া স্বয়ংরূপ-বস্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া অচেতন বিশ্বে চেতনতা দান করিয়াছিলেন। তখনই অণুচৈতন্য জীব যে বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, এটা অনুভব করিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রাহক জগতে সুদুর্লভ। জগতে যাহারা প্রাকৃত অভিমান লইয়া পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করেন বা ইহজগতের জাগতিক অভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া বিশ্বালয়ের বড় বড় উপাধিধারী হইয়া ইহজগতে কতই না বাহাদুরী করেন, তাহাদের যদি শ্রীভগবানের স্মৃতি না থাকে তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা জগতের অমঙ্গল ভিন্ন কখনই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহারা অসদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সব সময়ের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্ত, তাহারা কি করিয়া জগতের হিতচিন্তা করিতে পারে?

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাকালে দেখিতে পাই যে, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হিরণ্যকশিপু, যাহার ভয়ে দেবতারাও থরহরি কম্পিত, সেই হিরণ্যকশিপুর গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ।

প্রহ্লাদ মহারাজ কিছুদিন গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস করিবার পর একদা মাতা কয়াধুকর্ত্তৃক সুসজ্জিত হইয়া পিতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে ধী সম্পন্ন অসুররাজ অনেক চিন্তা করিয়া প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি এই জগতে কোন্‌টীকে সাধু বলিয়া মনে করিয়াছ?'

পঞ্চম বৎসরের শিশু ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পিতৃক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৫।৫

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

সুদর্শনের দান

(১)

অধোক্ষজ চতুর্ব্যূহ

নির্ব্বিশেষবাদী তমোধর্ম্মের সহিত সত্ত্বের সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুভূতি-রাহিত্যকে মুক্তি বলেন। তাঁহাদের কল্পিত ঐ মুক্তি দ্বিবিধা—(১) বিষ্ণুসেবাবিমুখ অচিৎ বা জড়সাযুজ্য অবস্থা, (২) বিষ্ণুসেবাবিহীন জড়সমন্বয় অবস্থা বা চিৎ সাযুজ্য। জীব তামস মায়াবাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে সেবাপর হইলেই বৈষ্ণবদর্শন বা সুদর্শনের সাহায্যে যাবতীয় অবৈষ্ণব মত ধ্বংস করিতে সমর্থ হ'ন এবং সুদর্শনাবতার চক্রাঙ্গ দ্বারা কুদার্শনিকের ভোগপর ও ত্যাগপর চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট করিয়া জগতের হিত সাধন করেন।

দৃশ্যজগতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব দর্শনে দুর্ভাগা জীবগণ অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে ছাড়িয়া তত্ত্বাতীত অন্য উদ্দেশ্যে চালিত হওয়ায় বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হন না। তাহাদের এই অজ্ঞতা দূরীকরণার্থই শ্রীমদ্ভাগবত জগতে আবির্ভূত হইয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদচতুষ্টয় বাসুদেব-সেবাতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, বেদোক্ত নিখিল যজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ যজ্ঞেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহও বিষ্ণুভক্তিতাৎপর্য্যময়। এই প্রকার জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেবকেই লক্ষ্য করে, জ্ঞানবৈরাগ্য হরিভক্তিতাৎপর্য্যময় দান-ব্রতাদি-বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হরিভক্তিকেই উদ্দেশ করে, স্বর্গাদিলোকলাভ প্রভৃতি অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া পরাগতি হরিভক্তিরূপে নিত্যানন্দকেই লক্ষ্য করে।

বাসুদেব-সম্বন্ধশূন্য নিরীশ্বর অনুষ্ঠান-সমূহ অনিত্য অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত-কারক। জীব অদ্বয়-জ্ঞানে জ্ঞানী হইলেই সমস্ত বৈচিত্র্য চিদ্-বৈচিত্র্যপর বুঝিতে পারেন। বাসুদেবাতীত ভেদ জ্ঞানই দ্বিতীয়াভিনিবেশ; উহা বাসুদেবেরই মায়া। সেই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় অবস্থিত। রজ-স্তমোগুণদ্বারা চালিত না হইয়া যদি কেহ বৈকুণ্ঠগতে অবস্থান করেন তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, জীবের যাব-তীয় বৃত্তি বাসুদেবসেবাপর এবং বিষয়মাত্রই বাসুদেব। বাসুদেবসম্বন্ধরহিত আসক্তিই মাধবের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। মায়াবাদ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার কবলে পড়িয়া মায়িক নশ্বর হেয় বিচিত্রতাকে বাসুদেবের একমাত্র বৈচিত্র্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

তুরীয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ দ্বারা প্রাকৃত সৃষ্টি ও অপ্রাকৃত প্রকাশ প্রকটিত। শ্রীসঙ্কর্ষণের কারণ বারিতে ঈক্ষণ হইতেই নিমিত্ত ও উপাদানভেদে বৈকুণ্ঠ কারণ ও প্রাকৃত বিশ্বের কারণ অধিষ্ঠিত। শ্রীসঙ্কর্ষণই রামনৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতারাবলীর কারণ। তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন হইতে গর্ভ-সমুদ্রে অন্তর্যামী পরমাত্মা ওতপ্রোতভাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক সমষ্টি বিষ্ণু এবং চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ হইতে ক্ষীরসমুদ্রে ব্যষ্টি বিষ্ণুরূপে প্রতি প্রাণীতে ব্যষ্টি ভাবে অসংখ্য হইয়া অন্তর্য্যামী প্রতীত।

ভ্রান্তমতবাদিগণ চতুর্ব্যূহের তুরীয়ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে জীবতত্ত্ব, তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নকে মনস্তত্ত্ব এবং চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা মনে করেন, জীবতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন এবং মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব অনিরুদ্ধের উৎপত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ একটী অপরের সৃষ্ট নহে। বিষ্ণুপুরাণ

আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

পুরুষাবতারগণ সঙ্কর্ষণ-বৈভব হইতে নিত্যকাল প্রকটমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি জীবতত্ত্বের মূল কারণ, সেব্য মহা-বিষ্ণু। তিনি স্বয়ং জীব নহেন। জীবের স্বরূপে জড়তত্ত্বের পরিবর্ত্তে অণুচেতনধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ভগবানের তটস্থা শক্তি জীব তাঁহার কালের অধীন সৃষ্ট বস্তু মাত্র নহেন। চেতনবস্তু নিত্য সিদ্ধ, স্বতঃ-প্রকাশ-বিশিষ্ট। মন ও অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়-গুলি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর সহিত এক বস্তু নহেন। যে প্রকার এক দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্জলিত হইলে, পরবর্ত্তী দীপটীতেও পূর্ব্ববর্ত্তী দীপের সমান ধর্ম্ম অবস্থান করে, সেই প্রকার কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর সমুদ্রত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ ব্যূহগণের পুরুষাবতারগণ সকলেই বিষ্ণু তত্ত্ব।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীধাম 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' নয়,—ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকটিত। ইহা জড় স্মৃতি দ্বারা ঘেরা নহে,—শুদ্ধ প্রেমিকের চিত্তপটে বিরাজিত। ইহা কোটি সূর্য্যের প্রভা অপেক্ষাও অধিক তেজোময় অথচ কোটি চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা অপেক্ষা অধিক স্নিগ্ধ ও সুশীতল। এ-স্থানের চিন্ময় ভূমি সুকোমলা ও দিব্যরত্নচ্ছটাময়ী। এ অপ্রাকৃত স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরগুণগানমত্ত গৌরপার্ষদগণকে সুমিষ্ট ফল ও সুশীতল ছায়া প্রদানদ্বারা সেবা করিবার নিমিত্ত অসংখ্য ফলবান্ বৃক্ষ, নানা রত্নখচিত রাজ-পথের উভয়পার্শ্বে বিরাজিত। নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ-রত্নমালার প্রভা-নিকরদ্বারা নিরাজিত-পদ মুক্তকুলসেবিত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সুধা-পানে মত্ত হইয়া তাহারা কখনও পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মনোমোহকর শ্যামল তোরণ প্রস্তুত করিতেছে, আবার কখনও পরস্পর বিপরীত দিকে হেলিয়া দুলিয়া হেলিয়া পড়িতেছে, কখনও বা সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর উপর পুষ্প বর্ষণ করিতেছে।

শ্রীগৌর ও গৌরপার্ষদগণের বিশ্রামার্থ মাঝে মাঝে সুদৃশ্য, সুরম্য দিব্য মণিমুক্তা-খচিত অপূর্ব্বদর্শন অট্টালিকাসমূহ বিরাজিত; তথায় ভক্তগণ কোথাও শ্রীগৌরাঙ্গ, লক্ষ্মী-প্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিতেছেন, কোথাও পঞ্চতত্ত্বের সেবা করিতেছেন, কোথাও গৌর নিত্যানন্দের সেবা করিতেছেন, কোথাও গৌরগদাধরের সেবা করিতেছেন, আবার কোথাও বা যে দুই তত্ত্ব এক হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন সেই রাধা-গোবিন্দের সেবা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই খোলকরতাল-সংযোগে সুধাবর্ষিণী সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে।

অট্টালিকাসমূহের চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি দিব্য পুষ্পোদ্যান; সুশীতল সমীরণ গৌরসেবার্থ ঐ পুষ্পনিচয়ের সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অলিকুল গুন-গুন-স্বরে গৌরগুণগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবার নিমিত্ত মধু আহরণ করিতেছে। সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত দিব্য নির্ঝরিণী সমূহ ঝর্-ঝর্ রবে নিরন্তর বারিবর্ষণ করিতেছে, পিককুল সুদৃশ্য-পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া নৃত্য করিতেছে। দিব্যোদকা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নিরন্তর শ্রীধামের সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন।

বনরাজি সুরম্য সুস্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ দিব্য-তৃণাদিতে সুসজ্জিত। তথায় সুরভি ধেনু-সমূহ বিচরণ করিতেছে। ব্যাঘ্র হরিণাদি পরস্পর হিংসা বিস্মৃত হইয়া একসঙ্গে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতেছে। রাখাল বালকগণ প্রেমে মত্ত হইয়া নিরন্তর গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিতে করিতে মনের আনন্দে গোচারণ করিতেছে। দিব্য পঞ্চতমালা নানাবিধ পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিতেছে। আম্র-পনসাদি বৃক্ষ-সমূহ বনের স্থানে স্থানে স্থিত হইয়া অচ্যুতের সেবকবৃন্দকে নিরন্তর ফল এবং স্বচ্ছ সুপেয় জলপূর্ণ সুবিস্তৃত হ্রদসমূহ পানীয় নির্ম্মল বারি প্রদান করিতেছে। ঐ হ্রদসমূহে দিব্য পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং রাজ-হংসাদি গৌরগুণগান করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

আহা, কবে আমার সেই সৌভাগ্য হইবে, যে-দিন আমি এহেন শ্রীনবদ্বীপধামে তৃণরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শ লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইব!

জীব যে সময়ে অবিদ্যাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন, তৎকালে তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হয়। যখন তিনি স্বীয় স্বরূপ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্রূপের নশ্বর প্রতীতিদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হ'ন তখনই তিনি নিজ স্বরূপ ও ভগবদ্স্বরূপের নিত্যত্ব উপলব্ধি করেন। তৎকালে জড়রূপের সত্তা—অসত্তা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের ব্যাঘাত করে না। জীব বদ্ধভাব বা বিরূপ জ্ঞানে প্রভাবিত না হইলেই তাঁহার মায়াবাদ কাটিয়া যায়। তখন তিনি ব্রহ্মবিদ্ বা আত্মবিদের শরণাগত হন।

আত্মবিদের কৃপায় জীবের বিরূপ জ্ঞান তিরোহিত হইলে তিনি কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ত্রয়ের দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। তৎকালেই তিনি অবিদ্যাবন্ধনজনিত অপরজ্ঞানের ভোগপরতা হইতে বিমুক্ত হ'ন। জীবের ব্রহ্ম দর্শন ঘটিলেই ভগবৎ সম্বন্ধজ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিতা হ'ন। তখন সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা—এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ে ভগবদ্রূপ-লব্ধি করিয়া বিরূপ অক্ষজ-দর্শন প্রভাবে ভগবান্‌কে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবা বৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাস বিচিত্রতা দর্শনরূপ অদ্বয়-জ্ঞানে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মেতর ভোগ্যভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয়।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ১৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত-শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ, ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যাখ্যা-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দকারিণী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড— শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বেলপুকুর ইউনিয়নবোর্ডে সভা

গত ১৯।১২।৩১ তারিখে বেলা ২ ঘটিকার সময় বেলপুকুর ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেন্ট অফিসে রাজনৈতিক আন্দোলনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনার্থ একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ম্মল বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। ভাইস্ প্রেসিডেন্ট বাবু নির্ম্মল চন্দ্র বিশ্বাস প্রস্তাব করেন যে, যে প্রকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত অস্মদ্দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণের কাহাকেও কাহাকেও হত্যা করা হইতেছে এবং ঐ কর্ম্মে তথাকথিত দেশহিতৈষীগণ যে যে প্রকার তৎপরতা দেখাইতেছেন, উহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম, আইন ও নীতিবিগর্হিত কার্য্য।

আমাদের দেশস্থ জনগণ এবং বালক ও স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহাতে এই ভয়ানক বিষ সংক্রামিত না হয় তৎপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যমত যত্ন গ্রহণ করা উচিত।

প্রেসিডেন্ট ললিত মোহন বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী একবাক্যে উহা সমর্থন করেন।

২। বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার সভার বিষয় মহিমান্বিত শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট জ্ঞাপন করা উচিত। বাবু মহম্মদ আজাবুদ্দিন এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা স্থিরীকৃত হয় যে, এই সভার ফল অত্র রেজলিউসনের নকল অথবা আসলখানি শ্রীযুক্ত জেলার নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে প্রেরণ করা হউক। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্ট, মহম্মদ আজাবুদ্দিন সেখ মেম্বর ইউ, বি, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, নরেন্দ্র গোপাল মুখার্জ্জী, তাহাজ্জিদন সেখ, সোলেমান মণ্ডল, আব্দাচ মোল্লা, ভোলানাথ রায়, বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জী, ভবকনাথ চাটার্জ্জী, শশধর বৈরাগ্য, শ্যামাপদ নাথ, তৈবত সেখ, মনীগোপাল ব্যানার্জ্জী, শৈলেশ মুখার্জ্জি, পতিতপাবন রায়, তারাপদ নাথ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস
ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, ইউ, বি,
বেলপুকুর (নদীয়া)

দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ডে সভা

বিগত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ডে একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বোর্ডের সভ্যগণ ও ইউনিয়নস্থ গ্রামসমূহের প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভার প্রেসিডেন্ট সভার উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি যথারীতি আলোচনান্তে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। এই সভা গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি জি বি ষ্টিভেন্স সাহেব মহোদয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আরও কয়েকজন বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হত্যায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন।

২। এই সভা উপরোক্তরূপ হত্যা বা হত্যার চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এতদ্দ্বারা উহার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

৩। এই সভা বিপ্লবীগণের ক্রমবর্দ্ধমান ভীতিব্যঞ্জক কার্য্যাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিহীন এবং এতদ্দ্বারা উহার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

৪। এই সভা বিপ্লবী বালক যুবকগণের কার্য্যে বিশেষ লজ্জিত এবং ইহা স্বরাজ লাভের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করেন।

৫। পরিশেষে এই সভা পরলোকগত মিঃ ষ্টিভেন্স মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষরূপে ব্যথিত হইয়া নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের মারফতে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৬। আরও স্থির হয় যে, উপরিউক্ত প্রস্তাব সমূহের অনুলিপি নদীয়ার সার্কেল অফিসার ও সাবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়গণের হাত দিয়া নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বরাবর প্রেরিত হইল।

শ্রীযুত আর, পি, চক্রবর্ত্তী
প্রেসিডেন্ট, ইউ, বি,
দিগনগর
(নদীয়া)

নোয়াখালিতে ডাকাতি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত ৫ই জানুয়ারী রাত্রি ৮টার সময় এখানে লক্ষ্মীপ্রসাদ গ্রামে মোকান আলীর বাড়ীতে এক ডাকাতি হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১০।১২ জন লোক দা, লোহার ডাণ্ডা এবং লাঠি প্রভৃতি লইয়া উক্ত বাড়ী আক্রমণ করে। ঐ সময় বাড়ীর কর্ত্তা গৃহে ছিল না। ডাকাতেরা দুয়ার ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং মোকান আলির পুত্রবধূ এবং স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহাদের দেহ হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া লয়। প্রায় দুইশত টাকার গহনা প্রভৃতি লইয়া ডাকাতেরা সরিয়া পড়ে। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা নাকি ডাকাতদিগকে চিনিতে পারে। এতাবৎ পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছে। পুনরায় তদন্ত হইবে।

বিমল দাসগুপ্তের অব্যাহতি

গত ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস পেডীকে হত্যা করিবার অভিযোগে বিমল দাসগুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। গত মঙ্গলবারে এডভোকেট জেনারেল বিমল দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করায় সহসা উক্ত মামলা শেষ হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ৬ জনের অধিক সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। তৎপরে এডভোকেট জেনারেল বলেন, সাক্ষীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী রক্ষা করিতেছেন না। তাঁহারা এইরূপ ভান করিতেছেন যে তাঁহারা ঐ স্থানে ছিলেন না এবং আসামীকে জানেন না। অতএব তিনি (এডভোকেট জেনারেল) মামলাটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।

তদনুসারে, উক্ত বিশেষ আদালতের সভাপতি হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার পিয়ারসন আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন কারণ, আসামীকে উক্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য কিছুই নাই।

হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার মল্লিক ও বিচারপতি মিষ্টার এস, কে, ঘোষ উহাতে সম্মতি দান করেন।

কুমিল্লায় শিক্ষয়িত্রী গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী দেবী এবং, কন্যা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশালতা সিংহকে গত ১২ই জানুয়ারী প্রাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস তাঁহাদের জিনিষপত্রও তল্লাস করে।

সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্সের ১০ ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ দিয়া ২ মাসের জন্য উহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ইন্দ্র গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, স্বর্গলোকগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পুত্র পণ্ডিত ইন্দ্র মিঃ আরফ হাসবির স্থানে দিল্লী কংগ্রেসের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ পুলিশের অধিকারভুক্ত কংগ্রেস অফিসে যাইবার পরে আজ চাঁদনীচকে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১৩ই জানুয়ারী সেন্ট্রাল জেলে তাঁহাদের বিচার হইতেছে।

৮ জন বিদ্রোহীর ফাঁসী

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্রাউন ও বাগুলি থারেটমিয়ো বিদ্রোহ মামলার আপীলে আজ রায় দিয়াছেন থারেটমিয়োর স্পেশ্যাল জজের বিচারে দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে ১৫ জন বার্ম্মী আসামীর মধ্যে ৮ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামীরা স্বীকার করে যে, তাহারা গালন সমিতিতে যোগ দিয়াছিল কিন্তু বলে তাহা তাহারা ভয়-প্রদর্শনের ফলে করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্রোহে ৪ জন পুলিস ও আর ২ জন বার্ম্মী নিহত হয়। বিচারপতিরা বলিয়াছেন, প্রাণদণ্ড ঠিকই হইয়াছে, তাঁহারা ১৫ জনের আপীলই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কাশীতে নানা কেন্দ্রে লবণ তৈয়ারী

বেনারস হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী যে সকল কেন্দ্রে বে-আইনী লবণ তৈয়ারী করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তথায় ২০ জনের অধিক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লবণ আইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ, লবণ আইন ভাঙ্গিবার ও বর্জ্জন প্রচারের জন্য বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ডায়মণ্ডহারবারের চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও ৪ জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্স অনুসারে বেলা ২॥টার সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে সত্যাগ্রহী ৪ জনকে সন্ধ্যার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

Reg No C.1445

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

চাতুর্ব্বেদের সর্ব্বত্র বাহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা মাঘ সোমবার ১৩৩৮, ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩২

সর্দ্দা আইনে অভিযুক্ত

বোম্বায়ে পিকেটিং

বর্ত্তমান অবস্থায় মালব্যজী

পিকেটিংয়ে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

কস্তুরীবাঈ গান্ধীর কারাদণ্ড

কৃষ্ণনগরে মহিলাগণের দণ্ড

পণ্ডিত মালব্যজীর উক্তি

চুচুড়ায় লোমহর্ষণ ডাকাতি

অহিংস নীতিতে যুদ্ধ বন্ধ

গৃহস্বামীর উপর মারপিট

নওয়াপাড়ায় ডাকাতি

নানা কথা

পিকেটিংএ বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

নবদ্বীপ হইতে প্রকাশ, ৫৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বিদেশীবস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়া গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে এবং ৪ জন বালককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করা হয়। বালক ৪টির প্রতি ৩ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে মহিলাগণের দণ্ড

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু, শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ, সুপ্রীতি মজুমদার এবং অপর্ণা অধিকারী গত ১১ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন। গত ১৪ই জানুয়ারী মহকুমা হাকিমের নিকট তাঁহাদিগকে হাজির করা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুত বসু এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে শ্রীযুক্তা ঘোষ ছয় মাসের এবং অপর সকলে ১ মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত শ্যামপদ ভট্টাচার্য্য ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পিকেটিং করার অভিযোগে ধৃত দুইজন স্বেচ্ছাসেবক তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

চুচুড়ায় লোমহর্ষণ ডাকাতি

[illegible] হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী চুচুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সহর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী গায়বেতা নামক স্থান হইতে এক লোমহর্ষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, দুর্ব্বৃত্তগণ রাত্রি এক ঘটিকার সময় পর-প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনের উপর মারপিট করিতে থাকে। একজন মহিলার গাত্রালঙ্কার খুলিয়া লইবার কালে মহিলাটি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন।

পুলিস সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে চুচুড়া রেল ষ্টেশনে একদল কনেষ্টবল প্রেরণ করে। তাহারা রেল পুলিসের সহায়তায় নগেন কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত লোকটির নিকটে একখণ্ড রক্তমাখা বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে জোর তদন্ত চলিতেছে।

সর্দ্দা আইনে অভিযুক্ত

গত বৃহস্পতিবার দিবস প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গোবিন্দলাল দমনী সর্দ্দা আইনে অভিযুক্ত হন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি রামকৃষ্ণ কুঠারীর নাবালক পুত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিয়াছে।

শ্রীযুত কুঠারীকে আদালতে হাজির করার জন্য মামলার শুনানী আগামী ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় মালব্যজী

ওয়ার্দ্ধাগঞ্জ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াই শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজকে পরামর্শের জন্য জরুরী তারে আহ্বান করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় এখানে সে তার পাওয়া যায়। শেঠজী রাত্রি ১০টায় ওয়ার্দ্ধাগঞ্জ হইতে নাগপুর এক্সপ্রেসে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

কংগ্রেসের টাকা আবিষ্কার

সুরাট হইতে প্রকাশ, সুরাটের জনৈক চিকিৎসকের নিকট কংগ্রেসের প্রায় ৭৫ হাজার টাকা জমা আছে বলিয়া পুলিস সন্ধান পাইয়াছে। উক্ত চিকিৎসকের এই পরিমাণ টাকা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সম্পত্তি। ব্যাঙ্কে

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মার্বভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার,-কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুকুন্দানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবভঞ্জনপ্রিয় দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধিদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীব্যাসংকানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবংশীবটদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-জীবন সেনগুপ্ত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়াড়পাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিধারীদাস

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫. ৪ঠা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার ২৬৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৪ই পৌষ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নোয়াখালীর নিকটবর্ত্তী চৌমুহনি বাজারের সুপ্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর গদীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, আমরা যে সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করি তৎসমুদয়ই অনিত্য। আমরা অজ্ঞজ্ঞান সম্বল হইয়া সনাতন গোস্বামীকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে প্রতারিত হইব। সনাতন গোস্বামী আমাদিগকে সম্বন্ধ জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিতে পারি, আবার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া গ্রহণ না করিতে পারি, কারণ আমরা চেতন বস্তু।

মনুষ্যজীবনের বিশেষত্ব এই যে এই জীবনে আমরা জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং অপ্রাকৃত জগতের আনন্দও লাভ করিতে পারি। আমরা পশুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, যদিও আমরা তাহাদিগেরই ন্যায় আহার নিদ্রাদি করিয়া থাকি, তথাপি একমাত্র মনুষ্য জীবনেই বৈকুণ্ঠ-প্রেমদর্শন লাভ ঘটে।

ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। আমরা নিজ দোষে ভোগবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কৃষ্ণবিমুখ হই, ফলে, আমরা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করি। স্বরূপে আমরা গোলোকে অবস্থান করি এবং বিরূপ অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডে বসবাস করি। শ্রীগুরুদেব আমাদের ভোগবুদ্ধি, কৃষ্ণবিমুখতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া কৃষ্ণভক্তি দান করেন।

আমরা বৃথা জীবন যাপন করি এবং বৃথাই মারা যাই; কারণ, আমরা গুরুর সম্বন্ধে চিন্তা করি না এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি না। কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীন চিন্তা-বৃত্তির সদ্ব্যবহার করিয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইলেই—তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেই আমাদের জীবন সফল হয়।

আমরা সত্য কথাই বলি অথবা মিথ্যা কথাই বলি, অর্থ সংগ্রহ করি অথবা সর্ব্বস্ব ত্যাগই করি, রাজ্য পালন করি অথবা দারিদ্র্য অবলম্বনই করি—যদি তাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল হয়, তবে তাহা অবশ্য-গ্রহণীয়, কিন্তু যদি তাহা কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল হয়, তবে তাহা অবশ্য-বর্জ্জনীয়।

আমরা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনের ভান করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া আহার, নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়তোষণ করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে আমরা পশু মাত্র নহি; আমরা স্মরণ করিতে চাহি না যে, বৈধ বিবাহিত জীবনযাপন কৃষ্ণভক্তি লাভের অনুকূলেই প্রযোজ্য, এই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রকারগণ বিধিসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন।

যে অর্থ হরিসেবার অনুকূল হইলে আমাদের মঙ্গল সাধন করে, সেই অর্থই হরিসেবার প্রতিকূল হইলে আমাদিগকেই নষ্ট করে। যে ছুরিকা দেবতার নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে তাহাই অভিমন্যুকারীর হস্তে তাহার জীবননাশের

দাস প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেও সে দাস মাত্র। আমরা নিত্য প্রভুকে না মানিলেও আমরা তাঁহার দাস ব্যতীত আর কিছুই নহি, কিন্তু না মানার জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। স্বরূপে আমরা সকলেই কৃষ্ণদাস। বিরূপ-ধর্ম্মের অধীন হইয়া আমরা তাহা বিস্মৃত হইলেই আমাদের অধঃপতন হয়।

আমরা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করিয়া বাহ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেও আমাদের ভয় যায় না। আবার, ধন, মান ইত্যাদি থাকিলেও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি রাজর্ষি অম্বরীষের ন্যায় এবং প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় নির্ভীক হইতে পারেন। তিনি আগমাপায়ী বস্তুর নাশে চঞ্চল হন না।

ইন্দ্রিয়ের দাসগণ নিজেরাও সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অপরকেও অধঃপতিত করে। যে সমস্ত মহাপুরুষ বাক্যবেগ, মনোবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ, ক্রোধের বেগ ও জিহ্বার বেগ দমন করেন, তাঁহারাই পৃথিবী শাসন করিবার উপযুক্ত এবং তাঁহারাই বিশ্বজগৎ উদ্ধার করিতে পারেন—তাঁহারাই পতিতপাবনরূপে জগতের নিত্যমঙ্গল সাধন

বিগত ৬ই জানুয়ারী বুধবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠাধ্যক্ষ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে বলেন, "আমাদের নিরন্তরই সাধুমুখবিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তি সিদ্ধান্ত না জানিলে অপসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত আমাদের বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বুদ্ধি হওয়া খুবই সম্ভব। এতদ্দ্বারা আমাদিগকে দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে একটী গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয় এবং তৎফলে আমরা বিষম অসুবিধায় পতিত হই।

আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুদ্ধাসরস্বতী ভক্তিদেবীর আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তিদেবীর কৃপা হইলে যখন জ্ঞান-কর্ম্মাদি অজ্ঞানতম কৈতব হইতে আমাদের হৃদয় অনাবৃত হইয়া কৃষ্ণানুকূল বিষয় স্বীকার এবং কৃষ্ণ-প্রতিকূল বা কৃষ্ণেতর বিষয়রূপ অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীরূপ-গোস্বামী

গোস্বামী-প্রবরের প্রণাম

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন
ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥"

শ্রীপাট রামকেলীর সৌভাগ্য

মহাতীর্থ রামকেলীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। মালদহ জেলা এই তীর্থরাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। এই মহাতীর্থ একদিকে যেমন পরিপূর্ণ পবিত্রতার আকর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা পবিত্রা জাহ্নবীর পবিত্র জীবন-সংস্পর্শে পবিত্রীভূত, অপরদিকে (বোধ হয় জাহ্নবীর সুদৃশ্য-তরঙ্গরাজির কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কোলাহল শ্রবণের সৌভাগ্যে) নিখিল-সৌন্দর্য্যপতি শ্যামসুন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-মার্গাবলম্বী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীরূপপাদের শ্রীচরণ দীর্ঘকাল বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু শ্রীরূপপাদের নহে, সম্বন্ধ-তত্ত্বের শিক্ষক শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের এবং পরবিদ্যার অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের কৃপাও এই তীর্থ-রাজ বহু কাল পাইয়াছেন। গুরুবর্গের কৃপা লাভের ফলে এই মহাতীর্থ রামকেলী একদিন স্বয়ং ভগবান অভিন্ন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীচরণসংস্পর্শে মহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছেন।

আবির্ভাব ও দান

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমি ভারতবর্ষ যখন স্বীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরমার্থালোচনায় উদাসীন হইয়া জগতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় উদরভরণ-পোষণে ও গ্রাম্য আলাপাদিতে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল, যখন একে অন্যের অহিতসাধনই পাণ্ডিত্যের ফল বলিয়া নির্ণয় করিল, যখন বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নবদ্বীপ নগরও ভেক-কোলাহলের ন্যায় শুষ্ক তর্কবিতর্ক কর্কশ নিনাদে পরিপূর্ণ, যখন দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ জড় রসে প্রমত্ত হইয়া নিত্যজীব বিবাহ প্রদান প্রবৃত্ত মগ্ন, সেই সময় পৃথিবীর এই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে ও সুধীমেয় সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর নামক পরমার্থ উদয়াচলে সমুদিত হ'ন। এই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের সহিত ভারতের পরমার্থ গগনে যে সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র বিরাজিত ছিলেন, শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহাদের অন্যতম। ষড় গোস্বামীর শ্রেষ্ঠতম এই গোস্বামী-প্রবরের রচিত —

(১) কাব্য 'হংসদূত', আর (২)
'উদ্ধব সন্দেশ'।
(৩) 'কৃষ্ণ-জন্মতিথি বিধি' বিধান
অশেষ ॥
(৪) 'শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা' বৃহৎলঘুদ্বয়
(৫) 'স্তবমালা' (৬) 'বিদগ্ধ-
মাধব'—রসময় ॥
(৭) 'ললিত-মাধব'—বিপ্রলম্ভের
অবধি।
(৮) 'দানলীলা-কৌমুদী' আনন্দ-
মহোদধি ॥
(৯) 'দানকেলী-কৌমুদী' বিদিত
এই নাম।
(১০) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ অনুপম
(১১) 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থ রসপূর।
প্রযুক্তা (১২) অখ্যাত-চন্দ্রিকা গ্রন্থ
সুমধুর ॥
(১৩) 'মথুরা-মহিমা', (১৪)
'পদ্যাবলী' এ বিদিত।
(১৫) 'নাটক-চন্দ্রিকা', (১৬) 'লঘু-
ভাগবতামৃত' ॥"

—প্রভৃতি রত্নের অপ্রাকৃতালোকে পরমার্থ-জগৎ অনন্তকাল উদ্ভাসিত থাকিবে।

বংশ পরিচয়

ভরদ্বাজ গোত্রীয় জগদ্গুরু সর্ব্বজ্ঞ নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শকশতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ রাজবংশে সমুদিত হ'ন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক দুই তনয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখর প্রদেশে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম মুকুন্দ; মুকুন্দের মহাসদাচারী পুত্র শ্রীকুমারদেবের তনয়রূপে শ্রীরূপগোস্বামী জগতে আবির্ভূত হন। জাগতিক বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীরূপপাদের জ্যেষ্ঠ ও রামভক্ত শ্রীঅনুপম কনিষ্ঠ সহোদর। কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন 'যশোহর' প্রদেশের অন্তর্গত বাদ' নামক স্থানে তাঁহার আলয়

রাজমন্ত্রীত্ব

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বাল্যকালেই স্বীয় প্রতিভাবলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। তাঁহার বুদ্ধমত্তায় মুগ্ধ হইয়া গৌড়ের তদানীন্তন বাদসাহ হুসেন সাহ তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব প্রদানপূর্ব্বক কিছুকাল তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভ করেন। এই সময় তিনি রামকেলীতে হুসেনসাহের প্রধান অমাত্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত বাস করেন। পরে তদীয় অনুজ শ্রীবল্লভও (শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম) কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদের সহিত রামকেলীতে অবস্থান করেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে এই তিনজন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীরূপগোস্বামী বাদসাহের প্রাসাদে দবিরখাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের নবাব-সরকারে কার্য্যকালে মল্লিক উপাধিও লাভ হয়।

শ্রীগৌর-পাদাশ্রয়

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ স্বীয় প্রভুর লীলা-পুষ্টির নিমিত্তই তৎসহ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহারা জগতে আসিয়া প্রথমতঃ জগদ্বাসী সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক কি প্রকারে ঐ অবস্থা হইতে সংসার বিজয় করা যায়, কি প্রকারে দুঃখার্ণব সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবৎসেবাদ্বারা নিত্যানন্দ মহা-বারিধিতে নিমজ্জমান হওয়া যায়, তাহা স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৯)—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন
জায়তে ॥"

এই ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়, ফল্গু বৈরাগীদের কর্ম্ম-ত্যাগ ভোগবাধা হইতে সঞ্জাত হইলেও ভক্তগণের কর্ম্ম-ত্যাগ ঐ প্রকারের নহে, তাঁহারা ভগবৎ-কথায় আকৃষ্ট হওয়ায় কর্ম্ম তাঁহাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য হয়। যে মুহূর্ত্তে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা জন্মে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি-সরণি গ্রহণ করেন এবং যে মুহূর্ত্তে মহান্তগুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেই মুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন গৌড়-দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছায় নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া পানিহাটী, কুমারহট্ট, কুলিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ব্যক্তিকে দর্শন দানপূর্ব্বক ধন্য করণান্তর রামকেলীতে শুভ বিজয় করিলেন, সেই শুভক্ষণে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সমীপে আগমন করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সংসারী লোকের অতিশয় সম্মাননীয় রাজ অমাত্যপদ পরিত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণে সাশ্রুনয়নে প্রণত হইলে মহাবদান্য মহাপ্রভু ভ্রাতৃদ্বয়কে স্নেহভরে বলিলেন,—"তোমরা আমার পুরাতন ভৃত্য, সাধু তোমাদের নিমিত্তই আমার রামকেলীতে আগমন।" পাঠক মহোদয়ের শ্রীপাট রামকেলীতে যাইবার সৌভাগ্য ঘটনা থাকিলে তিনি তথায় একটী পূজ্য কেলীকদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। প্রবাদ, ঐ বৃক্ষরাজের তলদেশে নিশীথ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হয় এবং ঐ স্থানে সপার্ষদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমামৃত প্রদান করিয়া-ছিলেন। (ক্রমশঃ)

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

নাবিক যদি নৌকাটা ষোল আনা তাঁর অধীনে পান তাহ'লে আরোহীর যেমন আর কোন ভয় থাকে না, সেইরূপ আমরা যদি শ্রীগুরুদেবকে ষোল আনা দিয়ে দিতে পারি, তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারি তাহ'লে আমাদের আর কোন ভয় থাক্‌বে না। অনায়াসে আমরা পার হ'য়ে যেতে পার্‌বো।

কিন্তু ষোল আনা দিতে পারি কই? আমাদের কায়, বাক্য, বুদ্ধি আদি দেওয়ার অভিনয় ক'রেও মনটাকে রেখে দিই আমার ভালবাসাদের জন্যে—স্ত্রী-পুত্রের জন্যে, তাই আমাদের এত কষ্ট—এত বাধা—এত বিঘ্ন এসে জুট্‌ছে—পার হ'তে পার্‌ছি না, কেবল ঘুরপাক খাচ্ছি। তাই বলি সাধু সাবধান! গোলযোগ ক'রোনা, গোড়ায় গলদ রেখো না, কপটতা ছেড়ে দাও, নিজের ষোল আনা দিয়ে দাও, তা'হলেই মায়া তোমায় ছাড়্‌বে, মঙ্গল হবে—সুবিধা হবে—পরপারে চলে যাবে—কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।

আর এমন সুবর্ণসুযোগ পেয়েও যদি সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়তো ভবসমুদ্র—সংসার-সমুদ্র পার না হও এবং হেলায় তাঁর দুর্ল্লভ সঙ্গ দেহ-মনের কুপরামর্শে পায়ে ঠেলে ছেড়ে দাও তা'হলে তোমার জড় মনের ছাঁচে তৈরী মঙ্গলের নামে অমঙ্গল—সুবিধার নামে অসুবিধা—সুখের নামে দুঃখ ভোগ কর্‌বে। এই মায়িক অনিত্য জগৎ এবং তোমার দেহের সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে অন্ধতামিস্র নরকে চলে যাবে—আত্মঘাতী হবে। তাই শাস্ত্র বলেছেন—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও বিবৃতি, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী পদসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ঐ ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ...০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয়-ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৬৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ...ন, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৶০ আনা

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা নূতন কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থনক্রমে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত রমোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি-রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামচট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নাকের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধী সেবাশ্রম অধিকার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, কংগেস অধিনায়ক শ্রীযুত হরনন্দকে পুলিস দিল্লী হইতে ২০ মাইল দূরে নারেলা গ্রামে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাঃ আন্সারী সম্প্রতি যে গান্ধী সেবাশ্রমের উদ্বোধন করিয়াছিলেন তাহাও পুলিস দখল করিয়াছে।

বাগেরহাটে ভীষণ ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী রাত্রিতে প্রায় ১২ জন ডাকাত পাজিয়ার শ্রীযুক্ত ভবনাথ বসুর মনোহরপুর কাছারী বাটীতে উপস্থিত হওয়া নায়েব ও দারোয়ানকে বাঁধিয়া ফেলিয়া নগদ অর্থাদি লইয়া চম্পট দেয়। কারণ পরদিন সরকারের কাছারী কিস্তির রাজস্ব প্রদানের দিন ধার্য্য ছিল বলিয়া দস্যুগণ তথায় প্রভুত অর্থ পাইবার আশা করিয়াছিল। তাহারা মাত্র ২৫ টাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। কারণ উক্ত নায়েব ইতঃপূর্ব্বেই আদায়ী অর্থের অধিকাংশ সদর কাছারীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে আবার লাল ইস্তাহার

ত্রিনেভেলী হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী প্রাতে আলোক স্তম্ভে এবং দেওয়ালের গায়ে হস্ত লিখিত নোটীশ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা লাল কালীতে লেখা এবং তামিল ভাষায় "লাল কোর্ত্তাধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ" স্বাক্ষরিত ছিল। উহাতে কংগ্রেসের কার্য্যে বাধা প্রদানকারিগণকে সর্ব্বপ্রকার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তারে শ্রীযুক্তা চারুশীলা

কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবীকে গত ১৪ই জানুয়ারী প্রাতে শ্রীযুত মন্মথনাথ দাসের বাটীতে নূতন সঙ্কটকালীন অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করিবার ফলে তাঁহার একমাত্র ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে কয়েকদিন পূর্ব্বে আরও কয়েকজনের সহিত পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অহিংস নীতিতে মুক্ত বন্ধ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে শ্রীযুত মহাদেব দেশাইয়ের "যুরোপের পত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইটালীতে গান্ধীজীর যে সকল বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাউণ্ট টলষ্টয়ের কন্যা ম্যাডেম সম্খোটিন এক জন। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলেন, "আমি বহু দিন যাবৎ আপনার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছি। আমার পিতা জীবিত থাকিলে তিনি আপনার মুক্তির অহিংস সংগ্রামের বিষয় শুনিয়া আনন্দিত হই-

প্যারিসে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "যদি কেবল মহিলাগণ বিস্মৃত হন যে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহা হইলে সময়ের বিরুদ্ধে পুরুষগণ যাহা করিতে পারেন, মহিলাগণ তদপেক্ষা বহু কার্য্য করিতে পারেন যদি সমুদয় স্ত্রী, কন্যা ও মাতা সামরিক কোনও কার্য্যে যোগদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ বন্ধ করা যাইতে পারে। গান্ধীজী অহিংস বিষয়ে ভারতীয় মহিলাগণের অতুলিত কার্য্যাবলীর উল্লেখ করেন। তাঁহার ইচ্ছা যুরোপের মহিলাগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন।

নওয়াপাড়ায় ডাকাতি

খুলনা হইতে প্রকাশ, যশোহর জিলার অধীন নওয়াপাড়ার মন্দল ঝাড়ুদারের বাটীতে একটী ডাকাতি হইয়াছে এবং খুলনা পুলিস ক্ষিপ্রতা সহকারে কয়েকজন দস্যুকে ধৃত করিয়াছে।

গত সোমবার অপরাহ্ণে খুলনা পুলিস এই মর্ম্মে সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে, সেই দিন রাত্রিকালে ফুলতলার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে সশস্ত্র ডাকাতি হইবে। একদল কনষ্টেবল মোটর গাড়ীযোগে উক্ত স্থানে যাত্রা করে। ডাকাতির পরে প্রত্যাগত উক্ত দস্যুদলের সহিত পথিমধ্যে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। দস্যুগণের মুখমণ্ডল রঞ্জিত ছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য, তরবারি ও ছোরাসহ তাহাদিগকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দস্যুরা সকলেই যুবক। তৎপরে আরও কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ, দস্যুগণ এই জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছিল।

পণ্ডিত মালব্যজীর উক্তি

সংবাদ পত্রের মারফতে প্রকাশ করিবার জন্য পণ্ডিতজী এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি তাহাতে উল্লেখ করেন যে, ভারতের অবস্থা দর্শনে তিনি বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়াছেন তিনি বলেন যে, সমুদ্রবক্ষ হইতেই তিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারত সচিব ও রাজপ্রতিনিধিকে তার যোগে জানাইয়াছিলেন যে, ভারত সরকার এবং গান্ধীজীর মধ্যে যে মত বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা দ্বারা মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর। উহা মীমাংসা করিতে গান্ধীজীর সহযোগিতা বড়লাটের আহ্বান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

সে ভাবে কার্য্য হয় নাই, বরং গান্ধীজী এবং অপর সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছে দেখিয়া তিনি অতীব দুঃখ প্রকাশ করেন।

মালব্যজী আরও বলেন,—"দিনের পর রাত্রি যেমন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার সেইরূপ অবিলম্বে যে এই নীতি পরিহার করিতে হইবে তাহাও সেইরূপই স্বতঃসিদ্ধ।" দেশের অবস্থা সম্যক অবগত না হইয়া তিনি আর অধিক কিছু বর্ত্তমানে প্রকাশ করিতে চান না।

সীমান্তে পিকেটীংয়ে ১২০ জন ধৃত

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, বান্নু জিলার কাক্কাই ও দেরা ইসমাইল খাঁ জিলার পাই গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকগণ ইউনিফরম পরিধান করিয়া সভায় যোগদান করায় ১৩ নং অর্ডিনান্সের ২৬ (১) ধারানুসারে তাঁহাদের ৫০০৲ অর্থদণ্ড হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে ৬০ জন গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী তথায় প্রায় ৬৫ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন মহিলা এবং কংগ্রেসের নেতা কোয়াজা আহম্মদ খাঁ আছেন। ইহাদের মধ্যে অনেককে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গৃহস্বামীর উপর মারপিট

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মহকুমার সর্ব্বত্র শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার জন্য চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা এখানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুইটি ডাকাতি ও তৎসহ মারপিটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি কামারখন্দে ও অপরটি গড়াদা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। উভয় স্থানই শাহজাদপুর থানার এলাকামধ্যে অবস্থিত। প্রথমোক্ত স্থানে প্রায় ২০ জন সশস্ত্র লোক গত ৬ই জানুয়ারী ডাকাতি করে। ডাকাতেরা যে বাটীতে হানা দেয়, সেই বাটীর ৪ জন নিদ্রিত লোকের উপর দুর্বৃত্তগণ মারপিট করে। ফলে ১ জন গুরুতররূপে আহত হয়। গৃহস্বামী শ্রীযুত মহাদেবচন্দ্র মজুমদারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লোহার সিন্দুকের চাবি লইবার পূর্ব্বে তিনি আহত হন। তাঁহার গৃহ হইতে প্রায় ১০০ দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়।

পরদিন রাত্রিতে গড়াদার ডাকাতি হয়। এই সকল ডাকাতি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পিকেটিংয়ে মহিলা ধৃত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। গত কয়দিন পুলিস তাহাতে বাধা দেয় নাই। গত ১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ১৫ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কয়জন মহিলাও আছেন। তাহার পরই সকল দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া দেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ১৪ই জানুয়ারী ৮ জন স্বেচ্ছাসেবকদের বিচার হইবে।

বোম্বায়ে পিকেটিং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী সংক্রান্তির ছুটী থাকায় মুলজী জেঠা অন্যান্য স্থানের কাপড়ের দোকানগুলি বন্ধ ছিল। কোর্ট চাপি রোড, চাকলা ষ্ট্রীটে ও মসজিদ বন্দর রোডে স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাগণ পিকেটিং করেন।

কস্তুরীবাঈ গান্ধীর কারাদণ্ড

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, এসোসিয়েটেড প্রেসের টেলিফোনের সংবাদে প্রকাশ সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (ক) ধারামতে গান্ধীজীর পত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধীর দেড় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

পাটকলে অগ্নিকাণ্ড

গত শুক্রবারদিবস সকালে কাশীপুরের সাব্ পাটকলে আগুন লাগে। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টার ফলে তবে আগুন প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। বহু টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩২

নদীয়া কংগ্রেসের সংবাদ

ট্রেণের মধ্যে ডাকাতির চেষ্টা

যমুনালাল বাজাজ গ্রেপ্তার

বরহমপুরে জনতার উপর গুলী

ইংলণ্ডে প্রবল ঝটিকা

নোয়াখালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

লর্ড লোথিয়ানের উক্তি

স্বরাজ আশ্রম দখল

নরহত্যা ও দাঙ্গা

হোডিয়ায় সৌকৎ আলি

সার স্যামুয়েল হোরের উক্তি

নানা কথা

নদীয়া কংগ্রেসের সংবাদ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়া কংগ্রেস কমিটীর দ্বিতীয় অধিনায়ক শ্রীযুক্ত নিবারণ বন্দোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া গত ১৫ই জানুয়ারী একটী জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইহার প্রতি [illegible]সের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ন[illegible] কংগ্রেস কমিটির দ্বিতীয় অধিনায়ক শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য্য এবং ৩য় ও ৪র্থ অধিনায়ক দীনবন্ধু সান্যাল ও জগৎ রায় গত ১২ই জানুয়ারী নবদ্বীপে এক সভা বসাইবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত আরও তিনজন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অধিনায়কের প্রতি ৬ মাস ও স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ট্রেণের মধ্যে ডাকাতির চেষ্টা

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, ময়মনসিংহের মহারাজের নায়েব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী শ্রীমতী বগলা সেন রেল ডাকাতিতে এক ভয়ানক বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকাশ, বিগত বুধবার দিবস আপ ময়মনসিং ট্রেণ রাত্রি ৮টার সময় যখন কাওরাইড সেতু পার হইতেছিল তখন ট্রেণ ধীরগতিতে অগ্রসর হইবার সময় এক ব্যক্তি মহিলা কামরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কামরায় উপস্থিত মহিলাই একমাত্র যাত্রী ছিলেন। মহিলা তাঁহাকে নামিয়া যাইতে বলিলে সে গায়ের চাদরের অভ্যন্তর হইতে একটা মুগুর বাহির করিয়া মহিলাকে তাঁহার নিকট যাহা আছে সমস্ত প্রদান করিতে বলে। ইহাতে উক্ত মহিলা তাহাকে ধাক্কা দেন; ফলে, লোকটা কামরার মেঝের উপর পড়িয়া যায়। ইত্যবসরে তিনি ট্রেণের শিকল টানিয়া দিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেন। ইহাতে লোকটি দৌড়িয়া অপর একটি কামরায় উঠিয়া পড়ে, কিন্তু শীঘ্রই রেলের লোকজন তাহাকে ধরিয়া ফেলে। লোকটীর নাম রাজাবলী সেখ [illegible] গ্রামে। তাহার গ্রেপ্তারের ব্যাপারে রেলওয়ে কর্ম্মচারী এন, কে, দাস বিশেষ সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যমুনালাল বাজাজ গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ শেঠ যমুনালাল বাজাজকে গত ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে 'বিরলা ভবনে' সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃতি করিবার জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের জরুরী আহ্বানে তিনি বোম্বাই আগমন করিয়াছিলেন। শেঠ যমুনা লালজীকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

প্রথমে পুলিস বিরলা ভবনে যাইয়া হাজির হয় এবং পুলিস তাঁহার খোঁজ করিতেছে জানিতে পারিয়া শেঠ যমুনালাল মালব্যজীর বাসস্থানে যাইয়া স্বয়ং পুলিসে ধরা দেন।

শ্রীমতী মীরাবেন এবং গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত পেয়ারীলাল গ্রেপ্তার সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্কটশক্তি আইনের ৩ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপার্থসারথি, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণাচ্ছির দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) [illegible]

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১০) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগীধার, পুরী, ভাড়শ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুণ্ডা, চন্দ্রকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-তীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকৃষ্ণশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপালের পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠ বর্ষ | ২৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২৬৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১লা জানুয়ারী বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ মথুরাপ্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মল্লিক মহাশয়ের নিকট বহুক্ষণ যাবত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচারের কথা ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্বন্ধীয় সেবা-কার্য্যের সহায়তা করিবেন এরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ৩রা জানুয়ারী শ্রীহরিবাসর দিনে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু ও বহু ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন,—"পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে পাঁচটী স্থান দিয়াছিলেন। যেস্থানে তাস, পাসা, দাবা, লটারী, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির মধ্যে যে কোন প্রকার খেলার আড্ডা সেখানে কলির অবস্থান জানিতে হইবে।

পান, তামাক, গাঁজা চরস, আফিং, গুলি, মদ্য ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের আড্ডা যেখানে সেস্থানেও কলির রাজত্ব জানিতে হইবে। সুতরাং ঐরূপ স্থানে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তি নাই। ———

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ যেস্থানে হয় সেখানেও কলির পূর্ণ আধিপত্য। সুতরাং যাহারা বৈরাগীর বেষ লইয়া পরস্ত্রীহরণপূর্ব্বক সেবাদাসী সংগ্রহ করিয়াছে তাহারা যতই হাব, ভাব দেখাক না কেন সকলেই এক একটী কলির চেলা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এমন কি গৃহস্থ ব্যক্তি নিজবৈধ স্ত্রীতে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভোগ বুদ্ধিতে আসক্ত হইলে তিনিও স্ত্রীসঙ্গী

পরস্ত্রীরত ন্যায়

যেখানে জীবহিংসার কার্য্য হয় সেখানেও কলির আধিপত্য। মৎস্য, ছাগ, পক্ষী, ডিম্ব প্রভৃতি জীবহিংসা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের হয় তাহারা কলির সেবক তাই তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কোন ব্যক্তি জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া এজন্মে যতগুলি জীব হত্যা করে তাহাকেও ঐ অপকর্ম্মের ফলস্বরূপে জন্মজন্মান্তরে ঐরূপ মৎস্য, ছাগ, পক্ষী প্রভৃতি জন্ম লাভ করিতে হইবে এবং সে যেরূপ হিংসা করিয়াছিল সেইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দয়ভাবে হিংসিত হইবে।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিভজন না করিলে জীবহিংসার হাত হইতে নিস্তার লাভের কোন উপায় নাই। কারণ, অমেধ্য ভোজন না করিয়া শাক্ সব্জী ভোজন করিলেও জীবহিংসা হয়, তাহা ছাড়া রান্না করিতে গেলে জলে ও কাঠতে অনেক অদৃশ্য ক্ষুদ্র জীব থাকে তাহাদের হিংসা হয়, চলা ফেরা করিলে এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাসেও অনেক জীবহিংসা হয়। তবে এইরূপ জীবহিংসা হইতে নিস্তার লাভের উপায় কি? পবিত্র মেধ্য দ্রব্য হরিসেবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিলে, হরিসেবার জন্য রন্ধন করিলে, হরিসেবার কার্য্যোপলক্ষে চলা ফেরা করিলে, হরিসেবা করিবার জন্য শ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিলে আর জীবহিংসা হয় না অর্থাৎ অজ্ঞাত-ভাবে প্রাকৃত বিচারে জীবহিংসার অভিনয় হইলেও সমস্ত কার্য্যই হরি সেবোদ্দেশ্যে হওয়ায়, সেবক সম্যক্

শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়ায়, তাঁহাকে আর কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করেন। ———

আর একটী বস্তু আছে, তাহার নাম কনক। এই কনকের অপব্যবহার যেখানে, সেখানে কলির পূর্ণ রাজত্ব। তবে কনকের দ্বারা হরিসেবা করিলে তথায় কলির অবস্থান নাই। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

বিগত ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতির ১০ম সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টকাদি কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ আরম্ভ হয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে আবির্ভূত হইয়া যে প্রকারে হরিভক্তিসাধন ও শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া-ছিলেন তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। প্রহ্লাদ মহারাজ, রাজপুত্র হইয়াও রাজ-নীতি (কূটনীতি) গর্হণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আর্জ্জব (সরল) নীতিকে স্বীকার করিয়া-ছিলেন। তাই তিনি হৃদ দৌর্ব্বল্য পরিহার-পূর্ব্বক একমাত্র মুকুন্দউপাস্য শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই সত্য বাণীটী, বিষ্ণুর পরম বিরোধী অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ব্যক্তির কোলে বসিয়া প্রকাশ করিতেও অণুমাত্র ইতস্ততঃ করেন

নাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,

মাত্রেরই হরিকে আশ্রয় করিয়া বনে যাওয়া কর্ত্তব্য। এই বন শব্দের অর্থ টীকা-কারগণ ব্যক্ত করিয়াছেন, নিষ্কিঞ্চন হরিভক্তের গৃহই তাঁহার পক্ষে বন, কারণ গৃহে থাকিয়াও তাঁহার গৃহে আসক্তি নাই। সুতরাং তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, গৃহাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরি-চরণে শরণাগত না হইলে কোন আশ্রমীরই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। হরি-সেবকগণ যাঁহার যাহা আছে তদ্দ্বারাই হরিসেবা করিয়া থাকেন আমার যথেষ্ট অর্থ হউক, ভগবান্ আমাকে সেইরূপ অবস্থায় উপস্থিত করুন, অতঃপর আমি প্রচুরভাবে হরিসেবা করিব; এরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ হরিসেবকের অন্তরে স্থান পায় না। সংসারের পক্ষে প্রাকৃত বিচারে যাহা ভাল, অপ্রাকৃত বিচারে তাহাই মন্দ, জগতের যত ভাল মন্দ এবং ভাল মন্দের অতীত সবই হরি-সেবকের বিচারে তাঁহার হরিসেবার অনুকূল; কারণ প্রাতিকূল্য বর্জ্জন দ্বারাই হরিসেবার আনুকূল্য লাভ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, 'প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে' ইহাতে আমরা ইহাই বুঝিলাম যে, প্রতীপ অর্থাৎ বিরোধীজনকে আসিতে না দেওয়াই হরিসেবার অনুকূল বিচার।

শ্রীরূপ-গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬৫ সংখ্যার পর)

তৃণাদপি সুনীচতা

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটীর যে কোন একটীর অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মানব ধরাকে সরা জ্ঞান করে। উহাদের এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহারা অভিমানী মানবকে বিবেক-রহিত করিয়া পশুত্বে স্থাপন করে, অথচ ঐ বুদ্ধিমান্ (?) মানব উহাদের দাসত্বকেই শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করে। ঐ সকল অভিমানের গর্ব্ব থাকা পর্য্যন্ত নিত্যকল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর ঐ চারিটীর কোনওটীর অভাব ছিল না—তিনি (১) ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত, (২) অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি (৩) সুপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন, (৪) পরম রূপবান্। তাঁহার হস্তাক্ষর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।" এই সকল থাকা সত্ত্বেও কিপ্রকারে উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তৃণাদপি সুনীচতা সহকারে শ্রীগুরুদেবের নিকট শরণাপন্ন হইতে হয় তাহা আমাদের আচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু অর্দ্ধ রাত্রিতে রামকেলীতে মহাপ্রভুর গণের নিকট যাইয়া প্রথমে পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হন। তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট ভ্রাতৃদ্বয়ের আগমন সংবাদ নিবেদন করিলে, মহাপ্রভু যখন ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহারা কি ভাবে দৈন্যোপহারসহ মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার যথাযথ বর্ণনামৃত পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে, উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর।
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর॥
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার॥
তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহো শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্ব-দয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে দেখুক তোমার দয়া বল॥
আপনি অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

দৈন্যোক্তির শিক্ষা

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদবর উপরি উক্ত দৈন্যময়ী প্রার্থনাদ্বারা আমাদিগকে (১) গুরুবর্গের নিকট সর্ব্বদা বিনীত থাকিতে (২) অন্যের দোষে গুরুত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া সর্ব্বদা নিজের দোষ অনুসন্ধান করিতে (৩) জড়াভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে এবং (৪) প্রতিষ্ঠাশায় কপটতা করিয়া নহে, সত্য সত্যই উত্তম হঞা আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই গুণাবলীতে অলঙ্কৃত হইতে পারিলে হরিনাম কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়, নতুবা হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'শ্রীরূপ'নাম প্রাপ্তি

আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণির শ্রীগুরুপাদাশ্রয়-লীলা দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আসুন পাঠক মহোদয়, এখন আমরা কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে গুরুপাদাশ্রয়ের পরবর্ত্তী কৃত্যসমূহ আমাদের আচার্য্যবর্য্যের পরবর্ত্তী লীলা হইতে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। আমাদের আচার্য্যশিরোমণিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ নাম প্রদান করিয়াছেন।

বিষয় বিতরণ

পরমার্থের নিকট জড় অর্থ নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়। জড় বিষয় পরমার্থপথের ভীষণতম বাধা। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে রামকেলী গ্রামে দর্শন করিয়া অবধি বিষয় ত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্র চৈতন্যপাদাশ্রয়ের নিমিত্ত দুই ব্রাহ্মণকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিমিত্ত গৌড়দেশে কোনও মুদীর নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া সঞ্চিত অবশিষ্ট সমস্ত ধনসহ নৌকাযোগে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। তথায় সেই ধনের অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণগণকে এবং একচতুর্থাংশ কুটুম্বগণকে প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ পরমার্থপথের বিঘ্নকর ভাবী বিপদাদি হইতে উদ্ধারার্থ সাধু-বিপ্রগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন।

প্রয়াগে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বনপথে শীঘ্র বৃন্দাবন গমনের বিষয় অবগত ছিলেন; তিনি কোন্ তারিখ যাত্রা করিবেন তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত নীলাচলে দুইটী চর পাঠাইলেন। চরদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিলেন মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পত্রদ্বারা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে জানাইয়া শ্রীরূপপাদ অনুজ অনুপম মল্লিকসহ প্রাণের আরাধ্যদেবতার শ্রীচরণোদ্দেশে অতি ত্বরায় যাত্রা করিলেন এবং প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন—

"প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি॥"

———

(ক্রমশঃ)

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

লেখাপড়া শিখে চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রে অনেক টাকা এ-জীবনে রোজগার কর্‌লাম, ছেলেপিলে নিয়ে সংসারও তো অনেকদিন কর্‌লাম, কিন্তু কই সুখ তো পেলাম না। জীবনভোর দুঃখইতো ভোগ্ কর্‌লাম দেখ্‌ছি। আর এ-জীবনে যে সুখ পাবো এরতো কোন আশাই দেখি না, তবে এর পরে যে আরও কত কষ্ট আছে সেই চিন্তাই কেবল আমার মাথায় খেল্‌ছে। এখন অক্ষম হ'য়ে পড়েছি, ছেলেমেয়েগুলো সব অবাধ্য, কথাবার্ত্তা শুনেনা, তাদের যা ভাল লাগে তাই করে, বুড়ো বয়সে কিছু ভজন সাধন কর্‌বো, তীর্থে যাবো বল্‌লে তাদের রাগ হয়—মনে মনে আমাকে জঞ্জাল জ্ঞান করে। তখন তারা আমার কথা বেশী ভাবে না; কি ক'রে গিন্নিদের মন যোগাবে সেই সব ব্যাপার নিয়েই আমার তারা ব্যস্ত থাকে। বাপ-মায় চেয়ে গিন্নীই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা, হর্ত্তা-কর্ত্তা, বিধাতা হ'য়ে প'ড়ে। এইতো দেখ্‌ছি আজকাল ছেলেপিলের ধারা ধরণ।

যে-কটা দিন বাঁচি সে-কটা দিন কেবল 'কি করেছি, হায়! আমার কি হল—আমার যৌবনের এত আশা ভরসা—সুখে থাক্‌বার যে অক্লান্ত চেষ্টা সে সব কোথায় গেল, বৃথা গেল দেখ্‌ছি এইরূপ নানা জল্পনা কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে মনের দুঃখে জীবন যাপন কর্‌ছি।

এতদিনে বুঝ্‌ছি, হায়! কি করেছি। যা করেছি সেগুলো কিছুই নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ এখনই সুখ দেয় না—মর্‌লে তো কথাই নাই।

'আমার ছেলে আমার সংসার' এই ক'রেই গণা দিনগুলো বৃথায় গেল; কোন কিছু লাভ হ'ল না—কাজে লাগ্‌লো না। ভোজবাজীর মত এই যে অনিত্য সংসার, এতে মায়া মমতা ক'রে এমন দুর্লভ জীবনটা কাটালাম। গর্দ্দভের মত পায়ের খাঁট মাথায় ফেলে না খেয়ে না দিয়ে যে এত অক্লান্ত পরিশ্রম কার জন্য কর্‌লাম তাতো বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পে'য়ে হরিভজন কর্‌লাম না, কেবল মায়ার সেবা, দেহমনের সেবায় মেতে রইলাম, নিজেকে নিজে চিন্‌লাম না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে?

দিনগুলো বাজে কাজে পরের চাক্‌রী ক'রে, স্ত্রীপুত্রের চাকরী ক'রে কাটালাম; রাতগুলো ঘুমিয়ে কাটালাম। ভাল খেলাম ভাল পর্‌লাম, দিনরাত কি ভোজনে কি শয়নে কেবল দেহ, গেহ কলত্রাদি চিন্তা কর্‌লাম—তাদের জন্যই ভেবে মলাম, আমার কি হবে কই একথা তো একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

আমি মরে যাবো—আমার টাকাকড়ি, স্ত্রীপুত্র পরিবার এ সব অনিত্য জিনিষ প'ড়ে থাক্‌বে, কেউ সঙ্গে যাবে না, কেউ আমাকে সুখ দেবে না—শরীরটা শ্মশানে পড়ে থাক্‌বে, কুকুর শৃগাল ও শকুনিরা আমার এই পচা মেটে দেহটাকে নিয়ে কত আনন্দ ক'রে খাবে। যাদের জন্য এত কর্‌লাম তারাই এখন আমার বন্ধন বা নরকে যাবার কারণ হ'য়ে দাঁড়াল দেখ্‌ছি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অন্তিম লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

গ্রন্থকারী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব দান। নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যভক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপে একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সংকলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা আছে। উৎকৃষ্ট (ইং) বরকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৩ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালোর গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতিসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদের প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ছেলেদের পাচন

[illegible]রের অব্যর্থ মহৌষধ

যকৃৎ প্লীহার ও জ্বরের ও আঃ শিশুদের যকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫ [illegible]

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নোয়াখালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রে সন্দীপের অন্তর্গত মাইটভাঙ্গা গ্রামের অনাথবন্ধু কর্মকারের বাড়ীতে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ সংখ্যায় প্রায় ২৪ জন ছিল, এবং তাহারা সাংকেতিক আলো বন্দুক, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ডাকাতগণ হাফপ্যান্ট পরিধান করিয়াছিল; তাহারা পটকার সাহায্যে শব্দ করিয়া বাড়ীর লোকজনের মনে ভীতি উৎপাদন করে এবং বাড়ীর দরজা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডাকাতগণ সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদে ও গহনায় আট হাজার টাকা এবং গৃহস্বামীর একটা বন্দুক লইয়া নৌকায় চড়িয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে। ডাকাতদের সহিত সংঘর্ষের ফলে উক্ত বাড়ীর দুইজন লোক আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রবল ঝটিকা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী ইংলণ্ডে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ইংলিশ উত্তর সাগরেই ঝড়ের প্রকোপ অধিক হইয়াছিল। সমুদ্রে যে সকল অর্ণবপোত ছিল তাহারা বিপন্ন হইয়া দক্ষিণ উপকূলস্থিত বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল। এবার ক্ষতি খুব বড় রকমেরই হইয়াছে।

বিদ্রোহী দলপতি গুলীতে নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা পোনটুথ পেগুতে গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ইতঃপূর্ব্বে পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। পেগুতে আরও বহু বিদ্রোহী ধরা দিয়াছে।

মগুই ও প্রোম হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় গ্রামবাসীগণ ডাকাতদিগকে বাধাদান করিয়াছে।

প্রোমে একজন দলপতি দুইটি বন্দুক সহ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ইনসিন জেলায় হিংস্র প্রকৃতির বিদ্রোহী নেতা সায়াসন তাহার স্ত্রীর সহিত যখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন একজন বর্ম্মাবাসী ও তাহার পুত্র তাহাকে আক্রমণ করে। ইতঃপূর্ব্বে সায়াসন উক্ত বর্ম্মাবাসীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। সপত্নীক সায়াসন ধরা পড়িয়াছে।

গত ১৩ই জানুয়ারী সামরিক বাহিনী কর্ত্তৃক অনুসরণকালে একজন বিদ্রোহী দলপতি গুলীতে নিহত হইয়াছে।

বর্ম্মা বিদ্রোহ ক্রমে থামিয়া আসিয়াছে। বার্ম্মা রাইফেল বাহিনী পেগু-যমৌ অঞ্চল হইতে বড়দিনের পরে সামরিক পুলিশের হস্তে শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সরিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগকে মান্দালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

সার স্যামুয়েল হোরের উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ব্রহ্ম গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মবিচ্ছেদ প্রশ্ন সম্বন্ধে সরকারের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এক সভায় সার স্যামুয়েল হোর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা ব্রহ্মদেশবাসীদিগকে যাহা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার বিস্তারিত আলোচনার পর ও যদি তাঁহারা উহা সানন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন এবং উহা বুঝিতে না পারেন যে তাঁহারা ভারত সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলে যতটা উন্নতিলাভ করিতেন তদপেক্ষা অনেক বেশী উন্নতির সুযোগ পাইবেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইব।

হোডিডায় সৌকৎ আলি

কায়রো হইতে প্রকাশ, হোডিডা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মৌলানা সৌকৎ আলি হোডিডা গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি বিশেষ অভ্যর্থনা পাইয়াছেন।

ওলিগার ইমামের নিমন্ত্রণে কিছু দিবস হইল মৌলানা সানা গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রাজ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

নরহত্যা ও দাঙ্গা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, গত জুন মাসে আন্দাজ ১১ ঘটিকার সময় ব্রজলাল মহান্তি তাহার লোকজন সঙ্গে লইয়া ভালুকার দায়েরবাঁধ নামক একটা পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিতেছিল। পারুলা গ্রামের করুণাময় মহাপাত্র ১১ জন লোক সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণী ঘাটে উপস্থিত হয় এবং মৃত মৎস্যের ভাগ চাহে। ব্রজলাল মহান্তি মাছের ভাগ দিতে অস্বীকৃত হইয়া আসামী করুণাময়কে আদালতের আশ্রয় লইতে বলে। করুণাময় এই কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠে এবং ব্রজলালের দলের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করে। ব্রজলালের একজন লোক লাঠির আঘাতে নিহত হয় এবং অনেক আহত হয়।

করুণাময়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও নরহত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। বাঁকুড়ার দায়রা জজের এজলাসে মামলার শুনানী হইয়াছে। জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলে বিচারপতি জুরীর সহিত একমত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ানের উক্তি

লর্ড লোথিয়ান লণ্ডন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন — দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মূলে যে সকল সমস্যা নিহিত রহিয়াছে তাহার স্থির করিবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সহিত যাহাতে একমতে কার্য্য করা যায় তজ্জন্য নির্ব্বাচন কমিটীর বৃটিশ সদস্যগণ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ৩৫ কোটি লোকের নির্ব্বাচন সমাধান বড় সহজসাধ্য নহে, এরূপ গভীর সমস্যার সমাধান পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিরাট কার্য্যের অনুষ্ঠান কমিটীর পক্ষে অবশ্য কঠিন হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় নাই, গোলটেবিল বৈঠকে কার্য্য পরিচালনের যেরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা বৃটিশ সরকারের আদেশমত অনতিবিলম্বে সমাধা করিতে হইবে। প্রাদেশিক কমিটীর সহিত এক-যোগে প্রত্যেক প্রদেশের সাক্ষ্য গ্রহণ আগামী গ্রীষ্ম ঋতুর পূর্ব্বেই যদি সমাধা করিতে হয়, তাহা হইলে কমিটীর পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে।

রাইট অনারেবল মিঃ জে, সি, সি, ডেভিডসন বলিয়াছেন—আমরা চলিলাম। কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়া তবে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তবে যে মাসের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।

পুরী-নেতাদের দণ্ড

পুরী হইতে প্রকাশ, পুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত গুণনিধি মহান্তি, হিসাব রক্ষক শ্রীযুত অন্তর্য্যামী পাণ্ডা, জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত নরসিংহ চরণ পট্টনায়েক, টাউন কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রাউতারা, গদাধর মিশ্র, গোপীনাথ মিশ্র, উপেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক, আর্ত্তত্রাণ হোতা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে যে মামলার অভিযুক্ত ছিলেন, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এম, এন বসু আজ সে মামলার রায় দিয়াছেন।

শ্রীযুত গুণনিধি মহান্তি, নরসিংহ পট্টনায়েক ও পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার রাউতারা গোপীনাথ মিশ্র আর্ত্তত্রাণ হোতা ও উপেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও শ্রীযুত অন্তর্য্যামী পট্টনায়েক ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুত গদাধর মিশ্র মুক্তি পাইয়াছেন।

স্বরাজ আশ্রম দখল

কটক হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া গণেশঘাটে বড় একটা সভায় বক্তৃতার চেষ্টা করিবার সময় শ্রীযুত প্রিয়নাথ সরকার এম-এ বি-এল আরও ১৮ জনের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিস লাঠি চালাইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

পুলিস গত বুধবার স্বরাজ আশ্রমে হানা দিয়া উহা দখল করিয়াছে। আশ্রমের ১৪ জন লোককে থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ১০০ ফিট উচ্চ যে পতাকাদণ্ড ছিল, পুলিস তাহা কাটিয়া দিয়াছে।

বরহমপুরে জনতার উপর গুলী

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গঞ্জাম হইতে প্রাপ্ত সরকারী এক তারের খবরে প্রকাশ, বরহমপুর (মাদ্রাজ) এক জনতা পুলিসের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করে। পুলিস তাহাদিগকে বার বার সতর্ক করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে একজন নিহত হয় এবং দুইজন আহত হয়। দুই জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছে। ছয়জন মহিলা পিকেট এসপ্লানেড ও ষ্টেনবাজার দিয়া গত ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কুচ করিয়া যায়। পুলিস তাহাদের উপর বারিবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করে। অবশেষে একখানি বাসে করিয়া তাহাদিগকে কমিশনারের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়।

Reg No C.1445

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ৸৴
নগদ
সংখ্যা ৴৫

[illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই মাঘ বুধবার ১৩৩৮, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩২

গান্ধী-উইলিংডন সন্ধি

শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের কারাদণ্ড

গুলীতে ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত

নানাস্থানে ভীষণ ডাকাতি

আন্দোলন দমনের সিদ্ধান্ত

২ জনের ফাঁসী ও ৪ জনের দ্বীপান্তর

আবার মিটমাটের কথাবার্ত্তা

হত্যার পর আত্মহত্যা

ডাঃ হার্দ্দিকর গ্রেপ্তার

লাটের সহিত সাক্ষাৎ

আমেরিকায় ভীষণ প্লাবন

নানা কথা

গান্ধী-উইলিংডন সন্ধি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ সঙ্ঘের উদ্যোগে রেক্সটনে এক জনসভার অধিবেশন হয়। এক হাজারের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল এবং রেভারেণ্ড ক্যানার্ড নীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন "ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির" দাবী করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত সাপুরজী , শাকলাতওয়ালা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, গবর্ণমেণ্ট আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দমননীতি অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আগামী ২২শে মার্চ্চ নাগাদ উইলিং-গান্ধী সন্ধি স্থাপিত হইবে এবং পুরী কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে আর একটী সুযোগ প্রদান করিবে।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের কারাদণ্ড

গত শনিবার আলিপুরের মহকুমা হাকিমের বিচারে মহিষবাথানের শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের ১৮ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাহার বিচার হইয়াছে জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাহার উপর নোটিশ জারি হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা অমান্য করায় গ্রেপ্তার হন। প্রকাশ, তাঁহাকে "সি" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

গুলীতে ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত

পাটনা হইতে প্রকাশ, এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, পূর্ণিয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এ, খান আই. সি. এস গত ১৬ই জানুয়ারী শিকার নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

নানাস্থানে ভীষণ ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই জানুয়ারী রাত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মুন্সীগঞ্জের উকীল বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকারের স্বগ্রাম আউট-সাহী স্থিত গৃহে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জন পনেরো লোক মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুপুর রাত্রে উক্ত বাড়ীতে হানা দেয় এবং নগদে ৫০০৲ টাকা ও প্রায় ২০০ তোলার এজনের সোনার গহনা লইয়া চম্পট দেয়। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

আন্দোলন দমনের সিদ্ধান্ত

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, মহারাজের আদেশসমূহ কার্য্যে পরিণতকরার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ১৫ই জানুয়ারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে বিভিন্ন জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ব্রিগি ডয়ার সাদারল্যাণ্ড ও অজার সিংকে লইয়া এক বৈঠক হয়। প্রকাশ, রাজনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত। আন্দোলনকারীদিগকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার, সমিতিসমূহ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা এবং রাজনৈতিক সভাসমিতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইবে বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। প্রদর্শন ভবন হইতে লুণ্ঠিত সম্পত্তিসমূহ খোয়া যাওয়ার জন্য কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারীকে সসপেণ্ড করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

মহম্মদ আবদুল্লা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ কয়েক সপ্তাহের জন্য পিছাইয়া দিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাস দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবি… ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী,

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭; শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাধ… তীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ… গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম…

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে… বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃ… দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল…

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দি…

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব… গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচা… শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্র…

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষ… শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী… ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদা… ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০শে জানুয়ারী খৃঃ ১৯৩২ বুধবার | ২৬৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপক এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে গত ৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মাদ্রাজ মেলে রওনা হইয়া গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে প্রাতে মাদ্রাজে শুভাগমন করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে ৩০জন ভক্ত পরমহংস মহারাজের অনুগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা হইল। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক, পরমহংস মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, গৌড়ীয়সম্পাদক, অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, এবং এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ চন্দ্র দেব মহোদয়গণ।

———

শ্রীল প্রভুপাদ কটক ষ্টেশনে তত্রস্থ ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েন এবং রাজমহেন্দ্রি এবং বেসিনব্রিজ ষ্টেশন সমূহেও বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ সেণ্ট্রালষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিবামাত্র তত্রস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠস্থ সেবকবৃন্দ পরমহংস মহারাজের জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। স্বামীজী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে পর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে স্বামীজীর নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। মাদ্রাজ করপোরেশনের প্রেসিডেণ্ট টি, এম্, রামস্বামী আইয়ার মাননীয় মিনিষ্টার মিষ্টার পি, টি, রাজন, এস, ভি, রামস্বামী মুডলিয়ার, মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এফ, জি, নারায়ণস্বামী চেটিয়ার, সি, আই ই। ইঁহারা স্বামীজী মহারাজকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করেন।

পরমহংস মহারাজ একখানি সুশোভিত মোটরকারে আরোহণ করিলে পর একটী বিরাট শোভাযাত্রা তাঁহার মোটরের পুরোভাগে চলিতে থাকে। ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ, প্রভিন্সিয়াল স্কাউট, কয়েকটী সংকীর্ত্তনদল এবং কলিকাতা হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ মাদ্রাজ ক্লাব হইতে আরম্ভ করিয়া West Cott's Road, Wood's Road, Royapettah Bazar Road, Lloyd Road এবং Corn Smith Road অতিক্রম করিয়া নর্থ গোপালপুরম্ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

Central Stationএ অভ্যর্থনাকারী বিশিষ্ট ভদ্রলোকসমূহ ব্যতীত Royapetta, Mylapore এবং গোপালপুরম্ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীবৃন্দ Pycrofts Road-এর সংযোগস্থলে আচার্য্য মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মাননীয় মিনিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর এস, কুমারস্বামী রেড্ডিয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মঠ পর্য্যন্ত স্বামীজী মহারাজের অনুগমন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মোটর লয়েডরোডস্থিত তাঁহার জনৈক বিশিষ্ট শিষ্যের বাড়ীর সমীপে পৌঁছিলে শিষ্যের পরিবারস্থ লোকসমূহ আরতি প্রভৃতিদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

পরমহংস মহারাজ মঠে অবতরণ করিয়া মঠের সুশোভিত 'শ্রীকৃষ্ণ হলে' শুভাগমন করেন। তখন লয়লা কলেজের অধ্যাপক এল, এন, গোবিন্দরাজন্ গোপালপুরম্ অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। মাননীয় মিনিষ্টার মহোদয় মাদ্রাজ প্রভিন্সের জনগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া পরমহংস মহারাজের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদ সময়োপযোগী একটী সংক্ষিপ্ত প্রত্যাভিভাষণ প্রদান করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ দক্ষিণ ভারতবাসীর নিকট তাঁহার বাণী প্রচার করেন। শ্রীমৎ বনমহারাজ সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর শ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রথমেই জ্ঞাপন করেন যে তাঁহার বার্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীরই পুনঃ কীর্ত্তন এবং ইহাই জীবজগতের পরম কল্যাণের বাণী। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কল্যাণের উপায় এবং জীবের সর্ব্বোচ্চ লভ্য অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা এই জড় ও সসীম জগতের জীব; তজ্জন্য আমরা শান্তি ও সুখ লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া ইহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকি। কিন্তু আমরা কিছুতেই ইহা লাভ করিতে সমর্থ হই না; তৎপরিবর্ত্তে আমরা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জ সুখ লাভ করি বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগকে বাস্তব পূর্ণ আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়জ সুখ প্রকৃত সুখ নহে। বস্তুতঃ ইহা দুঃখেরই অপর দিক্ মাত্র। এই ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জ সুখলাভচেষ্টা আমাদের অজ্ঞানতা-নিবন্ধনই হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন আমাদিগকে মাত্র এই ক্ষণিক সুখের দিকে লইয়া যায় না; বাস্তব এবং স্থায়ী পূর্ণ আনন্দসমুদ্রে জীবকে নিমজ্জন করাইয়া থাকে এবং অতি সহজে স্বাভাবিক উপায়েই আমাদের পথের বিঘ্নসমূহ দূর করিয়া দেন।

———

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র কৃত্য, ইহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবার একমাত্র সাধন এবং সাধ্যও বটে; কারণ শ্রীকৃষ্ণনাম এবং নামী-শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন চিদ্দর্পণের জন্মজন্মান্তরের মলিনতা ও সংস্কার পূর্ণভাবে অপনোদন করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধতা আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জন্মজন্মান্তরীণ সমস্ত দুঃখের অবসান করিয়া থাকে এবং অনন্তকল্যাণ-পদ্মের পূর্ণ বিকাশোপযোগী চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ ও আনন্দবিধায়ক। ইহাই বাস্তব এবং

শ্রীরূপ-গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬৬ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও বন্দন

মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে লোক-সংঘট্ট দর্শনে দুই ভাই নির্জ্জনে অবস্থান করিলেন। নৃত্য ও কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বপরিচিত কোনও দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন। সেই সময় শ্রীরূপপাদ ও শ্রীঅনুপম দৈন্যশোভিত কাতর প্রার্থনা উপায়নসহ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু স্নেহসিক্ত শ্রীহস্তে উভয়কে উঠাইলেন, উঠাইয়া কৃষ্ণকৃপাতেই যে বদ্ধ জীবের যাবতীয় সংসারবন্ধন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়, এই উপদেশটী সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয়কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুইজনে॥"

অতঃপর, যে কোনও কুলে এমন কি শ্বপচ কুলে উৎপন্ন হইলেও ভগবদ্ভক্তই কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন এবং সেই ভক্ত কৃষ্ণের ন্যায়ই পূজ্য, কর্ম্মকাণ্ডরত অভক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও কৃষ্ণের প্রিয় নহে, এই বিষয়টী জগদ্বাসীকে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

—এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, যে চরণ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ বহু বহু তপস্যাদ্বারাও লাভ করিতে পারেন না, সেই দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণ-কমলদ্বয় স্নেহভরে উভয়ের মস্তকে স্থাপন করিলেন। কৃপাপ্লাবনে প্লাবিত শ্রীরূপ প্রভু তখন প্রেমাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—এই শ্লোকদ্বারা স্বরূপ, নাম, রূপ, লীলাময় সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাদিদেবতা শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ইষ্ট গোষ্ঠী

শ্রীরূপের বন্দনার পর মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীসনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে শ্রীরূপপ্রভু বলিলেন যে রাজকার্য্য পরিত্যাগনিবন্ধন তিনি বাদসাহকর্ত্তৃক বন্দীশালায় প্রেরিত হইয়াছেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপা হইলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। পাঠক, শ্রীরূপপাদের এই কৃপা প্রার্থনা বাহ্য দৃষ্টিতে সকামের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ইহা সকাম নহে; পরন্তু শুদ্ধ ভাগবতে দৃঢ় প্রীতির লক্ষণ, সুতরাং নিষ্কাম। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপপাদকে বলিলেন—শ্রীসনাতন প্রভু মুক্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই তিনি মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইবেন।

মহাপ্রভুর নিকট ত্রিবেণীতে অবস্থান

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীঅনুপম ঐ দিবস ঐ বিপ্রগৃহে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর শেষ প্রসাদ পাত্র পাইলেন। অতঃপর ত্রিবেণীতে মহাপ্রভুর বাসগৃহের নিকট দুই ভাই বাসা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয়

মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অবস্থানকালে শ্রীবল্লভ ভট্ট এক দিবস আড়াইল গ্রাম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ বন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপপাদকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মানদ শ্রীরূপপাদ দূর হইতে ভূমিতে পড়িয়া বল্লভ ভট্টকে দণ্ডবৎ করিলেন। ভট্ট তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানার্থ অগ্রসর হইলে তৃণাদপি সুনীচ রূপ গোস্বামী দূরে [illegible] করিয়া বলিলেন—

'অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে।'

মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥"

সর্ব্বোত্তমতার লক্ষণ

শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীরূপপাদের ও শ্রীঅনুপমের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—

"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম।

কারণ, (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৮)—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম
গৃণন্তি যে তে॥"

—হে ভগবান্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ জাতিতে উৎপন্ন হইলেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

মহাপ্রভুর সন্তোষ ও উপদেশ

ভট্টের সারগ্রাহী বিচার শ্রবণে মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া প্রেমাবেগে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় (হরিভক্তিসুধোদয় ৩য় অঃ ১১—১২ শ্লোক) পাঠ করিলেন—

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥"

—সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নহে, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

আড়াইল গ্রামে

বল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপপাদকেও নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া যা'ন। মহাপ্রভুর আড়াইল গ্রামে শুভ বিজয় ও তথাকার লীলা প্রবন্ধান্তরে আলোচনার বাসনা রহিল। আড়াইল গ্রামে লোকের ভীড় অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে বেশী দিন তথায় না রাখিয়া শীঘ্রই ত্রিবেণীতে পৌঁছাইয়া দেন।

প্রয়াগে শিক্ষা লাভ

এখানেও লোকসংঘট্ট হওয়ায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপসহ দশাশ্বমেধঘাটে গমন করেন। তথায় দশ দিন অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে (শ্রীরূপপাদকে) অভিধেয় ভক্তি-রসতত্ত্ব সূত্ররূপে শিক্ষা প্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করিতে ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারার্থ বৃন্দাবন যাইতে আদেশ প্রদান করেন। পাঠক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপশিক্ষা পাইবেন আর বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আলোচনায় সৌভাগ্য হইলে ভক্তিরসের সম্যক্ আস্বাদন বিশদরূপে লাভ করিবেন।

নিত্য পূর্ণ জ্ঞানের জীবন সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবাত্মার অসীম আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী; প্রতিপদে ইহা অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং জন্মার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কারজনিত চিন্তাস্রোত ও অভিজ্ঞতা দূর করাইয়া আত্মার নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করাইয়া থাকে। জাগতিক কোন প্রকার অভিজ্ঞান এবং ক্রিয়া বাস্তব অপ্রাকৃত, পূর্ণ সত্যের সন্ধান প্রদান করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনই উহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়; কারণ নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। সুতরাং একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই আমরা সসীম বন্ধন কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অসীমের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারি—অনুক্ষণ অপারত শ্রীকৃষ্ণ নামসংকীর্ত্তন দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি।

অতঃপর পরমহংস মহারাজ সকলকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই আশ্রয় করতঃ চরম কল্যাণ লাভ করিতে উপদেশ করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

উঃ—কি অন্যায় করেছি—পণ্ডিত সেজে, বড়লোক সেজে কেবল অহঙ্কারেই মরেছি এবং ছেলেপিলেদের জন্যেই কেঁদেছি, আর তো কিছুই করি নাই।

কলুর ঘানির বলদের মত কেবল ঘুরেছি আর ভূতের মত খেটেছি। এখন দেখ্‌ছি জীবের হরিভজন করাই উচিত, তাতে আনন্দ আছে—নিত্য মঙ্গল আছে।

সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সাধুমুখে শ্রবণের দ্বারা বাস্তব সত্য জানাই দরকার। কিন্তু এতদিনে জান্‌লে কি হবে—আমার যে যাবার দিন এঁটে এসেছে নীলাম ইস্তাহার জারী হ'য়েছে, আমি যে এখন 'One foot in the grave এর অবস্থায় দাঁড়িয়ে। এ অসহায় অবস্থায় আমার আর কেউ নাই, একমাত্র দীনবন্ধু ভগবান্ ব্যতীত। তাই তাঁকে ডাক্‌ছি—হে করুণাময়, হে শুরুদেব, এ অধমে কৃপা করুন যেন কোন-কালে আর আমি আপনাকে না ভুলি। আপনাকে ভুলে যেন আর দেহ-মনের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুগণের সঙ্গে মিতালী করতে না যাই। আমি নিত্যস্বরূপ আপনার ঐ অভয় পাদপদ্মে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারি।

বয়স বেশী হয়েছে বলেই, পূর্ব্বে অন্যায় করেছি বলেই হতাশ হ'তে হবে না। ভগবান্ বলেছেন যে, নিষ্কপটে যে-কোন অবস্থায় আমাকে একবার যদি কেউ ডাকে বা আমাকে সত্যি সত্যি চায়—আমি তাঁরই। তাই আমাদের সাহস—তাই আমাদের আশা ভরসা। পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলে গিয়ে অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে নিষ্কপটে সাধুগুরুর আনুগত্যে তাঁকে ডাকা বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা কায়মনোবাক্যে করাই নিত্য আনন্দ, নিত্য মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়—একমাত্র পন্থা; এতদ্ব্যতীত জীবের সেবাসুখলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই—নাই—নাই।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবতাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; দশম ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধারণ্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুন্দরাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসমন্বিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা বলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আন

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও

প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নাগর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তিদ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিঃ বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি খাঁ-সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ, এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও চিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৩ে টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আবার মিটমাটের কথাবার্ত্তা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত কাওয়াসজী, স্যর ফেরোজ শেঠনা ও স্যর চুণীলাল মেটা প্রভৃতি বিশিষ্ট মডারেট নেতারা গত ১৫ই জানুয়ারী বিরলা হাউসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইবার জন্ম মালব্যজী কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। তিনিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশ, সকলেই এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, গান্ধীজী কারাগারে থাকিতে ও অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহৃত না হইলে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়া অসম্ভব হইবে। প্রথমে কারাগারে গান্ধীজীর ও পরে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

বিশিষ্ট মহিলাদের কারাদণ্ড

সুরাট হইতে প্রকাশ, দেশমাতা শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী আরও কয়জন বিশিষ্টা মহিলার সহিত সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ (১) ধারার যে মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আভযোলা গত ১৭ই জানুয়ারী তাহাতে রায় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা গান্ধীকে ৬ সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া "এ" শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেল ও মিথুবেন পেটিট ও আর কয়জন মহিলা ৩॥০ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মিসেস ঈশ্বরভাই আমিন ও মোবারভাই কাসানজী ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও এক মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আমেরিকায় ভীষণ প্লাবন

মোমান লেক (মিসিসিপি) হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত মিসিসিপি নদীর উপনদী রামপার্ট ত্যালাহাটকার প্রবল স্রোত অনেক দস্তাধস্তির পর হ্রদের তৃণাচ্ছাদিত বাঁধ তিন স্থলে ভাঙ্গিতে সক্ষম হইয়াছে। উহার ফলে ডিপো বেনিসের ইতঃপূর্ব্বেই আংশিকভাবে প্লাবিত বস্তু ভিটালবুহ প্লাবিত হইয়াছে। বহু লোকের জীবননাশের আশঙ্কা করা যাইতেছে। প্রায় ৩০ হাজার লোক গৃহশূন্য হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে জল জমিতেছিল তাহা যখন দশফুট উচ্চ প্রাচীরাকারে অধিবাসিগণের উপর আসিয়া পড়ে তখন অধিবাসীরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। উহার ফলে পরিবারবর্গকেও গৃহের উপরে আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইতে হয়।

---

২ জনের ফাঁসী, ৪ জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, থারাবডির স্পেশাল জজ গত ১৫ই জানুয়ারী দ্বিতীয় গঙ্গাবিন টজমিয়াও নামক বিদ্রোহীদের মামলার রায় দিয়াছেন। জজ দুই জনকে প্রাণদণ্ডে এবং ৪ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অনিয়মিত সেনাদল এবং পুলিসবাহিনী থায়েটমিও জেলার এলানমিও মহকুমার এক বিদ্রোহী ছাউনীতে হানা দিয়া গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ৩ জনকে নিহত করে ও ৭ জনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে চারি জন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। তিনটি বন্দুক, ৮টী বোমা এবং অনেকগুলি বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে। বিদ্রোহীরাও সরকারী সেনাদলের উপর গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই। বিদ্রোহ আন্দোলন অনেকটা প্রশমিত হওয়ায় ব্রহ্ম রাইফেল সেনাদলকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উঠাইয়া আনা হইতেছে। প্রোমের অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতেছে।

জেল হইতে কয়েদী পলায়ন

কান্দি হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী রাত্রিতে বহরমপুর জেল হইতে ৯ জন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে।

স্থানীয় পুলিস তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

লাটের সহিত সাক্ষাৎ

বাঙ্গালার লাট শনিবার দিবস মিঃ টি, এ, কারি, নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাননীয় মিঃ এইচ, এম, মেটার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গীয় বাঙ্গালার লাট শনিবার দিবস ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন লাটপত্নী বিজয়ী অশ্বের অধিকারীকে, গভর্ণরের কাপ পারিতোষিক প্রদান করেন।

ফরিদপুরে গ্রেপ্তার

কালেশ্বর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের শ্রীযুত হেমচন্দ্র খাসনবীশ ও সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইদিলপুরের শ্রীযুত আশুতোষ রায় চৌধুরী প্রমুখ কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মী ১৪৪ ধারার নোটীশ অগ্রাহ্য করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

লক্ষ্নৌ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেসের এস, এন, ক্যাপ গত ১৬ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আমেদাবাদে মহাবীর মন্দিরে কংগ্রেস আফিস খুলিবার জন্ম যখন তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে একজন সভায় তিনি বক্তৃতাও করেন। সাতজন স্বেচ্ছাসেবককেও ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্ম গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন উক্ত কংগ্রেস ভবন উদ্বোধনের সংবাদ ঘোষণা করিতেছিল।

মদের দোকানে পিকেটিং

শনিবার দিবস জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলি উমাশঙ্কর প্রসাদ, সুধন্য মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্র কর এবং যতীন্দ্রনাথ মিত্র নামক চারি ব্যক্তিকে ৮২নং অপার চিৎপুর রোডে মদের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ডাঃ পেটল গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ডাঃ এক, পেটল গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু ব্যক্তিগত মুচলেকায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বাধাপ্রদান সম্পর্কীয় অর্ডিন্যান্স আইনানুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ। গত সোমবারে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাকে হাজির করা হয়। ডাঃ পেটল জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী এবং তিরুপাতুর খ্রীষ্টান সেবাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

হত্যার পর আত্মহত্যা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গৌরনদী থানার এলাকাধীন বাটাজোড় নিবাসী হরিশ্চন্দ্র কবি, গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। বসন্ত এবং তারকচন্দ্র নামে তাহার দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দায়ের আঘাতে খুন করিয়া সেই দা তাহার নিজের গলায় বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

ডাঃ হার্ডিকর গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হিন্দুস্থানী সেবাদলের উদ্যোক্তা ডাঃ এন, এস, হার্ডিকর হিন্দুস্থানী সেবাদলের মহিলা বিভাগের উদ্যোক্তা কুমারী সোফিয়া সোমজী এবং মুকুন্দপাই নামক অপর একজন কংগ্রেসনেতা গত ১৫ই জানুয়ারী সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্স আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাদিগকে সরাসরি জেলে প্রেরণ করা হয়।

পিকেটিং করিবার সময় উক্ত অর্ডিন্যান্স আইনে দুই জন দেশসেবিকাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহারা জেলে প্রেরিত হন।

নয়জন যুবক ধৃত

কান্দী হইতে প্রকাশ, খড়গ্রাম থানার ঝাপুর গ্রামের শ্রীমতী সুখদা দাসীর বাটিতে ৯ই তারিখে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ অস্ত্রাদি লইয়া আসে এবং বাড়ীর সমস্ত কিছু লুঠ করিয়া বাড়ীর লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া পলায়ন করে। গ্রামবাসীরা তাহাদের ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরা পলাইয়া যায়। প্রকাশ, কয়েকজন ডাকাতকে বাড়ীর লোকজন চিনিতে পারে। ফলে, পুলিশ সন্দেহক্রমে নয়জন যুবককে ৩৯৫ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের হাজতে রাখা হইয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

Reg No C.1145

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [২৬৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২১শে জানুয়ারী ১৯৩২

ষ্টিভেন্স হত্যার মামলা

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সবরমতী জেলে কস্তুরীবাঈ

লিবার্টি পত্রিকার নিকট জামিন

ডাঃ গোপীচাঁদ গ্রেপ্তার

পুত্রের জন্য পিতামাতার উপর নোটিশ জারী

মালব্যজীর শান্তি প্রচেষ্টা

ছাত্রদের নিকট হইতে মুচলেকা

হায়দ্রাবাদে ভীষণ দাঙ্গা

ছয়জন মহিলা গ্রেপ্তার

বহু ব্যক্তির কারাদণ্ড

সামান্য কথা

ষ্টিভেন্স হত্যার মামলা

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সের হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত কুমারী শান্তি ও কুমারী সুনীতির বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মকদ্দমার দিন তাহারা খদ্দরের লালপেড়ে সাড়ি পরিধান করিয়া সানন্দে আদালতে উপস্থিত হয়। তাহাদের বসিবার জন্য আদালতে চেয়ার দেওয়া হয়। বাদীর পক্ষে সাক্ষীগণের এজাহার ও জেরা আরম্ভ হইয়াছে। আসামীদ্বয় সব বিষয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। মকদ্দমা চলিতেছে।

সবরমতী জেলে কস্তুরীবাঈ

আমেদাবাদ হইতে সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী, কুমারী মণিবেন পেটেল ও কুমারী মিথুবেন পেটিটকে সবরমতী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

নানকিং হইতে প্রকাশ, পরিষদের ৪৮ ঘণ্টা ব্যাপী যে সভা হইতেছে, তাহা হইতে মন্ত্রী সভার গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সভায় প্রধান মন্ত্রী সান্‌ফো এবং পররাষ্ট্র-সচিব ইউজেন চীন জাপানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে মত দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জাতির মর্য্যাদা এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে পারিবেন। তাঁহাদের কার্য্য নীতি গৃহীত হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া-

প্রকাশ, মন্ত্রীসভার সামরিক বিভাগের সদস্যগণ এই কার্য্য-নীতিতে আপত্তি করিতেছেন। সুতরাং কার্য্যতঃ সংগ্রাম ঘোষণা সম্ভাবনার অতীত বলিয়াই মনে হয়।

লিবার্টি পত্রিকার নিকট জামিন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত সোমবার অপরাহ্নে "লিবার্টি" পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ঘোষের নিকট ১৯৩১ অব্দের প্রেস আইন অনুসারে জামিন তলব করা হইয়াছে।

সরকারের নোটিশে লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত পত্রিকায় ৩১শে অক্টোবর, ১০ই ও ২০শে নভেম্বর তারিখের প্রবন্ধে এমন সব শব্দ আছে যাহা প্রেস আইনের আমলে আসে।

এই হেতু বাঙ্গালার সপারিষদ লাট বাহাদুর উক্ত পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ঘোষের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জামিন স্বরূপ ৩ হাজার টাকা নগদে বা কোম্পানীর কাগজে জমা দেন।

উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকর হিসাবেও তাঁহাকে আরও ৩ হাজার টাকা উক্তরূপে জমা দিতে আদেশ করা হইয়াছে।

মন্দির হইতে দেবীর মূর্ত্তি চুরি

কটক হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি চৌদ্বারের মন্দির হইতে পাটেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছিল। জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী কোন পুকুরে বড়শী দ্বারা মাছ ধরিবার সময়ে উহা উদ্ধার করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত চোরের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তলোকসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত মহেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাচরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তসজ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীবহুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) সুবর্ণ-বিহার-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবহুধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধু নাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রধান ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) শ্রীগিরিভৃত আসন

শ্রীভাগবত-প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅরিন্দম ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন, ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীপণ্ডিতনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীতারকনাথ সেবাগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীশ্রীনকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ২১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১৬৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্তমান যুগাচার্য্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপার্ষদে মাদ্রাজপ্রদেশে শুভবিজয়ে এবং তত্রত্য "শ্রীকৃষ্ণ হলে" বহু উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে ইংরেজি ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে মাদ্রাজপ্রদেশের 'জাষ্টিস্'-নামক ইংরেজি মুখপত্র যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

MESSAGE TO SOUTH INDIA

SERMON AT SRI KRISHNA HALL

Srilā Paramhansa Thakur addressed a learned audience in the Sree Krishna Hall of Gaudiya Math last evening the gist where of is given below.

Swami Ban Moharaj, at the outset, thanked the audience for having kindly assembled to listen to the message to be delivered by his Divine Grace.

Srila Paramahansa Thakur began by quoting from and explaning the first sloka of the Shikshastakam of Lord Sree Chaitanya, as his message is no other than what Lord Sree Chaitanya came to deliver to the world, and in which only lies the highest good of created beings one and all And that is Sree Krishna Sankirtanam which when efficaciously performed, brings in its train seven fold blessings upto the higest eternal bliss of transcendental divine Love which is and should be, the highest goal of life. We are all creatures of misery in this world of matter and limitations. Hence we all run after peace and happiness which we never find here What we may get here is but transitory sensual pleasures which we miscall happiness, and which are but another side of misery. Ye we run after them for which our ignorance only is to blame.

But Sree Krishna Sankirtanam promises us no transient and relative happiness, but real and positive happiness which is ever full and continuous, by easy, natural and automatic removal of all posible obstacles in the way. The chanting of the name of Sree Krishna is the only practice adopted and followed by the truly theistic Devotees which leads them to the Lotus Feet of the Absolute God-head, Krishna. It is both the means and the goal too as the Name of Krishna is completely identical and equi potent in all aspects with Himself. Sree Krishnasankirtanam removes all dirts from the mirror of hearts ; it extinguishes the wild fire of all sufferings of births and rebirths ; it is the shedding of the soothing and pleasant moonlight for undisturbed full blooming of the lily of Eternal good, it is the very life of true unshaky eternal knowledge to be acquired by all souls who are but counterparts of the Absolute Over Soul, it ever swells up the unbounded fathomless ocean of joy ; with every utterance it brings in the tasting of nectarine ecstacy identical with the Rasa Himself, and it is an all round bath of hearts and souls when they are completely relieved of all intramundane thoughts and experience.

No mundane experience and activities are of any avail for acquisition of the true and Transcendental knowledge The only effective means is the singing of the Holy Name which is identical with the Absolute Name by which we can transgress all limitations and get to the fullest knowledge of the Unlimited, and enjoy all the blessings of Sree-Krishna-Sankirtanam." We can approach the Unlimited by constantly uttering the Transcendental unlimited Name of Krishna We can know the Absolute by the absolute means only, viz. The Name Absolute.

His Divine Grace further discussed the neuter aspect, the single masculine aspect, that is, single Vasudeba Worship and the aspect of father hood of the God Head is unperfect and partial never satisfying the fullest aspirations of souls they being counter parts of the Full Great soul More sublime and wider than these is the aspect of the Sonhood of God head which Sree Anandathirtha so kindly gave to the world Yet this truly thiestic and advanced idea of confidential service of the God-Head is not to be stopped and crippled here. It is to be fulfilled in the aspect of the Consort-hood of God Head which is the greatest gift of Lord Sree Chaitanya to all created beings who are essentially heir to the fullest bliss of completely unfettered confidential love of God Head. In five confidential love of consorts lies the supreme beauty of Bhakti or Service which was vouchsafed to the world never here to fore, and with this message came our Great Lord Sree Krishna Chaitanya.

In the end, Paramahansa Moharaj begged in all humility and in the name and words of Sri Probodhananda Saraswati, of all good people their kind attention to this message and its consideration by putting aside all other thoughts for a time.

আমি চাই কেবল বঞ্চনা

আমি এই ভবরোগে আক্রান্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে বহু ব্রহ্মাণ্ডের বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম এবং জন্মজন্মান্তরে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মিছাভক্ত প্রভৃতি অনেক চিকিৎসকের শরণাগত হইয়াছিলাম কিন্তু আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি কেহই আরোগ্য করিতে পারেন নাই বরং অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইয়া আসিতেছিল।

এহেন সময়ে পরম সৌভাগ্যক্রমে শুনিলাম যে 'চৈতন্যবাণী' শ্রবণে মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়, সেই চৈতন্যশক্তি—চৈতন্যশ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিবার জন্য মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে শ্রীপুরুষোত্তমধামে প্রকট হইয়া এখন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে পতিতোদ্ধারলীলা করিতেছেন, গৌড়ীয় হাসপাতাল খুলিয়া মাদৃশ দুরারোগ্য ভবরোগাক্রান্ত রোগীকেও শ্রদ্ধামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দান করিয়া নিত্য স্বাস্থ্য দান করিতেছেন।

আমার বহু জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ছিল তাই আমি এই কথা শুনিয়া ঐ ভবরোগ-বৈদ্য-বর্য্য প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম, কিম্বা আশ্রয়ের অভিনয় করিলাম।

পরম দয়াল অদোষদর্শী প্রভু তখন কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সিদ্ধমন্ত্র ও শ্রীনামরূপ মহামন্ত্র দান করিলেন এবং বলিলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥" এই শ্লোকটী সর্ব্বদাই কণ্ঠহার করিয়া রাখিবে, সব সময়েই স্মৃতিপথে রাখিবে এবং উহা নিজ আচরণের দ্বারা অঙ্কিত করিবে। তাহা হইলে অবিলম্বেই তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে অর্থাৎ তুমি সংসার-মুক্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনাম-সেবায় শুদ্ধ শ্রীনাম কীর্ত্তনের অধিকারী হইবে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই রূপ, গুণ লীলা স্ফূর্ত্তি হইবে অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধি হইবে

কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে তথাপি আমার মন্ত্র সিদ্ধি হইতেছে না কেন শুদ্ধ নাম আমার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন না কেন? তদুত্তর লাভের জন্য যদি আমি নিরপেক্ষভাবে নিজ আচরণ আলোচনা করি তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, আমি ঐ তৃণাদপি শ্লোকটী মুখে পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে পারি, কিন্তু উহা নিজ আচরণের দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিতেছি না।

আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কারের অভিনয় করি বটে, তথাপি এখনও আমি অহঙ্কার ছাড়িতে পারি নাই, তাই শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমার ভুল দেখাইয়া দিলেও আমি তাহা স্বীকার করিতে চাই না; আমি যে নির্ভুল, আমি যে নির্দ্দোষ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকারে বৃথা চেষ্টা করি। 'আমি ঠিক বুঝি' এই ধারণাটা আমার অন্তর হইতে কিছুতেই ছাড়ে না। আমি কেবল মুখে গুরুদেবকে অন্তর্য্যামী বলি কিন্তু কার্য্যস্থলে তাহা স্বীকার করিতে চাই না, তাই মনে মনে ভাবি প্রভুপাদ বহু দূরে আছেন সেই জন্য আমার অবস্থাটা বুঝিতেছেন না, কিম্বা অন্যের অসত্য কথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করায় তিনি আমার উপর অপ্রীত হইয়াছেন।

তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া ত দূরের কথা, কেহ এক কথা না বলিতে বলিতেই আমি তাহাকে দশ কথা না শুনাইয়া দিয়া থাকিতে পারি না। এমন কি আমার মঙ্গলের জন্য কেহ চিকিৎসকের নিকট আবেদন করিয়া চিকিৎসক কর্ত্তৃক যথাযোগ্য ঔষধের ব্যবস্থা করাইলে আমি সেই ঔষধকে অমৃত বুদ্ধি না ক'রয়া বিষ জ্ঞান করি তাই চিকিৎসকের নিকট আবেদনকারীকে বিষপ্রয়োগকারী জীবহিংসক পরম শত্রুজ্ঞানে নানাপ্রকার অভিশাপ প্রদান করিতে থাকি।

আমি প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া অমানী হইতে পারি না। কেহ আমাকে জড় প্রতিষ্ঠারূপ শূকরের বিষ্ঠা দিয়া বঞ্চনা করুন তাহাই আমি চাই, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়, আমার বিচারে তিনিই ভাল, কিন্তু কেহ যদি আমাকে জড় প্রতিষ্ঠা না দিয়া, বঞ্চনা না করিয়া, তাৎকালিক আমার ভোগের কর্ণে শ্রুতি কটু হইলেও পরিণামে নিত্যমঙ্গলপ্রদ সত্য কথা বলিয়া আমাকে বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে পরম শত্রুরূপে দেখি।

বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান দান এবং বাকী সকলকেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ব্যবহারিক সম্মানদানরূপ মানদ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার বৃত্তি আমার নাই। আমি বাক্যের দ্বারা ব্যবহারের দ্বারা সকলকে উদ্বেগ না দিয়া থাকিতে পারি না।

যে হাসপাতালে সুচিকিৎসক আছেন সেই হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, যে চিকিৎসকের আশ্রয় লাভ করিলে সর্ব্ববিধ দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতেও চিরতরে মুক্ত হইয়া নিত্য স্বাস্থ্য লাভ করা যায় সেই সদ্বৈদ্য অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অতিশয় দুর্ভাগা তাই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে চাই না তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে চাই না সুতরাং তাঁহার নিকট নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী নহি—আমি চাই কেবল বঞ্চনা।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

উপযুক্ত পুত্রের কর্ত্তব্যই হচ্ছে পিতার সেবা করা, তাঁর গৃহে বাস করা, তাঁর আদেশ পালন করা। পিতার অনুগত হ'য়ে থাকলে পুত্রের কোন চিন্তা বা ভয় থাকে না।

আজকাল উপযুক্ত পুত্রের সংখ্যা খুব কম। পুত্র যখন সুখান্বেষী হ'য়ে কোন রূপবতী অসতী স্ত্রী বা কনকে মত্ত হ'য়ে তার সঙ্গসুখ ইচ্ছা করে তখন তার আর পিতার কথা, পিতার গৃহ, পিতার সেবা ভাল লাগে না; সে তখন পিতামাতাকে বা ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে ঐ কনক-কামিনীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হ'য়ে তাদের ভোগ করতে দৌড়ায়। অবশেষে তাদের মায়ায় পড়ে তারা যাতে সুখে থাকে, নিজে যাতে সুখে থাকতে পারে, তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, সর্ব্বক্ষণ টাকার জন্য, সেই অসতী স্ত্রীর জন্য চিন্তা করে। দিনান্তে একবারও পিতার কথা ভাবে না। প্রথমে ক্ষণিক সুখের জন্য ঘর ছেড়ে এসে বিদেশে অর্থাভাব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কষ্ট ভোগ করতে থাকে। কিন্তু মায়ার এমনি আকর্ষণ যে, যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, দুদিনের জন্য ভোগের আশায় সম্বন্ধ পাতিয়েছে মাত্র, তাদিকে আর ভুলতে পারে না এবং সেই পরস্ত্রী এবং স্ত্রীসম্পর্কীয় লোকগণকেই আত্মীয় জ্ঞানে তাদের সেবা করতে করতে কষ্ট পায়। আর গর্দ্দভের মত তাদের লাথি ঝাঁটা খায় কত কঠোর বাণী অকাতরে সহ্য করে। এই দুঃখপ্রদ কনক-কামিনীকেই তখন সে এ জীবনের ধ্যেয় বস্তু—সেব্য বস্তু ব'লে মনে করে।

কিন্তু ছেলে পিতাকে ভুললেও পিতা ছেলেকে ভুলেন না। যে মায়ারূপিণী অনিত্য কামিনী এবং ধনাদির প্রলোভনে পড়ে ছেলে কষ্ট পাচ্ছে, সেই মায়ার হাত থেকে—সেই অসৎ সঙ্গ থেকে তাকে গৃহে ফিরিয়ে আনবার জন্য কখন নিজে গিয়ে উপদেশ দেন অথবা কখন তাঁর কোন আত্মীয়কে সেই স্নেহের বাছুর মঙ্গলের জন্য পাঠান।

পিতার আত্মীয়ের অর্থাৎ নিজ আত্মীয় প্রকৃত বন্ধুর কথা যদি পুত্র শোনে তবে সে ওসব পরের সহিত পাতান সম্পর্ক, পুত্র কন্যার প্রতি আসক্তি ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে আসতে পারে এবং পিতৃধনে ধনী হ'য়ে পিতৃসেবা ক'রে নিজের কর্ত্তব্যের, প্রকৃত পুত্রের বা নিজ জীবনের সার্থকতা সাধন করতে পারে। আর যদি আত্মীয়ের কথা না শু'নে তাতেই মেতে থাকে তা'হলে আর কষ্টের সীমা থাকে না। পর কখনও আপনার হয় না। সে কেবল আমাদের নিকট থেকে কিছু ভোগের সুখ-সুবিধা আদায় ক'রে নিতে চায় মাত্র এবং তাদের চাকরী করতে করতেই সমস্ত জীবনটা যায়।

আমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অমৃতের সন্তান অমৃতের সেবাই আমার ধর্ম্ম। কিন্তু জগৎপিতা কৃষ্ণের সন্তান আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পিতার সেবা ছেড়ে ভোগ-রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটেছি এবং তাঁর সেবায় এই মন প্রাণ সব নিয়োগ করেছি। কেবল মাত্র ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের আশায় পিতাকে একেবারে ভুলে গিয়েছি এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারকে নিজের ভেবে তাদের সেবা কি ক'রে সুষ্ঠুরূপে করতে পারবো, কিসে তারা সুখে থাকবে সেই চিন্তায় ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে যাচ্ছি। কি ক'রে সংসারের উন্নতি হবে, কি ক'রে ছেলে মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে দেবো, কি ক'রে ষোল আনা ভোগ করবার জন্য এই দেহটাকে বেশ সবল রাখতে পারবো, সেই চিন্তায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।

পরকে আপনার ভেবে, মায়ায় দেওয়া এই স্ত্রীপুত্রপরিবারকে আমার নিজের ক'রে তাদের ভোগ করতে ছুটছি। তাদের নিকট থেকে কিছু আনন্দ পাব ভাবছি। মায়ার এই সাজানো বা পাতানো প্রলোভনে পড়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছি। নিরন্তর কষ্টের পর কষ্ট—জ্বালার পর জ্বালা ভোগ করছি। জ্বলে পুড়ে মরছি, শান্তি পাচ্ছি না। পচা পতি বা স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে প্রাণ আর বাচে না দেখছি—দিন দিন হতাশ হ'য়ে পড়ছি তবুও বুঝতে পারছি না।

পিতার কথা অমান্য ক'রে ভোগরাণীর পশ্চাতে দৌড়ার জন্য আমি এই দাবানল সদৃশ সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। এবং কারাকর্ত্রী মায়াদেবী প্রদত্ত স্ত্রীপুত্রদের দাস্য ক'রে দণ্ড ভোগ করছি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ, উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশি হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকা' তথ্যবিবরণ-সহ রঙ্গিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই র সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায় সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন- তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ-শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক নীল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির স্তুতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৬৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাটনা "যুবক সঙ্ঘের" আসামীর কারাদণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা সদরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় নন্দন প্রসাদ কর্ত্তৃক শনিবার যুবক সঙ্ঘ মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে আসামী জগদীশ নারায়ণের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। রামেশ্বর প্রসাদ, সুরেন্দ্র প্রসাদ ও মাধবচন্দ্র রায়ের প্রতি পাঁচ মাস করিয়া এবং দারোগা শর্ম্মা ও জগদেও সিংহের প্রতি চারি মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম আসামী চারিজনকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

সুরেন্দ্র প্রসাদ যাহাতে জেলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটার মিডিয়েট পরীক্ষা দিতে সমর্থ হন, তজ্জন্ত জেলে তাঁহাকে পাঠ্য পুস্তক সমূহ লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে লিখিত আবেদন প্রেরণ করিতে বলেন।

বে-আইনী সমিতির সদস্ত বলিয়া গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে আসামীগণ পাটনা যুবকসঙ্ঘে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

হায়দ্রাবাদে ভীষণ দাঙ্গা

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই জানুয়ারী (সিন্ধু) হায়দ্রাবাদে চাকলী পল্লীতে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার ফলে একজন খুনিয়া নিহত এবং তিনজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে এখন শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

মালব্যজীর শান্তি প্রচেষ্টা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, উদার-নৈতিক মতবাদী এবং স্বাধীন মতবাদী নেতাদের সহিত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের আলোচনা হইতেছে। স্যার নরোত্তম লেঠনা, কাওয়াস জাহাঙ্গীর, মিঃ জয়াকর, স্যার পুরুষোত্তম দাস, ঠাকুর দাস, স্যার চুনীলাল মেহতা প্রভৃতির সহিত গত ১৫ই ডিসেম্বর তাঁহাদের আলোচনা হইয়াছে।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের বিশেষ অনুরোধে মিঃ যমুনালাল বাজাজ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেও পণ্ডিত মালব্যের আলোচনা হইয়াছে। গত ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আলোচনা চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় পণ্ডিত মালব্য আর দুই দিন বোম্বাইয়ের অবস্থান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দিল্লীতে কতিপয় পুলিশ জখম

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে পতাকা উত্তোলন উৎসব হইবে বলিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়। পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় রাস্তায় এই ঘোষণা করিয়া বেড়াইবার সময় গ্রেপ্তার হয়। বেলা প্রায় দুইটার সময় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার ছয়জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবকসহ সভাস্থ কুইন্স গার্ডেনে গমন করেন ইহার অব্যবহিত পরেই একদল কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে উপনীত হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া একটি লরীতে তুলে। প্রকাশ, লরী চলিতে আরম্ভ হইবামাত্র পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ফলে, কতিপয় কনষ্টেবলের আঘাত লাগে। তন্মধ্যে এক জনের শরীর হইতে রক্তপাত হইতে দেখা যায়। পুলিশ তখন লরী থামায় এবং ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে জনতাকে তাড়া করে। লোক সকল ছুটিয়া পলায়ন করে, কিন্তু পুলিশ লরীতে উঠিবামাত্র আবার জনতা হইতেই পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। তখন পুলিশ বলপ্রয়োগে জনতা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। কংগ্রেস পতাকা স্থাপনের চেষ্টা পুলিশের ক্ষিপ্র কার্য্যে কালে ব্যর্থ হয়।

ছাত্রদের নিকট হইতে মুচলেকা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, দিনাজপুর জেলা স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতে এক মুচলেকায় স্বাক্ষর লওয়া হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এই যে, তাহারা কোন রাজনৈতিক সভা বা মিছিলাদিতে যোগ দিবে না। ছাত্রদের অভিভাবকদেরও জানান হইয়াছে যে, কোন ছাত্র যদি এই মুচলেকার অন্যথা করে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইবে এবং পুনরায় ভর্ত্তি করা হইবে না।

ছয়জন মহিলা গ্রেপ্তার

গত রবিবার অপরাহ্নে পুলিশের নোটীশ অমান্ত করিয়া হ্যারিসন রোডে এক শোভাযাত্রা বাহির করায় শ্রীযুক্তা নিঝরিণী সরকার, বেণুবেন রুক্মিণীবেন চাইবেন রাজরাণী দেবী. এবং কৃষ্ণ দেবী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

এই শোভাযাত্রার সঙ্গে যে জনতা সমবেত হইয়াছিল পুলিস লাঠির সাহায্যে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ছয়জন মহিলাকে লালবাজারে লইয়া গিয়াছে।

বড়বাজারে বিভিন্ন স্থানে ইস্তাহার বিলি করায় গত রবিবার সিদ্ধেশ্বর কাহার যুগল বস আগরওয়ালা, এবং রামচন্দ্র গোয়ালা পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বড়বাজারে পিকেটিং করায় গোলক চন্দ্র দে এবং প্রেমানন্দ বর্ম্মা নামক দুইজন যুবক ধৃত হইয়াছে।

গত রবিবার ১৭ই জানুয়ারী কালীঘাট রাসবিহারী এভিনিউ পার্কে এক সভার আয়োজন হয়। সভা আরম্ভ হইলে টালীগঞ্জ থানার পুলিস সভায় উপস্থিত হইয়া কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের নিষেধাত্মক নোটীশ দেখাইয়া সভা করিতে বারণ করে। তাহা সত্ত্বেও সভা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্তা বিভাবতী দাশ ও ভূতনাথ রায়, কিশোরী মোহন ঘোষ, বিনয় ভূষণ চাটার্জ্জি, রাধানাথ ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ গ্রেপ্তার হন। পরে পুলিস লাঠির সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ধৃত ব্যক্তিদিগকে টালীগঞ্জ থানায় লইয়া

সকাল বেলায় বিজ্ঞাপন বিলি করিবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

এম, এল, সাহার দোকানে পিকেটিং করায় বাণীভূষণ গুহ গ্রেপ্তার হয়।

পুলিস কমিশনারের নোটীশ ভঙ্গ করিয়া গত রবিবার কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে সভা করিবার চেষ্টা করায় দুইজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত ১৭ই জানুয়ারী হাওড়ায় কয়েকজন যুবক সালকিয়াতে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বান্ধাঘাটে সভা করিবার চেষ্টা করায় পুলিস লাঠির সাহায্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

পুত্রের জন্ত পিতামাতার উপর নোটিশ জারী

কৃষ্ণকুমার সাহা এবং কালীপদ গাঙ্গুলীকে পিকেটিং করায় অপরাধে তাহাদের অল্প বয়স বিবেচনায় ১০০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছিল। এই টাকা জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ২৮ ধারানুসারে কেন তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে আদায় করা হইবেনা তাহার কারণ দর্শাইবার জন্ত পিতামাতার উপর নোটীশ জারি করা হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে এই মহকুমায় ২৮ জন যুবকের দণ্ড হইয়াছে।

বহু ব্যক্তির কারাদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কৃষকগণকে খাজনা প্রদান না করিতে প্ররোচিত করিবার অভিযোগে ১৬ই জানুয়ারী এলাহাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২২ জন গ্রামবাসীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ৩ জনের প্রতি ৪॥০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ১৬ই জানুয়ারী এলাহাবাদে আরও ৪ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হওয়ায় ধৃত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ২৬৮ হইয়াছে। পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কনিষ্ঠা কন্তা কুমারী কৃষ্ণা নেহেরু, শ্রীমতী নোরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সুন্দরলালের প্রতি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২নং অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাহিরে যাইতে, বক্তৃতা করিতে এবং সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করিতে নিষেধ হইয়াছে।

গত ১৬ই জানুয়ারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ই, আই, রেলপথের উভয়ে রাজনৈতিক সভা করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

মিঃ আর, এস, পণ্ডিতের পত্নী এক্ষণে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। কুমারী কৃষ্ণা নেহেরু ও শ্রীমতী নোরা ব্যানার্জ্জির উপরও যেরূপ নোটিশ জারি হইয়াছে তাঁহার উপর সেইরূপ নোটীশ জারি করা হইয়াছে।

ছুরিকান্দায় ডাকাতি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জানুয়ারী প্রত্যুষে পুলিশ ময়না মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তার নাকি ছুরিকান্দার ডাকাতি সম্পর্কে হইয়াছে মফঃস্বল হইতে অনেক খানাতল্লাসির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ গোপীচাঁদ গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তারের বিশেষ বিবরণে জানা যায় যে, ঐ দিবস অর্থাৎ ডাঃ গোপীচাঁদ ৫ জন স্বেচ্ছাসেবিকা জন স্বেচ্ছাসেবকসহ আনারকালী বাজারে পিকেটিং করিবার সময় পুলিশ তথায় আসে এবং ডাঃ গোপীচাঁদ, লাল জগৎনারায়ণ এবং হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। পরে স্বদেশকুমারী তাঁহার ভগিনী আদর্শকুমারী এবং এডভোকেট গোবিন্দ রাম খান্নার দুই কন্যা এবং ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত মদনলালের নেতৃত্বাধীনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

Reg No C.1445

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲০
সিকি পৃষ্ঠা ২৲
[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই মাঘ শুক্রবার ১৩৩৮, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩২

গান্ধীজীর মুক্তি কামনা

শ্রীযুত রামদাস গান্ধী গ্রেপ্তার

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

শ্রীমতী উমা নেহরুর ৬ মাস জেল

লবণ আইন অমান্যে ধৃত

সর্দ্দার মঙ্গল সিং গ্রেপ্তার

জনতার উপর লাঠি

নোয়াখালীতে ভীষণ ডাকাতি

কংগ্রেস-আশ্রম লণ্ডভণ্ড

আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

৫ জনের দ্বীপান্তর

নানা কথা

গান্ধীজীর মুক্তি কামনা

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নিকট এক তার পাঠাইয়া গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার ও ভারতীয় সমস্যায় সহযোগের অনুরোধ করা হইয়াছে। এই তারে স্বাক্ষর করিয়াছেন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বজনগণের ১০৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিশপ বে ম্যাক্‌কোনেল, বিশপ এফ, বি, ফিস্থার ও র‍্যাবি ষ্টিফেন্সন ওয়াইজ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে আছেন।

শ্রীযুত রামদাস গান্ধী গ্রেপ্তার

সুরাট হইতে প্রাপ্ত টেলিফোনের খবরে প্রকাশ, গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রামদাস গান্ধী গত ১৮ই জানুয়ারী বারদৌলী তালুকের হরিপুরা গ্রামে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

বোরসৌলীতে আরও ৮ জন সেবিকাও ঐ দিবস গ্রেপ্তার হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে ৯৯ নং আপ ট্রেণ যখন লাকসাম জংসনের পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে—আবের পেটুয়া ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সেই সময় চলন্ত অবস্থায় ৫ জন [illegible]

যাইয়া উঠে। তাহারা কামরায় প্রহরীর সম্মুখে রিভলভার ধরিয়া তাহাকে পাহারা রাখে এবং বহু বীমা করা খামের ৮টি লইয়া প্রস্থান করে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

লবণ আইন অমান্যে ধৃত

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ সমুদ্রতীরের নিকট শ্রীঅজের পাশে ভীমপুরে জুমাই মল্লিক আবগারী পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। বৈঠীর আর ৫ জনকে আবগারী পুলিসের নিকট এই মর্ম্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তাহারা বে-আইনী লবণ তৈয়ারীতে যোগদান করিবে না।

যুক্তপ্রদেশে ধরপাকড়

কানপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত হরিলাল সাক্‌সেনা সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয় এবং ফুলবাগে এক সভা বসে। একটী শোভাযাত্রার লোকজন কিছুক্ষণ যাবৎ মাটীর উপর বসিয়াছিল। পুলিস তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। গত ১৭ই মোট ৩১ জন গ্রেপ্তার হয়, তন্মধ্যে ১২ জনের বিচার ঘটনাস্থলেই করা হয়।

পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

জুজারসাহা (হাওড়া) বাজারে বিদেশী কাপড় ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য জুজারসাহা কংগ্রেসের শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দে, জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত, পরেশচন্দ্র পাত্র, জিতেন্দ্রনাথ পাত্র ১৮ই তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই সঙ্গে শ্রীযুত নীরদবরণ সামন্ত সত্যাগ্রহীদিগকে মাল্যদান করিবার সময় ধৃত হন। তাঁহাদিগকে পাঁচলা থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দে ও জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত লাঠির আঘাতে আহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীস্বরূপ ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনবদ্বীপ দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

হাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত [illegible]

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাজ-জীবন সেনগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, সিটি দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্রজেন্দ্রগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫. ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ২৬৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাদ্রাজে শুভবিজয় করতঃ তত্রত্য অধিবাসীগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতেছেন। প্রত্যহ বহু সম্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন।

গত ১৪।১।৩২ তারিখে তথাকার হাইকোর্টের জাষ্টিস্ দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত সুন্দরম্ চেট্টি মহাশয় মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম ও দৈন্য জ্ঞাপন করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। জজ বাহাদুর বেশ নম্র ও বিনয়ী এবং বিষয়টী ধারণা করিবার মত তাঁহার বেশ বুদ্ধিমত্তা ও সামর্থ্য আছে।

'এলোর' নামক সহরের সাব্ রেজিষ্টার অন্ধ্র ব্রাহ্মণ শ্রীযুত জগন্নাথম্ বি-এ নামক এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গত ১৭।১।৩২ তারিখে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ১লা জানুয়ারী শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-সম্বন্ধীয় সেবাকার্য্যোপলক্ষে জনৈক মঠসেবকের সহিত মথুরা গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত স্বামীজীর নিম্নলিখিত মর্ম্মে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হইয়াছিল;—

"দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা বৈষ্ণবাচার বটে, তবে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিবার সুকৌশল না জানিয়া সঙ্গ বর্জ্জন করিতে গিয়া স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তির সহিত কলহ সৃষ্টি করিলেই যে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন হইল তাহা নহে। 'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর' সুতরাং কৃষ্ণভক্ত চতুরতার সহিত সমস্ত কার্য্য করেন। অযথা কাহারও সহিত বিরোধ করেন না, কারণ সেরূপ করিতে গেলেহ নানাপ্রকার উৎপাত আসিয়া হরিভজনের বিঘ্ন ঘটায়

বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সকলের সহিত

ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তের সহিত মিত্রতা, বালিশ বা অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। অন্যাভিলাষশূন্য ও ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা-রহিত হইয়া অনুকূলভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-মূলে কৃষ্ণানুশীলন করিলেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করা হয়। তাঁহারা কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ও কায়সেবা অর্থাৎ শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবসেবা করেন এবং শ্রীনামসেবা বা দশবিধ অপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর হরিভজন-সম্বন্ধীয় কথা বলা ও শুনা এবং ভোজন করান ও ভোজন করা এই ছয় প্রকার ব্যবহারের দ্বারা মিত্রতা করেন।

বালিশ বা অজ্ঞ জনের প্রতি বৈষ্ণবগণ কৃপা করেন। কেবল কোমল শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবসেবা করেন না বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতেও অক্ষম, এইরূপ কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি এবং তদপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থিত জনের মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করেন না, কেবল সঙ্গের অভাবে অজ্ঞতাবশতঃ বিষয়াসক্ত, এরূপ ব্যক্তিগণ বালিশপদবাচ্য। তাঁহাদের অধিকার বিচার পূর্ব্বক চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত ভূমিকায় তুলিবার চেষ্টা করিলেই বালিশের প্রতি কৃপা করা হয়।

যাহারা হরি গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী তাহাদিগকে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। পারমার্থিক কোন প্রকারে সঙ্গ না করার নামই উপেক্ষা। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে উপহার তাহাদের শিরের উপর প্রদান করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, অন্তরের সহিত অপ্রকাশ্যভাবে সর্ব্বক্ষণ সেইরূপ উপহার তাহাদের প্রতি বর্ষণ করিতে হইবে, তবে স্থূলভাবে তাহাদের ব্যবহারিক সম্মান খর্ব্ব করিয়া কিম্বা রাজকীয় আইন লঙ্ঘন করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে তাহারা অতটা কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া নানারূপ দৌরাত্ম্য করিবে এবং আরও বিদ্বেষ করিবে; সুতরাং স্থলবিশেষে ঐরূপ ধরণের কোন কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারিক সম্মান দিয়া বা ব্যবহারিক আলাপ করিয়া বঞ্চনা করিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার প্রীতির লক্ষণ নহে, ইহার নাম অসুরমোহন। আমরা গুরুসেবক, সুতরাং সুষ্ঠুরূপে গুরুসেবা করিতে হইলে বিচারপরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। সমস্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা গুরুবর্গের উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া কেবল বাহ্য অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন বিদ্বেষীগণের সহিত গুণ্ডামী করিতে পারিলেই গুরুসেবা হইবে।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সঙ্গ দুইপ্রকার। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। বিদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকেও যে কিরূপে ব্যবহারিক সম্মান দিয়া ও বাহিরে অতিশয় মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া বশ করিতে হয় বা অসুরমোহন কার্য্য করিতে হয় তাহার আদর্শ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাল্য লীলায় একদিন দেখাইয়াছেন।

কোন ম্লেচ্ছ চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতি হিংসা করিয়া গৌড় দেশ হইতে উজির আনয়ন করিলে হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। তখন তাহারা রঘুনাথকে বন্ধন করিয়া ভৎসনা করিতে লাগিল ও মারিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। সেই সময় তিনি তাঁহার মধুর স্বভাবদ্বারা সেই ম্লেচ্ছকে এরূপভাবে বশ করিয়াছিলেন যে, সেই যবন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

নীলাচলের পথে শ্রীরূপ

বৃন্দাবন হইতে অনুজ অনুপমসহ গঙ্গাতীর-পথে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বারাণসীতে 'সম্বন্ধ-তত্ত্ব' শিক্ষা লাভান্তে রাজপথে বৃন্দাবনে যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত শ্রীরূপপাদের সাক্ষাৎ হইল না। মথুরায় উপস্থিত হইলে শ্রীসুবুদ্ধি রায় সনাতন প্রভুকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তদনুসন্ধানে শ্রীরূপ-পাদের যাত্রার কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীরূপ-পাদ বারাণসীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন; মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীসনাতনের বৃন্দাবন যাত্রার কথা বলিয়া গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে, আদেশ করিলেন। শ্রীরূপ-পাদ মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে বারাণসীতে দশ দিবস অবস্থান করিয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন এবং তথায় অবশিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থা সমাপনান্তে মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে অনুপম সহ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে ১৪৩৬ শকাব্দায় শ্রীঅনুপম শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণপূর্বক ইহলীলা সমাপনান্তে তদীয় ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। শ্রীঅনুপম (বল্লভ) শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত ব্রজভজনের পথ সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্র বলিয়া জানিতেন।

"সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ—চৈতন্য গোসাঞি॥"

—ভক্তিরত্নাকর

বৃন্দাবনে অবস্থান কালেই শ্রীরূপপাদ কৃষ্ণলীলা নাটকের মঙ্গলাচরণ 'নান্দী শ্লোক' লিখিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে গমনের সময় ঐ নাটকের বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন এবং চিন্তা-লব্ধ বিষয় কড়চাকারে লিপিবদ্ধ করেন। গৌড় হইতে নীলাচলে যাইতে উড়িষ্যায় সত্যভামাপুর নামক গ্রামে রাত্রিতে বিশ্রাম করেন। এই স্থানে শ্রীসত্যভামা দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—

"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা [illegible] [illegible]

[illegible] আসিলেন, চিন্তা [illegible] করিতে নীলাচলে চলিলেন।

শিবানন্দাদি ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত [illegible] যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পুত্র ও কলত্র কাঁহারা ?

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি কীর্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন।

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া কাহারও কাহারও প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত কোন পুত্র হয় নাই তবে সপুত্রায় বলিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শ্রৌতপন্থায় যে বাণী শ্রবণ করিয়াছি সেই বাণী নিম্নে লিখিত হইল।

যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ মধ্যে গণিত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহার পুত্র। 'আত্মা বৈ জায়তে

নীলাচলে যাইবার অভিপ্রায়ে আসিলেন। কিন্তু পথে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ায় বিলম্ব হইল; সুতরাং নীলাচলে পৌছিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না।

শ্রীরূপের মহাপ্রভু দর্শনে উৎকণ্ঠা, ভক্তবৎসল মহাপ্রভুরও ভক্তমিলনার্থ উৎকণ্ঠা; উভয় উৎকণ্ঠায় প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণে শ্রীরূপপাদ অতি দ্রুত চলিয়া নীলাচলে পৌছিলেন, পৌছিয়া সিদ্ধবকুলে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীরূপকে পাইয়া শ্রীহরিদাসের আনন্দ-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। তিনি তাঁহাকে যত্ন করিয়া হর্ষভরে বলিলেন, তুমি আসিবে, মহাপ্রভু পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু প্রত্যহ জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া সিদ্ধবকুলে শুভবিজয়পূর্ব্বক হরিদাসকে দর্শন দেন। হরিদাস তৃণাদপি-সুনীচ-ধর্ম্ম-নিবন্ধন জগন্নাথ-মন্দিরে গমন করেন না। মহাপ্রভু এই দিন অকস্মাৎ হরিদাসের সহিত মিলিত হইলে শ্রীরূপপাদ দূর হইতে মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হরিদাস দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শ্রীরূপের দিকে মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বলিলেন—'শ্রীরূপ দণ্ডবৎ করিতেছেন।' ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তখন [illegible] শ্রীরূপ [illegible]

গঙ্গাতীরে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর শ্রীসনাতন প্রভু সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে বহুক্ষণ প্রভু-ভক্তে ইষ্টগোষ্ঠী হইল।

পুত্রঃ'—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পার্ষদবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পার্ষদবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ বংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত গোত্রীয় বংশধরগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম প্রচারধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টক-বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়া জগতের মহামঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয় তাহা নহেন। যাহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া মুক্তিমান জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া পুত্র নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর-কার্য্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাহার পুত্রোৎপাদন কার্য্যটী জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপকার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব পুত্র ও অবৈষ্ণব পুত্র, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

মহাজনের উপরি উক্ত বাণী আলোচনা করিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, যাহারা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত বা গোস্বামীবর্গের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন তাঁহারাই প্রকৃত পুত্র, বাকী যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুকে বা গোস্বামী-বর্গকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের বা শৌক্রধারার পরিচয় দিবার দুষ্টতা করে তাহারা জগতের অমঙ্গলকারী কণ্টকবৃক্ষ। যে পুত্র হরিভজন করে না, যে [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীগৌরসুন্দরের কলত্র কাঁহারা? এই প্রশ্নের শ্রৌত উত্তর এই যে, বৈধবিচারে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন বিচারে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

আমার এ দুর্দ্দিনে কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বর আমায় ভুলেন নাই। তিনি আমার ন্যায় কুলাঙ্গার পুত্রের কষ্ট দেখে আমাকে কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিবার জন্য, মায়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিজের দেশে, নিজের গৃহে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর কোন নিজ-জন—অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুকে আমাদের নিকট প্রেরণ করছেন। সেই সাধু-বৈষ্ণব আমার নিকট গিয়ে আমায় বলেন, নিত্যকালের বাসস্থান বৈকুণ্ঠের কথা এবং বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণের কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করছেন এবং এ-সব ভূতের বেগার খাটা ছেড়ে দিয়ে, নাক ফোড়া বলদের বৃত্তি ত্যাগ ক'রে যাতে আমার মঙ্গল হবে সেই পরম-পিতার সেবা করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, কত না কত ভাবে আমার প্রতি কৃপা করছেন। নিজ গৃহে ফিরে যাবার এই আমার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। আমি সঙ্গী পেয়েছি। এ সময় যদি আমার পরমাত্মীয় নিত্য সঙ্গী সাধুর কথা শুনে ঐ সব পাঁচমিশালা সম্বন্ধ পাতানো বাজে লোকের ও অনিত্য বস্তুর সেবা ছেড়ে দিয়ে সাধুর সঙ্গ করি তা'হলেই পিতার কাছে যেতে পারবো, পিতার দর্শন পাবো এবং অমৃত বস্তু আমি, চেতন আমি, পিতার সেবা ক'রে জীবন সার্থক করবো, পিতার উপযুক্ত পুত্র হ'য়ে পিতার সুখ বিধান করবো। তখন আর আমার দুঃখ থাকবে না, সর্ব্বক্ষণ সেবা-সুখে মগ্ন থাকতে পারবো। কিন্তু এ সুযোগ যদি ছেড়ে দেই, আমার প্রকৃত আত্মীয় সেই সাধুজনের কথা না শুনি তা'হলে কষ্ট হবে, দুঃখের পর দুঃখ এসে আমাকে ঘিরবে এবং অনন্তকাল এই জ্বালায় জ্বলে মরবো।

ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুররসাশ্রিত ত্রিকাল-সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, কিন্তু বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শাক্তেয়বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ [illegible] [illegible] বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগ-বাদী হইয়া এই অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া গৌরদ্রোহী বলা আবশ্যক।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ স্ববিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামী-রচিত অমৃতপ্রবাহভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' ভাষ্যভাষাসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ... সমন্বিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ... মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৲ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জাড্যাপহ-প্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী সুবর্ণ্ণাঙ্গরঞ্জিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে শ্লোক ... কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ আনা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই প্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, বৈচিত্র্য, শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত লাহোর), বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতিসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট” নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম “সুখ-পথ প্রদর্শক”।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলা পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... জ্বরের প্রাবল্যের জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট
কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া পর্য্য। রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিজ ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নলছিটী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীনন্দ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মোচ্ছ্বাস!
কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!
কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর
ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব
যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,
তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—“আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।”

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জনতার উপর লাঠি

বেনারস হইতে প্রকাশ, বয়কট বিদের আন্দোলন সম্পর্কে পুলিস গত ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে ঘোড়াঘাটে জনতার উপর যে লাঠি চালাইয়াছিল, তাহার ফলে বহু লোক আহত হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কংগ্রেসের বয়কট প্রস্তাব জনসাধারণকে প'ড়িয়া শুনাইতেছিলেন, সেই সময় পুলিস তাঁহাকেই প্রথম গ্রেপ্তার

মহিলারা বিদেশী বস্ত্রে আগুন দিতে ছিলেন, পুলিস তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দেয়। তাহার পর যে জনতা সমবেত হইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের উপর লাঠী চালায়।

আহতদের মধ্যে প্রমোদ দত্ত হাসপাতালে গিয়াছে।

শ্রীমতী উমা নেহরুর ৬ মাস জেল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী উমা নেহরু গত ১৭ই জানুয়ারী প্রথম দফার বক্তৃতা দ্বারা কৃষাণগণকে উত্তেজিত করার অভিযোগে প্রয়োচনা অর্ডিনান্স আইনের ১২ ধারানুসারে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৩৮ ধারানুসারে তাঁহার প্রতি আর এক দফায় ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডাদেশ ভোগ এক সঙ্গে চলিবে।

সিংহলের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত আলুবিহার এবং শ্রীযুত সজ্জনলাল গত ৯ই তারিখে সিভিল লাইনের শোভাযাত্রায় যোগদান করার অভিযোগে ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা নেহরু এবং শ্রীযুত আলুবিহারীকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর পর্য্যায়ে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রাম সমূহ হইতে অনেক গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে ৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ, অবস্থার উন্নতি হইয়াছে এবং [illegible]পত্র আদায় হইতেছে।

আগ্রায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

আগ্রা [illegible] প্রকাশ, [illegible] হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামায় [illegible] [illegible] ৩ জন গুরুতর আহত হইয়াছে। পুলিস-তদন্ত চলিতেছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে।

সর্দ্দার মঙ্গল সিং গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, পঞ্জাব কংগ্রেসের নেতা সর্দ্দার মঙ্গল সিং সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা মতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বাটীতেও ১৮ই জানুয়ারী খানাতল্লাস করা হইয়াছে। ইঁহাকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ইঁহাকে বোরষ্টাল জেলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

বাগেরহাটে দুর্ঘটনা

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, যাত্রাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঐ ষ্টেশনে ট্রেণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করিয়া একখানি ট্যাক্সি দ্রুতবেগে চলিতে থাকে এবং ফলে দিলীপকুমার বিশ্বাস নামক বাগেরহাট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে চাপা দেয়। দিলীপকুমার গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন।

নোয়াখালীতে ভীষণ ডাকাতি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, সন্দ্বীপ থানার অন্তর্গত মৈতভাঙ্গায় গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রিতে দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১২ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বলপূর্ব্বক শ্রীযুত অনাথ কর্ম্মকার নামক জনৈক সচ্ছল লোকের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। আরও প্রকাশ, দস্যুগণ লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদে ও অলঙ্কারে ৮০০০ টাকা অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া চম্পট দেয়।

বড়বাজারে শোভাযাত্রা

সহরে সভা ও শোভাযাত্রাদি নিষেধ করিয়া পুলিস কমিশনারের যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তাহা অমান্য করিয়া বড়বাজার অঞ্চলে শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ণে শ্রীযুত কৃষ্ণদাস শেকসরিয়া, ব্রজলাল গোয়েঙ্কা, দীপেন বাগ, গোপালচাঁদ [illegible] এবং অপর ছয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রকাশ, শ্রীযুত [illegible] নেতৃত্বে [illegible] পতাকাধারী ও রাজনীতির নানারূপ ধ্বনিকারক প্রায় ত্রিশ জন লোক বড়বাজার থানার অধীন ক্রস ষ্ট্রীট হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বহির্গত হন।

শোভাযাত্রীরা হ্যারিসন রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুলিস তাহাদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে পুলিস কমিশনারের আদেশ পত্র প্রদর্শন করে এবং তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে।

কিন্তু শোভাযাত্রীরা উক্ত আদেশ অমান্য করে এবং শোভাযাত্রা করিয়া হ্যারিসন রোড দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। পুলিস তাহাদিগকে বার বার সতর্ক করে। কিন্তু তাহারা যখন পুলিসের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া শোভাযাত্রা করিবার চেষ্টা করে, তখন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

কংগ্রেস-আশ্রম লণ্ডভণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই জানুয়ারী ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাহস্তে ও নানারূপ লেখাযুক্ত প্ল্যাকার্ড লইয়া সহরের বিভিন্ন রাজপথে পরিভ্রমণ করে। শীঘ্রই পুলিস আসিয়া তাহাদের জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য জিনিষপত্র কাড়িয়া লয়। পুলিস প্রথমে সকলকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহাদের মধ্যে ১২ জনকে ছাড়িয়া দেয়।

পুলিস কেল্লাপাড়ার কংগ্রেস আশ্রমে হানা দেয় এবং শ্রীযুত গোপাল দাসকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, তাহারা আশ্রমের সকল জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে।

'নবজীবন' সম্পাদকের সাজা

গান্ধীজীর 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক গত ১৭ই জানুয়ারী দ্বিতীয় দফায় পুলিসকে উত্তেজিত করিবার অভিযোগে ৮নং অর্ডিনান্স আইনের ২৩ ধারানুসারে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার ২ শত টাকা অর্থদণ্ডও হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বরিশালে ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই জানুয়ারী রাত্রিতে কোতোয়ালী থানার দাকুলিয়ায় শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র দত্তের বাটীতে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ দিন রাত্রিতে প্রায় ১২।১৩ জন [illegible] ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া উক্ত বাটীর দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা গৃহস্বামীকে বন্ধন করিয়া এবং বাটীর অপর লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চাবি গ্রহণ করে। তাহারা বাক্স খুলিয়া নগদ টাকা অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য প্রায় ৭ শত টাকা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। পুলিসতদন্ত চলিতেছে।

মস্কোয় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

মস্কো হইতে প্রকাশ, ২রা জানুয়ারী মস্কোর নিকটে কোসিনো এবং উদুলনয়া ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে যে ভয়াবহ ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এতদিনে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সেইদিন, সহরতলীর এক ট্রেণের তলায় একজন মাতাল শুইয়া পড়ায় ট্রেণখানিকে হঠাৎ থামিতে হয়। পিছনে আর এক খানি ট্রেণ দ্রুতগতিতে আসিতেছিল, উহা একেবারে দণ্ডায়মান ট্রেণখানির উপর আসিয়া পড়ে এবং কামরাগুলি এবং আরোহীরা লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। ঐ সময় অন্য লাইন হইতে একটি ইঞ্জিন আসিয়া আবার তাহার উপর পড়ে। আরও একটি ট্রেণ দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু উহা সময়মত থামাইয়া ফেলা হয়। এই দুর্ঘটনায় ফলে ৬৮ জনের মৃত্যু এবং ১৩০ জন আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৫ জনের দ্বীপান্তর

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, অতিরিক্ত জিং। ও দায়রা জজ [illegible] কোন [illegible] অপরাধে ৫ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীরা নমঃশূদ্র [illegible] [illegible]।

সরকারপক্ষের বিবরণে প্রকাশ, নিহত উপেন্দ্র চালীকে গত [illegible] এক পাট ক্ষেত্রে আক্রমণ করা হয়। আসামীরা তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। অনুসন্ধানে পরে মৃতদেহ পাওয়া যায়। আসামীরা ও নিহত ব্যক্তি সকলেই গোপালগঞ্জ থানার [illegible] গ্রামের অধিবাসী।

৬ দিন ধরিয়া মামলা চলে। [illegible] জুরীর মধ্যে ৬ জন আসামীদিগকে দোষী বলিয়া মত প্রকাশ [illegible] জুরীর মত গ্রহণ করিয়া আসামীদিগকে দণ্ডিত করিয়াছেন। [illegible]

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ৷৵০
এক কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই মাঘ শনিবার ১৩৩৮, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

শান্তি ও সুনীতির উত্তর

কুমারী সুনীতি চৌধুরী বলে,—

আমি নির্দ্দোষ, আমার ডাক নাম ইলা। আমরা জাতিতে বৈদ্য। আমাদের উপাধি সেন, চৌধুরী আমাদের খেতাব। সাব ইনস্পেক্টর সাজাৎআলি যে বলিয়াছে যে, আমার নাম মীরা দেবী তাহা ভুল। আমার সঙ্গে কোন কার্ত্তুজ ছিল না, বা আমার দেহ হইতে কোন কার্ত্তুজ পড়ে নাই। আমার নিকট কোন রিভলভার বা কার্ত্তুজ ছিল না। আমি আবেদনে যে পুলিশ কর্ম্মচারীর কথা বলিয়াছিলাম তাহার কারণ এই যে, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া অর্থ সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম। আমি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করি নাই। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলাম যে, আমরা নির্দ্দোষ এবং আমরা গুলী করি নাই। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং আমি বাধ্য হইয়া জেলের মধ্যেও আরও অপমান ও পীড়ন ভোগ করিবার ভয়ে অপরাধজনক উক্তি করিয়াছিলাম।

কুমারী শান্তি ঘোষ বলে,—

আমি নির্দ্দোষ, আমার ডাক নাম মীরা, সুনীতির অনুরোধ অনুসারে আমি সমস্যাঙ্কের খসড়া লিখিয়াছিলাম ও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। আমার নিকট কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না বা আমি কাহাকেও গুলী করি নাই। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে এমন কথা বলি নাই যে, আমার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। বাস্তবিক আমরা গুলীর শব্দ শুনিয়াছিলাম। একটি লোক 'পাকড়াও' 'পাকড়াও' বলে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছিল দেখিয়াছিলাম। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ভীষণভাবে প্রহার করা হইয়াছিল।

শান্তি ও সুনীতির উত্তর

সর্দ্দা আইনের মামলা

জে, এম সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার

লবণ আইন অমান্য

ঢাকায় সার্জ্জেণ্টকে ছুরি

কলিকাতায় ট্যাক্সি ডাকাতি

বার্লিনে ভীষণ দাঙ্গা

বে-আইনী লবণ প্রস্তুতে দণ্ডিত

বালিকার দুর্জ্জয় সাহস

কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

সর্দ্দা আইনের মামলা

গত মঙ্গলবার বিচারপতি প্যাংক্রিজ ও বিচারপতি এম, সি ঘোষের এজলাসে বাল্যবিবাহ বিরোধিনী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত শিউরতন দাল বিনানীর পক্ষ হইতে কলিকাতার অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ করিমের আদেশের বিরুদ্ধে সর্দ্দা আইনের ৬ ও ৭ ধারা মতে জয়দয়াল এবং অপর তিনজন আসামীর পুনর্বিচারের দাবী করিয়া একখানি আবেদন পত্র পেশ করা হইয়াছিল। বিচারপতিদ্বয় আবেদনের স্বপক্ষে রুল জারী করিয়াছেন।

আবেদনের বিবরণে প্রকাশ, অভিযোগ মামলার আসামী জয়দয়াল এবং তাহার দুই পুত্র বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অমান্য করিয়া জয়দয়ালের বালক নাতির সহিত গত বৈশাখ মাসে অপর একটী [illegible] সম্পাদকরূপে উপরিউক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে সমিতির পক্ষ হইতে মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতির কালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা ডিসমিস করিয়া আসামীদের মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

লবণ আইন অমান্য

কাশী জিলায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইন অমান্যের জন্য গত ১৯শে জানুয়ারী ৪ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

চার টাকায় দ্বীপান্তর

জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, কে, গাঙ্গুলী নাদলী ফকির ও জুল্‌ফিকারুদ্দীনকে যথাক্রমে আট বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর ও পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীরা মাঝহাটের পথে এক [illegible] নিকট হইতে ৪ টাকা ছিনাইয়া লইয়াছিল।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীযদুপতি নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধেদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনায়ন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-[illegible], শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধু[illegible]নাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা [illegible] ষ্ট্রীট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অক্রূর।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহঘাট কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীপশুপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাস-ভীম দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে মঠ ভূতমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাজনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৯ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৭০৬ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই পৌষ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামস্থিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর নাট্যমন্দিরে (স্থানীয় মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু পাল মহাশয়ের উদ্যোগে) শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব জাগতিক হিসাবে কাহাকেও কিছু দান করেন নাই, কিম্বা দান করিবার প্রয়াসও করেন নাই। জাগতিক বিচারে তিনি নিষ্ঠুরের কাজই করিয়াছিলেন। তিনি নিজের বৃদ্ধা মাতা ও ষোড়শী ভার্য্যাকে অসহায়া অবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং রঘুনাথ প্রভৃতি ধনীসন্তানগণ তাঁহারই জন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া জাগতিক হিসাবে চির-দারিদ্র্য বরণ করেন।

লোকে আমাদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দান করিতে পারেন কিন্তু কৃষ্ণ-দাসত্বে উদ্বুদ্ধ—কৃষ্ণোন্মুখ করিতে চেষ্টা করে না; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এমন জিনিষ দান করিয়াছেন, যাহা কেহ কখনও দান করেন নাই।

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভু তাঁহার দয়াকে অমন্দোদয়দয়া বলিয়াছেন। অপরে যে দয়া প্রকাশ করেন তাহার ফল পরিণামে বিষময় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া গ্রহণ করিলে তাহার ফলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

অপর কোনও গ্রন্থ পাঠ না করিয়া ... পাঠ করেন, তিনি হরিভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বারংবার বলিয়াছেন যে, আমাদের উচিত শ্রীগৌর নিতাই এর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা। ইহা হইতেই আমাদের চরম সুবিধা হইবে। প্রাকৃত ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শরণাগত না হইয়া আমরা রাধাগোবিন্দের লীলা আস্বাদন করিতে যাই, ফলে আমরা আউল বাউল প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অনর্থ বরণ করি।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিবিধ অবতারগণ অবতীর্ণ হইয়া অসুরাদি বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গল করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ-জ্ঞান দান করিয়া তাহাদিগের চির-মঙ্গল সাধন করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার দিল্লী প্রবাসী শ্রীযুত ভোলানাথ দাস বি-এ, অডিটর জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিস ও রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী বহুক্ষণ যাবত বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তন্মধ্যে মুক্তের সংসার ও বদ্ধের সংসার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারীজী বলেন, 'শ্রীভগবান্ গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে আমাদিগকে প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। বদ্ধের সংসারে জীবের মনে এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিয়াছে। এই সংসারের কর্ত্তা আমি, এ সমস্তই আমার, মায়ার সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া জীব এইরূপ মনে করে; বস্তুতঃ বদ্ধ জীবের সংসার এই প্রকারই হইয়া থাকে। সে জানে না এই জগতের কর্ত্তা শ্রীভগবান্, তিনি নিত্য বস্তু এবং এই সমস্ত জগতের মালিক তিনি। বদ্ধ জীব মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এ সমস্ত কথা ভুলিয়া যায়। ধন্য মায়ার প্রভাব! ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, 'সত্ত্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে; উহা বদ্ধ জীবের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব। যাহারা কেবল আমার ভগবৎ-স্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুরত্যয় (সহজে যাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না) বদ্ধ সংসার হইতে—সেই দুস্তর মায়াসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।'

বদ্ধ ও মুক্তের সংসার বাহ্যিক দেখিতে একপ্রকার হইলেও ফলে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে একটী ধনীর বাগানে পুষ্প ফলাদি যাহা কিছু আছে তাহা তিনি নিজের উপভোগ্য বলিয়া জানেন; ধনী মনে করেন, 'এই সুগন্ধি ... মালিক আমি, ভোক্তা আমি।' এই আমি ও আমার মনে করা, বদ্ধ জীবের স্বভাব। সে জানে না এই সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণসেবার—ভগবৎ-সেবার উপকরণ, ইহার মালিক তিনি। কিন্তু বদ্ধ জীব সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে বলীবর্দ্দের ন্যায় ঠুলি পরিয়া মায়ার ঘানি ঘুরাইতেছে, ইহাই হইল বদ্ধ জীবের সংসার। কিন্তু মুক্তের সংসার অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের সংসার হইল, শ্রীকৃষ্ণের সংসার। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাঁহার সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই ... শ্রীভগবানই যে এই জগতের সমুদয় উপকরণের ভোক্তা ও মালিক তাহা বুঝিতে পারেন। বদ্ধ জীবগণের ন্যায় ভক্ত কখনও ভোক্তা সাজেন না। তিনি নিজেকে সেবক, শ্রীভগবানের দাস এই অভিমান করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে মুক্তের সংসার। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুক্তের সংসার কি প্রকার তাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার নিমিত্ত সরলপ্রাণে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

কষ্টি-পাথর

শ্রীভগবানের একই মায়া যে-প্রকার কার্য্যানুসারে পরা ও অপরা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, পরাবৃত্তির আশ্রিত জনগণ যে প্রকার নিত্যানন্দধাম প্রাপ্ত হন ও অপরাবৃত্তির দাসগণ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয় সেইরূপ সুদার্শনিকগণের বিচারে 'প্রতিষ্ঠা'ও কার্য্যানুসারে পরা ও অপরা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং পরা প্রতিষ্ঠার অধিকারী মুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন ও অপরা প্রতিষ্ঠার ভৃত্যসকল অসন্তুষ্টানলে সদা দগ্ধীভূত হইতে থাকে।

জগতের লোক 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে সাধারণতঃ অপরা বা জড়প্রতিষ্ঠাকেই বুঝিয়া থাকেন। অদ্য আমরা এই জড় প্রতিষ্ঠার অন্তস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনা করিব এবং নিম্নে প্রতিষ্ঠা শব্দটী জড়-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিব।

ভোগবাসনা হইতেই প্রতিষ্ঠাশার উৎপত্তি। প্রতিষ্ঠাশার মোহ মদিরা পানে মত্ত কত অযোগ্য ব্যক্তি সাধারণ-গণ-সমষ্টিকর্ত্তৃক যোগ্য প্রতিপন্ন হইবার নিমিত্ত কাঙ্গালী হইয়া পদে পদে প্রদর্শন করেন তাহা ইউনিয়নবোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতির মেম্বর নির্বাচন সময়ে বেশ দেখা যায়। স্বর্গচারিগণের যে সকল মহাত্মাগণের(?) দ্বারদেশে সপ্তাহকাল সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতেও তাঁহাদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না, সেইসকল মহাত্মা(?) এই সময় অনুনয়বিনয়ে মিষ্টান্ন ও অর্থাদির লোভ প্রদর্শন করিয়া সেই সৌভাগ্যবঞ্চিত জনগণের দ্বারে উপস্থিত। ঐ জানিতে সত্য বলিতে পারিলে ত কথাই নাই, তাহাতে 'প্রতীত' না পাইলে মহাত্মগণের হৃদয়ে ত্রিভুবন কম্পিত, সুতরাং দরিদ্রগণ যোগ্যাযোগ্য বিচার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হুকুম যাহা বলেন তাহাতেই স্বীকার করিতে বাধ্য। সৎকার্য্যে একটী কড়িও ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হইলেও প্রতিষ্ঠার দাসগণ এই সময় টাকার প্রতি আদৌ দৃকপাত করেন না, যত ব্যয় হয় হউক, কেবল যেন কোনও প্রকারে দাসত্ব হইতে বঞ্চিত না করে। ধন্য প্রতিষ্ঠা! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি!! আর ধন্য তোমার যোগ্য ব্যক্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে স্থাপনের প্রতিভা!!!

জড় প্রতিষ্ঠার একটী দিক উপরে প্রদর্শিত হইল। উহার অপর দিকটী আরও হাস্যাস্পদ ও অন্য জনের সর্ব্ব-প্রকারে সর্ব্বনাশ-কারক। বাহ্যদৃষ্টিতে উহা পরা প্রতিষ্ঠার ন্যায় কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর জড়প্রতিষ্ঠা। নীচ ব্যক্তি নিজকে উচ্চ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে সুবুদ্ধিজনগণের উহা হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু তাহার এমনই প্রবৃত্তি যে, সে লজ্জার মস্তক গলাধঃকরণ করিয়া সম শ্রেণীর নীচ ব্যক্তিদিগের উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিতে যত্নশীল হয়।

পরমার্থ বা পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র পন্থা ভক্তি। ভক্তিরাজ্যে তিনটী স্তর—(১) সাধনভক্তি, (২) ভাব- ... (৩) ... সাধনভক্তিতে ৭টী সোপান (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ ও গুরুপাদাশ্রয়, (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থ নিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি। এই সাতটী সোপান পর পর অতিক্রম করিলে তৎপর ভাবাক্তো ...

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ... স্বরূপ দশা। প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাকেই ভাবভক্তি বলে। ভাব উৎকৃষ্ট পক্ক বা পরিণত হইলে প্রেমভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হন। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অধিকারী মুক্ত পুরুষগণের ভিতরেই ... অশ্রু পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই মহাপুরুষগণের অনাসক্ত ... প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের লোক সকলে জগতে তাঁহাদের মহিমা প্রচার করেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—"(পর)
স্বভাব এই জগতে
যে ... তার হয় বিধাতা।"

অষ্ট সাত্ত্বিকাদি লক্ষণ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাদিগকে মহাজন কল্পনা করিয়া ও গুরুত্বে বরণ করিতে বাধ্য হন। এতদ্দৃষ্টে দুই শ্রেণীর কপট ব্যক্তি লাভ, পূজা, ও জড়প্রতিষ্ঠার আশায় কৃত্রিম অশ্রু পুলকাদি দেখাইয়া অজ্ঞ লোকগণকে প্রতারণা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি কৃত্রিম উপায়ে অশ্রু পুলকাদি অভ্যাস করিয়া থাকে, অপর শ্রেণীর চঞ্চল হৃদয়ে প্রাকৃত কাম বিকারের লক্ষণরূপে উহা উদিত হয়। এখন পাঠকগণকে বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, কপট ব্যক্তিগণের ঐ ভাব(?) অনেক স্থানে সঙ্কীর্ত্তনে(?) চারি আনার, আট আনার, এক টাকার, দেড় টাকার যে ভাব(?) প্রদর্শিত হয়, তাহা 'ভাব' নহে পরন্তু অজ্ঞানের ও অদ্ভুতার স্বভাব জ্ঞাপক।

সেই কষ্টির পাথরটা কি প্রকারে ধরা পড়ে তাহাই বিচার্য্য। প্রকৃত পথ শুদ্ধ-ভক্তিরসাব্ধির বিচারক-প্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগের সুবিধার নিমিত্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাব বা রতি-ভক্তি-লহরীর একাদশ সংখ্যক শ্লোকে একটী 'কষ্টি-পাথর' সংরক্ষণ করিয়াছেন যদ্দ্বারা আমরা 'আসল' ও 'মেকী' বুঝিয়া লইতে পারিব। অবশ্য এই কষ্টি-পাথরের যথাযথ প্রয়োগ শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহেন। সুতরাং এই বিষয়ে জহুরী হইতে হইলে শ্রীরূপানুগ-শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কষ্টি-পাথরটী এই—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

যাঁহার ভাবের অঙ্কুরমাত্রও উদিত হইয়াছে, (১) ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্তে কোনও প্রকার

মুহূর্ত্তে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকেন, (৩) তাঁহার শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকী বিরক্তি বা অরোচকতা বিদ্যমান, (৪) তিনি উত্তম হইয়াও আপনাকে অধম জ্ঞান করেন, (৫) তিনি ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আশাবন্ধ বা দৃঢ়তা-যুক্ত, (৬) "কোথা যাও, কোথা পাও, মুরলীবদন"—এইরূপভাবে নিজ অভীষ্ট বস্তুর জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা বা লোভযুক্ত, (৭) মীন যেমন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি এক মুহূর্ত্তকালও নাম-রসাস্বাদন ব্যতীত অবস্থান করিতে পারেন না এবং (৮) ভগবদ্-বসতিস্থল অর্থাৎ শুদ্ধ মঠ মন্দিরাদিতে তাঁহার প্রীতি বিদ্যমান।

কাহারো মধ্যে যদি উপরিউক্ত মুখ্য ৮টী লক্ষণ দৃষ্ট না হইয়া কেবল অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য-গৌণ লক্ষণ সমূহই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ঐ সকল লক্ষণকে কৃত্রিম এবং ঐ ব্যক্তিকে কপট জানিতে হইবে। আবার কোনও গম্ভীর মহানুভব পুরুষের বাহ্য লক্ষণগুলি প্রকাশিত না হইলেও যদি তাঁহাতে ঐ সকল মুখ্য-লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে তাঁহাকেই যথার্থ 'প্রেমিক ভক্ত' বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের কৃপায় আমরা আরও জানিতে পারি যে, অন্তঃকরণের অন্তর্নিহিত ভাবের বা রতির লক্ষণ হইলেও যদি উহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণে লক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহাকে ভাব বা রতি বলা হইবে না, কারণ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় রতি নাই, ভোগ বা মোক্ষ বাঞ্ছাদিতেই তাহাদের আসক্তি। নিখিল প্রাকৃত-তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত মুক্তকুল যে ভাবের বা রতির অনুসন্ধান করেন, যাহা ভজনশীল জনগণকেও সহজে দেওয়া হয় না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তিমুক্তি-কামনা নিরন্তর জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তি-যাজনে অনধিকারী কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে উদিত হইতে পারে? ঐ সকল ব্যক্তিতে বাহ্যিক রতিচিহ্নাদি দেখিয়া অনভিজ্ঞ জনগণ চমৎকৃত হইলেও সুবোধ অভিজ্ঞ-সমাজ উহাকে 'রত্যাভাস' বা রতির ছায়া মাত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভাগবত, শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করিয়া তদানুগত্যে ক্রম-পন্থায় ভজন করিতে করিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, অসত্তৃষ্ণা, দেহাত্মবুদ্ধি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব-ভূমিকায় আরূঢ় হ'ন এবং পরিশেষে পরম-প্রয়োজন কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আজকাল আমরা শতকরা প্রায় শত জনই মনে করি যে, এ জগৎটাই আমাদের বাসস্থান বা স্বদেশ; কিন্তু আমাদের ধারণা বা বিবেচনা ভুল হচ্ছে, কারণ, আমরা প্রত্যেকেই মনের ভ্রমে সাই দিয়ে যেটা আমাদের নিত্যকালের বাসস্থান নয়, সেইটাকেই বাড়ী ব'লে ধ'রে নিয়ে ইজারা পাট্টা দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য যত্ন করছি—দালানের উপর দালান দিচ্ছি, নূতন কলকারখানা খুলছি, মাথা ঘামিয়ে নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করছি, বেতনের গ্রেড বাড়াবার জন্য কত কি করছি। অর্থ সঞ্চয় করছি এবং সেগুলো ফেলে রেখে যাচ্ছি—যাদের সঙ্গে আর কোন কালে দেখা হবে না সেই ছাঁদনের জন্য সম্বন্ধ পাতানো অনিত্য ছেলে মেয়েদের জন্য।

তাই বলি এ জগৎটা আমাদের বাসস্থান নয়, এটা হচ্ছে ভগবানকে যাঁরা ভুলেছেন তাঁদেরই একটা জেলখানা। আবার কেউ কেউ একে পাগলা গারদও ব'লে থাকেন।

পাগলগুলো যেমন তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে যা তা বকে আমরাও সেইরূপ আমাদের স্বরূপ বা স্বাভাবিক অবস্থা যে 'ভগবানকে ডাকা' তা ভুলে গিয়ে কেউ রূপমদে কেউ ধনমদে কেউ জাতিমদে বা বিদ্যামদে মত্ত হ'য়ে নানাপ্রকার প্রলাপ বকছি।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকা প্রভৃতি বিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই র সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-চিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম ও কৃষ্ণ-ভজন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-...প, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**- লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা আবির্ভাব-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেবের সত্য, ... শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। মূলানুগত গীতাকারে বিভক্ত দ্রব্যাদি-নির্দ্দেশক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি ... ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ ... শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীন লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত- বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ অদ্বৈত—কৃষ্ণ -শক্তি—ভগবদ্ধর্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বৈধর্ম্ম— আশ্রয়-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে বৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রোতার কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-ঠাকুরের নাম ... যাত্রা পদ্ধতি— ... প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন; ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ... কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ।। আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই, রাজসংস্করণ ২৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-... ... জ্ঞান লাভ ... অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না ... স্বরূপ সবণ ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ ... নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মন্থন ... উত্থিত হইয়াছেন। ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ সোনার জলে নাম লেখা, ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

... একমাত্র গ্রন্থ- ... বাহ্যে কিছুতেই ... তত্ত্ববিষয়ক এই- ... প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থানুত সূচী, কথাসার ... বিরাট গ্রন্থ, ...—চতুর্থ সংস্করণ

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত ...

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, ... অপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আখ্যান পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৷৵৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, ...বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, পাদ্যর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা- ...

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবতী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷০, ভিঃ পিঃ তে টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অঙ্গভূষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ... ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গঙ্গাগর্ভে অকস্মাৎ মৃত্যু

গত মঙ্গলবার ৫ই মাঘ বেলা আন্দাজ ৮টার সময় কলিকাতা বাগবাজারে স্ত্রীলোকদের স্নান ঘাটে একটি ৮০ বৎসর বয়স্কা সালকিয়া নিবাসী স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানান্তে তীরে উঠিয়া দেবতাদের প্রণাম করিতে করিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার সঙ্গীরা তখনি ধরাধরি করিয়া উপরিস্থ চাতালে শোয়াইয়া দেন। তৎপরে সংশেষ—এরূপ মৃত্যু অল্পই দেখা যায়। তখনই মৃতার বাড়ীতে সংবাদ পৌঁছিলে—তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়গণ আসিয়া পড়েন। তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার ২২ মটস্ লেনে থাকেন। গ্রাণ্ট লেনে তাঁহার কারবার আছে। মৃতার নাম নারায়ণী দাসী। স্বামী স্ত্রীতে প্রত্যহ তাঁহারা বাবুঘাটে স্নান করিতেন, কিছুদিন হইল নারায়ণীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারগণ একণে গঙ্গাস্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নারায়ণীর এরূপ মৃত্যুতে তাঁহার গঙ্গাভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এদিকে পোর্ট পুলিস সংবাদ পাইয়া মৃতার সঙ্গী ও পাণ্ডার এজেহার লইয়া যান। হেয়ার ষ্ট্রীট থানার ইন্স্পেক্টর ধীরেন বাবু সংবাদ পাইয়া তখনই আসিয়া পড়েন। ধীরেন বাবু পুলিস কমিশনারকে বলিয়া মৃতদেহ দাহ করিবার [illegible] আত্মীয়গণ তাঁহার দেহ পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া সমারোহে শ্মশানঘাটে লইয়া সৎকার করিয়াছেন। বাবুঘাট ও নিমতলা শ্মশানে বহু নর-নারী সমবেত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের দণ্ড

মতিহারী হইতে প্রকাশ, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মিশির প্রভৃতি ১৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মীকে গত শনিবার অর্ডিনান্স অনুসারে ৩ হইতে ৫ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীরা ১০ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা না দিলে ২ হইতে ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ডাঃ সুরথ দেও নারায়ণ ও আর ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুক্তি পাইয়াছেন।

কারাগারে অনশন

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা ক্যী শিনআরিয়া গত ১৮ই নবেম্বর মান্দালয়ের দায়রা জজের বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীতে রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু জজ যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাকে স্থানীয় সরকার মনে করেন, তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীতে রাখাই সঙ্গত। তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীতে রাখিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, গত মাসের শেষে স্থানীয় সরকার তাঁহার দণ্ড কমাইয়া ৩ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে, আরিয়া তাঁহার পীতবসন পরিধান করিবার অনুমতি পান। তাঁহাকে কারাগারের কক্ষ হইতেও রেহাই দেওয়া হয়। এ ও বি শ্রেণীর কয়েদীদের খাদ্য ব্যবস্থা একই প্রকার। ফলে তাঁহার এই শ্রেণী পরিবর্ত্তনের জন্য আর নূতন কিছু করিতে হয় নাই। বি শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য যেখানে আলাদা থাকিবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ কোন জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছাও সরকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিনআরিয়া বর্ত্তমানে মান্দালয় জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তিনি যে পর্য্যন্ত না পথ পর্য্যটনের উপযুক্ত হন, সে পর্য্যন্ত সরকার তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিতেছেন না।

সরকারী সংবাদের উপসংহারে বলা হইয়াছে, যদিও সরকার নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীতে রাখিতে পারেন [illegible] দেখাইতেছেন। সেজন্য ফুঙ্গীর প্রায়োপবেশনের কি যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাঁহার প্রকৃত অভিযোগ কি আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না।

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসকর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের হিড়িকে ধৃত শ্রীযুক্ত এ. ই. এস. পেটেল ও অপর তিন ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্যে বিরত থাকিবার জন্য এবং প্রত্যহ থানায় হাজিরা দিবার জন্য পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক এক আদেশ তাঁহাদের উপর জারি হইয়াছে।

বে-আইনী লবণ প্রস্তুতে দণ্ডিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বে-আইনী লবণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে গত ১৮ই জানুয়ারী লছমনচন্দ্র হিড়জী এবং অপর যে ১৭ জন লোক গ্রেপ্তার হয় তাহাদিগের প্রতি এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকায় সার্জ্জেণ্টকে ছোরা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে জানুয়ারী রাত্রিতে ঢাকা পুলিসের সার্জ্জেণ্ট বোর্ণ যখন আজিমপুরে তাহার বাসায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ কয়েকটি অপরিচিত লোক তাহার মাথায় ছোরার আঘাত করে, ফলে সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার রিভলভার অপহৃত হয়। পরে জ্ঞান হইলে সে ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি লালবাগের পুলিসকে জানাইয়া দেয়।

প্রকাশ, ঐ দিবস প্রাতে এই সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জগন্নাথ হলে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে এবং দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আহত সার্জ্জেণ্টকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহার অবস্থা উন্নতি লাভ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। আততায়ীদের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতায় ট্যাক্সি ডাকাতি

লেক অঞ্চলে গরিয়াহাটা রোডে আঁদ্রেগরাজের ম্যানেজার শ্রীযুত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে সম্প্রতি একদিন মধ্যরাত্রিতে একটী ট্যাক্সি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

[illegible] সজ্জিত যুবক একখানি ট্যাক্সিযোগে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং নগদ প্রায় ১ শত ৫০ টাকা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। স্থানীয় পুলিশ অপরাধীদিগের অনুসন্ধান করিতেছে।

বালিকার দুর্জ্জয় সাহস

দারাস-সালাম হইতে প্রকাশ কিলিমান জারো আফ্রিকার অত্যুচ্চ পর্ব্বত সারে প্রদেশের একটি বালিকা এই পর্ব্বতে ২০০০ ফুট আরোহণ করিয়াছিল। কিলিমান্ জারো প্রায় ২০,০০০ ফুট উচ্চ।

বালিকা একাই আরোহণ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে অন্য পুরুষ ছিল, তাহারা ১৭,০০০ ফুট উঠিয়া আর উঠিতে পারেন নাই, 'পর্ব্বত-পীড়া' নামক একরূপ ব্যাধি আছে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নামিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। বালিকা আফ্রিকার একজন ধনী সওদাগরের কন্যা।

মিঃ জে, এম সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, বোম্বাই হইতে টেলিফোনে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গত ২০শে জানুয়ারী প্রাতে ৭টার সময় জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা স্বামীর সঙ্গেই আসিতেছিলেন। তিনি এখানে অবস্থান করিতেছেন।

বার্লিনে ভীষণ দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, উত্তর বার্লিনে ফ্যাসিষ্টের সহিত কমিউনিষ্ট দলের ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া দাঙ্গা চলিয়াছিল। দুই দলে লোক সংখ্যাও বড় কম ছিল না। দাঙ্গায় খুন জখম হইয়াছে। যে দুইজন খুন হইয়াছে তাহার মধ্যে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত চিত্রকর বৃদ্ধ গোয়াজ ছিল। গোয়াজের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

পিকেটিং দর্শনে শাস্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২০শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে টাকশাল অঞ্চলে ১৩ জন পিকেটার ও একজন বালককে [illegible] হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন পার্শী বালিকা গ্রাজুয়েটও আছেন। উক্ত বালিকা ব্যতীত আর সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট খাণ্ডেলওয়ালার এজলাসে উপস্থিত করা হইলে তিনি সকলকে ছয়মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। একজন বালককে উক্ত দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। যে দর্শককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহারও চার মাস সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। মিঃ খাণ্ডেলওয়ালা ও মিঃ দস্তুরের বিচারককে কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রয় করিবার অপরাধে তিন জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মালাম্বাদে জোর পিকেটিং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ২০শে জানুয়ারী সকাল ৭টার সময় টাকশালে পিকেটিং আরম্ভ হয়। ফলে প্রায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। মঙ্গলদাস বাজারেও ৩ জন পিকেটারও গ্রেপ্তার হয়। পিকেটিংএর ফলে বাজার বন্ধ ছিল। মূলজী জেঠা বাজার ও সোনার রূপার বাজারও বন্ধ ছিল।

টেলি— "শ্রীমায়াপুর"
নবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই মাঘ সোমবার ১৩৩৮, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩২

কুষ্টিয়ায় লোমহর্ষণ কাণ্ড

শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপর নোটিশ

ভারতে নারী পুলিস

মীরাবাঈয়ের নিকট গান্ধীজীর পত্র

মিঃ সদানন্দ সস্ত্রীক গ্রেপ্তার

বাঁকুড়ায় মহিলা গ্রেপ্তার

পেরুতে ভূমিকম্প

জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের আয়োজন

লবণ তৈয়ারী

চারুশীলা দেবীর কারাদণ্ড

পথিমধ্যে নারীহত্যা

নানা কথা

কুষ্টিয়ার লোমহর্ষণ কাণ্ড

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, এই মর্ম্মে এক[illegible]দ পাওয়া গিয়াছে যে, সদের মুক্তারখানক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কয়েক-জন লোক গত ৪ঠা জানুয়ারী অপরাহ্ণ সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় দৌলতপুর থানার এলাকাধীন দৌলতকাঠী গ্রামের ওসমান মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তির বাটীতে কতকগুলি অপহৃত পেঁয়াজের সন্ধানে অনধিকার প্রবেশ করে। তদন্তের ফলে উভয় দলের মধ্যে বিরোধে উপস্থিত হয়। প্রকাশ, ওসমান মণ্ডলের ৩৫ বৎসর বয়স্কা ভগিনী মরিয়ম বিরোধী হস্তক্ষেপ করায়, বিরোধীদল কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হয়, ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাটীর অন্যান্য লোকজনও গুরুতররূপে আহত হয়।

কয়েকজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১৪৭ ধারানুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

পুলিস এ সম্পর্কে আরও তদন্ত করিতেছে।

মীরাবাঈয়ের নিকট গান্ধীজীর পত্র

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, এই সপ্তাহে গান্ধীজী শ্রীমতী মীরাবাঈয়ের (মিস শ্লেড) নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহার এবং সর্দ্দার প্যাটেল ভাইয়ের স্বাস্থ্য ভাল আছে বলিয়া জানাইয়াছেন।

চরকার কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন যে, এখনও তিনি দৈনিক ২ শত গজের অধিক সূতা কাটিতে পারিতেছেন না। এখনও তিনি তাঁহার বাকী নিদ্রা লইয়াই ব্যস্ত আছেন অর্থাৎ অধিক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতে-ছেন। দিনে তিনি কম পক্ষে ২ ঘণ্টা ভ্রমণ করেন। আরও জানাইয়াছেন যে, তিনি অধিক পরিমাণে পাঠে রত আছেন।

শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপর নোটিশ

শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের পত্নী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শিশির সেনগুপ্ত শুক্রবার দিবস প্রাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের উপরই সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স আইনের ৪র্থ ধারানুসারে নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা করিতে বা জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে কিম্বা আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কীয় গত ২০শে তারিখে কোন প্রকার কার্য্যে যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলভী সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমির উপরও উক্ত মর্ম্মে এক নোটীশ জারি হইয়াছে।

ভারতে নারী পুলিস

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ পুলিস এক জন ফিরিঙ্গী বিধবাকে হেড কনষ্টেবলের পদে নিয়োগ করিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে এই নিয়োগ হইল। এই নারীর বেতন হইয়াছে মাসিক ৫০ টাকা। ইহার অঙ্গে পুলিসের পোষাক নাই বটে, তবে ইহাকে একটা ব্যাজ দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে আমিনাবাদ পল্লীতে পাহারায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমিনাবাদ এই সহরের মধ্যে খুব "গরম জায়গা"। কংগ্রেসের নারী কর্ম্মী ও পিকেটারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে এই নারী সিবিল পুলিসের কার্য্যে সহায়তা করিবে।

এই নারীই বোধ হয় ভারতে এই সর্ব্ব-প্রথম পুলিসের পদে নিযুক্ত হইল। প্রকাশ, এলাহাবাদ ও কানপুরেও এইরূপে নারী পুলিস নিযুক্ত হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅক্ষয়মঙ্গল দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীশ্রীসুরভি-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিধামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-জীবন দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরতন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার | ২৭১ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই পৌষ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত চৌমুহনি বাজারে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীবাবুর বাটীতে বক্তৃতা দান করেন।

স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে আমাদের ভিতরে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে; কিন্তু আমরা তাঁহার সন্ধান পাই না। আমরা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি; তাঁহার স্বরূপের অনুসন্ধানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত থাকি, কিন্তু ভগবানের তৃপ্তির জন্য কিছুই করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শব্দবিজ্ঞান দান করিতে বসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কত বড় দান করিয়াছেন তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ মুক্তকুলের উপাস্যমান শ্রীনাম দ্বারে দ্বারে বিলাইতেছেন। নাম ও কৃষ্ণ যে একই বস্তু তাহা বর্ত্তমান যুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই প্রকৃতপক্ষে জানাইতেছেন।

যখন আমরা সমস্ত প্রাকৃত অভিমান ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হই, সাধুমুখনিঃসৃত হরিনাম শ্রবণ করি, সদাচার অবলম্বন করি, শ্রদ্ধাবান্ হই, তখন আমরা নিত্যমঙ্গলের অনুসন্ধান পাই। কৃষ্ণনাম যে একবার শ্রবণ করিয়াছে তাহার কি কোন দুর্দ্দশা থাকে? হরিদাস কি কখনও দুর্নামগ্রস্ত হন? হরিদাসের কখনও কোন অভাব থাকিতে পারে না।

তথাকথিত জাতিগোস্বামিগণ অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণব্রুবের প্রস্তুত অন্ন শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইবার অভিনয় করেন, কিন্তু তাঁহারা নীচকুলোদ্ভূত মন্ত্রশিষ্যের—যাঁহাকে তিনি দীক্ষা দান করিয়া আত্মসম করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত অন্ন স্পর্শ করেন না। তাঁহারা চিরকালই পতিতপাবন (?) থাকেন এবং তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিরা চিরকালই পতিত থাকে—এত বড় একটা ফাঁকি ধর্ম্মের নামে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তির বোকামী ধরাইয়া দিতেছেন, সেইজন্য যে-সমস্ত হিরণ্যকশিপুরগণ জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের আদর করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যই আমাদিগকে ভগবানের কথা শ্রবণ করান। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া হরিকথা বলিয়া গৃহস্থগণের মঙ্গলসাধন করিতে প্রয়াস করেন, ইহাতে তাঁহাদের অন্য কোন স্বার্থ নাই।

উপনিষদে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া দুইটী কথা আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যাহা করি তাহাই প্রেয়ঃ আর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা কৃত হয় তাহাই শ্রেয়ঃ। আমরা প্রেয়ের প্রতিই ধাবিত হই। আমরা শ্রেয়োলাভের কামনা করি না।

গত ১৬ই পৌষ তারিখেও স্বামীজী শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদান্তকার নিজেই এই ভাষ্য রচনা করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অঙ্গস্বরূপ। ইহাতে কোনরূপ হেয়তা বা অবরতা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে হইবে, একমাত্র মুক্তপুরুষের নিকট হইতে। প্রাকৃত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত দেহাত্মবাদী শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিবার অনধিকারী। আমাদের এই বিরূপগত অভিমানে আমরা যে রস পান করি তাহাতে হেয়তা, অবরতা, কালক্ষোভ্যতা বর্ত্তমান। প্রাকৃত রস নিত্যানন্দ দান করিতে পারে না, কারণ ইহা নিত্য নহে। যাহারা জড় রসে মত্ত তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-রসপান সুখ অনুভব করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথক বলিতেছেন—হে ভাবুকগণ, তোমরা নিরত, মুহুর্মুহুঃ শ্রীমদ্ভাগবত রস পান কর। এ রসতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম হৃদয়েই প্রকাশ পান। ভাড়াটিয়া রসকীর্ত্তনকারিগণ সে-রস পান করিতে পারে না। হরি-রস-মদ মত্ত ব্যক্তির নিকট প্রাকৃত রস ভাল লাগে না।

কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে—অকপট হৃদয়ে, 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার' এই কথা একবার বলিলেই কৃষ্ণ আমাদিগকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তখন আমরা রস-পানের অধিকারী হইতে পারি।

কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট—মায়িক জগতের কথা। জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিলে—নিজের চেষ্টায় বুঝিতে পারি এই অভিমান ত্যাগ করিয়া সাধুলোকের দ্বারা মুখরিত কৃষ্ণকথা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিলেই অজিত কৃষ্ণকে জয় করিতে পারা যায়। কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে বক্তা ভাগবত হওয়া আবশ্যক।

কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ নিত্য-আলিঙ্গিত বস্তু। আমরা জগতে যে সমস্ত বস্তুকে আলিঙ্গন করি তাহা নিত্য নয়। আমাদের আলিঙ্গনও নিত্য নহে। যতদিন না আমরা হৃদয়ে স্থান দিই ততদিন শান্তি পাই না—যে সুখ পাই তাহা ক্ষণস্থায়ী সুখের ন্যায় পরিণামে দুঃখদায়ক।

আমরা যেন নিজে না জানিয়া 'স্বাই জাগ' গান না গাই। আমাদের উচিত গুরুানুগত্যে নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তন করা।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী

প্রথমবার—দ্বাদশবন পরিক্রমা

প্রয়াগে শিক্ষালাভান্তে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অনুজ অনুপমসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। যিনি নিত্যধাম বৃন্দাবনে নিত্য-পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ রাধাকান্তরূপে নিত্যকাল বিরাজিত থাকিয়াও যুগারূপে সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধাঠাকুরাণীর মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার কান্তিতে আত্মগোপন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীমায়াপুরে প্রাকট্য-লাভান্তে চতুর্বিংশতি বৎসর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরমণ্ডলে সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ লীলা করেন, তদনন্তর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পরিব্রাজকের বেশে অর্দ্ধ যুগ ভারতের সমগ্র পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীনাম প্রেম প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করিয়া স্বরূপ-রামানন্দপ্রমুখ নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গে বৃষভানুনন্দিনীর মহাভাব আস্বাদন করেন, সেই মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ব্রজেশ্বরী বার্ষভানবীদেবীর অন্তরঙ্গা 'শ্রীরূপ মঞ্জরী' বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ নিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় বিপ্র শ্রীকুমারদেবের তনয়-রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া রামকেলীতে অবস্থান পূর্ব্বক 'দবির খাস' নামে রাজ-মন্ত্রীত্ব করেন এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ান্তে তাঁহা হইতে 'শ্রীরূপ' নাম প্রাপ্ত হন ও জড়বিষয়াদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আজীবন জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া 'সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়-পূর্ব্বক তদীয় আদেশানুযায়ী পরমার্থা-লোচনাই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য'—এই বিষয়টী স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাই নিত্যকাল ব্রজে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রজবনেশ্বরের নিত্য পরিকর শ্রীরূপের আজ প্রয়াগ হইতে ব্রজে গমনের লীলাভিনয়।

তখন রেলওয়ের সৃষ্টি হয় নাই এবং শ্রীরূপ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীরূপেও ভ্রমণ করিতেছেন না, তিনি তখন ভিক্ষুকের বেশে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, সুতরাং পদব্রজেই গমন করিতেছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ধ্রুব-ঘাটে সুবুদ্ধিরায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। সেই সময় হুসেন খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিল। একদা তিনি এক দীর্ঘিকা খনন করাইবার সময় হুসেনকে ঐ কার্য্যের 'মুন্সীক' (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেন এবং তাহার কার্য্যে ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চাবুক মারেন। কালচক্রে হুসেন খাঁ গৌড়ের নবাব হ'ন এবং সুবুদ্ধি রায় তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হ'ন। এই সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুসেন খাঁ স্ত্রীর জিদের বশবর্ত্তী হইয়া সুবুদ্ধি রায়ের মুখে ক[রোয়া]র জল ছিটাইয়া দিয়া তাঁহার জাতি [নষ্ট] করেন। রায় পূর্ব্ব হইতেই সংসার ত্যাগের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, এই সময় জাতিনাশের ছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিয়া বারাণসী আগমন করেন। তথায় পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। কেহ কেহ বলিলেন পাপের মাত্রা এত অধিক নহে যে ঐ প্রকার কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া রায় কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে আগমন করিলে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে প্রণতঃ হইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন পূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রার্থনা করিলেন। তখন—

প্রভু কহে,—ইহাঁ হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রয়াগ, অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইয়া মথুরায় আগমন করিলেন। এই স্থানে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরার বাজারে পাঁচ ছয় পয়সায় এক এক বোঝা বিক্রয় করেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রত্যহ মাত্র এক পয়সা নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ ব্যয় করেন, অবশিষ্ট অর্থ বিশ্বাসী দোকান-দারের নিকট রাখিয়া দেন এবং ভিক্ষুক বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহাকে ভোজন করান, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করেন। সুতরাং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও তদনুজ অনুপমকে দেখিয়া রায়ের আনন্দের সীমা নাই। তিনি অতিশয় যত্নের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের শুশ্রূষা করিলেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ অনুপম ও সুবুদ্ধি রায়-সহ দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিলেন এবং একমাস কাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসন্ধানে স্বীয় অনুজসহ বহির্গত হইলেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীরূপপাদ কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন এবং মঙ্গলা-চরণ নান্দীশ্লোক রচনা করেন। পাঠক,

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

এই সংসাররূপ পাগলা গারদের কয়েদী আমরা কখনও ছেলে হ'য়ে পিতার আসন অধিকারের যত্ন করছি, কখন লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে দরিদ্র মনে ক'রে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে যাচ্ছি। কখন দেহ বা মনকেই আমি মনে ক'রে তাদের সেবার জন্য দৌড়াচ্ছি, স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সেবা করাটাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে মেনে নিচ্ছি। মনুষ্য জীবনের একমাত্র কৃত্য যে ভগবানের সেবা, সে-কথা আমাদের এত বড় বি,এ, এম, এ, পাস করা intelligent headএর মধ্যে ধারণা করতে পারছি না। পাগল বা বিকারী রোগীর মনে যা মনে আসছে কেবল তাই বলছি—বন্ধুকে শত্রু বলছি, শত্রুকে বন্ধু বলছি, সদ্বৈদ্যকে হাতুড়ে ডাক্তার বলছি এবং হাতুড়ে ডাক্তারকেই সদ্বৈদ্য ব'লে বহুমানন করছি, কখনও বা নিজেই নিজের ডাক্তারি ক'রে রোগ সারাবার জন্য ১০৫ ডিগ্রী জ্বরের সময় পান্তা ভাত বা টকের ব্যবস্থা করছি। তাতেই রোগ বেড়ে যাচ্ছে, সারছে না।

বিকারী রোগী জ্বরের সময় কুপথ্য খেতে চায়, শরীরের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পুকুরে স্নান করতে চায়। পাগলা [গারদে] মাতাল ড্রেনের মধ্যে প'ড়ে, 'হাম্ বড় লাট হ্যায়, বাদ্‌সা হ্যায়' ব'লে কত কি প্রলাপ বকে। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তি এ সব দেখে শুনে মনে কষ্ট পান কখন দুঃখে হেঁসেও থাকেন।

পাগলা গারদে আবার পাগলের মোড়ল থাকে, পাগলেরা তাকে খুব মান্য করে। তারা মনে করে দুনিয়াতে এত বড় লোক [আ]র নাই। পাগলেরা মোড়লের কথাই মেনে চলে, সুস্থ ব্যক্তির কথায় কাণ দেয় না।

ভাই সব, আমাদের অবস্থাও যে তাই—আমরা যে বিকারী রোগী। আমাদের পরম প্রভু ভগবানকে ভুলেছি ব'লেই ত' এ সংসারে এসে পড়েছি, এ পাগলা গারদের কেউ মোড়ল হয়েছি। এ গারদের মধ্যে যে 'তোমরা চোমরা' তাকেই খুব বড় মনে ক'রে তার কথাই মেনে চলছি। যে পাগল নয় এমন সুস্থ ব্যক্তি বা প্রকৃত সাধুর কথা শুনছি না।

পাগলকে পাগল বললে বা কাণাকে কাণা বললে সে চোক রাঙায়, সেইরূপ কোন সাধু এসে যদি আমাদের পাগলামি বা বোকামি ধরিয়ে দিয়ে আমাদের সুস্থ করতে চান—হরিসেবা করতে বলেন, তাহলে পাগলাগারদের কয়েদী আমরা তাঁ'র উপর বিষম চটে যাই। তাঁকে গালাগালি দেই।

ছেলেবেলা থেকে এই পাগলা-গারদে পিতামাতা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শিক্ষকগণের নিকটেই আমরা শিক্ষালাভ ক'রে পাগলা-গারদের যাতে উন্নতি হয় সেই চিন্তায় মাথা ঘামাচ্ছি।

রোগী বা পাগল কখনও নিজের ঔষধ নিজে ঠিক করতে পারে না বা একজন রোগীও অন্য রোগীকে ভাল করতে পারেনা। তাই রোগ সারাতে হ'লে সদ্বৈদ্যের কাছে যেতে হয় এবং তাঁর ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করলে তবে রোগ সারে।

ভবরোগী আমরা আমাদের ঠিক সেই দশাই উপস্থিত হয়েছে। নিজে নিজেই এই ভুল সংশোধন করতে যাচ্ছি তাই পারছি না। এ রোগ এ পাগলামী কিছুতেই যাবে না যত দিন না আমরা প্রকৃত সাধু-গুরুর সঙ্গ করবো। এ রোগ সারবার জন্য ও কুধারণা অপসারিত করবার জন্য সাধুর শরণাগত হ'লে তিনি কৃপা ক'রে আমাদের অবিবেচনা, অসুবিধাও মনের খেয়ালের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তখন আমরা জানতে পারবো যে এ জগৎটা আমাদের বাসস্থান নয়, এটা কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া রূপ দণ্ডের কারাগার; আমাদের বাসস্থান হচ্ছে গোলোক এবং কৃত্য হচ্ছে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের একটী সৌভাগ্যের সংবাদ এই স্থানে প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমানে শ্রীরূপ-প্রদর্শিত পথে দ্বাদশবন পরিক্রমার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই চৈত্র হইতে রূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বগণসমভিব্যাহারে বন পরিক্রমা আরম্ভ করিবেন। আচার্য্যপ্রবর তাঁহার অনুগমনের নিমিত্ত জগদ্বাসীকে আহ্বান করিতেছেন। তাই জগদ্বাসীর আজ ভাগ্যের সীমা নাই। এই সুযোগ হেলায় হারাইলে বুঝিতে হইবে, আমরা আত্ম-মঙ্গল চাই না, আমরা চাই আত্মহত্যা।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের অনুসন্ধানে গঙ্গাতীরের পথে প্রয়াগে আসেন, আসিয়া শুনিতে পাইলেন তিনি রাজপথে বৃন্দাবনে গিয়াছেন সুতরাং পথে সাক্ষাৎ হইল না। অতঃপর তিনি বারাণসীতে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম দর্শন প্রাপ্ত হন এবং তদীয় আদেশে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে গমন করেন। পথিমধ্যে ১৪৩৬ শকাব্দে গঙ্গাতীরে শ্রীঅনুপম রামচন্দ্রের ধাম প্রাপ্ত হন কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি মহাপ্রভুর আদেশে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন করেন এবং ভক্তিগ্রন্থাদি রচনা করিতে থাকেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুন্দাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিস্তৃত বিবরণ-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৸০ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানীগণের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর-গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী. ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য. বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ. সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তিল দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বিরাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃত সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হার-মোনিষ্ট-নামে বিশ্বর-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের ব্যবহারের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপাঁ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে না পারিলে লিখিয়া রোগীর

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমণীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবিয়া) ৩৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট্ পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের রসনহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পারপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ সদানন্দ সস্ত্রীক গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২১শে জানুয়ারী বেলা ২টার সময় সস্ত্রীক শ্রীযুত সদানন্দ (প্ররোচনা) অর্ডিনান্সে বোম্বাই পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া-

গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইলে পর শ্রীযুত সদানন্দকে বাইকুল্লা সংশোধন আগারে এবং শ্রীযুক্তা সদানন্দকে অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় আর্থার রোড জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পেরুতে ভূমিকম্প

লীমা হইতে প্রকাশ, পেরু সহরে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ১৯০০ অব্দের পর এরূপ ভূমিকম্প আর হয় নাই। ভূকম্পের সময় সহরের রাস্তা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক ঘর বাড়ী পড়িয়াছে। কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা এখন বর্ণনা করা যায় না। একটী মাত্র লোক মরিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লবণ তৈয়ারী

চৌপাট্টি সমুদ্রতীরে বে-আইনী লবণ তৈয়ারীর জন্য গত ২৬শে জানুয়ারী প্রাতে হয়। অবিলম্বে পুলিস তথায় উপস্থিত হইয়া ডি ওয়ার্ড কংগ্রেসের নেতা ও আর ২ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বাঁকুড়ায় মহিলা গ্রেপ্তার

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, তালডাংরার আবগারী দোকানে পিকেটিংএর সময় শ্রীমতী বগলাবালা দাসী এবং এক জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের বাঁকুড়ায় লইয়া আসিয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ রায়ের গ্রেপ্তারে সহরে হরতাল পালিত হইয়াছে।

জম্বুতে লুণ্ঠন ও গৃহদাহ

জম্বু হইতে প্রকাশ, জম্বু ও কাশ্মীরের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা নিম্নলিখিত সংবাদ জানাইতেছেন—

বিমাসির সংবাদে প্রকাশ, ৫ খানা দোকান ও বাড়ী লুট হইয়াছে। গ্রামে গুজারগণ একটী বাড়ী ও ডাক-পিওনের কিছু জিনিষ পুড়াইয়া দিয়াছে। একজন কনষ্টেবল জখম হইয়াছে। পুলিস সৈন্যরা ঘটনাস্থল অভিমুখে যাই-

পাঠাবার কার্য্যে নিযুক্ত ৩ জন কনষ্টেবল উদমপুর জিলার কিশোরাই তহশীলের মাচাল গ্রাম হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে যাইবার সময় হঠাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উহারা পুলিস কনষ্টেবলকে লাঠী মারিয়া একটা বন্দুক, ২০ টাকার নোট ও কয়েকটা চামড়ার ব্যাগ কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। ঘটনার তদন্ত করা হইতেছে।

গত ১৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একজন ব্যাঙ্কার কোন জমি দখল করিতে যাইলে রণবীর সিং পুরার নিকট ঐ স্থানে একদল গুণ্ডার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ফলে, তিনি নিহত হইয়াছেন। হত্যাকারীর সন্ধান করা হইতেছে। ব্যাপারের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই।

চীনা দস্যুর আক্রমণ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে জানুয়ারী পাঁচ জন জাপানী সন্ন্যাসীর উপর চীনা দস্যুরা আক্রমণ করিয়াছিল। আক্রমণের ফলে দুই জন সন্ন্যাসী গুরুতর রূপ আহত হইয়াছে। প্রতিশোধ লইবার চীনা দস্যুদিগকে পুনরাক্রমণ করিয়া দুই জন দস্যুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। জাপানদের যুবক সেনের সেট্লমেণ্টে ভিজাইয়া জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরা চীনাদিগের গুদামে ফেলিয়া দিয়াছিল। এই স্থান হইতেই আক্রমণের সুরু হয়।

আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে চীনা পুলিসের সহিত জাপান সৈন্যের উত্তম মধ্যম সংঘর্ষ হয়। উত্তম মধ্যম সংঘর্ষের ফলে একজন চীনা-পুলিস ও একজন জাপানী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

চীনা আক্রমণের পরেই জাপানীদিগের একটা বিরাট সভা হইয়াছিল। এই সভায় জাপানের স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আরও সৈন্য পাঠাইবার কথা উঠে। চীনা-পুলিস আহত হইবার পর একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। চীনা-পুলিস বরাবরই নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। জাপানীর সহিত উহাদের মিত্রভাব ছাড়া শত্রুভাবের লেশমাত্র নাই। নিরপেক্ষ চীনা পুলিসকে প্রহার করায় জাপানের নিকট কৈফিয়তের দাবী করা হইবে।

চারুশীলা দেবীর কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী বি. এল, শ্রীযুত শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই এই মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী তাঁহাদের প্রত্যেকের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৬০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দেড় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবীর প্রতি বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য সকলেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক একমাত্র শিশু কন্যাকে তাঁহার স্বামী শ্রীযুত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এলের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। রায় প্রদানের অব্যবহিত পরেই তাঁহাদিগকে বেলা ১১টার ট্রেণে কুমিল্লায় লইয়া যাওয়া হয়। জেলের মধ্যে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল।

জনতার উপর লাঠি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সহরের ৩০টির অধিক ব্যবসায়ী সমিতি একত্রিত হইয়া এসপ্ল্যানেড ময়দানে একটি বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়াছিল, পুলিস উক্ত সভা নিষেধ করিলে সভার উদ্যোক্তাগণ সভা স্থগিত রাখিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাহা সত্বেও পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বহু সহস্র ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়, একদল পুলিস তথায় মোতায়েন ছিল। জনতার মধ্য হইতে কেহ নাকি পুলিসের উপরে ঢিল নিক্ষেপ করিয়াছিল। পুলিস তখন সমবেত লোকের উপরে লাঠী লইয়া চড়াও হয়; এ পর্য্যন্ত লাঠী চালনার ফলে বারজনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইয়াছে।

গ্রামবাসী কর্ত্তৃক পুলিস আক্রান্ত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদুরার এক খবরে প্রকাশ, মাদুরা তালুকের অধীন মেবলারি গ্রামের এক ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। কতিপয় ডাকাতির সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিকে পুলিস অনুসন্ধান করিতেছিল। গ্রামবাসীরা পুলিসদলকে আক্রমণ করে। পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে ধৃত ব্যক্তির পিতা পুলিসের গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

পথিমধ্যে নরহত্যা

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, চাঁদপুর মহকুমার এলাকাধীন নাটলর অঞ্চলে গুণজলাল সাহা নামক জনৈক লোকের মৃতদেহ ২০শে জানুয়ারী প্রাতে এখানে পরীক্ষার্থ আনা হইয়াছে। প্রকাশ, গত ১৭ই জানুয়ারী রাত্রিতে যখন সে বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে হত্যা করা হয়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

পার্শী মহিলার সশ্রম কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিস্ এন, ফ্রামজী ওয়াদিয়াকে টাকশালের পিকেটিং-এর সম্পর্কে গত ২০শে জানুয়ারী প্রাতে গ্রেপ্তার করা এবং পরে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে যে বালক পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বিচারার্থ তাহাকে বালকদের বিচারালয়ে পাঠান হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের আয়োজন

প্যারিস হইতে প্রকাশ, অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করিবার জন্য সেনেট নিযুক্ত কমিশনের সদস্য জেনারেল বর্জিয়ন এবং মাসিয়ে একার্ড গত ২০শে জানুয়ারী প্রতিনিধি সভার বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটীতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে এক রোমাঞ্চকর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, ভার্সেলিসের সন্ধি সত্বেও জার্ম্মাণী শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছে।

জেনারেল জাজিয়ন বলেন যে, জার্ম্মাণী এমন ভাবে তাহার প্রতিষ্ঠান ও অস্ত্রশস্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে যাহাতে অত্যন্ত দ্রুত যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। তিনি আরও বলেন যে, এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব জাগাইবার জন্য বিশেষ প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে।

মাসয়ে একার্ড বলেন যে, জার্ম্মাণীর বাজেটে সামরিক বিভাগের জন্য যে খরচা দেখান হয় তাহা ছাড়া নানাসূত্রে আরও অনেক খরচা করা হয়।

পরে একদিন এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং ইহাতে কমিটির সদস্যদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

Reg No C.1445

রেজি—

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১,
প্রতি কলম ৬,
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩২

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

সস্ত্রীক শ্রীযুত অখিল দত্ত গ্রেপ্তার

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৃত

মোটর লঞ্চে দুর্ঘটনা

চুচুড়ায় শোচনীয় কাণ্ড

লায়াপুরে ডাকাতি

দৌলতপুরে ডাকাতি

গ্রামবাসী কর্ত্তৃক ডাকাত গ্রেপ্তার

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি বোমা

চল্লিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, আবগারী দোকানে পিকেটিংএর অপরাধে গত ৫শে জানুয়ারী যে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের থানায় কয়েক ঘণ্টা আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ২১শে জানুয়ারী আবগারী পিকেটিংএ ৩ দলে ৮ জন বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৃত

মিষ্টার জে, কে, গুটার কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পুলিসের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেছিলেন। গত শনিবার প্রত্যুষে তাঁহাকে য়ুনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে মৃতাবস্থায় শায়িত দেখা যায়। তাঁহার মস্তকে বন্দুকের গুলীর আঘাতের একটী চিহ্ন ছিল। তাঁহার পার্শ্বে একটী রিভলভারও পতিত ছিল। মনে হয়, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

মোটর লঞ্চে দুর্ঘটনা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, কুষ্টিয়া হইতে পাবনা পর্য্যন্ত যাতায়াতকারী একটি মোটর লঞ্চ গত ২১শে জানুয়ারী বেলা ১ ঘটিকার সময় কুষ্টিয়ার সন্নিকটে পদ্মানদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, ফলে লঞ্চখানির কিয়দংশ জলে ডুবিয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যাত্রীদের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই স্থানীয় দেশীয় নৌকাগুলি যাত্রীদের সাহায্য করিয়াছিল।

স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারী শ্রীযুত শৈলপদ চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত বিষ্ণুপদ চৌধুরী দুইজন আত্মীয়সহ গত রাত্রিতে একখানি ভাড়াটে দেশীয় নৌকা যোগে কুষ্টিয়ায় উপনীত হন। তাঁহারা উক্ত লঞ্চের যাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় তাঁহাদের কতকগুলি দ্রব্য জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

চুচুড়ায় শোচনীয় কাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার গারবাগল গ্রাম হইতে একটি বিষ প্রয়োগে নরহত্যা ও তৎসহ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত গ্রামের জনৈক মধ্যবয়স্কা সম্পত্তিশালী স্ত্রীলোক একাকিনী বাস করিতেন। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি সংবাদ পাইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই লোকটি তাহার চিকিৎসার্থ ডাক্তার ডাকিয়া আনে, ডাক্তার স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাহার ঘরের দ্রব্য সমস্ত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রকাশ, ২০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার পাওয়া যাইতেছে না। আরও প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রিতে ২জন অপরিচিত লোককে মৃত স্ত্রীলোকটির গৃহের সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন যে, উহাদের দ্বারা হত্যাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটির মুখ হইতে আফিমের গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং সন্দেহ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকটিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আশু নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

লায়ালপুরে ডাকাতি

লায়ালপুর হইতে প্রকাশ, চক চুমড়া হইতে একটি ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। লালা শিব দত্ত নামক জনৈক ধনী কুসীদজীবী এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল তখন তাহাকে পথে আটক ও মারপিট করিয়া কে বা কাহারা তাহার নিকট হইতে উপরোক্ত অর্থ ছিনাইয়া লইয়াছে। এই সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৬শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ২৭১২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মাদ্রাজ প্রদেশে শুভবিজয়বার্ত্তা নদীয়া-প্রকাশের ২৬৭১তম সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই শোভাযাত্রাদির আরও কিছু বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগামী ভক্তবৃন্দ সেন্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ওয়েষ্ট কট্ রোডে উপস্থিত হইলে পান্‌ক্রফ্‌ট রোড হইতে একটি বিপুল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা নিম্নলিখিত ক্রমে সজ্জিত হইয়াছিল—সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের নামাঙ্কিত পতাকা, তৎপরে ঐক্যতানবাদ্য, মাদ্রাজ যুবজন-সমাজের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, সৌরিদাস-জীর সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ, মাদ্রাজ কর্পোরেশনের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, মাদ্রাজ জর্জ্জটাউনের বিভিন্ন কীর্ত্তন-সঙ্ঘ, প্রাদেশিক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী, মাদ্রাজ মাধ্বসঙ্ঘের বেদমন্ত্র কীর্ত্তনশীল ব্রহ্মচারীবৃন্দ, মাদ্রাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্ঘ, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বিপুল সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ, তৎপরে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত সুরম্য যানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তৎপর যানে শ্রীগৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরসুন্দর, তৎপরে মাদ্রাজ জন-সাধারণের মোটর যানাদি এবং সাধারণ লোক-সঙ্ঘ ও সংকীর্ত্তনমণ্ডলী। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ওয়েষ্ট কট রোড, পেয়োকটস্ রোড, উড্‌স্ রোড, রায়পেটা হাই রোড, মৌব্রেস রোড, লয়েড্‌স্ রোড ও করণ-স্মিথ রোড হইয়া নর্থগোপালপুরম্ নামক পল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্মুখে প্রবেশ করেন।

যখন মাদ্রাজ সহরের বিভিন্ন পথ দিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চলিতেছিল, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ দুই পার্শ্বের অট্টালিকা ও গৃহের উপরে, অলিন্দে, রাজপথে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমুৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেহ বা স্ব-স্ব স্থান হইতেই আচার্য্য-বর্য্যের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন, কেহ বা স্তব করিতেছিলেন, কেহ বা পুষ্প বর্ষণ করিতেছিলেন, কেহ বা জয়ধ্বনি করিতেছিলেন, কেহ বা মঙ্গলবাদ্য বাজাইতেছিলেন, কেহ বা ছিন্ন কদলীর ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের যানের সম্মুখে ও পার্শ্বে পতিত হইয়া প্রভুপাদের বন্দনা করিতেছিলেন কোন কোন কীর্ত্তনসঙ্ঘের পরিচালকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি গ্রহণার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পুষ্প মাল্যাদি অর্ঘ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পাদস্পর্শ করিয়া অধিকতর প্রেমভরে নৃত্য করিতেছিলেন; পুনঃ পুনঃ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মাদ্রাজ নগর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, নগরের কর্ম্ম কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়াছিল, সহরের অন্যান্য যানাদি পর্য্যন্ত উহাদের গতিরোধ করিয়া আচার্য্যবর্য্যের অপ্রতিহত গতির অনুগমন করিয়াছিল, স্থানে স্থানে মণ্ডলী নৃত্য ও বেয়া নৃত্যের দৃশ্য মধুর মৃদঙ্গ-মুখরিতা দিগ্‌বধূগণের প্রতিধ্বনিময়ী কীর্ত্তনারতি সকলেরই হৃদয়ে নব নব চমৎকারিতা বিধান করিতেছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা মোব্রেস রোডে উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের তত্রস্থ তোরণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ মাদ্রাজবাসিগণ ৩২টী তোপধ্বনি করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনসঙ্ঘও ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় যানে আরোহণ করিয়া বহু লোকের অনুযাত্রার মধ্যে চলিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থ পুনঃ পুনঃ তোপধ্বনি হইতে থাকিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য রাজপথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত লম্বমান পতাকা-সমূহ সাগর বেলাগত চিরবসন্তানিলের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতেছিল, রাজপথের বক্ষে ভক্তকুলের নৃত্য, আকাশে পতাকাবলীর নৃত্য, পৃথ্বীতে ভক্তগণের কীর্ত্তনধ্বনি, আর আকাশে দিগ্‌বধূগণের অনুকীর্ত্তনধ্বনি শ্রীচৈতন্যবাণীর শুভাগমন-বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া দিতেছিল।

মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিলে মাদ্রাজ সহরের সাময়িক সংবাদপত্রসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ-কারিগণ উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে ঘটনা দর্শন এবং আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীমঠের দ্বার কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লব প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং পুষ্পমালিকার তোরণাবলী ও শ্রীমঠ-নামাঙ্কিত পতাকায় বিভূষিত করা হইয়া-মঠের "শ্রীকৃষ্ণ-হল" পর্য্যন্ত নানাবর্ণে মণ্ডিত ছিল। প্রভুপাদ "শ্রীকৃষ্ণ হলে" উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে মদ্রদেশবাসী অসংখ্য ব্যক্তি ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য সম্মান, বৈষ্ণব-সম্মানে কাহারও কোনওপ্রকার কৃত্রিম লজ্জা বা বাধকতা নাই। এদিকে অনেকেই পাশ্চাত্য দেশীয় পোষাকে বিভূষিত, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি ভক্তি-জ্ঞাপনকালে তাঁহারা কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া ভূমিশায়ী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেছিলেন। এ প্রদেশেও পশ্চিম দেশেরই ন্যায় ফলাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক সাধু দর্শন ও সাধু চরণে প্রণত হইবার রীতি প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীকৃষ্ণ হলে" আসন গ্রহণ করিলে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ লয়োলা কলেজের (Loyola College) অর্থনীতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ এস. এন. গোবিন্দ-রাজন এম, এ, মহোদয় মাদ্রাজ "গোপাল পুরম্" অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে একটী অভিনন্দন-পত্র (ইংরেজি ভাষায়) বিরাট সভামধ্যে পাঠ করেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় উক্ত অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

———

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি বোমা

গত শুক্রবারে হাওড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুইন ট্রেনযোগে আমতায় যাইতেছিলেন। সকাল ৯-১০ মিনিটের সময়ে তিনি হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করেন। ট্রেন পাতিহাল ষ্টেশন ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই প্রথম শ্রেণীর কামরার বাহিরে একটি বোমা বিদীর্ণ হইল। এই ষ্টেশন হাওড়া হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বুঝি তাঁহার রিভলভার হইতে গুলী বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার রিভলভার পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, বুলেটগুলি ঠিকই আছে।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে কামরার দরজা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে ভাগ্যক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেট কোন আঘাত পায়েন নাই।

ট্রেন তৎপরে ডিষ্ট্রাণ্ট সিগনালের নিকটে গমন করিলে ট্রেনের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় এবং যাত্রীরা ড্রাইভারকে ডাকিয়া ট্রেন থামাইতে বলে। সেই সময়ে দেখা গেল যে, একজন লোক মাঠের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছে। ঐ ব্যক্তি অচিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ট্রেন কিছুক্ষণ থামিয়া পরে পুনরায় আমতা অভিমুখে চলিতে থাকে।

ইতোমধ্যে এই সংবাদ হাওড়ায় প্রেরিত হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দলবল সহ ঘটনাস্থলে যায়েন। তিনি তথায় যাইয়া দেখেন যে ভাঙ্গা কাচ, শলাকা প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কামরার দরজার বাহিরে একটা বড় পীতবর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সন্ধ্যাকালে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চল্লিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সরকার এক আদেশ প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর যে, ৩ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ৪০ হাজার টাকা) ২টি ভারতীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এবং যে পরিমাণ টাকা বোম্বায়ের ৪ জন বিশিষ্ট বণিকের নামে জমা আছে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হইল। বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ এই যে, ঐ টাকা বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

স্থানীয় দুইটি ব্যাঙ্কে মোট ৪০ হাজার টাকারও অধিক কংগ্রেসের অর্থ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া সপার্ষদ বোম্বাইয়ের লাট ঘোষণা মূলক আদেশ সমূহ জারি করিয়াছেন। প্রথম আদেশে, শ্রীযুত জেলজী লাখেমসি মথুরাদাস ত্রিকমজী বি. এম, শ্রীযুত মতিওয়ালা এবং আর, আর টৈয়াবজীর নামে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামক ব্যাঙ্কে ৪০ হাজার টাকার যে হিসাব আছে, তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কেই বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নামে যে ১৭৬ টাকার হিসাব আছে এবং পঞ্জাব ন্যাসনাল ব্যাঙ্কে উক্ত নামেই ৬৯ টাকার যে হিসাব আছে সেই সম্পর্কে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আদেশ জারি হইয়াছে। উক্ত আদেশে উল্লিখিত হইয়াছে যে যথারীতি তদন্তের পর সরকার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছে যে, উক্ত অর্থ বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য সঞ্চিত আছে। বে-আইনী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় অর্ডিনান্স আইনের ৭ ধারানুসারে এই বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

জেলে অগ্নিপ্রদানের চেষ্টা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বল্লিলাল কেশবলাল এবং ঈশ্বর লালু নামক দুই ব্যক্তিকে গত ২২শে জানুয়ারী সকালে রায়পুর থানার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভাদ্রায় সাব-জেলের ভবনে গত ২২শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ অগ্নি প্রদানের এক চেষ্টা হয়। একজন লোক ধূম উঠিতে দেখিতে পায় এবং অদূরে কেরোসিন তৈলসিক্ত একখানি ন্যাকড়া পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। উক্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার পূর্ব্বেই একখানি চালার কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে।

দৌলতপুরে ডাকাতি

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, দৌলতপুর থানার অন্তর্গত ময়উদিয়া গ্রামের শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীর বাটীতে ১৪ই জানুয়ারী রাত্রে ১৮ জন লোক লাঠী ও বর্শা হাতে লইয়া ডাকাতি করিয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বাটীর লোকজনকে প্রহার করিয়া প্রায় তিনশত টাকা মূল্যের গহনাপত্র লইয়া গিয়াছে।

দলের পাঁচটি লোককে চিনিতে পারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

পণ্ডিত সুন্দরলাল গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ১২ ঘণ্টার মধ্যে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য পণ্ডিত সুন্দরলাল এবং পণ্ডিত অমরনাথ কাপুরের উপর নোটিশ জারী হয়। তাঁহারা উক্ত আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

এলাহাবাদ জেলায় ৩৮০ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং সহরে গত ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫০ জনেরও অধিক ব্যক্তি ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। খাজনা বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে এই সব সাজা হইয়াছে।

বিদ্রোহী নেতার প্রাণদণ্ড

বিগত ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যার একদল সশস্ত্র পুলিস পেগু জিলায় এক গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার কালে বিদ্রোহীদের সন্ধানে ব্রতী হয়। বিদ্রোহীরা হেড কনষ্টেবল ও অপর একজনকে আহত করিয়া পলায়ন করে।

মুঙ আট নামক অপর একজন বিদ্রোহী নেতার গ্রেপ্তার জন্য ১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। হেনজাদার ৯ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত এক গ্রামের সন্নিকটে বিগত ২১শে জানুয়ারী তারিখে ঐ বিদ্রোহী নেতা বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। উহার নিকট একটা বন্দুক ও ১২টা গুলী পাওয়া গিয়াছে।

হনদিন জিলার বিদ্রোহী নেতা ফুঙ্গী থাট্টাজকার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। গত ১৮ই জানুয়ারী টুঙ্গু জেলে উহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

সর্ব্বসমেত ৬ হাজার ৬ শত লোক আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

থারাবড়ী হইতে একটা নরহত্যার এবং হেনজাদা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হেনজাদার গ্রামবাসীরা ডাকাতদিগকে বাধা প্রদান করে, ফলে, ডাকাতেরা একটা বন্দুক, মশাল এবং রক্তাক্ত বস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করে।

গ্রামবাসী কর্ত্তৃক ডাকাত গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, ডাকাতি করিবার আয়োজন করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারানুসারে কয়েকজনের বিরুদ্ধে দায়রায় বিচার চলিতেছিল। সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত এচ. পি, মজুমদার উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী থানার এলাকাধীন উচালন গ্রামের অধিবাসীগণ ডাকাতির আসন্ন সম্ভাবনায় ভীত হইয়া নিজেদের মধ্যে একটা আত্মরক্ষীদল গঠন করেন। গত ১৯৩১ সালের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে তাহারা সন্দেহজনক ৪ জন লোককে তাহাদের গ্রামে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সন্দেহজনক কতকগুলি দ্রব্যও পাওয়া যায়। সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহারা অপর এক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করে।

এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী চলিয়াছিল। আশু বাগদী, ভাদেদ সেখ, ফণী বাগদী ও বিজন বাগদী দণ্ডিত হয়। বিজন স্বীকার করে যে, তাহারা উক্ত গ্রামে ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। পঞ্চম আসামী সত্য দুলে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

খাদি ভাণ্ডার অধিকার

পুরী হইতে প্রকাশ, পুরী কংগ্রেসের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুত মুরারি ত্রিপাঠী নিষেধাজ্ঞা সত্বেও জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে পুরীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক গত ২০ জানুয়ারী ৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ প্রধান, নাথানন্দ জগদানন্দ পট্টনায়েক উক্তরূপ অপরাধে ৩ মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত লোকনাথ মিশ্র ও আর একজন ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সস্ত্রীক শ্রীযুত অখিল দত্ত গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এবং ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব নেতা, খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রিয়বা দত্ত অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মিঃ আসরফউদ্দীন চৌধুরী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী হক মিঞা, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া সহরে একটা শোভাযাত্রা পরিচালিত করায় ২৩শে জানুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। লাঠী চালাইয়া পুলিস শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ফলে কয়েকজন লোক আহত হয়। ২১ জন লোককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1445.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১,
প্রতি কলম ৮,
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই মাঘ বুধবার ১৩৩৮, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩২

শান্তিপুরে গ্রেপ্তার

হ্যারিংডে পার্কের নিকটে বিস্ফোরণ

মিঃ গান্ধীজী ও মিঃ পেটেল

শেঠ যমুনালাল বাজাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র দণ্ডিত

ইংরেজ বালিকাকে ছুরি

কৃষ্ণনগরে ৩ জন কর্ম্মীর দণ্ড

বেআইনী লবণ প্রস্তুত চেষ্টা

কংগ্রেসকে মুষ্টি ভিক্ষা দিলে গ্রেপ্তার

লাহোরে মহিলা গ্রেপ্তার

পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জের

চীন জাপানে যুদ্ধায়োজন

নানা কথা

শান্তিপুরে গ্রেপ্তার

শান্তিপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবার দিন স্থানীয় কাপড়ের দোকানে, মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে শ্রীযুক্ত অমিয় বাগচি, জীবন গাঙ্গুলী, শম্ভু গাঙ্গুলী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও তারকনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে ৩ জন কর্ম্মীর দণ্ড

শ্রীযুক্ত প্রভাস সরকার, নারায়ণ সরকার ও গিরীন্দ্র কুণ্ডু কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর পরবর্ত্তী অধিনায়কত্রয় বলিয়া অভিহিত ছিলেন। ইহারা শ্রীযুত সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে গত ২৩শে জানুয়ারী কৃষ্ণনগরে একটী জনসভায় বক্তৃতা দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইহারা বিচারে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মিঃ গান্ধীজী ও মিঃ পেটেল

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সরকার যারবেদা জেলে গান্ধীজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সপ্তাহে একবার পরস্পর সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

হ্যারিংডে পার্কের নিকট বিস্ফোরণ

শনিবার রাত্রে পঞ্চানন দাস নামে ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবক গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া চিকিৎসার্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসে। হাসপাতালে তাহার একটী দগ্ধ হস্ত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। লোকটী সন্তোষজনকরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

প্রকাশ, সে এই মর্ম্মে এক বর্ণনা প্রদান করিয়াছে যে, শনিবার রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় হ্যারিংডে পার্কের নিকট যাইবার সময় ভীষণ এক বিস্ফোরণ শব্দ শুনিতে পায় এবং তাহার বাম হস্তের তালু পুড়িয়া যায়। সে তৎক্ষণাৎ একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া হাসপাতাল যাত্রা করে।

পরে হাসপাতালে আসিয়া পুলিশ তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দেয় এবং ৪৫ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করে কিন্তু প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে এখনও পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

মাজুতে ধরপাকড়

মাজু হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী প্রাতে বড়গাছিয়া পুলিশ, জনৈক আই-বি, অফিসারের সহিত মাজুর ডাক্তার শ্রীযুত প্রেমতোষ বসু, এম, বি, র বাড়ী ও ডাক্তার খানায় গমন করে। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস পর দোষণীয় কিছু না পাইয়া তাঁহারা প্রেমতোষ বাবু ও তাঁহার কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত তারকনাথ নাগকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তাঁহাদিগকে হাওড়ায় লইয়া যাওয়া হয়। মাজুর ব্রজ গোপাল সাহার বাড়ীতেও খানাতল্লাস হয়, কিন্তু দোষণীয় কিছু পায় নাই।

ঐ একই সময়ে পাঁচলা থানার ইনস্পেক্টর প্রায় ৩০ জন কনষ্টেবল সহ মাকাল হাটা ক্যাম্পে গমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল খানাতল্লাসী করেন। পুলিশ একখানি কাগজ তালিকা লইয়া গিয়াছে। ক্যাম্পের বাড়ীটি বর্ত্তমানে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

মাজুর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত আছেন। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহার খোঁজ করিতেছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীসজ্জনজিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীস্বরূপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদনিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরাধাপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীমদনদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্যাসগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ } ৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৭শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার | ২৭৩তম সংখ্যা॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য গত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার মহোদয় শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। বিচারপতি মহোদয় ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক সমবেত ছিলেন। বিচারপতি মহোদয় শ্রবণকালে বহু পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীলপ্রভুপাদ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বতোমুখী উপাদেয়তা ও শ্রেষ্ঠতার কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন এমন সময় বিচারপতি মহোদয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দণ্ডবৎ অভিবাদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে শুদ্ধা-ভক্তির বহু তত্ত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতমতার বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধাভক্তির কথা মধ্যযুগে শ্রীল রামানুজাচার্য্য, ও শ্রীল মধ্বাচার্য্য পূর্ব্বে জগতে প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুই ইহার পরাকাষ্ঠা ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য জগতকে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধা-ভক্তি এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্তই সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু। এই শুদ্ধা-ভক্তির প্রাণস্বরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তন, এবং এই সংকীর্ত্তনই ইহার মুখ্য সাধনাঙ্গ। এই কীর্ত্তন সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ব্যাপার। কারণ কৃষ্ণনাম স্বয়ংই অপ্রাকৃত অখণ্ড বস্তু। শ্রীনাম মায়ার রাজ্যে জড় আকাশে উপজাত শব্দরাশির অন্তর্গত নহেন। এই শ্রীনাম-শব্দের সহিত বদ্ধজীবের পরিচয় অবশ্য নাই। বদ্ধজীব কেবল জড় শব্দের সহিতই পরিচিত। কিন্তু শ্রীনাম প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে নিত্য বিরাজমান, তিনিই অনাদি শব্দ-ব্রহ্ম, এবং যাবতীয় বেদ, যাবতীয় জ্ঞান ও সমগ্র সৃষ্টির নিদান। শ্রীনামই তদভিন্ন শ্রীনামীপ্রভুকে জানিবার এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র পরম উপায়। শুদ্ধা ভক্তির অন্তর্গত মুখ্য সাধনরূপ শ্রীনামসংকীর্ত্তন উপায়-বিচারে স্বয়ং পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, এবং কর্ম্ম যোগ জ্ঞানাদি উপায় সকলের নিজ নিজ পরিপূর্ণতাসাধক ও তত্তৎ সিদ্ধি প্রদানকারী। কর্ম্মাদি উপায়সকল তাহাদের অতীব অপূর্ণতা ও হেয়তা হেতু নিতান্ত শোচ্য এবং পঞ্চমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কারণ এই সকল উপায় প্রকৃতির গুণসংশ্লিষ্ট ও প্রকৃতির গুণজাত বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাসিত। প্রকৃতির গুণসম্পর্ক-রহিত নহে বলিয়া ইহাদের বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন তাদৃশ মায়িক-সম্পর্কবিশিষ্ট ব্যাপার নহে ইহা সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত, স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সকল নিজ প্রয়োজন সাধন করিয়া লইতে পারে এবং কীর্ত্তনকারীকে সর্ব্ববিধ মায়িক ভাবনা চিন্তা হইতে পূর্ণ অব্যাহতি দিতে পারে।

কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীনামের কীর্ত্তন হওয়া চাই শ্রীনামপ্রভুর সেবা চাই। বৈকুণ্ঠ-নামের সহিত আপাত বাহ্যসাদৃশ্যবিশিষ্ট জড়-শব্দের—জড়নামের কীর্ত্তন করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। নামাচার্য্য বৈষ্ণবের মুখে—সদ্গুরুর মুখে শ্রীনাম ও নামসংকীর্ত্তন-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে, তাঁহারই শ্রীমুখে কীর্ত্তিত বৈকুণ্ঠ নামশব্দ কর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং ভগবানের নামস্বরূপের তত্ত্ব জানেন এবং সর্ব্বকালে প্রতি পল অনুপল শ্রীনাম-নামীর সেবা করেন তিনিই নামতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সদ্গুরু, তিনিই জগদ্গুরু। এতাদৃশ মহাভাগবত আচার্য্য পৌত্তলিক নহেন, বীরপূজক নহেন, অপ্রাকৃত সেব্যবস্তুতে মনুষ্যধর্ম্মের আরোপকারী আরোপের যাজক নহেন, এবং ত্রিপুটীবিনাশক সাধ্য বস্তুজ্ঞানে নির্ব্বিশেষবাদীও নহেন। তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেবক ; সেই শ্রীকৃষ্ণ জড়দেশকালের অন্তর্গত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তিনি কাল্পনিকের রূপক নহেন কিংবা "মায়ামিশাইয়া এস ভগবান্" বাদী-গণের জড়দেহধারী ঈশ্বরও নহেন। তর্ক-পন্থী ইন্দ্রিয়জ জড় জ্ঞানাভিমানী নাস্তিকগণই তাহাদের অজ্ঞতাজনিত কল্পনায় ঐরূপ ধারণা করিয়া থাকে। আধ্যক্ষিকগণের এতাদৃশ মতবাদসকল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রৌতপথে প্রমাণসিদ্ধ নহে বরং তাহাদের বৈকুণ্ঠতত্ত্বে অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক মাত্র।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই স্বয়ং ভগবৎপ্রেম-প্রদানে সমর্থ। অতএব কীর্ত্তনকালে তদনুরূপ কোন মানসিক কল্পনার বা ধারণার প্রয়োজন নাই। তাদৃশ মনঃকল্পিত ধারণা কেবল অপ্রয়োজনীয় মাত্র নহে, বরং অনেকস্থলে বাস্তব বিঘ্ন হইয়া পড়ে। শ্রীনামসংকীর্ত্তন তত্ত্বানভিজ্ঞ অবিচারকের বহির্দৃষ্টিতে জড় ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা বস্তুতঃ স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে। ইহা নিত্য মুক্ত জীবাত্মার চিদিন্দ্রিয়সাধ্য নিত্য স্বাভাবিকী বৃত্তি বা কার্য্য। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের চিন্তাধারায় আত্মা ও মন একই বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকিলেও ভারতীয় তত্ত্বদর্শিগণ আত্মাকে জড় মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও জড়বিলক্ষণ বলিয়াই বলেন।

শ্রীনাম কীর্ত্তনে নামাপরাধ, নামাভাস এবং শ্রীনামের বিচার ও জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথা শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। শ্রীনাম সেবক শ্রীনাম-প্রভুর চরণে দশবিধ অপরাধ হইতে নিজকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত রাখিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন অবলম্বন করিবেন। কীর্ত্তনাপরাধ ভুক্তিফল মাত্র প্রদান করিয়া জীবকে চিরকাল মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়া দিবে। নামাভাস জীবকে মায়া-প্রসূত সর্ব্ব অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধান দিবে। এই অনর্থ বিমুক্তি যোগী বা জ্ঞানীদের আকাঙ্ক্ষিত আত্মহত্যার নামান্তর ব্রহ্ম বিলয়মাত্র নহে। ইহা পরিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ স্বরূপ সিদ্ধি বা স্বরূপাবস্থিতি। আর শুদ্ধনামের অবিমিশ্র ও অব্যবহিত কীর্ত্তন হইলে, তৎফলে কৃষ্ণ-প্রেমই লভ্য হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

মাদ্রাজে শ্রীল প্রভুপাদ

অভিনন্দন-পত্র *

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, আপনি ভারতবর্ষের শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রপূজ্য আচার্য্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরম সম্মানিত পাত্ররাজ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কল্যাণনিকেতন, কৃপা-পূর্ব্বক 'গোপালপুরম্' নামক স্থানের নব ঔপনিবেশিকগণের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত এখানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিতেছি। প্রভুপাদ বর্ত্তমান যুগে উত্তর ভারতবর্ষে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন। আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, প্রভুপাদ তাঁহার অভিমর্ত্ত্য প্রভাব পুণ্য ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছেন এবং কিছুকাল হইল মাদ্রাজেও একটি শাখামঠ প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা আশা করি, 'গোপালপুরম্' পল্লীতেই এই মঠ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই আমরা প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বিশেষ বিচার-বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাচিত, সর্ব্বস্ব ত্যাগী উপযুক্ত প্রচারকবর্গের কার্য্যাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ায় আমাদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবস্ত মনে করিয়া আসিতেছি। আপনার অনুগত উক্ত প্রচারকগণ নিয়মিত হরিকথা আলোচনা এবং হরিপ্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারে চেতনোন্মেষী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রভু শ্রীহরি ও তাঁহার নিজ জনগণের প্রতি শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।

আমরা প্রার্থনা করি যে, প্রস্তাবিত "শ্রীকৃষ্ণ চর্চ্চে"র কার্য্য সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পরেই নিখিল সত্যানুসন্ধিৎসুগণের কল্যাণার্থ একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক—যেখানে পরমার্থের অন্তর্গত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং শিক্ষার্থিগণ নির্দ্দিষ্ট কাল স্ব-স্ব শিক্ষা ব্রত উদ্‌যাপনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের কল্যাণাশীষ ও অনুমোদন-পত্র প্রাপ্ত করিয়া শ্রীমঠের সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে অথবা সম্পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিময় জীবনে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের সেবা এবং মানব জাতির নিত্য কল্যাণের জন্য হরিকীর্ত্তন-প্রচারময় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

আজ আমরা আমাদিগকে খুব ভাগ্যবস্ত মনে করিতেছি এবং যাহাতে আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রবণে, কীর্ত্তনে, ভাবে, ভাষায়, আচারে-প্রচারে পরমার্থ জীবন যাপন শিক্ষা লাভ করিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষায় মতি প্রদানের—বিশেষতঃ সর্ব্বদিকে অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-পরিপূর্ণ এই নাস্তিকযুগে ঐরূপ অমূল্য সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীভগবানের প্রতিনিধি আপনার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। একমাত্র অকৈতব পরমার্থ শিক্ষাই আমাদিগকে সচ্চিৎসমন্বয়, পরা শান্তি এবং পরমানন্দ প্রদান করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-প্রার্থী
গোপালপুরম্ নিবাসী
শ্রীকৃষ্ণ সেবকানুসেবকাভাসবৃন্দ।
তাং ১০ই জানুয়ারী ১৯৩২
গোপালপুরম্, মাদ্রাজ

* মাদ্রাজ 'শ্রীকৃষ্ণহলে' গোপালপুরম্ অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ।

উপরি-উক্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর অনারেবল্ মিনিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর কুমারস্বামী রেড্ডিয়ার মহোদয় বহুভাবে নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের এবং তদীয় অনুগত আচারময় প্রচারকগণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া মাদ্রাজবাসীর পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটী সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের অভিনন্দন পত্রে এবং মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের অভিভাষণে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি যে সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনাদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ভগবদ্ভক্তিতে—ভগবানের সেবা কার্য্যে আমরা সকলেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আমাদের সত্তা নিরন্তর ভগবৎসেবাময় হইলেও—আমরা চেতন হইলেও বর্ত্তমানে আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এখানে আমরা প্রতি-মুহূর্ত্তেই প্রত্যেক বস্তুর নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থী। যদিও আমরা অনুক্ষণই সাহায্য ও সহযোগিতার কাঙ্গাল হইয়া আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের চেষ্টা করিতেছি, তথাপি আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যাইতেছে। সর্ব্ব প্রকার সহায়তা লাভের মূল কেন্দ্র—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। পূর্ণ সবিশেষ ভগবানের নিকটই আমাদের নিত্য সাহায্য বা নিত্য কৃপার প্রার্থী হওয়া উচিত। তিনি আমাদিগকে যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহাতে অপূর্ণতা, ক্ষণভঙ্গুরতা, হেয়তা প্রভৃতি ব্যাপার নাই।

আমাদের নিয়মিত পরমার্থ শিক্ষা আবশ্যক। কেবল যে ভারতবর্ষের লোক-মাত্রেরই ঐরূপ শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে; সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের ভগবদ্ভক্তিতে একান্ত প্রয়োজনীয়তা নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, কিরূপে সেই বাস্তব পরম সত্য ভগবৎপাদারবিন্দের নিকট আমাদিগকে উপনীত হইতে হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা আমাদের জন্মের সময় হইতে, জন্মের সময় কেন, জন্মেরও পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে থাকা-কাল হইতে আমৃত্যু এবং তাহারও পরে অর্থাৎ জীবনান্তেও কোনও না কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। কিন্তু এই সকল আকাঙ্ক্ষা আমাদের আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খলই বৃদ্ধি করে। কোন্ আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি আমাদের অভদ্র বিনাশ করিতে পারে? সেই আকাঙ্ক্ষার গ্রাহক আমরা সকলেই; সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের চেতনের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কৃত হইলেই তাহা আমাদিগকে কৃষ্ণচরণকল্প-বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া থাকে।

অবিস্মৃতি কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বা অনর্থ বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে অনর্থযুক্তকে প্রবেশ করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আদৌ শ্রীগুরু পাদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা এবং বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা অর্থাৎ সদ্‌গুরুমুখনিঃসৃত বাণী অকপট ও অনলসভাবে শ্রবণ করিতে হইবে। কেবল বর্ত্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তার ছলনায় যে নশ্বর ও দুঃখদায়ক সুখের স্বপ্ন আছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইব না, শাশ্বতসুখ, কৃষ্ণসেবাসুখের কথা যাহা শ্রীসদ্‌গুরুদেবের বাণীতে নিত্য প্রকটিত, সেই বাণীর সেবা করিব—সেই বাণী নিয়ত শ্রবণ করিব। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রকৃত সুখ নহে, অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরায়ণতাই নিত্য বাস্তব-সুখের খনি।

সবিশেষ পুরুষোত্তমত্ব সম্বন্ধে মনোধর্ম্মিগণের নানা প্রকার পরিবর্ত্তনশীল মতভেদের কবলে আমরা কবলিত হইব না। কেহ কেহ পরাৎপরতত্ত্বে 'ক্লীবত্ব' আরোপ করেন, তাঁহাদের বিচার এই যে, পরাৎপরতত্ত্বে লিঙ্গপ্রকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাঁহার পরাৎপরত্ব বিনষ্ট হয়।

কিন্তু ক্লীবত্ব ধারণাটি একটি অসম্যক্ ধারণা মাত্র। যে তত্ত্বে প্রভুত্ব—পুরুষোত্তমত্ব প্রকাশিত নাই, যে তত্ত্বস্তু নিজে প্রেরণা গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা কিরূপে পরাৎপরতত্ত্ব হইতে পারে? আবার তত্ত্বস্তুর predominating feature ও predominated aspect ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। Moietyর বিচার পূর্ণ বিচার নহে। দুইটি moietyতে একটি integer বা পূর্ণ সংখ্যা হয়। Predominating and Predominated aspectএর বিচার পরস্পর সাপেক্ষিক।

আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, আমাদের অনারেবল্ মিনিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর এখন পর্য্যন্তও সাত্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্মরণ করেন। এখনও তিনি স্মরণ করেন যে, সাত্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায়ের তিনি একজন অধস্তন। যদিও তিনি দৈন্যবশতঃ আপনাকে অত্যন্ত লঘু এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত মনে করেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপে তিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব।

আমরা কেবল বর্ত্তমান জীবনের আপাত প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগী হইব না, ভবিষ্যৎ জীবনের নিত্য ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তাই আমাদের পূর্ণতম মনোযোগের বিষয় হইবে, দৈন্যমুখে মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এই শিক্ষাই দিলেন। অতএব আমরা দেওয়ান বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনাকে সম্পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিতেছি। যে সকল ভদ্রলোক আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও নানাপ্রকার প্রশস্তির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের যে-সকল সেবা ও সময় নিয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বরেণ্য। ভগবানের সেবা আমাদের সকলকেই অবশ্য করিতে হইবে। সেই সেবাকার্য্যে আমরা যেন মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিতে পারি ইহাই আমাদের আরাধ্য বিষয় হউক। আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, যার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বর্দ্ধন সহ কাপড়-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কাঁধাল্লবগপোবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণী মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যে শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনদর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যত্ব—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেরইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—ভক্তপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে স্পষ্ট রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে অনুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, তথ্যসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনীয়াদের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ-সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবৃত্তি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবর গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারা বায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃ সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত: প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমি সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ। ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গী শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্র নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গী নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আ আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রি উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামা সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পর মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপা বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ক ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পুরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদা ইতিহাস সুপ্রকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পুরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবর সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহা এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্র পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমা মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নানের বিভর-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রা দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৃটিশ ব্যাঙ্কে পিকেটিং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্বর্ণ রপ্তানির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে আন্দোলন চালান হইতেছে, সেই সম্পর্কে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা ৩টি বৃটিশ ব্যাঙ্কে পিকেটিং করে। গত সপ্তাহের ডাক জাহাজে ঐ ব্যাঙ্ক ৩টি বিস্তর সোনা চালান দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ব্যাঙ্কগুলির নাম চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, পি এণ্ড ও ব্যাঙ্ক ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক।

ফরিদপুরে ধরপাকড়

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে ধৃত শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রায় এবং অখিলচন্দ্র মণ্ডলান-বীশকে ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজনৈতিক কারণে সম্প্রতি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ডাক্তার মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, সুবলচন্দ্র ঘটক, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনিলচন্দ্র ঘোষ, ননীগোপাল শিকদার, সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্রনাথ রায় এবং কার্ত্তিকচন্দ্র রায়কে স্থানীয় জেল হইতে গত ২১শে জানুয়ারী রাত্রে দমদম স্পেশাল জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বে আইনী বলিয়া ঘোষিত জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযদুনাথ পাল এবং প্রমথনাথ গুহকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। স্থানীয় জেল হইতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহট্টের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বিহারীলাল দত্ত পুরী যাইবার পথে এখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে ফৌজদারী আইনের ১৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, একমাসের মধ্যে তিনি যেন এই জিলায় প্রবেশ না করেন।

ইংরেজ বালিকাকে ছুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই প্রবাসী ইংরেজ বালিকা মিস হেলেন হবাসালী জনৈক ভারতীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। সে বালিকার অঙ্গে ২০ জায়গায় ছুরীর আঘাত করিয়াছে। যাহা হউক কোন আঘাতই সাংঘাতিক নয়। মিস হবাসালী আততায়ীর সহিত বেশ কৌশলের সহিত যুঝিয়াছিলেন। লোকটি ধরা পড়িয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে ৭ জন গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী এখানে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন নাবালক আছে। সেদিন শ্রীযুত কৈলাসপতি বর্ম্মা এবং শ্রীযুত হরি বাহাদুরের উপর নিষেধাজ্ঞার নোটীশ জারি করা হয়। গত ২২শে রাত্রিতে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয় ইঁহারা উভয়েই বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী। প্রকাশ, গত ২২শে তারিখে যে বাঙ্গালী এবং মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়, বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহারাই লক্ষ্ণৌয়ে প্রথম গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বাঙ্গালী মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মুসলমানটি একজন পুরাতন কংগ্রেসকর্ম্মী। তিনি গত ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২ বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

লাহোরে মহিলা গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, জানুয়ারী যে সকল স্বেচ্ছাসেবিকা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তন্মধ্যে স্যার গঙ্গারামের পুত্রবধূ এবং ট্রিবিউন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত জং বাহাদুরের পত্নী অন্যতমা।

বে-আইনী লবণ প্রস্তুত চেষ্টা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মাণ্ডবাতে বে-আইনী লবণ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করায় ১০ জন লোক গত ২৩শে জানুয়ারী প্রাতে ধৃত হইয়াছেন।

শেঠ যমুনালাল বাজাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র দণ্ডিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শেঠ যমুনালাল বাজাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কমলনয়ন বাজাজ অপর ৬ জনকে সঙ্গে লইয়া গত ১৮ই জানুয়ারী যুক্তপ্রদেশে বাগেশ্বর মেলা দেখিতে আলমোরা জিলায় গমন করেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি নোটিশ

আদেশ পালন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় ধৃত হয়। প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে আলমোরা জেলে রাখা হইয়াছে।

স্বদেশী বস্ত্র ভাণ্ডারে চুরি

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ভোরে জহর স্বদেশী বস্ত্র ভাণ্ডারে আবার চুরি হইয়াছে। এবারও চৌর্য্য কার্য্যে মোটর গাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। তস্করেরা সিডান গাড়ীতে আগমন করিয়া উক্ত দোকানের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং গাড়ীতে বস্ত্র বোঝাই করিতে থাকে। মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুত জে, এইচ, পেটেল দোকানের বিপরীত দিকে এক বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, তিনি শব্দ শুনিয়া জানালা খুলিয়া তস্করদিগকে দেখিতে পান এবং চীৎকার করেন। চোরেরা গাড়ী চালাইয়া পলায়ন করে।

ঢাকায় খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ২২শে জানুয়ারী প্রত্যুষে পুলিস বহু বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। মোক্তার শ্রীযুত নরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত ফণীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে বদ্ধু জ্ঞান দায়িনী পাঠাগারের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ সিংহের পুত্র বেণীমাধব সিং কাগজের ব্যবসায়ী

অমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য, পাঁচুগোপাল সিংহ, নগেন্দ্রনাথ দাস এবং গোপালচন্দ্র দাসকে ৩২৩ (আঘাত) এবং ৩৭৯ (চুরি) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সার্জ্জেন্ট বোর্ণকে আক্রমণ সম্পর্কে ইহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেসকে মুষ্টি ভিক্ষা দিলে গ্রেপ্তার

বেতিয়া হইতে প্রকাশ, বেতিয়া মহকুমার সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পুলিস বেতিয়া কংগ্রেস আশ্রম অধিকার করিয়াছে।

চম্পারণের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কয়দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া ব্যবসায়ীদের লইয়া এক সভা করেন। ব্যবসায়ীরা যাহাতে অর্থসাহায্য করিয়া বা অন্যরূপে কংগ্রেসের কার্য্যে সাহায্য না করেন, সে বিষয়ে তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দেন এবং কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাঁহাদের উপর পীড়ন করিলে তাঁহারা যে পুলিসের সাহায্য পাইবেন সে আশ্বাস দেন।

ঐ সভার পর ঢোলসহরতে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করিবে, কংগ্রেসকর্ম্মীকে আশ্রয় বা আহার্য্য দিবে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জের

কিষাণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, পূর্ণিয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, এ, খাঁয়ের প্রতি গুলী ছুড়িবার সম্পর্কে প্রকাশ, একজন স্থানীয় জমিদারের সমভিব্যাহারে জেলার মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে শিকার করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহাকে এই ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। জমিদারের অসাবধানতাবশতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু হওয়ায় জমিদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তৎক্ষণাৎ সেই দিবসের জন্য বন্ধ থাকে। অল্প সময়ের জন্য পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেও মিঃ খাঁ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

চীন জাপানে যুদ্ধায়োজন

সাংহাই হইতে প্রকাশ, গত ২০শে জানুয়ারী চীনা জনতা কর্ত্তৃক পাঁচজন জাপানী সাধুর উপর মারপিট সম্পর্কে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ক্রমশঃই খারাপ দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাপানী দের দাবী সমূহ সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা না হইলে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাপানীগণ কর্ত্তৃক বৃহত্তর সাংহাই অধিকার অসম্ভব নয়।

জাপানীরা এক্ষণে ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহাদের দাবীসমূহ সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা না হইলে তাহারা বৃহত্তর সাংহাই, চাপেই, নানটাউ, কিয়াংনান অস্ত্রাগার ও চীনা মিউনিসিপাল অফিস অধিকার করিবে।

বর্ত্তমানে সাংহাইয়ে দশখানি রণতরী ও হাজার হাজার নৌসৈন্য রহিয়াছে। ওদিকে সাসেবোর অনতিদূরেও ২৩ খানি রণপোত দাঁড়াইয়া আছে।

দৈনিক— "শ্রীপ্রাচ" — অনন্যমাত্র

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে — প্রতি ইঞ্চি ১, — প্রতি কলম ৬, — অর্দ্ধ কলম ৩।০ — সিকি কলম ২, — চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার — অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৯, — ষাণ্মাসিক ৫, — ত্রৈমাসিক ২৸০ — মাসিক ১, — নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩২

শ্রীযুত পিয়ারীলাল গ্রেপ্তার

পিকেটিংএ ছাত্র ও শিক্ষক গ্রেপ্তার

দুইলক্ষ টাকার গহনা চুরি

তমলুকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

পোষ্টমাষ্টারের কারাদণ্ড

মুক্তির পর আবার গ্রেপ্তার

হরদয়াল নাগ দণ্ডিত

বাঙ্গালোরে পুলিশ ইস্তাহার

হেড কনেষ্টবল নিহত

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ পিটার ফ্রীম্যান

বর্দ্ধমানে ধড়পাকড়

নানা কথা

শ্রীযুত পিয়ারীলাল গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত পিয়ারীলাল গত ২৫শে জানুয়ারী প্রাতে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুত পিয়ারীলাল লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন।

আদালতের বিচারে তাঁহার প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকার অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ১ মাস কালের অতিরিক্ত কারাদণ্ড।

পিকেটিংএ ছাত্র ও শিক্ষক গ্রেপ্তার

মজুড়া হইতে প্রকাশ, পিকেটিং করায় দুধচকিয়ার শ্রীযুত চন্দ্র অধিকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

ঝালাটুলের গণমঙ্গল বিদ্যালয়ের শিক্ষক উপেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র রাখাল ও হরেনকে পিকেটিং করিবার জন্য জয়পুরহাটে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শেরপুরে পিকেটিং করায় শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

দুই লক্ষ টাকার গহনা চুরি

জোড়া বাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর কজল করিমের এজলাসে পরলোকগত রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল হালওয়াশিয়ার সম্পত্তি দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যের গহনাদি চুরি করিবার অপরাধে সিউকিরণ বাড়ীওয়ালা এবং মনমোহিনী দেবী নাম্নী একজন মহিলা অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিচারক সিউকিরণকে দশ হাজার টাকার জামীনে ও মোহিনীকে ব্যক্তিগত জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

বাঙ্গালোরে পুলিশ ইস্তাহার

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী পুলিস কমিশনার ক্যান্টনমেণ্ট ও সিভিল ষ্টেশনের অধিবাসীদিগকে এক ইস্তাহারদ্বারা এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, যদি অবিলম্বে কংগ্রেস সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার কাজ বন্ধ করা না হয় তবে পুলিস আইন প্রবর্ত্তিত হইবে। উক্ত আইনে, রাজনীতিক প্রচারকার্য্য, শোভাযাত্রা পিকেটিং প্রভৃতি ঘটিলে অধিবাসীদের ব্যয়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিবার ব্যবস্থা আছে। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে, যাহারা কংগ্রেসের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনও সংস্রব না করিবার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিবে তাহাদিগকে উক্ত অতিরিক্ত পুলিশ ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমানে ধরপাকড়

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, কয়েকখানি ইস্তাহার বিতরণ করায় কুরুমের জাহিদ মির্জা গত ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমান আদালত প্রাঙ্গণের সন্নিকটে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজ ম্যাগাজিনের গত অক্টোবর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ মুদ্রণ সম্পর্কে গত ২৩শে রাত্রিতে কুসুমি প্রেসে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

গত ২২শে অপরাহ্নে বাজে প্রতাপপুরে একটি সভার অনুষ্ঠান হইবার কথা ছিল। এই সম্পর্কে হাণ্ডবিল বিতরণ করিবার সময় শ্রীযুত কামাখ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের নেতা বলিয়া কথিত শ্রীযুত মন্মথনাথ সেন সঙ্কট-শক্তি অর্ডিনান্স বলে উক্ত সভায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	চাঁদপুর	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুরানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅবরোধবিদ্যাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাম-চাঁদ সেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল; মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল [illegible]

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ২৭৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৩ সংখ্যার পর)

ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি ইতর-বস্তুকামী কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তকুলের অবলম্বিত পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদ সকল অতীব অকিঞ্চিৎকর প্রজল্প মাত্র, মন বুদ্ধি দ্বারা সংগৃহীত জড়জ্ঞান হইতে অনুমান সাহায্যে কল্পিত বলিয়া জড়-সম্পর্কযুক্ত এবং অপ্রাকৃত সত্যবস্তুর স্পর্শলাভে অসমর্থ। জীব স্বরূপের প্রকৃত নির্দ্ধারণের অভাব হইতেই এই সকল মতবাদের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্ভব হয়। জীবের বাস্তব শুদ্ধ স্বরূপের বিচার জীবধর্ম্মরূপে শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রিত হই করিয়া থাকে। যেখানেই জীবের প্রকৃত স্বরূপের সম্যক্ বিচার ও জ্ঞান নাই সেখানেই শুদ্ধভক্তিপথ ব্যতীত অন্যান্য উপায় সকল সাধনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

শুদ্ধা-ভক্তির আচার্য্য শ্রীরামানুজ শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্য এই আড়াই প্রকার রসেই ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণ-স্বরূপের সেবার কথা জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মে মায়াতীত বৈকুণ্ঠধামে বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের সেবার কথা মাত্র আছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যপ্রধান সম্ভ্রমযুক্ত সেবায় সেবানন্দ বা ভক্তিরসের পরিপূর্ণ চমৎকারিতা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত ভক্তি-ধর্ম্মে এই অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ও চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই মাধুর্য্যময় পঞ্চরসে পরিপূর্ণ বিশ্রম্ভসেবার কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পঞ্চরসে পঞ্চবিধ সেবা—সকলই পরিপূর্ণ ও মধুর। তথাপি তাহাদের মধ্যে বিচিত্রতা ও পৃথক্ পৃথক্ চমৎকারিতা আছে। নিরপেক্ষ বিচারে তার তম্য দৃষ্ট হয়। মধুর রসের সেবাতেই সেবারসের পরিপূর্ণতমতা ও সর্ব্বাধিক চমৎকারিতা। শ্রীমধ্বাচার্য্যের উপদিষ্ট শুদ্ধাভক্তিতে বাৎসল্যরসে শ্রীবালকৃষ্ণের বিশ্রম্ভসেবার কথা পর্য্যন্ত আছে। অতএব তাহাও পূর্ণচমৎকারিতা লাভ করে নাই। এই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধা-ভক্তি অনর্পিতচরী, অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ ভক্তিরসের কথা জগতে আর কেহ শিক্ষা দেন নাই।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু বিষয় ও আশ্রয়রূপে নিত্য দ্বিবিধ স্বরূপে বিরাজমান। নিত্য-লীলাময়ের নিত্যলীলার পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত উক্ত দ্বিবিধ স্বরূপ অপরিহার্য্য এবং স্বরূপ-গত। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববস্তুর লীলাময়-স্বরূপ-প্রকাশ সম্ভব হয় না। নিত্য আশ্রয়স্বরূপ ব্যতীত নিত্য বিষয়স্বরূপের অবস্থান ও লীলা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণই সেব্য বিষয় এবং শ্রীরাধাপ্রমুখ অপর সকলই সেবক—আশ্রয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে তত্ত্ব-বস্তুর ক্লীবব্রহ্ম-স্বরূপবাদ, old Testament এর ক্লীব ঈশ্বর স্বরূপবাদ এবং ডাঃ ভাণ্ডারকার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের বিচারে উৎকৃষ্ট ধারণা বলিয়া বিবেচিত একল-বাসুদেব উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই জড়জ্ঞান হইতে উদ্ভূত ভ্রান্ত ধারণামাত্র; কিন্তু ভগবৎসেবার কথা কোন মতবাদ নহে—ইহাই বাস্তব সত্য। ইহা কোন সাম্প্র-দায়িকতার কথা নহে, পরন্তু ইহাই একমাত্র সৎসম্প্রদায়ের বা শুদ্ধ আম্নায়ের কথা।

নির্গুণ অর্থে নিরাকার ও গুণরহিত এবং সাকার অর্থে প্রাকৃত দেহ ও গুণ বিশিষ্ট, ইহা অনভিজ্ঞ জনসাধারণের ধারণা বটে, কিন্তু ইহাও জড়-রূপ-গুণের নীরস অভিজ্ঞতা হইতে এবং অপ্রাকৃত ভগবৎ-স্বরূপের অজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। ভগবৎস্বরূপ বস্তুতঃ অনন্ত অপ্রাকৃত বাস্তব সদ্গুণের আধার, এবং নিখিল সদ্গুণের প্রস্রবণ।

গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞ-গণের ধারণা এই যে, গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটীকেই অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পথরূপে উপদেশ করিয়াছেন। এই-রূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তাৎপ বিজ্ঞগণ বলেন—গীতোপনিষদে শুদ্ধা ভক্তিই সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র ও সনাতন উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির অধীন এবং নিম্ন অধিকারি-গণের নিজ নিজ যোগ্যতায় ভক্তির উচ্চ অধিকারলাভের সোপানরূপে গীতার বিচার হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের হীনতা ও অসামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরাস করিয়া ভক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতাতেই সর্ব্বত্র ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ভক্তি অতি সুখসাধ্য বলিয়াই যে গীতা ভক্তিকে একমাত্র উপায়-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু ভক্তিপথ স্বয়ং পরিপূর্ণ, ব্যাপক, স্বতন্ত্র ও উপায়ান্তর নিরপেক্ষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যিনি কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারই শুদ্ধাভক্তি ও হরিনামে রুচি হইয়া থাকে। প্রকৃত তত্ত্বোপদেশের অভাবে এবং নামে শ্রদ্ধা ও রুচির অভাব হইতেই কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানাদি অবলম্বন বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ যাবৎ এবম্বিধ বহু হরিকথা শ্রবণে বিচারপতি মহোদয় নিজেকে খুব লাভবান মনে করিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তি ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও পূর্ণতমত্ব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহই পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। মাদ্রাজ প্রদেশের জনসাধারণের সাধুজনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আতিথেয়তা ও ভদ্রতা বিশেষ প্রশংসনীয় এবং অপরের আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

নীলাচলে শ্রীরূপগোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭২ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভুর প্রশংসা

মহাপ্রভু কহিলেন—

মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

কৃপাভাজন শ্রীরূপের জন্য মহাপ্রভুর কৃপাযাচ্ঞা

মহাপ্রভু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, স্বীয় পরমস্নেহভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপাযাচ্ঞা করিয়া পুনরায় কহিলেন—

সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর॥

শ্রীরূপের ভক্তবৃন্দের চরণবন্দন

শুধু কৃপাযাচ্ঞাই নহে—

তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন।
তাঁরে করাইলা সবার চরণ বন্দন।

শ্রীরূপের সৌভাগ্যের প্রশংসা

শ্রীরূপ সকলের চরণবন্দন করিলে অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সকলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং শ্রীরূপের সৌভাগ্যদর্শনে আনন্দিত হইয়া সকলেই মহাপ্রভুর জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি করিলেন। তৎপর মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া প্রস্থান করিলে ঠাকুর হরিদাস শ্রীরূপপাদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

* * তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে-সব বর্ণিলা ইহার কে জানে মহিমা॥

শ্রীরূপের দৈন্য

আমাদের কোন কার্য্যের কেহ প্রশংসা করিলে আমরা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি, আর যদি ভাগ্যচক্রে অনেক লোকের প্রশংসার যোগ্য কার্য্য হয় তখন আর আমাকে পায় কে? আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করি। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত জনগণ উত্তম হইয়াও নিজদিগকে হীন মনে করেন এবং কোন প্রকৃত প্রশংসা-যোগ্য কার্য্য করিলে তাহা মহাপ্রভুর প্রেরণায় হইয়াছে—এই বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম করেন। আমাদের আচার্য্যশেখর শ্রীরূপ প্রভু স্বীয় আচরণদ্বারা আমাদিগকে এই বিষয়টী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। আমার মত বিচারবিমূঢ় ব্যক্তির নহে, স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠভক্তগণের প্রশংসা লাভ করা সত্ত্বেও গর্ব্ব শ্রীরূপপাদ হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থান করিল—অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তাই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা শুনিয়া—

শ্রীরূপ কহেন—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী॥
'হৃদি' যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥'

—'হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।'

উপহার

প্রবন্ধ-বিস্তৃতির ভয়ে আমরা শ্রীরামানন্দ রায়ের আস্বাদিত ও প্রশংসিত শ্লোকসমূহ এস্থলে আলোচনা হইতে বিরত হইয়াও বিদগ্ধমাধবের ইষ্টদেব বর্ণনাত্মক শ্লোকটী ও ললিতমাধবের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটী পাঠকবর্গকে উপহার প্রদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

জগতে আশীর্ব্বাদ

শ্রীরাম রায় বিদগ্ধমাধবের ইষ্টদেব-বর্ণনাত্মক শ্লোকটী বর্ণন করিতে বলিলে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সম্মুখে তাহা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন; তদ্দৃষ্টে—

প্রভু কহে,—'কহনা কেনে কি সঙ্কোচ
লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব সমাজে॥'

এই বাক্যদ্বারা মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাদেশ পালন করিতে হইবে। যাহা বৈষ্ণবাদেশ পালনের প্রতিবন্ধক হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রীরূপ-প্রভু মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে পাঠ করিতে লাগিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

—(বিদগ্ধমাধব ১ম অঃ ২য় শ্লোক)

সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তিসম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভক্তগণের আনন্দ

তৃণাদপি শ্লোকের শিক্ষক-লীলাভিনয়-কারী মহাপ্রভু শ্রীরূপের শ্লোক শুনিয়া বলিলেন,—'এই অতি স্তুতি হইল।' কিন্তু মহাপ্রভু যাহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা সেই অন্তরঙ্গ ভক্তসমূহ শ্লোক শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

শ্রীরায়ের প্রশংসা ও আদেশ

বিদগ্ধমাধবের শ্লোক-সুধারাশি পান করিয়া শ্রীরূপকে—

"রায় কহে,—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥"

মাহাত্ম্যতুলনাদ্বারা শ্রীরূপের দৈন্য

শ্রীরায় রামানন্দ 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাপ্রভু গম্ভীরায় ঐ অপ্রাকৃত নাটকও আস্বাদন করেন। রায়ের মাহাত্ম্যতুলনাদ্বারা নিজ দৈন্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক—

রূপ কহে—কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোত প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।

মঙ্গলবিধায়ক শ্রীগৌরসুন্দর

এই প্রকার দৈন্যোক্তির পর ললিতমাধবের মঙ্গলাচরণাত্মক প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া রায়ের আদেশে দ্বিতীয় শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন—

"নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়-রস সুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহ দূরকারী, জগন্মানস-বশকারী শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহাপ্রভু ও স্বরূপে প্রেম-কোন্দল

এইবার আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর ও তদীয় শ্রেষ্ঠ স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রেম কোন্দল। শ্রীরূপের হৃদয়ে প্রকৃত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া মহাপ্রভু অন্তরে সন্তোষ লাভ করিয়াও বাহিরে রোষাভাস প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু!
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু?

তচ্ছ্রবণে—

রায় কহে,—রূপের কাব্য অমৃতের পূর
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥

তখন—

(মহা) প্রভু কহে,—রায় তোমার ইহাতে
উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥

সিদ্ধান্তগণের শিক্ষা

মাদৃশ সেবানভিজ্ঞ মূঢ়ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হয় ত' বলিত, মহাপ্রভু যখন অসন্তুষ্ট হন তখন, শ্রীরূপের এই শ্লোকদ্বয় বাদ দেওয়াই উচিত। কিন্তু হে মূঢ় মন, যিনি স্বীয় অপ্রাকৃত সেবা-সম্পদে রাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে সর্ব্বদা আহ্লাদ প্রদান করিতেছেন সেই উন্নতোজ্জ্বল-প্রেম-রসের অধিকারী ভাগবতোত্তম কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। তাহা হইলে গুরুবর্গের অপ্রাকৃত দেহকে তাঁহার আদেশের ছলনায় বেত্রদ্বারা টানিয়া লওয়ার বা গুরুবর্গকে মুক্তিকামি ভোগ দেওয়ার কুপ্রবৃত্তি দূর হইবে এবং বুঝিবে যে জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া—

রায় কহে—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥

হৃদয়ে মহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তিতেই হরিলীলাস্ফূর্ত্তি

অগ্রে মহাপ্রভু স্ফূর্ত্তি না হইলে হৃদয়ে হরি-লীলার স্ফূর্ত্তি অসম্ভব, তাই শ্রীরূপপাদ প্রথমে মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেব-বর্ণনাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা-বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণলীলা-শ্রবণার্থিগণের হৃদয়ে মহাপ্রভু স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এক্ষণে জগন্মঙ্গলবিধাত্রী শ্রীহরিলীলার মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোক (১ম অঃ ১ম) বিদগ্ধমাধব হইতে পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-
শিখরিণী॥"

—এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষম-সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। এই হরিলীলা-শিখরিণী চান্দ্রীসুধার মধুরিমা-জনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ

গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিয়া চারিমাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণসমীপে রহিলেন; তৎপর মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহারা গৌড়ে গমন করিলেন। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নীলাদ্রি অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে তদীয় আনুগত্যে তদীয় দোলযাত্রাদি দর্শন করিলেন। তৎপর মহাপ্রভু শ্রীরূপপাদকে আলিঙ্গন দ্বারা শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক আদেশ করিলেন—

'বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজে যাই (১) রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ।
(২) লুপ্ততীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ॥
(৩) কৃষ্ণসেবা,(৪) রসভক্তি করিহ প্রচার।"

তৎপর বলিলেন—

"আমিহ দেখিতে তাঁহা যাইমু একবার॥"

উপসংহার

এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর অতুল চরণ শিরে ধারণ করিলেন। তৎপর প্রণামান্তে মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়দেশ হইয়া ব্রজে গমন করিলেন।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ তাৎপর্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; ... ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব সংস্করণ ইতঃপূর্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বৈশিষ্ট্য-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸৹ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দাবারিণী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিচ্ছিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, এযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্তন—চতুর্দশ অপূর্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিবৃত। ভিক্ষা।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ভ্রম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতমত-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ আনা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি মনোরম বাঁধাই রাজসংস্করণ ... টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মন্থোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ ছয় আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ।০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রোত্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ। রাজর্ষি রাওলাদের কুমার শ্রীযুক্ত সরবিন্দু মারাঠে, এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র হাফটোন-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৫ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপমহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাঁথির পথে বাস দুর্ঘটনা

কাঁথি হইতে প্রকাশ, গত ২১শে জানুয়ারী সকাল বেলায় কাঁথি মেদিনীপুর রোডে খাকুর্দা গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভীষণ এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ সময় যাত্রী বোঝাই একখানি বাস পূর্ণবেগে চলিতেছিল। হঠাৎ উহা রাস্তার সেতুর সঙ্গে গিয়া ধাক্কা খায় এবং উল্টাইয়া পড়ে অনেক যাত্রীই গুরুতররূপে আঘাত পাইয়াছে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে মুলজী জেঠা মার্কেটে ১০জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২২শে তাঁহাদিগকে সর্ত্তবদ্ধ ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহাদের উপর পুলিশ কমিশনারের নোটীশ জারী করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে যোগ না দিতে এবং পুলিশের নিকট রিপোর্ট দিতে বলা হয়।

গত ২১শে জানুয়ারী রয়্যাল টাকশালে পিকেটিং করার অপরাধে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রত্যেকের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

নারীদের উপর বারিবর্ষণ

তিনজন মহিলা পিকেটিং করিবার জন্য বিদেশীবস্ত্রের দোকানের দিকে যাইতেছিল তাঁহাদের উপর জলধারা বারিবর্ষণ করা হয়। ফলে তাঁহারা একেবারে ভিজিয়া যান। অতঃপর পুলিশ তাহাদিগকে মোটরবাসে করিয়া লইয়া যায়।

আরও তিনজন মহিলার উপর ঐরূপ বারিবর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মহিলাদের কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, সান্ সলভাডর হইতে এই মর্ম্মে খবর আসিয়াছে যে, একিটনাঙ্গো আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ফলে গুয়েতামলানের ৩টী সহর ধ্বংস হইয়াছে এবং অন্যান্য সহরের উপর গভীর ধূমকুণ্ডলী ও ভস্ম জমিয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ পিটার-ফ্রীম্যান

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ পিটার ফ্রীম্যান প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

ভারতীয় নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। দমননীতি বিক্ষোভ ও মনান্তর সৃষ্টি করিতেছি।

পার্লামেন্টের বিরোধীদলের নেতা মিঃ ল্যান্সবেরীকেও নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—

যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতীয় সমস্যার কথা পার্লামেন্ট উত্থাপন করুন মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে তারে জানাইয়াছি যে দমননীতি বিক্ষোভ ও মনান্তর সৃষ্টি করিতেছে।

দেশলাইয়ের উপর শুল্ক

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ব্রহ্মে প্রস্তুত ও দেশে আমদানী দেশলাইয়ের উপর শুল্ক ধার্য্যের জন্য একটী নূতন বিলের মর্ম্ম গত ২৩শে জানুয়ারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশলাইসমূহ যদি বাক্সে থাকে এবং গড়ে যদি প্রতি বাক্সে একশত দেশলাই থাকে, তাহা হইলে এইরূপ এক গ্রোস্ বাক্সের উপর দার হিসাবে নতুবা প্রতি ২৫টি দেশলাই বা তাহার অংশে তিন আনা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হইবে। বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট কামরা শাওয়ায় বাজেটে সমতা রক্ষার জন্য নূতন রাজস্বের পন্থা বাহির করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবিত শুল্কে প্রায় ষোল লক্ষ টাকা আয় হইবে।

তমলুকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

তমলুক হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র মাইতিকে সুতাহাটা থানার জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

হ্যামিল্টন স্কুলের ফটকে বুলেটিন মারার অভিযোগে আশুতোষ হাজরা এবং সতীশ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাদের যথাক্রমে ৪ মাস এবং তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

মুক্তির পর আবার গ্রেপ্তার

জালালপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী কলাবতী সেন এবং আরও দুইজন মহিলাকে জালালপুর হাজতে আটক রাখার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গত ২৩শে জানুয়ারী প্রাতে তাহারা কাঁদিতে পৌছিলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া জামালপুর হাজতে লইয়া আসা হইয়াছে।

তবনগরে গ্রেপ্তার

রংপুর হইতে প্রকাশ, তবনগরের শ্যাম দাস কলেজের দুইজন ছাত্র বক্তৃতা করিয়া লোককে বলিতেছিল কংগ্রেসের আদেশ পালন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। এই অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

"প্রভাত ফেরী" বাহির করিবার জন্য আটজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক শিবির দখল করা হইয়াছে।

পাটনায় গ্রেপ্তার

পাটনা হইতে প্রকাশ, পিকেটিং ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ করার জন্য বিহার জাতীয় বিদ্যাপীঠের ৪ জন ছাত্রকে ৯ মাস করিয়া এবং আরও দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

লাহোরে কয়েক জন গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, দুইজন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক, ছয়জন ছাত্র এবং লালা ভেমরাজের পত্নী শ্রীমতী বিদ্যাবতীকে ২২শে জানুয়ারী অপরাহ্নকালে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নাবালকের জামিন তলব

লাহোর হইতে প্রকাশ, মাষ্টার জগচাঁদ আজাদ একটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। বক্তৃতা করিবার অভিযোগে গত ২৩শে জানুয়ারী তাহাকে দুই হাজার টাকার জামীন দিতে বলা হয়; অন্যথায় ১ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে আদেশ হয়। জগচাঁদ জামীন দিতে অস্বীকৃত হইয়া জেলে গিয়াছে।

হেড কনেষ্টবল নিহত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ হেড কনেষ্টবল টুন, পি বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী রেঙ্গুণ হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রোম জিলার জিগন মহকুমায় বিদ্রোহীদের আত্মপ্রকাশের যে চেষ্টা চলিতেছিল তাহাতে দেখা যায় একদল বিদ্রোহী দুইটী গ্রাম আক্রমণ করিয়া দুইটী বন্দুক লইয়া গিয়াছে। অন্য দুই গ্রাম হইতেও বন্দুক লুটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আর্মি একটী প্রান্তে বিদ্রোহীদের খবর পাইয়া একদল সৈন্য তথায় পূর্ব্বে গমন করেন।

ডেপুটী কমিশনার এবং সৈনিকদলের ক্ষিপ্রকারিতায় বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। বিদ্রোহীর একটী শিবির আবিষ্কার করিয়া তাহারা অনেক অপহৃত বন্দুক হস্তগত করিয়াছে। একটী নূতন ঘাঁটি তৈয়ার হইয়াছে। বিদ্রোহীগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সৈন্যও সময় সময় ডাকা হইতেছে। পেগু ইয়মাসের পাদদেশে বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত একটী শিবির আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবস্থা এখন অনেকটা ভাল; সর্ব্বস্থানে যে বিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে।

অনেক পলাতক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

হরদয়াল নাগ দণ্ডিত

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে জানুয়ারী ৫ অর্ডিন্যান্স অনুসারে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ এবং উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সাহা বাজিতপুরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ইহারা ৩ জনই বিচারে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযু° নাগের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাঁহাকে 'ক' শ্রেণীতে স্থান দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। অপর ২ ব্যক্তির প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত এবং 'খ' শ্রেণীতে স্থান দেওয়ার সুপারিশ হইয়াছে।

শ্রীযুত মনোরঞ্জন দত্ত গত ২৫শে জানুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে বিচারার্থ কুমিল্লায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

গত ২৫শে জানুয়ারী ১৪৪ ধারা বলে এক মাসের জন্য ৫ মাইলের মধ্যে সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করা হইয়াছে। হাজিগঞ্জে ৭ ব্যক্তির উপর অর্ডিন্যান্স নোটীশ জারী করা হইয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারের কারাদণ্ড

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুরের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, ডি, খাঁ আই, সি, এস, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও পোষ্টমাষ্টার কোকেশ্বরকে সরকারের ৫৪০৲ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করিয়া সমুদায় অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির পত্র
লউন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই মাঘ শুক্রবার ১৩৩৮, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩২

থানা ও ডাকঘর লুণ্ঠিত

পিকেটীংএ ২০ জন মহিলা ধৃত

পণ্ডিত সুন্দরলালের দণ্ড

কাশী নেতার জরিমানা আদায়

ডাইমুর জেলে ভীষণ দাঙ্গা

কংগ্রেসকর্ম্মীদের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

দার্জ্জিলিং জেলে সেনগুপ্ত

মহিলা ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

কটকে মহিলাদের দণ্ড

অপরাধীর প্রাণদণ্ড বহাল

ষ্টিভেন্স হত্যার জের

নানা কথা

থানা ও ডাকঘর লুণ্ঠিত

জম্মু হইতে প্রকাশ, কাশ্মীর ও জম্মুর সংবাদের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা জানাইতেছেন, রিয়াসি জিলায় রাজৌরি হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তথাকার অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া মনে হয়। তথাকার লোকে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতেছে। তাহারা বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। পঞ্জাব হইতে কয়েক ব্যক্তি যাইয়া যে কুশিক্ষা দিয়াছে, তাহাতেই এইরূপ কুফল ফলিতেছে। প্রায় এক ডজন গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু বাটি ভস্মীভূত হইয়াছে। থানা ও ডাকঘরও লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা রাজৌরি আক্রমণের কল্পনা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ. তাহাদের দলে ১২ হাজার লোক আছে। ভিম্বার আমস্থর ও মিরপুরের পথে সৈন্য ও অশ্বারোহীর কয়েকটি দল রাজৌরি অভিমুখে পাঠান হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিস ও পাঠান হইয়াছে, উজীর ও তহশীলদার ঘটনাস্থলে আছে।

পিকেটিংএ ২০ জন মহিলা ধৃত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। প্রায় ২০ জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন, সকলেই মহিলা।

৩ ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা আদায়ের জন্য পুলিস তাহাদের বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা অলঙ্কার ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায় করিয়াছে।

পণ্ডিত সুন্দরলালের দণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত সুন্দরলাল, শ্রীযুত বিশ্বম্ভর নাথ ও অমর নাথ কাপুর গত ২৪শে জানুয়ারী এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা ভঙ্গ করেন। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল সভায় বক্তৃতাও করেন। ফলে, তাঁহাকে আর এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীংএর জন্য ১১ জন ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। একজন ক্ষমা প্রার্থনা করায় ও মুচলেকা দেওয়ায় মুক্তি পাইয়াছেন।

কটকে মহিলাদের দণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, কুমারী [illegible] দেবী ও কুমারী হরমণি বয়কট বুলেটিন বিলি করার জন্য গত রবিবার গ্রেপ্তার হন। গত ২৫শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে তাঁহারা ৭৫ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা না দিলে ৩ মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। উভয়কেই 'সি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে। জেলের মধ্যেই বিচার কার্য্য হয়। কুমারী মঙ্গলা দেবী বিশিষ্ট এডভোকেট শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সেনগুপ্তের আত্মীয়া।

কাশী নেতার জরিমানা আদায়

বেনারস হইতে প্রকাশ পুলিস গত ২৩শে জানুয়ারী নাগোয়ায় শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাটীতে হানা দিয়া তাঁহার জরিমানার ১ শত টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার ল্যাণ্ডো গাড়ী লইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত গুপ্ত ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে।

বাঙ্গালোরে অগ্নিকাণ্ড

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, একটী বে-সরকারী মিলে আগুন লাগার ফলে পনর হাজার টাকা মূল্যের স্তূপীকৃত চন্দনকাষ্ঠ এক ঘণ্টার মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কি করিয়া আগুন লাগিল তাহা এখনও জানা যায় নাই।

শ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মান্দ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নর্কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী রুক্মাঙ্গিনী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনবদ্বীপ দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনরহরিদাস ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্রলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়াড়, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীপ্রেমনিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাসতীর্থ সেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্যাসনগোপাল মঠ

কাঠালপুলি, চাঁদবালি, কটক

রক্ষক—শ্রীহরিভিন্নপাদ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বর্ষ — ৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার — ২৭৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

জীবকল্যাণ-বারিধি বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগজ্জীবের কল্যাণার্থে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধামমায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি প্রকট করাইয়া জীববৃন্দকে সেবাসুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহাদের চরম মঙ্গলের পথ সুগম করিতেছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশবাসী ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে বিগত বর্ষে তত্রস্থ নর্থ-গোপালপুরম্ নামক স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। গত ২৪শে জানুয়ারী রবিবার তারিখে উক্ত শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে বিপুল সমারোহে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠানোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস মধ্যাহ্নে ১২ ঘটিকা হইতে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৫-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহ স্থাপনান্তে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, ৫-৩০ ঘটিকা হইতে ৫-৪৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি-এ, কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, ৫—৪৫ হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দের অভ্যর্থনা, ৬ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বক্তৃতা প্রদান, ৭ ঘটিকা হইতে ৭—১৫ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশবাসী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীনাম সংকীর্ত্তন এবং ৭—১৫ হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতার মাদ্রাজ হইতে ১।৩২ তারিখের তারে প্রকাশ,—মিঃ টি, এস্ রামস্বামী আইয়ারএর সভাপতিত্বে গত ২২শে জানুয়ারী সায়ংকালে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটীর এক সভা হইয়াছিল।

সেই সভায় মিষ্টার বিঃ চক্করাই সভার অনুমোদনার্থ এক জরুরী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, যিনি বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজে সপার্ষদ শুভাগমন করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলার্থ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে মাদ্রাজবাসীর পক্ষ হইতে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হউক। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, মাদ্রাজে এই মহাপুরুষের বহু শিষ্য আছে; সুতরাং মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা এবং তদ্দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীকে কৃতকৃতার্থ করা।

মহাপুরুষ অতীব বিদ্যোৎসাহী এবং সর্ব্বজীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬ ঘটিকার সময় সুযোগ্য সভাপতি মহোদয় মিঃ চক্করাই মহাশয়ের উপস্থাপিত প্রস্তাবে সভার প্রারম্ভেই যোগদান করিয়া বলেন যে, এই সভা হইতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে সানন্দচিত্তে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হউক এবং অভিনন্দন পত্রের মুসাবিদা করিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হউক। মিঃ মুনিস্ স্বামী নাইডু এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ১৩ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যায় মৈমনসিং জিলার অন্তর্গত ভৈরববাজারে পদার্পণ করেন। পরদিবস প্রাতে তত্রস্থ ভক্তগণসহ নগর সংকীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণকোলাহলে প্রমত্ত জনগণকে কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহলে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'দক্ষ যজ্ঞ' উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমরা অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ভুলিয়া ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া জগতে মায়ার ত্রিতাপ যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছি। আমরা ভবকারাবদ্ধ হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশ বৃদ্ধি করিয়া অনন্তকাল যাহাতে ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া নরকের পথের পথিক হইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। ভবরোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় হয়, তজ্জন্য বিকৃত মস্তিষ্কের দ্বারা আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অপ্রাকৃত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের মনগড়া ছাঁচে তাহা ঢালিয়া লইয়া একরকম ধারণা করিয়া থাকি। আমাদের অনাত্ম দর্শনে কল্পিত ভগবান্ ও গুরু-মূর্ত্তিদর্শন এবং আত্মদর্শনে অনুভূতিগত ভগবান্ ও গুরুমূর্ত্তি দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্। শেষোক্ত দর্শনই সুদর্শন বা বাস্তবিক আত্মদর্শন।

অনাত্ম-দর্শনে আমরা গুরুবৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করি এবং তাঁহাদিগকে আমার মনের মত আমার সুখকর কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমি কুদর্শনফলে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করি এবং ভগবানের লীলা বিলাসকে জাগতিক নায়ক নায়িকার বিলাসের সঙ্গে একত্র করি, ইহাই অনাত্মদর্শনের অনুপাদেয়তা। বিশেষতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানকে জাগতিক বিধি-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য করি। ইহাই মনোধর্ম্মের ফল।

বাস্তব দর্শন বা আত্মদর্শনই সুদর্শন। দিব্য জ্ঞাননয়নে অপ্রাকৃত বিষয় দর্শন হয়। গুরু ও ভগবান্ কৃপা করিয়া যদি আমাদের প্রাণতঃ জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ও অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের রূপা ও ক্রিয়া-মুদ্রা অনুভব করিতে পারি।

পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে ব্রহ্মচারী পতিতপাবন দাস ও পূর্ণানন্দদাসাধিকারীর ভক্তিপূর্ণ সুললিত কীর্ত্তন শতাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া ভক্তি-বৃত্তি উন্মেষিত করিয়াছিল।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

ব্রজ-ভজন-শিক্ষক শ্রীরূপ

প্রার্থনা

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

"রাধা-সম্মুখ-সংসক্তিং সখীসঙ্গ-নিবাসিনীম্।
তামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়বিগ্রহাম্॥"

যিনি বৃষভানুনন্দিনীর নিত্য-সহচরী, যিনি বৃষভানুসুতাভাবে বিভাবিত আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-পার্ষদরূপে অবস্থানপূর্ব্বক (১) লুপ্ততীর্থোদ্ধার, (২) ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন, (৩) ভক্তিরস-প্রচার, (৪) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—এই চতুর্ব্বিধ সেবাদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই ব্রজ-ভজনের অদ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে যিনি বর্ত্তমান জগতে প্রকটিত হইয়া উক্ত চতুর্ব্বিধ সেবাদ্বারা—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা জগৎসমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন, ভোগবাসনা-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবিত মাদৃশ জনের কেশাকর্ষণে স্বপাদপদ্মে আনয়নকারী সেই মদীয় আচার্য্যদেব জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কারুণ্য-কোমল শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া শ্রীরূপগোস্বামীচরণের ব্রজ-লীলা আলোচনাদ্বারা আত্মশোধনে যত্নশীল হইলাম। শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুবর্গ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মুকুন্দ-চরণ-চারণগণের গুণকীর্ত্তনই আমার জীবনের ব্রত হয়।

শ্রীরূপের ব্রজে আগমন

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে শ্রীরূপপাদ গৌড়দেশ হইয়া ব্রজে আগমন করিয়াছেন। জড় বিষয় চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে ব্রজে গমনের অধিকার হয়—এই বিষয়টি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত পথে গৌড়দেশে এক বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক গৌড় হইতে যাবতীয় অর্থাদি বাকলা-চন্দ্রদ্বীপপুরে আনয়ন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া আসিলেন। জগতের সাধারণ লোকের অর্থদান এবং শ্রীরূপপাদের এই অর্থ বিতরণ এক শ্রেণীর নহে। জগতের লোকের দান প্রতিষ্ঠার আশায়, শ্রীরূপের দান ব্রজভজনমার্গে প্রবেশকারী শুদ্ধভক্তগণের প্রারম্ভিক কার্য্য প্রদর্শক, জগতের লোকের দান ভোগিগণের ভোগ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত, আর শ্রীরূপপাদের এই বিষয় দান দানগ্রহণকারীদিগকে উদর-সংস্থান চিন্তা হইতে বিরত হইয়া ভগবদ্ভজনে আত্মনিয়োগের সুযোগ প্রদান। সুতরাং শ্রীরূপপাদের এই অর্থ বিতরণও অমন্দোদয়—সাধারণ লোকের দানের ন্যায় মন্দোদয় নহে।

শ্রীসনাতনের সহিত মিলন

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গৌড়দেশে অবস্থানকালে শ্রীসনাতন-পাদ নীলাচলে গমন করিয়া এক বৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করেন এবং শ্রীরূপের বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ ব্রজে যাইয়া সনাতন প্রভুর সহিত মিলিত হন।

লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার

তখন বৃন্দাবন সহর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজমণ্ডল বৃক্ষ-লতাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপ্রভু-নির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ সেবার মধ্যে চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানাদি নিরূপণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম শ্রীধাম-পরিক্রমার সুযোগ প্রদান একটী সেবা। যদিও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই দর্শন করেন, তথাপি সাধকগণের সুবিধার নিমিত্ত শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দৃষ্টে দ্বাদশবনাদি যাবতীয় কৃষ্ণলীলাস্থলী আবিষ্কার করিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপ-পরিক্রমান্তে আগামী ১৫ই চৈত্র হইতে ব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া জগদ্বাসীকে এসকল স্থান দর্শন ও মাহাত্ম্য শ্রবণের সুযোগ প্রদানে সমুৎসুক হইয়াছেন।

ব্রজ-জীবন

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান ভক্তগণের কৃপা ও গৌরবের পাত্র; তাই কেহ বৃন্দাবন হইতে আসিলেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই ভ্রাতৃদ্বয়ের ভজন-কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে প্রত্যক্ষদর্শিগণ শ্রীল রূপচরণ ও শ্রীল সনাতনপাদের ব্রজজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় পাঠকবর্গকে তাহাই উপহার প্রদান করিতেছি—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা,ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥'

পাঠক, যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই কঠোরতা অভ্যাসে অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে বৃক্ষতলে অবস্থান বেশী কষ্টকর নাও হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা রাজমন্ত্রী ছিলেন, যাঁহারা দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় যৌবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের বৃক্ষতলবাসী হইয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া জীবন ধারণ কি প্রকার ক্লেশকর তাহা কল্পনায় তুলিতে অক্ষম করুন। তাহাও আবার কোনও প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বৃক্ষতলে সুষুপ্তির আশ্রয় নহে 'অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন'—কখনও কৃষ্ণকথা আলাপন, কখনও নৃত্য-সহকারে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন, কখনও বা ভক্তিরসশাস্ত্র-প্রণয়ন। আমার ন্যায় ভোগী তাঁহাদের এই অবস্থা দর্শন করিলে হয়ত করুণস্বরে বলিত—যাহারা দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া কষ্টকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয় তাহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহারা স্বেচ্ছায় অর্থাদি সব পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকার দুঃখের জীবন আবাহন করিলেন কেন? ঘরে বসিলে কি হরিভজন হয় না? ওহে ভ্রান্ত মন! ওহে ঘরপাগলা! কোন্ চক্ষুদ্বারা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রা দর্শন করিতেছ? বৈষ্ণবের কি কখনও দুঃখ আছে? ঐ শুন, গুরুবর তোমার ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত কি বলিতেছেন, তিনি বলিতেছেন—

'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥'

তোমার কুদর্শনে বৈষ্ণবের দুঃখময় জীবন লক্ষ্য করিতে পার, কিন্তু বৈষ্ণব সর্ব্বদাই সেবানন্দে মগ্ন থাকিয়া পরানন্দ সুখ লাভ করেন। তাই তিনি যে অবস্থায়ই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহার ক্লেশানুভূতি নাই।

ব্রজভজনে আদর্শ শিক্ষা

ব্রজবনসুধাকরের সেবাসুধায় যাঁহার চিত্ত লুব্ধ, তিনি জানেন সকলের গোপ্তা বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁহার উপাসনাকারিদের জীবনধারণের নিমিত্ত বৃক্ষে ফল, নদীতে সুপেয় জল, পথিমধ্যে জীর্ণবস্ত্র, জলপানের নিমিত্ত হস্ত এবং বিশ্রামের নিমিত্ত বৃক্ষতল বা পর্ব্বতগুহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; তাই তিনি মায়িক ঐশ্বর্য্যাদি এমন কি কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিপথ পর্য্যন্ত নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাভক্তির চরণাশ্রয় করেন। নিষ্কিঞ্চন না হইলে—

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

কৃষ্ণের নিত্য দাস আমরা কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। চোখ থাক্‌তে অন্ধ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না ভগবান্‌কে, চিন্‌তে পাচ্ছি না গুরু-বৈষ্ণবকে, ধর্‌তে পাচ্ছি না তাঁদের অযাচিতভাবে আচণ্ডালে বিতরিত কৃপা-আশীর্ব্বাদকে।

কর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা বধির। চেতন বস্তু চেতনের বাণী শুন্‌বে, কিন্তু আমাদের দুই কর্ণ জড়ৈশ্বর্য্য-প্রমত্ত-শ্রী-রূপ অর্গলরুদ্ধ থাকায় আমরা শুন্‌তে পাচ্ছি না শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বর্ষার ধারার ন্যায় অবিরত বর্ষিত বৈকুণ্ঠবাণী, শুন্‌তে পাচ্ছি না বংশীবদন রাধাবল্লভের মুরলীর পঞ্চম তান, যা শুন্‌লে সব ভুলে যাবো, বর্দ্ধমান আনন্দোৎস আমাদিগকে আত্মহারা ক'রে আমাদের প্রাণহীন দেহে সুশীতল বারি বর্ষণ করবে এবং আমাদের দেহ মন ও আত্মা নির্ম্মল হবে—চিরশান্তি লাভ করবে।

চেতন বস্তু আমরা, পূর্ণচেতন বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর কীর্ত্তন অনুক্ষণ কর্‌বো, তা' না ক'রে আমরা গ্রাম্যকথায়, বাজে কথায় মত্ত হ'য়ে রয়েছি। ভেকগুলো যেমন কলরব ক'রে কালরূপী সর্পকে আহ্বান করে আমরাও সেইরূপ জড় কথা, মায়ার কথা—কৃষ্ণেতর বিষয় কীর্ত্তন ক'রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি; আমাদের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

আমাদের জীবনের একমাত্র কৃত্য যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, যাতে আমাদের নিত্য মঙ্গল হবে, আমাদের সংসারানল নিবৃত্তি হবে, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হবে, যাতে আমরা পূর্ণামৃত আস্বাদন কর্‌তে পার্‌বো, সেই নামী হ'তে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর্‌তে পার্‌লাম না। তাই বল্‌ছি আমাদের জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও আমরা মূক।

মায়ার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ রাখিলে মায়াতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অধোক্ষজ লীলাপুরে প্রবেশের অধিকার হয় না। যাঁহারা অধোক্ষজ সেবারাজ্যে অপ্রাকৃত লীলাপুরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা

'এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥'

—এই শিক্ষাটীই আমাদের আচার্য্য-মুকুটমৌলি শ্রীরূপপাদ নিজে আচরণ করিয়া জানাইয়াছেন।

("ক্রমশঃ")

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০, দশম স্কন্ধ ১২৲, সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সমলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১ —শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বৈশিষ্ট্যসহ রঙ্গিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত 'বদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন জানা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ১৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। স্বর্গগত রাজা রাও বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ... টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামচট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নিকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবরণ সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... নানের বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বাবধি জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

বহুদিনের স্থাবধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।। আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জনপরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক স্বাদময় কবিতাগুচ্ছ যদি মনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বড়বাজারে শোভাযাত্রা

পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া হ্যারিসন রোডে একটী শোভাযাত্রা পরিচালিত করিবার অপরাধে বড়বাজার থানায় পুলিশ কর্ত্তৃক সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন ও যুগলকিশোর আগরওয়ালা গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রকাশ, আসামীরা দুই জনে প্রায় ত্রিশ জন লোকের সমবায়ে একটি শোভাযাত্রা গঠন করিয়া ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হস্তে বিপ্লবধ্বনি সহকারে হ্যারিসন রোড দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। হ্যারিসন রোডে পাহারায় নিযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে পুলিস কমিশনারের হুকুমনামা দেখাইয়া ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ করিলে আসামীরা উক্ত আদেশ পালন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর শোভাযাত্রা পরিচালিত করিতে উদ্যত হইলে পুলিস উপরিউক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া অবশিষ্ট শোভাযাত্রীগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

লাহোরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবারে লায়ালপুর জিলার চিনিয়েট তহশীলে এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একজন মুসলমান হঠাৎ হিন্দুদিগকে আক্রমণ এবং হিন্দুদের কয়েকখানি দোকান লুঠ করে। দাঙ্গায় উভয় পক্ষে কয়েকজন আহত হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ এই অঞ্চলে পাহারা দিতেছে। দোকানগুলি এখনও বন্ধ আছে। হিন্দুরা হরতাল পালন করিতেছে। প্রকাশ, মুসলমান জনতা একজন হিন্দু কনষ্টেবলকে এত প্রহার করিয়াছে যে, সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। ডেপুটী কমিশনার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। এই স্থানে ১৪৪ ধারার নোটিশ জারী করিয়া জানান হইয়াছে যে, ৫ জনের অতিরিক্ত লোক একত্রে চলাফেরা করিতে পারিবে না বা কেহ অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

ডাউমুর জেলে ভীষণ দাঙ্গা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ডার্টমুর জেলের কয়েদীরা একটা হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছে। হাঙ্গামা ওয়ার্ডারের সহিত; খুন জখমও বেশ হইয়াছে। প্রায় ১২ জন ওয়ার্ডার গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। ৬০।৭০ জন কয়েদীও গুরুতর রূপে জখম হইয়া হাসপাতালবাসী হইয়াছে। দুইঘণ্টা ধরিয়া ৩০০ কয়েদীর সহিত সশস্ত্র ওয়ার্ডারদিগের পুলিশ রীতিমত দাঙ্গা চলিয়াছিল। পরে এই দাঙ্গা একটি ছোটখাটো আগুনে পরিণত হয় এবং জেলের প্রাচীরে সঙ্কুলান না হওয়ায় শতাধিক প্লাইমাউথ সহর পুলিস আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়।

প্রায় পক্ষকাল ধরিয়া এই সংঘর্ষের সূচনা হইয়া গত ২৩শে জানুয়ারী সকালে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয়েদীরা তখন ব্যায়াম করিতেছিল। ব্যায়ামকালে হঠাৎ তাহারা ওয়ার্ডারদিগকে আক্রমণ করে। কয়েদীদিগের নিকট কোনই অস্ত্র ছিল না তাহারা সম্মুখে যাহা পাইয়াছে তাহা দ্বারাই ওয়ার্ডারদিগকে প্রহার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বন্দিগণ গভর্ণরের অফিসে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। বহুদূর হইতে অগ্নিশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। ঘর পুড়িয়াছে, ছাদ ফাটিয়াছে, জানালা, দরজা, দুয়ার, খড়খড়ি ফাটিয়া চটিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। দলে দলে পুলিশ আসিয়া সমবেত হইলে, এই সংবাদ পাইবামাত্র কয়েদীরা জেলের উচ্চ প্রাচীর লাফাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পারে নাই। জেলের মধ্যের ভীষণ চীৎকার বহুদূর হইতে শুনা গিয়াছে।

মুন্সীগঞ্জে খানাতল্লাস

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বুড়ীগঙ্গা নদীতে একখানি দেশীয় নৌকায় বিস্ফোরক পদার্থ, কয়েকটী এলুমিনিয়মের ঘটি ও বৈদ্যুতিক তার সমেত একটি বালককে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে পুলিশ মুন্সীগঞ্জের শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে আবু ঘোষের গৃহে খানাতল্লাস করে, অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, পুলিস জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পুত্র জিতেন ঘোষের খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু সে তখন বাটিতে উপস্থিত ছিল না।

অপরাধীর প্রাণদণ্ড বহাল

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, মান্দালয় জেলের বাকা নামক এক কয়েদী ঐ জেলেরই সাইমন নামক অপর এক কয়েদীকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া মান্দালয়ের দায়রা বিচারক কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি মিয়া বাট এবং বিচারপতি বে, বাগুলী আপীল অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

ভারতীয় খৃষ্টান দ্রুত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিঃ জোসেফিন আলভা নামে একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ও বোম্বাই কংগ্রেসের আর ৪ জন নেতা গত ২৩শে জানুয়ারী দাদারে সভা করিবার চেষ্টার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শোভাযাত্রা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া লালবাগে ৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ষ্টিভেন্স হত্যার জের

ঢাকা হইতে প্রকাশ, কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যার সম্পর্কে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস্ রেণুকা সেন ও নারী শিক্ষা মন্দিরের মহিলা অধ্যক্ষ মিস লীলাবতী নাগ সিউড়ী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মিস্ লীলাবতী ইতঃপূর্ব্বে রাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

মহিলা ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

করাচী হইতে প্রকাশ, দশম অধিনায়ক মতী সুন্দরী বেন ও ১১ জন কংগ্রেসকর্ম্মী রবিবার প্রাতের জনসভায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রত্যহে সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জাতীয় পতাকা উড়ো লন্ড দেখা যায়। প্রভাতফেরীর দল সেই পথ দিয়া যাইবার সময় থামিয়া পতাকাকে অভিবাদন করে। পরে পুলিস আসিয়া পতাকা সরাইয়া লয়।

মার্কিণে বিদ্রোহ

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, সান সাল্‌ভাদারে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত একখানি বৃটিশ ক্রুইজার ২ খানি ক্যানাডার ডেস্ট্রয়ার সান সালভাদারের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। বৃটেন এবং আমেরিকার এজেণ্ট এবং ইতালীর কনসল দেশ রক্ষার জন্য রণতরী পাঠাইবার অনুরোধ করিয়াছেন।

সভা সমিতি নিষিদ্ধ

হুগলী হইতে প্রকাশ, ঢোল সহরত করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২৪শে জানুয়ারী হইতে এক মাস পর্য্যন্ত উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে কোন সভা সমিতির অধিবেশন হইতে দেওয়া হইবে না।

আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন সরকারকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহে থাকিতে ও দিবাভাগে গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থান ত্যাগ না করিতেও তাঁহাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

দার্জ্জিলিঙ জেলে মিঃ সেনগুপ্ত

দার্জ্জিলিঙ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে গত রাত্রে জালাপাহাড়ী পুলিস পাহারায় এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। এবং দার্জ্জিলিং জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন এই জেলে পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

কালনা হইতে প্রকাশ, সমষ্টিশক্তি অর্ডিনান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে ডাক্তার সন্তোষকুমার ঘোষ এবং শ্রীযুত সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য্য এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কালনা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির দ্বিতীয় অধিনায়ক বলিয়া কথিত স্বামী নিত্যগৌরনানন্দও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পিকেটিংএর অপরাধে বিভূতি, নরেন এবং আর একজন স্বেচ্ছাসেবক গত ২৩শে জানুয়ারী ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

খুলনায় বিশিষ্ট কর্ম্মীর দণ্ড

খুলনা হইতে প্রকাশ, খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, যামিনীভূষণ মিত্র, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিচরণ রায় গত ২৫শে জানুয়ারী আদালতের বিচারে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাদের ২ শত টাকার অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাবাস।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনকে 'এ' শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীদিগের সম্বন্ধে এখনও শ্রেণীবিভাগ হয় নাই।

যামিনী বাবু, ননী বাবু, শ্রীমান বাবু ও শশধর দত্তের নামে ২৪শে জানুয়ারী আদালতে পৃথক পৃথক চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে।

"শ্রীপ্রাণ"

নবপর্য্যায়

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি লাইন ।.
প্রতি কলম ৬.
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২.
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯.
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১.
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

[৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই মাঘ শনিবার ১৩৩৮, ৩০শে জানুয়ারী ১৯০২

কৃষ্ণনগরে শোভাযাত্রা

জেলে মহিলাদের অনশন

শান্তি ও সুনীতির দ্বীপান্তর

লবণ তৈয়ারী করায় গ্রেপ্তার

দিল্লীতে ১০৩ জন গ্রেপ্তার

ব্যাঙ্কের প্রতি সাবধান বাণী

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ গ্রেপ্তার

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

নেহরুজীর কন্যা

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে শোভাযাত্রা

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, গত ২১শে জানুয়ারী একটী শোভাযাত্রা সহরের পথগুলি পরিভ্রমণ করিয়া টাউনহলের সামনের রাস্তায় শেষ হয়। টাউনহলের প্রাঙ্গণ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং প্রবেশপথ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বন্ধ হওয়ায় সেখানে সভা হইতে পারে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া বক্তৃতা করিবার ঠিক পূর্ব্বে নদীয়া কংগ্রেসের প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইরূপ চেষ্টা করার অভিযোগে কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের কেদার মুখোপাধ্যায়, বিভূতি রবি সুনীল দত্ত, এল, এম, কয়াল, জয়ন্ত মজুমদার, সত্য চক্রবর্ত্তী ও সুশান্ত প্রামানিকও ধৃত হন। আরও কয়েকজন [illegible] বক্তৃতা করেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শান্তি ও সুনীতির দ্বীপান্তর

গত ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যা করিবার অপরাধে কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে কুমারী সুনীতি চৌধুরী ও কুমারী শান্তি ঘোষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত বুধবার প্রাতঃকালে বিচারপতিগণ উক্ত মামলার রায় দিয়াছেন।

বালিকা দুইটি লালপেড়ে শাড়ী পরিধান করিয়া এবং ফুলপাড় যুক্ত জ্যাকেট গায়ে দিয়া পুষ্পস্তবক হস্তে আদালতে উপস্থিত হয়েন এবং নিরুদ্বিগ্নতার সহিত দণ্ডাদেশ শ্রবণ করেন।

কাঠগড়া হইতে তাঁহাদিগকে কয়েদী গাড়ীতে লইয়া যাইবার কালে শুনা যায় যে, তাঁহারা অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলিতেছেন,—"ইহার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল।" প্রকাশ, নিম্নতলে যাইয়া কয়েদী গাড়ীর অপেক্ষাকালে তাঁহারা গান করিয়াছিলেন।

বালিকা দুইটির মধ্যে কুমারী সুনীতির বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাঁহার গায়ের রং অপেক্ষাকৃত ময়লা। শান্তি সুনীতির চেয়ে বয়সে বড় এবং তিনি গৌরবর্ণা।

দণ্ডাদেশ প্রদান বিষয়ে বিচারপতিগণ বালিকা দুইটীর বয়সের অল্পতার কথা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা ও পরবর্ত্তী ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সুখসুবিধা নিয়ন্ত্রণ করিতে বিচারকগণ স্থানীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

নেহরুজীর কন্যাদ্বয় গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কুমারীকৃষ্ণা নেহরু গত ২৭শে জানুয়ারী প্রাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সঙ্কট-শক্তি অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীনতা দিবসের সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে ১০৩ জন গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রে সহরের সর্ব্বত্র বিস্তর পোষ্টার লাগান হয়। পুলিস এই অপরাধে ৯ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রাতে জাতীয় পতাকা অভিবাদন খুব তাড়াতাড়ি সারা হয়। কংগ্রেসকর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই উৎসব করেন। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সকল কাজ শেষ হইয়া যায়।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ গ্রেপ্তার

কাঁথি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গালা কংগ্রেসের নায়ক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৩৭ জন কংগ্রেসকর্ম্মীর সহিত "স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষে শোভাযাত্রা পরিচালনকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শোভাযাত্রার পরে একটী জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় কতিপয় কংগ্রেসসেবী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার } ২৭৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ হইতে গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—মাদ্রাজের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তৎপত্নী মাননীয়া বিএট্রিস ষ্ট্যান্‌লিসহ মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া মাউব্রাজ রোডস্থ মঠসংলগ্ন ভূমিতে গত ২৭শে জানুয়ারী সায়ংকালে 'গৌড়ীয়মঠ লেক্‌চার-হলে'র ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সহরস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এই হলের যাবতীয় ব্যয়বহনকারী রেলওয়ে কন্‌ট্রাক্টর মিঃ টি, পল্ল, বলু পিল্লাই একটি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ দ্বারা একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করত অতি সুন্দরভাবে তাহা সুসজ্জিত করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিবাদনান্তে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

এ দুর্দ্দিনে জীবের আত্মকল্যাণার্থ এরূপ মহদুদ্দেশ্যে দানের কথা উল্লেখ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর মিঃ পিল্লাই মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

* মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এত অল্প সময়ে—এক বৎসরের মধ্যে এরূপ একটী বৃহৎ সদনুষ্ঠানের সাফল্যদর্শনে এবং ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখবিগলিত সুমধুর নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর ও তৎপত্নী বিমলানন্দ ও বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

লেক্‌চার-হলের ভিত্তি-সংস্থাপনোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত এবং সপত্নীক গভর্ণর বাহাদুর ও জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের পৃষ্ঠপোষকগণকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক গভর্ণর বাহাদুরের নিকট গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণকে পরিচিত করাইয়া দেন।

মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর শ্রীপাদ বন মহারাজের ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিপুণতা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

গত ১লা জানুয়ারী শুক্রবার দিবস দিল্লী গৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী, দিল্লী প্রবাসী এ, ডি, ব্যানার্জ্জি বি-এ, ডি,জি, পি, টি অফিসের অফিসিয়েটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। মানব জীবনের কর্ত্তব্য কি এবং পশু পক্ষী ইতর জীবন হইতে মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য কোথায় তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজী আলোচনা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারিজী বলেন—"আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ মনুষ্যের যেমন আছে পশুদেরও তদ্রূপ। পশুগণ তাহাদের শাবক পালন করে, আহার করে ও নিদ্রা যায় ও স্বীয় ইন্দ্রিয়তোষণ করে। মনুষ্যগণও চেষ্টান্বিত হইয়া নানাবিধ আহার সংগ্রহ করে, স্ত্রী-পুত্রাদি পালন করে, বিজাতীয় পদার্থ হইতে ভয় পায় এবং নিদ্রা যায় ও ইন্দ্রিয়-তোষণ করে। তবে প্রভেদ এই যে, পশুরা ভগবদ্ ভজন করিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য এক জন্মেও জন্ম লাভ করিয়া শ্রীহরিভজন করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে।"

ব্রহ্মচারীজী জীবের ক্রমোন্নতির স্তর গুলি বলিতে গিয়া (১) আচ্ছাদিত চেতন, (২) সঙ্কুচিত চেতন, (৩) মুকুলিত চেতন, (৪) বিকচিত চেতন ও (৫) পূর্ণ বিকচিত চেতনের কথা উল্লেখ করেন।

"আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই সমস্তের ভিতর চেতনের সঞ্চার থাকিলেও আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। সেই জন্যই শাস্ত্র উপায় উক্ত ভাবে চেতনের বিকাশের কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ আচ্ছাদিত চেতন— বৃক্ষ প্রস্তরাদি। প্রস্তরাদিরও ভিতরে চেতনতা অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণরূপী অহল্যাদেবীর উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। কুবের নন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবাদি শ্রীনারদ মুনির অভিশাপে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জড় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ডাঃ শ্রীজগদীশ বসুও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বৃক্ষের চেতনতার সাড়া পাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ সঙ্কুচিত চেতন—পশু পক্ষী সরীসৃপাদি।

তৃতীয়তঃ মুকুলিত চেতন—চার্ব্বাকাদি নাস্তিক মনুষ্যগণ, শঙ্করাদি মায়াবাদি প্রভৃতি।

চতুর্থতঃ বিকচিত চেতন অর্থাৎ যাঁহারা সাধন ভক্ত, যাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য সত্তায় সন্দিহান নহেন।

পঞ্চমতঃ পূর্ণবিকচিত চেতন বা ভাব-ভক্ত জীবন।

সুতরাং মনুষ্য-জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন না এই জীবনেই মনুষ্য জীবনের সার চরম প্রয়োজন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকেও ধিক্কার প্রদান করত পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবন হইতে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই মনুষ্য জীবন শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণের ভোগের জন্য নহে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দপ্রীতির অনুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—এক মনুষ্য দেহ।

নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদি সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা, সদ্গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপাই অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানা প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুকূলধন বাবু প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্রহ্মচারীজীর মুখে বহু গবেষণাপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং মাঝে মাঝে এইরূপ হরিকথা শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ব্রজ-ভজন-শিক্ষক শ্রীরূপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৫ সংখ্যার পর)

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

পাঠক, বৃন্দাবনে ঐ যে শ্রীমদনমোহনের সুউচ্চ শ্রীমন্দির দর্শন করিতেছেন, যাঁহার চূড়া-পঙ্ক-তল ধর্ম্মদ্বেষী পরশ্রীকাতর আওরঙ্গজেবকর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ায় এখন খণ্ডিতরূপে বিদ্যমান, আর ঐ যে শ্রীগোবিন্দের সুদৃশ্য শ্রীমন্দির দর্শন করিতেছেন ঐ মন্দিরদ্বয় অকিঞ্চন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কর্ত্তৃক গৌরকৃপাশীষর্থে কতিপয় শ্রেষ্ঠীর ভক্তিলব্ধ দানে প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীসনাতনপাদ শ্রীরূপপাদ ঐ মন্দিরদ্বয়ে যথাক্রমে স্বারাধিদের শ্রীমদনমোহন ও অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিয়াছেন। এই শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ এবং প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় ভক্তগণকে আত্মসাৎ করিয়া পূর্ব্বে ম্লেচ্ছভয়ের ছলে শ্রীমদনমোহন জয়পুর গমন করিয়া তথায় পূজিত হইতেছেন।

ভক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন

তখন কাগজ বা মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই; তালপত্রে গ্রন্থাদি লিখিত হইত যদিও শুদ্ধ ভক্তি-গ্রন্থ কিছু ছিল, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকারময়ী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলাদি তাহাতে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপপাদ ও শ্রীসনাতন প্রভু এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীগোপাল ভট্ট—এই ষড়্‌গোস্বামী বহুবিধ শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র বিশ্বের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তাহা কর্ম্মী, যোগী বা জ্ঞানিগণ কল্পনাও করিতে পারেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে শ্রীরূপ-গোস্বামী শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তথাপি শ্রীকবিরাজগোস্বামীর ভাষায় প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের কয়েকটীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি—

রূপগোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহা পাইয়ে বিস্তার॥
'উজ্জ্বলনীলমণি' নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণলীলারস তাঁহা পাইয়ে পার॥
'বিদগ্ধমাধব' 'ললিতমাধব' নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাঁহা পাইয়ে সকল॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা॥

এতদ্ব্যতীত আচার্য্যপ্রবর হংসদূত-কাব্য, 'উদ্ধব-সন্দেশ', কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, বৃহদ্‌-গণোদ্দেশদীপিকা, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা স্তবমালা, দানলীলাকৌমুদী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘু-ভাগবতামৃত, উপদেশামৃত, গোবিন্দবিরুদা-বলী প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে অফুরন্ত ভক্তিরস-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা পার-মার্থিক রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

ভক্তিরস-প্রচার

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ নির্বিকানন্দীর ন্যায় শুধু নির্জ্জন ভজনে মগ্ন ছিলেন না, বা গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও কৃষ্ণসেবার অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।'

—এই আদেশ প্রতিপালন দ্বারা কীর্ত্তন-সংযোগে মাথুরমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভক্তি-রস প্রচার করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দসহ বজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তদ্‌রচিত গ্রন্থাদিতে তাঁহার যে অপ্রাকৃত কীর্ত্তনধ্বনি রহিয়াছে তাহা যুগযুগান্তরে বিশ্ববাসীর নিকট ভক্তিরস প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ভজনসুধারসে নিমজ্জিত করিবে।

মথুরায় গোপাল দর্শন

শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি; তাই শ্রীরূপপাদ ও শ্রীসনাতনপাদ গোপাল-দর্শনের নিমিত্তও তদুপরি গমন করেন না। কিন্তু তাঁহাদের গোপাল—

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধন।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে।

শ্রীভগবান্ এমনই ভাবে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপপাদ বৃদ্ধ হইয়াছেন, অধিক পথ চলিবার সামর্থ্য নাই—এমন সময় তাঁহার শ্রীগোপাল দর্শনের ইচ্ছা হইল। শ্রীগোপাল ম্লেচ্ছভয়ের ছলে গোবর্দ্ধন হইতে মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বরের গৃহে আগমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ প্রভু, শ্রীভূগর্ভ প্রভু, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীযাদব আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমাধব দাস, শ্রীগোপাল দাস শ্রীনারায়ণ দাস, ভক্ত শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাণীকৃষ্ণ দাস, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীঈশান এবং শ্রীলঘু হরিদাস—এই সকল মুখ্য ভক্ত চলিলেন। এই সকল ভক্তসহ এক মাস মথুরায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। শ্রীগোপাল মাসান্তে গোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীরূপপাদও স্বগণসহ বৃন্দাবনে আসিলেন।

— — —

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

আমাদের হস্তপদাদি সংসারবাসনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায়—মায়ার দাসত্বে নিযুক্ত থাকায় আমরা ভগবানের সেবা করতে পারছি না—শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে কষ্টভোগ করছি। নাসিকা থাকা সত্বেও নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারছি না, দম আট্‌কে

তাই বলি ভাই, আমাদের এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা, আমরা মহা বিপদগ্রস্ত—কর্ম্মজ্ঞানরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে সংসার-সমুদ্রে পতিত। এমন উপায় নাই যে, হাত পা খুলি—চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে এই ভয়প্রদ ভবসমুদ্র থেকে উঠে যাই। শুধু তাই নয়, একে তো এইরূপ বিপদ তার উপরে আবার কামক্রোধাদি হাঙ্গর কুম্ভীরগুলি আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস করছে। আমরা অসহায়, নিরুপায় হ'য়ে মরতে বসেছি—ত্রিতাপজ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছি—সংসারানলে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি।

দুর্দ্দিনে—এ ভীষণ সঙ্কটে আমাদের প্রকৃত বান্ধব কে? কে আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে?

এখন দেখ্‌ছি আমাদের ভালবাসার জিনিষ যে স্ত্রী-পুত্র পরিবার তারা এখন কেউ নাই—তারাও আমাদের ন্যায় বিপদ গ্রস্ত—ভবসমুদ্রে পতিত এবং ষড়রিপুদ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত। যাদের বন্ধু মনে ক'রে আমি এতদিন কাটিয়েছি তারা নামেমাত্র বন্ধু, সম্পদের বন্ধু—অসময়ের বন্ধু নয়। এই অসময়ে এই দুরবস্থা হ'তে মুক্তি দিবার বন্ধু—আমাদের নিত্যকালের পরম বান্ধব হচ্ছেন পতিতপাবন জগদুদ্ধারণ মহাবদান্যাবতার নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব।

আমাদের দুঃখ দেখে আমাদের ব্যথার ব্যথী শ্রীগুরুদেব পরমকারুণিক মুকুন্দপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, অজ্ঞান আমরা, দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করবার জন্য, ভবসমুদ্রে পতিত শৃঙ্খলাবদ্ধ আমরা, আমাদের বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়ে কামক্রোধাদি নক্রমকরাদির ভীষণ আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য গোলোক থেকে এই ধরাধামে সপার্ষদে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

তিনি নিজে আচার ক'রে নিত্য ও অনিত্য, অবরোহবাদ ও আরোহবাদ, কৃষ্ণ ও মায়ার পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের ন্যায় মায়ার করালকবলে পতিত বদ্ধ জীব-কুলকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদিগকে এই ভবকূপ থেকে—গৃহান্ধ কূপ থেকে উদ্ধার ক'রে অখণ্ড নিত্যানন্দ প্রদান করবার জন্য কোটি হস্ত প্রসারণ করছেন।

সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমন্দোদয়দয়ার তুলনা নাই। সেই দয়ার কোটাংশের একাংশের সহিত জড়জগতের অনন্তকোটি দয়ার তুলনা হ'তে পারে না। তিনি এই ভীষণ সংসার-দাবানল হ'তে আমাদের অব্যাহতি দিবার জন্য, আমাদিগকে সংসারবাসনা শৃঙ্খল থেকে উন্মোচন ক'রে দেবার জন্য আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দিচ্ছেন।

কিন্তু বদ্ধজীব আমরা, পোড়া কপাল আমাদের, এমন পরম বান্ধবকে পেয়ে তাঁকে চিনতে পারলাম না, তাঁর সঙ্গ করতে বা তাঁর সেবা করতে পারলাম না।

যে ধন জন ও বিদ্যার মূল্য একটী অন্ধ কপর্দ্দকও নয়, সেই মায়িক নশ্বর অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে এমন দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মটাকে পশুত্বে পরিণত করলাম। ধিক্ আমাদের বিদ্যায়, ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমাদের ধন-জনাদিতে আর শতধিক্ আমাদের এই নরপশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া থাকা নিয়ে জীবনযাপন করাকে।

বনের পশুগুলিও ত খায়, শূকরগুলিও তো সন্তান উৎপাদন করে, ভস্ত্রাও তো নিশ্বাস গ্রহণ করে, তবে মানুষ ব'লে যে আমরা অহঙ্কার করি সেই বাহাদুরীর দৌড়টা কিসের, কি জন্য কিসের এত বড়াই করছি, পশুর চেয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠতাই বা কিসে, কই সে কথাতো একবারও চিন্তা করি না। তাই বলি ভাই সব, একটু চিন্তা ক'রে দেখুন, কেবল গরু গাধার ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাস হ'য়ে দেহ মনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মেতে থাকলে চলবে না—আত্মবিদ্ হতে হবে, জাগ্‌তে হবে, আর মায়াপিশাচীর কোলে ঘুমিয়ে আত্মঘাতী হব না। আমরা যে অমৃতের সন্তান—আমরা যে অমৃতের সেবক।

আসুন, এক পিতার সন্তান আমরা সকলে মিলে এই জীবনজ্বালা জুড়াবার জন্য বৈকুণ্ঠাগত আমাদের নিত্যকালের বান্ধব শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মাকে (নিজেকে) অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদান ক'রে দুঃখের কবল থেকে—সংসারবাসনা শৃঙ্খল থেকে উদ্ধার হ'য়ে কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং নিত্যকাল সেবা-সুখ, বৈষ্ণবপদরেণু ও বৈষ্ণবপদজল লাভ করবার জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ব্যবস্থা-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময় অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যত্ব —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের বাস্তব শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীন লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible]দিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র সম্বদ্ধ হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় পরমার্থবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত লিখিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর রতিপর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত

প্রণীত ভক্তপযোগী অন্বয়মুখ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, অনুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপে একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজা লাকেশ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা যুক্ত। উৎকৃষ্ট (ইং) নরকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, দীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—মুদ্রাকর ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল এম. এ. এর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ী হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে জানুয়ারী সকালে পতাকা উত্তোলন এবং সভা করার অভিযোগে শ্রীযুত অনিল বাগচী, নীরেন্দ্র বাগচী, নগেন নিয়োগী, পূর্ণলাল শর্ম্মা আলোয়ারী, প্রভাত চৌধুরী এবং বীরেশ মিশ্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ দিবসই তাঁহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত অনিল বাগচী ২ বৎসরের এবং অন্যান্য সকলে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আর এক দফা অভিযোগে অজিত চক্রবর্ত্তীর প্রতি আরও এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই জানুয়ারী রাত্রিতে একদল যুবক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নাথের পেটুয়া ও উত্তরদা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চলন্ত মেল ট্রেণে ডাকাতি করে। এই সম্পর্কে উক্ত মেলের গার্ডকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০০ টাকা।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

বারাণসী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত চন্দ্রিকা শর্ম্মা, শ্রীযুত বংশীধর গুপ্ত, বুদ্ধরাম বৈদ্য, মুরলীধর বৈদ্য, রামকরণ সিংহ, রামস্বরূপ সিংহ ও শ্রীযুত রামরূপী সিংহ নামক ৭ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইন অমান্য করার অভিযোগে একটী গ্রামে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুত বংশীধর বিচারের সময় জাতীয় সঙ্গীতের সহিত চীৎকার করিলে তাঁহার আরও দুই সপ্তাহের জন্য হাতকড়ি পরাইয়া জেলে আটক থাকিবার আদেশ হইয়াছে। বারাণসীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েন ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৭ ধারা মতে জনসাধারণের প্রতি এইরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে কেহ কংগ্রেসকে বে আইনী ভাবে সাহায্য করিতে পারিবে না। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে তবে তাহার জরিমানা হইবে ও তাহাকে ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

স্পেনে হাঙ্গামার অবসান

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ, জেনারাল কাইজাটিনোর নেতৃত্বে সিভিল গার্ডরা গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রিতে গুলীবর্ষণ করিয়া ধর্ম্মঘটকারীদিগকে সেভিল হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। গবর্ণর সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যদি একদিন পরে কার্য্যে যোগদান না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে।

স্পেনের অন্যান্য স্থানের অবস্থা বেশ ভালই আছে। ধর্ম্মঘট আন্দোলন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কাজকর্ম্ম পুনরায় যথাপূর্ব্ব চলিতেছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি স্পেনে যে হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার উত্তেজনা বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়াছে।

চট্টগ্রামে ডাকাতির হিড়িক

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম জিলার আনওয়ারা থানার এলাকাধীন তিনটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে তিনটী ডাকাতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চৈত্তার মুন্সেফ কোর্টের উকীল, শ্রীযুত মোহনবাসী ভৌমিকের বাটীতে প্রথম ডাকাতী সংঘটিত হইয়াছে। প্রায় ২৫, ৩০ জন ডাকাত গভীর রাত্রিতে বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাটীর লোককে এমন কি, মহিলাদিগকেও সাংঘাতিক প্রহার করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১৫০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়।

শ্রীযুত জগবন্ধু মহাজনের বাটীতে দ্বিতীয় ডাকাতি সংঘটিত হয়। এই স্থানেও ডাকাতগণ গভীর রাত্রিতে হানা দিয়া নগদে ও অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রায় ১২,০০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে।

শ্রীযুত রামকুমার শীল নামক জনৈক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বাটীতেও আর একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই বাটী হইতেও দস্যুদল প্রায় ১৫০০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দিয়াছে।

উপর্য্যুপরি ৩টি স্থানে এই সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে ও গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে।

জেলে মহিলাদের অনশন

লাহোর হইতে প্রকাশ, যে সব মহিলা পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে মেয়ে জেলে আছেন। তাঁহাদিগকে 'সি' শ্রেণীর খাদ্য দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২৪শে জানুয়ারী তাঁহারা অনশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এখন বাড়ির হইতে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইতেছে।

মহিলার নামে নোটিশ

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী কমলা দেবী, ডাক্তার দেওয়ান, লালচাঁদ কাকা, ওমনমল, অধ্যাপক ভাষানী ও ও মহারাজ দ্বারকা প্রসাদ এই ৬ জন কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর নোটিশ দিয়া তাঁহাদিগকে সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশে মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর উপরই প্রথম নোটিশ জারী করা হইল। শ্রীমতী লালচাঁদ এখানে মহিলাদের মধ্যে প্রথম গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের স্বামীই বর্ত্তমানে কারাগারে।

টাকশালে পিকেটিং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত চুনিলাল দভিদাস গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রিতে বাজার গেট ষ্ট্রীটে স্বাধীনতা প্রস্তাবের অনুলিপি বিক্রয় করিবার সময় গ্রেপ্তার হন; তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

টাকশালের সম্মুখে পিকেটিং চলিতেছে। মধ্যাহ্নের মধ্যে ২ জন গ্রেপ্তার হয়। তন্মধ্যে ১ জন পরে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সময় ধৃত ৪ জনকে বাইকুল্লা জেল হইতে সর্ত্তাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাংহাইয়ে সমর সজ্জা

টোকিও হইতে প্রকাশ, জাপানের ক্রুজার ও ১২ খানি ডেষ্ট্রয়ার চীন অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ পাইয়াছে। এই বাহিনী সাসেবো বন্দর হইতে যাত্রা করিতেছে। সম্ভবতঃ এই বাহিনী সাংহাই অভিমুখে যাইতেছে।

সাংহাইয়ে শান্তি বিরাজ করিতেছে বটে, তবে অবস্থা আতঙ্কপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সকলেরই মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে জাপানের নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষ আইনের শাসন স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। এদিকে চীনা সৈন্যেরা সাংহাইয়ের উপকণ্ঠে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

---

৫ জন সাঁওতাল গ্রেপ্তার

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, ঠাকুরগাঁও থানার অন্তর্গত দুর্গাপুরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা প্রচারিত হইয়াছে।

দুর্গাপুর কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত নরেশচন্দ্র ঘটককে সন্ধি অর্ডিন্যান্স অনুসারে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, আবগারী দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে তাঁহাকে এবং ... সাঁওতাল স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পিকেটিংএর অপরাধে আরও চার ... সাঁওতাল স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লবণ তৈয়ারী করায় গ্রেপ্তার

কালীকাপুর (২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশ, বে-আইনী ভাবে লবণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে গত ২৬শে জানুয়ারী চারিজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর (যে বে-আইনী ঘোষিত) প্রথম নেতা বলিয়া কথিত শ্রীযুত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং ... জন স্বেচ্ছাসেবককে লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়ের অভিযোগে গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ায় চীন জাপান

টোকিও হইতে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়া হইতে চীন বাবতীয় সিভিল সৈন্য সরাইয়া লইয়াছেন। কেবলমাত্র কতকগুলি দস্যু এবং অশিক্ষিত সৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় বিশৃঙ্খলা করিতেছে। চীনের এই বন্দোবস্ত দেখিয়া জাপানের সমর অফিস ঘোষণা করিয়াছে মাঞ্চুরিয়া হইতে জাপানের ... এবং 'ভারী' কামান সরাইয়া লওয়া হইবে।

ব্যাঙ্কের প্রতি সাবধান বাণী

করাচী হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সরকার বে-আইনী প্রতিষ্ঠান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া স্থানীয় ৪টি ব্যাঙ্ক— মার্কাণ্টাইল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিন্ধ সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে ৪৫ তম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের টাকা সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ৭৫তম জাতীয় কংগ্রেস সিন্ধু প্রাদেশিক ও করাচী জিলা কংগ্রেস কমিটীর নামের টাকা সম্বন্ধে তাহারা যেন দাতার নাম, টাকার পরিমাণ, ও প্রভৃতির তারিখ জানাইতে বলা হইয়াছে। প্রকাশ ৪৫তম জাতীয় কংগ্রেসের নামে প্রায় ২ হাজার টাকা আছে।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৭ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই মাঘ সোমবার ১৩৩৮, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

ভারত সচিবের গবেষণা

চলন্ত ট্রেণে দস্যু

নোয়াখালিতে লবণ আইন ভঙ্গ

জেলে গান্ধীজীর প্রফুল্লতা

জাপ-দূতাবাসে বোমা

লর্ড আরউইনের উক্তি

মিসেস্ যমুনাদাস দণ্ডিত

জেলে কস্তুরীবাঈ গান্ধী

বহরমপুরে মহিলা গ্রেপ্তার

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে পুলিস গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে সাইক্লোষ্টাইল মেসিনের সন্ধানে খানাতল্লাস করে। স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কীয় কতকগুলি কাগজপত্রেরও সন্ধান পুলিস করে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেহ গ্রেপ্তারও হয় নাই।

গত ২৬শে জানুয়ারী, নদীয়া কংগ্রেসের ৪র্থ ডিক্টেটর বলিয়া কথিত শ্রীযুত অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের ৪র্থ নেতা বলিয়া কথিত শ্রীযুত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি রায়, সুধীর দত্ত, এস, এক, কাউল, অনন্ত সরকার সত্য চক্রবর্ত্তী এবং সুশান্ত প্রামাণিক গ্রেপ্তার হন। মহকুমা হাকিমের বিচারে তাঁহারা ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আবগারী দোকানে পিকেটিং করার সময় দুইজন স্বেচ্ছাসেবক কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ভারত সচিবের গবেষণা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বেতারবার্ত্তায় বলিয়াছেন "কুকুর চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু ভ্রমণকারীর দল নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যায়" ভারতের ঘটনাবলী একত্রিত করিয়া স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন—লর্ড আরউইনএর হৃদয় ভারতের উপর সহানুভূতিপূর্ণ এবং তিনি পক্ষপাতী নহেন। লর্ড আরউইন খুব সাবধান হইয়া কথা বলিয়া থাকেন। তিনি লর্ড উইলিংডন এবং আমার নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন।

স্যার স্যামুয়েল ভারতের অশান্তি খুব কমিয়া আসিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন, আমি মিঃ গান্ধীকে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি এবং তাঁহাকে পত্র লিখিব বলিয়াছি, একথা সত্য নহে। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর মিঃ গান্ধী পরামর্শ কমিটীর কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলাম। মিঃ গান্ধী বাটী পৌঁছিয়াই আমার উত্তর পাইবার কথা ছিল।

নন্দীদ্রুগ খনিতে অগ্নিকাণ্ড

উড়গাঁও হইতে প্রকাশ, নন্দীদ্রুগ খনির যে অংশে বিদীরণ কার্য্য চলিতেছিল তথায় ২৭শে জানুয়ারী মধ্য রাত্রির কিঞ্চিৎ পরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। প্রকাশ, একটী জ্বলন্ত বিস্ফোরক দ্রব্য একটী খালি থলিয়াটিতে লাগিলে তাহাতে আগুন ধরিয়া যায় ও তাহা ভস্মীভূত হইয়াছে। কোনরূপ ক্ষতি হইবার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

চলন্ত ট্রেণে দস্যু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের সহরতলীর বান্দরায় একটি কলেজ সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত রঘুনাথ ত্রিবেদীকে বান্দরা হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত একখানি রেলগাড়ীর মধ্যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার হস্তপদ ও মুখ আবদ্ধ ছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তিনি তথায় সংজ্ঞালাভ করিয়া এই মর্ম্মে একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন যে, ২৮শে জানুয়ারী নীলামে বিক্রীত একটী প্রেসের বিক্রয় মূল্য ৮ শত ৫০ টাকা লইয়া তিনি আগমন করিতেছিলেন বান্দরা হইতে অনেক মুসলমান ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল। সে তাঁহাকে প্রহার করিয়া উক্ত টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

লক্ষ্ণৌএ বোমা বাহির

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার প্রায় মধ্যরাত্রিতে নাজিরাবাদে পাহারায় নিযুক্ত কনষ্টেবলরা কাপড়ে জড়ান একটা জিনিষ দেখিতে পায়। জিনিষটী গোলাকার; বোমা বলিয়া মনে হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য উহা প্রেরণ করা হইতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রসাদ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালি, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অধর।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭: শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর; সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৮নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীভূতনেশ্বর, ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মধ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভূষানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible]

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

[illegible] বর্ষ ৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজের মাননীয় সপত্নীক লাটবাহাদুর কর্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতাগৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন সম্বন্ধে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত তারের নকল,—

Gaudiya Math
Gopalpuram,
Madras
27. 1. 32.

His Excellency the Governor of Madras accompanied with Her Excellency Beatrix Stanley laid the foundation stone of our Gaudiya Math Lecture Hall at the premises of the Math on Mobrays Road this evening. A pretty big number of the elites of the town attended. Pandal was, erected and beautifully decorated by Mr. T. Ponnuralu Pillai Ry Contractor and donor of the Hall. His Excellency the Governor, expressed great pleasure in meeting His Divine Grace, the spiritual head of our mission and highly thanked the donor in helping such a lofty object of elevating humanity, particularly in such time of depression. Congratulated the mission for splendid work and success in such a short period of one year and attentively listened to the concluding Nama-Sankirtanam. The function was a splendid success and highly appreciated by their Excellencies and by the public. Bon Maharaj thanked all our petrons here and introduced our Swamijis and other members to their Excellencies who congratulated Bon Maharaj for his meritorious service to the mission.

(ইহার বঙ্গানুবাদ ২১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

গত ২৮শে পৌষ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিরাম গ্রামের এক বিরাট সভায় ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, ভক্তি শব্দের আমরা সাধারণতঃ যে প্রকার অর্থ করিয়া থাকি ইহা তাহা নহে। ভজ ধাতু সেবায়াম্। ভজনীয় আর ভজনকারী উভয়ের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই উভয়েরই নিত্যত্ব আছে।

আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে এই 'ভক্তি' কথার প্রচলন দেখিতে পাই। ভক্তি ব্যতীত আমরা কোন কার্য্যেই উন্নতি লাভ করিতে পারি না। আমরা ইহ-জগতে যে-কোন কার্য্যই করি না কেন যদি ভক্তি সহকারে না করি তাহা হইলে সেই বিষয়ে আমরা প্রতি পদে পদে বিফলমনোরথ হই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
ভাঃ ১।২।৬

এই অপ্রতিহতা শব্দের সার্থকতা কোথায়? পত্নী পতিকে ভক্তি করিয়া থাকেন। পুত্র পিতামাতাকে ভক্তি করিয়া থাকেন; প্রজা রাজাকে ভক্তি করিয়া থাকেন; চাকর প্রভুকে ভক্তি করিয়া থাকেন। ইহার ভিতর অপ্রতিহতা শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কারণ ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি আত্মার বৃত্তিটী ভগবানে পর্য্যবসিত হয় বলিয়াই তাহা অপ্রতিহতা। আত্মার সেখানে উপাধিগত অনুভূতি না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে তাহার অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। তবে আমরা উপাধিপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত কথাটী যেখানে সেখানে প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমাদের বিচারে ভুল না হইলেও অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনুসারে ভক্তি একমাত্র ভগবানেতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে।

গত ৯ই মাঘ ইং ২৩শে জানুয়ারী শনিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা মঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীর পুষ্পাভিষেকোপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউকে নানাবিধ মৃদু-সুগন্ধ-কোমল পুষ্পের দ্বারা অতিশয় মনোরম ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-মাধবজী এরূপ সুদর্শন হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্ন কাল হইতে রাত্রি প্রায় ৯।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে বহু সজ্জন এবং বহু আগন্তুক যাত্রীগণ শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ শৃঙ্গার দর্শনে অতীব আনন্দ সহকারে পুনঃ পুনঃ ভগবান্ শ্রীরাধেশের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

উক্ত শ্রীপুষ্পাভিষেকোপলক্ষে ভক্ত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে এক সুবৃহৎ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদজীউর উত্তম বিচিত্র ভোগরাগ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদি-লীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহমধ্যে পুত্রোৎসবের প্রসঙ্গ, মিশ্র গৃহে জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ—ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণে অন্ন নিবেদনকালে বালক নিমাই কর্ত্তৃক নৈবেদ্য ভক্ষণ - মিশ্রপ্রভৃতির অনুরোধে ব্রাহ্মণের পুনঃ পুনঃ রন্ধন, কিন্তু প্রতিবারই অন্ন-নিবেদনসময়ে নিমাইএর কোথা হইতে আসিয়া অন্ন ভোজন — অবশেষে ব্রাহ্মণকে চতুর্ভুজ (অষ্টভুজ) রূপ প্রদর্শন ও কৃপা। অবতার প্রয়োজনাদি কথন ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে শ্রীমঠের জনৈক স্বামী শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পরে বহু ভদ্র স্ত্রী-পুরুষকে কাঙ্গালীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে তাহা সম্মান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

— —

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

বৈষ্ণব অপরাধ

কুলিয়া বৈষ্ণব-অপরাধভঞ্জনের পাট। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা অভিনয়ের অব্যবহিত পরে যখন নীলাচল হইতে কুলিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার দর্শনার্থীদিগের মধ্যে এক পরম সৌভাগ্যবান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই ব্রাহ্মণের সংশয়, প্রশ্ন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব-অপরাধ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণকে তিনি বলিয়া বিশ্বাস করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া নিন্দা করিতেন। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং বৈষ্ণব-বিদ্বেষের অভিপ্রায়ে তিনি বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাকৃত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বৈষ্ণব চিনিতে চেষ্টা করায় প্রকৃত বৈষ্ণবকে তাঁহার কল্পিত শাস্ত্রীয় আদর্শের অনুরূপ না দেখিতে পাইয়া তিনি অবৈধরূপে শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই।

এরূপ ভ্রম প্রত্যেক অকপট অনভিজ্ঞ জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে জ্ঞানকৃত বৈষ্ণববিদ্বেষ বলা সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণের ভ্রমের কারণ অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে তাঁহার কল্পিত তথাকথিত শাস্ত্রীয় আদর্শ অবলম্বনে অনর্থযুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় অনর্থ হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে বৈষ্ণব চিনিতে পারা সম্ভব ছিল না। যদি এই বিষয় তাঁহার পূর্ব্বে জানা থাকিত এবং এরূপ ধারণা সত্ত্বেও তিনি অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাঁহার খণ্ডিত বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব চিনিবার চেষ্টাপরায়ণ হইতেন তাহা হইলে উক্তরূপ অবৈধ চেষ্টাকে জ্ঞানকৃত বৈষ্ণব অপরাধ বলা সঙ্গত হইত। জ্ঞানকৃত বৈষ্ণব-অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

জ্ঞানকৃত বৈষ্ণব-অপরাধ [illegible] বৈষ্ণব-বিদ্বেষ। অজ্ঞানকৃত বৈষ্ণব-অপরাধকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বলা যায় [illegible]। অজ্ঞানকৃত বৈষ্ণব-অপরাধ একদেশদর্শী শাস্ত্রী [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা হইতে জাত। অনবধানতা [illegible] কারণ। কিন্তু উহাও বৈষ্ণব অপরাধ। যখন বৈষ্ণবের কৃপায় ব্রাহ্মণ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল।

সমালোচনা

শিরোগুরু 'শ্রীগৌড়ীয়' অন্তর্যামিসূত্রে সাধকের অন্তঃস্থলের কোনও নিভৃত কোণে লুক্কায়িত দোষগুলিও প্রকাশ করিয়া তাহাকে ভক্তিপথের বাধা অপসারিত করিবার সুযোগ দেন। 'যিনি আমার দোষ দেখাইয়া দেন তিনি বান্ধব'—এই বাক্য মুখে বলিলেও বস্তুতঃপক্ষে যদি কেহ আমার সম্মুখে আমার দোষের কথা বলে, বৈষ্ণবতা হইতে দূরে আছি বলিয়া আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। তাই আমাদের অনিকার লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীগৌড়ীয়' অনেক যাবতীয় দোষগুলি নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া তন্নিরসন উপায়াদি কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে গৌড়ীয় পাঠকগণ যদি আমরা—

'অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে। যে সমুদয় ব্যক্তি বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বিচার করিয়া নিজেদের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া পরে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উদ্ধার হইবার আশা পোষণ করে তাহারা জ্ঞাতসারে বৈষ্ণববিদ্বেষী। তাহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে। অজ্ঞানকৃত পাপের গুরুত্ব যাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা জ্ঞানকৃত পাপেরই প্রচ্ছন্ন সমর্থনকারী সন্দেহ নাই। এই সৌভাগ্যবান ব্রাহ্মণ সেরূপ কপট-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট পাষণ্ড ছিলেন না। তিনি তজ্জন্য তাঁহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে নিরপরাধে শ্রীনাম এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে মুখে তিনি অজ্ঞানবশে বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছিলেন সেই মুখে আর কখনও বৈষ্ণবের নিন্দা যদি তিনি না করেন এবং নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অন্যথা তিনি ভীষণ বৈষ্ণব অপরাধ হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে

হইতে [illegible] নিস্তার

[illegible] নিন্দাকর [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] এই অমূল্য উপদেশ [illegible] অনুসন্ধান করা একান্ত দরকার।

আমাদের অন্তর অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দোষগুলি পরিহারে যত্নশীল হই তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা অবহেলা জলসিঞ্চনে উহারা বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষে পরিণত হইয়া আমাদের হৃদয়-মন্দির ধ্বংস করিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটী অমোঘ-বাণী অনন্ত-কোটি বিশ্বের যাবতীয় বাণীকে স্তব্ধ করিতে সমর্থ। নিজের এবং অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈদৃশী বীর্য্যবতী বাণী নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন বিধেয়। কিন্তু উহাদের কিছু কণ্ঠস্থ করিয়া তৎকীর্ত্তনে ঐ বাণীর পাদপদ্মে আগত লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা যদি নিজে ভোগ করিতে প্রধাবিত হই তাহা হইলে যাবতীয় অসুবিধা আমাকে গ্রাস করিবে। তখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাতেই যে কীর্ত্তনাসন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে নিজে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভাবিব এবং শ্রীগুরুদেবের চৈতন্য-চমৎকারময়ী বাণীর নিত্য নবযৌবনাদর্শনে অসমর্থ হইয়া তদ্বচনে শৈথিল্য প্রকাশ করিব। যাহাতে আমরা নিজের পাণ্ডিত্যে, নিজের বর্ণন-কৌশলে, নিজের কণ্ঠস্বরে, নিজের বুদ্ধিমত্তায়, নিজের লেখায় বা নিজের অঙ্গভঙ্গীতে নিজেই মুগ্ধ হইয়া ঐ প্রকার ভীষণ অপরাধ বরণ না করি তন্নিমিত্তই দয়াময় শ্রীগৌড়ীয় গত ২০শ সংখ্যায় 'আমি শ্রবণ করি না কেন?' এবং আমার ভজন-শৈথিল্য দূর করিবার নিমিত্ত ২১শ সংখ্যায় 'আমি ভজন করি না কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি যদি বুদ্ধির প্রাখর্য্যে 'ভক্তিবাদের কথা'র মধ্যের শব্দটীতে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করি তাহা হইলে আমার অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভক্তিজনিত বৈরাগ্য ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। ঈদৃশ বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তই বৈষ্ণব বা বৈরাগী-শব্দবাচ্য। ইঁহারা জীব মাত্রেরই শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বৈষ্ণব বা বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের অতি অল্পসংখ্যকই ভক্তিজনিত বৈরাগ্যের অধিকারী।

স্ত্রী পুত্রের কলহকালে সাংসারিক ক্লেশবশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের [illegible] অবসানে, কোন মাদকদ্রব্যের [illegible] বা অবিবেকবশে যে তাৎকালিক [illegible]-বৈরাগ্য উদিত হয় তাহার নাম [illegible] বৈরাগ্য'। সেই [illegible]বৈরাগ্যবশতঃ [illegible] ব্যক্তিগণ সহসা কোন বাবাজী বেষধারী অথবা গোস্বামী উপাধিধারীর নিকট গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, অচিরকালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া কোন প্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করেন অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্ত করেন। তাহাতে পরমার্থ লাভ ত কিছুমাত্রই হয় না, পক্ষান্তরে জগন্নাশকর পাপকার্য্যের আবাহনদ্বারা মহদপরাধ সঞ্চিত হয় মাত্র। বলা বাহুল্য এই প্রকার অবৈধ ভেক-পদ্ধতি সমূলে উৎপাটিত না হইলে নৈতিক জগতেরও বিশেষ অসুবিধা হইবে।

মর্কটবৈরাগী, কপটবৈরাগী, অস্থির-বৈরাগী ও ঔপাধিক বৈরাগী-ভেদে অবৈধ বৈরাগিগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। বৈরাগ্য হয় নাই অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়; এই স্থলে যে বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করে সে মর্কট-বৈরাগী। এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥'

পুনঃ—

প্রভু কহে—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"

মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই কর মরণ সময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে; গৃহিগণ আদরপূর্ব্বক ভোজন এবং গাঁজা তামাকাদি অনর্থচেষ্টার জন্য দিবে—এই ভরসায় যে-সকল ধূর্ত্ত লোক ভেক গ্রহণ করে তাহারা কপট-বৈরাগী। এই শ্রেণীর কপটগণকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দৈন্যবশতঃ আপনাকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছেন—

'হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।'

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয় তাহারা অস্থির বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য শীঘ্রই নষ্ট হয় এবং তাহারা কপটবৈরাগী হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদিক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর সাইজে স্থুল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিস্তৃত টীকাকারদের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বড় বড় অক্ষরে এই বারে তৃতীয় সংস্করণ— এই বারে সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা। কাপড়, বাঁধাই সংস্করণ— ৩॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাম্বুধরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ —বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি —সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীব্রহ্মাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মূলসহিত পরিক্রমার উদ্দ্যোত-নিবন্ধক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য ও শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম— শুদ্ধপ্রাপ্ত —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে, সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে, শ্লোক নীল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ— শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্— শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপাংক্তেয়ভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করিবার জন্য উহা করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপাদপদ্ম ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়ে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র [illegible] হইয়াছে। পুস্তক কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা [illegible]) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে (রবিবার বেলা আমার)

পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে ... দিলে রোগী দেখিয়া

গরীব রোগীদের খরচ ... করিয়া চিকিৎসা করা হয়। নিম্নলিখিত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাংলাদেশ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আবাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—... এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(৮১)

১৬২৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৪১॥৶০

ডিঃ আবদুলগণি মোল্লা সাং গোবিন্দপুর

দেঃ মনমিলা খোনানি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে অমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অধীন ২৫৯।২৬০ খতিয়ানে ৭-৭৩ শঃ জমীর ৮৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৬০ খতিয়ানের ১-৯৫ শতক জমি ৪।৶৮ জমা মায় বাড়ী সহ মূল্য ১৫৲

(৮২)

১৬৬৪ মমিজারী ৩১ দাবী ১৬০।৶

ডিঃ বৈদ্যনাথ বায় সাং বানপুর

দেঃ সতীশচন্দ্র দাস দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী অধীন ১২৭৪ খতিয়ানে -৪শঃ জমীর ২৮০ চান্দিনা জমা মায় ৬ চালা করগেট ঘর সহ সাজ সরঞ্জাম বিক্রয় হইলে মূল্য আঃ ১৫০৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

(১)

১৯৯৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৫০/৩

ডিঃ ভূজগেন্দ্র মুস্তফী দিং সাং ১১৬।১নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ যোগমায়া দাসী দিং সাং সুর্খরিয়া পোঃ বলাগড়, হুগলী

নদীয়া কালেক্টরীর ১৭৫১২নং তউজীভুক্ত পদ্মাবতী দাসী নামীয় ৩৩১৲ জমা কালেক্টরীতে দিতে হয়। মূল্য আঃ ৫০০৲

২। নদীয়া কালেক্টরীর ১৭৫১৩নং তৌজীর যোগমায়া দাসী নামীয় মহাল ৩৩১৲ জমা কালেক্টরীতে দিতে হয়। মূল্য আঃ ৫০০৲

(২)

২৩৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ ভূষণ ঘোষ সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৮, ৪৪১, ৪০৬, ৪০৮ খতিয়ানে ১/২।/০ জমীর উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

২৩৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৬৮৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কালী সেখ পাকুড়গাছে সাং বাহাদুরপুর পোঃ বেলপুকুর

ঐ থানায় পার-শস্তুনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২ খতিয়ানে ৭৫১ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

২৪০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭২॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বাহির সেখ সাং বাহাদুরপুর পোঃ বেলপুকুর

ঐ থানায় পার-শস্তুনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৭ খতিয়ানে -২-৬৬ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

২৪৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ৬২।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচিবিবি সাং টেংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানায় খাদিপাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫২—১৫৫ খতিয়ানে ৫-২০ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

২৪৪৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারীলাল চট্টোপাধ্যায় সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ কৃষ্ণনগর

ঐ থানায় পানিনালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২৮ খতিয়ানে -৮২শঃ জমীর ১/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

২৪৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৪৫৮/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ সাং শস্তুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

ঐ থানায় রুইপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৪৪।৪৭৬।৪৯০।১৭০।১৭।২৫৬ খতিয়ানে ২২/২৮৶০ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ৫০৲

(৮)

২৪৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকিরচাঁদ সেখ দিং সাং গোয়ালদহ পোঃ বাদকুল্লা

কোতোয়ালি থানায় মহিষনেংড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৫।১৫৬ খতিয়ানে ২৮২॥০ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

২৫৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৶৩

ডিঃ শীতল চন্দ্র মৈত্র দিং সাং গোবিন্দপুর

দেঃ এবাই সেখ দিং সাং ঐ পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ৭-৮৩ শঃ জমীর ১৪/১০ মোকরবী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

২৫০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭/০

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ জ্ঞানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫২ ও অধীনস্থ খতিয়ানের ১৮-৪১শঃ ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

২৫৯৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৭৶০

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ যাহারা বিবি, সাং খাজুরী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সিংহাটী গ্রামে ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ৪০৫ খতিয়ানে -৪৪ শঃ জমীর ১৪৶০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(১২)

২৬১১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৶৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং সাং ১১৩নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং চাপাই পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধিকাপুর গ্রামে ৯৭—১০২ খতিয়ানে ২-২ শঃ জমী ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

২৬ ২ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শশীভূষণ ঘোষ সাং চাপাই পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধিকাপুর গ্রামে ১ খতিয়ানে ২-৭ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৭৲

(১৪)

২৬৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৶০

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চাটার্জ্জি সাং মুড়াগাছা

দেঃ আবমানি বিবি দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় সিংহাটী গ্রামে ডিঃ অধীন ৭॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১০১ খতিয়ানে -১২ শঃ জমী ৮০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(১৫)

২৬৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২২০॥৶৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ যুগল ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১০।২৫১।৬৪০৯।৫৫১ ১১৭ খতিয়ানে ১৩/৪।৶০ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৬)

২৬৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কুঞ্জবিহারী ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১ খতিয়ানে ৮-৬৩ শতক জমী ১২৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

২৬৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পদ্ম ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২।৬৩।৬৪ খতিয়ানে ১৪॥০॥৶০ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

২৬৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২২॥৶৯

ডিঃ কৃষ্ণদুর্গাদাসী সাং গোকলমারী

দেঃ গগন সেখ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ৭১ খতিয়ানে ৩-৪৭ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

২৭১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৩॥৶৩

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মহলেম সেখ দিং সাং মায়াপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বল্লালদিঘী গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৬২ খতিয়ানে ১-৬৩ শতক জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

২৭৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৶০

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কালীধাম

দেঃ আহালত খাঁ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালী থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৪ খতিয়ানে ১-৪৩ শঃ জমী ৩॥/১৫ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(২১)

২৮০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৮৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ সাং বাগডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় পারমেদিয়া গ্রামে -৩৯ শঃ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

২৮০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য সাং বাহাদুরপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১০।৮৬৯ খতিয়ানে -৯১শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

২৮০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩.৮৴

ডিঃ ঐ

দেঃ অতুল্য ঘোষ হালসানা সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় মায়াকোল গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২ খতিয়ানে ১৫-২৯শঃ জমীর ৭৬৲ জমা দেঃ এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ৫০৲

(২৪)

২৮১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩।০

ডিঃ ঐ

দেঃ বমণ চন্দ্র সাং পানশীলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার পানশীলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৬৪ খতিয়ানে ৫২ শঃ জমীর ২৶৴৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭২৪ খতিয়ানে ৫৬ শঃ জমী ৩৶৴৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১১৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৭৴৯

ডিঃ নগেন্দ্রবালা দাসী মোং রাজসাহী

দেঃ রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে মহারাজা ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় অধীন ৪১২৭ খতিয়ানে ১২শঃ নিষ্কর জমি মায় দালান প্রাচীরসহ মূল্য আঃ ২৪০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অধীন ৪১৩৬ খতিয়ানে ৮শঃ জমীর ১।০ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(২৬)

২৮৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৭১৷৶৹৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ রামচন্দ্র ঘোষ দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার নলদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৫৩।৭৫৪ খতিয়ানে ২-২৬শঃ জমীর ৮৷৶৹৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

২৮৬৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৷৷৴০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ নিবারণচন্দ্র কুরী সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতোয়ালী থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ২৪৬৬ খতিয়ানে -০৪ শঃ জমী ২৷৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

২৮৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৷৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুমণি দাসী সাং হাটবোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ২৭৭৯ খতিয়ানে ২ ৫২শঃ জমী ৬৷৶৴৮ জমা মূল্য ৮০৲

(২৯)

২৮৬৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৭।৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ মুরারী মোহন ঘোষ দস্তুরী সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার নলদহ গ্রামে অন্নপূর্ণা দেবী দিং অধীন ৩২।৩৩।৩৪ খতিয়ানে ৪-০২ শঃ জমীর ১৲ জমা দেঃ ৷৹ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

২৮৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিধুভূষণ ঘোষ সাং জামরেডাঙ্গা পোঃ বাজালঙ্ঘি

চাপড়া থানার জামরেডাঙ্গা গ্রামে মন্মথ পালচৌধুরী দিং অধীন ১৫০৪ খতিয়ানে ৪৪শঃ জমীর ৫৷৶০ জমা দেঃ ৷৹ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

২৮৮১ খাংজারী ৩১ দাবী .৫৲৩

ডিঃ দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান

দেঃ কেদার গোপ সাং বলাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানার রাধাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১৬ খতিয়ানে -২৫শঃ জমীর ৬৶০ জমা মূল্য ৫৲

(৩২)

২৮৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৭।৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ মণ্ডল সাং রাজাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানার রাজাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৯ খতিয়ানে ৬-০৯শঃ জমীর ৩৮৷৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

২৮৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দগোপ সাং বলাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার রাজাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮০ খাতয়ানে ৭শঃ জমীর ১৲১০ জমা মূল্য ১০৲

(৩৪)

২৮৮৮ খাংজারি ৩১ দাবি ১১৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির কপালি সাং ঈশ্বরচন্দ্র-পুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রাজাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১ খতিয়ানে ৩ ২শঃ জমীর ১৫।৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৫)

২৮৮৯ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৭৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিহারী কপালি সাং রাজাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রাজপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৭ খতিয়ানে ১-৮৮শঃ জমীর ৫৷৴১৫ জমা দেঃ ৷৹ অংশ, মূল্য ৫৲

(৩৬)

২৯৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৲৷৶০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ রামচন্দ্র ঘোষ দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার নলদহ গ্রামে অতুল চন্দ্র ভাদুড়ী দিং অধীন ১৪৩।১৪৪ খতিয়ানে ২-২৬শঃ জমীর ২৸০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ক্ষৌণিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ৭১৫—৭২৫ খতিয়ানে ২০-৭৫শঃ জমীর ১০৲ জমা দেঃ ৷৹ অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে অন্নপূর্ণা দেবী দিং অধীন ৩২—৩৪ খতিয়ানের ৪-০২শঃ জমি ১৲ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য ৫৲

(৩৭)

২৯০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিশ্বনাথ বিশ্বাস দিং সাং বাবা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার বাবা গ্রামে বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ২৪ খতিয়ানে ২-৬২শঃ জমীর ৩৲ জমা দেঃ ।৴৬৷= অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে অন্নপূর্ণা দেবী দিং অধীন ৭।৬।৩৬।৩৭ খতিয়ানে ৬-০৮শঃ জমীর ৩৷০ জমা দেঃ ।৴৬৷= অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানার নলদহ গ্রামে ক্ষৌণিশ চন্দ্র রায় অধীন ২২৩ খতিয়ানে ৪-৭০শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ১০৲

(৩৮)

২৯৫৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১-১৷৴৬

ডিঃ নজিমুল্লা ওস্তাগার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পঞ্চানন সেন দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার নাহুড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৬ খতিয়ানে ২-৯২শঃ জমীর ৪৲ জমা মায় আম্র বৃক্ষাদিসহ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

২৯৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৸৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার নাহুড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৬ খতিয়ানে ২-৯২শঃ জমীর ৪৲ জমা মায় পুষ্করিণী,জলকর,বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

২৯৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১৶

ডিঃ কার্ত্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ঘোড়াইক্ষেত্র

দেঃ গোপীকাসুন্দরী দেবী সাং ঐ পোঃ দেবগ্রাম

কালিগঞ্জ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ খতিয়ানে -৫৪শঃ জমীর ১৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

২৯৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৫১৷৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০।১০২ খতিয়ানে ৩-৯৯শঃ জমীর ৯৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪২)

২৯৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

ঐ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র গ্রামে ঐ অধীন ২২৫।৮৯ খতিয়ানে ৪-৮৮শঃ জমীর ১০।৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৩)

৩০২৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১৷৶০

ডিঃ যামিনীকুমার বিশ্বাস সাং নাথপুর

দেঃ ফতেরণবিবি সাং নিকারীকুল-বেড়ে পোঃ হাঁসখালি

কোতয়ালি থানার বেড়াবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৯নং খতিয়ানে ৩-৪৫শঃ জমীর ৯৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

৩০৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭৷৴৬

ডিঃ পাচুমতি দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ ইনালি সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার পলাশী গ্রামে ডিঃ অধীন .০২ খতিয়ানে ৫-২২ শঃ জমীর ৯।৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

৩-৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১০১ খতিয়ানে ১-৬৬ শঃ জমীর ৩৷০ জমা মূল্য আঃ ১২৲

(৪৬)

৩০৫৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ উনহার মণ্ডল দিং সাং পলাশী পোঃ ঐ

নদীয়া কালেক্টরীর অধীন পলাশী গ্রামে ডিঃ অধীন ৯ খতিয়ানে ১-৮০শঃ জমীর ২৸৴০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৭)

৩১২১ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৫৸০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ক্ষেপাই সর্দ্দার সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ইটনা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৬—১১৬ খতিয়ানে ৩৮-১০শঃ জমীর ৪১৷৴৬ জমা :দুই মৌজার জমি একত্রে মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৮)

৩১৮১ থাংজারী ৩১ দাবী ৫১৮/৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ নিত্য ঘোষ চৌকিদার সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩-৮০শঃ জমীর ১৭৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

৩১৮২ থাংজারী ৩১ দাবী ২০।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রামনাথ ঘোষ সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় মায়াকোল গং গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১৯।৫৬৪ খতিয়ানে ৬/৩৷৴০ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

৩১৮৩ থাজারী ৩১ দাবী ৫৫/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হরি ঘোষ মণ্ডল সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পাবমেদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৮ ৪৮৫ খতিয়ানে ২-৫৭শঃ জমীর ১৫৷৴০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫১)

৩১৮৪ থাংজারী ৩১ দাবী ১৭৷৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ রামনাথ ঘোষ বাসকাটা সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১৩।৩১৪ খতিয়ানে ৪৮০॥৴০ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৫২)

৩১৮৫ থাংজারি ৩১ দাবী ১২৮/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিঘোষ মণ্ডল সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২৭।৩৬২।৫৭৩।৫৬৩ খতিয়ানে ৫-১৬শঃ জমীর ১৪৮৯ ও ১১৮৯ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৫৩)

৩১৮৬ থাংজারী ৩১ দাবী ১১৭।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হুজুর সেখ মণ্ডল সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩৭—৪৪৭ খতিয়ানে ১২-৩৭ শঃ জমীর ২১৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৪)

৩২১৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১২৮৶০

ডিঃ নিত্যকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ আবদুল রহিম মণ্ডল দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৷২৭ খতিয়ানে ৩-৯৭ শঃ জমীর ২০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

২৭২৬ মনিজারী ৩১ দাবী ২০৯৸৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং চন্দন নগর

দেঃ কামাখ্যা চরণ সেনগুপ্ত সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী দিং অধীন ৩৪৭৪ খতিয়ানে -২০ শতক নিষ্কর জমি দেঃ ৴৬ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৬)

২৮৯৩ মনিজারী ৩১ দাবী ১৫৬০॥৬

ডিঃ পাঁচুলাল নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী গ্রামে রাজনন্দিনী দেবী দিং অধীন ১৫৩ খতিয়ানে ৯/৩৸৶৫ জমীর ১৬৶৩ জমা মূল্য ১৫০০৲

(৫৭)

২৯৭০ মনিজারী ৩১ দাবী ১৭০৫৸৶০

ডিঃ হরিবক্স আগরওয়ালা দিং সাং তেহট্টামাড়া

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং চরদিয়াড় পোঃ দৌলতপুর

দৌলতপুর থানায় বানিয়াডোবা গ্রামে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী অধীন ৯১ খতিয়ানে ৭-১২শঃ জমীর ২১॥০ জমা মূল্য আঃ ২১৫৲

২। ঐ থানায় চর-জুনিয়াদহ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৩০৮।৩০৯ খতিয়ানের ৪-২৮শঃ জমি ৩০৶৯ জমা মূল্য ৩৫০৲

৩। ঐ থানায় চরহোগলবাড়িয়া গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৪॥৪॥৴ জমি ১১৸০ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ৪০০৲

(৫৮)

৩০১৯ মনিজারী ৩১ দাবী ২৪৸৴

ডিঃ তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ৩৫নং হালদার পাড়া রোড কলিকাতা

দেঃ ভোলা সেখ সাং কৃষ্ণনগর কলেজের হাতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পুরাতন কলেজের হাতা মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১১৩৮ খতিয়ানে ৴২॥ জমীর ৫৸০ জমা মূল্য ১৫৲

(৫৯)

২৮৯২ দেঃজারী ৩১ দাবী ১৫৪॥৴

ডিঃ করমান প্রামাণিক দিং সাং বোয়াইলদহ

দেঃ কফিলদ্দিন বেপারী সাং কাটস পোঃ কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া থানায় ঘোড়াই গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৯৩ খতিয়ানে ৫-৯৪শঃ জমীর ৩৬৲ জমা দেঃ ৸৴ অংশ মূল্য ১০০৲

(৬০)

৩০৪৫ দেঃজারী ৩১ দাবী ৬৬৫।১০

ডিঃ কান্তিচন্দ্র তরফদার সাং চুপী

দেঃ রাজেন্দ্র ঘোষ সাং এনায়েৎপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

কোতয়ালি থানায় এনায়েৎপুর গ্রামে রাজা শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অধীন ৫।৩ কাঠা জমি ৪॥৴ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং অধিন ৬০/ জমীর ২৫৲ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(৬১)

৩১৫৩ দেঃজারী ৩১ দাবী ৭২১৸০

ডিঃ বীণাপাণি দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ তমিজদ্দিন সেখ সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঘূর্ণী গ্রামে খতিয়ানে -৭শঃ জমী মায় ঘরবাড়ী সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০০৲

(৬২)

৫৭ দেঃজারী ৩১ দাবী ২৪০৸০

ডিঃ গোরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাণিকাহার

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ২৩৩ খতিয়ানে ১৯-৩২শঃ জমীর ২২।৴৪ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

৩৩২ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৭।০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ ক্ষেপাচাঁদ বিশ্বাস দিং সাং শিমুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কালেক্টরীর ১৬১ নং তৌজী ডিক্রীদার অধীন ১০৯ খতিয়ানে ১-৩৫ শঃ জমীর ৩৸৴৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

৪৩৫ থাংজারী ৩১ দাবী ২৪৪।৬

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

হাঁসখালি থানায় দত্তপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১৭ খতিয়ানে ২১-২৮ শঃ জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

৬৩৬ থাংজারী ৩১ দাবী ৮০।৶৬

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ কালাচাঁদ মণ্ডল সাং বাঙ্গালঝি পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৭ খতিয়ানে ৪৩/ ৴০ জমীর ৫৫৸৶৬॥ জমা দেঃ ১/৬ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৮০৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২০।৶৩

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ প্রিয়নাথ মুচি সাং নাইকুন্ডা পোঃ বাঙ্গালঝি

হাঁসখালি থানায় দত্তপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১২৩ খতিয়ানে -২০ শঃ জমীর ২/১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৮৩৮ থাংজারী ৩১ দাবী ৪২॥৶০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার

দেঃ ছোবান মণ্ডল সাং মাঝদিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘোষালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০ খতিয়ানে -৯৩ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৮৪০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩॥/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৮ খতিয়ানে ।৪/ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৮৪২ থাংজারী ৩১ দাবী ১২৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ চিকু মণ্ডল সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১২৭ খতিয়ানে ২-৪৩শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

৮৫৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৪-৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মহেন্দ্র সরদার দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০১ খতিয়ানের উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৮৬৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ করিম মণ্ডল দিং সাং বেলালী পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৬।১৩৭ খতিয়ানে ৪৮-০৭৯ শঃ জমীর ৫৫/.৮। জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(১০)

৮৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ যদু বিশ্বাস দিং সাং চন্দননগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৯ খতিয়ানে -৪৩ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৮৭২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সতীশচন্দ্র পাঠক সাং পার চন্দননগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পারচন্দন গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩।৪ খতিয়ানে ১-০৩ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৮৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কামাক্ষ্যা পাঠক সাং পার চন্দননগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শিবনিবাশ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯ খতিয়ানে ১-৮৭ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

৮৯৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকেন মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১ খতিয়ানে -৬৩ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৯০২ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৴/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাগল দফাদার দিং সাং সোনাগঞ্জ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় সোনাগঞ্জ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯ খতিয়ানে -৮৫ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

৯০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় টেংরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৫ খতিয়ানে ১০-৫২ শঃ জমীর ৯৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

৯৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মগবুল মণ্ডল সাং বাগবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বাগবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৩২।২৭।৫১ খতিয়ানে ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৯৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৷৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তারাপদ বিশ্বাস দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় গোপীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪ খতিয়ানে ১-৬৫ শঃ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৯৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৭৷৶৩

ডিঃ রাধারাণী দাসী সাং চাকদহ

দেঃ মজকর মণ্ডল দিং সাং গথুরাপোতা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৮৯।৫৯০।৬১৫ খতিয়ানে ২০-৯২শঃ জমী ৩৭৷৷/৯ জমা মূল্য আঃ।

(১৯)

৯৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৷৶৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রথমনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১৯ খতিয়ানে -৩৩ শতক জমী ৷৷১১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৯৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ৩২।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিবারণচন্দ্র দাস সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬১ খতিয়ানে -৪৭ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১০৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৩৷৷৶০

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং আড়ংঘাটা

দেঃ আবদুল গফুর মণ্ডল দিং সাং ময়ূরহাট পোঃ বাজালঝি

হাসখালী থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৪—৬৮ খতিয়ানে ৩৬-৬৬ শতক জমী ৫০৷/১৩ জমা দেঃ ৬/১৮৷৷২ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১০৭২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৷/৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শ্যামগোপাল ঘোষ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪১।১৪২।১৪৮।৭২৮ খতিয়ানে ২-৮৪ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য ২০৲

(২৩)

১০৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৪/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ তেঁতুল মণ্ডল দিং সাং ইটাবাড়িয়া পোঃ হাসখালি

হাসখালী থানায় চাকুরিয়া ও গোলামপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৬।৮৯ খতিয়ানে ১-৭৮ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১০৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মিট্টু সেখ সাং চাকুরিয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় চাকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩।৪৮।৫৩ খতিয়ানে ৩/১৷৷৶০ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১০৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪২৸/০

ডিঃ ঐ

দেঃ আচ্ছদ বিশ্বাস সাং বাগবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বাগবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৭।২৬৮ খতিয়ানে ১৪-৬৬ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

০৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৯৸০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আহাদ সেখ বেঙে সাং শিকড়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৫ খতিয়ানে ৭/৪৸ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১০৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৷৶৬

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মলিনাবালা দাসী সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৪।৩৯৬।৬৩৪। ১০৬৮ খতিয়ানে ৭-৩৫ শঃ জমী ১৪৷/৬ মূল্য আঃ ৭০৲

(২৮)

১০৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৮৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মজবালি বিশ্বাস সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮৩ খতিয়ানে ৩-১৯ শঃ জমী ৸৶৮ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৯)

১০৮৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৯৷৶৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ পাচু মল্লিক সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯২।৩১৫।২৮৭ খতিয়ানে ৪-১ শঃ জমী ১০৷৷/০ জমা মূল্য ১০৲

(৩০)

১০৯৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮/৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ তেঁতুল মণ্ডল দিং সাং ইটাবাড়িয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় চাকুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে -৪৪ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

১১০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৯৷৶০

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং হরিয়াপুর

দেঃ বিপ্রদাস ঘোষ দিং সাং ম্যাচপোতা পোঃ মেহেরপুর

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৫ খতিয়ানে ৭-০৮ শঃ জমী ২০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

১১১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৷৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ খোকাই মল্লিক সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০৭ খতিয়ানে -৭৪ শঃ জমী ১৷৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

১১২৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৷/৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইছু সেখ দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৭ খতিয়ানে ১-১৬শঃ জমীর ৸৶৮ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৩৪)

১১৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৫৷৷/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিলমণি সেখ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪৩।৩৪৭ খতিয়ানে ৬-৫১শঃ জমীর ১৫/৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৫)

১১৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৸/৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সেকন্দর বিশ্বাস দিং সাং ধনঞ্জয়পুর, পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩১—১৭১ খতিয়ানে ১৫-৯০শঃ জমীর ১৪,৪ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

১২১৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৬/৬

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মহেন্দ্রনাথ প্রামানিক সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে ডি অধীন ২১০ খতিয়ানে -৭১ শতক জমীর ৪৸০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

১২২২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৸/০

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা সাং গোয়াড়ী

দেঃ আব্দুলরহমান বিশ্বাস দিং সা ভৈরবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় তারিণীপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৫ খতিয়ানে ৫০-৭০শঃ জমীর ৫১৵/২ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

১২২৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৯৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ময়জদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং ভৈরবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় ভৈরবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫ ও অধীনস্থ খতিয়ানসহ ৭০-৫১ শঃ জমীর ১২১৲ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৯)

১২২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১১১৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছৈয়দালি বিশ্বাস সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৮৮ খতিয়ানে ৫-৬৯শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

১২২৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ মজেহার মণ্ডল সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২২ খতিয়ানে ১-৫৩শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১২৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৷০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফটিক সেখ পেয়াদা সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩১।৫৩২ খতিয়ানে -১৫শঃ জমীর ১৷/-৫ জমা মূল্য ৫৲

(৪২)

১২৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালিমুদ্দি বিবি দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬১ খতিয়ানে -৪৯শঃ জমীর ২৶৫ জমা মূল্য আঃ ১২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১৮/৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

১৩০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৮/৯

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ নজরালি মোল্লা সাং জয়পুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৩।৮১৩।৮২৪ খতিয়ানে ১৮-৩ শঃ জমীর ১৮/১৫ জমা

(৪৪)

১৩০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৸/৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর

দেঃ ললিতমোহন ব্রহ্ম সাং গুটিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৮৪৬ খতিয়ানে ১-৯১শঃ জমীর ৸১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

১৩০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ কেপাচাঁদ মণ্ডল দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৭ খতিয়ানে -০৮শঃ জমীর ৷০ জমা বায় ঘর ইত্যাদি মূল্য ১৫৲

(৪৬)

১৩১০ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ললিতমোহন ব্রহ্ম সাং গুটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮৪৭।৮৪৮ খতিয়ানে ৮শঃ জমীর ৸০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৩৭।৭৩৮ খতিয়ানের -১৩শঃ জমি ১৸০ জমা মূল্য ৩৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৮৯১।৮৯২ খতিয়ানের ১-৫০শঃ জমি ২৲ জমা মূল্য ২৲

(৪৭)

১৩১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ লক্ষ্মীকান্ত সমাদ্দার সাং গুটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৫।১৩৬ খতিয়ানে ১-৮২শঃ জমীর ৬৷/৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২ মেহেরপুর থানায় মাজপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬ খতিয়ানে ২ ৮২শঃ জমী

(৪৮)

১৩১২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৷/

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেপাচাঁদ মণ্ডল দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯৯ খতিয়ানে ১-১০শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১৩১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ইন্দুভূষণ ব্রহ্ম সাং গুটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭২ খতিয়ানে ১-৩০শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১

(৫০)

১৩৩০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৩৶০

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ নাথ সাং খাল বোয়ালিয়া

দেঃ সত্যবালা দাসী দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭১ খতিয়ানে ১-১৫ শঃ জমীর বায় ঘর দরজা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৫৬০ খতিয়ানে ১-৩৯ শঃ জমীর ৩৲ জমা বায় পাকাবাড়ী ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২০৲

(৫১)

১৩৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৲৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ পাল দিং সাং হাজরাপোতা

দেঃ ক্ষৌদা ঘোষ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

হাসখালি থানায় মামজোয়ানে গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২৪ খতিয়ানে ২৩ শঃ জমীর ১৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫

(৫২)

১৩৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৶৩

ঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় মোং কাঁঠালপোতা

দেঃ নিলমণি বিশ্বাস সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ফুলকলমী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১২১ খতিয়ানে ৪-৫১ শঃ জমীর মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

১৩৪৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৷৶৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ যুগল সেন শান্তিপুরে সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৫ ও রাজবংশের ২৫৩ খতিয়ানের ৬-৬৬ শঃ জমীর ১৪৸/৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৪)

১৪২২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৩৸৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আলিকা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯।১৩৫।২২৭।২২৮ খতিয়ানে ১২-৪৪ শঃ জমীর ২৮৸০ জমা মূল্য ৫০৲

(৫৫)

১৪২৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৷/

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়া-

দেঃ সন্তোষ পাড়ুই দিং সাং জলকর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জলকর মথুরাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪।৫৫ খতিয়ানে -৬৩ শঃ জমীর ২৸/ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫৬)

১৪৩০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৸/০

ডিঃ সত্যবালা বসু সাং নাথপুর

দেঃ হাকিম বিশ্বাস সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন

নিরথে জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(৫৭)

১৪৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৷/৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ডেকেন সেখ সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০৪ খতিয়ানে -২৫ শঃ জমীর ১০/০ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৫৮)

১৫৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩।৮৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছাবেদ গড়াই সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৯১৬।০।৬৩৮।৭১২।৯২০।৮৮১। ৮৯২।৮৮১ খতিয়ানে ৬-৪০ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৯)

১৪৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১০।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ বাবুজান গড়াই সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গাল

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫।৮৯৯।৫৫৭।৬৪৮।৬৭৫।৬৯৮। ৭৬৯।৭৯১।৮৬৫ খতিয়ানে ১৪৷৷০ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

১৪৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬২৷৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নবিছন বিবি সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২৩।৭৮০।৮০৪।৯২৮।৭২৬।৫০৬ ৮০৯।৫৮২।৯০৬ খতিয়ানে ২৭৬০৷৷৶০ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬১)

১৪৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৬।০

ডিঃ ঐ

দেঃ শিরিল গড়াই সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫০০।৭১০।৮২১ খতিয়ানে ৩৬২৷৶ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

(৬২)

১৪৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪১৷৷৶৩

ডিঃ

দেঃ নিশিদ্দি সেখ সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২১।৪৪৬।৫৬৭।৭৫৩ ৭৫৩ খতিয়ানে ৪৬১৶ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৩)

১৪৮৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আকবর সেখ সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৯৭৩।৬৮১।৮০০ খতিয়ানে ৩/১/০ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ৫৲

(৬৪)

১৫০১ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং মাটিয়া

দেঃ স্বার্থক সেখ দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৬ খতিয়ানে -৯০শঃ জমীর ২৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৫)

১৫০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ রাখাল দাস তরফদার সাং বারিয়াপুর

দেঃ গনেশ্বর ঘোষ দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২১।৩২২ খতিয়ানে ৩-২৪শঃ জমীর ৬৷০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৬)

১৫০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৬৶

ডিঃ ঐ

দেঃ চারুচন্দ্র মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৫ খতিয়ানে -৩৪শঃ জমীর ৩৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১৫০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ সাং ও পোঃ ঐ

ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৮ খতিয়ানে ১-২৮ শঃ জমীর ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৮)

১৫০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ অন্নদা প্রসাদ মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭০১ খতিয়ানে ২-১১শঃ জমীর ৫৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৯)

১৫১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং ক্ষাদমখোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪২—৩৪৫ খতিয়ানে ২-২৬শঃ জমীর ৬.৶৩ জমা মূল্য ১০৲

(৭০)

১৫৪৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪।৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আহাদি মণ্ডল দিং সাং ডাঙ্গাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে -৮২শঃ জমীর ১৶০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭১)

১৬৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৭০।৶৩

ডিঃ বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় সাং শিবনিবাস

দেঃ কুসুম কুমারী চৌধুরাণী সাং শিবনিবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনীবাস গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১৪৩ খতিয়ানে ৬-০৩শঃ জমীর ১০৲৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭২)

১৬৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনীবাস গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ৪-০২শঃ জমীর ৬৶৭ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৩)

১৭৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ১০০।৬

ডিঃ বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং ধর্ম্মদা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার কাঁচকুলি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৬০।২৬১—২৬৪ খতিয়ানে ৩৯৷৷০ জমা ও ৫/৫ সেস্ মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৪)

১০৩ মিশারী ৩১ দাবী ২৫৭।০

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রায়নগর

দেঃ নেকাজদ্দি সেখ দিং সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ম্যাচপোতা গ্রামে রাখালদাস তরফদার অধীন ৫৪৪ খতিয়ানে ৪৫-২৯ শঃ জমীর ৩৬৲১৭৷৷ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৯৭ খতিয়ানের ১-৩৩ শতক জমি ১১।০ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৭৪ খতিয়ানের -২৪ শতক জমি ১।১০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৭৫)

১২১২ মণিজারী ৩১ দাবী ২৬৫৷৷৶০

ডিঃ নগেন্দ্রগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ আমোদ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১।৪৩ খতিয়ানে ২ একর জমীর ৫৷৷০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭৬)

১২৭৭ মণিজারী ৩১ দাবী ১১৯৷৶০

ডিঃ মহম্মদ সিদ্দোক জোং হাসখালি

দেঃ আছিরদ্দিন মণ্ডল সাং ভয়রক্কইপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার ভয়রক্কইপুর গ্রামে কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় দিং অধীন ৯৫৭ খতিয়ানে ২-৭৯ শঃ জমীর ৫৶১০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে বসন্তকুমারী দেব্যা অধীন ১৬৯ খতিয়ানের জমি, ১৭৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানার মণ্ডলঘাটা গ্রামে ঐ অধীন ৪৩ খতিয়ানের জমি ৮৲১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭৭)

১৩২০ মনিজারী ৩১ দাবী ২৪১৬৶০

ডিঃ যতীশচন্দ্র মল্লীক সাং খোলঘাটা

দেঃ পুনলাল নাথ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার খোলঘাটা গ্রামে কেশবচন্দ্র দত্ত দিং অধীন ৪৭২ খতিয়ানে -৬৫ শঃ জমীর ৩৶০ জমা মায় পাকা কুঠারী খোঁয়াড় ইত্যাদি সহ দেঃ অর্দ্ধাংশের ১ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

৭

(৭৮)

১৫৮৩ মণিজারী ৩১ দাবী ৩১৯৷৶০

ডিঃ আশুতোষকুমার দত্ত জোং মাঝদিয়া

দেঃ মাফেজদ্দিন মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাঝদিয়া গ্রামে কেশবচন্দ্র দত্ত অধীন ১০৯ খতিয়ানে ১ ৪৫ শঃ জমীর ৪/৪ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৩৮ খতিয়ানের ৫-৩৪ শতক জমি ১৩৷৶৪ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৯)

১৫৯১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৩২৷৷০

ডিঃ হিরামতি দেবী সাং মুড়াগাছা

দেঃ এনামদ্দি মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার মুড়াগাছা গ্রামের মুসলমানপাড়ার বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ৭৭ খতিয়ানে -১৩ শঃ মধ্যে -৮ শঃ জমীর ২/০ মধ্যে ১৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মজলাল মীর দিং অধীন ৭৫ খতিয়ানে -১৩ শঃ মধ্যে -৫ শঃ জমীর ১।০ জমা মায় কাটাল বৃক্ষ খড়ুয়াঘর, দুয়ার, জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১৫৲

(৮০)

১৬৯৫ মণিজারী ৩১ দাবী ২৩৮৷৶০

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ আবদারী সেখ সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার হরনগর গ্রামে মুনিন্দ্রচন্দ্রপাল চৌধুরী অধীন ৩৬ খতিয়ানে ৩-৬০ শঃ জমীর ১৬৶ জমা মূল্য আঃ ৫৮৲

(অতঃপর ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Reg No C.4451

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার — বার্ষিক ৯৲ — ষাণ্মাসিক ৫৲ — ত্রৈমাসিক ২৸০ — মাসিক ১৲ — নগদ সংখ্যা /৫

প্রতি কলম ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অর্দ্ধ কলম ৩৷০ — সিকি কলম ২৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার — নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৩য়] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর — ২০শে মাঘ বুধবার ১৩৩৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজীর পত্র

গান্ধীজীর গত ৭ই ডিসেম্বর ভিলেনাভ হইতে এক পত্র লেখেন। স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত গান্ধীজীর যে শেষ কথাবার্ত্তা হয় তাহাতে তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মে যে, রক্ষাকবচ এবং সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা, কিম্বা কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েলের বক্তৃতা কোনটিও শেষ কথা নহে এবং "গোলটেবিল ওয়ার্কিং কমিটির যে সদস্য ইচ্ছা করিলে সংশোধনী প্রস্তাব অথবা উহাদের কোন একটির বিলোপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন, ইহা ছাড়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন।" তারপর ওয়ার্কিং কমিটীর সুপারিশগুলি সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিবেন।

স্যার স্যামুয়েলের সহিত আলোচনায় গান্ধীজীর মনে এই যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা ঠিক কি না তাহাই তিনি উক্ত পত্রে জানিতে চাহেন।

ভারত সচিবের সচিব

গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ১৬ই ডিসেম্বর লেখেন "ওয়ার্কিং কমিটীর কার্য্যকলাপ একটা মামুলি ধরণের কিছু হইবে না—সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট উহা সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করিবেন তাহাতে

পত্র

জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

ভারত সচিবের উত্তর

চাপাইয়ে ভীষণ যুদ্ধ

গান্ধীজীর প্রতি উক্তি

দিনাজপুরে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

লর্ড আরউইনের বক্তৃতা

আইন অমান্যে দণ্ডিত

সৌকৎ আলির উক্তি

দুঃসাহসিক ডাকতি

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

অন্যথা হইতে পারে না। নিয়মশৃঙ্খলার সাধারণ সীমার মধ্যে থাকিয়া কমিটির যে কোন সদস্য এমন যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন—যাহা তিনি প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, এবং যাহা দ্বারা বৈঠকের পরিকল্পনার পোষকতা হইতে পারে সংরক্ষণী রক্ষাকবচ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছি যে, অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিবেচনার পর আমরা যাহা আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করি তাহার সার বস্তু নির্ভর করে শাসন রচনার ধারার উপর। ওয়ার্কিং কমিটী যদি এমন প্রস্তাব করিতে পারেন যাহা আমরা পার্লামেণ্টে এক কথা বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিতে যে, অমুক অমুক বিষয় লোকের অধিক গ্রহণযোগ্য—তাহা হইলে অবশ্য আমরা কমিটীর অভিমত কার্য্যে পরিণত করিতে কোনই বেগ পাইব না। আমি মনে করি, আমাদের আলোচনার ফলে আপনার মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা ইহাতে সমর্থিত হইয়াছে। তবে ইহা আমি আমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করাই অধিক পছন্দ করিলাম।"

পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সীতা দেবী, দ্রৌপদী দেবী, কুন্তী দেবী, এবং আরও ৫ জন মহিলাকে পিকেটিং অভিযোগে ১০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৬মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। পিকেটিং সম্পর্কে শ্রীযুত গৌরগোপাল দাসের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং আরও ২৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

নানকিং হইতে শনিবারের তারের খবর হইতে জানা যায় যে, চীন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

রয়টারের সাংহাইস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, চাপাই রেলওয়ে উভয় পক্ষ যথাস্থানে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে গুলী ছুড়িতেছেন। নানকিং হইতে আরও অনেক চীনা সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্কাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ২১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) খামন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিমণি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅপদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক— শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন সেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাহ্মণগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৭৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে মন্দারে শ্রীমধুসূদন দর্শন ও পাপহারিণীতে স্নান করিবার উপলক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; ঐ মেলাতে বহু দেশের প্রায় লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। এ বৎসরও উক্ত মেলাতে ঐরূপ লোকের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত উৎসবোপলক্ষে এ বৎসর স্থানীয় পরম ভাগবত শ্রীপাদ মন্মথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ তথায় যাইয়া উক্ত মঠের স্থাপিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পীঠের সম্মুখে সুমধুর কণ্ঠে প্রায় ৮ ঘণ্টা কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ লীলা ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিয়া বহু লোকের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমধুসূদনের সম্মুখে আরতি ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরত্রিক দর্শনে ও কীর্ত্তন শ্রবণে উপস্থিত জনমণ্ডলী বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

মন্দারবাসী ভক্তগণের হরি-কীর্ত্তন শ্রবণে আর্ত্তি এবং আগ্রহ অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এতই প্রীত হইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তগণ তথায় যাইয়া কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠান করেন তজ্জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

গত ২৮শে পৌষ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নিবাম গ্রামে এক বিরাট সভায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বলেন,—"শ্রীভগবানেতে আমাদের ভক্তি বা ভালবাসার পিপাসা যখন প্রবল হয়, তখনই আমরা ভগবানের ভক্ত-সমীপে গমন করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাদিগকে বলেন যে, আমরা চেতন, আমাদের উপরে বর্ত্তমানে যে দুইটী উপাধি আমরা দেখিতেছি সে দুইটী আমরা নহি। আমরা মনে করিতে পারি, দেহ বা মন আমি, কিন্তু গীতা বলেন,—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥'

গীতা ৭।৪—৫

স্থূল সূক্ষ্ম দেহ তুমি নহ। তুমি কিন্তু চেতন জাতীয় বস্তু। তোমার ভালবাসার বস্তু চেতন।

পূর্ব্ব পক্ষ বলিতে পারেন "আমরা চেতন, আমরা চেতনকে ভালবাসি বা ভক্তি করি।" কিন্তু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, যে জিনিষকে আমরা ভালবাসি বা যে ভাল-বাসে উভয়েই জড়। জড় জড়কে কি করিয়া ভালবাসে তাহা সাধারণতঃ সকলেরই প্রশ্ন হইতে পারে।

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গপ্রভাবে যখন আমরা এই উপাধি প্রাপ্ত হই তখনই আমরা নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাই; তাই আমরা বিরূপগত বা উপাধিগত অভিমানেতে অভিভূত হই, তখনই আমরা উপাধিগত বস্তুকে ভালবাসি বা উপাধিগত ব্যক্তির কাছে ভালবাসার প্রার্থী হই। উপাধি যে আমরা নই তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

অহৈতুক কৃপাময় বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করিয়া জানান, "তুমি কার্ষ্ণ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াই বা কৃষ্ণকে ভালবাসাই তোমার একমাত্র স্বভাব।"

স্থূল জগতে আমরা দেখিতে পাই ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। বৃহৎ বস্তুর স্বভাবই ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করা। আকৃষ্ট এবং আকর্ষক উভয় সজাতীয় বস্তু বলিয়াই উভয়ের ধর্ম্মই নিত্য।

কার্ষ্ণের যখন কৃষ্ণবিস্মরণ হয় তখনই সে দৈবীমায়ার দ্বারা বা গুণমায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া গুণজাত অভিমান করে। অনিত্য অভিমানে অনিত্য বস্তুকে ভালবাসিতে গিয়া যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই অহৈতুকী ভক্তি অনুভবনীয় হয়।

শ্রীব্যাসদেব ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া যখন শান্তি অনুভব করিতে অসমর্থ হইলেন বা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই প্রকার অভিনয় করিয়াছিলেন সে সময় তিনি শ্রীনারদ গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহাকে সাদরে তাঁহার আশ্রমে বসাইয়া 'আমার শান্তি হইতেছে না কেন?' এই প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে শ্রীনারদ মহারাজ বলেন, 'আপনি যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে জগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনাই অধিক, কারণ আপনি যে সব যশোকীর্ত্তন করিয়াছেন সে সব সমল। সুতরাং ভগবানের অমল যশঃ কীর্ত্তিত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত শান্তিলাভের কোন উপায় নাই। তাই তিনি নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের অমল যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের অমল যশঃ প্রচুর পরিমাণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীনারদ মহারাজের উপদেশ প্রভাবে শ্রীব্যাসদেব সমাধিযোগে অনুভূত যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের আলোচ্য। তিনি বলেন;—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

শ্রীব্যাসদেবের বাক্য অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে বা অনর্থমুক্ত না হইলে হরিকথা আমরা বুঝিতে পারি না। কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা সমল বলিয়াই তিনি পুনঃ অমল কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অমল কথা শ্রবণ কীর্ত্তনই অহৈতুকী ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

(বিস্তৃত বিবরণ)

গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবার শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক প্রবর আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের অহৈতুকী কৃপায় দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধার কল্পে দাক্ষিণাত্যের রাজধানী মাদ্রাজ নগরে আজ একবৎসর কাল শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছেন। এই এক বৎসর কালের মধ্যে বিশেষ ঘটাসহকারে শ্রীমঠে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

———

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ নামসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞাক্রমে সকলে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হয়েন। তৎসঙ্গে গোপাল-পুরমস্থিত অনেক অধিবাসী সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছিলেন। যখন সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা রাস্তা অতিক্রম করিতে থাকে তখন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি এবং আকর্ষণী শক্তি-প্রভাবে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল এবং সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিল। তৎপরে বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

———

মঠস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়েন। মঠে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইতে থাকে। শুভলগ্নে শুভক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরাভ্যন্তরে শুভাগমন করতঃ মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন এবং এক ঘটাকাল স্বয়ং প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিতে থাকেন। পরে শাস্ত্রানুযায়ী যজ্ঞাদি ব্যাপার বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নানাবিধ উপচারে অর্চ্চন, আরাত্রিক প্রভৃতি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অপূর্ব্ব সজ্জায় বিভূষিত শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া জয়ধ্বনি করতঃ মহোল্লাস জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎকাল সেই দৃশ্য সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। কীর্ত্তনের উন্মাদনায় সকলেই ভাবাবেশে নৃত্য করিতে থাকেন।

অর্চ্চনাদি সুসম্পন্ন হইলে শ্রীল প্রভুপাদ মাওত্রে রোডস্থিত শ্রীশ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের ক্রীত জমিতে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলা পরে প্রভুপাদ অনুগমন করিলেন। পরে শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভু কীর্ত্তনদলসহ অগ্রসর হইতে থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, ব্রহ্মচারী বৃন্দ এবং ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে অনুগমন করিতে থাকেন। রাস্তা অতিক্রম করিতে থাকিলে মাদ্রাজ-দেশ বাসী বহু লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে থাকেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া ভক্তবৃন্দ এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ-ভাবে নামসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন শ্রীলপ্রভুপাদ জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ভিত্তিস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইলে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে ভক্তমণ্ডলী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগ, আরাত্রিক প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

পরদিবস বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া ২টা পর্য্যন্ত নিকটস্থ ময়দানে প্রায় ৭০০ সাত শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তাহারা বিচিত্র প্রসাদ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করত সানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

———

বৈকালে স্থানীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ শ্রীমঠে আগমন করিতে থাকেন। তাঁহা-দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীমঠের নিকটস্থ বিস্তীর্ণ ময়দানে পূর্ব্বেই একটী সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া পত্র এবং পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং যথাসময়ে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীলপ্রভুপাদের আজ্ঞাক্রমে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন সমাগত ভদ্রলোকগণ শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভাদর্শন করতঃ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

———

তৎপরে সকলে সভামণ্ডপে সমবেত হইলেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য—বহু সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সভামণ্ডপে আগমন করিলে সমাগত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তার পর শ্রীলপ্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত সুরে "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।" এই গান করেন। পরে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলীকে অভ্যর্থনাসূচক একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক বলিয়া সমবেত ভদ্র মহোদয়গণের নিকট পরিচয় করিয়া দেন।

———

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভাষায় তাঁহার দীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীর প্রতি তাঁহার বাণী জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষার সর্ব্বোত্তমত্ত্ব তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। জীবের প্রতি করুণা করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তভাব অঙ্গীকার করত জগতের জীবকে নিজ ভজন-মুদ্রা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহা কোন যুগে কোন অবতারের দ্বারা সাধিত হয় নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল রস জীবকে প্রদান করিয়া ঔদার্য্যলীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্তি পূর্ব্বে তাঁহার ভাষার দৈন্য এবং বক্তৃতা-শক্তির অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণের নিকট দীনতা প্রকাশ করেন।

———

বক্তৃতা সমাপ্তির পর জনৈক তামিল এ্যাড্ভোকেট ওজস্বিনী ভাষায় তামিল-জনগণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চমৎকারিতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে ভূতপূর্ব্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল সার শিবস্বামী আয়ার কে, টি, মহোদয় দাক্ষিণাত্যবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন পরমহংস মহারাজ তাঁহার দীনতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য নহে; পরন্তু তিনি যে ভাষা-বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা খুবই উচ্চস্তরের ভাষা। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী-দিগকে যে নূতন আলোক প্রদান করিলেন তজ্জন্য মাদ্রাজবাসী তাঁহার নিকট বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি শ্রীমঠের সেবকবৃন্দকে অনুরোধ করেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাটী যাহাতে ছাপা হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌঁছে তাহার যেন ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই বিষয়টি শুধু একবার পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবার নহে, বহুবার পাঠ এবং আলোচনা করিলে কিঞ্চিৎ বোধ-গম্য হইতে পারে। তিনি ইহা জনতামধ্যে প্রকাশ করেন।

———

তৎপর ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তন সমাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। তখন সমবেত ৫০০।৬০০ শত ভদ্রমহোদয়গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এইরূপ বিচিত্র এবং উপাদেয় প্রসাদাদি দাক্ষিণাত্য-বাসী আর কখনও আস্বাদন করেন নাই ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

সভাতে প্রায় ৫০০ পাঁচশত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট সজ্জনগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

সার পি, এস, শিবস্বামী আয়ার, কে, টি, কে. সি, আই, ই, সি, আই, ই,; মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল; শ্রীযুক্ত এ, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক; ডাঃ এস্, আর, ইউ, সোর ডি, এস্, সি, (লণ্ডন) ডেপুটি ডি, পি, আই; ডাঃ এম্, কেশব পাই; রাও বাহাদুর এবং টিউবারকুলোসিস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাইরেক্টার; ডাঃ বেঙ্কটরাও; অধ্যাপক পি, এন্, শ্রীনিবাসা-চারিয়ার, এম, এ; অধ্যাপক এন্ সুন্দরম্ আয়ার, এমএ,; অধ্যাপক এল, এন, গোবিন্দরাজন্, এমএ,; অধ্যাপক হরিপদ দাশাধিকারী, বি, এস্-সি,; অধ্যাপক যদুবর দাশাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল; কে, এস্, সর্ব্বোত্তম রাম, এম, এ; মিঃ ভি, দেশিকা-চারিয়ার, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল; দেওয়ান বাহাদুর এ, ভি, রামালিঙ্গম্ আয়ার, ভূতপূর্ব্ব চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার; রায় বাহাদুর টি, রতন মুদালিয়ার, বি-এ, পেন্সনপ্রাপ্ত রেভিনিউ বোর্ড অফিসার, মিঃ ইউ গণেশ করওয়া মাদ্রাজ হারবারের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার; দেওয়ান বাহাদুর কে, এ, গণপতি আয়ার, লোকেল সেল্ফ গভর্ণমেন্টের সহঃ সেক্রেটারী; মিঃ দেবরাজ আয়াঙ্গার মাদ্রাজ পুলিশের ট্র্যাফিক ইন্‌স্পেক্টর; রাও বাহাদুর এ বেঙ্কটরমণ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাপাটোয় চিত্ত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিকরঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ময়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা মূর কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভবসাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম বস্তুকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবাসী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচৈতন্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীরসবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ পরেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত স্বরূপ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগদানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনরহরিমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনভুঞা, চিত্রকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাজীব দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে বড় জগন্নাথ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-ক্যাম্পলাইন

৫নং গোপীবল্লভ ডাক্তার লেন, দিল্লী সিটি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভগবান্ ব্রহ্মচারী।

(৩১) স্বানন্দসেবাশ্রম পীঠ

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১৮০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৭ই ও ৮ই মাঘ পাথরঘাটা বাজারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ প্রভু মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অনেক কপট ব্যক্তি এই অঞ্চলে শ্রীভগবানের সেবার নামে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভক্তবেশ ছাড়িয়া বিরূপের ভোগবেশ ধারণ করিয়াছে। বহুবার বহুভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও ঐ ব্যক্তি বক্তা আখ্যায় অনেকেরই নিকট আখ্যাত হইতেছিল। আজ তাহার কপটতা ধরা পড়িয়াছে, বুদ্ধিমানের কথা দূরে থাকুক সাধারণ লোকগণও তাহার কপটতার কথা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের সরলতার কথা রাস্তা ঘাটে সর্ব্বত্রই উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ সহরের অনতিদূরস্থ জিনারাই গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। গ্রামস্থ ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'দক্ষ-যজ্ঞ' ব্যাখ্যা-কালে বলেন,—

"আমরা ইহ জগতে ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট লীলাকে সাধারণতঃ নশ্বর দেহধারী জীবের জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে এক করিয়া বসি এবং ভগবানের লীলাবিলাসকে জাগতিক নায়ক নায়িকার জড়ীয় লীলার সঙ্গে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করি; ভগবান্ কৃষ্ণ ইহ-জগত হইতে অপ্রকট হইলে পর আমরা ভাবি যে তাঁহার লীলাবিলাস সমস্তই লোপ হইয়া গেল, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ যে নিত্য বস্তু এবং তাঁহার লীলাবিলাসও যে নিত্য ইহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি না।

ইহজগতের মত ভগবানের নিত্য লীলায় জড়ীয় কালের ব্যবধান নাই। আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইলেও অর্থাৎ ইহ জগতে ভগবানের নিত্য লীলা আমরা জড় চক্ষে লক্ষ্য না করিলেও অন্যান্য অসংখ্য—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলার উদয় করায়। কৃষ্ণের লীলায় ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। সকল লীলা এককালে নিত্য প্রাকট্যের নামই নিত্য লীলা।

আমরা কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি লীলার নিত্য যুগপৎ প্রাকট্য বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিত্য কালই সঙ্ঘটিত হইতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্য লীলা উপলব্ধি হয় না বলিয়া আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য লীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। ভগবান্ তাঁহার লীলা-বিলাসাদির সহিত যেরূপ নিত্য কাল অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ গোলোকস্থ ভগবানের নিত্য বিহারস্থলী, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। কৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্য লীলা প্রকটিত হয়, অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরিকে ইহজগতে প্রকটিত না দেখিলেও বর্ত্তমান যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চারূপে, নামরূপে ও গ্রন্থরূপে প্রকটিত আছেন। আমরা জড়ীয় দর্শনে ভগবানের ও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা উপলব্ধি করিতে পারি না এবং অর্চ্চাবিগ্রহের, গ্রন্থ ভাগবতের এবং নাম প্রভুর চিন্ময়ত্ব আমাদের মায়িক দর্শনের অনুভবনীয় নয়।"

উপস্থিত শিক্ষিত ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লিখিত বিষয় শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

বিগত ২২শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির ১২শ সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রারম্ভে বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর পাঠক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য

যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন যে,—

"শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়া, সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপূজা-বিধি প্রদর্শন দ্বারা জীবমাত্রেরই গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীগুরু-প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভের যোগ্যতা পাওয়া যায় তাহাই প্রদর্শন করিলেন। তাহার প্রমাণ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও, ঈশ্বরপুরীপাদ ও কেশব ভারতী গোস্বামীকে, গুরুত্বে বরণ করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইলেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগদ্গুরুরূপে গুরুকরণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অধুনা যাহারা করণাপাটব দোষে আক্রান্ত হইয়া, সেই প্রকার জগদ্গুরুকে গুরুত্বে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন এবং নিজে নিজে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া সাধু হইতে চাহেন, অথবা শাস্ত্রাদিরও ধার না ধারিয়া স্বকপোলকল্পিত দেহ মনের ছাঁচে গঠিত একটা অবাস্তব ধারণাকে হরিভক্তি বলিয়া চালাইতে চাহেন তাহারাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পোষিত কল্পবৃক্ষের ছেদনায় ধাবিত পরশু।

এই কলিযুগে ভক্তিমার্গ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ধ্যানাদি কোটি কোটি কণ্টকে আবৃত এবং বিপথগামী ধর্ম্মপন্থীদিগের দ্বারা প্রায় সর্ব্বত্রই সেই সেই কণ্টক নিক্ষিপ্ত, সুতরাং এই বিদ্ধ সম্প্রদায়কে কণ্টক-নির্ম্মুক্ত করণার্থে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই ধরাধামে বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বিহার ক্ষেত্রে প্রকটিত হইয়াছেন। আজ আমরা বিশ্ববাসী যে যেখানেই আছি সেই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ সুশীতল বারিতে স্নাত হইলে করণাপাটবাদি দোষ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মে প্রবেশ অধিকারী হইতে পারি।

আলোচনা

(২)

যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে এক প্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অপ্রাকৃত রতিহারা ভক্তি লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির দর্শন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়। এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট ও জীবের অমঙ্গলসাধক, সুতরাং বিবেকিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র-চতুষ্টয়ের অন্যতম হিন্দিপাক্ষিক 'শ্রীভাগবত' দেশদেশের বহুসংখ্যক সজ্জনকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছেন জানিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীপত্রের সম্পাদক সুধীজনবরেণ্য বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যস্থ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীপরমহংস মঠ হইতে, আর শ্রীপত্র বৈষ্ণবগণের সঞ্চিত অন্যাভিলাষ কর্ম্ম যোগ জ্ঞানোত্থ কুজ্ঝটিকা বিদূরিত করিয়া অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতার্কের সুনির্ম্মল কিরণমালা চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিতেছেন, আবার দরিদ্রগণেরও সুবিধার নিমিত্ত শ্রীপত্রের বার্ষিক ভিক্ষা সডাক মাত্র ১॥০, সুতরাং 'শ্রীভাগবত' যে অচিরেই হিন্দিভাষাভিজ্ঞ আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বিষয় হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাংলা ও ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ জনগণ অনেকদিন যাবত 'গৌড়ীয়' 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'দি হার্ম্মনিষ্ট' পাঠে শুদ্ধভক্তির চরণে প্রপন্ন হইবার সুযোগ পাইতেছেন, এক্ষণে শ্রীভাগবত হিন্দিভাষাভিজ্ঞগণকে সেই সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই দিন আর বেশী দূরে নহে, যেদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারফলে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় সনাতনী ভাগবতী বাণী প্রচারিত হইয়া বিশ্বকে নিত্যকল্যাণ কৌমুদীতে স্নান করাইবেন।

হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ মহাশয় জড়নীতিবেত্তা পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ পাঠ করিয়া বিশেষ পরিশ্রমে 'শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'গোপী' তত্ত্বে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বহু গবেষণা করিয়াও প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিলেন না দেখিয়া আমরা দুঃখিত। সিংহ মহাশয় যদি আধ্যক্ষিক জ্ঞান পরিহার করিয়া কোন শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করত বৈধাসংকারে অধোক্ষজ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইত। কাম ও প্রেমের স্বরূপ তথা প্রেমের একমাত্র বিষয় প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেমের আশ্রয় শ্রীগোপীগণের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতেন। তিনি সশ্রদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেও এতৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন।

ধর্ম্মের গ্লানি

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ)

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং তজ্জন্য অধর্ম্মের প্রাবল্য উপস্থিত হয় তখনই তিনি এই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হ'ন। শ্রীভগবানের অবতার দ্বারা সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন এই তিনটী কার্য্য যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গ্লানি কি এবং কি জন্য উহা উপস্থিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই আলোচ্য।

জীবের নিত্য স্বভাবের বৃত্তির নাম ধর্ম্ম, জীবের নৈমিত্তিক স্বভাবের বৃত্তি অধর্ম্ম। জীবের আত্মার বৃত্তি ধর্ম্ম, আগন্তুক ঔপাধিক জড় দেহ ও মনের বৃত্তি অধর্ম্ম। জীবের নিত্য বৃত্তি ঔপাধিক ধর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইবার যোগ্য। যখন নিত্যবৃত্তি জড়ীয় দেহমনের অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। যে পরিমাণে ঔপাধিক অধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে সেই পরিমাণে নিত্যবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হয়। যখন ঔপাধিক অধর্ম্ম জীবের একমাত্র অনুশীলনীয় বৃত্তিরূপে গৃহীত হয় তখন অধর্ম্মের প্রাবল্যের পূর্ণতা সংঘটন হয় বলা যাইতে পারে।

অধর্ম্মের এইরূপ প্রাবল্য সংঘটিত হয় কেন? অধর্ম্মের উদ্ভবের মূল কারণ জীবকর্ত্তৃক তাহার চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহারের স্বাধীন ইচ্ছা। চেতন ধর্ম্মের অপব্যবহারের অর্থ এই যে, জীবের ক্ষুদ্র চেতন ভগবানের বৃহৎ চেতনের বিরোধী হইয়া নিজের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা রক্ষণের প্রয়াসী হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়। জীব চেতন, কিন্তু ক্ষুদ্র চেতন।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান বৃহৎ চেতন। জীব নিঃশক্তিক ক্ষুদ্র চেতন। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। জীব শক্তিমান তত্ত্ব নহে। ভগবান্ একমাত্র শক্তিমান তত্ত্ব। জীবশক্তি বস্তুতত্ত্ব। জীব যদিও চেতনবস্তু তথাপি তটস্থা ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাহার গঠনে অচেতনগ্রস্ত হইবার যোগ্যতা আছে, সুতরাং জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় প্রকার বৃত্তিরই উদয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

যখন জীব ভগবানের চেতন শক্তির বশ্যতা অস্বীকার করে তখন তাহার ক্ষুদ্র চেতন সত্যস্বরূপ ভগবানের দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। বহির্ম্মুখ জীবের ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই এইরূপ অজ্ঞানতা সাধিত হয়। ভগবানের যে শক্তিদ্বারা স্বরূপে চেতনধর্ম্ম বিশিষ্ট জীবের অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়, সেই দৈবী শক্তির শাস্ত্রীয় নাম মায়া। মায়া শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তদীয় মায়াশক্তি জীবের ক্ষুদ্র চেতনকে দুইটি মায়িক আবরণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই আবরণদ্বয়ের একটি মন এবং অপরটী স্থূল জড় দেহ। মায়াকবলিত জীব মায়াপ্রদত্ত জড়ীয় মন ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা মায়িক জগতে বিচরণের যোগ্য হয়।

ভগবান্ স্বরূপ বিস্মৃত জীবের মঙ্গলের জন্য তাহার স্বরূপের আবৃত নিত্য চেতনধর্ম্মের উদ্বোধনের উপায় সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপভ্রান্ত জীবকে বিমুখমোহিনী মায়া ভগবৎপ্রণীত সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে দেয় না। সাধুগণ মায়ার বাধা দূর করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় এই প্রপঞ্চে উদিত হয়েন।

সাধুগণ বদ্ধ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ সাধুগুরু-পরম্পরাক্রমে নিত্যকাল জগতে প্রচার করিতেছেন। মায়া-প্রতারিত জীব, সাধুগণকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের এই ভুবন-মঙ্গল প্রচারকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে বাধা প্রদান করে।

মায়ামুগ্ধ জীব শাস্ত্রের নানারূপ কদর্থ দ্বারা শাস্ত্রনিষিদ্ধাচার সমূহকেও শাস্ত্রীয় সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। যখন এই সমুদয় কারণে সনাতন ধর্ম্মের নামে প্রকাশ্যে অধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, অর্থাৎ অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্ম্মের প্রচারক সাধুগণ দুষ্কৃতিদিগের দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে নিগৃহীত হন তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগকে দুষ্কৃতিগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ সাধন এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীকৃষ্ণভজনাঞ্জলি বা জীবের বেদ

১। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মারূপে সর্ব্বাধারভূত, সর্ব্ব সুখের উৎস এবং যিনি জীবের অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে সমর্থ, হে আমার মন! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর।

যিনি পতিতোদ্ধারণ লীলায় কখনই শ্রান্ত হ'ন না, যাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মের ত্রিসীমায় দুঃখের প্রবেশাধিকার নাই, যিনি তোমাকে উপাসনা কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ, হে আমার মন! তুমি তাঁহারই উপাসনা কর, তিনিই তোমাকে তাঁহার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ ধামে নিশ্চয়ই নিত্যকাল স্থান দিবেন।

২। প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা আচ্ছন্ন জৈব বিবেক কখনও সেই পরমপুরুষকে ধারণা করিতে পারে না। জীবের ইন্দ্রিয়সমূহও তাঁহাকে তাহাদের ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত করিতে পারে না, অধোক্ষজত্বই তাহার কারণ। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দময়। তাঁহার দ্বিতীয় কেহ হইবে না, এখনও নাই এবং কোন কালেও ছিল না। তিনিই আমার ইহ-জীবনে এবং পর-জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার পরে জানিবার কিছুই নাই।

৩। তাঁহার হস্ত আছে আর উহা নাই এ প্রকার বলা অসম্ভব। ইহ-জগতে জীবগণ বা পর-জগতে দেবতাগণ তাঁহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারেন না। মানবের বা দেবগণের বাক্য, মেধা ও মন তাঁহাকে উদ্দেশ করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসে, একমাত্র তাঁহার কৃপাই তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শনের উপায়। তিনি অন্তর্যামীসূত্রে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিলেও তাহাদের কর্ম্মফল-লব্ধ সুখ-দুঃখের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। জৈব ধারণায় যে সাকারের অনুভূতি তিনি তদ্রূপ আকার-বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার আকার নাই তাহা নহে। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ শক্তিকে বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; সচ্চিদানন্দের তারল্যাবস্থাই তাঁহার ব্রহ্মত্ব, ঘনীভূতাবস্থাই ভগবত্ত্ব। বিশুদ্ধ পূর্ণানন্দের একমাত্র আধারভূত তাঁহাকেই আশ্রয় করি।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সংস্করণে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত-১৬ পেজ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ,—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী স্বাধ্যায়স্বরূপোদ্বোধনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-ধারা—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ম্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-তত্ত্ব—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার-বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজনপ্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলাপরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর- নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা আর সুষমা বাঁধাই রাজসংস্করণ

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত ... কমাত্র গ্রন্থ। ... জ্ঞান লাভ করিতে পারমার্থিক ... কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না ... পরম গুহ্য ধর্ম্মের এক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ ... প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি মন্থন করে ... উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত ... কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে ... বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ বার আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিন্যাসিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজনগণ প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এর সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই প্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপে একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সান্নিবেশিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। সাহিত্যরাজ্যাচেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ডাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, দ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অবশ্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহ... ... আনা।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ কর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে রবি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅবধূত নারায়ণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঋত্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীপদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিনাশন ব্রহ্মচারী

(১৭: শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীব দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুণনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) কাজলগোপাল পাট

কাটারাপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

১৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার { ২৮১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২১শে পৌষ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মন্দভাগ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জানকী বাবুর বাটীস্থ প্রকাণ্ড থিয়েটারের ষ্টেজ গৃহ লোকারণ্য হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামীজী বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মই আদরণীয়। শ্রীভগবানের মায়া দুরত্যয়া কিন্তু যিনি একমাত্র ভগবানেতে প্রপন্ন তিনিই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

আমরা অক্ষজ-জ্ঞানসাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি, কিন্তু যাহার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ তাঁহাকে জানিতে পারি না। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ভগবজ্-জ্ঞান দান করেন।

জাগতিক বস্তুতে আমাদের যে রতি তাহা পরিবর্ত্তনশীল। অধোক্ষজ বস্তুতে আমাদের যে ভক্তি তাহা ভিন্নজাতীয়। এই ভক্তিই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম-শব্দবাচ্য।

মুক্ত অবস্থায় আমরা ভগবানের দাস; বদ্ধাবস্থায় আমরা মায়ার দাস্য করি এবং আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস — এই কথা ভুলিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করি।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণ সমস্ত চেতনের মালিক। কৃষ্ণ এক, জীব বা কৃষ্ণদাস বহু। কৃষ্ণ বিভু, জীব অণু। কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তের বশ। কৃষ্ণ ঈশ, জীব বশ্য।

বৈষ্ণব ভগবানের বিকার স্বীকার করেন না। তাঁহারা শক্তির পরিণাম স্বীকার করেন। স্বরূপধর্ম্মে আমরা কৃষ্ণদাস, বিরূপধর্ম্মে আমরা স্ত্রী বা পুরুষ, ভারতবাসী, আরববাসী বা ইংলণ্ডবাসী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরূপধর্ম্মের কথা প্রচার করেন নাই। তিনি কোন বিশেষ জাতির অবলম্ব্য ধর্ম্মের কথা বলেন নাই। তিনি বিশ্বস্থ সমস্ত জীবের স্বরূপধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই যে, গৃহব্রত ব্যক্তিগণের কৃষ্ণভক্তি হইতে পারে না।

শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে আমাদের বদ্ধাভিমান দূর হয়।

গৃহব্রত ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া পশুধর্ম জীবন যাপন করে। তাহারা কুকুর, শূকর, উষ্ট্র প্রভৃতি অপেক্ষাও হীন। এই সমস্ত অধম ব্যক্তি পশু-ধর্ম্মে দীক্ষিত; উহারা পশুপতির ধর্ম্মের খোঁজ পায় না।

আত্মস্থ, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির নিকট হইতেই আত্মধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। হরিভক্তিহীনের মহদ্গুণ থাকিতে পারে না।

আত্মহত্যাস্থলী গৃহান্ধকূপ ত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়া হরিকে আশ্রয় করাই প্রহ্লাদের মতে সাধু কার্য্য। বনগমন শব্দে যে-স্থানে সাধুমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিবার সর্ব্ব প্রকার সুবিধা পাওয়া যায় সেইস্থানে গমন বুঝায়।

হরিবিমুখ হইয়া আমরা যে-কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি না কেন, তাহা আমাদিগকে উদ্বেগ হইতে মুহূর্ত্তমাত্রও রক্ষা করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আমরা ভাগবতধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা প্রকৃত স্বরূপ লাভ করিতে পারি।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির ১১শ সাপ্তাহিক অধিবেশনে বক্তা পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপনের পর বলেন,—পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি, দেশভক্তি, সমাজভক্তি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ভক্তি, লৌকিক বা কুল-গুরুভক্তি, শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কোন অংশ নহে, ইহা দেবীধামের মহামায়ার বাঁধন-করণের সুকঠিন রজ্জু মাত্র। কারণ, বিরজার পরপারে এমন কি ব্রহ্মলোকের অন্তর্ভাগে শান্তরতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্যের অর্দ্ধ রস পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে আড়াইটী রস মাত্র বিরাজিত থাকায়, তদুপরি মথুরা, দ্বারকা, গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে উন্নত উজ্জ্বল মাধুর্য্যরসনিধি শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মমকরন্দসুধা পানের আশা থাকে না। সুতরাং সেই গোবিন্দালিঙ্গিত বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাসগণ ব্যতীত আর কেহই শুদ্ধ ভক্তিমার্গের সন্ধান জানেন না বা জীবগণকে শুদ্ধাভক্তি লাভের উপায় বলিতে পারেন না। জাগতিক কোন ব্যক্তি যদি স্পর্দ্ধা করিয়া লৌকিক বা কুলগুরুর কাচ কাচিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে উদাসীন থাকিয়া জীবগণকে ভক্তিমার্গে লইয়া যাইতে চান, তাহা হইলে ঐ কোটি কণ্টক রুদ্ধ পথে চালিত হইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদি কণ্টকে বিদ্ধ হইবেন। বর্ত্তমানে ইহার প্রমাণ দুর্লভ নহে।

ইহার পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকে নববিধা ভক্তির কথা শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিসহ পাঠ করিয়া কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সেই যে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

রাস-পঞ্চাধ্যায়ে অধিকার

যথার্থ যুক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া উহা গ্রহণের সৎসাহস অত্যল্প সংখ্যক লোকেরই আছে। বিজিগীষোত্থ শুষ্ক-তর্ক নিষ্ঠা সাধারণের অস্থি-মজ্জায় এরূপ দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছে যে, তাঁহারা উহার সাহায্যে প্রকৃত মঙ্গলকর উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া অমঙ্গল বরণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না এবং প্রত্যেকেই মনে করেন যে, তিনি কোনও বিষয়ের প্রতি যে ধারণা পোষণ করেন তাহাই ঠিক। অবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার কি চমৎকার খেলা!

বিভিন্ন-শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করেন এবং প্রত্যেকেই মনে করেন তাঁহার বিচারই ঠিক। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকেও জগতের নানাবিধ গল্পের পুস্তকের অন্যতম মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতি প্রদর্শনার্থ জগতে আগমন করিয়াছিলেন; লম্পটগণ বলেন যে, জগদ্বাসীকে লাম্পট্যের আপাত মনোমোহকর সুখ-সন্ধানই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল; আবার যোগিগণ বলেন, 'যোগমার্গ ভিন্ন ভগবানকে পাইবার অন্য কোনও উপায় নাই'; শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টীই মুখ্যরূপে আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মায়াবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহাদের ন্যায় একজন মর্ত্ত্য জীবমাত্র মনে করেন। এই সকল ভ্রান্ত-মতবাদীদের সকল উক্তিই কৃষ্ণের সুদর্শনদ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে; অথচ তাঁহারা সুদর্শনের নিকট মস্তক অবনত করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন না। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

যাঁহারা 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' শব্দটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণাবলীর সমাবেশ সন্দর্শনে শঙ্কিত। তাই তাঁহারা ভ্রান্ত হন, নির্ব্বিকারের বিলাস প্রভৃতি চমৎকারময়ী কথায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা বিলাসের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ফল্গু-বৈরাগ্যের আবাহন দ্বারা মায়াবাদ আশ্রয় করে এবং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যকল্যাণপ্রদা কথা হইতে দূরে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবন্ত জনগণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে অজের অপ্রাকৃত জন্ম ও লীলার কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করেন এবং শ্রৌতপথে অব্যভিচারিণী ভক্তির আশ্রয়ে এই জন্মলীলাদি নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিয়া নিজেদের ও শ্রবণকারিগণের জন্ম সার্থক করেন।

নিজেদের ভোগে বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কায় যাহারা সর্ব্ব বিষয়ের একমাত্র মালিক শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সেই সকল প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্রহীন উৎকট নৈতিক ব্যক্তি রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একজন চরিত্রহীন মানব মাত্র মনে করে, কিন্তু যিনি একমাত্র ভোক্তৃত্ব-প্রদর্শন ও ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া একই সময়ে সকলের অভিলাষ পূরণ দ্বারা যে অতিমর্ত্ত্য লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ঐ সকল দুর্ভাগাজনগণের চিন্তার বিষয় হয় না। তাই তাহারা প্রেমময়ের অপ্রাকৃত লীলাকে জড় কামরূপে দর্শন করিয়া 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামময়ং জগৎ' ন্যায়ে নিজেদের কামুকতা জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রদর্শন করে।

অনধিকারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ বা শ্রবণদ্বারা কি প্রকার অসুবিধায় পতিত হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতে সহজেই অনুমেয়। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরম শ্রদ্ধাবান্ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট রাস পঞ্চাধ্যায় বর্ণন করিবার পরে বলিলেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"
—(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, সেই প্রকার যদি কেহ মূঢ়তাপ্রযুক্ত ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, তাহা হইলে সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অনুকরণ প্রবৃত্তির দাস। অতি কষ্টে স্থূল অনুকরণ হইতে বিরত হইলেও তাহা মানসিক অনুকরণের কবল হইতে সে আপনাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং জিতেন্দ্রিয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায় বা রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত পারকীয় লীলা আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনধিকারীর অমঙ্গল হইবে জানিয়াই আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বহিরঙ্গ সাধারণের সহিত নামসংকীর্ত্তন করিতে—রাস-পঞ্চাধ্যায়, গীতগোবিন্দ ও জগন্নাথ বল্লভ প্রভৃতি অপ্রাকৃত নাটকের গীতিসমূহ তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন না। শ্রীনামের কৃপা হইলে তাঁহার আভাসেই অজিতেন্দ্রিয়ত্ব দূর হইবে এবং শ্রীনামের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবেন। সেই সময় ঐ সকল অপ্রাকৃত কথা আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ মুক্তকুলশিরোমণির সহিত গম্ভীরার নির্জ্জন-প্রকোষ্ঠে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও রায় রামানন্দের অপ্রাকৃত কাব্য আলোচনা করিতেন। এই সকল বিষয় মুক্তকুলেরই আস্বাদ্য ও নিত্য আলোচ্য এবং এই সকল বিষয় আস্বাদনের যোগ্যতা লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি'র জন্য হস্ত-প্রসারণ বাতুলতা ব্যঞ্জক।

বর্ত্তমান যুগে কলির প্রভাবে সাধারণের রুচি কাম-কলুষলিপ্ত নাটক নভেলের দিকে প্রধাবিত। অধিকাংশ যুবক আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা না করিয়া অবসর সময়ে তাস-পাশাদি ক্রীড়ায়, বার-বণিতার সঙ্গীতশ্রবণে অথবা গোয়িদ্ বিষয়ের আলাপাদিতে মগ্ন। এমন কি, দুই এক স্থানে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ লাইব্রেরীতে একত্রিত হইয়া তাঁহাদের নৈশ জীবনের ভোগবাহাদুরী-প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দেশের লোকগণের এই প্রকার কামভোগ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া গোস্বামি-সন্তানাভিমানী এক শ্রেণীর ব্যক্তি তাহাদের নিকট রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বারবণিতার ন্যায় ঘণ্টাচুক্তিতে কার্য্যে নিযুক্ত হন। শাস্ত্র, ভাগবত পাঠদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের ফলে পাঠক ও শ্রোতার নিরয়-গমনের কথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, আর তদুপরি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠে কীদৃশ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করুন। এই শ্রেণীর ভাগবতব্যবসায়ী শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজেদের যে অহিত সাধন করিতেছেন তজ্জন্য আমরা যতটা দুঃখিত, তাঁহাদের দ্বারা নিরীহ সরলপ্রকৃতির—তথা সমগ্র বিশ্বের যে অহিত সাধিত হইতেছে তজ্জন্য আমরা তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক দুঃখিত। (ক্রমশঃ)

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

জীবতত্ত্ব

(৪)

জীব ও শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনপ্রসঙ্গে বলা যাইতেছে যে, তদুভয়ের একান্ত অভেদ অঙ্গীকৃত হইলে, একই কালে জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয় না।

জীব অজ্ঞান কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন, পরন্তু ঈশ্বরে অজ্ঞানের লেশমাত্র সম্পর্কও নাই, তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানময়; এতদুভয়ে যদি কিছুমাত্র ভেদ না থাকে, অর্থাৎ উভয়ে যদি একই বস্তু হয় তাহা হইলে একই সময়ে পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়কে অবলম্বন করিতে পারে না। একই বস্তুতে কালভেদে ধর্ম্মভেদ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু একই সময়ে তাহা অসম্ভব। জীব ও শ্রীভগবানে একই সময়ে এই ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব যে সময়ে অবিদ্যা-গ্রস্ত—পরমেশ্বর সে সময়ে বিদ্যাপরিসেবিত অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানময়; ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্ত্তমান। এই ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও জীবসত্তা পরমেশ্বরের সত্তাকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর বিভু বস্তু। পরমেশ্বরের সত্তার বহিষ্ঠ নহে বলিয়া জীবেশ্বরের অদ্বয়ত্বও সিদ্ধ, আবার পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির বহিষ্ঠ বলিয়া তদুভয়ের ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য।

জীবতত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভিক প্রবন্ধে জীব যে তটস্থশক্তি তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শক্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অংশত্বও সিদ্ধ। একই অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্ব তাঁহার সত্তার অভ্যন্তরে জীব ও প্রধানকে স্থান দিয়াও তদীয় স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির অভ্যন্তরে স্বরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্), স্বরূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা) এই চারিরূপে অবস্থান করেন।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, জীব যদি পরতত্ত্বের অংশই হয় তাহা হইলে জীবের বহিষ্ঠত্ব কি প্রকারে সম্ভব আর শ্রুতি-কথিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষা হইবে?

বহিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা যায় সূর্য্যমণ্ডলস্থিত সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে স্বরূপগত তেজকে রক্ষা করিয়াও মণ্ডলবহির্গত রশ্মি ও রশ্মি পরমাণুকে স্বীয় সত্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে তদ্রূপ ঈশ্বরও তদীয় স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির অভ্যন্তরে স্বরূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা) রক্ষা করিয়াও স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির বাহিরে (সত্তার বাহিরে নহে) জীব ও প্রধানকে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং অংশ হইলেও জীবের বহিষ্ঠ হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের গদ্যব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসমেত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত, শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্বোজ্জ্বল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দের নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে, দাম মাত্র ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-পাদ মহোদয় মহানকলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ-সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নূতনপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত : প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামচন্দ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কাগজে রোগের বিবরণ (বাধ্য এবং আমার) পাঠাইলে কিম্বা রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নেকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ৩০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবঙ্কিম কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৫৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ কোন্ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কালকাতা

বেঙ্গলের প্যাচ

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

রক্তঃ হলের ও বধার জন্য ৩ আঃ শিশুকে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, প্যাকেট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

ভক্তিবিবেকের সুকুমার নর্ম্মগাব !

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত

কাব্য অনবদ্য সুবাস মনির আদান !!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিবেক প্রাণমধুর কবিতাগুচ্ছ মধুর নিগেষব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পাবন্ন ও রসা উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির গোষ্ঠী প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেথডিষ্ট গীর্জ্জায় বোমা

ওয়াসিংটন হইতে প্রকাশ, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন যে, সাংহাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূত, সুচো'য় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইন বিদ্যালয়ের বাটী আক্রমণ এবং আমেরিকান মেথডিষ্ট চার্চ্চ ভবনের উপর গোলাবর্ষণের কথা জাপানের রাজদূতকে জানাইয়াছেন।

আবার বোমাপাতের ভীতি

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একরূপ শান্ত আছে বটে, তবে দীর রাজ্যের নবাবের এলাকায় গত ২৯শে জানুয়ারী অবস্থা সঙ্গীন দেখা গিয়াছিল। এই হেতু এই অঞ্চলে সরকার আকাশ হইতে বিমানযোগে ৩ হাজার নোটিশ ছড়াইয়া বিদ্রোহীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ৩ খানি গ্রাম হইতে লস্কররা আসিয়া বিরোধিতা করিয়াছিল, নোটিশ দ্বারা উঁহাদিগকে জানান হইয়াছিল যে, তাহারা যদি আইন মানিয়া না চলে তাহা হইলে তাহাদের গ্রামের উপর বোমা ফেলা হইবে।

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবস্থা বেশ ভাল দেখা যাইতেছে। আশা করা যায় যে, বিদ্রোহীরা অচিরে বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং বোমা ফেলিবার আর আবশ্যকতা হইবে না। আকাশ হইতে নোটিশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"তোমরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বৃটিশের ফৌজী ঘাটিগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছ এবং রাইফেলধারী প্রহরীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছ। তোমাদের এই সকল অকর্ম্মের জন্য সরকার তোমাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য তোমাদের গ্রামগুলির উপর বোমা ফেলিবের সঙ্কল্প করিতেছেন। গত ২৯শে জানুয়ারী রবিবার মধ্যাহ্নকাল হইতে বোমা পড়িতে আরম্ভ করিবে এবং যতদিন তোমাদের জীর্গা চাকদারায় আসিয়া পোলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ না করিতেছে, ততদিন একভাবে বোমা পড়িতে থাকিবে। তোমাদের সর্ত্ত পালনের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ আটক করিয়া রাখিবার জন্য তোমরা সঙ্গে লোক লইয়া আসিবে। তোমাদিগকে আরও সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তোমরা নায়েক ও তোরমাং উপত্যকার গ্রাম সকল হইতে তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবে।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

গাইবান্ধা হইতে প্রকাশ, পেশোয়ার দিবস সম্পর্কিত একটী শোভাযাত্রা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে থিয়েটার হল প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা দশভুজা দাসীর সভানেতৃত্বে একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী কর্ম্মকার, শ্রীযুত কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার, মিষ্টার ফজেলুর রহমান, মিষ্টার হাবিবর রহমান ও মিষ্টার খোদাবক্স সরকারকে সভাস্থল স্থান হইতে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত প্রফুল্লকমল গাঙ্গুলী, শ্রীযুত বদরী দাস সাহা, শ্রীযুত জগবন্ধু সাহা ও শ্রীযুত বৈদ্যনাথ সাহার প্রত্যেকের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দেড় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদিগকে রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কমন্স সভায় প্রশ্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মঙ্গলবারের অধিবেশনে কমন্স সভায় পার্লামেণ্টের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত তার পরীক্ষার প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে। শ্রীমতী মীরা বেন "হাওয়া লীগের" সেক্রেটারী এবং পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ টম উইলিয়মসের নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট কেন উহা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, মিঃ উইলিয়মস তাহার কারণ জানিতে চাহিবেন। মীরা বেনের এই তার করিবার খরচ কয়েক দিন পরে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই তারের যে অনুলিপি ডাকে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, তাহাও বিলম্বিত হয়।

চুচুড়ায় ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গুরুদে রামপুর হইতে ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময় সাতকড়ি বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী ঘরের বাহিরে আসিয়া বাহিরে একটা শব্দ শুনিতে পান এবং একবার অগ্রসর হইয়া দেখেন, একদল দস্যু দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ তখন চীৎকার করিয়া উঠেন এবং খিড়কী দিয়া পলাইবার চেষ্টা করেন। ইত্যবসরে দস্যুদল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সাতকড়ি বাবুর স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া লয়। তারপর টাকাকড়ি হস্তগত করিয়া দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করিয়াছে। এখনও কেহ ধরা পড়ে নাই।

আগরতলায় পাগলা হাতী

আগরতলা হইতে প্রকাশ, কিছুদিন হইল আগরতলার সন্নিকটে একটা বুনো হস্তী আসিয়াছে। হাতীটা রাত্রিকালে রাজার হাতীশালার নিকট আসিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছে। সহরের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া খণ্ডকুটা নষ্ট করিতেছে। শুনা যাইতেছে, পাগলা হাতীটা লোকজনও মারিয়া ফেলিতেছে। সে দিবস একটি গাড়োয়ানকে মারিয়া ফেলিয়াছে। হাতীটাকে ধরিবার চেষ্টা হইতেছে।

একটা নয়, আরও দুটো বুনো হাতী আরপুর এবং সোনামুড়া অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের লোক তো ভয়েই অস্থির তার উপর হাতীদুটা দুইটা লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। শুনা যাইতেছে লোকের দশহাজার টাকার সম্পত্তি হাতী দুইটি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, উৎকল কংগ্রেসের অধিনায়ক শ্রীযুত যদুমণি মঙ্গরাজ ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ প্রতিহারী ও মদনমোহন পট্টনায়ক এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কটক স্বরাজ আশ্রমের কার্য্য অশ্বত্থ গাছের তলায় চলিতেছে। পুলিস গত ২১শে জানুয়ারী তথায় হানা দিয়া ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীযুত গৌরাঙ্গচরণ দাস ও আর একজন স্বেচ্ছাসেবক লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠের জন্য গ্রেপ্তার হন। কটকে ১২ জায়গায় সভা হয়। ৪ জায়গায় লোকে গ্রেপ্তার হয়।

জলীদার শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ ঘোষ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত অটল বিহারী আচার্য্যের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী ২ বৎসরের সন্তান সহ সালেমপুর থানার জামালপুর গ্রামে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ও (২) ধারানুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

যুবসঙ্ঘের কর্ম্মী বলিয়া প্রকাশ, শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র ঘোষ নয়া সড়ক দিয়া যাইবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পেশোয়ার দিবস সম্পর্কে কটকে হরতাল পালিত হইয়াছিল।

শিশু বিবাহে বিপত্তি

কটক হইতে প্রকাশ, মিঃ এস, এল, মার্উড আই, সি, এস, শিশু-বিবাহ সংক্রান্ত আইন অনুসারে এক মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। বরের পিতা ৭৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং কন্যার পিতার ২৫ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। দণ্ডের উক্ত অর্থ উড়িষ্যার নারী মঙ্গল সমিতিতে প্রদান করিবার আদেশ হইয়াছে। এই জেলায় এইরূপ মামলা এই প্রথম।

বাঙ্গালার লাটের বক্তৃতা

গত সোমবার অপরাহ্ণকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় বাঙ্গালার লাট সার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন বর্ত্তমান অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া পরে মিনিটের অধিককাল বক্তৃতা করেন। মাননীয় লেডী জ্যাকসনও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

লাটের বক্তৃতা আরম্ভের প্রাক্কালে মিঃ জালালুদ্দীন হাসেমী বিবৃতি বিধিসঙ্গত কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দণ্ডায়মান হয়েন। সভাপতি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইতে আদেশ করেন।

লাট সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলে, মিঃ হাসেমী পুনরায় উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সভাপতি বলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, লাট বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইবার সময় মিঃ হাসেমী আপত্তি উত্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বর্ত্তমান বৈঠকের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেবলমাত্র লাটের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্যই সকলে সমবেত হইয়াছেন। উপরন্তু, লাট যখন ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করেন তখন সকলেরই উচিত মনোযোগপূর্ব্বক শান্তভাবে তাহা শ্রবণ করা।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের আত্মহত্যা

লাহোর ফোরমেন ক্রিশ্চিয়ান কলেজের সর্দ্দারীলাল নামক জনৈক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র বিষ পান করিয়া গত ১লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। মৃত ব্যক্তি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পত্রে লেখা আছে যে, পুলিস যেন তাহার পিতামাতাকে এই বিষয়ে উত্যক্ত না করে।

টেলি— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C.1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮২ তমসংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে মাঘ শনিবার ১৩৩৮, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

গান্ধীজীর দেহভার বৃদ্ধি

ভূমিকম্পে ২ হাজার নর-নারীর মৃত্যু

দেবতার আদেশে পুত্রহত্যা

বহু শত পল্লীবাসী অবরুদ্ধ

জেলা জজের উদ্যম

মালব্যজী বেনারসে

ব্রহ্মে নরহত্যার হিড়িক

বোম্বায়ে পিকেটিং

পুলিসের উপর বোমা

গুলীর আঘাতে দস্যু নিহত

ভিক্ষুর প্রতি মৃত্যুদণ্ড

নানা কথা

গান্ধীজীর দেহভার বৃদ্ধি

গত ৩রা জানুয়ারী যারবেদা জেলে যাইয়া শ্রীযুত দামোদর দাস কালিয়ানজী, অধ্যাপক ত্রিবেদী, শ্রীযুত বিঠল দাসের পত্নী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, গান্ধীজী বেশ ভাল আছেন এবং এই কয়দিনেই তাঁহার দেহের ওজন এক পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল আছে।

পুণা কৃষি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত শ্রীযুত ত্রিবেদী দামোদর দাস, বিঠল দাস, থ্যাকারদের পত্নী ও শ্রীযুক্তা বিদ্যাগ্রাম ঐ দিবস সকালে যারবেদা জেলে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সঙ্গে মধু প্রভৃতি উপহার লইয়া গিয়াছিলেন এবং গান্ধীজীর নামে লিখিত মীরা বেনের পত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

ভূমিকম্পে ২ হাজার নর-নারীর মৃত্যু

নিউ-ইয়র্ক হইতে প্রকাশ, হাভানার সংবাদপত্রে প্রকাশ, গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১॥০ টার সময় সান্টিয়াগো-ডি কিউবা নামক স্থানে ভূমিকম্পের ফলে ২ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। সহরটি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

পুলিসের উপর বোমা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, স্বদেশী বীমা কোম্পানীর খাজাঞ্চী ভাণ্ডার এবং উহার ম্যানেজারের বাটীতে গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিসের খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে বোমার উপদ্রব সম্পর্কেই এই খানাতল্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। খানাতল্লাসের পর পাঁচজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই পাঁচজন লোকের মধ্যে তিনজন ভাণ্ডারেরই লোক।

এক্ষণে যে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ন জন আহত সাব ইন্সপেক্টরের অঙ্গে বোমার টুকরা সংলগ্ন রহিয়াছে। উহাদিগের আহত স্থানে অস্ত্রোপচার হইবে। যে ছয়জন লোক আহত হইয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা এখন ভাল।

জেলা জজের উদ্যম

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, চুঁচুড়ার জেলা ও সেসন জজ মিঃ সুকুমার সেন আই, সি, এস কার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন ও ব্যারিষ্টারী শিক্ষা করিবার জন্য এক বৎসরের অবকাশ লইয়া লণ্ডন যাত্রা করিতেছেন।

বহু শত পল্লীবাসী অবরুদ্ধ

জম্মু হইতে প্রকাশ, প্রচার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইতেছেন, সংবাদ আসিয়াছে ভিম্বের তহশীলের খুরা গ্রামে বহু শত হিন্দু অবরুদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। মিঃ ভাণ্ডিন সৈন্যদল লইয়া গত ২রা ফেব্রুয়ারী চৌমুখ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তাহার কোটলি পঁহুছিবার সম্ভাবনা। নাউশেরা ভিম্বের ও গোলযোগের অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে নূতন সৈন্য পাঠান হইয়াছে।

মফঃস্বলে অরাজকতা চলিলেও পুঞ্চ সহর এখন নিরাপদ আছে। কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

মালব্যজী বেনারসে

বেনারস হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বেনারসে আসিয়াছেন। লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি এই প্রথম বেনারসে আসিলেন

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীহয়ানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনভিত্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী, সহকারী—শ্রীমদনদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাঘবজীব দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কুলমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাবলাগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৮২ তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ গত ৯ই মাঘ হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত চারি দিবস মেদিনীপুর জেলার অমর্শী গ্রামের শ্রীযুক্ত মুরারি-মোহন কর মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি বিশেষতঃ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুত ভূপতিনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিরত্ন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ প্রমুখ বহু অধ্যাপক এবং টোলের ছাত্রবর্গ স্বামীজী মহারাজের মুখে ভক্তিসিদ্ধান্ত সমন্বিত ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবদ্ভজনে সকলেরই তুল্যাধিকার এবং যে-কোন স্থানে থাকিয়া শুদ্ধভক্তচরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সদাচারে নিরপরাধী হইয়া শ্রীহরিভজনে সকলেরই সর্ব্ববিধ মঙ্গললাভের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠের তথা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই মাঘ বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দোরপরগণা অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পার্ব্বতীপুর-নিবাসী পতিতপাবনী হাই ইংলিশ স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ রায় প্রামাণিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রামাণিকের উৎসাহে ও ঐকান্তিক যত্নে তাঁহাদিগের দেবালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা মুখে গুরু ও গুরুব্রুব, গৃহস্থ ও গৃহমেধী, পরা ও অপরা বিদ্যার ভেদ কোথায় তাহা বহু সজ্জনবৃন্দকে বিশেষরূপে সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী দুই ঘণ্টাকাল মহারাজের শ্রীমুখে বিশুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী এই প্রদেশে এইরূপে চৈতন্যবাণী কীর্ত্তনদ্বারা বহু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্যদেবের অভয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ১০ই মাঘ রবিবার দিবস কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ভাটিজলকর গ্রাম নিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন।

পরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবতের কপিলদেবের উপাখ্যান হইতে দেবহূতি ও কপিলদেবের কথোপকথনের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলেন,—"আমরা ইহ-জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেক আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষ্য করি, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা একমাত্র অত্যাশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াও দেখি না। কথায় বলে 'জেগে ঘুমাবে যে তাকে তুলিবে কে' অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া আমরা যদি জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি না করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদেরই হইতে হইবে। আশ্চর্য্য বিষয়টী এই যে, অসংখ্য জীব প্রতিদিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং কর্ম্মচক্রে যথাযোগ্য যোনি লাভ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিতাপাদি যন্ত্রণা। নিষ্পিষ্ট হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভবসংসার পার হইয়া যদি কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা লাভ না করি তাহা হইলে জীবনধারণ বৃথা।

সাধারণতঃ নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ইন্ধন সংগ্রহের জন্য, স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালনের জন্য এবং ঐশ্বর্য্য-প্রমত্ত শ্রীমদে মত্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কতই না আয়াসসাধ্য কার্য্য করি, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যে দুর্লভ জন্মে ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করা যায়, সেই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া ভবসংসার চিরকালের তরে উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যকাল কৃষ্ণসেবায় রত নিত্যানন্দ লাভে যত্নবান্ না হই তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে।

আমরা ইহজগতে ভগবানের সেবা বাদ দিয়া যে কোন পাপ পুণ্যের কাজ করি না কেন তজ্জন্য আমাদিগকে পুণ্যজনিত স্বর্গসুখ ও পাপজনিত নরকদুঃখ ভোগ করিতে হয়। পাপপুণ্য উভয়ই ক্রমাম্বয়ে হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ-পুণ্য করিয়াছি এবং ইহজগতে যাহা করিতেছি তাহার ফল আমরা ভোগ করিতেছি এবং করিব। এই মুহূর্ত্ত হইতে পাপ পুণ্য সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার বিসর্জ্জন করিয়া হরিভজন করা কর্ত্তব্য। হরিসেবা ব্যতীত অন্য যে কোন কাজ করি না কেন প্রতি পদবিক্ষেপে চক্রবৃদ্ধি নিয়মানুসারে অসংখ্য ঋণে ঋণী হই। অনন্তকাল স্বর্গ-নরক ভোগ করিব। একমাত্র হরিভজন করিলে সমস্ত ঋণ ও পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গণেশরপুর গ্রামনিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ দাসাধিকারী মহাশয় বিগত ২৪শে পৌষ (১৩৩৮) শনিবার দিবস চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে তাঁহার স্বধামগত পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীভাগবতজনানন্দমঠের রক্ষক শ্রীগৌরনন্দদাস ব্রজবাসী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিধানানুসারে একাদশাহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ঐ উপলক্ষে গত ২৭শে পৌষ মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে প্রায় ৪ শত । প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বিশেষ শ্রীভগবানদাস ব্রজ-বাসীর সেবাসৌকর্য্যে সকলেই মহা আনন্দিত হইয়াছেন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার ২৮৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই মাঘ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমরশী গ্রামে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল শাস্ত্র-যুক্তিমূলে সঙ্কলনচিন্তাকর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি অপধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজ নিজ কপটতা বুঝিতে পারিয়াছে এবং পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বক্তৃপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ছাপরা সহরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকল্পে সপ্তাহকাল অব-স্থান করিয়া সিউয়ানে শুভবিজয় করেন। ছাপরা নগরীর শিক্ষিত জনমণ্ডলী স্বামীজির শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের "নিগম-কল্পতরু" "ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতব" "জন্মা-দ্যস্য যতঃ" এই শ্লোকত্রয়ের অতি রমণীয় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 'গৌড়ীয় মঠের' শুদ্ধ ভক্তির প্রচার-প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া স্বামী-জীর উদ্দিষ্ট সেবাকল্পে নানা প্রকারে সহানু-ভূতি প্রদর্শন করেন। সিউয়ান সহরের প্রধান মুন্সেফ বিদ্যানুরাগী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি এল, মহোদয় স্বামীজির বিচারপূর্ণ সুযৌক্তিক ভাগবত-প্রসঙ্গ শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রচারাদিকল্পে স্বামীজি মহারাজের সহায়তা করেন। স্থানীয় এস, ডি, ও, ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য মুন্সেফগণ এবং বার লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ প্রভৃতি বিদ্বৎমণ্ডলী সকলেই গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিমূলে বিশুদ্ধ চৈতন্যবাণী শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হন ও সন্তোষ লাভ করেন।

গত ২২শে পৌষ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহা-রাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মন্দভাগ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় গ্রামের সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী বলেন,—"আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অনেকে অনেক রকম উত্তর দেন; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। ধর্ম্ম এক, কিন্তু সম্প্রদায় অনেক।

আমরা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার নিকট হইতে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। মহা-জনগণ যে পথে গিয়াছেন, তাহাই অব-লম্বনীয়। মহাজনদের ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সা নাই।

কায়ানাশে কারণ নাশ হয় না। কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। আমাদের দুঃখের কারণ নাশ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই সর্ব্বদুঃখ নাশ হয়।

তপস্যার ফলে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে উদিত হন। শ্রীভগবানই মূল মহাজন, তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, এইরূপে গুরুপরম্পরায় ভাগবত ধর্ম্ম আমাদের নিকট আসিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু না করায় জগৎ দুঃখী ।

পূর্ণ বস্তু ভগবান্ নিজেকে পূর্ণ ভাবে দান করিতে পারেন না, কারণ, তিনি ভক্তের নিকট বাঁধা। কিন্তু ভক্ত ভগ-বানকে পূর্ণ ভাবে দান করিতে পারেন।

অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবানকে যিনি দান করিতে পারেন তিনিই মহাজন।

ভক্ত যে বস্তু দান করেন তাহার সেবা সকলে সমান ভাবে সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মায়িক বস্তুতে সেরূপ হয় না।

আমরা ইহ-জগতে যে সব বস্তু আশ্রয় করিতে চাই, তাহারা আমাদিগকে প্রকৃত আশ্রয় দান করিতে পারে না। কিন্তু সকল আশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণেতে আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেবা করিলে কাহারও বিনাশ হয় না। 'আশ্রয় লইয়া যেবে ভজে কৃষ্ণ নাহি তারে আর সব মনে অকারণ।'

টাকা খরচ করিয়া অনেকে বাহ্যিক মন্দির প্রস্তুত করাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেহই যে হরিমন্দির, শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সে-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন এবং আমরা যে আত্ম-বস্তু তাহা বুঝাইয়া আমাদের মঙ্গল সাধন করেন।

বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। নিসর্গ বা তাৎকালিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম স্বভাবের স্থলে বসিয়া আমাদিগকে স্ত্রী পুরুষ, হিন্দু, খৃষ্টান অভিমান করায়; কিন্তু, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

ভগবানই আমাদের নিজ জন এবং তিনিই মালিক এই কথা বুঝাইয়া আমাদের প্রাকৃত অভিমান দূর করাইবার জন্য মহাজনগণ আমাদের নিকট উদিত হন।

ক্ষয়িষ্ণু ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ হইবার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী এবং ঐশ্বর্য্যলোলুপ যোগী নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে অসমর্থ। নিত্য ধর্ম্মে—ভাগবত ধর্ম্মে—জৈব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিই নিত্য মঙ্গল লাভ করেন।

বৈষ্ণবগণ সকলের হৃদয়ে ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করেন। আত্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সকলকে সম দর্শন করেন। কারণ, সর্ব্বত্রই তাঁহার ভগবদ্দর্শন স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

ভগবানের দাস হও

সংসারে থাকছ কিন্তু সংসারকেই চরম মনে ক'রে অথবা তুমিই সমস্ত বস্তুর কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে ক'রে জড়িয়ে প'ড়ো না। এই স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক রাখতে হবে যে, আমি দাস—সেবক, সংসারে আমার ব'লে যা কিছু মনে করি বাস্তবিক তা'তো আমার নয়। যদি তাই হ'ত তা' হ'লে এই দেহ অবসানেও সে সকল আমার সঙ্গে যেত, তা'তো যায় না। সকলই শ্রীভগবানের দান—গচ্ছিত বস্তু শুধু রক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার আমার। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বিষয়, সম্পত্তি, গৃহ, দ্বার এ সমস্তই ভগবানের, আমি শুধু তার অভিভাবকত্বে নিয়োজিত। আমি যে ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করেছি বা করছি সে তো শুধু আমার আত্মসুখভোগের জন্য নয়, নিজের শরীর ধারণ ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য যা কিছু বাস্তবিক দরকার প্রসাদ স্বরূপ তাহাই মাত্র গ্রহণ করব তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট অংশে আমার অধিকার নাই দেশের সেবা জাতি ও সমাজের সেবায়, তথাকথিত দরিদ্রের সেবায় তা নিয়োগ করলে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাতে আত্যন্তিক কল্যাণ সাধিত হবে না; কারণ আমরা প্রত্যহই দেখ্‌তে পাই যে, শত সহস্র ব্যক্তি এই সকল অসুবিধা দূরীকরণে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, কিন্তু দূর হওয়া তো দূরের কথা ঐ সকল আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও নূতন নূতন অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।

অতএব সংসারে যাবতীয় সংকল্প, ভাবনা চিন্তা, বাক্য, কার্য্য সমস্ত বস্তুর অন্তরে বাহিরে ভগবানের অধিষ্ঠান অনুভব ক'রে তাঁরই তৃপ্তি ও প্রীতির জন্য সমস্তই তাঁকে নিবেদন করতে এবং একমাত্র এই উপায়েই উপরিউক্ত সকল অসুবিধা দূর হবে ও জীবমাত্রেরই আত্যন্তিক মঙ্গল সাধিত হবে। দৈনন্দিন সংসারের কুটীনাটী—সুখ-সুবিধা নিয়েই থাকতে হবে না; মূল কথা, দৃষ্টি যেন অনুক্ষণ ভগবানেতেই থাকে; ভগবৎ স্মৃতি হারিয়ে নিজেই কর্ত্তা সেজে না বসি, কেবল আমার নিজের বা নিজ পরিবারবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভাবি। নিজের কিংবা নিজের দেশ মনে ক'রে তা'র কল্যাণের নামে অকল্যাণে নিযুক্ত না হই। শ্রীভগবান্ বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অন্তরে বাহিরে অনুস্যূত—পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন—এই স্মৃতিই দৃঢ় রূপে হৃদয়ে জাগরূক রাখতে হবে, তা' হ'লেই প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া যাবে এবং গৃহস্থ-জীবনেও উত্তম জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার লেখক

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ)

শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রিকার লেখকগণের সেবার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীপত্রিকার লেখকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত সনাতন কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের সহজ প্রচারের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। নিজে আচরণ না করিলে ধর্ম্ম প্রচারের যোগ্যতা লাভ হয় না। শ্রীপত্রিকার লেখকগণ সদ্গুরুর আনুগত্যময় জীবন যাপন দ্বারা শ্রীপত্রিকার সেবায় যোগ্যতা লাভ করিয়া নিজেদের এবং যাবতীয় জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বোত্তম সেবা সংকল্পের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কলিযুগের একমাত্র আচরণীয় পারমার্থিক ধর্ম্ম।

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজনের প্রচেষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠ সেবা আর নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও উহা বস্তুতঃ প্রতিপালিত না হইতেও পারে। অর্থাৎ যদি শ্রীনদীয়াপ্রকাশের লেখক তাঁহার লেখনীর মুখে এক প্রকার এবং আচরণে অন্যরূপ বিচার সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার লেখাদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত নিষ্কপট আত্মধর্ম্মের যাজন হইবে কি?

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের লেখকগণের মধ্যে কি সকলেই সিদ্ধ মহাত্মা?

যদি কোন সাধকাভিমানী ব্যক্তি কিংবা অনর্থযুক্ত বদ্ধ জীব লেখকগণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধ রচনাদ্বারাও কি শুদ্ধ ধর্ম্মের সুষ্ঠু প্রচার সম্ভব হইবে?

প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রিকায় যে সমুদয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সাধক কিংবা বদ্ধ জীবের পক্ষে পারমার্থিক প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ঐরূপ চেষ্টার অভিনয় অনেক সময়েই পারমার্থিকতার আবরণে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের লেখকগণের একটি বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক, লেখকগণের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

হায়! হায়! পোড়া কপাল আমাদের! আমাদের এখনও সংসার-ভোগ করবার আশা মিট্‌লো না। জেলখাটাটাই ভাল লাগ্‌লো। কোনও মহাজন আমাকে এই জেল থেকে মুক্তি প্রদান ক'রে দিতে চাইলেও হতভাগা আমি তাঁর অত বড় দয়াটা গ্রহণ করলাম না। এই অনিত্য ভোগটাকেই বহুমানন করলাম। মরে

কোন প্রবন্ধ সম্পাদককর্ত্তৃক গৃহীত হইলে উক্ত প্রবন্ধের লেখক যদি বিচার করেন যে ভগবান্ তাঁহার সেবা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ বিচার কি সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইবে?

শ্রীপত্রিকার সম্পাদন ভার যদি পারমার্থিকের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে সম্পাদক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ সদাচারবর্জ্জিত জড়প্রতিষ্ঠাকামীর লেখনী-প্রসূত হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে অনির্ব্বাচিত প্রবন্ধসমূহের লেখকগণের প্রতি সম্পাদকের অহৈতুকী কৃপাই প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহারা জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী তাহারা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয় উপলব্ধি কিংবা প্রচার করিতে অযোগ্য। তবে যদি লেখক নিজেকে সম্পাদক অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করেন, তিনি বলিবেন যে, সম্পাদক তাঁহার নিজের অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির রচিত প্রবন্ধ গ্রহণ না করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার নিজেরই অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে।

সুতরাং নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক লেখক ও পাঠক কেহই নিজে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, পারমার্থিক পত্রিকার-সম্পাদন, প্রবন্ধ রচনা কিংবা পাঠরূপ ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্পাদক, লেখক ও পাঠকের এই সমুদয় ত্রুটির সম্ভাবনা সত্ত্বেও শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবাদর্শ যে সর্ব্বোত্তম তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণের কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সেবকসঙ্ঘ পরমহংস ঠাকুরের সেবার অঙ্গীভূত, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহাদের শ্রীচরণে এই অধমের একমাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমুদয় ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া শ্রদ্ধাহীনকে তাঁহাদের নিষ্কপট সেবা প্রদান করুন।

যাবো তবুও ডাক্তারের ওষুধ খাব না, ডাক্তারের কথা শুন্‌বো না, আমাদের পাকা ফোড়া আমরা কাট্‌তে দেবো না—এ যে রোগীর শেষ অবস্থার কথা—নিজের গলায় নিজে ছুরি লাগাবার মত কথা, কই সে কথাতো আমাদের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না! সব সময়ই ভাব্‌ছি 'আমি ওস্তাদ, আমি পণ্ডিত, আমি শিক্ষক, আমি ধনী, আমি সুখী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী।' এইরূপে ভুল বক্‌তে বক্‌তেই একদিন দাঁত্ ছেড়ে যাবে—জীবনলীলা সমাপ্ত হবে।

পঙ্ক দিয়ে গায়ের পঙ্ক ঘুচানো যায় না। পরিষ্কার জল ব্যবহার করতে হয়, তবে গায়ের ময়লা ধুতে পারা যায়। সেইরূপ সাধুসঙ্গ ছেড়ে সর্ব্বক্ষণ মায়ার চিন্তায়, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের বা বন্ধুবান্ধবের চিন্তা করলে মায়াপিশাচী দূর হবে না—ভোগপিপাসা যাবে না। রসগোল্লার স্বাদ না পেলে পচা গুড় ছাড়া যেতে পারে না।

তবে এর হাত থেকে নিজকে বাঁচাবার উপায় কি? উপায় হচ্ছে অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ করা। তাই শাস্ত্র বলেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেই সাধুসঙ্গ করতে হবে। সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্রযুক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের হৃদ্‌গ্রন্থি ছিন্ন করে কুবাসনা দূর ক'রে দেবেন। তখন আমরা বিষয়বাসনারহিত হ'য়ে জাগ্রত হবো, গুরুসেবা করবার যোগ্যতা লাভ ক'রে ধন্য হবো। তাই বলি ভাই-সকল গৌরবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-সুযোগ পেয়েও তাঁর সেবা ছেড়ে দিয়ে অমঙ্গলের পথে যেও না? অন্য কথায় কি প্রয়োজন। যা থাক্‌বে না, দুদিন পরে চলে যাবে সেই সব সাংসারিক অনিত্য বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে যা থাক্‌বে, তার জন্য একটু চিন্তা করুন না কেন? এত কষ্ট ক'রে যে সংসার পাতাচ্ছি, নোটীশ এলে আমাদের যা কিছু সব ছেড়ে যেতে হবে; এতে কিছু সুবিধা হবার উপায় নাই। এমন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মটা বোকামী বা শয়তানী করবার জন্য হয় নাই। এ জন্মের কৃত্যই হচ্ছে ভগবানের সেবা। তাই আপনাদের পায়ে ধরে বল্‌ছি—আজ আমায় কিছু ভিক্ষা দিন। আপনারা জড় অভিমান ছেড়ে চৈতন্যচরণে আসক্ত হউন ইহাই দীনের ভিক্ষা।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবদ্ধ। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৩৭৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদ সহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাম্বররূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নিষ্কাসিনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবাবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব; কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে জোড়া রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র

একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ [illegible] আনা মাত্র।

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভক্তিবিষয়ী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। [illegible] সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভক্তি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্নিবেশ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নব[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাতবিরাজনাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লাহোর)। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সংকলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে [illegible] নানাবিধ বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেহালার পাঁচ

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত গবিন্দ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবঙ্কিম কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাঁশিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বৈষ্ণব সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসকর্মী অরবিন্দ চক্রবর্ত্তি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অরবিন্দের এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা অরবিন্দের বাটীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছিল, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যাইতেছে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভূপেন্দ্রনাথ দাস অরবিন্দের সহিত একই স্থানে অবস্থান করিত। তাঁহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরে তাহার উপর সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্স অনুসারে নোটীশ জারি হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের পঞ্চম ডিক্টেটর শ্রীমতী মৃণালিনী সরকারের বারণ থাকা সত্ত্বেও একটী সভার উদ্যোগ করায় আরও কয়েকজনের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর অধিনায়িকা বলিয়া অভিহিতা শ্রীযুক্তা মৃণালিনী যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া একটী সভায় বক্তৃতা দিবার সময় গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার হন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ১০০ অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটির ষষ্ঠ অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুক্ত কিরাতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সমর বসু ও শ্রীযুক্ত সতীন দত্তকে একটি সভায় গ্রেপ্তার করা হয়। তথায় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ করা হইতেছিল। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন।

সত্যাগ্রহী দলের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ রায় ও শ্রীযুক্ত মন্মথ বিশ্বাস সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে যথাক্রমে ৩ মাস ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর আবগারী দোকানসমূহে পিকেটিং করিবার সময় এক দলে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে গত ২রা ফেব্রুয়ারী পুলিশে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত্রিকালে থানা হইতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পানরিটী বিদ্রোহের মামলা

কুদ্দালোর হইতে প্রকাশ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কোচন পিল্লাই গত ২রা ফেব্রুয়ারী পানরিটী বিদ্রোহের রায় প্রদান করিয়াছেন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ৩৩২ ও ৫১১ ধারামতে ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন ও দুই জনকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। একজনের ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ও ৪০০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অপর এক ব্যক্তির ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং দুই জনের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মুক্তির পর তাহাদিগকে আরও দুই বৎসর আবদ্ধ থাকিতে হইবে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে

দেবমন্দিরে চুরি

মুন্সিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্তী ইদ্রকপুরের মন্দির হইতে স্বর্ণের অলঙ্কার সহ প্রাচীন লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ অপহৃত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে ইদ্রকপুরে উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। উক্ত মহকুমার হিন্দুগণ উক্ত বিগ্রহকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে উক্ত মন্দির স্থাপিত হয়। আরাকানের পর্ত্তুগীজদিগের আগমনে বাধা দান করিবার জন্য বাঙ্গালার নবাব মীর জুমলা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পুলিস তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

দমদমে দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার দিবস ২০ জন [illegible] আসামীকে ২ জন হেড কনষ্টেবল এবং ১৪ জন কনষ্টেবলের অধীনে বর্দ্ধমান জেল হইতে দমদম বিশেষ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। দমদম জংসন ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবার সময় উক্ত আসামীদের মধ্যে ১১ জন আহত হয় বিপদ হইতে জনৈক আসামীকে রক্ষা করিতে গিয়া জনৈক কনষ্টেবল নিজে গুরুতররূপে আহত হয়। তাহাকে ক্যাম্বেল মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রকাশ, ট্রেণখানি ষ্টেশনে পৌঁছিলে একদলে ৯ জন আসামী অবতরণ করে। কিন্তু অন্যান্য আসামীগণ, যে অল্প সময়ের জন্য গাড়ী উক্ত ষ্টেশনে থামে তাহার মধ্যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সময় উক্ত আসামীরা আহত হয়। কারণ ইতোমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। গুরুতরভাবে আহত কনষ্টেবলটি একটী আসামীকে রক্ষা করিতে গিয়া গাড়ী ও প্লাটফরমের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকের মধ্যে পড়িয়া গিয়া ঐরূপ জখম হয়।

দিল্লীতে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সভা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, রাজন্য সংসদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর ঘরোয়া বৈঠক আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উহার নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজা এবং তাঁহার মতাবলম্বী অন্যান্য রাজন্যবর্গ, সংযুক্ত রাষ্ট্রগঠন কমিটীর প্রস্তাব এবং গোয়ালিয়ার মহারাজার নেতৃত্বে বোম্বায়ে রাজন্যবর্গের সভায় সংহত রাষ্ট্রগঠনের যে উপায় উদ্ভাবিত হয়, এতদুভয় মতের মধ্যবর্ত্তী কোন উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রাজন্য সংসদের চ্যান্সেলার (ভুপালের নবাব) এবং বিকানীরের মহারাজা প্রমুখ রাজন্যগণের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

সম্ভবতঃ সদস্যসংখ্যা বণ্টনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইবে এবং একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করা হইবে।

বিহার উড়িষ্যায় গ্রেপ্তার

কটক হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রমা দেবী ও শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, পাঁড়ের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, প্রথমোক্ত মহিলাটিকে ৪ শত ও শেষোক্তটিকে ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানা না দিলে তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় হইবে।

প্রজাতন্ত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নেত্রমোহন রাওল মুদ্রাযন্ত্র বিধির ১৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা আপীলের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত জামীনে মুক্তি পাইয়াছেন।

পুলিস উকীল শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া হিসাবের খাতা ও ৩০৫০ টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট ও অন্যান্য কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। পুরী ব্যাঙ্কে তাঁহার নিজের যে হিসাব আছে; সেই সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস।

হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল উত্থাপন করিয়া সার হরিসিং গৌর বলেন যে, এই বিষয়ে যে সন্দেহের উদয় হইতেছে ঐ সন্দেহ দূর করিবার জন্য এই বিলটি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পণ করা হউক। অতঃপর তিনি বক্তৃতায় বলেন যে, যে আইন ভারতে লোপ পাইয়া গিয়াছে, তিনি শুধু সেই আইনকে সঞ্জীবিত করিবার কথাই বলিতেছেন। তিনি বলেন যে এই আইনের দ্বারা ভারতের রমণীদিগের হস্তে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার অর্পণ করা হইবে। তিনি বলেন যে, তিনি বিলে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ঐ যুক্তি অনুসারে যেন সভা বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি দেন। নারদ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন আইন-রচয়িতাগণ যে উদার আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন সেই আইন কালক্রমে কঠোর রূপ ধারণ করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, সদস্যগণ যেন মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মিঃ বি. দাস বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইতে চলিয়াছে। নূতন বিধি রচিত হইলে নারীরাই সভায় আসিয়া তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া লইবেন; সুতরাং বর্ত্তমানে এই বিলের প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত

পণ্ডিত এস, এন, সেন বলেন যে, এই বিলের মর্ম্ম সাধারণে প্রচার করা হউক। তিনি এই বিলের প্রতিবাদ করেন এবং বেদ ও শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে বিবাহ অচ্ছেদ্য।

অতঃপর এই বিলের আলোচনা স্থগিত হয়। আগামী বারে বে-সরকারী বিলের আলোচনার দিনে এই বিলের পুনরালোচনা হইবে।

Reg No C.1445

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর – ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৷৽
নগদ সংখ্যা ৫

বাঙ্গালার লাটের প্রতি গুলী

মাদ্রাজ পোষ্টাফিসে চুরি

চীনে ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ

দিল্লীতে মুসলমান শোভাযাত্রা

মেদিনীপুরে শান্তি ও সুনীতি

বন্দীর মুক্তি প্রস্তাব

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

সবরমতী আশ্রমে ক্রোক

ছাত্রের আত্মহত্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

চমনলাল আবার গ্রেপ্তার

নানা কথা

বাঙ্গালার লাটের প্রতি গুলী

গত শনিবার অপরাহ্ণে বাঙ্গালার লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা দান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে ডায়োসেশন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস ৫ বার গুলী করে। অবিলম্বে তাহাকে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করা হয়। লাট আঘাতপ্রাপ্ত হন নাই। তিনি পুনরায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর কনভোকেশনের কার্য্য বন্ধ হয়। বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন। উক্ত ছাত্রী রিভলভার দ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে গুলী করে। লাট অবিলম্বে সামান্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অবনত হন এবং আঘাত হইতে রক্ষা পান। ভাইস চ্যান্সলার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হাসান সুরাওয়ার্দ্দী অবিলম্বে বক্তৃতামঞ্চ হইতে গমন করিয়া জনৈক সেচ্ছাসেবকের সাহায্যে বালিকাটিকে গ্রেপ্তার করেন। অনারেবল লেডী জ্যাকসন বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি অবিলম্বে লাটের দিকে গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর সদস্যগণ তাঁহার পশ্চাতে গমন করেন। লাটকে অব্যাহত দেখা যায়। দর্শকগণের আনন্দধ্বনির মধ্যে লাট পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন। উক্ত বক্তৃতা শেষ হইলে কনভোকেশন বন্ধ ঘোষিত হয়। ডাক্তার দীনেশ সেন রায়বাহাদুর পদকে গৃহীতারূপে বক্তৃতামঞ্চের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই দিকে যে ২টি গুলী করা হইয়াছিল তাহার একটীতে তিনি সামান্যরূপ আহত হন। ইহার পরে সকলে ভয় হেতু ঐ গৃহে ইতস্ততঃ গমন করেন। পুলিস ঘটনাস্থলে ডায়োসেশন কলেজের ছাত্রী বীণা দাসকে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য উপাধিপ্রাপ্তা মহিলাগণের মধ্যে সে উপবিষ্টা ছিল। কনভোকেশনে বক্তৃতা দানে রত লাটের দিকে সে সহসা গমন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গুলী করে। সে বি, এ, উপাধিপ্রাপ্তা ছাত্রী। সে যথারীতি কনভোকেশন গাউন পরিহিতা ছিল পুলিশ কমিশনার অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারী ও বহুসংখ্যক সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলসহ উক্ত গৃহের মধ্যে ও বাহিরে পাহারা দিয়াছিলেন।

—

ছাত্রের আত্মহত্যা

কলিকাতার করোনার মিষ্টার এ. কে, দত্ত একদল জুরী সঙ্গে লইয়া মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ২১ বৎসর বয়স্ক সুবোধকুমার শিরোমণির মৃতদেহ পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করে। মৃতব্যক্তি চোরবাগানে মার্কাস স্কোয়ারের নিকটবর্ত্তী ৩, বালক দত্ত লেনে তাহার আত্মীয়গণের সহিত বাস করিত। শবচ্ছেদের জন্য তাহার মৃতদেহ শবচ্ছেদাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

—

চীনে ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, সমস্ত দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে জাপানীরা ৬ ইঞ্চি মর্ট-গহ্বরের হাউইজার কামান ও এক হাজার নূতন সৈন্য নিযুক্ত করে। যুদ্ধের ফলে চীনা সৈন্যরা হটিতে বাধ্য হইলেও রাত্রি সমাগমে যখন আক্রমণ থামিয়া যায়। তখন চীনারা তাহাদের নষ্ট স্থান সকল পুনরায় অধিকার করিয়া লয়।

সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলে। এ দিন প্রথম চীনের ২ খানা এরোপ্লেন জাপানের ৬ খানা বোমা নিক্ষেপকারী বিমানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জাপানের একখানা এরোপ্লেন চাপাইএর উপর পড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়, জাপানী বৈমানিক ৩ জন আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। জাপানের আরও ৪ খানা বিমানও হয় চীনাদের গুলীর আঘাতে অথবা অন্যরূপে ক্ষতগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়ে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমঙ্গল, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ মিত্র দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমহুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুত ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮A বালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জানগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহধাম কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরাধাতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) আম্বলপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কূর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার — ২৮৪তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

তারের সংবাদ

মাদ্রাজ ৪-২-৩২

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এলোর সহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত বুধবার দিন পুনরায় মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ এলোর সহরের বহু সহস্র লোক পরমহংস মহারাজকে বহু হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সহ বিপুল শোভাযাত্রা-সহকারে ষ্টেশন হইতে স্থানীয় সুবিখ্যাত জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মোথেগঙ্গরাজু মহোদয়ের সুবৃহৎ প্রাসাদে লইয়া যান।

পরমহংস মহারাজকে বিবিধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত বৃহৎকায় চতুরশ্ব যানে (ল্যাণ্ডো) আরোহণ করাইয়া যখন লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন রাজপথের চতুর্দ্দিক হইতে এবং উচ্চ অট্টালিকাসমূহের ছাদ হইতে অবিরাম পুষ্প-বর্ষণ হইতেছিল ও বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরমহংস মহারাজকে অসংখ্য সুগন্ধি মালায় বিভূষিত করিয়া জীবন ধন্যাতিধন্য করিয়াছিলেন।

সহরের অসংখ্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা চারি দিবস কাল পরমহংস মহারাজের শ্রীমুখে অমৃতবর্ষিণী ভাগবতী বাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতির ১২শ সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি পাঠ হয়।

বক্তা মহোদয় বলেন,—"অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই একমাত্র গৃহমেধী বা গৃহব্রত হইয়া শ্রীহরি-সম্বন্ধে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিযাজনে বিরত এবং গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজনে নিরত থাকায় ক্রমে হরি ও হরিজন-বিদ্বেষী হইয়া অসুরবর্গ্য পদ লাভ করে; তাহাতে বিশ্বে হরি ও হরিজন-বিদ্বেষ বিস্তৃতি লাভ করায় হরি-সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং হরিতে অভিধাবৃত্তি অনুশীলন মনুষ্যসমাজে একটা অত্যাশ্চর্য্য ও অহিতকর ব্যাপার বলিয়া বিভীষিকা উৎপাদন করে। গৃহব্রতগণ সেই কল্পিত বিভীষিকাকে গায়ের জোরে নিবারণ করিতে যাইয়া অবশেষে পাশবিক বলের আশ্রয় গ্রহণ করে, অবশ্য তাহাদের আরাধনা-প্রাপ্ত পাশুপত অস্ত্র সুদর্শন চক্রাস্ত্রের কাছে নিত্যকাল বিধ্বস্ত হইয়া আসিতেছে ইহা গৃহব্রতগণের বোধগম্য হয় না।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জয়ানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য গত ১৩ই মাঘ বুধবার দিবস শুভবিজয় করেন। রাত্রে শ্রীরাধাগোবিন্দজিউর প্রাঙ্গণে স্বামীপাদ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান ব্যাখ্যাকালে সাধু বা মহাজন সম্বন্ধে কয়েকটী বিচারগর্ভ সুসিদ্ধান্তিত বাণী কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী বলেন—"আমরা সাধারণতঃ মহদ্ব্যক্তিকে মহাজন বলি, পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ' সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত পোষণ করি। বদ্ধজীবের নিকট মনোধর্ম্মের ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের তর্পণকারী ব্যক্তি মহাজন বলিয়া বিবেচিত; ব্যবসায়ীর নিকট উত্তমর্ণ মহাজন হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি' বিভিন্ন মতপোষক ঋষিগণ, চিত্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি', শুষ্ক জ্ঞানপন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসাদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ রজস্তমোগুণাশ্রিতগণের নিকট হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধাদি বিষ্ণুবিদ্রোহিগণ, স্ত্রীসঙ্গী পুরুষাভিমানিগণের নিকট স্ত্রীপূজক দক্ষাদি প্রজাপতিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হইতে পারেন; বদ্ধজীবের নিকট দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক কবি, বাগ্মী বা দেশনেতা, মহাজন বলিয়া পূজিত হইতে পারেন; শাস্ত্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মধ্বজী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, মন্ত্রজীবী, ভাগবতজীবী ও গুরুব্রুবগণ মহাজন বলিয়া সম্মানিত হইতে পারেন; আবার ভগবদ্ভক্তিবিহীনের নিকট অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপগণ মহাজন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত মহাজন নির্ণীত না হইলে কোন চেষ্টাই ফলপ্রদ হইতে পারে না।

জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা ত্যাগ করিয়া উহাকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকারগণ বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদির ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন। অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন। পতঞ্জলি প্রভৃতি পাতঞ্জলযোগী তাহার যোগশাস্ত্রে কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

ষড়দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্রসকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-সাকার। মতবাদিগণ সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে মানেন না, কেবল পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। অতএব মহাজনের মতই গ্রাহ্য।

স্বয়ম্ভু নারদাদি দ্বাদশজন মহাজন নামে খ্যাত। কলিযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই মহাজন। গৌড়ীয়েশ্বর দামোদর-স্বরূপ এবং তদ্দ্বিতীয় শ্রীরূপ সনাতন বা তদনুগ সাধুগণ সকলেই মহাজন। শ্রীধরস্বামী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেব ইঁহারা সকলেই মহাজন।

নিধুবনে রাধাকৃষ্ণ দর্শন (?) কাহিনী

সম্প্রতি বৃন্দাবনস্থ জনৈক সরল ব্যক্তি শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের কোন প্রচারকের নিকট বলিলেন,—"বৃন্দাবনে নিধুবনে রাত্রি ১২টার পর কাহাকেও না জানাইয়া যদি কেহ একাকী প্রবেশ করেন তবে তিনি সেই রাত্রেই তথায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তাঁহার সঙ্গ সঙ্গ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি ঘটে—তাহার পরদিন বেলা ১ টার মধ্যেই ধামপ্রাপ্তি হয়। একথা আমি বৃন্দাবনের ব্রজবাসীগণের ও ব্রজমায়ীগণের মুখে শুনিয়াছি। কয়েকজন ঐরূপভাবে নিধুবনে রাত্রি ১২টার পর প্রবেশ করিয়া রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছেন এবং ধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ ঘটনা শুনিয়াছি—এমন কি গত বৎসর স্বচক্ষে একটী ঘটনা দেখিয়াছি। একটী শিক্ষিত যুবক বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজমায়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা! কোথায় গেলে সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ দর্শন পাইব তাহা বলিতে পার?' তদুত্তরে ব্রজবাসীরা বলিয়াছিলেন যে—নিধুবনে রাত্রি ১২টার পর একাকী কাহাকেও না বলিয়া প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ দর্শন পাইবেন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে নিধুবনের সেবকগণ একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া অন্বেষণ করিতেই উক্ত যুবককে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। পরে ঐ যুবকটী বেলা ১২টার সময় ধামপ্রাপ্ত হইলেন। আহা! তাঁর কত সৌভাগ্য! বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সমস্ত বৃন্দাবন ঘুরিলেন। তবে এরূপ সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়; কারণ, মরণের ভয়ে কেহ তথায় ঐরূপভাবে প্রবেশ করে না ইত্যাদি।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মঠাধ্যক্ষ প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বলেন,—

ঐরূপ ধরণের কৃষ্ণদর্শন পাওয়া যাইতেছে এইরূপ গণগড্ডলিকার গুজব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও উঠিয়াছিল তবে, তখন মৃত্যুর কথা ছিল না বলিয়া দলে দলে লোক যাইয়া কৃষ্ণদর্শন (?) করিয়া আসিতেছিল এবং সকলেই বলিতেছিল যে আমি স্বচক্ষে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ (?) দর্শন করিয়া আসিলাম। সেই ঘটনাটীর গূঢ় রহস্য আলোচনা করিলেই আপনার কথিত রাধাকৃষ্ণ দর্শনের রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে এবং গণগড্ডলিকাকে ব্রজবাসী বা ব্রজমায়ী ধারণা বিদূরিত হইবে।

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৮শ পরিচ্ছেদে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বৃন্দাবনে আক্রূর ঘাটে সর্ব্বত্র একদিন রোল উঠিল যে কালীদহের জলে দ্বাপর যুগের ন্যায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া কালীয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিতেছেন, নাগের শিরে ফণিরত্ন প্রজ্জ্বলিত দেখা যাইতেছে; দলে দলে লোক আসিয়া বলিতেছিল যে, আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া আসিলাম, সুতরাং সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ তিন দিন যাবৎ লোকসকল মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া জানাইতে লাগিল যে, তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন পাইয়াছেন। মহাপ্রভু ঐ সকল মূঢ় লোকের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন। তখন মহাপ্রভুর নিকট বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন সরল বুদ্ধি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণগড্ডলিকার ঐরূপ বিবর্তাশ্রিত কৃষ্ণ দর্শনের কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ বাস্তব কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া তাঁহার বিবর্তাশ্রিত অবাস্তব কৃষ্ণদর্শনের (?) কৌতূহল জাগিয়া উঠিল ভট্টাচার্য্য, মহাপ্রভুকে বলিলেন, 'প্রভো! আপনি অনুমতি করুন আমি একবার কৃষ্ণ দর্শন করিয়া আসি।' মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা' আরও বলিলেন 'মূর্খ লোক ভ্রম বশতঃ কোলাহল করিছে সুতরাং বাতুল হইও না, ঘরে বসিয়া থাক, আগামী কল্য রাত্রে যাইয়া কৃষ্ণ দর্শন করিবে।'

পরদিন প্রাতে জনৈক শিষ্টলোক মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে লোকটী মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত রহস্য বর্ণন করিলেন,—'রাত্রিতে কালীয়দহে ধীবর নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য শিকার করে। দূর হইতে উহা দেখিয়া মূঢ় লোকের ভ্রম উৎপন্ন হয়। তাহারা

'ফাঁ এবং দীপরকে কৃষ্ণ মনে করে।'

এখন বিচার করুন মহাপ্রভুর সময়ের উপরি উক্ত ঘটনাটীর সহিত আপনার কথিত বিবরণের সাদৃশ্য আছে কি না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে উপরি উক্ত ঘটনাটী দুইটী চিত্রের দ্বারা দেখাইয়া উহার নিম্নলিখিত সারমর্ম্ম সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন।

'গণগড্ডলিকার বিবর্তাশ্রিত কৃষ্ণ (?) এবং শিষ্টলোকের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-দর্শনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। সমস্ত লোক একবাক্যে নিঃসন্দেহে যে অবাস্তব বস্তুকে ঐন্দ্রিয়ক বিবর্তজ্ঞানকে কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করে এবং সেই গণগড্ডলিকার কথায় পড়িয়া নিত্য বাস্তব চক্ষুষ্মান্ কৃষ্ণসেবকের পর্য্যন্ত বাস্তবকৃষ্ণসেবা—অদ্বয় জ্ঞান কৃষ্ণের দর্শন পরিত্যাগ করিয়া অবাস্তব ও বিবর্তাশ্রিত মায়ার দর্শনের যে কৌতূহল উৎপত্তির যোগ্যতা হয়, তৎপ্রতিকূলে একটীমাত্র শিষ্ট লোকের কথাই অধিক প্রামাণিকরূপে মহাপ্রভুর দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। গণসংহতিকর্ত্তৃক জড়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর দর্শনে ভূতকে, বিবর্তকে, মায়াকে ঈশ্বর বলিয়া আর সেই বিবর্তে স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণসেবকের পতন-যোগ্যতা আছে বলিয়া গণসমষ্টির বিবর্তই সত্য বা তথাকথিত কৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে ইহা মহাপ্রভু ও পারমার্থিকগণ স্বীকার করেন না। মহাপ্রভু তাঁহার নিজ সরলবুদ্ধি দাসকে ঐরূপ গণবাদের আপাত দর্শনজনিত বিবর্ত হইতে উদ্ধার করেন; তিনি একটী মাত্র শিষ্ট লোকের উক্তিতে বহু বহু মনোধর্ম্মী লোকের প্রত্যক্ষ দর্শনোত্থ উক্তির বিরুদ্ধে সত্যকে—একান্ত সত্যকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী-সত্যরূপে স্থাপনের আদর্শ প্রচার করেন, কখনই শিষ্ট ও অশিষ্ট লোকের উক্তির চিজ্জড় সমন্বয় করেন না।

আপনি যে গণগড্ডলিকাকে ব্রজবাসী বা ব্রজমায়ী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, মহাপ্রভু তাহাদিগকে 'মূর্খ' এবং শিষ্ট লোকটী 'মূঢ়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মেটে বুদ্ধি লইয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার অভিনয় করিয়া ধামাপরাধ করিলেই—ব্যবসা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল বেগে চালাইলেই তাহাদিগকে ব্রজবাসী বা ব্রজগোপী বলে না, তাহারা দৈবীমায়ার দ্বারা দণ্ড্য বদ্ধ জীব; সুতরাং তাহাদের মনোধর্ম্মের কল্পিত কথার —ব্যবসাদারী কথার কোন মূল্য নাই, তাহারা বৃন্দাবন বাসের অভিনয় করিলেও শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে বহু যোজন দূরে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই বাস করিতেছে। 'ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন' অর্থাৎ যাঁহারা চৈতন্যমনোভীষ্ট প্রচারক—যাঁহারা নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যে-কোন স্থানে অবস্থান করুন না কেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রজবাসী; সুতরাং তাঁহারাই শরণাগতজনকে ধাম দর্শন করাইতে পারেন, তাঁহারাই রাধাকৃষ্ণ দর্শন করাইতে ও রাধাকৃষ্ণের সেবাধিকার দান করিতে পারেন।

হাড় মাংসের থলী এই জড় দেহটী লইয়া আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী এইরূপ অভিমান লইয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও নাই। চামড়ার চক্ষুর দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ বা ভগবদ্ধাম দর্শন কাহারও হয় না। সুতরাং নিধুবনকে জড় চক্ষু দ্বারা ইট বা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত দেখিয়া যদি বিচার হয় যে, প্রাচীর টপকাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই নিধুবনে প্রবেশ করা হইবে এবং তথায় অন্ধকার রাত্রে রাধাকৃষ্ণ দর্শন হইবে, এরূপ বিচার বাতুলতা মাত্র। তাই শ্রীল নরোত্তমঠাকুর বলিয়াছেন, "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব (সেই) শ্রীবৃন্দাবন॥" আরও বলিয়াছেন—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" সুতরাং বৃন্দাবন দর্শন, রাধাকৃষ্ণ দর্শন, প্রাচীর টপকাইয়া হয় না; যিনি বাস্তব সত্য বস্তু অধোক্ষজ ভগবান্‌কে দর্শন করিবার নিষ্কপট ইচ্ছা করেন তিনি এ-সব বাতুলতা ছাড়িয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিবেন; তখন শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপটসেবাফলে তাঁহার কৃপায় স্বরূপাবস্থিতি ও স্ব-স্বরূপের দিব্য চক্ষু লাভ হইবে। সেই দিব্য নেত্রে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম দর্শন হয় অর্থাৎ প্রথমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণের পর শ্রীনাম কীর্ত্তনের অধিকার হইবে, পরে সেই প্রেমের কলিকা নামই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া নিজ রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা দর্শন করান। কোন মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ
* * *
প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ দেখায় নিজ রূপ গুণ
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥"

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমর্থিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্বে সাংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহ। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী চৈতন্যস্বরূপোদ্বোধনী কৃষ্ণ-কারুণ্যদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ١,০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। ললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয়-লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—ভক্তপ্রাপ্য—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে অন্তর্গত শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা বর্ডারে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মন্থনকরে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত কণ্ঠপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ৷৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাকাশিপাড়ার রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা যুক্ত। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, মালাদের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চার-নামের বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে এইখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল পাটেন্ট

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বর-রোগের সুবিধার জন্য ও আঃ লিঃ দ্বারা ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ডফ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের রসমহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত-সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাত জন ডাকাত গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, সন্দীপে কয়েকটি চুরীর সম্পর্কে পুলিস একদল ডাকাতকে সহরের বাহিরে তাহাদের একটি কুটীরে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ঘেরাও করিয়াছে। তাহাদের সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কতকগুলি বন্দুক তলোয়ার টর্চ ও খাকির কতকগুলি পোষাক উদ্ধার করা হইয়াছে। সন্দীপের একটি গৃহ হইতে যে কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, প্রকাশ, সেগুলিও উদ্ধার করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ পোষ্টাফিসে চুরি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ফ্লাওয়ার বাজার পোষ্টাফিস হইতে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়া তিন শত পরিমিত টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সকালে চুরি হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কমন্স-সভায় মিঃ ম্যাক্সবেরী ভারত সম্পর্কে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বল্ডুইন বলিয়াছেন, সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে যেরূপ ভোট পাওয়া যাইবে, ভারত আলোচনাও সেইরূপ ভোটের উপর নির্ভর করিতেছে। বিরোধী দল যদি সম্মত হন, তাহা হইলে ভারত সচিব ভারত আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

গান্ধীজীর মুক্তি প্রস্তাব

শোলাপুর হইতে প্রকাশ, শোলাপুর হইতে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ডাঃ বৈশম্পায়ন গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার প্রার্থনা জানাইয়া উক্ত ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে এক প্রস্তাব আনিবেন।

দিল্লীতে মুসলমান শোভাযাত্রা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদে সহস্র সহস্র লোক নামাজে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী যোগদান করেন। জমিয়েৎউল উলেমার সভাপতি মুফতি কেফায়েতুল্লা সমবেত জনসঙ্ঘকে উদ্দেশ করিয়া সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সমবেত জনতা শোভাযাত্রা করিয়া সহর পরিভ্রমণ করে। এ পর্য্যন্ত ঐ সম্পর্কে কোন প্রকার অপ্রীতিকর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চমনলাল আবার গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, লালা চমনলাল শ্রীযুত রণবীর ও দুর্গাদাসের সহিত গত সপ্তাহে হাইকোর্টের বিচারে গভর্ণর আক্রমণের ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি পান। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম মর্দ্দান হইতে ফিরিয়া আসিলে, সীমান্ত রেগুলেশনের ৪০ ধারা অনুসারে সীমান্ত সরকার কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। শ্রীযুত চমনলালকে ৫০ হাজার টাকার জামীন দিতে অথবা ৩ বৎসরের কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে বলা হয়। তিনি কারা বরণ করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের অবস্থা

লাহোর হইতে প্রকাশ, হাইকোর্টের নিকট মঞ্চের উপর লরেন্সের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, উহার উপর জাতীয় পতাকা উড়িতে দেখা যায়। পুলিস তাহা নামাইয়া লইয়া গিয়াছে।

মাতা মালব দেবী ও শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী গত ৬ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কংগ্রেসের সভা করায় ও ট্যাক্স অফিসে পিকেটার প্রেরণ করায় কানেজাক গ্রামবাসীদিগকে ১ শত, বাদশাহ ১ শত, আনাখেল ও ওয়ারকির অধিবাসীদের ২ শত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড, ১৩শ অর্ডিন্যান্সের ২৮।১ ধারা অনুসারে করা হইয়াছে। উক্ত অপরাধে ডেরা-ইস্মাইল খাঁ জিলার পাইগ্রামবাসীদিগকে ৬ শত টাকা এবং লাকপীর ভক্তদিগের ও পেশোয়ার জিলার সোয়াবি গ্রামের অধিবাসীদিগকে ১ শত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ, গান্ধীদিবস উপলক্ষে বোরষ্টাল জেলের রাজনৈতিক কয়েদীরা—ডাঃ আলম ডাঃ গোপীচাঁদ, ডাঃ সত্যপাল, শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র কলি প্রভৃতি উপবাস করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরে বিদ্রোহ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, প্রায় বিশ জন হিন্দু কাশ্মীরের বিদ্রোহ এবং হিন্দুদিগের বিপন্ন অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় পরিষদের সদস্য শুনা যাইতেছে, ইহারা এই বিষয়ের মীমাংসা এবং উপায় স্থির করিবার জন্য শীঘ্রই বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

সবরমতী আশ্রমে ক্রোক

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সরকারী সংবাদ প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টর জানাইয়াছেন, আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমের সেক্রেটারী আশ্রমের জায়গার জন্য সরকারের প্রাপ্য ৩৬৪ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করায় মামলাতদার আশ্রমের প্রায় ৪৫০ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র ক্রোক করিয়াছেন। ক্রোক করা জিনিষপত্রের মধ্যে একটা টাইপরাইটার, একটা ক্লক ঘড়ি, ২টা সিন্দুক, একটা তাঁত ও সূতা কাটিবার একটি কল আছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী এই জিনিষগুলি ক্রোক করা হইয়াছে।

ট্রেণ লাইনচ্যুতির জের

পাটনা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি ফতোয়া এবং দানাপুরের নিকটে ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়া সম্পর্কে অপরাধী ব্যক্তির সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে গঙ্গা মিলচাঁদ ছট্টু এবং রামগতি প্রমুখ আরও চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের পক্ষ হইতে জামিনের যে আবেদন করা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট নয় জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দানাপুরের মহকুমা হাকিমের নিকট ইহাদের বিচার হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

শুক্রবার দিবস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী আইনের পাণ্ডুলিপিসমূহের আলোচনা হয়। ঐ দিবসের আলোচনায় তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সভার কার্য্য চলে। পাঁচটী বে-সরকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সভা কর্ত্তৃক আইনে পরিণত হয়। একটী আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়। আর একটী জনমত গ্রহণের জন্য পুনরায় প্রচার করিতে দেওয়া হয় এবং অপর দুইটী পাণ্ডুলিপি সভার অগ্রাহ্য হয়।

তৎপর সভার কার্য্য আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত মুলতুবী হয়।

শোভাযাত্রা গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জাতীয় পরিষদের উদ্যোগে মাণ্ডবী হইতে একটি শোভাযাত্রা ২ মাইল দূরবর্তী মণিভবন অভিমুখে যাত্রা করে। প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিস মোতায়েন ছিল। শোভাযাত্রার গতিরোধ করিয়া ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলা সভানেত্রী এই দলে যুক্ত হইয়াছেন। আর একটী শোভাযাত্রার ৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ শোভাযাত্রাটিও মাণ্ডবী হইতে মণিভবনের দিকে যাইতেছিল। আরও অনেক শোভাযাত্রা বাহির হয়। ভুলেশ্বর হইতে যে মিছিল বাহির হয়, ৮টি বালিকা তাহাতে নেতৃত্ব করে। তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিকটবর্ত্তী কয়েকটা স্থান হইতে দু-তিনটী শোভাযাত্রা মণিভবনে যাইয়া পঁহুছে। পুলিস আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং জাতীয় পতাকা তাহার দণ্ড বাজেয়াপ্ত করে।

প্রিন্সেস ষ্ট্রীট হইতে যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, পুলিস তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পুলিস এখানে ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করে, তবে তাহাদিগকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার শোভাযাত্রা গুলি সম্পর্কে মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ কোথাও লাঠী চালায় নাই।

মেদিনীপুরে শান্তি ও সুনীতি

ষ্টিভেন্স হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরীকে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কড়া পুলিসের পাহারায় পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মেদিনীপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

বেহালার পাঁচন জাল

কবিরাজ শশীভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের আবিষ্কৃত "বেহালার পাঁচন" নামক বিখ্যাত ম্যালেরিয়ার ঔষধের লেবেল জাল করিবার অপরাধে পাঁচুগোপাল, অক্ষয় এবং আরও দুই ব্যক্তি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। বেহালার পাঁচনের বিক্রয় যথেষ্ট এবং উহা এক পোয়া ও দেড় পোয়া বোতলে "জোড়া সাপ" মার্কা লেবেল আঁটিয়া বিক্রয় হয়। মামলা মুলতুবি আছে।

Reg No C.4445

বিজ্ঞাপনের হার
[illegible]
[illegible]
[illegible]
প্রতি কলম ৫০,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৷৵৹
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে মাঘ বুধবার ১৩৩৮, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, গোয়াড়ীতে একটি সিগারেটের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করার সময় "সত্যব্রতী" দলের শ্রীযুত তারাপদ বিশ্বাস, কালীপদ বিশ্বাস ও শশাঙ্কশেখর বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ একই দোকান হইতে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী আরও দুইদল স্বেচ্ছা-সেবককে গ্রেপ্তার করা হয় ও আবগারীর দোকান হইতে একদল স্বেচ্ছা-সেবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজনৈতিক বন্দীদিগের ৪র্থ দলকে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাতে কৃষ্ণনগর জেল হইতে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় একশত বন্দীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পুলিশ কর্ম্মচারীরূপে ভাণ

কিষণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ইসলামপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর বাবু শান্তিলাল সিং এক অদ্ভুত অবস্থায় জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। যুবকের বয়স প্রায় ৩০ বৎসর—সে অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারে, নাম বলিয়াছে উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রকাশ, উক্ত উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজেকে একজন উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া দারোগাকে একেবারে আতঙ্ক-কম্পিত করিয়া দেয়। দারোগা তাহাকে তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী মনে করিয়া তাহাকে থানার রেজিষ্টারগুলি দেখায়। প্রকাশ, যুবকটির সহিত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্ক আছে। রঙ্গপুরে তাহার আত্মীয় স্বজন বাস করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কিষণগঞ্জের এস-ডিওর নিকট হাজির করা হইলে তিনি তাহাকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার হুকুম দিয়াছেন।

পুলিশ কর্ম্মচারীরূপে ভাণ

বার বৎসরের বিধবার পুনর্ব্বিবাহ

ভাই পরমানন্দজীর পত্র

শ্রীহট্টের নেতৃবৃন্দের বিচার

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

তদন্তকার্য্যে সৌকৎ আলি

শিক্ষকের আত্মহত্যা

ধুবড়ীতে ডাকাতি

চার্চ্চহিলের জন্য আশঙ্কা

য়ুরোপীয় মহিলা জখম

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে চাঞ্চল্য

বার বৎসরের বিধবার পুনর্ব্বিবাহ

ধুলদিয়া হইতে প্রকাশ, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধুলদিয়া গ্রামে গত ১৫ই মাঘ শুক্রবার দিবস স্থানীয় ধুলদিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত নিতাই-চাঁদ সাহার সহিত ১২ বৎসর বয়সের বিধবা বালিকা শ্রীমতী চারুবালা সাহার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে ক্রমান্বয়ে আরও ৭৮টি বিধবা বিবাহ বিবিধ সম্প্রদায় মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই পরমানন্দজীর পত্র

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, কাশ্মীর এবং জম্মুতে যেরূপ বে-পরোয়াভাবে লুট তরাজ, খুন ও সমূলে হিন্দুদিগের গ্রাম ধ্বংসীভূত হইতেছে, তাহাতে হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক কাশ্মীর এবং পুঞ্চের ন্যায় শক্তিশালী রাজপুত রাজ্যকে অনমস্ক হইতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। হিন্দু মহাসভার আবেদনের ফলে চতুর্দ্দিক হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে আশ্বাস পাওয়া যাইতেছে। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ভাই পরমানন্দজীর নিকট কয়েক সহস্র ব্যক্তি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; আরও অনেকের ঐরূপ দানের আশা করা যায়। একদল হিন্দু যুবক মীরপুর যাইবার পথে ঝেলমে গ্রেপ্তার হয়। পরে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুরের নিকট ভাই পরমানন্দজী নিম্নের তারখানি প্রেরণ করিয়াছেন,—"হিন্দু মহাসভা মীরপুরে সেবাদল পাঠাইতে ইচ্ছা করে, আশা করি তাহার অনুমতি পাঠাইবেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী ২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসব ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী শুক্রবার শ্রীশ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার { ১৮৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মদ্রদেশবাসী বিশিষ্ট এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রই বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে বিভিন্ন স্থানে অভিনন্দিত করিতেছেন।

সম্প্রতি এলোর সহরের স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী এবং জনার্দ্দন প্রার্থনা সমাজের প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মথেগঙ্গা রাজু, পরমহংস মহারাজকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

WELCOME ADDRESS

To

HIS DIVINE GRACE

PARAMAHANSA SRI SRIMAD

Bhakti Siddhanta Saraswati

Goswami Maharaj,

Sri Gaudiya Math.

Mayapur, (Bengal)

Most Revered Swamiji

We, the President & Members of Sri Janardana Prarthana Samaj Ellore, beg to extend heartiest welcome in all humility and reverence to you and to the illustrious devotee members of your party on this most auspicious occasion of setting your holy feet on Andhra soil for the first time in your travels on Krishna's service.

We are gratified to learn that you have subordinated your material happiness resultant from your birth in a family known for its opulence, to the self imposed duty of serving mankind and ameliorating its sufferings by teaching them what conduces to their highest welfare.

You are, we hear, no pantheist but a theist in all the implications of that term and you have started several centres in India for theistic propaganda and for preaching the glory of Nama Bhajan and super excellence of Krishna Bhakti We know besides that you adopt and represent the creed of Lord Gauranga, the details of which are now a sealed book to us although the Lord is reputed to have visited our country also during His travels in India for the distribution of KRISHNA-PREMA among His votaries.

We can dare say that our Andhra Country in general and our town of Ellore in particular is blessed a thousand times by the holy touch of the sacred feet of so eminent a theist and religionist as you are,—you who are never tired of bathing in the perennial love stream of effulgence radiating from the Person of the Eternal Lord Krishna and who appear now to represent that Divine Magnet in attracting so many souls here, eager, of course, to have a darshan of your Divine Grace.

We, in all sincerity and love beg to tender our heartfelt thanks for having accepted our invitation in spite of the manifold engagements and labours of love which we learn always confront your Divine Grace and we pray for being illumined during your temporary sojourn at this place on such theistic principles as would help forward our progress in the line of love

We remain

Your humble servants

Mothay Gangaraju Zamindar

President of Sri Janarddana Prarthana Samaj, Ellore

Kottamasu Srimannarayanmurty

Secretary

30—1—1932.

(বঙ্গানুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে)

কাশীধামস্থ 'নিবারণ-ভবনে' শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ প্রভু বহু ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে বলেন,—"সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু কপিলের ভাবে শচীমাতাকে লক্ষ্য করিয়া জগতের জনকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—'এতেক ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি। মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি॥' সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর ভজন হইয়া থাকে। এই জন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে—অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

যে কাল পর্য্যন্ত আমরা প্রাকৃত স্থূল-স্থূল আবেষ্টনের অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করিবা ভোক্তাভিমানে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি জড়রসে স্থূল সূক্ষ্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া মায়ার দাস্য করি, সে-কাল পর্য্যন্ত অসৎসঙ্গী ও অসাধু বলি। সাধু সমাজে পরিচিত হই। চেতনতাহীন জড় পদার্থের নাম, অসৎ বা অনিত্য। এই অনিত্যাভিমান পোষণে পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্যমুক্ত-চৈতন্যরসবিগ্রহ নাম-চিন্তামণির ভজন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? 'অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥' জড়াভিমানে জড়কীর্ত্তনই সম্ভব; কেননা সমজাতীয় বস্তুরই আকর্ষক-আকৃষ্ট-স্বভাব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ-ভেদে হইয়া থাকে।

যখন যে প্রকার অভিমান প্রবল, তখন সেই প্রকার স্বভাব ধর্ম্ম, বা তজ্জাতীয় বস্তুতে আকৃষ্ট। যথা—ব্রাহ্মণাভিমানে যজন, যাজন অধ্যয়নাদি ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়াভিমানে প্রজাপালন, দান, যুদ্ধাদি ধর্ম্ম, বৈশ্যাভিমানে কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্যাদি ধর্ম্ম, শূদ্রাভিমানে ত্রিবর্ণের সেবা ধর্ম্ম, পুত্রাভিমানে পিতার সেবা ধর্ম্ম, ইত্যাদি সমস্তই অসাধুত্বের বিচিত্রতা-মাত্র। চেতন-সম্রাট শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনুচেতন অংশ্যা, আত্মজাতির সহায়তা রসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনিই একমাত্র সৎ বা সাধু। সেই আত্মস্থ সমদর্শী কৃষ্ণাসক্ত সাধুর সঙ্গ লাভ না হওয়া কাল পর্য্যন্ত আমাদের কখনই বিরূপাভিমান যায় না। বিরূপাভিমান না গেলেও স্বরূপাভিমান হয় না। স্বরূপাভিমান না হইলেও কৃষ্ণভজন হয় না। অতএব—'কৃষ্ণভক্তির জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।' এই কথাই অন্বয়-ব্যতিরেকে সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

কাশীতে গ্রেপ্তার

বেনারস হইতে প্রকাশ, গান্ধী দিবস উৎসবে যোগদানের জন্য ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একজনকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্পর্কে মীর্জাপুর গ্রামে ৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে পরে ৪ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; ৩ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও তাঁহার পুত্র পেশোয়ার দিবস পালন সম্পর্কে জলুসাদের ব্যবস্থা করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পুলিশ গত ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে গঙ্গা তীরে স্থানীয় সভা এর ছাউনীতে হানা দেয়। তথায় স্বেচ্ছাসেবকরা তখন জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিতেছিল; পুলিস ১ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং জাতীয় পতাকা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং ও কংগ্রেস ইস্তাহার বিলির জন্য আজ ১ জন স্ত্রীলোক ও ২ জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পেশোয়ার দিবস সম্পর্কে আজ বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক দোকান বন্ধ ছিল। চক বাজার ও দালামণ্ডীর মুসলমান দোকানগুলি খোলা ছিল।

গান্ধী দিবসের উৎসব সম্পর্কে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে দশাশ্বমেধ ঘাটে পুলিসের ব্যবস্থা খুব বেশী পরিমাণেই করা হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে যাইতে থাকে। পুলিস জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লয় এবং স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করে। স্বেচ্ছাসেবকরা ঐ সঙ্গে কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠ করিবার চেষ্টা করে। পুলিস পরে লাঠী চালাইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। একটি শোভাযাত্রা টাউনহল ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়; তাহারা উহার নিকটে যাইয়া পৌঁছিলে পুলিস তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই সম্পর্কে সর্বশুদ্ধ মোট ৭ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

৫ই জানুয়ারী তারিখে ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য ধৃত ২ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; জরিমানা না দিলে আরও ১॥০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চার্চ্চিলের জন্য আশঙ্কা

টোলেডো-ওহিও হইতে প্রকাশ, ভারতীয় চরমপন্থীরা মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে—সংবাদ পাইয়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তাঁহার ডেট্রয়েট গমনের সময় কয়েকজন গোয়েন্দাকে তাঁহার প্রহরীস্বরূপ যাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে চাঞ্চল্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তুলার দালাল শ্রীযুক্ত দুর্গাদত্ত সওয়ালকা কংগ্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিবার সন্দেহে কয়েক দিন পূর্ব্বে সংকটশক্তি অর্ডিনান্স আইনানুসারে গ্রেপ্তার হন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিতে বা সভায় বক্তৃতা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে দৈনিক পুলিসে হাজিরা দিবার দায় হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট বসিয়া থাকেন, সেই ডেস্কের নিকট একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গিয়া একখানি হ্যাণ্ডবিল তাঁহার হাতে দিয়া উহাতে সহি দিতে বলেন। উক্ত হ্যাণ্ডবিলে "মতিলাল দিবস" পালনের কার্য্যতালিকা ঘোষণা করা হইয়াছে। আদালত গৃহে যে পুলিশটি পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সে এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে প্রেরণ করা হয়।

"মতিলাল দিবস" উপলক্ষে একটী শোভাযাত্রা বাহির করিবার চেষ্টা করায় গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সকালে ৫ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সামান্য রকম আহত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিস উপস্থিত হইয়া শোভাযাত্রাকারিগণের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করে এবং মৃদু লাঠি চালনা করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

জনসভায় শৌকত আলি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে খিলাফৎ ও অন্যান্য সমিতির উদ্যোগে মুসলমানদের এক জনসভা হয়। সভায় সীমান্তের ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে সীমান্তে শান্তি অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি সেখানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, মৌলানা শৌকত আলিকে সীমান্তে গিয়া সে সম্বন্ধে পূর্ণ তদন্ত করিতে বলা হয়।

জনসভায় মৌলানা শৌকত আলি বলেন যে, তিনি বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহার পর তিনি সীমান্তে যাত্রা করিবেন। অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য তিনি উৎসাহাতিশয় প্রদর্শন করিবেন।

তিনি আশা করেন যে, শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং সীমান্তবাসী ও সরকারের মধ্যে বন্ধুভাব ফিরাইয়া আনিবার কার্য্যে সীমান্তের পাঠানরা তাঁহার সহযোগিতা করিবে।

য়ুরোপীয় মহিলা জখম

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মিসেস গ্যাণ্ট নাম্নী এক য়ুরোপীয় মহিলাকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত ছিল।

প্রকাশ, কতিপয় প্রতিবেশী উক্ত মহিলাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠে বাড়ীতে পতিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যায়। এই সংস্রবে এই মামলায় একজন কর্ম্মচ্যুত ভৃত্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিক্ষকের আত্মহত্যা

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত ভাগিরথী দাস নামক জনৈক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রেলওয়ে লাইনের উপর চলন্ত ইঞ্জিনের সম্মুখে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই পত্রে প্রকাশ যে বহুদিন যাবৎ শূলবেদনায় ভুগিতেছিলেন বলিয়া তিনি এরূপ শোচনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৫ দিনের মধ্যে এখানে ৩ জন লোক ট্রেণ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

ধুবড়ীতে ডাকাতি

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, আসাম, উপত্যকা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ডি, পাণ্ডা দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে অধিক সংখ্যক জুরীর মতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া একটি মামলা হাইকো[র্টে] প্রেরণ করিয়াছেন। এ মামলায় [...] সেখ, জার সেখ, মোবীন সেখ, ইলা[...] সেখ, গোলাপ সেখ ও কাসিম সেখ গ[...] পুর (ধুবড়ী) থানার অন্তর্গত বিষখা[...] গ্রামের ছয় জন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবি[ধি] আইনের (ডাকাতি) ৩৯৫ ধারামতে অভিযুক্ত হওয়া বাবদ সোপর্দ্দ হইয়া ছিল।

গ্রেপ্তারের বিবরণে প্রকাশ, বিগ[ত] ১৮ই অক্টোবর রাত্রিতে উক্ত ছয় [...] আসামী ৮ জন লোক লইয়া পলগু[...] থা[নার] শ্রীকান্ত প্রামাণীর স্ত্রী ও বিধবা কন্যা [...] অরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বা[...] বাক্তিদিগকে লাঠী দ্বারা প্রহার করে [...] কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের চাবি হস্তগত করিতে না পারিয়া বাক্সটি একটি কূয়ার আব[...] ভাঙ্গিয়া ফেলে ও সোনারূপার অলঙ্কার নগদ টাকাকড়ি ও সাংসারিক ব্যবহা[র্য] কয়েকটি জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। পরে ৮ম জন আসামীকে গ্রেপ্তার ক[রা] হয় ও বিচারার্থ প্রেরিত হয়। জুরী[গণ] আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলে, [...] তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাহা[দিগকে] খালাস দিয়াছেন।

শ্রীহট্টের নেতৃবৃন্দের বিচার

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের অ[...] [দি]নে ধৃত শ্রীহট্টের নেতৃবৃন্দ ও কর্[মী]গণের বিচার শ্রীহট্টের ইং এ. সি, মৌল[ভী] মুক্‌তাদির আলাদতে [...] সরকার পক্ষে এ, ডি, এম মিঃ মুস্তাফ[া] মিত্র, এস, পি, মিঃ সোমর্ট, [...] পি মিঃ ক্যাকন, সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টর আবদুল জব্বার, সদর থানার ভারপ্রা[প্ত] এস, আই মকবুল উদ্দিনের সাক্ষ্য গৃহী[ত] হইয়াছে। কংগ্রেস কর্মীদিগকে দঃ [বিঃ] আইনের ১৪৪ ও ১৫১ ধারা অনুযা[য়ী] অভিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমা[নে] শ্রীহট্টের নেতা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার [...] শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রথম[...] শ্রেণীতে আছেন।

Reg No C.1445

দৈনিক
নদীয়া প্রকাশ

[illegible]

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৬ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪৮, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

জাপানের আক্রমণে বাধা

গোয়েন্দা অফিসে বীণা দাসের মাতাপিতা

নারীর রহস্যময় মৃত্যু

আদালত ভবনে কংগ্রেস পতাকা

জাপানীদের ঘোষণা

পাঁচ হাজার তাঁতির ধর্ম্মঘট

গুলীবর্ষণে জনতা ছত্রভঙ্গ

ভোটাধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীতে আলোচনা

সংবাদপত্রসেবীর কারাদণ্ড

কানপুর বাজার বন্ধ

ফলের সহিত চিঠি প্রেরণ

নানা কথা

জাপানের আক্রমণে বাধা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, জাপানী সৈন্যদলের অগ্রগামী সৈন্যরা উনাং গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। চীনা সৈন্যরা তাহা [illegible] সাহায্যের সহিত রক্ষা করিতেছে। সাংহাই হইতে জাপানের ট্রেঞ্চার ও বর্ম্মাবৃত মোটরগুলি যাইয়া তাহার উপর [illegible] বর্ষণ করিতেছে। গ্রামের [illegible] ব্যবসায়ীরা দূরে পলাইয়া যাইতেছে। গত [illegible] ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে উনাংএ [illegible] শান্তিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। [illegible] সৈন্যরা আধিপত্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবে দুর্গ-[illegible] উপর এখনও চৈনিক পতাকা [illegible]। জাপান যে এক ডিভিশন পাঠাইয়াছেন, তাহার মধ্যে অগ্রগামী দলের ৯ শত সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। তাহারা বোধ হয় ট্রেণে [illegible] যাত্রা করিবে।

[illegible] চাপাই আক্রমণ করে নাই। তাহাদের বিমান সৈন্যরা একদিন [illegible]। তবে [illegible] ও [illegible] কাজে [illegible] চলিতেছে। [illegible] ও চাপাইএর বাকী সকল গোলাবর্ষণে [illegible] অবস্থায় আছে; তাহার উপর [illegible] অধিবাসীদের বিশেষ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] জাপানের আক্রমণের ফলে যে [illegible] চৈনিক সেনাপতি একদিন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। জেনারেল [illegible] সকলকে চৈনিক পতাকাতলে যুদ্ধে [illegible] হইবার জন্য যে আহ্বান করিয়াছেন; সকল সেনাপতিই তাহা সমর্থন করিতেছেন।

উত্তর চীনে যে সকল চীনা সৈন্য আছে মাঞ্চুরিয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সমবেত [illegible] হইয়াছে।

নারীর রহস্যময় মৃত্যু

লাহোর হইতে প্রকাশ, নূর আলম নামক এক ব্যক্তি সরকারের ফৌজে কার্য্য করিত। পরে এই ব্যক্তি অমৃতসরের অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীতে কার্য্য করিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই ব্যক্তি কর্ম্মহীন অবস্থায় আছে। সংপ্রতি তাহাকে সেরাই আলমে (ঝিলাম) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, গত ২০শে নভেম্বর তারিখে লাহোর সহর হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত কোতলাখপৎ নামক স্থানে পুলিস একটী রমণীর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল। এই রমণীর দেহে ৫টি বুলেটের ক্ষত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই রহস্যময় মৃত্যু সম্বন্ধে সহরে নানারূপ গুজব রটিয়াছে। একটি গুজবে প্রকাশ, বিদ্রোহীদের গতিবিধির সহিত এই রমণীর সংস্রব ছিল। বিদ্রোহীদের কয়েকটি কার্য্যের সহিত নাকি এই রমণীর নাম সংযুক্ত ছিল।

সংবাদপত্রসেবীর কারাদণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, "[illegible]" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ [illegible] পিলাই বর্জ্জন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সহায়তামূলক এক আবেদন প্রকাশ করায় গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ছয়মাস কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভোটাধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীতে আলোচনা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, একজন সদস্য ব্যতীত ভোটাধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি সহ সকল সদস্যই গত ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে এখানে পৌঁছেন তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। কংগ্রেস পক্ষ হইতে কোনরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা না হইলেও কাপড় চোপড়ের অন্তরালে [illegible] পতাকা লইয়া যাইবার জন্য সংহরে চারি [illegible] হইয়াছে।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৮শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ১১ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৮৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা 'দি মাদ্রাজ মেল' গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ গভর্ণরের মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা গৃহের ভিত্তি স্থাপন সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

GOVERNOR AT MADRAS GAUDIYA MATH

COMMON IDEAL OF "SERVICE"

Madras, January 28.

The foundation stone of the Sri Krishna Lecture-Hall, to be constructed for the Sri Gaudiya Math on Mowbray's Road (Royapettah), by Mr. T. Ponnirula Pillay, was laid by H. E. the Governor yesterday evening in the presence of a large and distinguished gathering.

The Lecture Hall is to be run by the Viswa Vaishnava Raj Sabha, which is well known for its missionary activities aiming at the "regeneration of the world for the attainment of true and lasting peace and harmony by the universal practice of service".

On his arrival, accompanied by Lady Beatrix Stanley, His Excellency was received by officials of the mission and conducted to a dais. The programe opened with a prayer, which was followed by an address of welcome read to His Excellency by Pandit Atulchandra Banerjee, Secretary to the Mission

His Grace Paramahansa Sree Saraswati Goswami, President Acharya, blessed Mr. Ponnirula Pillay for so generously undertaking to build the Lecture Hall.

COMMON IDEAL

His Excellency laid the foundation stone and in the course of his address said :

"It is not often during a Governor's term of office that he has the opportunity of presiding at a function under the auspices of a religion other than his own and it is therefore with the greater pleasure that Lady Beatrix Stanley and I have come here this evening for the laying of the foundation stone of the Madras Gaudiya Math. I have heard with considerable interest what the objects and activities of your society are, and although we may differ in the means by which we approach the end, there can be no doubt that the objects of your Math, namely service to God and the brother hood of man are universal to all the great religions and can be supported by members of every creed.

"The calm and lofty thinking which religion inculcates was never more needed than at the present time. The world is but slowly recovering from the effects of a disastrous war and the economic depression which follows in its train For most people these are difficult days and it is easy for the clever and unscrupulous agitator with his enticing slogans to bewitch the unbalanced with a promise of the speedy attainment of the millennium by unconstitutional even revolutionary means. Your Mission, however recognises the futility of such preaching and realises that loyal support of established authority is the only sure means of attaining that true and lasting peace to which we all aspire. Loyalty has always been a cardinal tenet of the Hindu faith and will. I feel sure find its highest expression in your Mission.

MISSION'S PROGRESS

In spite of the very short time in which the Mission has been established in Madras it has obviously made great headway It has attracted many influential men to its fold and has succeeded in finding a permanent site on which to expand I congratulate you on the energy of your moving spirit in Madras Tridandi Swami B. H Bon, to whose untiring efforts you will, I feel sure, agree that most of the success is due. Our congratulations are also due to Mr T. Ponnirula Pillay who has at a time of depression shown his public spirit by generously agreeing to erect free of cost the Lecture Hall the foundation stone of which I am about to lay.

Lastly I wish to say what a great pleasure it is to me to meet today the spiritual head of the Mission, the President-Acharya and I pray that his work and that of all the members of the mission may be blessed by the Divine Grace which inspires them and that they may ever progress towards their object of bringing peace to India and all mankind."

Dewan Bahadur G. Narayanaswamy Chetty proposed a vote of thanks to His Excellency and Lady Beatrix Stanley.

গত ৫।২।৩২ তারিখে Religious Endowment Board এর সভাপতি ও জনৈক Commissioner শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন ও গৌরবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী চেতন বাণী শ্রবণ করিয়া নিজ সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতে মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত টি, এস, রামস্বামী আয়ার মহোদয়ের সকাতর আহ্বানে গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সেবা অধিকার ও সেবা নিষ্ঠা

"যে যেস্বধিকারে যা নিষ্ঠা সা গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ভগবৎসেবার অধিকার শ্রীগুরুপ্রদত্ত পারমার্থিক যোগ্যতা। উহা কোনো জাগতিক কর্ম্ম বা জ্ঞানের যোগ্যতা নহে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরুপাধিক জীবাত্মার যে নিত্য সনাতন চিন্ময় সম্বন্ধ আছে, শ্রীগুরু-কৃপায় ভাগ্যবান জীবের শুদ্ধ চিত্তে সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে জাগতিক ব্যাপার ও অধোক্ষজ ভগবানের সেবার নিত্য পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদানরূপ ব্যাপারটীও পারমার্থিক। ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভগবৎ-সেবাধিকার লাভ একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। অর্থাৎ যে পরিমাণে সম্বন্ধ-জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, ভগবৎ সেবাও সেই পরিমাণে স্মৃষ্ঠুতা লাভ করিবে। সম্বন্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্য।

শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। শ্রীগুরুর নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারা যায়। শ্রীগুরুদেব অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে দান করিতে পারেন। ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানই ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই ভগবৎ-সেবা। অদ্বয়-জ্ঞানের সেবা খণ্ডিত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে। অদ্বয়জ্ঞানপ্রদাতার নিকট প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন দ্বারা সেব্য অদ্বয় জ্ঞানের সেবার স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টা পারমার্থিক সেবার দুইটী অপরিহার্য্য অঙ্গ।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সদ্গুরুর নিকট হইতে সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হয়। "আমার যখন দীক্ষা একবার হইয়া গিয়াছে তখন নিশ্চয় আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে" এইরূপ বিচার পারমার্থিক ভূমিকায় সমীচীন নহে।

সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ের ক্রম আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের ক্রম অনুযায়ী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপ অঙ্গগুলির ক্রমশঃ সুষ্ঠুতর অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে; শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণীকে আশ্রয় করিয়া প্রতিপদে নিষ্কপটে আত্মপরীক্ষার সুযোগ বরণ করিবার সম্ভাবনা স্বীকার্য্য। উক্তরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলে উহা গ্রহণ না করাও যাইতে পারে। সুযোগ হারাইলে সম্বন্ধজ্ঞানের স্মৃষ্ঠুতা লাভের বিলম্ব হয়। অনবধানতা অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেলে সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ের প্রাক্ ভাবও পুনরায় লুপ্ত হইয়া পড়িতে পারে।

"আমাকে শ্রীগুরুদেব শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনের অধিকার দিয়াছেন, সুতরাং আমি যাহাতে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন আমার অর্বাচীন বিচারে তথাকথিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তদ্রূপ চেষ্টা করিব" এইরূপ বিচারকে কনিষ্ঠ অধিকারগত নিষ্ঠাও বলা যায় না। অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীবিগ্রহের চিন্ময় দর্শনাভাব হইলে তাহার অর্চ্চন হয় ? শ্রীগুরুদেবের চেতনবাণীকে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা অনুসরণ না করিলে অর্চ্চন-অধিকার আশ্রয় অভাবে পারমার্থিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া খণ্ডিত জাগতিক ব্যাপারে পরিণত হয়।

ভগবৎ-সেবাধিকার খণ্ডিত কাল-বিশেষে সীমাবদ্ধ বদ্ধাবস্থার অনুশীলনের অধিকার নহে। প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের অভাবে সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ের অসম্যক্ ভাবেতে ভগবৎসেবা তাগাইন অর্চ্চকের অন্তর্যুক্ত বিচারে জাগতিক কার্য্যের ভাণ প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ ভীষণ সেবা-অপরাধ দ্বারা আত্মবিনাশই সাধিত হয়। চৈতন্যবাণীর আশ্রয়ে জাগতিক কর্ম্ম ও তদীয় সহচর অজ্ঞ-জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা সর্ব্বথা পরিত্যাগের চেষ্টাই সেবা নিষ্ঠা।

কনিষ্ঠ অধিকারে শ্রবণের সুষ্ঠুতার অভাবে ভগবৎ-সেবার প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠা উদয় হয় না। কনিষ্ঠ অধিকারী উত্তমের সহিত গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ বিচার করেন যে, ঔপাধিক দেহ ও মনের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও সেবা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরু কৃপায় যখন কোন নিষ্কপট কনিষ্ঠাধিকারী সেবকের শ্রীগুরুদেবের চেতনবাণীর চিন্ময় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার বাসনা উদিত হয়, তখন তিনি চেতনবাণীর সেবাকে শ্রীবিগ্রহের সেবার সহিত এক-তাৎপর্য্যপর দর্শন করিয়া পারমার্থিক সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। কনিষ্ঠ অধিকারে পারমার্থিক সেবা সম্ভব নহে। কনিষ্ঠ অধিকারোচিত নিষ্ঠা কনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে সতর্কতার সহিত গ্রহণীয়। প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন-দ্বারা ভগবান্ এবং জীবের স্বরূপ ও পরস্পরের সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন পারমার্থিক সেবার তাৎপর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে কনিষ্ঠাধিকারোচিত প্রাকৃত নিষ্ঠাও তখন সেবা-নিষ্ঠা-তাৎপর্য্যে পরিণত হয়। মধ্যমাধিকারের উদয়ই সাধকের প্রকৃত পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত।

কর্ম্ম ও সেবা

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধারণতঃ দেহমনের দ্বারা যাহা আমরা করি তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত। তন্মধ্যে যে গুলি অন্যের সন্তোষ বিধানার্থে সম্পাদিত হয় তাহারা সেবা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যথা—পিতৃ-সেবা, মাতৃ-সেবা, পতি-সেবা দেশ-সেবা ইত্যাদি। একটু বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিব কর্ম্ম ও সেবা, কাম ও প্রেমেরই একটা প্রকার মাত্র অর্থাৎ যে কার্য্যে নিজের ভোগচেষ্টা বর্ত্তমান, সেইটীর নাম কাম বা কর্ম্ম এবং যে কার্য্য নিজ ভোগবাঞ্ছা রহিত, সেইটীর নাম সেবা বা প্রেম। প্রকৃত তত্ত্বটী এইরূপ হইলেও কিরূপ অবস্থায় আমাদিগের কার্য্য কামনা রহিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় কর্ম্ম ও সেবার বৈশিষ্ট্য আমাদিগের উপলব্ধি হয় না।

জীবনিচয় বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত তাঁহারা গোলোকে ও পরব্যোমে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া উপাস্য সেবাসুখে মগ্ন থাকেন। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ভূলোকে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে যখন ভগবদিচ্ছা ক্রমে তাঁহারা সেখানে আগমন করেন তখনও তাঁহারা মায়িক সম্বন্ধ রহিত অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকেন। আর যাহারা ভগবদ্ বৈমুখ্য-বশতঃ নিত্য বদ্ধ তাহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রকার সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে।

যেরূপ বদ্ধ ও মুক্ত বিপরীতার্থবোধক তদ্রূপ বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীবের ক্রিয়াও সম্পূর্ণ পৃথক্। বদ্ধাবস্থায় জীবের চিদভি-নিবেশ লুপ্ত হইয়া জড়াভিনিবেশ প্রবল হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মায় "আমি জড়ভোক্তা" এই তুচ্ছ অভিমান উদিত হয়। তজ্জন্য তাঁহার যাবতীয় কার্য্য সাক্ষাৎ ও প্রচ্ছন্ন ভাবে ভোগেরই আবাহন করায় কর্ম্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। অতএব বদ্ধাবস্থায় অহং ভাবাপন্ন হইয়া আমরা আমাদিগের জড় দেহমনের দ্বারা যত কিছু কার্য্য করি না কেন তাহার নাম কর্ম্ম এবং মুক্ত জীবগণ ভগবদ উচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে যে কার্য্য করেন তাহার নাম সেবা।

মুক্ত অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সেবা সম্ভব নহে। তৎপূর্ব্বে যদি কোন মাদৃশ বদ্ধজীব সেবাভিলাষী হয়েন তাহা হইলে তাহাকে পরম মুক্ত পরমহংস গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহার উপদেশানুসারে স্নাত হইয়া দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া তাঁহার সেবাকার্য্যের যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতে হইবে, তবে সেবাধিকার লাভ হইবে; নচেৎ যত কিছু সেবার অভিনয়, উহা কর্ম্মে পরিণত হইয়া অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করাইবে—কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্ত্যে, কখনও বা নরকে বিতাড়িত করিবে। অতএব বুদ্ধিমান জীবমাত্রেরই সতর্কতার সহিত কর্ম্ম ও সেবার পার্থক্য সাধুগুরুর নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবাসুখে মগ্ন থাকাই কর্ত্তব্য।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

রে দুষ্ট মন, তোকে আর পারলাম না দেখ্‌ছি। তুই যে আমার প্রধান শত্রু, তুই যে আমার নরক-পথের সখা তা আমি বুঝ্‌তাম না। তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আমার ইহ-পরকাল দু'কালই যেতে বসেছে দেখ্‌ছি। এতদিন তোর চাক্‌রী কর্‌লাম, তোর দাসত্ব ক'রে কত জন্ম কাটালাম, কিন্তু কই, তুই তো আমার একটা কথাও শুন্‌লি না। কোন কথা বল্‌তে গেলে চোখ্ রাঙাস্, তোর খেয়ালের মতে না চল্‌লে অভিমান ক'রে বসে থাকিস্। তোর কি উদ্দেশ্য যে আমাকেই খাটাবি আর নিজে আমার হৃদয় সিংহাসন অধিকার ক'রে প্রভু হ'য়ে থাক্‌বি ? তোর মত এমন স্বার্থপর কপট বন্ধু তো আর কোথাও দেখি নাই। তুই কেবল নিজের সুখ খুঁজ্‌ছিস্, দিন দিন নিত্য নূতন বস্তু ভোগ্ কর্‌বার জন্য আমাকে নাকফোঁড়া বলদের মত ক'রে যেখানে সেখানে নিয়ে যাচ্ছিস্। তোর কেবল চেষ্টা, কিসে সুখে থাক্‌বো—কি ক'রে ভাল খাবো, ভাল পর্‌বো, আর আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর্‌বো। আমার দিকে কি একেবারেই তাকাবি না ? তুই এমনি পাজির পাঝাড়া, নিমকহারাম্।

এত দিন মনে ক'রেছিলাম যে, তোর সঙ্গে মিতালী কর্‌লেই শান্তি পাবো, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তুই তার উল্টো কর্‌ছিস্, আমাকে মোহে ফেলে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাচ্ছিস্। আমি যদি নিজের মঙ্গলের জন্য কখন কোন সাধুসঙ্গ কর্‌তে যাচ্ছি তুই তার ঘোর প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠে পড়ে লেগেছিস্।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' প্রতি সংখ্যায় বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাজ্ঞানতমোধ্বংসিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। ললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বর গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈব ধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান, বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশোভাধি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকালে এই অমৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর অন্তিমের লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনগ্রন্থের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার প্রণালী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

বিষ্ণুপকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থান বিভাগ মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্‌, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট, এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নব

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, প্রথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্‌চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুল টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আধুনিক সংযত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

অধিকতর সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বর্জ্জন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত রবিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মুমূর্ষ হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গাবিলা) রূপ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বেহালার পাচন

...জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

...দের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৫ আনা, পাঁইট ৸৹ আনা, বোতল ১৷৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্ব্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের রস মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

"পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য, ভক্তিক সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এম, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাপানীদের ঘোষণা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সাংহাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে লিগ অব নেশান্সের প্রশ্নের উত্তরে গত ৬ঠা জানুয়ারী তারিখে জাপান সরকার টোকিওতে ইংলণ্ড মার্কিণ ও ফরাসীয় টোকিওস্থ রাজদূতগণের নিকট যে জবাব প্রেরণ করেন নিম্নে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল :—

"যদি এরূপ স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, অবিলম্বে চীনা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অশান্তিকর এবং প্রতিকূল কার্য্যাবলী বন্ধ করিবে, তাহা হইলে জাপানী বাহিনী তাহাদের বিরোধিতা পরিত্যাগ করিবে ? পক্ষান্তরে যদি চীনাগণ (নিয়মিত সৈন্যবাহিনী এবং উর্দ্দিবিহীন সৈন্যগণ) এরূপ কার্য্য চালাইতে থাকে তাহা হইলে জাপান সরকার আপনা বাহিনীর কার্য্য পরিচালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

পূর্ব্বে চীনাগণ অনিষ্টকর কার্য্য করায় এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার কার্য দেখিয়া জাপান সরকার বিরোধিতার আয়োজন বা বাহিনী সমাবেশ পরিত্যাগ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। চাপেই অঞ্চলে নিরপেক্ষ অঞ্চল নির্দ্ধারণের জন্য কোন প্রকার চুক্তি করিবার কথাবার্ত্তা চালাইতে জাপান সরকারের তাহাদের কন্সাল বা সেনানায়কের যোগদানে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তবে ইহা গ্রাহ্য করিতে হইবে যে "সর্ব্বপ্রকার অন্যায় বিরোধী বিষয়" যাহা চীন জাপানের মধ্যে রহিয়াছে, মাঞ্চুরিয়ার সমস্যাও তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা চলিবে না। কারণ এই শেষোক্ত বিষয়টি জাপান সরকার সাংহাইয়ের ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। তারপর গত ১৮ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব দ্বারাও উহাই প্রতিপাদিত হয়। আর জাপান সরকারের বহুদিন সুবিবেচিত ও স্থিরীকৃত নীতি যে বৈদেশিক উপনিবেশের মীমাংসা ব্যাপারে পক্ষভুক্ত বা নিরপেক্ষ কোন জাতির সহায়তা মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপান গ্রহণ করিবে না। এই সকল কারণে শক্তিপুঞ্জের পত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সর্ত্ত জাপান সরকার মানিয়া লইতে পারে না।

পাঁচ হাজার তাঁতির ধর্ম্মঘট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আগামী সোমবার হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কতকগুলি মিলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে। উহার ফলে পাঁচ হাজার তাঁতি কাজ বন্ধ করিবে। এই সমস্ত মিলের মালিকগণ প্রত্যেক তাঁতির তাঁতের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি করেন নাই। উহাই ধর্ম্মঘটের কারণ; ইতোমধ্যে আরও তাঁতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

ফলের সহিত চিঠি প্রেরণ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, পুলিশ হাজতে অবস্থিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের জন্য গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কতকগুলি ফল বাহির হইতে আনীত হয়। ঐ সকল ফলের সহিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে বে-আইনী ভাবে একখানি চিঠি প্রেরিত হইয়াছিল। পুলিশ তাহা ধরিয়া ফেলে এবং উক্ত চিঠির মর্ম্ম অনুযায়ী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে খানাতল্লাস করিয়া আর সাত জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। একজন এখনও গ্রেপ্তার হয় নাই। ইহাদের মধ্যে যাহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের পর গুজরাট কংগ্রেস কমিটির কার্য্য চালাইবার জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা সভা ও শাখা সমূহের সদস্যগণের নাম উক্ত পত্রে লিখিত ছিল এবং তাহা ছাড়া, কার্য্য তালিকাও বর্ণিত হইয়াছিল, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্তা চম্পাবেন অন্যতমা। ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

কমিশনার কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত

আগ্রা হইতে প্রকাশ, লোটানিকার কমিটী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী-প্রাতে স্পেশাল ট্রেণ যোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কমিশনার সাহেব তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্লাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ট্রেণখানি একপার্শ্বে লইয়া গিয়া রাখা হয়। কমিটীর সভাপতি ও আরও কয়েকজন সদস্য ট্রেণের ভিতরেই কাজকর্ম্মে সকাল বেলাটা অতিবাহিত করেন। গত ৭ই (রবিবার) প্রাতে কমিটী লক্ষ্মৌ পৌঁছাইয়াছেন। সেখানে তাঁহার প্রাদেশিক কমিটীর সহিত লোটানিকার বিষয়ে বে-সরকারীভাবে আলোচনা হইয়াছে।

কানপুর বাজার বন্ধ

কানপুর হইতে প্রকাশ, কানপুর বাজারসমূহ গত দুই দিন যাবৎ বন্ধ আছে। কয়েকজন দোকানদার গত ৫ই ফেব্রুয়ারী কানপুর ত্যাগ করিয়াছে। অনেকে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বাড়ী খালি করিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়া কানপুর ত্যাগ করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ হরতাল পালনের ফলেই তাহারা এইরূপ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আদালত ভবনে কংগ্রেস পতাকা

কাশী হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত যুবক কাশী দেওয়ানী আদালত ভবনের উপর কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করে। তাহারা মামলাকারীদের মধ্যে লিখিত বক্তৃতাও বিতরণ করিয়াছিল। পতাকা নামাইয়া ফেলা হয়; যুবকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলায় শ্রীযুক্ত গোপমোহন সিংহের বাড়ী খানাতল্লাস হয়। ঐ বাড়ীতে তাহারা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তথায় তাহাদিগকে পাওয়া যায় না।

গোয়েন্দা অফিসে বীণা দাসের আত্মীয়স্বজন

বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি বিতরণ সভায় গুলী মারা ব্যাপারে ধৃত কুমারী বীণা দাসের পিতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের একডালিয়া রোডস্থিত বাড়ী গত শনিবার রাত্রিতে খানাতল্লাস হয়

গত রবিবার শ্রীযুক্ত দাস এবং তাঁহার স্ত্রীকে গোয়েন্দা পুলিসের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহাদের একটি বর্ণনা লওয়া হয়। তাঁহারা তাঁহাদের কন্যার জন্য নূতন কাপড় ও জামা দেওয়ার অনুমতি পাইয়া উহা দিয়া আসেন।

আগামী সোমবার কুমারী বীণা দাসকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। প্রকাশ শ্রীযুক্ত বি, এন, শাসমল ও কে, সি, ব্যানার্জ্জি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবেন।

গত রবিবার স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস ডায়োসেসন কলেজ হোষ্টেলস্থিত কুমারী বীণাদাসের কক্ষও খানাতল্লাস করে এবং কিছু কাগজপত্র লইয়া যায়। কুমারী বীণাদাস বি, এ পড়িত। প্রকাশ, এক মাস পূর্ব্বে সে হোষ্টেলে বাস করিতে ছিল।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

পুলিস কমিশনারের নির্দ্দেশাত্মক হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া রবিবার অপরাহ্নে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন সহকারে সভা করিবার চেষ্টা করায় মধ্য কলিকাতা জেলা যুব সমিতির (বি. পি, এস এ) সদস্য বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ ও কোহিনূর বসু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

একজন যুবক গত ৫ই ডিসেম্বর আপ চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসে টেশনে অবতরণ করিলে পুলিস সন্দেহে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ সি, আই, ডি পুলিসের সাহায্যে স্থানীয় পুলিস সাইক্লো ষ্টাইলের খোঁজে উকীল শ্রীযুক্ত কমল চন্দ্র [illegible] বাড়ী খানাতল্লাস করে। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

লাহোর প্রেসের নিকট জামীন তলব

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষিত এক পোষ্টার প্রকাশ করার জন্য স্থানীয় এক প্রেসের রক্ষকের নিকট হইতে জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিনান্স অনুসারে দেড় হাজার টাকা জামীন দাবী করা হইয়াছে।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পিকেটিং করার জন্য দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গুলীবর্ষণে জনতা ছত্রভঙ্গ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রায় তিন শত মুসলমান পতাকাহস্তে নানা দিক হইতে আসিয়া [illegible] হয়। তাহাদিগকে [illegible] হইলে তাহারা [illegible] ও [illegible] কর্ম্মচারীদের উপর ইষ্টকবৃষ্টি করে, ফলে কয়েকজন আহত হয়। তৎপর জনতার উপরে [illegible] গুলীবর্ষণের আদেশ দেন। গুলীবর্ষণের ফলে তিনজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হইয়াছে।

উক্ত দিবস অপর এক জনতা উত্তরাঞ্চলে কুঠার প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া ইসলামাবাদ আক্রমণ করিয়া একজন সিপাহীকে আহত করে এবং কয়েকখানি দোকান লুণ্ঠন করে। তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করা হইলে চার জন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। কাশ্মীরের গভর্ণর ঘটনা স্থলে যাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। নগর এবং দক্ষিণাংশের অবস্থা শান্ত। উত্তর বিভাগ এবং মুজাফরাবাদও বর্ত্তমানে শান্ত আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৭ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে মাঘ শনিবার ১৩৩৮, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

মাদারিপুরে বিষম কাণ্ড

শ্রীমতী বীণা দাসের সহিত সাক্ষাৎ

ভীষণ ট্রেণ-সংঘর্ষ

ডাকাতি ও নরহত্যার মামলা

চুচুড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

পুলিসকর্ত্তৃক জনতা ছত্রভঙ্গ

মিঃ রুমের বক্তৃতা

সীমান্তে বোমা বিস্ফোরণ

জেলে শান্তি ও সুনীতি

হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড

জেলে কুমারী বীণা দাস

নানা কথা

মাদারিপুরে বিষম কাণ্ড

মাদারিপুর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের ...র্গত কার্ত্তিকপুরের জমিদার ও বঙ্গীয় ...াপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মুন্সী ...উদ্দীন আমেদ চৌধুরীর বাটীতে ...টি ডাকাতি ও তৎসহ নরহত্যার ...দ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ ... মুন্সীর বাটীর সমুদয় দ্রব্য লুণ্ঠন ...র এবং ডাকাতি করিবার কালে দুষ্কৃত- ...তাঁহার বিমাতাকে হত্যা করিয়া চলিয়া ...।

শ্রীমতী বীণা দাসের সহিত সাক্ষাৎ

গত শুক্রবার দিবস অপরাহ্নে কলিকাতা ...বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভায় ...া করিবার অভিযোগে ধৃত শ্রীমতী ...দাসের সহিত বুধবার দিবস প্রেসি- ...ন্সি জেলে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি. এন. ...দত্ত, এডভোকেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ...পাধ্যায় এবং সলিসিটর শ্রীযুক্ত কে, ...সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বক্তব্যাদি ...ণ করেন।

ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ

লাহোর হইতে প্রকাশ, এন. ডব্লিউ ...লের বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ...রযোগে জানাইতেছেন—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকার ...র কোর্ট কাপুরা এবং করিদ কোট ...নম্বরের মধ্যে, ডি, ১৭৮০ বি নম্বরের যাত্রীপূর্ণ একখানি গাড়ীর সহিত একখানি ...আপ ট্রেনের সহিত ই ৬৩নং গেটে সংঘর্ষ হয়। ফলে ১৬ জন লোক আহত হই- য়াছে এবং একজন লোক মারা পড়িয়াছে। উক্ত এঞ্জিনের সহিত একখানি ব্রেকম্যান ছিল।

পুলিস কর্ত্তৃক জনতা ছত্রভঙ্গ

পাটনা হইতে প্রকাশ, কোটাধিকার কমিটীর সভাপতি ও সদস্যরা গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে যখন এখানে আসিয়া পঁহুছেন, সেই সময় স্পেশাল ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার কালে রেলপথ যেখানে রাজপথ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নিকটে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নীল বর্ণের পতাকা আন্দোলিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকার জয়ধ্বনিও করেন। পুলিস তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তথাপি যে সময় কমিটীর সদস্যরা মোটরে করিয়া প্রধান রাজপথ দিয়া গমন করে, সে সময়ে অবশিষ্ট কয়েকজন লোক ঐরূপ আবার আন্দোলন করেন।

জেলে কুমারী বীণা দাস

বুধবার পূর্ব্বাহ্নে কুমারী বীণা দাসকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুত সুশীলকুমার সিংহের খাস কামরায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, পুনরায় ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের জন্য তাহাকে জেলের হাজতে পাঠান হইয়াছে।

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কুমারী বীণা দাসের ভাইকে এডভোকেট শ্রীযুক্ত কে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে সেন্ট্রাল জেলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ঈদ উপলক্ষে দাঙ্গা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ঈদ পর্ব্ব উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ২ দল মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছে। এই দাঙ্গায় ৩ জন মুসলমান ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দাঙ্গার কারণ এই বলিয়া প্রকাশ যে, দুইজন মুসলমানের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। বচসার পরিণামে দাঙ্গা বাধে পুলিস জনতাকে বিতাড়িত করে ও ৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মৈমনসিংহ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ছাপরা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। ~~শ্রীভক্তিসুধীর ভক্তিসার~~	[illegible]
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅবধূতনিত্য দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলোপী বাগ রোড, এলাহাবাদ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ দাস, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনন্দীমুখ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রাধাকান্ত, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীজগৎপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াড়ুকা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীবাসজীব সেবগৃহী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রদ্যুম্নজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কুলনারী শ্রীগোপালদেব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার { ২৮৭তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(দৈনিক 'হিন্দু' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

CITY CORPORATION
ADDRESS TO
SRI SARASWATI GOSWAMI

Madras, January 29.

A brief but impressive function was witnessed in the Ripon Buildings this afternoon when the City Corporation presented an address to welcome to Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj.

Councillors were present in large numbers as also a number of ratepayers and disciples of the Swamiji.

Mr. T. S. Ramaswami Aiyar, President and Mr. D, D. Warren, Commissioner, received the Swamiji at the entrance and conducted him to the Council Chamber. The Swamiji was garlanded.

Sripad Anantavasudev Vidyabhusan, a disciple of the Swamiji, gave a prayer song, after which the President read the address and presented it to Swamiji enclosed in a casket.

The address, which was brief and extended a cordial welcome to Swamiji stated :—

"You have distinguished yourself not only as a religious teacher of profound learning in the several branches of theistic philosophy, but also as a practical reformer engaged in various activities for the universal welfare. While you are looked up to with reverence by thousands of your religious persuasion as a religious preceptor of rare erudition, you have maintained a lofty unsectarian outlook on life and on the many problems affecting our country. Your visit has been hailed with delight in our city as an event of great importance. We hope you will carry with you pleasant recollections of your visit to our city. In conclusion we pray that your laudable efforts in the religio-social and educational fields may be crowned with success and that you may be blessed with a long life full of love to all."

THE SWAMIJI'S REPLY

The Swamiji, in replying, spoke as follows :—

My loving friends,—I deem it a great favour that you show this afternoon appreciative sympathy for an insignificant soul like me who have had the only ambition of serving you with a whole heart. The great corporation you represent, constituted with generous and lofty-minded city-fathers like you, has no doubt encouraged me by this cordial welcome. Worthy as you are, you look upon every individual of my calibre as an altruist ; but my feeble endeavours are not quite fit for your kind reception. By following the higher and the highest altruists I find, the principal criterion in them is the God loving spirit which is as it should be respected by both civic administrators and the administered.

My connection with you as a visitor has amply been remunerated by your wonted generosity I will surely carry the present happy recollections wherever I go and as long as I live. The altruistic mood which I in my feeble attempt find in you though meant for the service of, and love for human beings specially of this metropolis will, I hope, ever tend to terminate in the fullest service of Godhead whose conciliatory parts do represent the lives of human beings.

My experience in my humble but honest endeavours in religio-social service and theistic education has impressed me that all our attempts should terminate in the Fountain Head Who is the only Regulator of our versatile mentality.

Civic regulations and enterprises may mean for temporal happiness of every individual of your city who receives your cooperation as a citizen ; but I cherish it the permanent need of us all to engage all our activities in the Eternal Sustainer—I mean the Personality of Gobhead.

In fine, I offer my hearty thanks for the kind sympathy and high honour you have shown to me.

The councillors were then introduced to the Swamiji, after which the gathering broke up.

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে অদ্বিতীয় বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন গ্র্যাজুয়েট, ভূসুর-কুলবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, কলাবিদ্যাকুশল শ্রীযুত জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভুর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্যাধিষ্ঠানভূমি ত্রিচিনাপল্লী জেলান্তর্গত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীগৌরকথা প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। যতীশ্বরের সহিত মাদ্রাজ ভক্ত-কুলভূষণ শ্রীযুত মধুসূদন দাস, পরম ভাগবত শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ দাস, বি.এ ও বৈষ্ণব-জনবন্ধু শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়গণ অনুগমন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মেদিনীপুর জেলায় সিংপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন যে গৃহস্থমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সহজ সরলভাবে জানাইতেছেন। শ্রীভগবানের সেবা বাদ দিয়া কোন বর্ণ বা কোন আশ্রমের অস্তিত্ব নাই।

শ্রীপঞ্চমী

মাঘী গৌর-পঞ্চমী (মাঘী শুক্লপঞ্চমী) 'শ্রীপঞ্চমী' নামে খ্যাতা। এই তিথিবরের স্মৃতি বাণীর সেবক-মণ্ডলীর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করে। বিদ্যালয়ের বালকগণ এই দিনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত জীবন যাপন করেন। উৎকণ্ঠা হইবার কথা, কারণ শিক্ষার্থিগণের একমাত্র তপঃ অধ্যয়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই দিবস তাঁহাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ বিধান করেন।

শ্রীপঞ্চমী দিবস ভারতীয় আচার্য্যগণের গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টাদির মধুর তান মঙ্গলধ্বনির সহিত নিনাদিত। এই ধ্বনি অধিকাংশ স্থলে উপনিষদুক্ত অপরা বিদ্যার ভাবী আতিকর তাণ্ডবনৃত্যের পরিচায়ক হইলেও পারমার্থিক মন্দিরের নিত্য কল্যাণপ্রদ ধ্বনি পরা বিদ্যার--উপনিষদের সার শিক্ষার অফুরন্ত আনন্দোৎসে যোগ দানের নিমিত্ত জগদ্বাসীকে আহ্বান করেন। বিষকুম্ভ-পয়োমুখো অপরা বিদ্যার আপাত-মধুর বাক্যাবলীতে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা বিষ ভাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দিকে ধাবিত, তাঁহাদের গতি ফিরাইয়া অমৃত-খনি পরবিদ্যাবধূজীবন-চরণপ্রান্তে আনয়নের নিমিত্তই এই দিবস বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। মূল সঙ্কর্ষণের অংশী ও সেবাবিগ্রহের শ্রীচরণসেবায় বিশ্ববাসীকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণের বিলাস-বিগ্রহ, বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব শক্তি কন্দর্পে প্রদাতা, বুদ্ধিতত্ত্বের উপাস্যবিগ্রহ, তপ্তজম্বুনদ-বর্ণ বা নবীন-নীল জলধরকান্তি তৃতীয় ব্যূহ শ্রীপ্রদ্যুম্নের অবতার শ্রীরঘুনন্দন এই তিথিতে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। আবার জগদ্বাসীকে জীবনের একমাত্র প্রয়োজন তত্ত্ব অমল কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান প্রদানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী উৎসবে যোগদানে যোগ্য করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রয়োজন তত্ত্বের শিক্ষক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুও এই উৎসব তিথিতে প্রপঞ্চে প্রকট লীলাভিনয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসবশালা তথা বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার এবং গৌরপার্ষদদ্বয়ের আবির্ভাবলীলা মহা সৌভাগ্যবতী মাঘ-গৌরপঞ্চমীকে অপূর্ব্ব 'শ্রী'মণ্ডিত করিয়াছেন, তাই এই তিথিবরা শ্রীপঞ্চমী নামে পরিচিতা।

অপরা বিদ্যার উপাসকগণের কল্পিত সরস্বতী শুদ্ধা সরস্বতীর ছায়া। তাঁহারা ধন জন, যশাদির নিমিত্ত বৎসরে একদিন তাঁহাদের আরাধ্যা দেবীকে আবাহন করিয়া সেই দিবস কিংবা তৎপর দিবসই বিসর্জ্জন প্রদান করেন। সুতরাং ঐ কল্পিত দেবী তাঁহাদের মনের ছাঁচে গঠিতা এবং মনের খেয়ালেই বিসর্জ্জনপ্রাপ্তা। কিন্তু পরবিদ্যার উপাসকগণের আরাধ্যা শুদ্ধা সরস্বতী জীব-কল্যাণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় জগতে প্রকটিতা এবং তাঁহার সেবকগণ কর্ত্তৃক নিত্যোপাসিতা বিসর্জ্জন দূরে থাকুক, শ্রীদেবীর অন্তর্দ্ধানের চিন্তা ক্ষণকালের নিমিত্তও সেবকগণের হৃদয়ে উদিতা হইলে তাঁহারা ম্রিয়মাণ হন।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপনিবাসী নানা সদ্গুণ ভূষিত রাজপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীসনাতন মিশ্রের তনয়ারূপে জগতে জন্মলীলাভিনয় করেন। তিনি শিশুকাল হইতেই প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা করিয়া জীবনের প্রথম সন্ধ্যা হইতেই যে জীবের একমাত্র কৃত্য শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা বিষয় তাহা জগতে শিক্ষা প্রদান করেন। বিবাহের পর পরম প্রীতির সহিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর [illegible] এবং শচীমাতার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত নিরন্তর নানাবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্তা থাকি- 'নারী যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, কামবর্দ্ধন কারিণী নহেন এবং বিষ্ণুভক্ত গুরুবর্গের সেবাই যে নারীর জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য' তাহা মহিলাগণকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলাভিনয় করিলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার জগন্মঙ্গল কর কার্য্যে কোনও প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্মের অনন্ত উদাহরণ জগৎ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা জগৎ সম্মুখে গৌর-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি গৌরনাগরী বা নদীয়ানাগরীর ন্যায় গৌর ভোগের কুদৃষ্টান্ত দেখান নাই. পরন্তু আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানুযায়ী দেহসুখ-ভোগাদি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই সময়ের বৈরাগ্য দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। তিনি সমস্ত দিন যত নাম করিতেন দিনান্তে তত কয়টি চাউল মাত্র পাক করিয়া মহাপ্রভুকে অন্ন নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এক দুই দিন নয় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবশিষ্ট প্রকট কাল পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে দিনাতিপাত করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডবাসী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত রাঢ়বৈদ্য বংশে মহাভাগবত শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র। এবং শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি গৌর বিগ্রহের সেবা করিতেন এবং বৎসর বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতের নিমিত্ত পুরী আগমন করিয়া শ্রীখণ্ডবাসিগণের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে রথাগ্রে নৃত্য করিতেন।

শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনকে কখনও পুত্র বুদ্ধি করিতেন না, পরন্তু তাঁহার নিকট হইতেই কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পাইবার লীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গুরু বুদ্ধি করিতেন। তাই মহাপ্রভু যখন রহস্য করিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

'তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয়?'

তদুত্তরে তিনি (শ্রীমুকুন্দ) বলিয়াছিলেন—

* * * রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে॥'

মুকুন্দের উত্তরে অতিশয় আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভু কহিলেন, মুকুন্দ ঠিক কথাই বলিয়াছেন ; কারণ—

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।"

মহাপ্রভু রঘুনন্দনের সেবা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন॥

শ্রীরঘুনন্দনের ব্রজ পরিচয়-সম্বন্ধে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিয়াছেন—

"ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ।
চক্রে লীলা-সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥"

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

রে মন! তোর যে এত অজেয় পরাক্রম তা আমি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। আমি বুঝ্‌ছি যে আমি তোর চেয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি, তাই তোকে শাসনে আন্‌তে পারছি না, তোর পাল্লায় পড়ে আমার আর কষ্টের সীমা নাই। তুই যে মায়ার চর মায়ার গোলাম এবং আমাকেও তোর গোলাম ক'রে ফেলেছিস্। আমি যে গুরুদাস তা একদিনও বুঝি নাই তাতেই তোকে নিজের কর্ত্তে গিয়ে পরকে আমার করেছি, আমার বুঝ্‌বার ভুল হ'য়েছে। এখন দেখ্‌ছি তোর মত ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলের ক্ষমতার বাহিরে। বলহীন আমি যতদিন বলদেবের কৃপাবলে বলীয়ান্ হ'তে না পারবো, মনের ন্যায় কপট শত্রুর কথা তাঁর চরণে নিষ্কপটে না জানাবো ততদিন আমার আর রক্ষা নাই দেখ্‌ছি। শাস্ত্রে বলেছেন,

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

মুকুন্দসেবা দ্বারা সদা কাম-লোভাদি রিপু বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

তাই আমি আজ মুকুন্দ-সেবায় ভক্ত সাধুর নিকট অভিগমন করেছি বটে, কিন্তু তথাপি মন এখানে আমাকে কুপরামর্শ দিচ্ছে, নানারূপ প্রলোভনের কথা আমার চিত্তপথে উদয় করাচ্ছে। সে প্রতিজ্ঞা করছে যে, সে আমার বাধ্যতা স্বীকার করবে না—আমাকে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করতে দেবে না। যখনই আমি নাম-প্রভুর সেবা করতে যাই তখন সে নানা কুচিন্তা আমার মাথায় এনে দিয়ে নাম করতে দেয় না। যখন আমি কোন সাধুর সেবা করতে যাই তখনও সে তার মধ্যেও প্রতিষ্ঠাশা পাবার জন্য আমাকে কত কি বলে, আমাকে সেবা হ'তে চ্যুত করতে চায়।

মনের গতি চঞ্চল। তার কাজই হচ্ছে চিন্তা করা— হয় কুরূপ না হয় সুরূপ। সে আজকাল কেবল জড় চিন্তায় মত্ত— কৃষ্ণ চিন্তা করতে চান না। আবার আমি যদি করতে যাই তখন সে নিজের অসুবিধা বুঝে কামক্রোধাদি পরিকরগণসহ আমাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হন।

তাই বলি ভাই সব, আর মনের খেয়ালে চ'লো না, ও-বেটা বড়ই পাজি। মনের আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে মনকে পরাজয়কারী বৈষ্ণবের আনুগত্য গ্রহণ কর। তাতেই সব সুবিধা হবে। মন আর আমাদিগকে বিপথগামী করতে পারবে না। তখন আমরা নিশ্চিন্তে গুরু-বৈষ্ণব সেবা করতে পারবো। যদি ভগবানের প্রীতি চাও, যদি সুমঙ্গল চাও, যদি সেবাসুখ লাভ করতে চাও তবে ওর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে মনের সম্পর্কী। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কথা ভুলে; আমাদের পরমাত্মীয় সাধুগণের নিকটে তাঁদের পদরেণু হবার জন্য কেঁদে কেঁদে কৃপা ভিক্ষা কর, আর বল,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা।
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ॥
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।

হে ভগবান্, আমি কামাদি রিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন ক'রেছি তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হ'লো না, লজ্জা ও উপশান্তিবশে উদয় হ'ল না। হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ ক'রে তাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভয় চরণে শরণাগত হয়েছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ.

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৮০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমালঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামীকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়প্রণালীসহ 'ব্যাখ্যিত-সহ গভ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই স্থায় স্বল্পের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ ১ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী তাঁবাস্বপ্নপোবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্পাদিনী ভাবুক-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যমুক্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ক্রমব্যাখ্যা-বিষয়ক। ভিক্ষা ১০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—রস—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্পষ্ট কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর গুপ্তিপুর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আধাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত : প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৭ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ রুদ্রের বক্তৃতা

পাটনা হইতে প্রকাশ বিগত শুক্রবার দিবস সন্ধ্যার "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কে, সি, রুদ্র পাটনা কলেজের ছাত্রদিগের সমক্ষে "আধুনিক সংবাদপত্র পরিচালন" বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ রুদ্র বলেন যে, সংবাদপত্র কেবল সংবাদের জন্য, অর্থাদের জন্য নহে। যাহারা সংবাদপত্র পরিচালন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা সংবাদের জন্য উৎসুক থাকিবে এবং যথাযথ সংবাদ সংগ্রহে তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে। সংবাদপত্র পরিচালনকল্পে যাহা প্রয়োজন, ইহাতে তাহা লাভ হইবে। একজন সংবাদপত্রসেবী রাজনীতি সম্পর্কীয় কোন সংবাদে পক্ষপাত না হইয়া সর্বপ্রকার সংবাদের অনুশীলন করিবে। সংবাদ প্রচার না করা সংবাদপত্র পরিচালকের কর্ম নহে। যাহারা

লিখিতে ইচ্ছা করে, উত্তমরূপে লিখতে পারিলেই যে তাহারা সংবাদপত্র পরিচালন করিতে পারিবে, তাহাদের এরূপ মনে করা উচিত নহে। ... হিসাবে বহু লেখক আছেন, কিন্তু তাঁহারা সংবাদপত্র ব্যবহার করেন না। আধুনিক সংবাদপত্রসমূহ অপরাপর বিষয় অপেক্ষা রাজনৈতিক বিষয়ের দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হয় এবং রাজনীতিই আধুনিক সংবাদপত্রের প্রধান বিশেষত্ব।

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে কিরকীতে মোটর দুর্ঘটনার ফলে একজন সহিস নিহত হইয়াছে। একটী ঘোড়া আহত হয়; ইহাকে পরে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রকাশ, আগাড়কার নৌজ ফ্রিডরেন যে সময় ৩৪৫৮ নং নম্বরযুক্ত মোটরে কিরকীতে হোলকার সেতু পার হইতেছিল, সেই সময় উক্ত সহিস যে ঘোড়ায় চড়িয়া ওপার আসে। সেতুর মাঝামাঝি আসিয়া ঘোড়াটি হঠাৎ উক্ত মোটরের উপর যাইয়া পড়ে। ধাক্কা খাইয়া ঘোড়াটা পড়িয়া যায় ও তাহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। সহিস মোটরের সম্মুখের চাকার নিকট পড়িয়া যায়। চাকাটা তাহার পিঠের উপর দিয়া যায়। ফলে সে সেইখানেই মারা

হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড

শিলচর হইতে প্রকাশ, খানখুইলৌং নাগার প্রতিবাসী খুরাংখং নাগা ব'দ্ধবিদ্যার প্রভাবে ইতঃপূর্বে চারিজন লোককে হত্যা করিয়াছে ও অপরাপর কয়েকজনকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া খানখুইলৌং নাগা একটি কুঠারের সাহায্যে তাহার প্রতিবাসীর মাথায় আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া খানখুইলৌং তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছে ও বলিয়াছে যে, তাহার ভ্রাতা খুরাংখং এর সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার ব
তাহার উক্ত চারিজন বন্ধুর ন্যায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গ্রামস্থ অপর সকলকে এই যাদু'বিদ্যার প্রভাব হইতে রক্ষাকল্পে সে এই করিতে মনস্থ করিয়াছিল। ডেপুটী কমিশনার মিঃ কি, ডি,

প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং সপারিষদ গভর্ণরকে এইরূপ অনুমোদন করা হইয়াছে যে, এই দণ্ডাদেশ দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে পরিণত হইতে পারে।

জেলে শাস্তি ও সুনীতি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, ডিক্সন হত্যা মামলার শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী এবং শান্তি ঘোষকে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আপ পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে এখানে আনা হইয়াছেন। খড়্গপুরে গাড়ী বদল করিয়া খড়্গপুর মেদিনীপুর লোকাল ট্রেণে তাঁহারা অপরাহ্ণ ৩টার সময় মেদিনীপুরে পৌছেন। তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদের কামরায় ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ছয় জন সশস্ত্র কনেষ্টবল এবং একজন নারী ওয়ার্ডার ছিল। তাঁহাদিগকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে।

সীমান্তে বোমা বিস্ফোরণ

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, এখানে এক আফ্রিদি কাঠের দোকানের কর্মচারী মোসলদীন নামক একজন মুন্সীর হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি বোমা বিস্ফোরণের ফলে উড়িয়া গিয়াছে। সংপ্রতি রাজকীয় বিমান বিভাগ হইতে সরঞ্জামের যে পুরাতন খালি কাঠের বাক্স নীলামে বিক্রয় করা হয়, তাহার মধ্যে বোমার খালি খাপ ছিল। মোসলদীন সে সকল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল। সেই সময় সে ঔৎসুক্য বশে বোমার একটা অংশ লইয়া টানাটানি করে। বোমার খালি খাপে ২০ পাউণ্ড বারুদ রহিয়া গিয়াছিল। তাহার বিস্ফোরণের ফলে সে উল্লিখিত ভাবে জখম হইয়াছে।

বিষম মোটর দুর্ঘটনা

আসানসোল হইতে প্রকাশ, আসানসোল হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে হীরাপুরের নিকট এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় মিঃ ম্যাক মারে ও তাঁহার স্ত্রী নিহত হইয়াছেন। রবিবার প্রত্যুষে তাঁহারা এক নীচের মসজিদ হইতে তাঁহাদের মোটরে ফিরিতেছিলেন। হীরাপুরের নিকট মোড় ফিরিবার সময় মোটর একটা ছোট খুটিতে ধাক্কা লাগে। ফলে উহা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া যায়। মিঃ স্পীডী পশ্চাতের আসনে ছিলেন তিনি ছিটকাইয়া রাস্তার পথের উপরই পড়েন। তাঁহার শরীরের কয়েক স্থান ছিড়িয়া যাইলেও তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। মিসেস ম্যাকমারের পিঠের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, মিঃ ম্যাকমারের দেহ এমনভাবে জখম হয় যে চিনিবার উপায় প্রায় ছিল না।

মিঃ ম্যাকমারে বেঙ্গল পেপার মিলের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন; মিঃ স্পীডী উক্ত মিলের ইঞ্জিনিয়ার; তাঁহাকে আসানসোলে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

চুচুড়ার সশস্ত্র ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর হইতে ৩ মাইল পশ্চিম মেলাপাড়া গ্রাম হইতে আর একটী দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৭ দিন পূর্ব্বের রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুত বিপিনবিহারী ধর তাঁহার ভ্রাতা বরোদার ভীতিপ্রদ চীৎকার শ্রবণ করিয়া জাগরিত হন। বিপিন বাবু বাহিরে আসিয়া যখন বরোদাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় বরোদাও বাহিরে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। বিপিন বাবু তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন করিবার সময় উপর্য্যুপরি কয়েকটি পটকার শব্দে ভীত হইয়া পড়েন। ইত্যবসরে বরোদার মাতা সাহায্যার্থ চীৎকার করিলে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করে যে, তিনি যদি অবিলম্বে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি তাহাদের হস্তে সমর্পণ না করেন তবে তাঁহার প্রাণনাশ করা হইবে। ডাকাতরা বাড়ীর সমস্ত লোকজনকে এমন কি মহিলাদিগকেও লাঠি সোঁটা ও কাটারির দ্বারা মারপিট করে। অতঃপর কয়েকজন দস্যু বাড়ীর লোকদিগের উপর সতর্ক পাহারা দিতে থাকে এবং আর কয়েকজন বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ২০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি হস্তগত করে।

ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ১০।১২ জন ছিল এবং তাহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল।

১ খানি বাঁশের লাঠী, ১ খানি লৌহদণ্ড, ও ৩ খানি জ্বালানি ছিপায় তাহারা ফেলিয়া গিয়াছিল। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ডাকাতি ও নরহত্যার মামলা

বালিগঞ্জে ৫০, শামসুল হুদা ষ্ট্রীটে শ্রীযুত শান্ত লালের দোকানে ডাকাতী করিবার অভিযোগে সালিক, গুলজার, রামদয়াল, গোলাপ, কালু ও জিলাধার অভিযুক্ত হইয়াছিল। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ... গত বুধবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামী সালিক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। গুলজার ও রামদয়াল প্রত্যেকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীরা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৭ই অক্টোবর আসামীগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া একখানি ট্যাক্সিগাড়ী যোগে উক্ত দোকানে উপনীত হয়। তাহারা উক্ত দোকানে প্রবেশ করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ২ শত ৫০ টাকা গ্রহণ করে। তৎপরে তাহারা উক্ত ট্যাক্সি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চালককে উহা চালাইতে আদেশ করে, কিন্তু শান্তলালের পুত্র দৌলত আসামীগণের অনুসরণ করে এবং উক্ত গাড়ীর পাদানীতে আরোহণ করে। সালিকের হস্ত হইতে সে বলপূর্বক বন্দুক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। আসামী সালিক অবিলম্বে দৌলতকে গুলী করায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু

উক্ত ট্যাক্সিগাড়ী চালক লাল সিংকেও বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল কিন্তু সে রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে সম্রাটের ক্ষমা দান করা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

কারাগারে গান্ধীজী

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

বিবাহে পিকেটিং

গান্ধীজীর জন্য পুলিশের খরচ

ঢাকায় রিভলভার চুরি

কাশ্মীরে মুসলমানগণের অত্যাচার

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

উপনিবেশে জাপানের বোমা

মতিহারীতে ডাকাতি

আট জনের দ্বীপান্তর

রাভেন্‌শ কলেজে অনশন

নানা কথা

কারাগারে গান্ধীজী

পুণা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত কান্তিলাল গান্ধী এবং আর যে ৩ জন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কারাগারে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাঁহারা জানাইয়াছেন, গান্ধীজীর স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে; তিনি ৩ ঘণ্টা সূতা কাটেন ও সূতা কাটেন।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, পঞ্চম অধিনায়ক রূপে পরিচিত নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্ম পরিচালক শ্রীযুত নারায়ণ গোস্বামীকে পুলিস গত ৭ই ফেব্রুয়ারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শান্তিপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে গ্রেপ্তার করিয়া ছিলেন। রাণাঘাটের মহকুমা হাকিম ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নদীয়া কংগ্রেস কমিটীর ও নদীয়া জেলার কংগ্রেস কার্য্য পরিচালনের ষষ্ঠ অধিনায়ক রূপে খ্যাত শ্রীযুত রমণীমোহন গোস্বামীকে নবদ্বীপে বক্তৃতা দানকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হাসপাতাল দখল

মাদুরা হইতে প্রকাশ, কয়দিন পূর্ব্বে পুলিস স্থানীয় পিপলস্ হাসপাতাল অধিকার করে। উক্ত হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত এল, কৃষ্ণস্বামী এম্, এ, বি, এল ঐ সম্পর্কে মাদুরার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, সাধারণের চাঁদায় হাসপাতালটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে চালান হইতেছিল; কংগ্রেসের কার্য্য কলাপের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। অতএব, পুলিস যে সকল জিনিষ লইয়া গিয়াছে, সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হউক।

কাশ্মীরে মুসলমানগণের অত্যাচার

ঝেলাম হইতে প্রকাশ, মুসলমান হাঙ্গামাকারীদের কৃত লুণ্ঠনের এবং অগ্নিকাণ্ডের ফলে গৃহহীন এবং হৃতসর্ব্বস্ব মীরপুর জেলার প্রায় এক হাজার হিন্দু এবং শিখ পলাতক ব্যক্তি ঝেলামে দুর্দশায় কালাতিপাত করিতেছে। সহরের হিন্দু মহল্লা এই সকল পলায়িত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু অধিবাসীরা চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে এবং "লঙ্গর" বা বিনা পয়সায় তাহাদের আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিয়াছে। ধনী মহাজন লালা মান সার সরাই এই সকল নিরন্ন লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। লালা রাম শাও একটি লঙ্গর খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৪ শত দুঃস্থ ব্যক্তি দৈনিক আহার করিতেছে।

প্রকাশ, জেলাম জেলার সীমান্ত হইতে কতিপয় মুসলমান কাশ্মীর রাজ্যের ধ্বংসসাধন ব্যাপারে নেতৃত্ব করিয়াছিল। সীমান্তের গ্রামসমূহ পুলিস ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাস করিতেছে। প্রায় ৩০ জন লোক নাকি এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার হইয়াছে, এবং কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীদের লুণ্ঠিত বহু জিনিষপত্রও পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ, সন্দেহজনক চরিত্রের ১১২ জন লোক এখনও ফেরার হইয়া ফিরিতেছে। ইহারা নাকি কাশ্মীর রাজ্যের লুণ্ঠন ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল।

গান্ধীজীর জন্য পুলিসের খরচ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মহাসভার এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল বলিয়াছেন, গোলটেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজীর শরীর রক্ষার জন্য যে ২ জন পুলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য প্রায় ৩ শত পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মজঃফরপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বীরভূম

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ—অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রমানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভরতকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরমেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৬ গ্রান্ট বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি[illegible]

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অমর।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবংশীদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীসরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদশিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎপদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীরামনন্দন ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবংশীদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দে বরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলময়জী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় কুর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মধ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসন্তগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, [illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ সোমবার | ২৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
২২ মাধব, ৪৪৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

আগামী ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১০ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীশঙ্করচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
কার্য্যকরী-সমিতি-সম্পাদক।

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়
(রাজর্ষি কুমার রাও সাহেব এম এ প্রাজ্ঞ)
সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১।২।৩২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব উৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় হইতে গুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারতি সমাপনান্তে গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর বেলা ৮ ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শুদ্ধা-সরস্বতীর সেবা সাধুগণের আনুগত্যে সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে সমবেত হয়েন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সমাগত ছাত্র, শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট 'ছায়া-সরস্বতী ও শুদ্ধা-সরস্বতীর পার্থক্য' এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই যে বিদ্যাবধূর জীবন তাহা শাস্ত্রযুক্তি-মূলে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। হরি-কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধা-সরস্বতী পূজাই জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করেন।

অতঃপর প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় আচার্য্যদেবের গুণকীর্ত্তন করিয়া স্বামিজী মহারাজ সমাগত শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রোতৃমণ্ডলীসহ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীরাধা-কুণ্ড, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন, যোগপীঠ শ্রীমন্দির, নৃসিংহ মন্দির ও শ্রীগোবকুণ্ড প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠে হরিনাম মহামন্ত্র সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ কর

সন্ধ্যাকালে স্বামীজী মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বোর্ডিংএ শিক্ষার্থী ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের নিকট ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া ক্ষণমাত্রও গুরুগৃহে বাসের উপকারিতা প্রদর্শনমুখে অজামিল উপাখ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী বলেন, অজামিল প্রথমে কিছুদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুমুখ-নিঃসৃত ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; পরে তিনি গুরুগৃহ ত্যাগ করায় কুপথগামী হইয়া পড়েন। তবে প্রথমে গুরুগৃহে বাস করার ফলেই তিনি পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের নামোচ্চারণ কালে 'শ্রীনারায়ণই যে একমাত্র কর্ত্তা এবং আশ্রয়দাতা' শ্রীগুরুদেবের এই সদুপদেশ তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় ও তচ্চিন্তাপ্রভাবে তিনি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। গুরুগৃহে এক দিন মাত্র বাসের ফলের সহিতও কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর যাঁহারা গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবায় মনপ্রাণ নিষ্কপটে নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের ত আর কথাই নাই। গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া নৈষ্ঠিক ও পারমার্থিক শিক্ষালাভই ছাত্রগণের একান্ত কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয় স্বামীজী মহারাজ সহজভাবে, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—ইলোর, মাদ্রাজ।

প্রিয় বান্ধবগণ,

ইলোরের 'শ্রীজনার্দ্দন প্রার্থনা সমাজের' ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমি এই অভ্যর্থনা গ্রহণের যোগ্য পাত্র নহি। কারণ, না আছে আমার কর্ম্মবল, না আছে আমার জ্ঞানবল, না আছে ভক্তিবল। আপনারা অভিনন্দন পত্রে আমার যে প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি জানি যে, আমি প্রচারের কাজ কিছুই করিতে পারিতেছি না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতদ্দেশে প্রচার উদ্দেশ্যে শুভাগমন করিয়া কি বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ের অনভিজ্ঞতা আপনারা আপনাদের অভিভাষণে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমি কিছু নিবেদন করিতে চাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিদগ্ধমাধবের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

এই শ্লোকে শ্রীদামোদরের উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা বর্ণিত আছে। এই উন্নত উজ্জ্বল রস ইতঃপূর্ব্বে কোন অবতারে বিতরিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিতে জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রস পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যা'কে তা'কে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণে অকৈতবভাবে শরণাগত হইলে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্বরূপাবস্থানে এই রস আস্বাদন করিতে পারি। ইতঃপূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য, গৌরবমিশ্র সখ্য এই আড়াইটী রসের বিষয় ভগবদ্ভক্তের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কিরূপে শুদ্ধভাবে অনুশীলন করা যায় তাহা গৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া শুদ্ধ জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মধুর রসে সেবার উৎকর্ষ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতেই পাওয়া যায়।

অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে নিয়ম ব্যতীত উত্তমাঙ্গ দ্বারাই ভগবানের সেবা হইয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু অনুক্ষণ চিদানন্দময় আত্মার বিষয় জানিতাম না। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য করার জন্য আমাদের সুনির্মল আত্মার কথা অজ্ঞাত ছিল। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর। উন্নত উজ্জ্বল রসে ভগবান্ যে আমাদের নিজ জন এই বিষয় পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না বলিয়াই আমরা ভগবান্‌কে গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত সেবা করিতাম। ভগবান্‌কে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে সেবা করা যায় ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। জাগতিক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে পূর্ব্বে ভগবানের সেবা হইত; কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কি প্রকারে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি বিধান করেন তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে বিশ্রম্ভ সেবা করিতে পারি। ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাম অবতারে যে সেবা প্রচলিত আছে, তাহা মূলে গৌরবমিশ্রিত সম্ভ্রম-সেবা। সুতরাং তাহা আত্মার সম্প্রসারণকল্পে সীমাবদ্ধ। চিন্ময় ধামের বিকৃত প্রতিফলন —এই জড় জগতে পাঁচটী রসে পঞ্চবিধ সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ, হেয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু, তিনি সকল রসের আকর। আমরা এই পাঁচটী রসের যে কোন রসে স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারে সেরূপ বিশ্রম্ভ সেবা সম্ভবপর নহে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে রামচন্দ্রকে আমরা মধুর রসে সেবা করিতে পারি না তাহা হইলে সীতাদেবী অসন্তুষ্ট হইবেন এবং একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের নৈতিক চরিত্রে লাঘবতা দৃষ্ট হইবে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তখন একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রজাবর্গের বিশেষতঃ হনুমানজী, লক্ষ্মণজী প্রভৃতি সেবকবৃন্দের গৌরবাশ্রিত দাস্যরসের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন- কান্তরসে সেবা গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তিনি তাঁহার মধুররসাশ্রিত কান্তাগণের সম্ভোগবিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্য ও বাৎসল্যরসে সেবিত হইলেও মধুররসে কান্তভাবে তাঁহার সেবা হইতে পারে না বলিয়া বহু-সেবক সে-রসে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ, যে-কোন আত্মা গোপী-আনুগত্যে কান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন, সেই সেবা হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। তাই বলিয়া জড় ব্যক্তির তিনি বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন নাই। যে কোন আত্মা স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবামাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন অবতারে সেবকগণের ইচ্ছা থাকিলেও সেরূপ সেবা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইয়া যদি শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা নির্ব্যলীক চিত্তে শুদ্ধসেবা অভিলাষী হই তাহা হইলে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি; সুতরাং তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই এবং ব্রজবাসীর আনুগত্য ব্যতীত এবং বিশ্রম্ভ সেবা ছাড়া অন্য কোন সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আমাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

তিনি আত্মারই অধীশ্বর। সুতরাং আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য। এবং নিজ স্বার্থের জন্য কিছুই অবশেষ রাখা উচিত নয়। মোট কথা তিনি পূর্ণ বস্তু, তিনি আমাদের সর্ব্বস্বের মালিক, কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগণকে সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে মানুষ পূজা করিতে বলেন নাই, কিংবা মানুষোচিত গুণগুলি বা ধর্ম্মগুলিকে ভগবানে আরোপ করিতে বলেন নাই। সাধারণ লোক কিন্তু মর্ত্ত্য জীবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহা মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—পূর্ণ বস্তু, খণ্ড বস্তু নহেন। খণ্ড জ্ঞানে অখণ্ড বস্তুর ধারণা হয় না। মনুষ্য জ্ঞানে নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি যতদূর বিকশিত হইতে পারে ভগবান্ সেইটুকুমাত্র খণ্ড জ্ঞানের খণ্ড নৈতিকের অধীন তত্ত্ব নহেন; কেন না ভগবান্ স্বতন্ত্র পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন। নতুবা আমরা আত্মার সহিত দেহমনের সামঞ্জস্য করিয়া ফেলিব; আত্মা কিন্তু মন নয়, মন কিন্তু আত্মা নহে। মন বাহ্য জগতের দ্রষ্টা ও কর্ত্তা; দুষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞান লাভ করিয়া জড় ভোক্তা। তাহার যতকিছু জ্ঞান, বিচার বা আনন্দ সমস্ত বাহ্য জগৎ লইয়া। সুতরাং মন কিছু আত্মার অনুসন্ধান করে না বরং শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন

মহিলাগণের রচনা প্রতিযোগিতা

সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল অধিকারের সকল মহিলাই এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আগামী ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ঠিকানায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"এর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। প্রত্যেকেরই রচনা শাস্ত্র-প্রমাণাদিমূলে হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে।

যিনি এই রচনা প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিবেন, তিনি "ষষ্ঠীদেবী" রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তি গ্রন্থ উপহার পাইবেন।

এ বৎসর রচনার বিষয়—"কৃষ্ণভজনে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার"।

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবর্গের বাঙ্গালা রচনা-প্রতিযোগিতা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনা-প্রতিযোগিতা হইবে। এই রচনা প্রতিযোগিতায় যে ছাত্র সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিবেন তিনি "মাতৃদেবী"-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন। আগামী ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ঠিকানায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছান

রচনার বিষয়—"পঞ্চদশায় বালকের হরিভক্তি"।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্-[illegible]ধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible]শব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible]ধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible]ষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible]জে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible]তে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible] ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible]ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমন্বিত হইয়া [illegible]শিত হইয়াছেন। শ্লোকের শব্দব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [illegible]ক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible]শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত [illegible] ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible]তি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি [illegible] হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible]কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible]। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী [illegible]রে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া [illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-[illegible] ভাষাভাষ্যান্বিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে [illegible]নির্ঘণ্ট-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই স্থানে [illegible]কা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাম্বরপোষোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চনদায়িনী ভাবরত্ন-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তারত্ন অচিন্ত্যত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ চার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা [illegible] টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমাধ ভ্রষ্টব্যাদি নির্দ্দেশক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত, নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বোমার সরঞ্জাম বাহির

পাটনা হইতে প্রকাশ, মজিহারী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে রামাবতার নামক এক ব্যক্তির বাটি হইতে বোমা তৈয়ারীর জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে। খানাতল্লাসের সময় সে বাটীতে রামাবতার ও আর যে ৩ জনকে পাওয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আর ৫।৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

মজিহারী হইতে প্রকাশ, গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন কোন গ্রামে বোমা তৈয়ারীর সম্পর্কে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, দুই জন লোক আশ্রয় গ্রহণের অছিলায় শ্রীযুত ব্রজমোহন মজুমদার নামক জনৈক কুসীদজীবীর বাটিতে গভীর রাত্রিতে প্রবেশ করে। বাটীর দরজা উন্মুক্ত হইবামাত্র প্রায় ৫০ জন লোক অকস্মাৎ দ্রুতবেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাটীর লোকজন এমন কি মহিলাদিগকেও গুরুতররূপে প্রহার করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১৫০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, অত্যধিক প্রহারের ফলে গৃহকর্ত্তীর অবস্থা সঙ্কট জনক।

পর দিন রাত্রিতে আর একদল ডাকাত সংখ্যায় প্রায় ৫০ জন পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামে জনৈক লোকের বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাটীর লোকজনকে নির্য্যাতন করিয়া প্রায় ৩০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়।

বিবাহে পিকেটিং

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গুজরাট সমাজসংস্কার সমিতি সর্দা আইন অমান্যের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রায় ১২ জনের উপর তাঁহারা নোটিশও দিয়াছেন। এক স্থানে বাল্য-বিবাহ আসন্ন হইয়াছে বলিয়া উহাতে বাধা দিবার জন্য তাঁহারা নিষেধাজ্ঞা জারীর ব্যবস্থা করিতেছেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রায়পুরে ৫০ বৎসর বয়স্ক এক ব্রাহ্মণের সহিত ৬ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার বিবাহ হইবার কথা ছিল। যুবকরা উহা জানিতে পারিয়া পিকেটিং করিয়া অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। এই বিবাহে বাধা দিবার জন্যও তাঁহারা ইহাদিগের ব্যবস্থা করিতেছেন।

চীনে যুদ্ধ স্থগিত

সাংহাই হইতে প্রকাশ, ফরাসী ধর্ম্ম-যাজক ফাদার জ্যাকুইনো, ডার্ডনের যুদ্ধে যাহার একখানা হাত নষ্ট হয় ও যিনি সামরিক বিভাগ হইতে পদক পান, তাঁহার উদ্যোগে চাপাই ৫ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইয়াছে। যে সকল চীনা স্ত্রীলোক শিশুদের লইয়া উপনিবেশের অ্যাংলো আমেরিকান অঞ্চলে যাইতে চায় তাহাদিগকে সময় দিবার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

যুদ্ধ স্থগিতের সর্ত্ত অনুসারে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৮টার সময় যখন গোলাবর্ষণ থামে, তখন ফাদার জ্যাকুইনো বহু লরীপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক ও চীনা শুশ্রূষাকারিণী লইয়া ঐ সকল স্ত্রীলোক ও শিশুদের লইয়া যান। শুশ্রূষাকারিণীরা আহতদের শুশ্রূষা করিবে।

জার্ম্মাণের প্রধান বাণিজ্যদূত উসাং যুদ্ধস্থলে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। উসাং এর জার্ম্মাণ কলেজের জার্ম্মাণ অধ্যাপকদিগকে সরাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জেল হইতে পলায়ন

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে যে ৩ জন রাজনৈতিক বন্দী পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের নাম—ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা সম্পর্কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র মজুমদার, মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় শচীন্দ্রনাথ কর এবং পুটিয়া ডাক লুঠের মামলায় সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ, তাহারা নাকি ৭ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছে। এই সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলের ভিতর তদন্ত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এখন পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই এবং কোন বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয় নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

হিজলী হইতেও প্রকাশ, হিজলী স্পেশ্যাল জেল হইতে ১ জন কয়েদী কাজ করিবার সময় পলায়ন করিয়াছে।

ঢাকায় রিভলভার চুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার নবাবের এষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ গ্রিফিথসের ভৃত্য জগৎ বাহাদুরের ১টি ছয়নলা রিভলভার তাহার বাসস্থান হইতে চুরি গিয়াছে। প্রভুর বাড়ীর সীমানার মধ্যেই সে বাস করিত। প্রকাশ ভৃত্যটি কয়েক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইবার সময় রিভলভারটি বিছানার উপর রাখিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া রিভলভারটি সে আর পায় নাই। এখন পর্য্যন্ত অপহৃত রিভলভারটীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বজেশ্বর রায় এবং বিনয় বসু যখন রিভলভার হস্তে পোষ্ট অফিসের ২৪০০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিতেছিল তখন এই জগৎ বাহাদুরই সাহস করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং গ্রেপ্তার করে।

আট জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী থারাবডীর বিশেষ জজ দ্বিতীয় কিস্তাদী পোয়েলাকুই মামলার রায় দিয়াছেন। ৮ জন আসামীরই প্রতি বিদ্রোহ করিবার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

থার ঘডীতে দুইটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে; ইন্‌সিনে হত্যাকাণ্ড সহ ডাকাতি হইয়াছে, টুঙ্গুতেও ডাকাতি হইয়াছে। হেনজাদায় এবং বেসিনে হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত স্থানে পো'ন নামক এক পলাতককে দল বাঁধিবার সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয়েকটি ডাকাতি সম্পর্কে তাহার খোঁজ চলিতেছিল।

মজিহারীতে ডাকাতি

পাটনা হইতে প্রকাশ, মজিহারী হইতে একটা লোমহর্ষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একজন তহশীলদার ৮৫০ টাকা লইয়া ফিরিবার সময় ২ জন লোক ট্রাইসাইকেলে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহারা রিভলভার সম্মুখে ধরিয়া টাকাগুলির দাবী করে। ফলে, তিনি টাকাগুলি তাহাদিগকে দিয়া দিতে বাধ্য হন। লোক দুইটাকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

চৌধুরী গোলাম জিলানীর জেলে মৃত্যু

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্য চৌধুরী গোলাম জিলানী পীর বাদশা মিঞা, সামসুদ্দিনের সহিত গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী টাইফয়েড রোগে জেলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

উপনিবেশে জাপানের বোমা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক উপনিবেশে যেখানে মার্কিণ সৌসৈন্য সকল অবস্থিত আছে, তথায় একটি কাপড়ের কলের উপর জাপানের একটী বোমা পতিত হয়। সৌসৈন্যরা কেহ হতাহত হয় নাই, ৫ জন চীনা নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, মার্কিণের প্রধান বাণিজ্য দূত এই বিষয়ে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ করিয়াছেন।

র‍্যাভেন্‌শ কলেজে অনশন

কটক হইতে প্রকাশ, র‍্যাভেন্‌শ কলেজের হোষ্টেলের পশ্চিম দিকের ব্লকের যে ছাত্ররা অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

গত প্রতিষ্ঠা দিবসে হোষ্টেলের ছাত্রদিগকে আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে গোলমাল করিতে দেখা যায়। ফলে ২ জন ছাত্রকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হোষ্টেল ছাড়িয়া যাইতে বলা হয়। কেরাণীর অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাঁহার সহিতও ছাত্রদের একটা গোলমাল উপস্থিত হয়। উক্ত উভয় কারণে ছাত্ররা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জি, জি, জিউক বিতাড়িত ছাত্রদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবার ও ছাত্রদের অভিযোগের প্রতীকার করিবার আশ্বাস দেওয়ায় ব্যাপার সহজেই মিটিয়া গিয়াছে।

Reg No C1445.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
এক কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

গভর্ণরকে গুলীর জের

পেশোয়ারে দস্যু সর্দ্দার গ্রেপ্তার

নার্শিং হোমে প্রধান মন্ত্রী

সাবমেরিন এম—২ আরোহীসহ জলমগ্ন

জাপানে প্রবল বোমাবৃষ্টি

ম্যাজিষ্ট্রেটকে পণ্ডিতজীর তার

কুমারী বীণা দাসের মামলা

ভারত মহাসাগরে বিষম ঝড়

ভারত আলোচনায় সম্রাট

ঢাকায় অস্ত্রপ্রাপ্তির জের

চাপাইয়ের

নানা কথা

গভর্ণরকে গুলীর জের

কলিকাতার সেনেট ভবন হাঙ্গামা সম্পর্কে বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী প্রমীলা গুপ্তা ও কুমারী সুশীলা গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত শনিবারে তাহাদিগকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] শ্রীযুত এস, কে, সিংহের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাহাদিগকে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এডভোকেট শ্রীযুক্ত জে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আবেদন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, আপত্তি নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন পত্রখানি পুলিস কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে পণ্ডিতজীর তার

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল মহাসভার কার্য্য সম্পর্কে কলিকাতায় আসিয়াছেন। পাটনায় তাঁহার নামে কোন পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তিনি পাটনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছেন, খাতাবিকভাবে [illegible] মধ্যে মহাসভার কার্য্য [illegible] তিনি [illegible] ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করিবেন। কলিকাতায় [illegible] ঠিকানা [illegible]

ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার কোন আদেশ জানাইবার থাকিলে তিনি যেন তাহা জানান।

ঢাকায় অস্ত্রপ্রাপ্তির জের

ঢাকা হইতে প্রকাশ, [illegible] দাস, [illegible] বটক, যোগেশচন্দ্র [illegible] [illegible] ধুপী ও নিবারণচন্দ্র ভৌমিক নামক ৬ জন যুবককে গত পূজার ছুটীর সময় [illegible]-নগরে একটি বাড়ীতে [illegible] একটী বোমার বিস্ফোরক কয়েকখানি ছুরিকা ও লৌহদণ্ড সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] জেল হাজতে থাকিবার পর [illegible] প্রতে-[illegible]

কে ২৫০ টাকা জামিনে মুক্তি দিয়া দায়রা সোপর্দ করা হয়। আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহাদিগকে দায়রা জজের এজলাসে উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চাপাইয়ের অবস্থা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, যুদ্ধ চলিবার সময় চাপাইয়ের বিপন্ন স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মিস মেরী হেলীবেল নামক ২১ বৎসর বয়স্কা এক ইংরেজ রমণী তাঁহার পিতার সঙ্গে তথায় গিয়াছিলেন। চাপাইএর অবস্থার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, তথায় ঐ পরিত্যক্তপ্রায় অঞ্চলে লোকে যে কি করিতেছিল, তাহা তাহারাই জানে না। কেহ আসিতেছিল, কেহ গাহিতেছিল, কেহ বা পাগলের মত চীৎকার করিতেছিল। আমি ভীত হই নাই। কিন্তু কতকগুলি মৃত দেহ দেখিতে বড় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কর্ণেল হেলীবেল অনুমান করেন অন্যূন ৭ শত লোক চাপাই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। অবশিষ্টরা তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু গোলাগুলি বর্ষণের ফলে সে বাড়ীগুলির অবস্থা বড় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামদাস চীন থিয়েটারের লোকে (অগ্নিকাণ্ড হইতে এই বোর্ডটি আশ্চর্য্যজনকভাবে রক্ষা পাইয়াছে) বিদ্রূপ করিয়া লেখা আছে 'পশ্চিম রণস্থলে শান্তি বিরাজ করিতেছে।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২৮৯৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ছাপরা ও তদন্তর্গত সবডিভিসন সিউয়ান প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করত গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ছাপরা জেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গত ৬ই তারিখে মজঃফরপুর ও তদন্তর্গত সীতামারীতে উপস্থিত হইয়া বহু উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির নিকট শ্রীচৈতন্য কথা প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দে চৈতন্যবাণী প্রচারাদি-প্রসঙ্গে মনোযোগপূর্ব্বক স্বামীজীর অভীষ্ট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

সীতামারী শ্রীজানকী দেবীর জন্মস্থলী ও জনক-যজ্ঞক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এখান হইতে স্বামীজী সারসন্দ ষ্টেটে গমনপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস জীবের কৃত্যই একমাত্র কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণসেবা। একথা পড়িয়া শুনিয়াও লোক কার্য্যতঃ ইহা করিতেছে না, সাধারণ জীবের ত কথাই নাই! কিন্তু পরম দয়ালু শ্রীগৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবার কথা আচারমুখে প্রচার করিতেছেন।

প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজীর মুখে আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া গত ৬ই ফেব্রুয়ারী খরপরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হলধর রাউত মহাশয় নিজ গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বহু শ্রোতা শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ়ার্থ শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রদ্ধালু হলধর বাবু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকার ভোগ সেবার আয়োজন করিয়া প্রায় ২৫০ জন লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ দিয়াছেন।

আসামে প্রচার :—শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এজি, বি, টি, মহোদয় গৌহাটী সবডিভিসনের অন্তর্গত বামুনাদি গ্রামে গত ৯ই পৌষ "আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র পক্ষ হইতে আহূত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় আসামের নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, "ভগবান্ সাকার কি নিরাকার?" এই বিষয়ে আসাম প্রদেশের 'মহাপুরুষীয়া' সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি,ভগবান্ 'নিরাকার' এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পরে সাকার নহে বলিয়া তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে, সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এই বক্তৃতা প্রায় ৩।৪ ঘণ্টাকাল ব্যাপী অনর্গল চলিতে লাগিল। তিনি বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা দেখাইলেন যে, ভগবান্ 'নিরাকার' নহেন পরন্তু 'সাকার'।

সভাস্থ সকলেই ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে যুক্তিপূর্ণ বিচার-প্রণালী ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যগণের প্রতি শক্তি সঞ্চারের অপূর্ব্ব ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোত্তম উদ্দেশ্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য সে-দিনের জন্য শেষ করেন।

পর দিবস মিটিংএ আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধামোহন ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টাকালব্যাপী 'ভগবান সাকার কি নিরাকার' সম্বন্ধে আসামীয়া ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় দুই ঘণ্টাকাল শ্রৌতপন্থা ও তর্কপন্থা সম্বন্ধে একটী আবেগপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহারপর শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সুগায়ক পরম ভাগবত শ্রীপাদ তারকচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয় গৌরবিহিত সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১০ই পৌষ আসাম বৈষ্ণবসম্মিলনীর কার্য্য শেষ হইলে এতদঞ্চলের শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের নিজ গ্রামে ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে লইয়া গিয়া শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় কতিপয় ভক্তসহ হাজো, সরভোগ, ভাটীপাড়া প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া সড়োয়া গ্রামে উপস্থিত হন। সড়োয়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ধন্মনাথ দেবশর্ম্মা সদাগর মহাশয় প্রচারকগণের প্রতি অমায়িক ব্যবহার, শুদ্ধভক্তি প্রচারে উৎসাহ ও নিরপেক্ষ সত্য কথা নিজের শ্রবণের ও অপরকে শুনাইবার আগ্রহ বিশেষ প্রশংসাই।

সভার নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্থানীয় স্কুলের ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সদাগর মহাশয়ের স্থানে দুই দিবস হরিকথা প্রচার করিয়া তাঁহারা তৎপর দিবস নলবাড়ী টাউনে উপস্থিত হন। ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি অন্যত্র প্রচারের জন্য রেল ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবেন এমন সময়ে কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার সমীপে আসিয়া আবার একটী বক্তৃতার জন্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং, নলবাড়ী বাজারে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আরও একটি সভা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের অনুরোধে ভক্তিশাস্ত্রী নিত্য মঙ্গলপ্রদ 'শ্রীনাম' সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতামুখে উপদেশ প্রদান করেন। সভামধ্যে সাব-ডেপুটী কালেক্টর ও পুলিশ ইন্সপেক্টর মহাশয়দ্বয় ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে বিবিধ প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁহাদের প্রশ্নগুলির উত্তর অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহারা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৮ সংখ্যার পর)

স্থান—এলোর জনার্দ্দন-প্রার্থনা-সমাজ, মাদ্রাজ

কাল—৩০শে জানুয়ারী ১৯৩২

যখন আমরা ভগবানের অনুসন্ধান করি তখন আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥

অর্থাৎ আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, যে পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা তাহা তুমি আমার অনুগ্রহে অবগত হও। যাহারা মনস্তত্ত্বে অভিভূত বা মনোধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহারা ভগবানের এই সবিশেষ তত্ত্ব ভগবৎকৃপালোকের অভাবে জানিতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই প্রকার অজ্ঞ জ্ঞানীদিগকে তাহাদের পার্থিব নীতিপুষ্ট চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জড় দর্শনগুলিকে বহুমানন করেন নাই।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

কেহ যেন ইহাতে মনে না করেন যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে গিয়া রামচন্দ্রের প্রতি আমাদের অনুরাগ শিথিল হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ এক হইলেও লীলাগত পার্থক্য আছে। আমরা শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ বুদ্ধি স্থাপন করিবার জন্য কাহাকেও বলিতেছি না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, জড়জগতে যেমন কোন ব্যক্তি কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও চিকিৎসক, তদ্রূপ চিন্ময় ধামেও একই বস্তু—একই পরমেশ্বরের বহু রূপ, গুণ ও লীলা-ভেদ আছে; সুতরাং আমরা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ দর্শনের কথা প্রচার করিতেছি এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। বাসুদেব-তত্ত্বই লক্ষ্মীনারায়ণ এবং সেই লক্ষ্মীনারায়ণই জগতে (অযোধ্যায়) সীতারামরূপে অবতীর্ণ। ঐশ্বর্য্যময় সীতারামই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং বৈকুণ্ঠতত্ত্বে রাম ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব সন্দেহ নাই এবং উভয় তত্ত্বে আমরাও কোন পার্থক্য দেখি করিতেছি না। তবে রস-বিচারে আমরা রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের প্রাধান্য দেখিতে পাই। বাস্তব-সত্যের রস-বিচারে এরূপ প্রাধান্য অন্য কোন অবতারে দৃষ্ট হয় না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণের মুক্ত আত্মাগণের সহিত যে গুহ্যাতিগুহ্য রাসলীলা তাহা অতীব চমৎকারপ্রদা। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ রাসলীলা অপর কোন বিষ্ণুতত্ত্বে দেখা যায় না। সেবার শতকরা শত ভাগই আমরা কৃষ্ণকেই দিতে পারি, অপর কোন বিষ্ণুকে দিতে পারি না। আমাদের ষোল আনা স্বার্থের একমাত্র গতি হচ্ছেন কৃষ্ণ। আমরা এ জগতে দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি মনে করিতেছেন যে, "আমি কতকগুলি ভৃত্যের প্রভু, আমি বহু সম্পত্তির মালিক, আমি খুব বিদ্বান" ইত্যাদি।

আমরা জড় জগতের খণ্ড জ্ঞানের এরূপ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে আমাদের অপর বস্তুর সম্বন্ধে যেমন পূর্ণ আধিপত্য বা পূর্ণ জ্ঞান সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ অখণ্ড, অব্যয়, অসীম, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত সকল শক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সর্ব্বস্ব অর্পণ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণের লীলাগত পার্থক্য কোথায় তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভক্তস্বরূপে আমাদিগের

অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমরা ভক্ত পদবাচ্য হইতে পারি না। মনে করুন, আমরা যদি ঘোড়ার সেবা করি তাহা হইলে আমরা সহিস হইব; আমরা যদি চিকিৎসা করি তাহা হইলে আমরা ডাক্তার হইব; এইগুলি জড় জগতে বিভিন্ন উপাধির সেবা মাত্র। কিন্তু এই সকল উপাধির সেবাতে ব্যস্ত থাকিয়া আমরা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সেবা করিয়া ফেলি।

জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সে সমস্ত চিদচিৎএর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং মানব-জ্ঞানে তাঁহাকে খণ্ড জ্ঞানের বা খণ্ড নীতির অধীনস্থ বস্তুর অন্তঃস্থ জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি স্বতন্ত্র এবং মানব কল্পিত জ্ঞানের অধীন বস্তু নহেন। তিনি পরিপূর্ণ বস্তু, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, অখিল রসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, সুতরাং সজ্জনমাত্রেরই উপাস্য বস্তু। তিনি আমাদের মনোধর্ম্মের কারখানার বস্তু নহেন, কিংবা কোন ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন; ঐরূপ মনে করিলে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব না। আমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, তিনি সর্ব্বগুণাকর, রসামৃতসিন্ধু ও আমাদের খণ্ড দর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তবে কেহ কেহ তাঁহার একাংশ দর্শন করিয়া তাঁহাতে আবিষ্ট হন। সম্পূর্ণ দর্শন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ।

যদি আমরা এবম্বিধ মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চাই, তবে আমাদের নিগুণ হরিকথামৃত পান ব্যতীত আমাদের প্রকৃতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য পন্থা নাই। এই হরিকথামৃতই নামসঙ্কীর্ত্তন। এই নামসঙ্কীর্ত্তন শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আবাহন। এই নামব্রহ্ম নামী হইতে অভিন্ন। 'অভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ'। এই শব্দব্রহ্ম বা নাম, শব্দসামান্য নামাপরাধ বা মানব-রচিত আভিধানিক শব্দ মাত্র নহে। যদি আমরা এই হরিনামকে বা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে শব্দসামান্যের সহিত সমজ্ঞান করি, তাহা হইলে আমরা নামাপরাধী হইব। যতদিন আমাদের শুদ্ধ নাম ও নামাপরাধের পার্থক্য উপলব্ধি না হইবে, ততদিন আমরা প্রাকৃত-সহজিয়া বা নামাপরাধী বলিয়া গণ্য হইব। শুদ্ধ নাম অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি চিন্তামণি কৃষ্ণ—চৈতন্যরসবিগ্রহ, নিত্য শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত এবং অখিলরসামৃতসিন্ধু। শুদ্ধ নাম কীর্ত্তনের ফলে আমরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারি। কিন্তু নামাপরাধের ফলে আমাদের, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ বা অকাম (কামনার অতৃপ্তি) লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত ঔদার্য্য তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তিনি প্রেমবশ্য—প্রেমের ঠাকুর। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে তাঁহার প্রীতি হয় না।

প্রেমময়ের সেবা সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিলে আমরা শুদ্ধভক্ত হইতে পারিব।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

অতএব আমরা চৈতন্যচন্দ্রের দয়ায় বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্; তিনি সকল অবতারের অবতারী। সমস্ত অবতার তাঁহাদের সমস্ত রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার (লীলার) সহিত তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহার ভজনা করিলেই সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিষ্ণুর ভজনা করা হয়। আমরা স্বরূপসিদ্ধি উপলব্ধিক্রমে, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে তাঁহার সর্ব্ববিধ অন্তরঙ্গ সেবাশোভায় অধিকার লাভ করিতে পারি।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে বা কোন ধর্ম্ম-প্রণালীকে বা কোন দর্শনকে আক্রমণ করিয়া অন্য এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সাব্যস্ত করিবার জন্য এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। উহা সনাতন জৈবধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম। উহা সাম্প্রদায়িক নহে। উহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক। জীবমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই সংক্ষিপ্ত মত।

মহিলাগণের রচনা-প্রতিযোগিতা

সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল অধিকারের সকল মহিলাই এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আগামী ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ঠিকানায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"এর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। প্রত্যেকেরই রচনা শাস্ত্র-প্রমাণাদিমূলে হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে।

যিনি এই রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিবেন, তিনি "ষষ্ঠীদেবী" রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

এ বৎসর রচনার বিষয়—"**কৃষ্ণভজনে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার**"।

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

আগামী ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৶০; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনদাসঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারমর্ম্মব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের অদ্ভুত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী প্রকাশে ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকামাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কাবাম্বরূপেপোদোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ঘোর নীল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৶০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ পাঁচ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পাবপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ৷৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ ২৲ ডাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিঃ ৷৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

বাংলাদেশের সর্ব্বত্র জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট
কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসিবার) পাঠাইয়া রোগী দেখান হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।
অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার নর্ম্মগার!
কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!
কাব্য অমরাপুরীর অমিয় আস্বাদন!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর
ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত
অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুমধুর কবিতাগুচ্ছের চরম মহোৎসব
যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,
তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন
পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে সাবলীল হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারত আলোচনায় সম্রাট

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সম্রাট কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত নার্সিং হোমে দেখা করিবার পর বর্ত্তমান ঘটনায় আলোচনায় তিনি বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। স্যার স্যামুয়েল হোর বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্যার স্যামুয়েলের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ভারতের কথা শেষ হইলে সম্রাট প্রিভিকাউন্সিলে কার্য্য শেষ করিয়া মিঃ বলড্উইনের সহিত অর্দ্ধঘণ্টা কাল কথোপকথন করিয়াছিলেন।

পেশোয়ারে দস্যু সর্দ্দার গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, জান নামক পেশোয়ারের জনৈক দস্যু সর্দ্দারকে একটী বোমার পার্শেল প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সে রাওলপিণ্ডী হইতে উক্ত পার্শেলটি পেশোয়ারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যু সর্দ্দার ব খুদের নামে প্রেরণ করিয়াছিল।

রেঙ্গুনে ডাকাতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ঘোড়াপাড়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে ডাকাতি সম্পর্কে একজন মহিলা ও ৭ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া একখানি বাড়ী হইতে হাজার টাকা মূল্যের গহনা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রকাশ, ২০ জন লোক লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কোনও বাড়ীতে চড়াও হয়। উক্ত বাড়ীর লোকজনকে জখম করিয়া ডাকাতগণ গহনা ও অন্যান্য দ্রব্য সমেত চার হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি লইয়া সরিয়া পড়ে। আহতদের অবস্থা ভাল নহে।

একজন আবগারী পিয়ন দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে গহনা পত্র ও একটী ছোরা হস্তগত করে। পরে ধৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় দারোগা অপর আসামীদের গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নার্সিং হোমে প্রধান মন্ত্রী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এখনও নার্সিং হোমে রহিয়াছেন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার চক্ষুর অবস্থা ভালই আছে। গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী সম্রাট সাধারণবেশে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে মাত্র একজন প্রহরী ছিল। গায়ে ওভার কোট, মাথায় রেশমী টুপি এবং হাতে ছড়ি লইয়া সম্রাট যখন নার্সিং হোমে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন মাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সম্রাটের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। নার্সিং হোম হইতে সম্রাট যে সময় বাকিংহাম প্যালেসে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি লোক সম্রাটকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন।

আবার যুদ্ধারম্ভের আশঙ্কা

জেনেভা হইতে প্রকাশ, সাংহাই সম্পর্কে প্রধান প্রধান শক্তিপুঞ্জের আপোষের কথাবার্ত্তার সন্তোষজনক ভাবে না হওয়ার আশঙ্কা থাকায় শেষ মুহূর্ত্তে এখানকার চীনা প্রতিনিধিমণ্ডলী পঞ্চদশ দফার নির্দ্দেশানুসারে দাবী উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী চাপাইয়ের যুদ্ধবিরতির কাল বর্দ্ধিত করিবার জন্য চীনা বণিকগণ ইংরাজ, মার্কিণ এবং ফরাসী দূতগণকে জানাইয়াছেন। তৎপর শান্তির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য যুদ্ধমান শক্তিদ্বয়ের মধ্যে আপোষ করিবার জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন। চীনাগণ যুদ্ধ বিরতিকাল আরও ৬ ঘণ্টা বর্দ্ধিত করিয়া দিতে বলিয়াছেন, কারণ চাপাই হইতে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে অপসরণের জন্য চারি ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ বিরতি মোটেই যথেষ্ট নহে। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে থাকিয়া অতর্কিতে গুলীবর্ষণ ব্যতীত রাত্রিতে আর কোন প্রকার যুদ্ধ হয় নাই। চীনা ও জাপানী বাহিনীদ্বয় নিজ নিজ সীমানায় বেশ আরামে অবস্থান করিতেছে। ফাদার জ্যাকুইনট এবং স্কুতপূর্ব্ব কাইম কমিশনার কর্ণেল হেলে বেল ১৩ জন ফরাসী মঠবাসিনীকে ও একজন ইংরাজ বালিকাকে রেডক্রশ পতাকা লইয়া চাপাইতে লইয়া যান। তথাকার বিচ্ছিন্ন অধিবাসীর পরিত্রাণ করাই তাঁহাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য। জাপানী-নৌ-সেনাপতি এডমিরাল নোমুরা কর্ত্তৃক ইংরাজ ক্রুইজার যুদ্ধ জাহাজ বেরউইকের উপর বেলা ৩ ঘটিকার মধ্যে উসাং পরিত্যাগের আদেশ প্রদত্ত [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, জাপানীরা চীনা সুরক্ষিত স্থানসমূহ ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

খাইবার পাস অতিক্রমে দণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন আবদুল রহিম খাঁর এজলাসে দুইজন রুষ দেশীয় বৈমানিককে খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ভারত সীমান্তে উপস্থিত হইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে তিন মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ষ্টেট কয়েদীর পর্য্যায়ভুক্ত করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা পদব্রজে খাইবারের ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করায় গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতে গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন।

একজন আসামী ভাঙ্গা ইংরাজীতে সামান্য রকমের কথাবার্ত্তা বলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সিগারেট এবং বুট জুতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। আদালত হইতে তাঁহার আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করার আশ্বাস পাইয়া তিনি বলেন "আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

ভারত মহাসাগরে বিষম ঝড়

প্যারিস হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি রিইউনিয়নের (ভারত মহাসাগরস্থ ফরাসী দ্বীপের) উপর দিয়া যে প্রবল ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়, তাহার ফলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে [illegible] জনের অধিক লোক মারা গিয়াছে। ২ খানা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। সকল তার ও রেলপথ বিশেষ জখম হইয়াছে। জেটীর এখানে যে সব চিনি ও চাল ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু একর পরিমিত [illegible] ও সেণ্ট ডেনিস সহর (দ্বীপের প্রধান সহর) সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে।

সাবমেরিন এম—২ আরোহীসহ জলমগ্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৃটিশের একখানি বিরাট সাবমেরিণ গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে জলে ডুবিয়া নষ্ট হইল। অনেক খোঁজ করা হইল, অনেক অর্ণবপোত ডুবো জাহাজের সন্ধানে বহির্গত হইল, কিন্তু কোনই পাত্তা মিলিল না। সাবমেরিণের ভিতর অনেক লোক ছিল, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। এক ছুটি করিয়া সবখানি জাহাজ এম—২ এর খোঁজে ঘুরিয়া ফিরিয়াছিল। সামুদ্রিক পোতগুলির একপ্রকার যন্ত্র আছে, জলে ফেলিলে ডুবো জাহাজ উহা অনুসন্ধান করে, দেখিতে পাইলে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সেই যন্ত্রে কোনও প্রকার শব্দ করিলে সেই শব্দ যন্ত্রীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ইহাতেই ডুবো জাহাজের খোঁজ পাওয়া যায়। সে যন্ত্রও এবার ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু সব নীরব, নিস্তব্ধ, সাড়াও নাই, শব্দও নাই। জাহাজও ডুবিয়াছে, আরোহীরাও প্রাণ হারাইয়াছে।

কুমারী বীণা দাসের মামলা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কন্ভোকেশন সভায় বাঙ্গালার লাটকে গুলী করিবার অভিযোগে কুমারী বীণা দাস গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার মামলার বিচার করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে এক স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হইয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় ট্রাইবুন্যালের গঠন প্রকাশ পাইয়াছে।

জাপানের প্রবল বোমাবৃষ্টি

সাংহাই হইতে প্রকাশ, যুদ্ধ স্থগিতের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতে চীনের যুদ্ধস্থলে [illegible], ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রাতে ৮টার সময় তাহা আবার সুরু হইয়াছে। ঐ সময় ৯ খানি জাপানী এরোপ্লেন আকাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড়িতে উড়িতে চাপাইএর উপর সব কয়খানি একযোগে বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। ভীষণ বিস্ফোরণে উপনিবেশ অঞ্চলও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, চীন-জাপান সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সাংহাই সম্পর্কে চীন সরকার দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। জাপান যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সাংহাই ও অন্যান্য বন্দরের চতুষ্পার্শ্বে অন্ততঃ ২৫.০০ মাইল পরিমিত স্থানে চীনের কোন সামরিক ঘাঁটি থাকিবে না, সে প্রস্তাবে চীন সরকার সম্মতি দেন নাই।

Reg No C1445.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৮, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

সৌকৎআলির বক্তৃতা

ট্রেণ উল্টাইবার চেষ্টা

চীন ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ

অস্ত্রাগার মামলার রায়

পুষ্করিণীতে মৃতদেহ

উকীল সভার আপীল

ম্যাঞ্চেষ্টারের দুরবস্থা

হ্যারিসন রোডে অগ্নিকাণ্ড

চুচুড়ায় ভীষণ নরহত্যা

বোম্বায়ে রাজনীতিক অবস্থা

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং গ্রেপ্তার

নানা কথা

সৌকৎআলির বক্তৃতা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফতেপুরী মসজিদে মুসলমানদের এক বিরাট জনসভায় মৌলানা সৌকৎ আলি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ইউরোপীয় রাজনীতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে নিঃসংশয় ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইংরাজগণ বাধ্য হইয়া একটী গুরুতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তাহার ফলে মুসলমানদের সমুদায় সঙ্গত দাবী স্বীকার না করা এবং তাহাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা লাভ ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই।

কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে মৌলানা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বাস দেন যে, ভূপালের নবাব কাশ্মীর দরবার ও কাশ্মীরের মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে মধ্যস্থের কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গত সকল দাবী যাহাতে পূরণ করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব লইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, কাশ্মীরের পূর্ণ গণতান্ত্রিকতার দাবী করা মুসলমানগণের পক্ষে সঙ্গত নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিহিংসার মনোভাব লইয়া হায়দ্রাবাদে হিন্দুগণ যদি ঐরূপ অধিকার চায়, তাহা হইলে কি তাঁহারা তাহা দিতে প্রস্তুত আছেন?

সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে মৌলানা বলেন, তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি তাঁহার বিভিন্ন মতাবলম্বী বন্ধুদের সহিত পরামর্শের পর শীঘ্রই সীমান্ত যাত্রা করিবেন।

পুষ্করিণীতে মৃতদেহ

কাঁদি হইতে প্রকাশ, থানার জজন নামক স্থানের মিঃ গোপী বয়েনের ১৫ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধুকে প্রায় চারি দিবস ধরিয়া পাওয়া যায় নাই। বালিকার পিতা বেলিয়ার ভোলানাথ বায়েন ও অপরাপর অনেকে বালিকার বহু অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী জজন গ্রামের বহির্ভাগে বেলা পুষ্করিণীতে বালিকার মৃত দেহ বিকৃতাবস্থায় ভাসিতে দেখা গিয়াছে। শব ব্যবচ্ছেদের পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কাভেশিয়ার গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ফ্রণ্টিয়ার মেলে পেশোয়ার যাত্রা করিয়াছেন। পাঞ্জাবের পুলিস তাঁহাকে পথিমধ্যে শাহদারা ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস লাহোর হইতেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কাভেশিয়ারকে একখানি ট্যাক্সি করিয়া লাহোরে আনা হইয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বর্ত্তমানে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কাভেশিয়ার ঐ দিবস প্রাতে ফ্রণ্টিয়ার মেলে পেশোয়ার যাইতেছিলেন ইতঃপূর্ব্বে লাহোরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স অনুসারে নোটিশ জারী করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একখানি মোটর যোগে লাহোরে আনা হইয়াছে। তাঁহাকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইবে। প্রকাশ, ডি, স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টরের নেতৃত্বে একদল পুলিস লাহোর ষ্টেশন হইতে উক্ত ট্রেণেই তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। তিনি লাহোরের সীমানা ত্যাগ করিতে না করিতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মজঃফরপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভাক্তকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৬৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীরাসেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু ভুক্তমুক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভূষণেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার ১৯০ তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথির পূজা করিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে পূজা ভোগ-রাগাদি এবং সায়াহ্নে সন্ধ্যারাত্রিক, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পর বিদ্যালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ও পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, মহোদয়দ্বয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পূজা-বিধি ও অবৈধ গৌর-নাগরীর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন;—শ্রীগৌর-নারায়ণের নিত্য সহচরী—শ্রী, ভূ ও নীলা শক্তি। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াই 'শ্রীশক্তি', শ্রীধামই 'নীলাশক্তি' এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই 'ভূশক্তি'। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরনারায়ণের গার্হস্থ্য লীলাভিনয়ের সহায়া, সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লীলায় সাপত্ন্যভাব বা পারকীয় ভাবের অবকাশ নাই। যাঁহারা শ্রীগৌর-নারায়ণের এই সেবার অনুগমন না করিয়া মনঃকল্পিত আত্মকাম লাভেচ্ছায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সপত্নীরূপে অথবা নাগরীর ভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনের সেবা লাভের দাবী করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে গৌরপ্রিয়ার কৃপা লাভ হয় না, পরন্তু শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণে নিত্য অপরাধ সঞ্চিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, অবতারী গৌরে যদিও সর্ব্বপ্রকার স্তবের সম্ভাবনা আছে তথাপি যে স্বভাবে লীলাময় লীলা করেন মহামহিমগণ সেই স্বভাবেরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শুদ্ধভক্তজনোপাস্য ভগবৎ স্বরূপশক্তি বেদাত্মিকাবাণী বীণাবতী কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সরস্বতীর আরাধনার উপাদেয়তা এবং প্রাকৃতজনোপাস্য মায়াশক্তি প্রসূতের বাগ্বিলাসিনী বিদুষীবধূমোহিনী সরস্বতীর আরাধনার অনুপাদেয়তা ও নিরর্থকতা সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির নামান্তরই শুদ্ধা সরস্বতী। শুদ্ধভক্তগণ সেই পরবিদ্যা-রূপিণী, কৃষ্ণভক্তিদায়িনী, বাগ্দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ ব্যক্তিগণের ন্যায় জড় কাব্য, সাহিত্য, গীত, বাদ্য, চিত্র, কলা প্রভৃতি বিদ্যার পারদর্শিতা অর্জ্জনের নিমিত্ত কেবল-মাত্র নির্দ্দিষ্ট তিথির অর্চ্চনা করেন না। তাঁহারা জড়-চিদারোপকারী বিবর্ত্তবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় সরস্বতীর আবাহন ও বিসর্জ্জন এই উভয় প্রকারে অনিত্য আনন্দ লাভের জন্য প্রয়াস পান না। তাঁহারা জানেন অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যানন্দ লাভই জীবের একমাত্র মুখ্য লক্ষিতব্য বিষয়। সুতরাং তাঁহারা নিত্যানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য সকল জীবকে প্রকৃত বাণীর পূজায় নিয়োজিত করেন।

জগতের মায়ামুগ্ধ লোক ইতরাভিলাষে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া ইতর বাণীর সেবায় মগ্ন থাকিয়া প্রকৃত বাণীর সন্ধান জানে না বা জানিতেও প্রয়াস পায় না। আজ জগৎ ইতর কামনা-তাড়িত হইয়া ক্ষণিক জড়ানন্দ লাভের আশায় কৃষ্ণপ্রিয়া বাণীর সেবাবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনর্থজালের সৃষ্টি করিতেছে। যদি সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রিয়া বাগ্দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইতে পারি তবে কৃষ্ণবিমুখতারূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয় না।

অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু, বালক প্রহ্লাদকে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতি শিক্ষায় নিযুক্ত করিলে প্রহ্লাদ উক্ত অবিদ্যালাভের পরিবর্ত্তে পরাবিদ্যারূপ বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে অসুররাজ পিতাকে বাণীপতি নৃসিংহদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরী সরস্বতীর চিন্ময় স্বরূপের আরাধনায় পরিবর্ত্তে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া বিদ্যাবধূজীবন সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন:—

"জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ ও মহাজনোক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বামীজী শুদ্ধা বাগ্দেবীর পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিরপুষ্ট ভ্রমাত্মক ভাব হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া দেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীও বাণীপূজার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হন এবং বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যপ্রবর শ্রীচৈতন্য-প্রেষ্ঠের চৈতন্য-প্রদান লীলা স্মরণ করিয়া তচ্চরণে আকৃষ্ট হন।

বিগত ২৪শে পৌষ কোটভাজনী গ্রামের মধ্য-ইংরেজী স্কুল প্রাঙ্গণে হিন্দু মুসলমান-সম্মিলিত প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমক্ষে এক বিরাট সভায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সাময়িক সেবকমণ্ডলী 'শিক্ষা ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সৎশিক্ষা লাভই যে ধর্ম্মের ভিত্তি ও সৎশিক্ষা প্রদাতা শিক্ষকের অভাবে বর্ত্তমান জগতে খুবই দৈন্য এবং ধর্ম্ম মাত্র যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, যে শিক্ষায় মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মনুষ্য জাতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে না, ভগবৎ ভজনই যে মনুষ্য জাতির বৈশিষ্ট্য, যে শিক্ষায় এই জ্ঞান লাভ হয় না, সেই শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি অনেক কথাই সভায় আলোচিত হয়।

পরিশেষে বক্তা বলেন,—যাহাতে আমরা সৎশিক্ষা-প্রদ সৎশিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে সৎশিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করত আদর্শ চরিত্রবান হইয়া ধর্ম্মজীবন করিয়া সৎশিক্ষার অতীব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সমগ্র মানবজাতির একান্ত কর্ত্তব্য।

জড় বিজ্ঞান ও পরমার্থ

জড়বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয় কি না এইরূপ প্রশ্ন সাধকের মনে উদিত হওয়া সম্ভব নহে। আরোহ-পন্থা অবলম্বনে জড় বিজ্ঞান আলোচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বদ্ধ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জড়ের ক্রিয়া ও স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টাদ্বারা অক্ষজ অভিজ্ঞতার পুষ্টি সাধনে নিযুক্ত হয়। অক্ষজ জ্ঞানীদিগের বিশ্বাস যে, জাগতিক সভ্যতা ও উন্নতি জড় বৈজ্ঞানিকগণের এতাদৃশী চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এইরূপ ধারণা অধুনা সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে গৃহীত হইতেছে। জড় বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যতীত জাগতিক ব্যাপারের সত্য নির্দ্ধারণের অন্য কোন পদ্ধতির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না।

পারমার্থিকগণের বিচারে একমাত্র অবরোহ-পন্থা দ্বারাই বাস্তব সত্যের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, অক্ষজ-জ্ঞানিগণের আরোহ পন্থায় সত্য নির্দ্ধারণের যে চেষ্টা তদ্দ্বারা পারমার্থিক ও জাগতিক ব্যাপারের প্রকৃত তত্ত্ব কিছুমাত্রও অবগত হইতে পারা যায় না। এই জগতে ভগবানের মায়াশক্তি সর্ব্বদা জীবকে প্রাদেশিক সত্যের অর্থাৎ অসত্যের সন্ধানে (?) নিযুক্ত করে। বাস্তব সত্য মায়াতীত ও অতীন্দ্রিয়। এ জড় ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা দ্বারা কখনই লভ্য নহে। যাহা আরোহপন্থিগণের অক্ষজ দর্শনে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, উহা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনযোগ্য এবং আদৌ বাস্তব-সত্য পদবাচ্য নহে। জল অবস্থা-বিশেষে তরলতা এবং কাঠিন্য-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তত্তৎ অবস্থায় কেনই বা উহা তরল কিংবা কঠিন হইবে ইহার তথাকথিত 'হেতু' অক্ষজ-অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। দৃশ্যমান প্রকৃতির বিচিত্র কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির মধ্যের প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে পারা যায় না। প্রকৃতি স্বাধীনা নহে। তাহার কার্য্যাদি জড়েন্দ্রিয় দ্বারা পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে তাৎকালিক অক্ষজ অভিজ্ঞতার বিষয় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় ইহা কল্পনা মাত্র। জড় বৈজ্ঞানিকের জগতের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু? তিনি প্রকৃতির কতটুক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ? সুতরাং কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়ের প্রতীয়মান কতকগুলি ব্যাপারের তথাকথিত স্থিতিকে তিনি কোন্ ন্যায় অনুসারে অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন।

জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সহিত চেতনের কি সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? যদি চেতন-হীন প্রকৃতির এক ঘেয়ে ভাবে কতকগুলি কার্য্য করাই স্বভাব হয় তাহা জানিবার বা চেতনের কি লাভ হইতে পারে? চেতন যেরূপ ভাবে জানিতে সমর্থ এবং জ্ঞান-আনুষঙ্গিক বিচার করে, সেরূপ কোনো সম্ভাবনা কি জড় জগতের কার্য্যাবলীর মধ্যে আদৌ বিদ্যমান নাই। জড়ই কি জড়ীয় কার্য্যাবলীর প্রকৃত কারণ? জড় কি চেতন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নিরপেক্ষ সত্ত্বা সম্পন্ন বাস্তব বস্তু? যদি তাহা হয় তাহা হইলে জড়ের সহিত চেতনের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হইতে পারে? এরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজনই বা কি? ইহার উত্তরে কি ইহাই মাত্র জানিলে যথেষ্ট হয় যে, উভয়ই প্রকৃতির অঙ্গ বা নিয়ম? এরূপ জ্ঞান লাভ [illegible] জনক? চেতন ও জড়ের পরস্পরের সম্বন্ধ যখন প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় তখন দুইটী নিরপেক্ষ সত্ত্বাই বা কেন স্বীকার্য্য হইবে? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে উভয়ের কোন্‌টী নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট এবং কোন্‌টী অপেক্ষাযুক্ত, এই সমুদায় পরিপ্রশ্নের প্রকৃত সমাধান কোন জড়-বৈজ্ঞানিক আরোহপন্থায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি? জড় বিজ্ঞান আমাদের জড়াভিনিবেশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট। জড়াভিনিবেশ যদি আমাদের নিত্য-মঙ্গলজনক না হয় তাহা হইলে ঐরূপ অভিজ্ঞতা ও নেশাখোরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি? নেশার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি হইলে কি নেশাখোরের শ্রেয়ঃ পথে অগ্রসর হওয়া অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে হইবে? নেশাখোরদিগের ধারণা দ্বারা কি এইরূপ সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষ বাস্তবতা প্রতিপন্ন হইতে পারিবে?

যাঁহারা বলেন যে, আমরা স্বরূপতঃ অচেতন বস্তু, চেতনতা আমাদের আগন্তুক ধর্ম্ম, সুতরাং চেতনতা তজ্জন্যই ক্লেশকর এবং চেতনতা হইতে মুক্তি লাভ করাই আমাদের স্বভাবোচিত কর্ত্তব্য, তাঁহারা চেতনকে অস্বীকার করার যে ডালে বসিয়া আছেন তাহারই মূল কর্ত্তন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়েন। পারমার্থিকগণ বলেন যে, চেতনই যখন অস্তিত্বের [illegible] তাৎপর্য্য, তখন [illegible] দেশই আগন্তুক বৃত্তি এবং জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ চেতনরূপ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকাই চেতনের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ চেতন নিরপেক্ষ নিত্য অস্তিত্ব নিত্য জ্ঞান ও নিত্য আনন্দ রূপ বাস্তব সত্তা। জড়ীয় অভিজ্ঞান-গ্রস্ত চেতন, আগন্তুক ধর্ম্মে অবস্থিত অনিত্য অস্তিত্বানুভূতিবিশিষ্ট তাৎকালিক অবস্থা মাত্র। উহাও চেতনেরই অনুপাদেয় অবস্থা-বিশেষ।

সুতরাং নিরুপাধিক চেতনের ধর্ম্মের অভিজ্ঞানই আমাদের বিশুদ্ধ চেতনের প্রজ্ঞার একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু। উপাধিগ্রস্ত অবস্থায় বাস্তব জ্ঞান কিরূপে লভ্য হইতে পারে তাহা শ্রুতি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহিলাগণের রচনা-প্রতিযোগিতা

সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল অধিকারের সকল মহিলাই এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আগামী ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ঠিকানায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"এর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। প্রত্যেকেরই রচনা শাস্ত্র-প্রমাণাদিমূলে হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে।

যিনি এই রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিবেন, তিনি "ষষ্ঠীদেবী" রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

এ বৎসর রচনার বিষয়—"**কৃষ্ণভজনে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার**"।

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

আগামী ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব।

৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব ক্রম পন্থায় ভজনমার্গে উন্নত হবেন। যে যে অবস্থায় আছেন, সে সেই অবস্থায় উচ্চ সোপানে প্রবেশ করবার জন্য বিশেষ যত্ন করবেন। স্বভাবের গণ্ডিতে এমন কোন মঙ্গলবীজ আছে, যাতে জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতিই লাভ হ'য়ে থাকে। কিন্তু বিঘ্নও অত্যন্ত বেশী। যাঁরা উন্নতির আশা করেন তাঁরা বিঘ্ন বিষয়ে সতর্ক থাক্‌বেন। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে যেতে হ'লে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। একটী পা উচ্চ সোপানে দৃঢ় হ'লে তবে নিম্ন সোপান থেকে আর একটা পা তুল্‌তে হবে। বেশী ব্যস্ত হ'লে পড়ে যেতে হ'বে, আবার বিলম্বেও কাজ হ'বে না।

কোন সোপানে ব্যস্ততা এ'লে বিঘ্ন এ'সে জুটে এবং আমরা পড়ে যাই। বিলম্ব হ'লে আলস্য এসে আমাদের উন্নতি পথের কণ্টক হ'য়ে দাঁড়ায়। অতএব ব্যস্ততা বা বিলম্ব দুটোকেই বিঘ্ন জেনে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বনে ক্রম-পন্থায় উঠ্‌তে হবে। আমার কৃষ্ণভক্তি হ'লো না ব'লে অনেককে দুঃখ কর্‌তে দেখা যায়, কিন্তু তা'দের ভক্তিসোপানে উঠ্‌বার সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে সৎশিক্ষা লাভ কর্‌ছেন তাঁদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই গুরু-বৈষ্ণব কৃপায় সংক্ষেপে তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। যাঁরা যথার্থ ক্রমে বিধিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁদের প্রাপ্ত জন্মান্তর অপেক্ষা কর্‌তে হয় না। যাঁরা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁরা এই ভবসমুদ্রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্চাৎগত হ'তে থাকেন। আকাঙ্ক্ষিত স্থানে কদাচ পৌঁছ্‌তে পারেন না। তাই বলি অধিকার ত্যাগ কর্‌তে হ'বে না, যার যা অধিকার সেই অধিকারে থেকেই শ্রবণ কর্‌তে হ'বে—গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কর্‌তে হ'বে—ক্রমপন্থানুসারে ভজন পথে অগ্রসর হ'তে হ'বে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৷৶০, দশম স্কন্ধ ১২৲; ঐ ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত আভাসের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদাদিযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বৈশিষ্ট্যবিষয়-সহ বহুল উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ২॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**- শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব— সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ— শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি' গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ স্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্য, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ সহায় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীনবাবিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) ময়রক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে জগন্নাথের বিশ্ব-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ট্রেণ উল্টাইবার চেষ্টা

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা হইতে ১২ই মাইল দূরে বাঁকা ঘাটের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ল্যাইনের হাওড়া বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেণ উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। লাইনে পাহারার নিযুক্ত একজন কনষ্টেবল সংবাদ দেয় যে বাঁকা-ঘাটের নিকট লাইনের বল্টু খুলিয়া লইয়া আলগা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাটনার সরকারী রেল পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে। এই বাঁকাঘাট ষ্টেশনের নিকটেই দ্বিতীয়বার হাওড়া বেনারস এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হইয়াছিল।

হ্যারিসন রোডে অগ্নিকাণ্ড

গত শনিবার বেলা ২॥০ টার সময়ে হ্যারিসন রোডের ট্রপিক্যাল ল্যাবরেটরী লিমিটেড অফিসে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। দমকল সংবাদ পাইয়া তখনই ঐ স্থানে আসিয়া পঁহুছে। ২ খানি ইঞ্জিন লাগাইয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করে। অগ্নি অচিরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে, তবে অফিসের আসবাবপত্র, পুস্তকাদি ও দরজা জানালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ তার জ্বলিয়া উঠিয়া নাকি এই অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে।

বোম্বায়ের রাজনৈতিক অবস্থা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে "সেলিনা" নামক জাহাজে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল, ডি, শেঠ বোম্বাই পৌঁছিলে সঙ্কট শাসক অর্ডিনান্স আইনানুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাইকুল্লা সংশোধনাগারে লইয়া যাওয়া হয়।

কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি, আর, যদপুরকে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিদান করা হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় যোগদান করিতে তাঁহাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

'প্রগতি' নামক মারহাট্টা ভাষায় প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কর্ণাটক সম্পাদক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। উক্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী এবং উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট হইতে ভারতীয় জরুরী সংবাদপত্র আইনানুসারে তিন হাজার টাকা করিয়া জামিন তলব করা হইয়াছে।

এ দেশক ভাষায় প্রকাশিত কতিপয় পত্রিকার সম্পাদককে কতকগুলি আপত্তিজনক বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অস্ত্রাগার মামলার রায়

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে জেলের নিকটবর্ত্তী যে স্থানটা লাল পতাকা দিয়া চিহ্নিত করা আছে, সেস্থানে লোকজনের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য সেটেলমেণ্ট ও হুজুরী ফৌজদারী অফিস নূতন আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে।

অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার রায় আগামী সপ্তাহে প্রদত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মনে হয়, এই সকল ব্যবস্থা সেই সম্পর্কে অবলম্বন করা হইয়াছে।

উকীল সভার আপীল

হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে শ্রীযুত লালা জগন্নাথ আগড়ওয়ালা হাইকোর্টে এক আপীলের আবেদন পেশ করিয়াছেন। মিসেস হরিনাম, মিসেস জঙ্গ বাহাদুর সিং ও আর ৭ জন মহিলা গত ২৩শে জানুয়ারী আনারকলীতে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে অস্বীকার করার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন। আবেদনে বলা হইয়াছে, আইনসঙ্গত সাক্ষ্যের বলে তাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত হন নাই; তাঁহারা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। বিচারপতি শ্রীযুত দিলীপ সিং আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুনানীর দিন স্থির করিয়াছেন।

লাহোরের দুরবস্থা

লাহোর হইতে প্রকাশ, নবম অধিনায়ক বলিয়া অভিহিত শ্রীযুত রামানন্দের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) এবং ফৌজদারী সংশোধিত দণ্ডবিধির ১৭ (১) ধারানুসারে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে। বিচারকার্য্যে আসামী যোগদান করেন নাই বা আদালতের প্রশ্নের কোনও জবাবও দেন নাই।

ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত নবম অধিনায়ক বলিয়া অভিহিত শ্রীযুত শাহ মঙ্গল সিংহের মামলায় ৫ জন বাদীপক্ষীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

"বাজার হাট্টা"তে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহিলাগণ কর্ত্তৃক পিকেটিং আরম্ভ হয়। তাহার ফলে শ্রীযুক্তা ত্রিলোক চাঁদ কাপুর এবং শ্রীমতী দীননাথ স্বামীন্ প্রমুখ চারিজন মহিলাকে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষীনে মহিলা জেলের ওয়ার্ডারগণ গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের ফলে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়াছিল। ধৃত মহিলাগণকে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পুলিস হাজতে রাখা হইবে।

পিকেটিং করার অভিযোগে ধৃত শ্রীমতী অমরজায়ার বিচার গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহিলা জেলের মধ্যে হয়। সে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

চুচুড়ায় ভীষণ নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত দুধকুমড়া গ্রামের অক্ষয়চন্দ্র কর্ম্মকারকে হত্যা করিবার অভিযোগে শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এম, বরকত উল্লা চারুচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তিকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে বেলা প্রায় ৩ কিম্বা ৪ ঘটিকার সময় চারু স্থানীয় বাজারে অক্ষয়ের দোকানে গমন করিয়া সে যে হুকায় তামাকু সেবন করিতেছিল, সেই হুকায় তামাকু সেবন করিবার অভিলাষ জানায়। অক্ষয় এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলে যে, সে স্থানীয় সদ্গোপদের হুকায় তামাক সেবন করিয়াছে। এই সমস্ত সদ্গোপ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং সে চারুকে তাহার হুকায় তামাকু সেবন করিতে দিতে ইচ্ছুক নহে। ইহা শ্রবণ করিয়া চারু প্রস্থান করে।

ঐ দিন রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অক্ষয় একটি ক্যাশবাক্স লইয়া দোকান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তাহার হস্তে একটী হেরিকেনের লণ্ঠন ছিল এবং তাহার পুত্রও তাহার সঙ্গে আসিতেছিল। তাহারা স্থানীয় একটী পুষ্করিণীর নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র, চারু একটী ঝোপের মধ্য হইতে বেগে বহির্গত হইয়া অক্ষয়কে তিরস্কার করিতে থাকে। অক্ষয় ইহাতে প্রতিবাদ করায় চারু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে এবং একখানি বৃহৎ ছুরি বাহির করিয়া অক্ষয়ের বক্ষদেশে বসাইয়া দেয়। অক্ষয় ঐ স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চারু ক্যাশ বাক্সটি লইয়া চম্পট দেয়। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চারুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার দিন হইতে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত চারু পলাতক ছিল।

ম্যাঞ্চেষ্টারের দুরবস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ম্যাঞ্চেষ্টারের কটন স্পিনার্স এসোসিয়েশনের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, বাণিজ্যের ক্ষতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই হেতু পণ্য উৎপন্নের ব্যয় এমনভাবে হ্রাস করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যাহাতে বিলাতী পণ্য পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করিতে পারে।

রিপোর্টে আরও লিখিত হইয়াছে যে, ১৯৩১ অব্দে বাণিজ্যের ইতিহাসে নিদারুণ দুর্ব্বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভারতের হাঙ্গামার ফলে বাণিজ্য সাজার ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পণ্যাগার সমূহের উৎপাদিকা শক্তি অনেক ক্ষেত্রে অদ্ধাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর যে উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে রক্ষিত হইতেছে।

চীন ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীনাদিগকে চাপেই এবং উসাং সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ ভীষণ যুদ্ধ ইতঃপূর্ব্বে আর হয় নাই। নৌ সেনাগণ বিমানপোত হইতে ধূমজাল বিস্তৃত করিয়া তাহার আবরণে এই সংগ্রাম চালাইতেছে।

প্রকাশ, ১০০ জাপানী সাংহের পার্ভুটি অতিক্রম করে। কিন্তু চীনের কামান হইতে প্রবলভাবে গোলা ছুড়িয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা পুনরায় নূতন সৈন্য লইয়া অগ্রসর হয় এবং এক পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয়। কিন্তু তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া দেওয়া হয়। সাংহাইয়ের মেয়র বলিয়াছেন যে, জাপানীদের ১৩০০ নিহত এবং যুদ্ধ হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশস্থিত জাপানী জেটিগুলিতে ১২,০০০ জাপানী সেনা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরও ১০,০০০ অবতরণ করিবে।

Reg No C1445.

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৬ শ্রীধাম মায়াপুর-- ৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

বীণাদাসের দণ্ড

পণ্ডিত মালব্যজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জমিদারের নায়েব খুন

ভারত হইতে আরও দুই কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানি

পুনরায় চট্টগ্রামে ডাকাতি

হিন্দু মুসলমানে মীরপুরে হাঙ্গামা

ডাকাতে গ্রামবাসীতে লড়াই

ভারতের রাজনীতি-সংবাদ

স্বামীহত্যার অভিযোগ

কুমিল্লা রিভলভার চুরির মামলা

খুলনায় ডাকাতি

নানা কথা

বীণাদাসের দণ্ড

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন সভায় বাঙ্গালার গবর্ণরের প্রাণনাশ চেষ্টার অভিযোগে কুমারী বীণা দাস বি, এ, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (সোমবার) স্পেশাল ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

দণ্ড সম্বন্ধে এডভোকেট জেনারল ট্রাইবুন্যালকে বিবেচনা করিতে বলেন। আসামী পক্ষ হইতে শ্রীযুত বি, কে, সেন স্যার ও মহম্মের নামে ট্রাইবুন্যালকে দণ্ড সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "আপনারা গভর্ণরের মহান্ ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া একপ্রকার সাধারণ মামলার ন্যায় এই মামলারও দণ্ডবিধান করুন। আমরা গভর্ণরের প্রাণরক্ষার জন্য সকলেই ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি।"

দণ্ডবিধান সম্পর্কে বিচারপতি আসামীর অপরাধ স্বীকার এবং ঘটনার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উত্তম চরিত্রের বিষয় বিবেচনা করেন।

অভিযুক্ত বীণা দাসের পরিধানে হরিদ্রা খদ্দর শাড়ী ছিল। উপবেশনের জন্য তাহাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। বীণা অবিচলিত ভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে। তাহার পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা রিভলভার চুরির মামলা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, রিভলভার চুরি মামলায় ১৫ জন আসামী প্রমাণাভাবে খালাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহাদের দুইজন ব্যতীত আর সকলের উপর জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স অনুসারে নোটিশ জারী করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ গ্রামে গমন করিয়া সপ্তাহে দুইদিন করিয়া নিজ থানায় হাজির দিতে বলা হইয়াছে। যে দুই জনের উপর নোটিশ জারী হয় নাই তাহাদের একজনের নাম অনন্ত কুমার দে। ইহাদের দুইজনকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

অপূর্ব্ব কাঞ্চন দত্ত, সুধাংশু ব্যানার্জ্জি এবং প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত ট্রিপেল হত্যা মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে।

জেল হইতে পলায়ন

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ডালহাউসী স্কোয়ার ও মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামী প্রভৃতি ৩ জনের সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়নের সম্পর্কে উক্ত জেলের বহু ওয়ার্ডার সস্পেণ্ড অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, উক্ত কয়েদীরা কয়েকটি জামা আদি পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া দড়ির মত লম্বা করে। উহার একটা প্রান্ত লোহার পেরেকের হুকের সহিত বাঁধে। তাহার পর পেরেকটা জেলের উচ্চ দেওয়ালের উপর প্রোথিত করে এবং অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের উপর উঠে অতঃপর প্রাচীরের অপর দিকে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়া যায়।

অনুমান তাহারা মেদিনীপুরের বাহিরে দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর সহরে কোন বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয় নাই। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত সাধারণ্যে প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২৯১ তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মান্দ্রাজদেশবাসিগণ বড়ই সৌভাগ্যবান। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সনাতন ধর্ম্মের অমল কাহিনী শ্রবণ করিয়া মান্দ্রাজদেশবাসী সকলেই মুগ্ধ হইতেছেন।

———

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া মান্দ্রাজের বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক বহু প্রশ্ন লইয়া প্রত্যহ পরমহংস মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেক প্রশ্নের অলৌকিক সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে পরমহংস ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন।

———

মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রমুখ ভক্তগণ সম্প্রতি শ্রীরঙ্গমে প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা তথাকার সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের ট্রাষ্টি মহোদয়ের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করেন।

———

গত ১১।২।৩২ তারিখে ত্রিদণ্ডিপ্রবর যতীন্দ্র শ্রীমদ্ বন মহারাজ দেওয়ান বাহাদুর সার দেশীকো আচারিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় নেশানাল কলেজে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'জীবনী ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বিপুল জনতার সমক্ষে ইংরাজী ভাষায় গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

———

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে কতিপয় দিবস যাবৎ শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত সনাতন শিক্ষার

সজ্জন শ্রীচৈতন্যদেবের এই অপূর্ব শিক্ষা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

———

সনাতনক্ষেত্র বারাণসীধামে সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজ পার্ষদ সনাতন গোস্বামীর সনাতন জীবের হিতার্থ 'কে আমি' প্রশ্নের উত্তরে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা কীর্ত্তন অতি অপূর্ব সিদ্ধান্তসম্বলিত। তাহা সাধুমুখে শ্রবণ করিলে জীব স্ব-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

———

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশীপ্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত জেলার শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। নরেন বাবু ইতঃপূর্ব্বে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব নির্ম্মুক্ত শ্রীমদ্ ব্যাসদেব জীবের মঙ্গলার্থ সাত্বতসংহিতা শ্রীভাগবত গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বস্তু।

———

ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্ রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কারু, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে অবস্থিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড় দেহ ও মন-বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ অভিমানহেতু কর্ত্তৃত্বাদিমূলেই সংসার-বাসনা লাভ করে।

———

অধোক্ষজ বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগ দুঃখ নিবৃত্ত হয়—ইহ ব্যাসদেব দর্শন করিয়া এতদ্‌বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলার্থ পারমহংসী সংহিতা ভাগবত রচনা করেন। এই ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত মুমূর্ষুদের সেবা। ইহা মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ মুমূর্ষু কালে শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলই মুমূর্ষু, সুতরাং শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুসরণে উহা শ্রবণ করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আরও অনেক শাস্ত্রযুক্তি উদ্ধার করিয়া ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাভাগবত হইয়াও কেন জানিয়া শুনিয়া শমীক ঋষির গলায় মৃত সর্প জড়াইয়া দিলেন এবং ব্রহ্মশাপে অকালে দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন?" স্বামিজী উত্তরে বলিলেন, যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের দেহ, মন, প্রাণ, সবই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—শ্রীকৃষ্ণের অধীন। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত তাঁহাদের কোন অনুষ্ঠানই নাই। যে ভগবান্ মাতৃগর্ভে পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আজ এ তুচ্ছ ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি কি তাঁহার ছিল না? কিন্তু তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাই মহারাজের ন্যায় আদর্শ ব্যক্তির দ্বারা মুমূর্ষুগণের কৃত্য নির্দ্ধারণে তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ প্রেরণা দিয়াছিলেন এবং পরমহংস-কুলমুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর দ্বারা ভাগবত কথা কীর্ত্তন করিয়া অমন্দোদয়দয়ার পরাকাষ্ঠারূপে ভাগবতামৃতরস চিরতরে জগতে প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কৃপায় আজ জগতের জীব ধন্য হইতেছেন। তাঁহার এ দানের তুলনা হয় না বা আর কখনও হইবে না। যে কোন জীব মহারাজের এই আদর্শ অনুসরণ করিলে সর্ব্বার্থ লাভ করিতে পারিবেন ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

ভারতের রাজনীতি সংবাদ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, টাকশালের সম্মুখে পিকেটিং করায় ১২ জনকে এবং কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রয় করায় চৈৎরাম এবং অপর একজনকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অপ্রদানে আরও ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

জ্রাতার জরিমানার ১০০৲ টাকা আদায় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ডাণ্ডেকরের মোটর গাড়ীখানি পুলিশে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জি আর সরপুট্রীকে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাইকুল্লা সংশোধনাগার হইতে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। কোনরূপ কংগ্রেস কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার উপর এক নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

স্বদেশী বাজারের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলাবতী মুন্সী গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন. তাঁহার আবাসভবন খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে বরবাজার ময়দানে এক সভায় বক্তৃতা দান কালে বি ওয়ার্ডের "সপ্তম ডিক্টেটর" এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অপ্রদানে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামীর স্বাক্ষর যুক্ত "কংগ্রেস পত্রিকা"য় যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণকে সভায় যোগদান করিতে এবং "পাগলার" নাচ করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। আসামী বলেন যে, "পাগ্‌লার" অর্থে—লাঠির দ্বারা প্রহার বুঝায় আসামীর সহিত আরও তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। উহাদের দুইজনকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে; তৃতীয় ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকটীকে যারবেদা সংশোধনাগারে ৩ বৎসরের জন্য পাঠান হইয়াছে।

বোম্বাই সরকার এক অতিরিক্ত গেজেটে যুক্ত প্রদেশের আমলনার তালুকস্থ জানগীর চরকা স্কুলকে বে-আইনী সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং ঐ স্থানকে বে-আইনী সমিতির ব্যবহৃত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্যজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে গোখলে হলে শ্রীযুক্তা স্বামীনাথনের সভানেত্রীত্বে যে সভা হয় তাহাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দেশহিতকর প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় দেশসেবার জন্য পণ্ডিতজীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সভা হইবার কথা ছিল, কিন্তু পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে আবশ্যকীয় অনুমতি না পাওয়ায় গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত সভা স্থগিত রাখা হইয়া-

ডাকাতে গ্রামবাসীতে লড়াই

জামালপুর (মৈমনসিংহ) হইতে প্রকাশ, গত ১১ই তারিখে জামালপুর থানার অন্তর্গত জয়নগরের মদু মণ্ডলের গৃহে এক লোমহর্ষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত দিন গভীর নিশীথে ১০।১২ জন লোক বন্দুক, লাঠি, তরোয়াল, বল্লম এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত গৃহ আক্রমণ করে এবং পরিজনকে পরাভূত করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১২০০৲ টাকা হস্তগত করিয়া রওনা হয়, কিন্তু দুর্বৃত্তগণ বেশীদূর যাইবার পূর্ব্বে বহু গ্রামবাসী উক্ত বাড়ীর লোকজনদের চীৎকারে তথায় সমবেত হইয়া সমস্ত ডাকাত দলকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তাহাদের ধরিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে তখন দুই দলের মধ্যে রীতিমত লড়াই আরম্ভ হয়। ভীষণ আক্রমণের ফলে একজন ডাকাত নিহত হয় এবং আর একজন আহত হইয়া পড়িয়া যায়। গ্রামবাসীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে। অন্যান্য ডাকাতেরা কোনক্রমে পলাইয়া যায়। কয়েকজন ডাকাতও গুরুতর আঘাত পায়।

হিন্দু মুসলমানে মীরপুরে হাঙ্গামা

জম্মু হইতে প্রকাশ, মীরপুর হাঙ্গামার ফলে পনর জন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান নিহত এবং ৭৫টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

কোটলী ও রাজৌরীতে সৈন্যদলের উপস্থিতিতে বিদ্রোহ দমন হইলেও জনতার মনোভাব এখনও উত্তেজনাপূর্ণ। সম্প্রতি পুলিশ পাহারায় কতিপয় অসহায় ব্যক্তিকে তাহাদের গৃহে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথমধ্যে দরমসী গ্রামে মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ দল আক্রান্ত হয়। আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে পাঁচ জন মারা গিয়াছে।

সর্ব্বশেষ যে সরকারী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোটলী তহশীলের অন্তর্গত কারটট্‌ গ্রামে ১৬ জনকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। যাহারা এইরূপ দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ছয়টি মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

খুলনায় ডাকাতি

খুলনা হইতে প্রকাশ, সেনহাটী গ্রামে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় বারজন যুবক তাহাদের মস্তকে রুমাল বাঁধিয়া ভোর রাত্রিতে শশিভূষণ পালের বাড়ীতে হানা দেয়। বাড়ীর লোকজন ডাকাতদের প্রথমে বাধা দেয়; কিন্তু ডাকাতদের সহিত পারিয়া উঠে না। দুর্বৃত্তেরা বাড়ীর লোকজনদের প্রহার করিয়া কয়েক শত টাকা নিয়া পলায়ন করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিমলচন্দ্র দেকেও দুর্বৃত্তেরা পথে গুরুতর আঘাত করে। গ্রামবাসীগণ পরে দুর্বৃত্তদের তাড়া করিলে দুর্বৃত্তেরা বন্দুকের শব্দ করিয়া গ্রামবাসীদের ভীত করিয়া চলিয়া যায়।

ভারত হইতে আরও দুইকোটি টাকার স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্বর্ণ রপ্তানী স্রোত এখনও বিন্দুমাত্র কমে নাই বলিয়াই মনে হয়, কারণ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনগামী "চিত্রল" জাহাজে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার ২ শত ২৫ টাকার মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে এবং ইহার মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে "বৃটেনিয়া" জাহাজে ৮৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সপ্তাহে মোট ২ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ২ শত ৪০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী

পুনরায় চট্টগ্রামে ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পটিয়া পুলিশ থানার এলেকাধীন কাচুয়া গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৭।৮ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীযুত রামানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দরজা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। দুর্বৃত্তেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে হাত পা বাঁধিয়া লোহার সিন্দুক ও আলমারি প্রভৃতি হইতে নগদ টাকা বাড়ীর মেয়েছেলেদের অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া নিয়া চলিয়া যায়। দুর্বৃত্তেরা প্রায় দুই সহস্র টাকা অপহরণ করিয়াছে।

জমিদারের নায়েব খুন

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে জমিদার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের বড়জিলাস্থিত কাছারীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কতিপয় যুবক লাঠী, বর্শা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কাছারীতে হানা দেয় এবং নায়েব বাবু বঙ্কিমচন্দ্র গুহকে গুরুতরভাবে জখম করিয়া কাছারীর টাকা পয়সা নিয়া উধাও হয়। বঙ্কিম বাবুকে বাগেরহাটে আনয়ন করা হয়। কিন্তু কোন প্রকার জবানবন্দী প্রদান করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

স্বামীহত্যার অভিযোগ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এচ, বস্ত্ৰ আই. সি, এসের এজলাসে একটি চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ঝালকাঠি থানার এলাকাধীন রাজাপুরকাঠির অনন্ত হালদার নামক জনৈক ব্যক্তির ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা পত্নী শ্রীমতী সুনীতি হালদার বিষপ্রয়োগ করিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ও ৩২৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই আশ্বিন সুনীতি তাহার স্বামী অনন্ত হালদারকে বিষ পান করিতে দেয়, ফলে অনন্ত পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আসামী পক্ষ হইতে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, তাহার স্বামীকে যখন বিষ প্রদান করা হয় সেই সময় সুনীতি বাটীতে ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অনন্তর মৃত্যু হইয়াছে।

জজ অধিকাংশ জুরীর সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

টেলি— নদীয়া প্রকাশ নবদ্বীপ

Reg No C1445.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
অর্দ্ধ কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
আশ্রমদের
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

গান্ধীজীর মুক্তি প্রস্তাব

জমিদার শ্রেণীর অর্থকষ্ট

ছাত্রের আত্মহত্যা

দেব মন্দিরে চুরি

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

বোম্বায়ে কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ড

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা

কান্দিতে সশস্ত্র ডাকাতি

পিকেটীংয়ে গ্রেপ্তার

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

নানা কথা

গান্ধীজীর মুক্তি প্রস্তাব

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ডঃ ভি. জি, বৈশম্পায়ন দুইটি প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছিলেন; একটী প্রস্তাবে গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার কথা ছিল; অপরটিতে অবিলম্বে অর্ডিনান্স প্রত্যাহারের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হইয়াছিল। বোম্বাই গভর্ণর কাউন্সিলের ২২ নং নিয়ম অনুসারে ঐ দুইটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উক্ত নিয়মটির অর্থ—কোন প্রস্তাব জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতিকর হইলে অথবা তাহা যদি এমন বিষয় হয়, যাহা প্রধানতঃ স্থানীয় সরকারের বিষয় নয়, তাহা হইলে গভর্ণর সে প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তি করিতে পারেন।

কান্দিতে সশস্ত্র ডাকাতি

কান্দি হইতে প্রকাশ, ভরতপুর থানার এলাকাধীন বানওয়ারীবাদ হইতে একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রিতে কয়েকজন যুবক ঐ গ্রামে শ্রীযুত হরিদাস সা.া নামক জনৈক সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তির বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। আরও প্রকাশ যে, তাহাদের সঙ্গে ৪টি রিভলভার ও কয়েকটি মশাল ছিল। তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র হরিদাস বাবু তাহাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকার শব্দে কয়েকজন প্রতিবেশী তথায় উপস্থিত হন। অতঃপর ডাকাতেরা হরিদাস বাবুর বন্দুকটি ছিনাইয়া লইয়া রেলওয়ে ষ্টেসনাভিমুখে প্রস্থান করে। রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইবার সময় প্রতিবাসীগণ তাহাদের অনুসরণ করিলে দস্যুরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে।

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ইংরেজ শিষ্যা শ্রীমতী মীরা বেন ওরফে মিস্ শ্লেড, অধ্যাপক শ্রীযুত বলজী দেশাই ও গান্ধীজীর আশ্রমের আর কয়েকজন আগামী সপ্তাহে যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। শ্রীযুক্তা গান্ধীর সহিত সরকার প্রতি সপ্তাহে গান্ধীজীর সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় এক সপ্তাহ অন্তর। শ্রীযুক্তা গান্ধী সবরমতী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

ছাত্রের আত্মহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ডি, এ, ভি কলেজের একটি ছাত্র আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার নিকট একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কলেজের অধ্যক্ষকে উদ্দেশ করিয়া লেখা আছে "আমার শবদেহ পরীক্ষা করা যেন না হয়।

দেব মন্দিরে চুরি

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, সহরস্থ শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে গত রাত্রিতে এক চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ পশ্চাতের দ্বার ভগ্ন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং দেব মূর্ত্তির সমস্ত অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। অলঙ্কারগুলির মূল্য প্রায় ২০০৲ টাকা।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আমীরুদ্দিন আমেদ ও তাঁহার পুত্রের প্রত্যেকের দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। সীতাবলদীর দুর্গ অঞ্চলের প্রস্তর খনির ভাড়া বন্দোবস্তের সম্পর্কে এই মামলা। মিঃ আমীরুদ্দিন একজন গুজরাটী কন্ট্রাক্টরকে উক্ত খনি ভাড়া দিয়াছিলেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মজঃফরপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীঅবধূতনন্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরমেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) ঠাকুর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ টাউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রানীবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীসনাতন অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ডাডবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীবংশীদাসানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবংশীদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দে ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু কূর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল প্রাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবর্গের বাঙ্গালা রচনা-প্রতিযোগিতা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনা-প্রতিযোগিতা হইবে। এই রচনা প্রতিযোগিতায় যে ছাত্র সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিবেন তিনি "মাতৃদেবী" রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন। আগামী ১০ই ফাল্গুন শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ঠিকানায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

রচনার বিষয়—"পাঠদ্দশায় বালকের হরিভক্তি"।

আগামী ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

পাণ্ডিত্য ও সেবা

বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পণ্ডিত।

আমরা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে বিদ্যা অনুশীলনের তাৎকালিক সমগ্র দেশের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পারমার্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। পড়া শুনা, যাহা নবদ্বীপের প্রধান অবলম্বন ও গৌরব, তাহাই তাহার প্রধান সঙ্কট হইয়াছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল সবারে॥"

নবদ্বীপের লোক পড়িয়া শুনিয়াই বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণের সমুদয় গুণ কৃষ্ণভক্তে অনুস্থিত হয়। পাণ্ডিত্য কৃষ্ণের একটী গুণ। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞাধিপতি। তৎকালে নবদ্বীপ আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সমুদয় বিদ্যার অনুশীলনে, বিশেষতঃ নব্য ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত ছিলেন। নবদ্বীপবাসীর এবম্বিধ বিদ্যানুরাগ ভক্তি অনুশীলনের সহ কিংবা অনুকূল বিচার করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর উঁহাকে

তবে কি পড়াশুনা দ্বারা লোকের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবনদাসই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।" অর্থাৎ বিদ্যানুশীলনের আর একটি ফলও আছে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হইতে পারে।

এই দুইটি আপাত-প্রতীয়মান পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব?

অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন ও অধোক্ষজ্ঞান অধোক্ষজ ভগবানের বা এক তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে। অক্ষজ জ্ঞান-বৃদ্ধি দ্বারা প্রাপঞ্চিকতঃ জীবের জড় মন ও দেহের তর্পণের সহায়তা হয়। অক্ষজ জ্ঞানচর্চ্চার প্রাপ্য ফল জাগতিক অভ্যুদয় কিংবা ফল্গু বৈরাগ্য দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" ভোগী কর্ম্মীর অভিজ্ঞতার ফলও জ্ঞান। যখন ইন্দ্রিয় তাড়না দ্বারা জীব জাগতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার কর্ম্মাধিকার। ঐরূপ কার্য্যেও অক্ষজ জ্ঞান অনুস্যূত থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিকী উত্তেজনাই ভোগী কর্ম্মীর চেষ্টার মূল কারণ।

ভোগের বিষময় অভিজ্ঞতা দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষৎকতা এবং অনুপাদেয়তা ক্রমশঃ উপলব্ধ হয়। ভোগের এতাদৃশ অভিজ্ঞানই অক্ষজ জ্ঞান। অক্ষজজ্ঞানের প্রবোচনাক্রমে ভোগের স্বচ্ছতা সম্পাদনের চেষ্টা উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন ভোগের প্রতি এক প্রকার বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। যেমন কিছুদিন প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য আহার করিবার ফলে মিষ্ট দ্রব্যে তাৎকালিক অরুচি এবং হয়, তদ্রূপ। তিক্ত দ্রব্যে রুচি বৈরাগ্য নহে। উহা ভোগের আর একটা দিক্। ভোগের এই দিকটাকে মর্কট বৈরাগ্য বলা হয়। সম্যক্ পরিমাণে ভোগসংগত চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হওয়ার মর্কট বৈরাগী আত্মবিনাশ আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট হইয়া রুক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

অক্ষজ জ্ঞান-সঞ্চয় জড় দেহ ও মনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ও কর্ম্ম বস্তুতঃ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ পন্থা নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। স্থূল দেহ অবলম্বনে সূক্ষ্ম দেহের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা অধিকতর হয়। ভোগের শ্রবণ এবং বাস্তবিক অনুশীলন দ্বারা ভোগ বাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জীবের ভোগ প্রবৃত্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে তাহার সেবা বৃত্তি সেই পরিমাণে সুপ্ত হইয়া পড়ে। অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন এইরূপে অক্ষজজ্ঞানীকে অধোক্ষজ ভগবৎ সেবা হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করে।

অক্ষজ জ্ঞানানুশীলনের এই কুফল লক্ষ্য করিয়া যদি অক্ষজ জ্ঞানচর্চ্চাকে অবজ্ঞা করা ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। ভক্তি নিরপেক্ষ বস্তু। ভক্তি দ্বারাই ভক্তি লভ্য হন। অক্ষজ জ্ঞানীর জড় ভোগ কিংবা আত্মবিনাশ সম্পাদনের চেষ্টা দ্বারা ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন হইতে বিরত হইলে মূর্খতাই লভ্য হয়। মূর্খতা ভক্তি নহে। মূর্খতা হইতে বিদ্যাবত্তা শ্রেষ্ঠ। জাগতিক প্রয়োজন বিচারে অক্ষজ জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা অবজ্ঞা করিবে না। পারমার্থিক প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত উহার কোন আবশ্যকতা নাই?

সঞ্চিত জাগতিক অবস্থা বিশেষ অনভিজ্ঞ প্রাপ্তির অক্ষজ জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাঁহারা ভ্রান্ত। ঐরূপ প্রাপ্তিদ্বারা কখনই চেতনতার সার্থকতা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বৈক্লব্য উপস্থিত হইলে উত্তম গৃহ, উত্তম ভোজ্য ইত্যাদি অত্যন্ত অনুপাদেয় বলিয়া উপলব্ধ হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ থাকে তখনও ভোগের প্রাপ্তিদ্বারা দুঃসহ ভোগপিপাসা নিবৃত্তি হইবার পরিবর্ত্তে অধিকতর প্রবল হয়। আবার যখন কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা দেহ ও মনকে নিস্তেজ করা হয় তখনও ভোগপিপাসা দূর হয় না। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগ উভয় পন্থাকে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবনরূপ ব্যাপার বিশেষ বলা যাইতে পারে।

যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, এইরূপে প্রকাশিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দ্বারা যখন জাগতিক অভ্যুদয় (?) প্রসারিত (?) হয় তখন উহা নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক অর্থাৎ পিপাসা নিবারণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন পিপাসা ক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত করে সুতরাং উহাই কর্ত্তব্য। জাগতিক অভ্যুদয় (?) কাহাকে বলে? জড় অভাববোধ-বৃদ্ধি হওয়ার নামই কি জাগতিক উন্নতি? জড় অভাববোধ বৃদ্ধি হওয়াই কি চেতনের পক্ষে মঙ্গলময়? উহাই কি চেতনের বৃত্তির উদ্দিষ্ট প্রাপ্য?

জ্ঞানই চেতনের একমাত্র বৃত্তি। যদ্দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীকৃত হয় সেই বস্তুর সন্ধানই জ্ঞানীর যাবতীয় চেষ্টার একমাত্র তাৎপর্য্য। কিন্তু যদি ইহাই প্রমাণিত হয় যে অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা বদ্ধজীবের স্বকৃত অজ্ঞানজাত অভাব দূর করিবার পরিবর্ত্তে অধিকতর প্রবলতা লাভ করে তাহা হইলেও কি তাদৃশ অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন প্রকৃত জ্ঞানলাভেচ্ছুর কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে? তাহা হইলে অজ্ঞানতা ও মূর্খতাই বা কাহাকে বলা যাইবে?

কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ দ্বারা অজ্ঞানতাজনিত সমুদয় অভাবের হস্ত হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, যুক্তি-বিচারে অক্ষজজ্ঞান-চেষ্টাও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভক্তিকেই উদ্দেশ করে। যখন উহা ভোগ কিংবা আত্ম-বিনাশ সাধনের জন্য প্রযুক্ত হয় তখনই তাদৃশ জ্ঞানানুশীলন অজ্ঞানতাবৃদ্ধিকারী হইয়া অমঙ্গলপ্রসূ হয়।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় অক্ষজজ্ঞান-চেষ্টা অনিবার্য্য। অক্ষজ জ্ঞানচেষ্টা ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে উহা সমূহ অমঙ্গলজনক। কিন্তু মূর্খতা তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল-জনক। কারণ যুক্তি বিচারে অক্ষজজ্ঞানের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান দ্বারা পারমার্থিক মূর্খতা দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা আছে। মূর্খতার অনুশীলন দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। অক্ষজ জ্ঞানলাভের চেষ্টা অনর্থযুক্ত অবস্থায় অনিবার্য্য, যেহেতু উহা কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইবার যোগ্য। অধোক্ষজ কৃষ্ণসেবার অনুকূল না হইলে অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন সমূহ অনর্থের কারণ হয় মাত্র।

একমাত্র সদ্‌গুরুর নিকট হইতেই অধোক্ষজের সন্ধান অবগত হইতে পারা যায়। কৃষ্ণপাদপদ্ম নিরস্তকুহক অনাবৃত জ্ঞান-স্বরূপ। ভোগোন্মুখ ও আত্মবিনাশাকাঙ্ক্ষী অক্ষজ-জ্ঞানীর ভোগময় দর্শনে ভক্ত কদাপি অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ও মূর্খ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেও পারেন, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় বেদ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত-মতি-বিশিষ্ট ভক্তই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধচেতনের অনুশীলনের একমাত্র যোগ্য অধিকারী। বহির্ম্মুখ অক্ষজ-জ্ঞানীই প্রকৃত মূর্খ। ভক্তিহীন অক্ষজ-জ্ঞানানুশীলনই ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অন্তরায়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible] ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর [illegible] স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য —পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়কারক—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ১৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন -চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার- বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব - গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি--ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি— বর্ণধর্ম্ম— আশ্রম-ধর্ম্ম---শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে শ্লোক [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড- শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ— শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপাদপদ্ম [illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী অপ্রকাশিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন ক কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের মধ্যপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷ আনা, পাইণ্ট ৷৸০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মসার।

কাব্যকানন কুঞ্জের নব বিকাশ

কাব্য অমরাপুরীর অমূল্য অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সর্বজন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিবেক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের রসাস্বাদ

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ... প্রেমিক

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে,

ওষধাদিতে কে

করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারত সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করিবার, তাঁহাদিগের অর্ডিনান্স উঠাইয়া দিবার রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিবার এবং কংগ্রেসের সহিত ভারত সরকারের পরামর্শ করিবার জন্য, ইণ্ডিয়া লীগের একটি সভা হইয়াছিল। সেই সভায় মিঃ ল্যান্সবেরী বলিয়াছেন, "ভারত আমাদিগকে আমাদের নিজের দরজা পরিষ্কার রাখিতে শিক্ষা দিয়াছে। নিজের দরজা পরিষ্কার রাখিয়া বৃটেন পৃথিবীর যাবতীয় জাতিকে রক্ষাকবচ পরাইয়া দিবে। ভারত সমস্যায় পড়িয়া বৃটেন যে উদাহরণ দেখাইবে, তাহাই যাবতীয় জাতির শিক্ষা-সোপান হইবে।" ব্রেল্স্‌ফোর্ড আয়ল লীগে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির প্রতিনিধি মিষ্টার মারুচা সম্প্রতি পুলিশের আভ্যন্তরিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার এলিসনের সহিত উক্ত সমিতির সম্পত্তি তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার সম্পর্কে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। মিষ্টার এলিস হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মিষ্টার মারুচা গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্ণে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

উক্ত সমিতির স্থানীয় শাখার ম্যানেজার শ্রীযুত গুরুচরণ সাহা গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সাব ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হইতে ৮০০৲ টাকা তুলিয়া লইবার বিষয় বিবৃত করেন। অতিরিক্ত বিবরণ প্রদান জন্য আগামী শনিবারে তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

ঐ দিবস অভয় আশ্রমের কোনও কার্য্যোপলক্ষে কন্যা শিক্ষালয়ে প্রবেশ কালে উক্ত আশ্রমের শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে কিছুক্ষণ থানায় আটক রাখিয়া পরে মুক্তিদান করা হয়।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রামচন্দ্রপুর হইতে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে কোতোয়ালীতে আনয়ন করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ২ জন রামচন্দ্রপুর বাজারে পিকেটিং করিবার সময়ে ধৃত হন এবং অপর ব্যক্তি উক্ত আসামীদ্বয়ের একজনকে পুষ্পমালা প্রদান করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জাতীয় পতাকা সহ একটি শোভাযাত্রা পরিচালিত করিবার অভিযোগে স্থানীয় রাজগঞ্জ বাজারে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে থানা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হয়।

বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, 'সানডে টাইমস' বলিতেছে, কাশ্মীর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা আর কিছুদিন সমভাবে থাকিলে, যে সকল স্থানে ক্ষমতাশালী মুসলমানদের বাস সেই সকল স্থানে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে।

কুমিল্লায় গুলী বর্ষণ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, লাকসাম থানার অন্তর্গত হাসনাবাদে শনিবার দিন পুলিস বাধ্য হইয়া শোভাযাত্রার উপর গুলী বর্ষণ করায়, সালিমদ্দী এবং কালিমদ্দির ভ্রাতুষ্পুত্র—এই দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে। বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ১৪ জনকে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। চার জন আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ। গুলীবর্ষণের সঠিক কারণ কি এবং হতাহতের সংখ্যা ঠিক কত তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বোম্বায়ে কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জাতীয় পতাকা অভিবাদনের চেষ্টা করিবার জন্য গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে দাদরে তিলক ময়দানে ১০ জন কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বোম্বাই সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পুরুষ খান্দেশের অমলনের তালুকের ভজরী নামক স্থানে যে সূতাকাটার বিদ্যালয় আছে, তাহা বে-আইনী প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রয়ের জন্য চৈৎরাম ও আর এক জন ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি, আর গাঙ্গপুরে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাইকুল্লা জেল হইতে মুক্তি পান; তাঁহার উপর এই মর্ম্মে নোটিশ জারি করা হইয়াছে যে, তিনি কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই স্বদেশী বাজারের সেক্রেটারী শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সীর বাটীতে আজ খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিস তথা হইতে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী মুন্সী গত ১২ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, স্থানীয় মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিবার সময় গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণকালে উৎপীড়ন বালক অর্ডিনান্স অনুযায়ী এখানে কালীঘাটের কালাচাঁদ রায়চৌধুরী ও কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ মুখুজ্যেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অননুমোদিত ইস্তাহার বিলি করিবার সময় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুত অমরেন্দ্র গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এম, চৌধুরী গত ১০ই তারিখে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জমিদার শ্রেণীর অর্থকষ্ট

বরিশাল হইতে প্রকাশ, এই জিলায় জমিদার শ্রেণীর মধ্যে ভীষণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তদন্তের ফলে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর কিস্তিতে দেয় রাজস্ব বাকী পড়ায় ৯৬টি সম্পত্তি নীলাম হইবে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ঐ সকল সম্পত্তির মোট রাজস্ব ৭৮ হাজার ৬ শত ৩৪ টাকা। প্রকাশ, সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রদত্ত হওয়ায় ৫৩টি সম্পত্তি নীলাম বিক্রী হয় নাই। রাজস্ব প্রদত্ত না হওয়ায় ১২টি সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে।

পাইকসায় অস্ত্র প্রাপ্তি

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, পাইকসা অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রবীর গোস্বামী, পূর্ণ গোস্বামী মথুর দত্ত এবং দীনেশচন্দ্র ধরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ এবং ২০ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছিল, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় এম, সি, ঘটক বাহাদুরের আদালতে উহার সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে।

সরকার পক্ষের প্রায় ৪০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ময়মনসিংহের সরকারী উকীল সরকার পক্ষে ছিলেন এবং ময়মনসিংএর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সহরের মোক্তার শ্রীযুত গিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী দুইজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

প্রবীর গোস্বামী এবং দীনেশচন্দ্র ধর তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন নাই।

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা

সিউড়ী হইতে প্রকাশ, বীরভূম কংগ্রেস কমিটীর দ্বিতীয় অধিনায়ক বলিয়া, কথিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সরকার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া খয়রাসোলে একখানি দেশীয় মদের দোকানের সম্মুখে একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ায় গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার হন। বীরভূমের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে 'সি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

বীরভূম কংগ্রেস কমিটীর তৃতীয় অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ইলামবাজার থানা কংগ্রেস কমিটীর প্রথম অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইলামবাজারে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ায় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করায় গ্রেপ্তার হয়। স্থানীয় আবগারী দোকানে পিকেটিং করায় অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত অমূল্যধাত্রী নামক ইলামবাজার থানা কংগ্রেস কমিটীর জনৈক কর্ম্মীকেও ইলামবাজারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাঁহাদিগকে হাতকড়ি লাগাইয়া সিউড়ীতে আনিয়া জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

বোলপুর কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র বসু ও আরও ৭ জন কর্ম্মী বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুত বসুর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীযুত গোপিকাবিলাস সেন ও আরও ১৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে বীরভূম হইতে দমদম অতিরিক্ত জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শ্রীযুত অনন্ত সিংহের ভগিনী শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংকে সিউড়ী জেলে আনয়ন করা হইয়াছে।

টেলি— "শ্রী প্রাঙ্গ" নবদ্বীপ

Reg No C1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৮, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

বিদ্রোহী গভর্ণর ধৃত

চীন ও জাপানে আসন্ন সংগ্রাম

সম্রাজ্ঞী সকাশে ষ্টীভেন্সপত্নী

রিভলভার হস্তে ডাকাতি

সীমান্তে মৌলানা সৌকতালি

মসোলিনীকে হত্যার চেষ্টা

মাণিকগঞ্জে ডাক লুঠ

মিস্ মীরা সেনের তার

বে-আইনী লবণ আমদানী

কমন্স সভায় ভারত কথা

আয়ার্লণ্ডে বেজায় গণ্ডগোল

নানা কথা

বিদ্রোহী গভর্ণর ধৃত

লাহোর হইতে প্রকাশ, পেশোয়ার সরকারী প্রচারকর্ত্তা জানাইয়াছেন, যে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে— উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা শান্ত। কন্যায় যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সাহায্যার্থ মাল প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কাশ্মীরের গভর্ণর জানাইয়াছেন— কাশ্মীরে পূর্ণ শান্তি দেখা যাইতেছে। মোলার বিদ্রোহী দলের নেতা গভর্ণর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাকে বিদ্রোহী দলের বিচারককে ও কারাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চীন ও জাপানে আসন্ন সংগ্রাম

সাংহাই হইতে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ দিন জাপানের নবাগত সৈন্যরা—উহাদের সংখ্যা এখন ২০ হাজার হইবে—চাপাই আক্রমণ করিবে।

সাংহাই-ভাসিং রেলপথ অঞ্চলে চীনের ৫টি আর্ম্মী কোর সমবেত হইয়াছে। মার্শাল ফেঙ্গ-যুসিয়াং তাহাদের পরিচালিত করিতেছেন।

জাপানী সৈন্যরা যদি চাপাই অধিকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে লক্ষ চীনা সৈন্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর সে যুদ্ধস্থলে ভাল রাজপথ না থাকায় হইবে।

রিভলভার হস্তে ডাকাতি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, মীর্জ্জাপুর থানার এলাকাধীন চরপাড়া গ্রামে ধনী বিষম ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১০ই তারিখ রাত্রিতে দশ বারোজন যুবক রিভলভার ছোরা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কিশোরী বাবুর বাটীর প্রধান কক্ষে প্রবেশ করে এবং রিভলভার ও ছোরা দেখাইয়া সিন্দুকের চাবি চাহে। তাহারা বহু টাকার জিনিসপত্র লইয়া প্রস্থান করে।

প্রকাশ ডাকাতেরা যখন বাড়ী ছেড়ে যায়, তখন বাড়ীর একজন লোক উপরের তলা হইতে একজন ডাকাতকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শা একজন ডাকাতের গায়ে বিঁধিয়া যায়। তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে সে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, যুবকটি শিক্ষিত তাহার নিবাস জামালপুর।

মিস্ মীরা সেনের তার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য মিঃ টম উইলিয়ামস রয়টারের প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি মহাসভায় ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে এই মর্ম্মে এক জরুরী প্রশ্ন করিবেন যে ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিকট প্রেরণের জন্য যে টেলিগ্রাম তার আফিসে দেওয়া হয়, আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিবার ও তাহা পাঠাইবার খরচ প্রদানের পর কাহার আদেশে তাহা প্রেরককে ফেরৎ দেওয়া ও তাহা প্রেরণের খরচ প্রত্যর্পণ করা হয়। আর মহাসভার সদস্যদের টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্রও গোপনে দ্বারা পরীক্ষিত হয় কি না। মিঃ উইলিয়ামস মিস মীরা সেনের টেলিগ্রাম ৭ই জানুয়ারী পান নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মজঃফরপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তরূপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি[illegible]। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুঘন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকমলবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রাকৃতকুশুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালি, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনর্ত্তানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ ও [illegible]।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রাগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ ২০শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার ১৯৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই মাঘ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য-বীর-বিক্রমকিশোর দেব বর্ম্মণ্ বাহাদুরের সম্মুখে রাজপ্রাসাদে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আলোচনামুখে বলেন,—"আপনাদের রোপিত বীজ মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতকে ছায়াদানে তৃপ্ত করিয়াছে। যাঁহার আশ্রিত অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীববৃন্দ সেই সুমহান্ পরমপুরুষ আশয় জাতীয়ের আচ-রণ পূর্ব্বক যে স্থানে উদিত হইয়াছিলেন, আপনারা সেই স্থানের বিষয় অবগত আছেন, সেই স্থান কিছু দিনের জন্য লোক-লোচনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল পুনরায় যখন শ্রীভগবান্ দয়ার্দ্র হইয়া নিজ জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন তখনই তিনি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া কোন নিত্য সিদ্ধ মহাজন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচার করেন বা সেই ধামে আপনাদিগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শ্রীবিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি যখন ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হই তখন মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শন করিবার সুযোগ হয় ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কিছু হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাই। তিনি কৃপা করিয়া এই অপ্রাকৃত শ্রীনাম সম্বন্ধে আমাদের কাছে কীর্ত্তন করেন, তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভগবানের নাম, ধাম, গুণ, লীলা ও পরিকর একটী বস্তু। সেই অপ্রাকৃত ধাম-সেবা করিবার যোগ্যতা আমার না থাকিলেও অপ্রাকৃত অনুভূতিবিশিষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনার নিকটে ধাম সেবার কথা জানাবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

গার্হস্থ্য-লীলায় অভিনয় পূর্ব্বক যিনি আপনাদের নিকটে একদিন উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই অপ্রাকৃত অনুভূতিবিশিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভীষ্ট কার্য্য মদীয় আচার্য্যদেব সম্পাদন করিতেছেন। আমরাও তৎপদে তাঁহার আনুগত্যে কিছু ঝাড়ুদারের কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আমার সময় খুব অল্প তাই আমাদের প্রচার্য্য বিষয় আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট কিছু জানাইলাম। আরও দুই একটী কথা বলিয়া আমি অদ্য আপনার নিকট অবসর গ্রহণ করিব।

'একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥'

এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া বা শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম ফল বিতরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন। আমরা যাবতীয় অনুপাতত্ত্ব জ্ঞান বশমাতে ঈশবিমুখতার বশবর্ত্তী হইয়া দেবী-ধামে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। আমাদের স্ব স্বরূপের মালিক শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে আমরা পাই "কর্ষতি ইতি কৃষ্ণঃ" যিনি আকর্ষণ করেন বা আনন্দ দান করেন তিনিই কৃষ্ণ। আমরা বিমুখ হওয়ার জন্য নানাপ্রকারে কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া মায়ার বিচিত্রতায় আকৃষ্ট হইতেছি। এই বিমুখ জীবের দুরবস্থা দর্শন করিয়া যিনি আমাদের নিকটে আশ্রয় জাতীয় আচরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করেন

মধ্যে কি প্রকার ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে তাহা সুধীব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, আমি সামান্য সময়ের মধ্যে উহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।

আমরা সাধারণ জগতের নিকট ভিখারী বলিয়া পরিচিত। আমরা জগতের কোন বস্তু প্রার্থী হইয়া ভিখারী হই নাই। তাহা যদি হইতাম তাহা হইলে আমাদের পিতা মাতা তাহার কিছু দান করিতে পারিতেন এবং আমরা নিজেও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তবে ভিখারী হইয়া লোকের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী হওয়ার কারণ, যে ভিক্ষা জগতের লোক চাইতে পারে না এরূপ ভিক্ষাপ্রার্থী আমরা। মানুষের চিত্ত বলিয়া একটা জিনিস আমরা দেখিতে পাই। সেই চিত্ত দ্বারা ইহ জগতের চিন্তা করা যায় এবং সেই চিত্তের দ্বারা চিত্তের অধীশ্বর যে ভগবান্ তাঁহার চিন্তাও করা যায়। এমন একটি সুযোগ পাইয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় দেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া চিত্তের অধীশ্বরকে বাদ দিয়া থাকি তাই আমরা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া লোকের নিকট এই চিত্তেরই ভিক্ষাপ্রার্থী। এই ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করিয়াছিলেন। জগতের লোকের বিচারে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্‌পার্ষদগণ বলেন, "ঐশ্বর্য্যের মালিক, রূপের মালিক বা আমাদের যৌবনের মালিক শ্রীভগবান্। সেই ভগবানের সেবা করিবার জন্য নিখিল চেষ্টা করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্য পালন করিতে বদ্ধজীব সমর্থ নহে। যখন কোন মুক্ত পুরুষ আমাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক আসেন তখনই তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে আমাদের সেই মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু যে কৃষ্ণ তাঁহার অনুশীলন করিবার সুযোগ হয়। বর্ত্তমান জগতে বহুকুল গুর্ব্বভিমান প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে সকল পাইতেছেন তাঁহার দ্বারা জগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক অমঙ্গলই হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।

টেলি— "শ্রী প্রাপ্য"
অনন্তপ্রাপ্য

Reg No C1445

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৮,। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

নানা কথা

সম্রাটের বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইংলণ্ডের যাজক সংসদের অভিভাষণের উত্তরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সম্রাটের বাণী প্রচারিত হইয়াছে—"ক্যাণ্টারবেরীর যাজকমণ্ডলীর সহিত একযোগে আমি জেনেভায় অস্ত্র-সঙ্কোচ সম্মেলনীর সিদ্ধি কামনা করিতেছি। বৃটেনাধীন আমার যাবতীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীতে যাহাতে সাধারণভাবে অস্ত্র সঙ্কোচ হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ থাকিলেই রাষ্ট্রমণ্ডলী নিষ্কাম হইবেন সন্দেহ নাই।"

অর্থনীতির উদ্দেশ করিয়া সম্রাট এই বাণী প্রচার করিয়াছেন—"বিগত যুদ্ধের সময় বৃটেনবাসীমাত্রেই যে শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পৃথিবীবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বৃটেনের এই অর্থকাঠিন্যের দিনে সমভাবে সেই শৌর্য্য, বীর্য্য ও ধৈর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া বৃটেনবাসী পৃথিবীবাসীকে ততোধিক চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। জাতীয় বিপদের দিনে বৃটেনবাসীর অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ছোট বড় নাই, ধনী দরিদ্র নাই, সকলেই বৃটেনের দুঃখে সমদুঃখভাগী হইয়া বৃটেনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।"

চুরির অভিযোগে দণ্ডিত

ম্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, সেণ্ট অ্যালয়সাস্ কলেজে এবং বালক সাহিত্য মণ্ডলে ও অন্যান্য স্থলে চুরি করিবার অভিযোগে ৬ জন খ্রীষ্টান যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক ৫ বৎসরকাল বোরষ্টাল সংশোধনাগারে শিক্ষালাভ করিবার জন্য আদিষ্ট হয়।" দায়রা আদালতে উহারা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে। গত সোমবার বিচারক তাহারা বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সম্রাটের বাণী

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

বাঁকুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়ায় ডাকাত দলের উপদ্রব

পার্লামেণ্টে ভারত সভা

চীন-জাপানে মিটমাটের আশা

সিরাজগঞ্জে নরহত্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

মসজিদের মধ্যে ছুরি

চুরির অভিযোগে দণ্ডিত

জেলে সতীন সেন পীড়িত

সিরাজগঞ্জে নরহত্যা

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে সিরাজগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী বাহুলী নামক গ্রামে একটি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ধুনট থানার এলাকাধীন শোষাটার লস্কর আকন্দ নামক জনৈক ৫৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি মস্তকে গুরুতররূপে দায়ের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ লোকটি তিনখানি গরুর গাড়ী বোঝাই পাট লইয়া সিরাজগঞ্জে আসিতেছিল। মৃত দেহটি পরীক্ষার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মসজিদের মধ্যে ছুরি

তুতিকোরিণ হইতে প্রকাশ, ছুরির আঘাতে আহত ২ জন মুসলমান হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। প্রকাশ,—তাহারা যখন মসজিদে নামাজ করিতেছিল, সেই সময় আর একজন মুসলমান তাহাদিগকে ছুরি মারে। আহত ব্যক্তিরা আক্রমণকারীকে খাওয়াইত। তাহারা সে দান হঠাৎ বন্ধ করায় সেই রাগে সে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

জেলে সতীন সেন পীড়িত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং জেলে আবদ্ধ আছেন। তিনি জেল হইতে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন। যে, তাঁহার ফুসফুসের পীড়া আবার দেখা দিয়াছে এবং তাঁহার দক্ষিণ উরুতেও দারুণ ব্যথার সঞ্চার হইতেছে। তিনি সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১০ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৭ই ফাল্গুন শনিবার দিবস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসীবৃন্দ খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ও ব্যাণ্ডবাদ্য সহকারে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করেন। অনন্তর ভক্তবৃন্দ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অতঃপর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সমবেত হইয়া গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। বহু ব্যক্তি এই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আবেগভরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও তাঁহার অভয় পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া ব্যতীত জীবের নিত্য মঙ্গল লাভের যে আর অন্য কোনও উপায় নাই এ-বিষয় স্বামীজী মহারাজ অতি সহজ ও সরল ভাষায় সকলকে সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন।

পাঠান্তে ভোগারতি কীর্ত্তন সমাপন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরস সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তগণ গুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে'র রিকগ্নিশন্ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর মহোদয় সস্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বঙ্গানুবাদসহ উদ্ধৃত হইল।

The 20th. February, 1932.

I paid a visit to the Bhakti Vinode Institute at Sree Mayapur, district Nadia, to report on the claims of the School for recognition by the University of Calcutta. A copy of my report will come to the School in due course.

The School is in the process of development. The authorities have placed before themselves Schemes and ideals which when fulfilled will be an object of pride not only to the district of Nadia, but to Bengal as well. Considerable resources are expected to be placed at the disposal of the management and it may fairly be expected that properly managed and supervised, the prospective development would be before long a reality. The Institution is unique in the sense that it proposes to impart regular religious and moral discourses to the students of the Institution and build up a fully equipped residential Institution. A fair beginning has been made in this direction and as many as 43 students are in residence placed under proper supervision. I wish the institution all prosperity and success.

S. D./ P. C. Mukherjee
2nd. Inspector of schools
Presidency Division.

S. D./ Jyotis Chandra Sikder
District Inspector of Schools
Nadia, 20. 2. 12.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনার্থে রিপোর্ট দিবার জন্য আমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করিলাম, আমার রিপোর্টের নকল যথাসময়ে এই বিদ্যালয়ে আসিবে।

এই বিদ্যালয়টী দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অভিপ্রায় ও আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে শুধু নদীয়া জেলা কেন, উহা সমগ্র বঙ্গদেশেরও একটী গৌরবের বিষয় হইবে। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অনুষ্ঠানের উন্নতির উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইবেন এবং প্রকৃষ্টভাবে এ-বিষয় তত্ত্বাবধান করিবেন। এই সংশিক্ষার ক্রম-বিকাশ অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবিক আদর্শানুষ্ঠানে পরিণত হইবে।

ছাত্রগণকে নিয়মিতভাবে নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান এবং ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয়ে পরিণত করাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রধান উদ্দেশ্য; সেইহেতু এই বিদ্যালয় বর্ত্তমান জগতে একমাত্র অভূতপূর্ব্ব ও একটী অভিনব প্রতিষ্ঠান। সেই হিসাবে এই স্কুলের প্রারম্ভিক সূচনাটী অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যেই ৪৩ জন ছাত্র উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সাফল্য আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

শ্রীগৌড়ীয়বাণী-প্রকাশ ক্ষেত্র কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের চৈতন্যবাণী প্রচারক বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার গোস্বামী মহারাজ চাপরা জিলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া অধুনা মজঃফরপুরের, সীতামারী, জনকপুর, সুরসাণ্ড প্রভৃতি ত্রিহুত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংস কুলমুকুটমণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথিত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী অধুনা ত্রিহুত শীর্ষস্থান মজঃফরপুর সহরে প্রচারার্থ আসন অবস্থান করিতেছেন।

বিষয়াবিষ্ট-মন

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, বন্দী ঘরে অবস্থিত জনগণকে হরিদাস ঠাকুর উপদেশ করিতেছেন—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী, পুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর বাপ জ্যেঠাকে বলিয়াছেন—

তোমার বাপ জ্যেঠা—বিষয় বিষ্ঠা
গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয় বিষের মহা পীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব বন্ধ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী সকলকেই উপরি উক্ত উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া আচরণ করিতে হইবে নচেৎ কেহ কেহ গৃহস্থের বেশে গৃহব্রত হইয়া পড়িবেন কিম্বা মঠবাসীর বেশে বিষয়াবিষ্ট হইয়া পড়িবেন অথবা কোন কোন ব্যক্তি ফল্গুবৈরাগী হইয়া যাইবেন।

বিষয়কে নিজ ভোগ্যরূপে দর্শন করিলেই মন বিষয়াবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তখনই চিত্ত বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মহা পীড়াগ্রস্ত হয়, বিশেষ জঞ্জাল আনয়ন করে ও বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তি সেই রোগের যন্ত্রণাকেই সুখ বলিয়া ভ্রম করে। এইরূপ বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিকেই বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট বলে ও সেই বিষয়ীর ভোগ্য বিষয়টীই বিষ্ঠা পদবাচ্য। আবার ভোগময় দর্শনের সহিত বিষয় নাড়া চাড়া করিলেই উক্ত বিষয়, আমাদের যাহাতে ভববন্ধন হয় এরূপ কার্য্য করাইবে।

যদি কেহ বিষয় দেখিলেই বলেন, আমি উহা দেখিব না, উহা স্পর্শ করিব না কারণ তাহা হইলে আমার চিত্ত বিষয়াবিষ্ট হইয়া পড়িবে, আমি ভবসংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িব। এইরূপ বিচার অবলম্বন করিলেও বিষয়ের আবেশ চিত্ত হইতে ছাড়িবে না, তখন ব্যতিরেক ভাবে বিষয় চিন্তা হইবে এবং ফল্গুবৈরাগী করিয়া দিবে, সুতরাং কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

ভজনচতুর ব্যক্তিগণ বিষয়কে কৃষ্ণের ভোগ্যরূপে দর্শন করেন এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা ও কার্ষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা বিষয়কে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করেন না কিম্বা বিষয়াবিষ্টগণের ন্যায় নিজে ভোগ করেন না অথবা হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় বিত্তশাঠ্য করেন না।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ প্রকার বিষয়। এই দুনিয়ার যে কোন বস্তুতে ঐ পাঁচটীর মধ্যে এক বা একাধিক গুণ আছে, তদ্দ্বারাই বিষয়ীর চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কনক বা অর্থের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বিষয়ই সংগৃহীত হইতে পারে। সেই কনক রূপ বিষয়ে বা অর্থের দ্বারা আবিষ্ট হইলে অর্থাৎ বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গুরুতর পীড়া উৎপন্ন হইলে তাহার অসংখ্য লক্ষণ দেখা যায় তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি।

১। কৃষ্ণৈকশরণতার অভাব— কি গৃহস্থ, কি ত্যাগী গুরুদাসমাত্রেই কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন কৃষ্ণই আমার পালন কর্ত্তা ও রক্ষা-কর্ত্তা; কিন্তু বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা অর্থ যথাযোগ্য হরি-সেবায় ব্যয় না করিয়া কিম্বা সর্ব্বস্ব গুরু-পাদপদ্মে অর্পণ না করিয়া সঞ্চিত অর্থের দ্বারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করিব এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

২। স্বরূপ ভ্রম—আমি কৃষ্ণদাস সুতরাং গৃহে বা মঠে থাকিয়া সর্ব্বদাই কায়মনো-বাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করাই আমার কর্ত্তব্য ইহা ভুলিয়া গিয়া নিরন্তর কায়মনো-বাক্যে বিষয়ের চিন্তা, বিষয়ের সেবা করাই কৃত্য হইয়া পড়ে।

৩। অর্থসঞ্চয়-পিপাসা—চিত্ত সতত অর্থসঞ্চয় পিপাসায় আকুল হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, সেবা না ভোগ ইত্যাদি বিষয়ের বিচার করিবার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য থাকে না।

৪। বিত্তশাঠ্য—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" এই উপদেশটী স্মৃতি পথে থাকে না। প্রাণ ঢালিয়া হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবা করিব, যত কিছু ভাল ভাল দ্রব্য জগতে আছে তাহা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবার জন্যই, সুতরাং যত অর্থ ব্যয় হউক, যত কায়-ক্লেশ হউক না কেন তাহা স্বীকার করিয়া হৃষ্ট চিত্তে ও আর্ত্তির সহিত আমার প্রভুর, প্রভুর প্রভুর ও প্রভুর সেবকগণের সেবা করিব এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ যতটা কম খরচে হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের খারাপ জিনিষ হইলেও সে দিকে দৃষ্টি থাকে না, এই সেবা দ্বারা প্রভু ও প্রভু-ভক্তগণ তৃপ্ত হইবেন কিনা সে চিন্তা একবারও হয় না; আবার এইরূপে যাহা কিছু খরচ করা যায় তাহাও প্রাণের সহিত আন্তরিক সহিত নহে, কেবল চক্ষু-লজ্জার খাতিরে বা দায়ে ঠেকে মাত্র। একটী পয়সা খরচ হইলেই যেন এক ছটাক রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল এইরূপ মনে হয়।

৫। অনেক সময় পূর্ব্বোক্ত সেবার ঠাট বাটও অন্যান্তর উদ্দেশ্যে বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলে হইয়া থাকে।

৬। চৌর্য্যবৃত্তি—নিজেকে ভাবমার্গের পথিক অভিমানে গুরু-সেবার অছিলায় চৌর্য্যবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়।

৭। মিথ্যাভাষণ—বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তির মুখ দিয়া সর্ব্বদাই অবাধে মিথ্যা কথা কীর্ত্তিত হয়, যাহাতে কোন প্রকারেই কেহ তাঁহার গুপ্ত সঞ্চিত বিষয়ের সন্ধান না পান তজ্জন্য তিনি অনাবশ্যকভাবে মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া বলিতে থাকেন, মোট কথা সেরূপ ব্যক্তির শতকরা ৯৯টী কথাই মিথ্যা, কেবল সময় সময় দুই একটি সত্য বাক্য তাঁহার অজ্ঞাতভাবে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে তখন ঐ বাক্যের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবলীর মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। এ সকল সত্ত্বেও তিনি মনে করেন—আমি বড়ই চতুর, আমার বাক্য-জালে সকলেই মুগ্ধ হইয়া আমার গুহ্য ক্রিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার প্রতি সকলের এতটা অবিশ্বাস হইয়া পড়ে যে, তিনি কোন সময় সত্য কথা বলিলেও তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

৮। কপটতা—গুরুর সেবক রূপের চিত্ত বিষয়াবিষ্ট হইলে সরলতা বৃত্তিটী সুপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তিনি কপটশিরোমণি হইয়া পড়েন।

(ক্রমশঃ)

যৎকিঞ্চিৎ

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতে কাশী নিবাসী * * * সান্যাল মহাশয় কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্বামীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন—আপনারা কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করেন?

স্বামীজী—আমরা সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক, শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের বিষয় স্বয়ং আচার ও প্রচার ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা সেই নিত্যধর্ম্মের কথাই প্রচার ক'রে থাকি।

সান্যাল—আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবকে কি ব'লে থাকেন?

শ্রৌতী—তিনি স্বয়ং ভগবান্। জীব-গণের দুর্গতি দেখে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করবার জন্য যুগাবতার রূপে এসেছিলেন। ভাগবত তাহার প্রমাণ।

সান্যাল—চৈতন্যদেবের মত কি?

শ্রৌতী—তিনি আমাদের তিনটী বস্তু শিক্ষা দিয়েছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ কি, তৎপ্রাপ্তির সাধনোপায় কি এবং কি লভ্য—এই তিনটী বিষয় আমরা বিস্তারিত ভাবে জানলে আমাদের অনর্থ দূর হ'য়ে প্রকৃত প্রয়োজন লাভে আমরা যত্নবান হ'তে পারি। জীব তাঁহার নিত্য দাস, তাহার শ্রীচরণে ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারা জীবের নিত্য পরম প্রয়োজন প্রেম লাভ হয়।

সান্যাল—কিন্তু জ্ঞান না হ'লে কিছুই হবে না। জ্ঞানেই মুক্তি।

শ্রৌতী—ভক্তি—নিরপেক্ষ; তদ্দ্বারাই জ্ঞান জন্মিবে। মনে করুন, যদি কেউ বলে যে আমি ক, খ ইত্যাদি না প'ড়েই পাণ্ডিত হ'য়ে যাব, সেটা যেমন বোকামী, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের চেষ্টাও তদ্রূপ। ভক্তিই ক, খ পড়া। ভজন করতে করতে স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হবে, এ জ্ঞান আর আপনার কথিত জ্ঞান স্বতন্ত্র।

সান্যাল—জীবই ত ভগবান্। ভজন টজন অনিত্য, নিজেকে জানতে পারলে সবই ছেড়ে দিতে হবে।

শ্রৌতী—তা হ'লে আপনার মতে ভগবান্ একজন নন, অনেক। যদি তা হয়, তা হ'লে আপনার অদ্বৈত মত কি ক'রে ঠিক থাকে? আর যদি অনিত্য হয়, তা হ'লে আপনার নিত্য কৃত্য আচমন মন্ত্রে যে 'সদা' শব্দ পাঠ করেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই খণ্ড মন্ত্রের অর্থ কি? 'সদা' শব্দের অর্থ কি 'অনিত্য'? দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন তিনটী বস্তু সর্ব্বদাই রয়েছে। আপনি এর বিলোপ সাধন ক'রে দিতে চান্ কোন্ যুক্তিতে?

সান্যাল—(কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া) ঠিক। আপনার বিচারে আমি সন্তুষ্ট হলাম। তা বেশ এখানে খুব প্রচার করুন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণের নিকট প্রচার করুন, তা'হলেই প্রচার বেশী হবে। আজকে আর দেরী করব না, চললুম।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১৭৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সহ এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাম্বরপোদোধনী কৃষ্ণ-কাঞ্চনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ বস্তুবাণিজ্যাগ্র-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও অর্চ্চনসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা , টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি ৮ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান, বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীভজনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত: প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৬৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পার্লামেন্টে ভারত সম্বন্ধে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ নক্স (রক্ষণশীলদলের সদস্য) জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের অন্যান্য স্থলে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তখন বোম্বায়ে অশান্তি দমিত না হইবার কারণ কি ?

উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত সচিব জানান যে, ভারত সরকারকে কার্য্য পরিচালনা করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে। তাই বলিয়া তাঁহারা কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য সচেষ্ট হন নাই, তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, কেবলমাত্র গান্ধীজীর আত্মীয়গণকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছে, তাহা নহে, তবে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে, তাঁহাদের উক্ত সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদনপত্রগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করা হইতেছে।

মিঃ নক্স জিজ্ঞাসা করেন : গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ কংগ্রেস পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইতে দেওয়া কি আকাঙ্ক্ষণীয় নহে।

উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর জানান যে, ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ঐ প্রকার কোনও ব্যক্তির সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার অনুমোদন করা হইবে না বা প্রকাশ করিতেও দিবেন না।

শ্রমিক সদস্য মিঃ টমাস্ উইলিয়মস্ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতীয়গণ যাহাতে ভারতজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, সে উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণের শান্তিপূর্ণ প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে সরকার বর্ত্তমান আইন বা অর্ডিনান্স আইনানুসারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি না।

রঞ্জনরশ্মি স্থাপন

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, বহরমপুর সদর হাসপাতালে রঞ্জনরশ্মি স্থাপনের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

প্রকাশ, লালগোলার মহারাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি, আই, ই, ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

চীন-জাপানে মিটমাটের আশা

টোকিয়ো হইতে প্রকাশ, সাংহাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপানী বাণিজ্য দূত চীনের ১৯ সংখ্যক আর্ম্মীর সেনাপতি জেনারেল সাইকে চরম পত্র দিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু মিটমাটের আশা এখনও বর্ত্তমান থাকায় তিনি জেনারেল সাইকে কেবল এইরূপ অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশের সান্নিধ্য হইতে তাঁহার সৈন্যদল সরাইয়া লন এবং যাহাতে জাপানীদের সহিত সংঘর্ষ না ঘটে, সেজন্য জরুরী সংবাদ পাঠাইয়া সকলকে জানাইয়া দেন। সাংহাই এর এই সংবাদে চীন জাপানের মিটমাটের আশা আবার জাগিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই অপরাহ্ণে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় আর্ম্মেনি টোলাস্থ ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী লিমিটেডের কারখানায় আগুন লাগিয়াছিল। প্রকাশ, ভৃত্যদিগের থাকিবার স্থান হইতেই এই ঘটনার সূত্রপাত এবং অবশেষে সেই আগুন কারখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহাতে ঔষধপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান বহু সামগ্রী ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১২০০০ টাকা। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ কারখানা বীমা করা ছিল না।

ছাত্রের বিরোধ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ঔষধের সরকারী বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে সামান্য বিরোধের ফলে উক্ত বিদ্যালয়ের ৩ জন অনন্য ছাত্র সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, বিভিন্নরূপ চিকিৎসার গুণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হওয়ায় উক্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত ছাত্রদিগকে উক্ত বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

পুলিস নদীয়ার কংগ্রেস নেতা বলিয়া কথিত শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও অধুনা জেলে আবদ্ধ নদীয়া কংগ্রেসের তৃতীয় অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত নিকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুত জগৎচন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুত অবনী দত্ত ও আর একজন স্বেচ্ছাসেবককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। পরে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষের বাটীতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁহারা প্রত্যেকে ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বাঁকুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, সদর সাব ডিবিশনের অন্তর্গত জানবলী গ্রামের রাখাল মাঝী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৬ ধারা মতে হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে দায়রা আদালতে বিচার গ্রহণ করিবার জন্য গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আদিষ্ট হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ১৫ই অক্টোবর তারিখের রাত্রে জানবলী গ্রামবাসী শ্রীযুত অশ্বিনীচন্দ্র কুমার নামক একজন ধনী ব্যক্তির গৃহের লোকসকল তাঁহাদের ফটকের সম্মুখে সমবেত একদল লোকের চীৎকারে জাগরিত হয়। ডাকাতদিগের কবল হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ভাবিয়া গৃহের পুরুষ ও মহিলাগণ বাড়ীর উপর তলার এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে দুর্বৃত্তগণ সদর দরজা ভঙ্গ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকাশ, ডাকাতগণ মূল্যবান দ্রব্য না পাওয়া কেরোসিন তৈল ঢালিয়া ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। সমস্ত বাড়ীতে আগুন লাগিয়া যায়। যাহারা উপর তলার গৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহারা অগ্নির তাপে ভয়ানক ভাবে দগ্ধ হয়। ফলে তাহাদের ৫ জন একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সম্পূর্ণ তদন্তের পরে পুলিস রাখাল মাঝিকে ডাকাতদলের সর্দ্দার বলিয়া চালান দেয়। ডাকাতদের ঐ দলই ঐ দিবস রাত্রিতে ডাকাতি করিয়াছিল।

চুচুড়ায় ডাকাত দলের উপদ্রব

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার ধনিয়াখালি থানা হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত গুড়াপ গ্রাম হইতে আর একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গ্রাম্য চৌকীদার যখন ঘটনার দিন গভীর রাত্রিতে পাহারা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, সেই সময় সে মোবারউল্লা নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ডাকাতি হইতেছে বলিয়া, একটি ভীতিজনক চীৎকার শুনিতে পায়। কয়েকজন গ্রামবাসী তখন আক্রান্ত বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকাশ, পথিমধ্যে ডাকাতেরা তাহাদিগকে বাধা দেয়। এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গ্রামবাসীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহার অনতিবিলম্বে একটী বন্দুক লইয়া ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পায় যে; বাটীর কয়েকজন আহত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে এবং বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া দুর্বৃত্তেরা সমুদায় দ্রব্য বাড়ীময় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। প্রায় ২০ জন ডাকাত নগদে ও অলঙ্কারে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে।

"ক্রান্তি" সম্পাদকের দণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কুরলা স্বদেশী মিলের ধর্ম্মঘটকারীদের এক সভায় বক্তৃতা করিবার অপরাধে 'ক্রান্তি' সম্পাদক শ্রীযুত খান্দের রাও দেশাইয়ের প্রতি ৩ মাস কারাদণ্ড এবং ৩ শত টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। জরিমানা না দিলে তাঁহাকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

জাতীয় পতাকা অপসারণ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে মনোনীত চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে নব গঠিত মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রথম সভা হইলে, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত কে, পি, মিশ্রের প্রস্তাব অনুসারে, ডেপুটী কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী বোর্ডের বাড়ী হইতে জাতীয় পতাকা অপসারণের জন্য সভা মুলতুবী রাখা হয়।

আর একজন কাউন্সিলার ১০ দিন মুলতুবির জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উপযুক্ত নোটীশের অভাবে চেয়ারম্যান উহাতে আপত্তি করেন।

সভা যখন চলিতেছে, সেই সময় বাড়ীর শীর্ষদেশে কিন্তু কংগ্রেস পতাকা উড্ডীন থাকিতে দেখা যায়। বাহির হইতে চেয়ারম্যানকে ধিক্কার দেওয়ায় দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সৈনিকের পলায়ন

রিপোর্টে প্রকাশ, প্রাইভেট এডওয়ার্ডস্ নামক একজন সৈনিকপুরুষ নিজের দল ছাড়িয়া আবেদনগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে মাদ্রাজের গোয়েন্দা পুলিস সৈনিকপুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহাকে শীঘ্রই সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৹
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ...
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৮, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

চীন-জাপানে যুদ্ধের অবস্থা
মগনলাল যোশীর দণ্ড
কংগ্রেসের গান নিষিদ্ধ
মহীশূরে খনি দুর্ঘটনা
হুগলী জিলায় ডাকাতি
শ্রীযুত নাইডুর গ্রেপ্তার
বালিকা-হত্যার মামলা
কনষ্টেবল দায়রা সোপর্দ্দ
পথিমধ্যে নরহত্যা
একশত জনকে নোটিশ
আগা খাঁর গবেষণা

নানা কথা

চীন-জাপানে যুদ্ধের অবস্থা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, শনিবারে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়, একদিকে আন্তর্জ্জাতিক সীমান্তে জাপানের আক্রমণ ধীর ও অবিচলিতভাবে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পথে চলিয়াছে, অপর দিকে আন্তর্জ্জাতিক বাসভূমির মধ্যে যেন কিছুই হয় নাই। এইরূপভাব সমস্ত দিনই বজায় ছিল এবং সন্ধ্যায়ও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। হোটেল সমূহে প্রতি রাত্রির নিত্যনিয়মিত কর্ম্মপ্রণালীরও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই গোলাবর্ষণের মধ্যেও ইউরোপীয় অধিবাসীগণ যে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

অপরাহ্নে জাপানীরা কিয়াংওয়ান অধিকার করে। সেই দিকে রাত্রির আকাশ বিরাট অগ্নিকাণ্ডে দেদীপ্যমান দেখা যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বাসভূমির রাস্তায় রাস্তায় শত সহস্র আশ্রয়হীন ভয়ত্রস্ত নরনারীর ভিড় জমিয়া উঠিতেছে। গৃহহীন চীনারা পিপীলিকা শ্রেণীর মত প্রত্যেক বন্দর ত্যাগী জাহাজে উঠিতেছে, অথবা ধাক্কাধাক্কি করিয়া আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। কন্টিনেণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের বাড়ীর মেজেতে প্রায় তিন হাজার লোক জমিয়াছে। সমস্ত দিনের ঘটনায় তাহারা অজ্ঞানের মত হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই আন্তর্জ্জাতিক বাসভূমিতে এই করুণ যাত্রীর ভিড় লাগিয়া আছে।

শনিবার রাত্রিতে যুদ্ধ খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল অতঃপর রবিবারে ভোর হইবামাত্র জাপানীদের ভারীকামান আবার গর্জ্জিয়া উঠে। ইহার জবাবে চীনাদের কামানের শব্দ অত্যন্ত অস্পষ্ট। জাপানীদের কামানবাহিনী অশ্রান্তভাবে চীনাদের উপর গোলাবৃষ্টি করায় ফলে, উত্তর আকাশে দিক্‌চক্রবালকে দীপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

হুগলী জিলায় ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, ডাঙ্গাচায় মোনাতুল্লা নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতরা বাড়ীর লোকজনকে জখম করিয়া, গ্রামের লোকজন সাহায্যার্থ যাইয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে।

মগনলাল যোশীর দণ্ড

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর ২৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইবার জন্য শ্রীযুত মগনলাল যোশীর প্রতি গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪০০৲ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত যোশী আদালতে মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু এই মর্ম্মে এক মৌখিক বর্ণনা দান করেন যে, তিনি যেদিন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলেন, সেদিন যে উক্ত কংগ্রেস কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন না। যদি তাহাই হইত তবে ব্যাঙ্কও তাঁহাকে টাকা তুলিতে দিবেন না।

গতবার আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মিঃ মুরারজী দেশাই ডেপুটি কলেক্টরের পদ হইতে ইস্তফা দিয়া গুজরাট কংগ্রেসের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মুক্তির মৌখিক চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা অন্যথায় আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	মজঃফরপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ত্রিপুরা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও প্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপরমেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ সনীলকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধুভক্তির দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউত্তম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীব্যাসক্রমছত্র

বাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীস্বরূপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কাবড়া

এখানে মহাপুরুষমূর্ত্তি শ্রীগোস্বামীদের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০২ গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) স্বানন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১১ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বুধবার | ২৯৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার দিবস নদীয়ার সদর এস্, ডি, ও, শ্রীযুক্ত অনাদি-রঞ্জন বসু মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

I visited the Thakur Bhakti Vinode Institute to day. The Second Inspector of schools was present and he inspected the institution in detail I was very glad to find that the school had already 180 boys on the roll, and in this short time all the classes have been opened. If the school secures affiliation, it will send up boys for the Matric Examination for 1933 The Institution is in the capable hands of gentlemen with saintly character and the idea of giving a religious grounding along with secular education is indeed highly laudable. The finances of the School are quite sound and I was glad to hear that the idea was to create a fund with which it may be possible to make all improvements necessary for the Institution. There are 43 boys in the boarding, besides 15 in a free boarding. There are several Muhamedan boys as well.

The Institution is unique in its kind and will be universally appreciated

Sd/ A. R. Bose
S. D O Nadia—Sader
20 2. 32.

অদ্য আমি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" পরিদর্শন করিলাম। স্কুল-বিভাগের দ্বিতীয় ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্কুলটী বিশেষরূপে পরিদর্শন করিলেন। আমি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, এই অল্প কাল মধ্যেই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৮০ হইয়াছে। স্কুলের সমস্ত শ্রেণীগুলিই খোলা হইয়াছে এবং স্কুলটী যদি বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে এই স্কুল ইহার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণকে আগামী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠাইতে পারেন।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অতীব সাধুচরিত্র এবং শিক্ষাদি প্রদান বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার সুদক্ষ, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত আছে। জাগতিক বিদ্যাশিক্ষা-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলের পারমার্থিক শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীটী অতীব প্রশংসনীয়। স্কুলের আর্থিক অবস্থা অতিশয় সচ্ছল ; আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী বৃহৎ অর্থভাণ্ডার খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন যাহাদ্বারা স্কুলের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ই সঙ্কুলান হইতে পারিবে।

স্কুল বোর্ডিংএ ৪৩টী ছাত্র আছে ; এতদ্ব্যতীত বিনা ব্যয়ে ফ্রি বোর্ডিংএও ১৫টী ছাত্রকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। স্কুলে কতকগুলি মুসলমান ছাত্রও আছে।

বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠানটী আদর্শীয় সুতরাং জনসাধারণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

স্বাঃ এ, আর, বসু
এস্, ডি, ও, নদীয়া সদর
২০।২।৩২

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৩ সংখ্যার পর)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরার রাজা বাহাদুরের নিকট আরও বলেন,—

আচারবিহীন প্রচার হয় না। বদ্ধজন মুক্তজনের কাচ কাচিতে পারে না অনুকরণ করিতে পারে। এই অনুকরণ বা অনুসরণ বলিলা যে কথা শাস্ত্রে আছে তাহার যথার্থ মুক্তকুল যখন কৃপা বুঝাইয়া দেন তখনই আমরা তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া বা তাঁহার উপদেশানুসারে আমরা এই সব কথা কীর্ত্তন করিতে সাহসী হই।

যাহাদের সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার পিপাসা ঐকান্তিক ভাবে প্রবল হয় নাই তাহারা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। আশ্রয়-বিহীন হইয়া চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে এই গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে দেখা হয়। তখনই তাঁহারা গুরুর আদেশে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিতে সমর্থ হন বা প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন, "ভাই মনুষ্য-জন্মটী বড় দুর্ল্লভ। এই জন্মে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তোমার নিজস্ব সম্পত্তির সন্ধান করিয়া লও।"

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' আমরা অমৃতের পুত্র হইয়া দেবীধামে মায়ার কৃত উপাদানকে 'আমার বলিয়া মনে' করিতেছি। আমার বলায় কোন দোষের হয় না, কিন্তু যখন ঐ জিনিষটাকে আমি বলিয়া বোধ হয় তখনই আমাদের ভিতর ভ্রম দেখা দেয়। রাজপ্রাসাদ "আমার" 'আমি' রাজপ্রাসাদ নহি। আমাদের পূর্ব্বজন্মের বাসনানুসারে বা পুণ্যফলে এই প্রকার রাজপ্রাসাদ লাভ হইয়াছে। পুণ্য ক্ষয় হইলে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং এই অনিত্য বস্তুতে আমি ও আমার বুদ্ধি মোহজনক। এই মোহের হাত হইতে ছুটি লাভ করিতে হইলে মোহমুক্ত পুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই মনুষ্যজীবনের শ্রেয়ঃ।

সভায় রাজমন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন এম এ, বি-এল, প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম-এ, বি-এল, এফ, আর, এস, এ, মহোদয় প্রমুখ উচ্চ কর্ম্মচারীগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

স্বয়ং মহারাজ বাহাদুর এবং রাজ-পরিবারস্থ সকলেই মুগ্ধভাবে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করে

বিষয়াবিষ্ট-মর্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৪ সংখ্যার পর)

৯। বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অভাবগ্রস্ত বা অর্থশূন্য প্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ কৃত্রিম আচরণ দেখাইয়া থাকেন। অর্থাৎ কোষাগার পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও তিনি লোককে জানাইয়া অনাবশ্যক অবস্থায় অন্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন।

১০। নিষ্কপট—যাঁহারা আদর্শ গুরু-সেবক হন তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় হইলেও সেবা আনন্দে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ বা ত্যাগী সেবক-ব্রুব যৎকিঞ্চিৎ অর্থ হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবায় ব্যয় হইলেই সেই অর্থশোকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকেন।

১১। অর্থগুলি গুপ্তভাবে এবং নিরাপদে রাখিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল বহুবিধ কায়দা করিয়াও সব সময়েই বিশেষ ভয় ও সেই দিকে পুনঃ পুনঃ সচকিত দৃষ্টি করেন, যেন সেই অর্থই তাঁহার ভজনীয় বস্তু অথচ সেই অর্থকে কাষ্ঠরূপে না দেখিয়া নিজ ভোগ্যরূপে দর্শন করেন।

১২। কোষাগারের চাবিগুলি কি শয়নে, কি ভোজনে সর্ব্বাবস্থায় বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন, কিন্তু এই প্রকার অখিল চেষ্টাটী কৃষ্ণার্থে অনুষ্ঠিত হয় না, কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে কৃত হয় মাত্র, তাই তিনি গুরুসেবকের বেশে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার অভিনয় করিলেও তাঁহার পরেশানুভব এবং যুক্ত বৈরাগ্যের উদয় হয় না, সেইজন্য বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব সকলেই তাঁহার নিকট সমভাবে সন্দেহের পাত্ররূপে গণ্য হন, কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইরূপে অহর্নিশ গভীরভাবে নিজ ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা হইতে থাকায় তাহার ফলে বিষয়াবেশও মজ্জাগত হইয়া পড়ে।

১৩। সেবকব্রুব আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত বা আদর্শ মঠসেবকের অনুসরণ না করিয়া কপট ও অসৎ ব্যক্তির কুপরামর্শকেই কিম্বা দুষ্ট মনের ভোগময় বিচারকেই (চৈত্ত্যগুরুর উপদেশ ভ্রমে) সাদরে বরণ করেন এবং গুরুসেবায় (?) এবং শ্রীগুরুদেবের সহিতও কপটতা করিবার আবশ্যকতা আছে এইরূপ কুধারণা পোষণ করেন।

১৪। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষদুষ্ট হইলেও সেবকব্রুব তাদৃশ নিজ বিচারকেই বহুমানন করেন, শ্রৌত বিচার তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না বা হৃদয়গ্রাহী হয় না।

১৫। প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকায় গুরুসেবার অভিনয়কেই গুরুসেবা-ভ্রমে নিজপ্রশংসা-কীর্ত্তনে বিশেষ পটু হন সেই জন্য অমানী হইতে পারেন না।

১৬। আপনাকে প্রকট করিবার জন্য মৎসরতাবশে অন্যের দোষ কীর্ত্তন করেন, গুণগ্রাহী হইয়া মানদ হইতে পারেন না।

১৭। আদর্শ গুরুসেবকগণের ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পারেন না, সামান্য কারণেই কিম্বা অকারণে অন্যকে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিয়া থাকেন।

১৮। কাম, ক্রোধাদি রিপুবর্গের দাস হইয়া পড়েন।

১৯। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ এই ছয় বেগ এবং অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয় দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২০। লাভ, পূজা প্রভৃতি উপশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২১। শ্রীগুরুদেবকে মুখে মানেন মাত্র কিন্তু তাঁহার নিজ জনকে অবজ্ঞা করেন।

২২। সকলের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না।

২৩। কলহপ্রিয় হইয়া পড়েন।

২৪। বৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত এবং সাধারণ ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহারিক মর্য্যাদা দান না করিয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন।

২৫। দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগ বর্দ্ধিত হইবার কালে সাধুবৈদ্যের কথামৃতরূপ পান করিবার অবকাশ না হইলে ঔষধকে অবজ্ঞা করিলে বিষয়াবিষ্ট ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কামনাসম্ভোগপ্রবৃত্তি দেখা দেয় এবং সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে।

যৎকিঞ্চিৎ

আমি পাগলা গারদের একজন পাগল বই আর কিছুই নই দেখ্‌ছি। অনেকদিন লেখাপড়া শিখে চাকরী বাকরী ক'রে কাটালাম এবং এখনও সংসার সংসার ক'রে মর্‌ছি। আমার বহু জন্মের কিছু সুকৃতি ছিল ব'লে আজ বৈকুণ্ঠাগত গৌরজনের পাদপদ্ম দর্শন কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং তাঁর শ্রীমুখ থেকে মধ্যে মধ্যে হরিকথা শ্রবণ কর্‌বারও সুযোগ পেয়েছি। তাঁর কাছে হরিকথা শ্রবণ ক'রে সংসারে থেকে হরিভজন কর্‌বার মনস্থ ক'রে কৃষ্ণের(?) সংসার পাতিয়ে বসেছি। আমার অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণের(?) সংসার প্রতিপালনে কেটে যায় এবং সময়মত মালিকার কিছু সংখ্যা নাম গ্রহণ করি। অনেকদিন ধ'রে এই ভাবে কাটালাম কিন্তু উন্নতি তো কিছু হ'লো না, আসক্তি তো গেল না, নামে রুচি বা সাধুসঙ্গ কর্‌বার প্রবলাকাঙ্ক্ষা তো জাগ্‌লো না। যে অবস্থায় ছিলাম সেই রকমেই আছি দেখ্‌ছি; বরং এদিকের চিন্তা গুলো বেড়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণের সংসার কর্‌লে তো সব সুবিধে হ'য়ে যেতো, শ্রদ্ধা বাড়্‌তো, আত্মার — হরিভক্তি জাগ্‌তো। কিন্তু তার উল্টো দেখ্‌ছি কেন? দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধ জ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান অবিদ্যা জাগ্‌ছে কেন? এর উত্তর এত দিনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, আমার কৃষ্ণের(?) সংসারে কৃষ্ণের সেবা করা হয় নাই মায়ার সংসারে মায়ার সেবা করা হয়েছে; তাই আমার মায়াসক্তি বেড়ে গেছে এবং স্ত্রীপুত্ররূপী মায়াকেই ভাল লাগ্‌ছে।

আমি মনে করেছিলাম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার কর্‌বো, মাঝে মাঝে মঠে গিয়ে সামান্য কিছু প্রণামী দেবো, দু'একদিন থাক্‌বো, মাঝে মাঝে যাবো আর আস্‌বো আর ঘরে বসে হরিনাম ও শাস্ত্র পাঠ কর্‌বো। তাহলেই আমার কৃষ্ণের সংসার করা হ'বে; কিন্তু এখন তার উল্টো দেখ্‌ছি এবং শুন্‌ছি যে এ'কে কৃষ্ণের সংসার করা বলে না—একে কৃষ্ণের সংসারের নামে মায়ার সংসার করা বা ভজন করার নামে ভোজন (ভোগ) করাই বলা যায়।

যে স্থানে সকল কাজই কৃষ্ণের সুখের জন্য বা কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির জন্য করা হয় তাই কৃষ্ণের সংসার। মায়ার সংসারে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা, বিদ্যাধ্যয়ন, অর্থ-সংগ্রহ বিলাসাদি ও সংসার-চিন্তা প্রভৃতি সকল কার্য্যই মায়ার অর্থাৎ ভোগের জন্য করা হয়, কৃষ্ণের সংসারে সেইরূপ সকল কার্য্যই কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির জন্য, কৃষ্ণ সেবা বিকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তপুরুষ ব্যতীত কেহ 'কৃষ্ণের সংসার' কর্‌তে পারেন না, আর মুক্ত পুরুষের পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত কেহ কৃষ্ণের সংসারে বাস কর্‌তে পারেন না—এমন কি বুঝ্‌তেও পারেন না।

এখন দেখ্‌ছি কৃষ্ণের সংসারের পূর্ণ আদর্শ হচ্ছেন—শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মায়ার অধীন আমি কৃষ্ণের সুখের জন্য কৃষ্ণের সংসার কর্‌ছি ব'লে এতদিন কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেছি, কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই ফাঁকি পড়েছি এবং অপরকেও বঞ্চনা ক'রেছি। তাই বলি ভাই সব, দয়া ক'রে কেউ আমার মত বদ্ধজীবের ন্যায় প্রচ্ছন্নভোগী হয়ে স্বেচ্ছায় কৃষ্ণের সংসার কর্‌তে গিয়ে জীবনটা বৃথা নষ্ট কর্‌বেন না।

সাধু-গুরুর আনুগত্য ছেড়ে, তাঁদের সেবা ছেড়ে আমার এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মটা বৃথাই গেল দেখ্‌ছি। তাই বল্‌ছি ধিক্ আমার এই সংসার করাকে, আর শত ধিক্ আমার এই কপটতা ক'রে শিষ্যাভিনয় করাকে ও পশুর ন্যায় জীবন যাপন করাকে।

মুক্তগণের যে সংসার সেইরূপ সংসার-বন্ধনই জীবের কাম্য তা শেষ জীবনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ব্রজজনের কৃষ্ণের সংসারের অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে ভোগী হ'য়ে পড়েছি—ভোগটাকেই সেবা মনে করেছি।

তাই সাধুগণ আমার ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য বল্‌ছেন,—'কৃষ্ণের সংসার' বুঝ্‌তে হ'লে পরমমুক্ত গুরুদেবের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নিষ্কপটে সেবোন্মুখ হ'য়ে বাস ক'রে আগে তাঁরই সংসার কর্‌তে হয়। নিষ্কপট ও সেবোন্মুখ না হ'লে আবার মায়ার যবনিকা এসে আড়াল দেয়, তখন আমরা এক বুঝ্‌তে আর এক বুঝে ফেলি। কৃষ্ণের সংসারকে মায়ার সংসার মনে ক'রে অপরাধ করে বসি।

যদি আমরা সতত সতর্কতার সহিত পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবোন্মুখ হই তা হ'লে মায়ার সংসারের হেয়তা বুঝ্‌তে পারি এবং তখন এই দুর্লভ মানব-জন্মটাকে একমাত্র 'কৃষ্ণের সংসারের' সেবায় আজীবন নিয়োগ কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌তে পারি। আর তা না ক'রে সাধু-গুরুর আনুগত্য যদি ছেড়ে দেই তাহ'লে মায়ার সংসার—ভোগের সংসার পাতিয়ে ফেলি এবং নরকের দ্বারস্বরূপ যে সংসার তাতে আসক্ত হ'য়ে কেবল ত্রিতাপ ভোগ করি।

তাই বলি সাধু সাবধান্! আসুন সকলে মিলে যাতে 'কৃষ্ণের সংসারে' নিজেকে বলি দিতে পারি তজ্জন্য প্রস্তুত হই এবং কাতরপ্রাণে জগদ্গুরু নিতাই চাঁদের নিকট প্রাণের দুঃখ ও আবেগ জানাই।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবধান-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যমুক্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে জোড়া কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরস ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার শ্লোকসূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত শ্লোকসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও প্রাণীগণের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, টীকাদির প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মর্ম্মানুবাদ প্রভৃতি ভক্তপথোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, অনুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বেদান্তসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপরস্পর দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ১০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালি রাজার্ষির কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন প্রফেসর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব খ্যাত নামা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

বৈষ্ণবশরণ, দাদালের গীত, যোগেশ্বরের নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-লীলা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ বাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও ভক্তজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বালিকা হত্যার মামলা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত বি, এন, মুখোপাধ্যায় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরাণী বৈরাগ্য নামক এক ব্যক্তির প্রতি ডাকাতি ও গুরু আঘাত করিবার অভিযোগে ১৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কালনা থানার অধীনস্থ গোয়ীপুর গ্রামের ধনবালা দাসী নাম্নী ১০, ১১ বৎসর বয়স্কা জনৈকা বিবাহিতা বালিকার গাত্রে কতকগুলি অলঙ্কার ছিল। সে গত ২৪শে জুলাই বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় একটী বরযাত্রী দলে যোগদানের জন্য গমন করে। সে যথাসময়ে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করায় অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আহতাবস্থায় একটি পাটের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাহার পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা তাহার মুখ বাঁধা ছিল এবং তাহার গাত্রে সোণার অলঙ্কারগুলি তখন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আসামী পরাণী বৈরাগ্যকে তখন উক্ত পাট ক্ষেত্রের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার উপর সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে গ্রামবাসীদের নিকটে আনয়ন করিয়া এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। অতঃপর সে বালিকাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। তৎপরে আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। এখানেও সে স্বীকারোক্তি করায় তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়।

জুরীরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৩ ধারানুসারে আসামীকে দস্যুতা ও গুরু আঘাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীকে ১৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সরকারী উকীল শ্রীযুত এন, আমেদ ফরিয়াদী পক্ষ ও শ্রীযুত দুর্গাপদ চৌধুরী আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

আগা খাঁর গবেষণা

জেনেভা হইতে প্রকাশ মাননীয় আগা খাঁ ফরাসী প্রস্তাবগুলি তন্ন তন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, এ একটি বিষম সমস্যা। ফরাসী আন্তর্জাতিক আইনের উপর যেরূপ চাপ দিয়াছেন, তাহাতে বেশ ভাবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন, সরলভাবে উহার নির্দ্দেশও অসম্ভব। আগা খাঁ বলিয়াছেন, অস্ত্র সঙ্কোচ সাধারণ ভাবে ধরিয়া লইলে কোনই গোলমাল হইবে না। সকল জাতির যুদ্ধাস্ত্র সমানভাবে থাকা চাই, অস্ত্র-সঙ্কোচ এই ভাবে ধরিয়া লউন, কোনই গণ্ডগোল থাকিবে না।

মাননীয় আগা খাঁ অস্ত্র-সঙ্কোচ সম্মেলনীর কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিয়াছেন :—"আমার কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর পক্ষ হইয়া আমি বলিতেছি, জেনিভার অস্ত্র-সঙ্কোচ সম্মেলনী সিদ্ধিলাভ করুক। সকল দেশের যুদ্ধাস্ত্র সমপরিমাণে থাকিলে ইচ্ছা করিলেই যুদ্ধের প্রস্তাব উঠিতে পায় না। তবে বৃটিশ জাতির শ্রীবৃদ্ধি বাণিজ্যের উপর, বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইলে নৌ বল বজায় রাখিতে হইবে। বৃটিশ জাতির যে পরিমাণ নৌ বল পূর্ব্ব হইতে গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র রাখা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্য সকল জাতিকেই রাখিতে হইবে।

শ্রীযুত নাইডু'র গ্রেপ্তার

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত নারায়ণস্বামী নাইডুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহার জন্য স্থানীয় উকীলগণ যে আবেদন করিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রায় দিয়াছেন। নারায়ণস্বামীকে পাঁচদিন আটক রাখিয়া বিনা অভিযোগে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। আবেদনে বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা আদালতের অবমাননা করিয়াছেন। সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মিশরের চতুর্থ পিরামিড

কায়রো হইতে প্রকাশ, মিশরের চতুর্থ পিরামিড দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মরুভূমির বালুকারাশিতে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। দুই সহস্র বৎসর পরে চুপস পিরামিডের নিকট গীজায় প্রো ফেসার সেলিম হাসান কর্ত্তৃক মিশরের সেই চতুর্থ পিরামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নবাবিষ্কারে বাহিরের পরিমাণ ৩,৩০০ বর্গ গজ।

এই পিরামিডের দরজা গ্র্যানাইটে নির্ম্মিত। দরজায় যাহা খোদাই আছে তাহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় এই পিরামিড মিশরের সর্ব্বপ্রথম মহিষীর সমাধি মন্দির। উহার ভিতরে মহিষীর দেহাবিশিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা।

পথিমধ্যে নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত বুদ্ধকুমড়া গ্রামের অক্ষয়চন্দ্র কর্ম্মকারকে হত্যা করিবার অপরাধে, চারুচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী চুচুড়ার দায়রা জজ মিষ্টার এচ, বি, বেঞ্জামিন এই মামলার বিচার শেষ করিয়া আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৮৩১ সালের ২৫শে মার্চ্চ অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আসামী অক্ষয়ের দোকানে যাইয়া ধূমপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অক্ষয় এই বলিয়া তাহাকে হুকা দিতে অসম্মত হয় যে উপবীতধারী স্থানীয় সদ্গোপদিগের হুকায় সে হুকা প্রদান করিতে পারে না। ঐ দিন রাত্রে অক্ষয় যখন তাহার পুত্র সমভিব্যাহারে ১টি লণ্ঠন ও ক্যাশ-বাক্স লইয়া দোকান হইতে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, সেই সময় আসামী লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে তাহাকে গালিগালাজ করিতে থাকে। অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করায় চারু তাহার বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিয়া, তাহার ক্যাশ বাক্সটী লইয়া পলায়ন করে। ছুরিকাঘাতের ফলে অক্ষয় ঐ স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে চারুকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

জুরীরা হত্যা ও ছুরিকাঘাত এই উভয় অভিযোগেই চারুকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রথম অভিযোগে আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড ও দ্বিতীয় অভিযোগে ২ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামী দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে।

মহীশূরে খনি দুর্ঘটনা

উরগাঁও হইতে প্রকাশ, মহীশূর ক্যাম্পিয়নের খনিতে পাথর কাটিয়া ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন মিস্ত্রী ও একজন কুলী চাপা পড়িয়াছে। উহাদিগকে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত খনির কারমাইকেল নামক সুরঙ্গ বা প্রবেশ পথে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ প্রবেশ পথের ৬৪০০ মাইল ফুট উপরে পাথর ভাঙ্গিয়া আর একজন কুলী চাপা পড়িয়াছিল। কুলিটি বাঁচিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মে বহু বিদ্রোহী গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিশ থরিদ জিলায় কয়েকখানি গ্রামে হানা দিয়াছিল। তল্লাস অন্তে পুলিশ ৯ জন উৎপথগামী লোক ও একজন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ দিন বেসিন জিলায়ও পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকখানি গ্রামে খানাতল্লাস করেন এবং ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করেন।

কংগ্রেসের গান নিষিদ্ধ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, জিলা স্কুলসমূহে যেন অতঃপর আর কংগ্রেসের সঙ্গীত না হয়।

কনষ্টেবল দায়রা সোপর্দ্দ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, লোহাগাড়ার একজন স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণের সম্পর্কে স্থানীয় পিউনিটিভ পুলিসের ছাউনীর ২ জন পাঠান কনষ্টেবল দণ্ডবিধির ৩৭৬ ও ১০৯ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

একশত জনকে নোটীশ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ মুনিসন বোর্ডের উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য লোক লইয়া শতাধিক করদাতার উপর ৭ দিনের মধ্যে বাকী চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়া দিবার জন্য নোটীশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ট্যাক্স না দিলে পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইনের বিধি অনুসারে তাঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

Reg. No. C1445

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের [illegible] বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র অর্দ্ধপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৬ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

টসনোতে ট্রেণ ধ্বংস

বেথুন কলেজ হইতে ৪০ জন ছাত্রী বহিষ্কৃত

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা

জাপানের আক্রমণ

বৃটীশ ভারত ও দেশীয় নৃপতিবৃন্দ

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

বাঙ্গালার রাজনৈতিক সংবাদ

পুলিস ও দস্যুদলে সংঘর্ষ

চড়পাড়া ডাকাতির জের

নানা কথা

টসনোতে ট্রেণ ধ্বংস

মস্কো হইতে প্রকাশ, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে টসনোতে ট্রেণ মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। দুর্বৃত্তদের চেষ্টাও সফল হইয়াছিল। কাল ছয় জন আরোহী নিহত এবং তের জন আহত হইয়াছিল। লেনিন গ্রাডের আদালতে ট্রেণ ধ্বংসের মামলা হয়। বিচার ফলে দুইজন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের আট বৎসর এবং ছয় বৎসর হিসাবে, ইঞ্জিন চালকের তিন বৎসর, দুইজন সিগন্যাল ম্যানের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পাতিয়া থানা হইতে আরও ২টী ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রায় ৬০ জন ডাকাত হাবিলাসদ্বীপের শ্রীযুত উমেশচন্দ্র পাল নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে হানা দিয়া প্রায় ১৫,০০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ যাহাতে ভীতিসূচক চীৎকার না করিতে পারে তজ্জন্য ডাকাতরা উক্ত বাটীতে ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহে যথোপযুক্ত পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

শ্রীযুত দুর্গামোহন দে নামক আর এক ব্যক্তির বাটীতে আর একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঐ স্থান হইতে দস্যুদল দ্রুতবেগে অলঙ্কারাদিতে প্রায় ৬,০০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়। ভীতিসূচক চীৎকার করার শাস্তিস্বরূপ ডাকাতরা একটী অস্ত্রের দ্বারা দুর্গাচরণ বাবুর দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। প্রকাশ, তিনি কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এজেহার দিবার সময় তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

জাপানের আক্রমণ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, এ দিকে জাপানের আক্রমণ ব্যবস্থা ঘড়ির কাঁটার ন্যায় চলিতেছে। পদাতিকরা কিয়াংওয়ানে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ভীষণ গোলাবর্ষণ ও রীতিমত বৈমানিক আক্রমণ চলে। তাহার পর পদাতিকরা সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইয়া পল্লীগ্রামটি আক্রমণ করে এবং ভীষণতম হাতাহাতি যুদ্ধের [illegible] গ্রামে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

জাপানী সৈন্যদলের সহিত রয়টারের যে সংবাদদাতা যান, তিনি তারযোগে জানাইতেছেন যে, জাপানীদের গোলার কিয়াংওয়ান অগ্নি নরককুণ্ডে পরিণত হয়; চীনারা কিন্তু খুব সামান্য সশস্ত্র প্রত্যুত্তর দেয় অগ্নিবৃষ্টির ফলে কতিপয় কৃষকরমণী বিস্ময় স্তম্ভিত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক বৃদ্ধা রমণী তাহার পরিবারের জিনিষপত্র লইয়া যাইতেছিল। সে আমার সম্মুখ দিয়া উপনিবেশের দিকে যায়। জাপানীদের এদিন উদ্দেশ্য ছিল; সাংহাই উসাং রেলপথ অতিক্রম করা, তাহারা তাহা করিয়াছে। এখন তাহারা পর পর প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি চালাইয়া তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে চায়। এখনও অবিরামভাবে চীনের অবস্থান স্থানের উপর গোলাবর্ষণ চলিতেছে। ওদিকে জাপানী রণতরী সকল উসাং অঞ্চলে গোলাবর্ষণ করিতেছে। আকাশে বিরাট ধূমস্তম্ভ উত্থিত হইয়া উসাং গ্রামের শেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চড়পাড়া ডাকাতির জের

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, চড়পাড়া সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণু ও শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মোক্তার উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উমেশবাবুর কেরাণী যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং পুরোহিত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে খানাতল্লাস করা হয়। উকীল শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুর কেরাণীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ২৯৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ এবং বক্তৃতাদি হইতেছে। এতদুপলক্ষে দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ বহু যাত্রী শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

বিগত ৭ই ফাল্গুন শনিবার দিবস গৌর-ত্রয়োদশী তিথিতে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা ও উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে প্রাতঃ ৬টা হইতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিয়া পর দিবস প্রত্যূষে যথাবিধি পারায়ণ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিচিত্র সিংহাসন বিভিন্ন রঙ্গের বৈদ্যুতিক আলোক মালা এবং তদুপরি বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণ অলঙ্কারে ও বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প-মালিকা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া দর্শক-মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযুত নিত্যানন্দ দাসাধি-কারী মহোদয়ের মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন সমাপ্তিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

অতঃপর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্য-মন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, মহোদয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ববর্ণনমুখে তদীয় চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বক্তৃতান্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইলে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অনন্তর উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাখরাবাদ গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের আনুগত্যে কতিপয় ব্রহ্মচারী ও এতদঞ্চলের অন্যান্য সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণের সম্মেলনে অতিশয় সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীআচার্য্য-পূজার অনুষ্ঠান হইবে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্ত্তন, পাঠ, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, বক্তৃতা, আচার্য্যপূজা, আরাত্রিক, ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ সম্মানাদি বহু-বিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী সোমবার দিবস পাটুলী গ্রামনিবাসী নবদ্বীপ ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের আগ্রহাতি-শয্যে মাষ্টার মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তথায় কতকগুলি স্মার্ত্ত, বাউল, সহজিয়া ও জাতগোঁসাইর সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আছেন, তাঁহারা নিজেদের মঙ্গল ত চাহেন না পরন্তু অন্যের যাহাতে পারমার্থিক মঙ্গল না হইতে পারে সেই দিকেই উঠিয়া পড়িয়া সামাজিকতা দ্বারা নিত্য পারমার্থিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদিগকে বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবান্ যাঁহার সহায় তাঁহার ইহাতে কোন অসুবিধা হইতে পারে না।

সে দিবস যাহা পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল তাহা আমাদের মত ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির বাস্তবিকই ঔষধিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল। মহাজনপদাবলী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিজ্ঞপ্তি, প্রার্থনা ও লোচনদাস ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তনের পর কপিল দেবহূতি-সংবাদ পাঠ হয়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে জীবের দুর্গতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন যে,' আমরা কে, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি এবং আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মই বা কি, কেন আমাদিগকে এরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করে এবং জীব-তত্ত্বই বা কি, কিরূপেই বা জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট হইয়া ভোগ করে। জীবের দেহ কয়টী, স্থূল দেহে ইহ জগতে কতই না দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুর পরে যমদূত কর্ত্তৃক যমরাজ্যে নীত হইয়া সূক্ষ্ম দেহে যমরাজ দ্বারা কিরূপে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং পরে তাহাদের কর্ম্ম অনুযায়ী সেই সেই যোনি লাভ করে। আমরা ভগবানের নৈবেদ্য ব্যতিরেকে যাহা কিছু ভক্ষণ করি সমস্তই বিষ্ঠা-ভক্ষণ তুল্য। ভগবান্ কৃষ্ণের পূজা ছাড়া অন্য দেবদেবীর পূজা করিলে অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই পূজা হয়। গাছের মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ বৃক্ষ পল্লবিত ও সঞ্জীবিত থাকে কিন্তু শাখা, প্রশাখা পত্র ও পুষ্পে জল দিলে বৃক্ষের মৃত্যুরই কারণ হয় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ পূজাতেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ দেবতা ও জীবগণের সকলেরই পূজা হয়।"

কৃষ্ণের পূজা বাদ দিয়া অন্য দেবদেবীর পূজা করিলে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। দেবদেবীর পূজায় সেই সেই দেবলোক প্রাপ্তি হয় এবং পুনঃ সংসার গতি লাভ হয় অর্থাৎ 'কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে সংসার ভোগ।' কিরূপেই বা সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিতে হয়, কি বুদ্ধি লইয়া সদ্গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হয়, ইত্যাদি, অনেক বিষয় স্বামীজী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত পাঠ শ্রবণে ভবরোগগ্রস্ত জীবের বড়ই উপকার হইয়াছিল।

অষ্টাদশ রহস্য

রামানুজীয়

(২)

দৈববশে উক্ত প্রপত্তি ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত না হইয়া যদি মাত্র একটী বা দু'টী লক্ষণই মাত্র প্রকাশ পায় তাহা হইলে ভগবদনুগ্রহে ফলের ন্যূনতা হইবে না। যথা—"ইদমেব কারণত্রয়ং একতরেণ ন্যূনতা চেদপি ভগবৎপ্রভাবতঃ ফলন্যূনতা নাস্তি।" [শ্রীরামানুজ বাক্য]

ইহাতে অভিপ্রায় এই যে, ভগবৎপ্রাপ্তিই প্রপত্তির ফল হইয়া কথিত হইলেও উক্ত ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রীভগবানের কৃপার অধীন। প্রপত্তি ভগবন্মুখোল্লাসার্থেই অনুষ্ঠিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে, উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত পূর্ণ প্রপত্তির একমাত্র লক্ষণ প্রকাশেই যদি ভগবৎকৃপা লাভ হয় তাহা হইলে সেই একমাত্র লক্ষণান্বিত প্রপত্তির ফল এবং ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত প্রপত্তির ফলের তারতম্য থাকা হইতেছে না। কিন্তু একমাত্র লক্ষণ-বিশিষ্ট প্রপত্তির ফলেই যদি ভগবৎ-কৃপা হয় তাহা হইলে পূর্ণ প্রপত্তির সাধন প্রয়োজন হইবে না তাহা নহে, কারণ ত্রিবিধলক্ষণান্বিত প্রপত্তিই সাধক জীবনের পূর্ণতাজ্ঞাপক। তবে পূর্ণ প্রপত্তি হইলেই যে ভগবৎকৃপা হইবে বাধ্য এরূপ কেহ যেন মনে না করেন, কারণ ভগবান্ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীবের কোন সাধনানুষ্ঠানের দ্বারাই তাঁহাকে বাধ্য করা যায় না—"না মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" শ্রুতিই ইহাতে প্রমাণ; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন কট্টতাপূর্ব্বক সাধারণের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এ-কথা মনে না করেন। যদ্যপি উক্ত প্রপত্তি ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ তথাপি ভগবৎকৃপার আশ্রয়েই তাহার উপায়ত্ব সিদ্ধ, নচেৎ আমি ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রপত্তিবিশিষ্ট এই প্রকার প্রপদ্যাভিমান সাধনের অনিষ্টকারক হইয়া, সুতরাং উক্ত প্রপত্তিজ অভিমান-শূন্যতা আবশ্যক, পূর্ণ প্রপত্তি সাধিত হইলেও 'আমাতে প্রপত্তির একটী মাত্র লক্ষণও প্রকাশ পাইল না' এই প্রকার দৈন্য-জ্ঞাপক অভাব বোধই প্রপত্ত্যাভিমানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।

এস্থানে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য এই যে-স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুযায়ী বৈষ্ণবতা-সম্পাদক যে পঞ্চ-সংস্কারাদি আছে, জীব নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মাশ্রয়ে বৈষ্ণব-সংস্কারাদি গ্রহণ না করিলে প্রপত্তির অধিকারী হইতে পারেন না।

উক্ত পঞ্চ সংস্কারাদি ব্যতীত যদি কাহারও অনন্য-সাধনাদি প্রপত্তির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহাকে প্রপত্তি বলিয়া ভ্রম করিতে হইবে না, উহা প্রপত্ত্যাভাস বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় বিহীন প্রপত্ত্যাভাস যাজনকারী ব্যক্তি কখনই ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, গুর্ব্বজ্ঞারূপ অপরাধই তাহার হেতু। সুতরাং ভগবৎচরণারবিন্দ প্রাপ্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে পঞ্চসংস্কারাদিতে সংস্কৃত হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রীগুরু-চরণাশ্রিত ভগবচ্চরণ-চঞ্চরীক ভক্তের ভক্তি সাধনের উপায়স্বরূপ অষ্টাদশরহস্য অবশ্য জ্ঞেয়।

উক্ত অষ্টাদশ রহস্য কি তাহাই অতঃপর কথিত হইতেছে যথা:—

১। প্রপন্নতা, ২। প্রপত্তিনৈষ্ঠিকতা, ৩। নির্ভরতা, ৪। উপায়শূন্যতা, ৫। পরতন্ত্রতা ৬। অপ্রারব্ধতা, ৭। ঐকান্তিকতা, ৮। নিত্যাবাঞ্ছতা, ৯। পরৈকান্তিকতা, ১০। সম্বন্ধজ্ঞান-স্বরূপতা, ১১। শেষভূততা ১২। শেষবৃত্তি-পরতা, ১৩। নিত্য শুদ্ধতা ১৪। মুক্ততা, ১৫। অবধিগোচরতা ১৬। পরাকাষ্ঠতা ১৭। উপায় স্বরূপ জ্ঞানতা, ১৮। আত্মারামতা।

এই অষ্টাদশ রহস্যের প্রথম প্রপত্তির ও প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা হইয়াছে এক্ষণে সেই প্রপত্তির স্বরূপ বর্ণন যাইতেছে।

> অথ প্রপন্নতা,—
> নিখিল প্রয়োজন বাসনা
> রহিত হোয় হরি সেব।
> চাতক হৈন জু উপাসনা, তহোঁ
> প্রপন্নতা বেব॥
> (চৌপাই দোহা)

চাতক যে প্রকার স্বাতিবিন্দু ব্যতীত অমৃত দিলেও কখন পান করেনা সেই প্রকার অনন্য হইয়া বিষয়ের ভোক্তৃত্বাভিমানে নিখিল বিষয়-ভোগের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুদত্ত সম্বন্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া নিজেকে শ্রীভগবানের ভোগ্য জানিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে যে শরণাগতি উহাই 'প্রপন্নতা' বলিয়া উক্ত হয়। "প্রপত্তি শরণাগতি" ইহা শঠকোপাচার্য্যের উক্তি।

"এক এব খগো মানী চিরঞ্জীবতি চাতকং।
পিপাসিতো বা ম্রিয়তে যাচতে ন পুরন্দরম্॥"
(বেদান্তদেশীক বাক্য)

চাতকের ন্যায় অনন্যশরণ হইয়া ভগবদুপাসনা করিতে হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা পরমভাগবত শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের পিতাভিমানী হিরণ্যকশিপুর নাম শুন্তে পাই। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর স্বরূপ কি, তাঁর কৃত্যই বা কি এবং তাঁর পরিণামটাই বা কি তা কেউ কোনদিন চিন্তাও করি নাই। অসুরশ্রেষ্ঠ হরি-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু হরিভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের হরিভজনে নানাভাবে বাধা প্রদান ক'রেছিলেন, তাঁকে হরি-ভজন থেকে ছুটী করাবার প্রবল চেষ্টা দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শরণাগত প্রহ্লাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেন নাই, পরন্তু অবশেষে নিহত হয়েছিলেন এই কথাই আমরা শাস্ত্রে বা সাধুমুখে শুনতে পাই। সত্যযুগে একজন হিরণ্যকশিপু ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে শতকরা নিরানব্বই জনই হিরণ্যকশিপুবংশে পরিগণিত বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ বা কনক আর কশিপু অর্থে কোমল বা কমনীয় বস্তু অর্থাৎ কামিনী। তা'হলে বুঝা যায়, যারা কনক কামিনীতে আসক্ত, জাগতিক টাকা-কড়ি বিষয় সম্পত্তি ও কামিনীসঙ্গ লাভের জন্য গর্দ্দভ-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট তারাই হিরণ্যকশিপু। জগতের অধিকাংশ লোকই হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ সহোদররূপে পরিচয় প্রদান ক'রে স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেলছে, কেবল রক্ত পূঁজ প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত হাড় মাংসের থলেওয়ালা একটা পচা, কুকুর শৃগালভক্ষ্য দেহ নিয়ে মারামারি করছে, বিচার করছে, ভালবাসা-বাসি করছে এবং চামার সেজে চামড়ার ব্যবসাতেই উন্মত্ত হ'য়ে রয়েছে। পতঙ্গের ন্যায় রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কামিনীকে সাদরে আলিঙ্গন করতে গিয়ে, তার কাছ থেকে কিছু ক্ষণিক ভোগ চাইতে গিয়ে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ হারাচ্ছে অথবা অবশেষে কামিনীর দাস হ'য়ে তাঁর ক্রীড়া-মৃগ হ'য়ে পড়ছে। সর্ব্বক্ষণ ঐ চিন্তায় তন্ময় আছে। কৃষ্ণের ভোগ্যা যে যোষিৎ বা কামিনী তাকে নিজের ভোগ্যা স্ত্রী মনে ক'রে ভোগ করতে দৌড়াচ্ছে। ছেলে হ'য়ে পিতার আসনে বসতে যাওয়ার ও মাকে ভোগের বস্তু মনে করবার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হচ্ছে। একটু ঘৃণাও আসছে না, লজ্জাও হচ্ছে না! কাম-মদিরায় মাতোয়ারা হ'য়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়ছে।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ চিন্তা টাকা—টাকা—টাকা, কামিনী—কামিনী—কামিনী। এ দুটো পেলে আমরা আর কিছু চাই না, আমাদের ইহকাল পরকাল সফল হ'য়ে যাবে—আমাদের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হ'য়ে যাবে এরূপ মনে করছি।

তাই বলছি জগতের একরকম প্রায় সকলেই হিরণ্যকশিপুর দল এবং হতভাগ্য আমরাও তাই। হিরণ্যকশিপু আমরা, আমাদের কাজই হচ্ছে—কনক কামিনী চিন্তা করা আর হরি-গুরু বৈষ্ণব বিদ্বেষ করা। এ ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন কাজ নাই।

আর একটা কাজ হচ্ছে যারা হরিভজন করবে, সে ভাইই হোক্, আর দাদাই হোক্, কাকাই হোক্ আর বাবাই হোক্, স্বামীই হোক্ আর স্ত্রীই হোক্, বন্ধুই হোক্ বা শত্রুই হোক্ যে কোন উপায়ে বলে কৌশলে ছলে বলে ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে তাকে হরিভজন থেকে ছুটী করিয়ে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করা বা নিজের ন্যায় তাকে একজন হিরণ্যকশিপু তৈরী করা। কিন্তু আমরা জানি সুরাসুরে বিবাদ, ভক্তে অভক্তে বিবাদ নিত্য কাল ছিল, আছে ও থাকবে।

হিরণ্যকশিপু যত বড়ই পণ্ডিত, ধনী বা পরাক্রমশালী হউক না কেন সে কিছুতেই সর্ব্বশক্তিমান দীনবন্ধু পতিতপাবন ভগবান্ নৃসিংহদেবের শরণাগত ভক্তগণের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না; ইহা আমরা পরমবন্দ্য প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনে দেখতে পাই। ভগবান্ শরণাগত পালক অসুরদমন, বিঘ্ননিনাশন। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে মৃত্যু পর্য্যন্ত আসতে পারে না অন্য পরে কি কথা। তাই একথা শুনে হতভাগ্য আমি, দাদা বাবা আত্মীয়স্বজনরূপী হিরণ্যকশিপু বা স্বজনারূপ দস্যুর কবলে পতিত আমি আজ মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ বিগ্রহ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অভয় অশোক পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করছি এবং কাতরপ্রাণে ভয়-ব্যাকুল-চিত্তে অনুপায় দেখে কেঁদে কেঁদে জানাচ্ছি, পতিতপাবন অন্তর্যামী প্রভু, আপনি আমায় রক্ষা করুন, আপনার ঐ পাদপদ্মে স্থান দিন, এ দুর্ব্বলকে বল দেন।

তাই বলি আসুন—সত্বর আসুন, হিরণ্যকশিপুর কবল থেকে যদি বাঁচতে চান্, নিত্যমঙ্গল যদি পেতে চান, পিতৃধনে অধিকারী হ'তে চান, নিজের দেশে ফিরে যেতে চান, যদি বিমল আনন্দ পেতে চান তাহলে ছুটে আসুন ঐ বজ্রনির্ঘোষে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনকারী মাভৈঃ রবে অভয় প্রদানকারী অভিন্ন নিতাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—আশ্রয় লন ঐ গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত চরণে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, গান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাঠকগণের সাহায্য স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম [illegible] টাকা, আদি লীলার ৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুন্দরাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অগ্রগণ্য রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে অবতরণিকায়

[illegible]ব্যাখ্যা-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষা-নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিজ্জিজ্ঞাসাচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-শব্দ, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মানন্দ ও মনোনন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কল্প ও প্রাকৃত সংকল্প, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীগুরু স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

জৈবধর্ম

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-কৃষ্ণ, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সমস্ত অধ্যায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—ভক্তাঙ্গ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুনবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা [illegible]। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ১৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবরণ সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এরূপ প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৃটিশ ভারত ও দেশীয় নৃপতিবৃন্দ

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, ব্যারিষ্টার মিঃ আসফ আলী সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতিকে সমর্থন করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ সঙ্ঘভাবে এই নীতি মানিয়া চলিবার জন্য জেদ করিয়া আসিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারত বা দেশীয় রাজ্যসমূহ—কেহ কাহারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় মহাসভা এই নীতি যথাযথভাবে মানিয়া আসিয়াছেন। বৃটিশ ভারতে কতিপয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এই বিষয় সম্পর্কে দেশীয় রাজ্য সমূহের নিরপেক্ষ থাকাই উচিত।

"কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণ—কি কারণ তাঁহারাই তাল জানেন—বৃটিশ ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করা সমীচীন বলিয়া বাছিয়া লইয়াছেন। ইহা চিরাচরিত প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়া কথা, তাহার কোন দলই এখন পর্য্যন্ত ঐ প্রথা অগ্রাহ্য করেন নাই। শত শত দেশীয় রাজ্যে শাসন সংক্রান্ত বহু জটিল সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃটিশ ভারতীয়গণ যদি সেই সকলে অবহিত হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইত। কিন্তু আমরা এই সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা সহকারে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচালনা করিয়াছি।

তবে যদি দেশীয় নৃপতিগণ বিবেচনা করেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহাদের মনোযোগ প্রদান আবশ্যক, কারণ প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রতন্ত্রের অংশীদাররূপে ইহার সহিত তাঁহাদের রাজ্যসমূহের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে এবং অতঃপর অপর পক্ষ কর্ত্তৃক অনুরূপ নীতি অবলম্বনই নিয়ম হইবে", তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে অপর পক্ষের বক্তব্য শুনা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহাদের এই অভূতপূর্ব্ব পন্থা;—অন্য সম্পর্কে ভারতীয়গণের মধ্যে ইহা নিশ্চয়ই প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিবার খোরাক যোগাইয়াছে।"

পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা

গত ২১শে জানুয়ারী ডিয়েটের (জাপানের পার্লামেণ্টের) ৭০তম অধিবেশনে জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ যোশীদাওয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন উহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সরকারের সম্মুখে যে সমস্ত রাজনীতিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তৎসম্পর্কে আপনাদের সম্মুখে আমার অভিমত প্রকাশ করিতে পারায় আমি আনন্দিত হইয়াছি।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার। উহার প্রভাব কেবল এই দেশের উপরই সীমাবদ্ধ নহে, উহার প্রতি সমগ্র জগতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

চীন আমাদের প্রতিবাসী বলিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক বিষয় এ দেশের

মাঞ্চুরিয়ার উন্নতি জাপানের পক্ষে বিশেষ অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাঞ্চুরিয়ায় ১০ লক্ষের অধিক জাপানী বাস করে। ঐ অঞ্চলে আমাদের খনি ও রেলপথ আছে। এতদ্ব্যতীত সন্ধি অথবা চুক্তি দ্বারা আমরা বহু অধিকার লাভ করিয়াছি।

একমাত্র জাপানের চেষ্টাতেই মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান উন্নতি হইয়াছে, চীন কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বিস্মৃত হইয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সন্ধিদ্বারা অর্জ্জিত অধিকার পুনঃ পুনঃ নাকচ করিয়াছেন। আমাদের সরকারের প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী নিষ্ফল হইয়াছে। এইরূপে অবস্থা ক্রমেই অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে। জাপানীদের সহিষ্ণুতা যখন চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রেলপথে বোমা বিস্ফোরণ হয়, উহার ফলে চীন ও জাপান সৈন্যদলের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে। উহার পরবর্ত্তী সংবাদ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

সুদূর প্রাচ্যে শান্তি মাঞ্চুরিয়ার উপর নির্ভর করে। মাঞ্চুরিয়ায় আমাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া জাপান সরকার সর্ব্বদাই মাঞ্চুরিয়ায় চীনের গৃহবিবাদ বিস্তৃত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে মাঞ্চুরিয়া এতদিন শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল। আমার বিশ্বাস চীন যদি সন্ধি ও চুক্তির সর্ত্ত অবমাননা না করিত, তবে গত ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা হইতে এরূপ জটিল অবস্থার উদ্ভব হইত না। আমরা মাঞ্চুরিয়ায় পূর্ব্বেও শান্তিরক্ষা করিয়াছি বলিয়া ভবিষ্যতে আমাদের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমি ইহা বলিতে চাই যে, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিবার অভিসন্ধি নাই। জাপান চীনে মুক্তদ্বার নীতি, সকল জাতির সমান সুবিধা এবং বর্ত্তমান সন্ধিসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখার সমর্থক। জাপানের একমাত্র অভিপ্রায় মাঞ্চুরিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ঐ অঞ্চল চীনবাসী ও বিদেশীয় উভয়ের পক্ষে নিরাপদ করা এবং সকল জাতিকে সমান সুবিধা প্রদান করা।

এক্ষণে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক। তথায় বহু বৎসর যাবৎ জাপান বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে অল্পদিনের জন্য তাহা বন্ধ হয়; কিন্তু পরে আরও তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে। চীন দেশীয় ব্যবসায়ী ও জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপান বিরোধী সমিতিসমূহ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সরকার কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ঐ আন্দোলন বিস্তৃত করিতেছে।

মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার পর হইতে জাপান বিরোধী আন্দোলন অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে এবং কয়েকটী হত্যাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর গৃহযুদ্ধের সময়ে চীনকে বৈদেশিক সম্পর্ক বিসর্জ্জন দিয়া ঘরোয়া ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হইয়াছে। চীনের গৃহবিবাদ ও ঘরোয়া রাজনীতির ফলে তাহার বৈদেশিক সম্পর্কের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। উহার ফলে তাহার নিকটতম প্রতিবাসী জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

বেথুন কলেজ হইতে ৪০ জন ছাত্রী বহিষ্কৃত

প্রকাশ, বেথুন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর প্রায় চল্লিশ জন ছাত্রীকে রাষ্টিকেট করা হইয়াছে।

এই সমস্ত বালিকার অভিভাবকগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ আত্মীয়গণকে কলেজ হোষ্টেল হইতে লইয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

প্রকাশ, বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিনে কলেজে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। সেই সম্পর্কেই নাকি এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তবে এ পর্য্যন্ত কোন পাকা খবর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বাঙ্গালার রাজনৈতিক সংবাদ

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২ নম্বর অর্ডিন্যান্স ও ধারা অনুসারে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে ধৃত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস চৌধুরীকে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদারীপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাঁহাদিগকে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পালংয়ের অপর ১০ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস কর্ম্মী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে স্থানীয় জেল হাসপাতালে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত গোস্বামী সহ গ্রেপ্তার হন এবং ১০ই তারিখে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। এখানে তাঁহার কোন আত্মীয় না থাকায় একদল যুবক মৃতদেহ লইবার জন্য গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দুপুর বেলা জেল গেটে যান। অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় মৃতদেহ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়। তাহারা চাঁদা তোলাইয়া শব দাহ করে।

পুলিশ ও দস্যুদলে সংঘর্ষ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রিতে পুলখানিয়া গ্রামে একদল ডাকাত ও পুলিশে সংঘর্ষ হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া ডাকাতগণকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টনে রত দেখিতে পায়। উভয় পক্ষে প্রায় ৭০টি গুলী বর্ষিত হয়, উহার ফলে ডাকাতগণ পলায়ন করে। এ পর্য্যন্ত ঐ সম্পর্কে ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১,
প্রতি কলম ৬,
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
[illegible]
১/৪ কলম [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

পণ্ডিত জহরলাল অসুস্থ

কৃষ্ণনগরের সংবাদ

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

পণ্ডিত জহরলাল ও শেরওয়ানীর জরিমানা হ্রাস

পত্নীহত্যার অভিযোগ

এলাহাবাদে বোমা-বিস্ফোরণ

কটক জেলে গণ্ডগোল

মিসেস্ জাফর আলি দায়রা-সোপর্দ্দ

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

রাজবাড়ীতে লর্ড লোথিয়ান

চীন-জাপানে তুমুল সংগ্রাম

নানা কথা

পণ্ডিত জহরলাল অসুস্থ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফুসফুস-সংক্রান্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন; ফলে তাঁহার জ্বর হইতেছে। তাঁহার জননী, কন্যা ও জামাতা বেরিলি জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। জেলার ও গোয়েন্দা বিভাগের একজন দারোগার সমক্ষে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা টুকিয়া লইতেছিলেন। প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল তাহাতে আপত্তি করেন।

কৃষ্ণনগরের সংবাদ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়া কংগ্রেসের সপ্তম অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র মৈত্র এবং কংগ্রেসের নেতা বলিয়া কথিত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুযায়ী নোটীশ জারী হইয়াছিল। কোন জনসভায় উপস্থিত থাকিয়া নোটীশ অমান্য করিবার অপরাধে শ্রীযুত মৈত্র ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া শোভাযাত্রার আকারে থানার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শ্রীযুত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী এবং অপর ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নদীয়া কংগ্রেসের পঞ্চম অধিনায়ক শ্রীযুত নারায়ণ গোস্বামী কৃষ্ণনগর জেল হইতে দমদম স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

সেবিকা-সঙ্ঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ কৃষ্ণনগর জেল হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

পত্নীহত্যার অভিযোগ

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, জুরীর সকলের সম্মতি অনুসারে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দায়রা জজ মিঃ বি, এম, মিত্র বজরার তারকচন্দ্র কুরীকে তাহাঁর দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় ২য় অংশ অনুসারে অভিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, গত বৎসর ২৫শে জুলাই তারিখে আসামী একটা দা দিয়া তাহাঁর স্ত্রী মণিতারার দেহে কয়েকবার আঘাত করে এবং তৎক্ষণাৎ সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তাহার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু চিকিৎসকের সাক্ষ্যে সে অজুহাত গ্রাহ্য হয় নাই।

কটক জেলে গণ্ডগোল

কটক হইতে প্রকাশ, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী জনৈক কয়েদী যখন অকস্মাৎ একখানি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া অন্যান্য লোকজনকে আহত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় কটক জেলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় বিপদজনক ঘণ্টা বাজাইয়া দেওয়া হয় এবং পরিশেষে উক্ত কয়েদীও ধৃত হয়।

এলাহাবাদে বোমা বিস্ফোরণ

এলাহাবাদ হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাহাদুরগঞ্জ থানার মধ্যে একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটা জানালায় নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু প্রকাশ, উহা দেয়ালে লাগিয়া পরে বাহিরে পড়িয়া যায় এবং বিদীর্ণ হয়। ফলে ২ জন বালক আহত হইয়াছে। উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, আর একটা তাজা বোমা নিকটেই পাওয়া গিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ২৯৭তম সংখ্যা।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে

দীনেন্দ্র অশ্রু

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ যে গৌরজনের গৌরব-গাথা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা দাক্ষিণাত্য, যুক্তপ্রদেশ—সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহার পাদপদ্মে আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

হে পতিতপাবন প্রভো, এ বিষ্ঠাভোজী শূকরাধমকে পতিত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক বিষ্ঠাভোজন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু যুগ যুগান্তর ধরিয়া মায়ার পদলেহী ঘৃণ্য জীব তাহার পূর্ব্ব স্বভাব বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাই আজ দুর্ভাগ্যবশে আপনার শ্রীপদপ্রান্ত হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে।

হে যুগাচার্য্যবর্য্য! আপনার আচার ও প্রচারে আজ সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং ধন্য। আপনি স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা আমার ন্যায় কপট ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া ছল করিয়া আপনার চরণ-প্রান্ত হইতে দূরে রহিয়াছি।

প্রভো, আপনি জন্মদাতা পিতা হইতেও কত বড়, কত স্নেহশীল এবং কত দয়াময় তাহা বর্ণনাতীত। জন্মদাতা পিতা প্রারব্ধ খণ্ডাইতে পারেন না। কিম্বা তিনি তাহার চেষ্টাও করেন না। আপনি কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজ পাদচ্ছায়ার তলে আকর্ষণ করিয়া আমাকে সর্ব্ব বিপদ হইতে সতত রক্ষা করিতে যত্নবান্। আমি বিকারের রোগীর ন্যায় ঔষধ খাইতে চাহি না, আপনি কত ছলে কত স্নেহে আমায় ভুলাইয়া ভবব্যাধির ঔষধ সেবন করাইতেছেন।

এই দুরন্ত কলিকালে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-গণের অবিশ্রান্ত অত্যাচারে মর্ম্মাহত, সর্ব্বপ্রকার সুকৃতি-রহিত জীবগণের নানা-প্রকার সুকৃতি জন্মাইয়া নিত্যমঙ্গল উদয় করাইতে আপনার ন্যায় যত্নশীল আজ পর্য্যন্ত আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। পঙ্গু, অন্ধ খঞ্জ, বধির—যাহার কোন উপায়ই নাই—এমন ব্যক্তিকেও ভগবৎসেবার অধিকার প্রদান করিতে আপনার ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই বা শুনি নাই। যাহার যে সামর্থ্য আছে, তাহাই দিয়া ভগবৎসেবার সুযোগ প্রদান করিতে আর কোন মহানুভবই আসেন নাই।

প্রভো, আমি আপনার বীর্য্যবতী বাণীর কৃপায় মায়াপিশাচীর স্বরূপ বুঝিতে পারিলেও তাহার কুহকে পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার দাস্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের অন্তরতম ভাব বুঝিতে পারিয়া কোন না কোন ছলে আমাকে রক্ষা করেন। আমি আপনার বাণীর কৃপায় ধন্য হইলেও মায়া-পিশাচী তাহার প্রতিষ্ঠাশা সহচরীর সাহায্যে আমাকে বিপরীত পথে লইয়া যায়। আমি ভাবি যে আমি পণ্ডিত হইয়াছি, আমার ন্যায় বাগ্মী আর কেহ নাই। আমি যতটা নিষ্কপটে আপনার সেবা করতে পারি, এতটা সেবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। প্রভো! এ শূকরী বিষ্ঠা ভোজনে আর কতদিন লোলুপ থাকিব? হে কৃপাসুগবর! আজ আপনার আচার ও প্রচার ফলে যাবতীয় রূপানুগ-বিরুদ্ধাচার নিরস্ত হইতেছে। যত কপটের দল ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আমি কপটের দলকে অন্যের নিকট ধরাইয়া দিবার বাহ্য চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও নিজে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে কপটতার আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি।

আমি পরোপদেশে পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং মূর্খ হইতে অতি গণ্ডমূর্খ। অপরের উদ্ধার কিসে হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতে পারি, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা, কনক কামিনী সেবার পরিত্যাগের কথা কত উল্লাসে কত লোকের নিকট কতভাবে কীর্ত্তন করি, কিন্তু নিজের মনকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, আমি ঐ সকল মায়াদাস-গণের সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান্। তাই আজ অস্পৃশ্য পামর আপনার পদ-স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া নীরবে দূরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

হে কীর্ত্তন বিগ্রহ! কীর্ত্তনই আপনার মনোভীষ্ট, কীর্ত্তনেই আপনার আনন্দ, কীর্ত্তনেই আপনার প্রীতি, কীর্ত্তন প্রচারেই আপনার আগমন। আমি ইহা জানিলেও মায়ার কীর্ত্তনে উল্লাস ত্যাগ করিতে পারিতেছি না বলিয়া আপনার গুণানু-কীর্ত্তনে—আপনার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনে আমার জিহ্বা নীরব। তাই আজ আমার কপটতা দেখিয়া দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের-অসদ্বৃত্তি দেখিয়া আজকার শুভ বাসরে আপনার পদপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদানে অযোগ্য হইয়া আমার অশ্রু বিসর্জ্জন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। হে প্রভো, আপনার সেবায় বল দান করুন। আপনার 'দাস' নামে খ্যাত হইবার যোগ্যতা প্রদান করুন। আপনার অশোক অভয় পাদপদ্ম যেন আমার নিত্য স্মৃতিপথে উদিত থাকেন।

অযোগ্য দাসাভাস

জনৈক দীন হীন

পরমারাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের

শ্রীচরণারবিন্দে

দীনাধমের

বিজ্ঞপ্তি-কুসুমাঞ্জলি

করুণাময় দেব!

পতিত জীবের প্রতি হইয়া সদয়।
দয়াবশে এ' মরতে হয়েছ উদয়॥
মায়াঘোরে আছে যা'রা
হ'য়ে জ্ঞান বুদ্ধি হারা
তাহাদেরি তরে তব কৃপা রাশি বয়।
প্রণমি তোমার পদে হে দীন-আশ্রয়! ১॥

তোমার করুণা-ধারা অপূর্ব্ব আভায়,
ঝরিতেছে নিশিদিন অজস্র ধারায়;
ত্যজিয়া অমূল্যধন অধনে চাহিছে মন
লক্ষ কোটি কুবাসনা তাহারে মাতায়।
হে দয়াল! এ' পতিতে রাখ পদ ছায়॥২॥

চেতনার রুদ্ধপুরে দৃঢ় কর হানি,
বিলাতে বিশ্বের মাঝে শ্রীচৈতন্যবাণী,

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

মরত জনের বেশে, এসেছ এ মরদেশে,
সুস্বরে দিতেছ প্রাণে অমৃত প্রদানি।
প্রাণ হীন শবপুরে দানিছ পরাণী ॥ ৩ ॥

তোমার অলস্ত ভাষা উদাত্ত সরল,
প্রতি পদে ঢালে সদা সীমাহীন বল;
যে শুনেছে সে রাগিনী, অপ্রাকৃত দীপ্ত বাণী,
তব বলে বলীয়ান্ সে জন কেবল।
কাণে তার নাহি পশে জড়কোলাহল ॥৪॥

কত শত মহামতি সুবুদ্ধি প্রধান
তোমার চরণে প্রাণ করেছে প্রদান;
তোমার নির্দ্দিষ্ট সেবা, জীবনে পেয়েছে যেবা,
মরধামে সেই জন মহা ভাগ্যবান।
তোমার সেবক যত তাঁহারা মহান্ ॥৫॥

আজি এ পূজার বেদী ভক্ত-উপহারে—
অনবদ্য হৃদয়ের অরঘ-সম্ভারে,
সুপবিত্র, সুশোভিত, পুষ্পগন্ধে আমোদিত,
থাকিতেছে ঐক্যতান মনোবীণা তারে।
সবাই পূজিতে চাহে আজিকে তোমারে ॥৬॥

হে দেবতা, দয়াময়! পতিত তারণ!
প্রকট-বাসরে তব যত ভক্তগণ
মনোমত অর্ঘ্য দিয়া সার্থক মানিবে হিয়া,
সফল তাদের এই জীবন ধারণ।
দেহ, মন বুদ্ধি, বাক্য, সার্থক বহন ॥ ৭ ॥

দূরে—অতি সুদূরের কারা-কক্ষ 'পরে,
পড়ে আছে দীন এক কপ্ন চিত্ত ধ'রে,
সেবাহীন জীবনের ভাবাক্রান্ত অন্তরের
শতবার্থ মর্ম্মস্থলে হানে তীক্ষ্ণ শরে।
(আজি)
কোটেনা অরঘ-পদ্ম হৃদয়ের সরে ॥ ৮ ॥

কি দিয়ে পূজিব তোমা হে দেবতা মম!
এ' জীবন কেটে গেল দুঃস্বপন সম,
ত্যজিয়া অমৃত-সিন্ধু লাভিতে গরল-বিন্দু
সহিতেছি দিবারাত ঝঞ্ঝাবাত্যা সম।
বৃথা কাজে গেল দিবা আইল শমন ॥ ৯ ॥

তবু তব পদ যুগে এই নিবেদন—
যেখানে যখন থাকি—জীবন মরণ
কি বরষা, গ্রীষ্ম, রাতে, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রাতে,
তোমার পবিত্র পদ রহুক স্মরণ।
তোমার অনন্ত কৃপা কর বরিষণ ॥ ১০ ॥

দেব! দিতে পারি শ্রীচরণে নাই হেন ধন
তব দত্ত ধনে প্রভু এই উপায়ন;
নীরস কঠোর মরু জন্মেছিল কাঁটা তরু,
তারি মাঝে ফুটায়েছ ক্ষুদ্র প্রসূন।
দিতে পদে অর্ঘ্যাঞ্জলি করিনু চয়ন ॥ ১১ ॥

(যবে)
সংসারে থেমে যাবে আরতির গান,
অর্ঘ্যগুলি একে একে পাবে যোগ্য স্থান,
সবকার পূজা শেষে, দীন দরিদ্রের বেশে,
আমার এ বন ফুল করিনু প্রদান।
কৃপাময়! কৃপা করে দিও পদে স্থান ॥ ১২ ॥

এ বিশ্ব ভুবন মাঝে আমার মতন,
নাই কেন নর-পশু ঘৃণ্য অভাজন
হৃদয়ে এ ক্রশ মানি. তুমিত পতিতস্বামী
জান মোর দুর্ব্বলতা হৃদয়-বেদন।
অন্তর্যামি! তব পায়ে লইনু শরণ ॥ ১৩ ॥

ভবদীয় শ্রীচরণরেণু-ভিখারিণী
পতিতাধমা—অপর্ণা

পরমারাধ্যতম
শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের
অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে
দীনের অর্ঘ্য

অজ্ঞান তিমির হরি, জ্ঞানের শলাকা ধরি,
চক্ষু উন্মীলিত কৈলা যিনি।
তাঁহার চরণ স্মরি কাতরে প্রার্থনা করি,
চরণাব্জে দণ্ডবতে নমি ॥

তুমি পতিতপাবন, মুই পতিত অধম,
তাই মোর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।
কৈতব পূরিত আমি সব জান তুমি স্বামী,
নাহি মোর লেশ ভক্তি গন্ধ ॥

কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল জান তুমি চিরকাল
কি আছে কি দিব হে তোমায়।
নাহি প্রেমবিন্দু কণ, নাহিক ভকতি ধন
কি দিয়ে পূজিব তব পায় ॥

পূজা আমি করি নাই, কভু পূজা শিখি নাই,
(তবু) পূজা দেখিতে মন ধায়।
জগতের পূজ্য তুমি জগৎ আরাধ্য স্বামী
জগভরি তব কীর্ত্তি গায় ॥

অদ্যকার শুভদিনে সব ভক্ত সম্মিলনে,
প্রভু তব পূজারতি করে।
সর্ব্বভক্ত এক মনে, এক তানে, এক ধ্যানে,
সদা ইষ্ট-দেবে নতি করে ॥

কেহ যশোগান করে, কেহ নতি স্তুতি পড়ে
সব ভক্ত তব কীর্ত্তি গায়।
সিংহনাদে জয়কার করিতেছে বারে বার,
জয় জয় শ্রীপ্রভুর জয় ॥

উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, হয়ে সবে একনিষ্ঠ,
শুভ লগ্নে গুরু পূজা করে।
প্রভু তব রাঙ্গাপায় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দেয়
সর্ব্বজনে প্রেমানন্দ ভরে ॥

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ শুদ্ধভক্ত অগণন
আসিয়াছে বহু দূর হতে।
নিত্যানন্দ আকর্ষণে নিত্যানন্দ জন্মদিনে
নিত্যানন্দ চরণ পূজিতে ॥

মুই অতি ভাগ্যহীন গুরুসেবা উদাসীন
বহির্ম্মুখ সেবা মোর ব্রত।
হরিজন পরিহরি দেহে আত্মবুদ্ধি করি
দেহ গেহ সেবাতেই রত ॥

অন্ত বাঞ্ছা সদা মনে জাগতিক দরশনে
চক্ষু থাকে অজ্ঞানান্ধে ভোর।
গোবিন্দ পঞ্চমী দিনে শুদ্ধ ভাগবতগণে
মহা পূজা করিছে প্রভুর ॥

অভয় অশোক ময় সদা অমৃতের আলয়
শ্রীগুরুর শ্রীপাদযুগলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি ক'রে আত্ম নিবেদন করে
ভক্তি-অর্ঘ্য দেয় কুতূহলে ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশি, কিবা মাঘ ত্রয়োদশী,
তাত্র কৃষ্ণ তিথি শ্রীঅষ্টমী।
গোবিন্দ-পঞ্চমী দিন সেইরূপ শুভদিন
এ প্রপঞ্চে আবির্ভূত স্বামী ॥

পঞ্চমীর আগমনে অগণিত ভক্তগণে
শ্রীধামেতে হইয়া মিলিত।
শ্রীগুরুপদ-কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল
প্রেমে পূজা করে অবিরত ॥

প্রভু তব পাদদ্বয় সকল মঙ্গলালয়
নিঃশ্রেয়স্ শ্রেয়ের উদয়।
শুদ্ধভক্তগণ যত সদা তব সেবারত
সেবাফলে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥

গৌরাভিন্ন দেব তুমি, মুই কি জানিব স্বামী
সরস্বতী যদি যশোবর্ণে।
নাহি পায় গুণ অন্ত, অসীম তুমি অনন্ত
তব গুণ জানে ভক্তগণে ॥

দয়াল ঠাকুর প্রভু আমি না সেবিনু কভু,
ভব-রোগ কিসে হবে দূর।
লোক-প্রবঞ্চনা করি ধর্ম্মধ্বজী বেশ ধরি
তবু প্রাণে ভরসা প্রচুর ॥

যতই পাষণ্ডী আমি আমার প্রভুত' তুমি
এই এক আছয় আনন্দ।
দশ অপরাধী আমি তুলনা মিলেনা তুমি
তবু মোর প্রভু নিত্যানন্দ ॥

গৃহে বা বনেতে বসি, (যেন) চিন্তি তব পদশশী
ভজন সাধন নাহি চাই।
সর্ব্ব অপরাধ হরি শ্রদ্ধা বিন্দু দান করি
কৃপা কর শ্রীগুরু গোসাঞী ॥

প্রতি জন্মে তুমি প্রভু, না হয় অন্যথা কভু
এই মাত্র আমার প্রার্থন।
দয়ার সফল কর জগমাঝে কীর্ত্তি ধর
তুমি প্রভু পতিতপাবন ॥

মুই অতি মন্দভাগা, সেবা না দেখার যোগ্য,
অন্তরঙ্গগণে সেবা করে।
বিনা তব নিজ জনা এ পূজা দেখিতে মানা
তাই রহিয়াছি প্রভু! দূরে ॥

অভয় গুরু-চরণ যাঁর মাত্র মূল ধন,
সেই মহাজনগণে নমি।
বহ্বারম্ভে ক্রিয়া লঘু নাহি মিলে সেবা কভু
জগমাঝে ভাগ্যহীন আমি ॥

সগোষ্ঠি বেষ্টিত প্রভুর শ্রীচরণদ্বয়।
ব্যাসপূজা দিনে যেন মোর মনে হয় ॥
তোমার অমন্দোদয়া চাই এক ক্ষণ।
তুমিত জগৎ প্রভু পতিতপাবন ॥

তব কৃপাশীষপ্রার্থী
—সরোজবাসিনী

ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-
ষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের
অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব
উপলক্ষে
"ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি"

অনাদি কাল হ'তে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
করিতেছি ঘুরা ফিরা নানা দেহ ধরে' ॥
কভু বৃক্ষ, কভু পশু, জল-জন্তু কভু।
মানব দানব হ'য়ে নাহি ভজি প্রভু ॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু দুঃখী দীন।
এই ভাবে সুখ আশে ফিরি চিরদিন ॥
ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কাঁদি, বৃথা দিন যায়।
অসময়ে শেষ কালে করি হায় হায় ॥
তবুত বুঝি না মোরা আপনার হিত।
হিত লাগি যাহা করি সব বিপরীত ॥
এ সময়ে প্রভু, তুমি দয়া করি।
বিতরিলে কৃপা, দোষ গুণ না বিচারি ॥
সকল দোষের খনি মোরা অভাজন।
ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তুমি পতিত-পাবন ॥
নইলে কেবা এমন দয়ার ঠাকুর।
পতিত জনেরে যাচে করুণা প্রচুর ॥
এত পরিহারে তবু না ফিরাই মুখ।
কেশে ধ'রে 'টেনে' তু'লে করিছ উন্মুখ ॥
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ শুনিয়াছি বহু বার।
যারে কৃপা কর ত রে না ছাড়িবে আর ॥
সেই ত ভরসা আর অন্য বল নাই।
যে সে স্থানে জন্ম' যেন তুয়া পদ পাই
আসমুদ্র হিমাচল তব গুণ-গানে।
মুখরিত মধুময় মহিমা কীর্ত্তনে ॥
তা' শুনি সজ্জন প্রাণে আনন্দ না ধরে।
পাষণ্ডী দুর্জ্জন সব তা' দেখিয়া মরে ॥
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা বিষ হেন জানি।
জন্মে জন্মে পিয়ে তারা বিষগর্ত্ত পানি ॥
আত্ম পরঘাতী হ'য়ে কঠিন হৃদয়।
আত্ম-পরহিত বাণী কভু না শুনয় ॥
এহেন বঞ্চিত জনে তুমি কৃপা করি।
পিয়াইছ নামসুধা আপনি আচরি ॥
দেশে দেশে মঠ-মন্দির করিয়া স্থাপন।
গৌরনিজজন দ্বারে নাম প্রচারণ ॥
আচার প্রচার দুই হয় এককালে।
ইহার তুলনা বিশ্বে কভু নাহি মিলে ॥
সাধন ভজন হীন অনর্থ পীড়িত।
মোদের লাগিয়া তুমি ঝুরিছ নিয়ত ॥
কবে হেন কৃপা-ঘন আশ্রয়ে থাকিয়া।
জুড়াব তাপিত শির চরণে রাখিয়া ॥
তেমন সুকৃতি খুঁজে নাহি পাই আর।
তোমার সেবক-সেবা পাব অধিকার!

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সমিতির
অধম সেবকবৃন্দ

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পায়রপাটের সাহত স্থুল অক্ষরে মুলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা একণানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—
[illegible]কা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-খাঁটীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৴০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী যে প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্যাগ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা; ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—...ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পণ্ডিত জওহরলাল ও শেরওয়ানীর জরিমানা হ্রাস

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কারাদণ্ডসহ ৫ শত টাকা ও মিঃ শেরওয়ানী দেড় শত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পুলিসের চেষ্টায় এই জরিমানার টাকা কিয়দংশ হ্রাস পাইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদের নিকট যখন উঁহারা উভয়ে গ্রেপ্তার হয়েন, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হস্তে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইতে তাঁহারা যে টিকেট কাটিয়াছিলেন, ঐ টিকেট সমর্পণ করেন। পুলিস রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে টিকিট ২ খানির বদলে দাম আদায় করিয়া লইয়াছে। জওহরলালজীর নামে ৫০ টাকা ও শেরওয়ানীর নামে ৩২ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পুলিস এই টাকা ইঁহাদের জরিমানার টাকা হইতে ওয়াশীল দিয়া লইয়াছে।

মিসেস্ জাফর আলি দায়রা সোপর্দ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, মিসেস্ জাফর আলি ওরফে সাবিত্রী দেবী, লাহোর ও দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী শ্রীযুত যশোপালকে আশ্রয় দিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১৬ ধারানুসারে এলাহাবাদের সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গত ২০শে ফেব্রুয়ারী দায়রা সোপর্দ হইয়াছেন।

দায়রা সোপর্দ করিবার আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামীর [illegible] গৃহে রাজদ্রোহকর দ্রব্যাদি পাওয়ায় এই ধারণা সমর্থিত হইতেছে যে, তিনি শ্রীযুত যশোপালের ন্যায় বিপ্লববাদী পলাতক আসামীদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

সারণ ষড়যন্ত্র মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, ছাপরার দায়রা জজের এজলাসে সারণের বোমার ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। এপ্রুভার শ্রীযুত রামজ ক সিং সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছেন, "নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক সেনার উদ্দেশ্য—হিংসার পথে বা অন্য উপায়ে স্বরাজ লাভ করা।

এই মামলায় ১০ জন আসামী দণ্ডবিধির ১২০ বি ও ৩৯৯৬ ধারা ও বিস্ফোরক আইন অনুসারে অভিযুক্ত আছে। প্রকাশ, রামকবল সিং রাম-জনৈককে উক্ত "সৈন্যদলে" ভর্ত্তি করে। এপ্রুভার সৈন্যদলের কার্য্যকলাপের বর্ণনা করে।

নাগপুর শ্রমিক ধর্ম্মঘট

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মিটমাটের কথাবার্ত্তা ব্যর্থ হওয়ায় মডেল মিলের কর্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের সম্মুখে মিলের ফটক বন্ধ করিয়া দেয়। শ্রমিকগণ গত তিনদিন যাবত মিলের দুয়ারে সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। লাল ময়দানে শ্রমিকগণ এক সভায় সমবেত হইয়া ম্যাকশীর হস্তে আপোষ নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া মত প্রকাশ করে। কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমিকদের এই প্রস্তাবে অসম্মত হয়েন, শ্রমিকগণ সত্যাগ্রহ চালাইতে থাকিবে। শ্রমিকগণ তাহাদের সংকল্পে দৃঢ় রহিয়াছে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে।

রাজবাড়ীতে লর্ড লোথিয়ান

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ, লোথিয়ান কমিটীর তদন্ত সম্পর্কে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী এখানে এক অদ্ভুত কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। লর্ড লোথিয়ান দলবলসহ স্পেশাল ট্রেণ করিয়া এখানে আসেন এবং রাজবাড়ী মহকুমার অন্তর্গত বসন্তপুর নামক একটি পল্লীগ্রাম পরিদর্শন করেন। যে বাটীতে কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল, কমিটীর সদস্যগণ সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলে, কংগ্রেসের ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক কৃষ্ণপতাকা সহ, ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হন। পুলিস দলের নেতার নিকট হইতে কৃষ্ণ পতাকাটি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু লর্ড লোথিয়ান মধুর হাস্যের সহিত পুলিসকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে নিষেধ করেন এবং পুলিসের নিকট হইতে পতাকাটি কাড়িয়া লইয়া, এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ইহা প্রথম দেখিলেন এবং তাহা তিনি নিজের সহিত লইয়া যাইতেছেন। প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবকগণ লর্ড লোথিয়ানকে একটি কৃষ্ণবর্ণ খদ্দরের রুমাল উপহার দেন।

চীন-জাপানে তুমুল সংগ্রাম

সাংহাই হইতে প্রকাশ, সমরক্ষেত্র আন্তর্জাতিক উপনিবেশের পশ্চাদ্ভাগস্থ সীমানা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জাপানীরা চাপেই হইতে আক্রমণ আরম্ভ করায় সমরক্ষেত্র এইভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

জাপানীরা বিমানযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলে চীনেরা ছোট কামান দাগিয়া বিমানগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। জাপানের সৈন্য শ্রেণীর প্রতি ও চীনারা প্রবলভাবে অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে। চাপেইর বহু আহত দৈনিক আন্তর্জাতিক উপনিবেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন।

জাপানের বিমান হইতে চাপেই অঞ্চলে বিজ্ঞাপনপত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই বিজ্ঞাপন পত্রে লিখিত আছে যে, জাপান চীনের সাধারণ অধিবাসীদের সহিত সংগ্রাম করিতেছে না—জাপান শুধু চীনের ১৯শ সংখ্যক বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে, কারণ জাপান আন্তর্জাতিক উপনিবেশে জাপানী ও বৈদেশিকদিগের জীবন ও সম্পত্তি যাহাতে বিপন্ন না হয় তাহা সাধন করিতে চাহে।

৫ খানি জাপানী বিমান ভূমিতল হইতে কিছু গোলা তুচ্ছ করিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কিয়াংওয়ান গ্রামের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এই গোলাপাতের পর গোলন্দাজ বাহিনীসহ জাপানী পদাতিক বাহিনী এই অঞ্চলে অগ্রসর হয়, কিন্তু চীনারা তাহাদের প্রতি প্রবলভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকায় তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। চীনারা এখনও ঘাটি রক্ষা করিতেছে।

উচু খাড়ির কিনারায় উপনিবেশের যে তারের বেড়া আছে, ঐ বেড়া মার্কিণের পদাতিক বাহিনী সুরক্ষিত করিতেছিল, এমন সময়ে চীনা সৈন্যরা ঐ স্থানের প্রতি গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। মার্কিণ সৈন্যরা অচিরে ঐ স্থান হইতে সরিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করে। এই আক্রমণের ফলে কেহ আহত হয় নাই। চীনের সমর সরকারের নিকট একটা অভিযোগ করা হইলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সৈন্যরা নীল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল বলিয়া চীনারা উঁহাদের জাপানী সৈন্য বলিয়া মনে করিয়াছিল।

জাপানী বাহিনী যে যে দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সকল দিক হইতে প্রবল বাধা পাইয়াছে। উপরন্তু চীনারা কিছুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। চাপেই ও কিয়াংওয়ান এখনও চীনাদের হস্তে রহিয়াছে। চীনাদিগকে বিতাড়িত করিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। জাপান ২ দলে সাহায্যার্থ আরও সৈন্য প্রেরণ করিতেছে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য ইউ. বা ব্রহ্মদেশের সংবাদপত্রগুলিতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া, প্রধানমন্ত্রী বর্ণিত শাসন ব্যবস্থায় [illegible] করিয়া বলিয়াছেন যে উহার মধ্যে কতকগুলি আপত্তিকর বিষয় আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, উহাতে জনসাধারণের কোন ক্ষমতা নাই, এবং দেশ রক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ে কোন হাত নাই; উপরন্তু গভর্ণরের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে এবং আর্থিক বিষয়ে একজন উপদেশদাতা রাখিবার কথা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় বিদেশী বণিকদের আধিপত্য হইতে নিরাপদ থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই, উহাতে ব্যয় হইবে অধিক; সুতরাং দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্সও তখন অধিক পরিমাণে বসান হইবে। তাঁহার মতে সংক্ষেপে এই নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে সত্যকার দায়িত্বসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা বলা যায় না। জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজন গভর্ণর দিয়াও এই শাসন ব্যবস্থা চালান সম্ভব হইবে কি না এবং ভবিষ্যতে আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিবার সদিচ্ছা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

ফ্রান্সের মন্ত্রীসভা সমস্যা

প্যারিস হইতে প্রকাশ মসিয়ে পেইনলিভ এ পর্য্যন্ত কোন দলগঠন করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য আর কাহাকেও আহ্বানও করা হয় নাই। কাহারও কাহারও মত এই যে,—প্রেসিডেণ্ট মসিয়ে টার্ডিউকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলুন। মসিয়ে টার্ডিউ ভূতপূর্ব ল্যাভেল—টার্ডিউ-মন্ত্রীসভার আদর্শে এবার-টার্ডিউ-ল্যাভেল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে পারেন।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

কটক হইতে প্রকাশ, বারিপাদায় একটী মোটর দুর্ঘটনার ফলে ২ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত কন্যা দেখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা অন্যান্য যাত্রীদের সহিত একখানি ভাড়াটে লরীতে যাইবার সময় এই দুর্ঘটনা হয়। লরীচালককে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক— শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি

Reg No C14'45

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিমাসে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
এক কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাপ্তাহিক মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার এক মাত্র সংবাদপত্র।

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৮, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

বাজীর দোকানে অগ্নিকাণ্ড

পেশোয়ারের পথে মিঃ সৌকত আলি

আবার ট্রেণ ধ্বংসের উদ্যম

মাণিকগঞ্জে সশস্ত্র রাহাজানি

চীন-জাপানে তুমুল যুদ্ধ

কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তার

ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠক

নিখিল আরব কংগ্রেস

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে ভারতসচিবের উক্তি

আমেদাবাদে ডাকাতি

নানা কথা

বাজীর দোকানে অগ্নিকাণ্ড

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, গজনবেরী রোডে অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় সাত জন লোক পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। এই সাত জনের মধ্যে দোকানদারের স্ত্রী ছিল, তাহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। ইহা ছাড়া আরও স্ত্রীলোক এবং দোকানদারের অষ্টম এবং ত্রয়োদশ বর্ষীয় দুটি সন্তান ছিল। দুইটী লোক খেলার বাজী তৈয়ারী করিতেছিল, দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য একত্র করিয়া পিষিবার সময় একটা ভীষণ শব্দ করিয়া পিষ্ট রাসায়নিক দুইটি ফাটিয়া যায় এবং দোকানের অন্যান্য বাজীর মধ্যে গিয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ দোকানে আগুন ধরিয়া যায়। তারপর একটার পর একটা বাজীতে আগুন ধরিতে থাকে। কি ভীষণ শব্দ, সে শব্দ অতিক্রম করিয়া মানুষের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় না।

দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এরূপভাবে দগ্ধ হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। একজন লোক অগ্নুত্তাপে ঝলসিয়া গিয়াছে। দোকানদার প্রায় একশত গজ দূরে থাকায় কোনও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

বাজীর দোকান এবং নিকটস্থ একটী কুঠি একেবারে ফাটিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। পৌনে এক ঘণ্টাকাল অগ্নিদেব ক্রীড়া করিয়াছেন, কেহই তাঁহার ক্রীড়ার অন্তরায় হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

পেশোয়ারের পথে মিঃ সৌকত আলি

লাহোর হইতে প্রকাশ, মিঃ সৌকৎ আলি আর ৩ জনের সহিত পেশোয়ারে যাইবার পথে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি কতিপয় মুসলমান প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা করিতেছেন।

চীন-জাপানে তুমুল যুদ্ধ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীন-জাপ যুদ্ধের তৃতীয় দিবসের প্রত্যূষে ... গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত দেখা যাইতেছে।

৬ ইঞ্চি কামানের গর্জন

তথায় জাপানীরা ২ দিন বর্ষণ সমাপ্ত হইবার পর নূতন আক্রমণ করিয়াছে। জাপানের আধা-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, রাত্রিকালে কিয়াংওয়ানের উত্তর দিক হইতে চীনা সৈন্যরা পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করে। ফলে তুমুল যুদ্ধ চলে। জাপানীরা স্বীকার করিতেছে, ২০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হইয়াছে। জাপানীরা মিয়াচিংচেন গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

সকাল ৯॥০ টার সময় ... জাপানী এরোপ্লেন উপনিবেশের ১০ মাইল পশ্চিমে হিংজারএর বৈমানিক আড্ডার উপর হানা করে। তাহারা তথায় ২৫টি বোমা নিক্ষেপ করায় বিমানের অবতরণ স্থান নষ্ট হয়, বিমান রাখিবার স্থান আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ সঙ্গে সেখানে চীনের যে সকল এরোপ্লেন ছিল, সেগুলিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

কাশ্মীর রাজ্যের নব মন্ত্রী

জম্মু হইতে প্রকাশ, লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল কলভিন গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রাজা হরিকিষেণের নিকট হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইবেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে ... ৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ... —ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ ... ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ... বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পতিবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজবদ্ধনজিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম মধুকোষ, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু ...

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস ...

(৬) ... দেবিপাট

... মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীমদনদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

... গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীনগগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কুঞ্জপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরামলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজনার্দনদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীসর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীপ্রেমসংবানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড ... কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ ...

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ৭৬ ফুটমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—প্রাণেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ ... ব্রজবাসী, ও শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাতালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বঙ্গপর্ব | ৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩২ শনিবার | ২৯৮তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আবির্ভাব মহোৎসব

গত ২৩শে মাধব, ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীনাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের উৎকল-দেশীয় কটকস্থ শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে পতিতপাবন শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব অতি সমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অপরাহ্নে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে মঠরক্ষক প্রভু স্থানীয় ভক্তবৃন্দসহ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ', এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কীর্ত্তনটী গান করেন, তৎপরে তাঁহা-কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' 'সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া' এবং 'এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়া আছিনু আমি' এই কীর্ত্তনত্রয় সঙ্কীর্ত্তিত হয়।

সঙ্কীর্ত্তনের পর নানাকারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র বসনভূষণালঙ্কারাদি ভূষিত শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-রমণজীউর সন্ধ্যারাত্রিক সুসম্পন্ন হয়। আরাত্রিকের পর মঠরক্ষক প্রভু পুনরায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন; এইবার 'নিতাই পদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রণিত কীর্ত্তনটী অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা সম্বন্ধে একটী সারগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই যে বদ্ধজীবগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যরূপে জগতে প্রকটিত হন এবং তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইলে একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই যে বদ্ধ-ভূমিকা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুক্ত ভূমিকায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার যোগ্যতা লাভ হয় তাহা তিনি উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীর নিকট বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমন্নারায়ণদাস অধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম-এ, মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি নিতাইপদকমলের কোটীচন্দ্র সুশীতলত্বে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার (নিত্যানন্দ প্রভুর) কৃপাতেই যে কৃষ্ণসেবা লভ্য হয়, তিনি (নিত্যানন্দ প্রভু) ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও যে বদ্ধজীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, তিনিই যে চিদ্বলদাতা বলদেবতত্ত্ব, শ্রীগুরু-দেবই যে অভিন্ন নিত্যানন্দ তাহা অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা 'শ্রীকৃষ্ণ' শ্রীবলদেব, শ্রীগৌর, 'শ্রীনিত্যানন্দ' প্রভৃতি নাম ও ঐ সকল নামোদ্দিষ্ট নামীতে অভেদ জ্ঞানে শ্রীনামাদি কীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগকে যাহারা সঙ্কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িক জ্ঞানে অবহেলা করে তাহা-দিগের জড় সঙ্কীর্ণ ধারণার হেয়তা প্রদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে অপ্রাকৃত নামের সৌন্দর্য্য

তাঁহার বক্তৃতার পর 'নিতাই গুণমণি আমার' ও 'মহামন্ত্র' সংকীর্ত্তন হয়। তৎপর উপস্থিত শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। মহোৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রেভেন্সাকলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, প্রবীণ য্যাড-ভোকেট শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ, য্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, য্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রসাদ সামন্ত, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দে, ডি, আই, জি অফিসের হেড এসিস্‌টেন্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মজুমদার, য্যাডভোকেট বাবু সতীশ চন্দ্র সিংহ, উকীল শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায়, শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক গোস্বামী প্রভৃতি মহাশয়-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী প্রভুর আগ্রহে, শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শশধর বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের চেষ্টায় এবং শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত শান্তিপদ মুখোপাধ্যায়, ভক্ত জগবন্ধু বাবু, শ্রী কৃষ্ণপদ দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনা[illegible] শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায়, শ্রীম[illegible] [illegible] আচার্য্য প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমে মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। [illegible] বাবু, সুরেন্দ্র বাবু এবং আরও অনেক বালক স্বেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া শ্রীমঠ সুসজ্জিত করেন। উৎসবের পরদিবস প্রায় এক শত দরিদ্রকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে [illegible] গৌরাঙ্গ মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। এতদুপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] মহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়া-ছিলেন। পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসব সর্ব্বসাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গত ৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীআমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে একটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঙ্গল আরাত্রিকের পর বহু সময় নাম কীর্ত্তন হয়, মধ্যাহ্নে ভোগ আরাত্রিক কীর্ত্তন ও অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ ফেনপানন্দ প্রভু কীর্ত্তন করেন এবং চৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছিল। পাঠান্তে কীর্ত্তন হয় এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগুরুদেব উপাস্য বিগ্রহ। তাঁহার উপাসনার নাম শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ। তাঁহার উপাসনা এবং বিষয়জাতীয় বিগ্রহের উপাসনা এক নহে। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় প্রাভব-প্রকাশগণের উপাসনা-পদ্ধতি বিষয়-বিগ্রহের উপাসনা-পদ্ধতি-পদবাচ্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীবলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় আশ্রয়জাতীয় বৈভব-প্রকাশগণের উপাসনা আশ্রয়-বিগ্রহের উপাসনা। এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিলে তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ চেতনের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় আত্মবিনাশ মাত্র সাধিত হয়।

শ্রীব্যাসদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবদবতার। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। শ্রীব্যাসপূজা আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের উপাসনা। আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের উপাসনার বৈশিষ্ট্য এই যে, আশ্রয়কে বিষয়ের ভোগ্য এবং উপাসককে আশ্রয়ের স্বরূপগত বিষয়ের ভোগ্যতা-রূপ যোগ্যতা ...রূপে দর্শন করা বিধেয়।

...আশ্রয়ের উপাসন দ্বারা একেশ্বর-উপাসনা-পদ্ধতি লঙ্ঘিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশগণের উপাসনা-দ্বারাও বহ্বীশ্বর-পদ্ধতির অনুশীলন হয় না। আশ্রয় ও বিষয় মূলতঃ একই তত্ত্ব। বিষয় আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়াও বিষয়ের স্বীয় একত্ব এবং অসমোর্দ্ধত্ব সর্ব্বথা রক্ষা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা একাধারে বিষয় ও আশ্রয়-উপাসনা হইয়াও বিষয়ের উপাসনা-পদ্ধতির তাৎপর্য্যে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা-দ্বারা শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহাতে তত্ত্ববিরোধের সম্ভাবনা নাই। তথাপি আশ্রয়-বিগ্রহের উপাসনামাত্র শ্রীগৌরসুন্দরে প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা বিষয়ের অসমোর্দ্ধত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় ভগবচ্চরণে অপরাধের আবাহন করা হয়।

আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের উপাসনাও বিষয়বিগ্রহেরই একমাত্র উপাস্যত্ব প্রতিপাদন-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। তথাপি আশ্রয়জাতীয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য বিষয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য হইতে নিত্য স্বতন্ত্র। চিজ্জড়নির্বিশেষবাদী এবং জড় সবিশেষবাদীর কল্পিত উপাসনাদ্বারা চিৎ-সবিশেষের বিলাস অস্বীকৃত হওয়ায় ঐ সমুদায় শ্রেণীর

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(১)

স্থান—ভাগবত-প্রার্থনা-সমাজ, ইলোর, মাদ্রাজ।

তারিখ—১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

(উক্ত সমাজের প্রেসিডেণ্ট এবং মেম্বারগণের অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ।)

সহৃদয় সজ্জনমণ্ডলী,

অদ্য সন্ধ্যায় আপনাদের অভিনন্দন মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলাম, কিন্তু আমি এরূপ ভূয়সী প্রশংসার অযোগ্য। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি এরূপ অভিনন্দনের যোগ্য পাত্র নহি।

আপনারা আমাকে তিনটী সমস্যার সমাধান করিতে বলিয়াছেন, যথা—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি? (২) ভাগবতের সারার্থ কি? (৩) কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম কি জিনিষ?

প্রথম প্রশ্নের সমাধান এই যে—প্রথমতঃ আমাদিগকে জানিতে হইবে 'আমরা কে'? তৎপরে আমাদের 'কর্ত্তব্য কি' সহজেই জানা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একটী শ্লোক আছে। যথা—

> লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেৎ অনুমৃত্যু যাব-
> ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

এই শ্লোকে নিঃশ্রেয়স্ কথাটী আছে। নিঃশ্রেয়স্ শব্দের অর্থ ভগবানের অনুগ্রহ ভগবৎকৃপা। উহাই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রসূতি। বর্ত্তমানে আমরা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। এই নরতনুই ভগবদ্ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। অচেতন বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়ভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা শব্দ শ্রবণ বা শব্দব্রহ্মের আবাহন করিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের চেতনতা আছে, আমরা চেতনের বৃত্তির দ্বারা শব্দব্রহ্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারি এবং সেই শব্দব্রহ্মের শ্রবণ কীর্ত্তনদ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল উদিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এবং ইহ জন্মের ও আমাদের ইন্দ্রিয়জ বা অক্ষজ জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা উপলব্ধি করিতে পারি। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটী পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি আমরা বদ্ধ জীব, তখনই আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম দুইটী দেহের কথা মনে পড়ে। এই দুইটী অনিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল দেহ মনকে আত্মার সহিত সামঞ্জস্য করা উচিত নহে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার করি তখনই আমরা স্থূল সূক্ষ্ম দেহে আবৃত হই। যখন আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই তখনই আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, প্রকৃতির ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এই সকল অভিমান প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জ্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে তখনই ঐ বৃত্তিকে মন কহে; এই মন আত্ম-স্বরূপের বিপথগামী, ভবানীভর্ত্তা, জড়ের ভোক্তা। এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তা স্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। পুণ্য পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ কখনও নরক ভোগ করে; সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্ব শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অংশীভূত জীব, পরমেশ্বরের সহিত ভিন্নও বটি, অভিন্নও বটি—চেতনাংশে অভিন্ন এবং তিনি বিভুচিৎ আমরা অণুচিৎ এই হিসাবে ভিন্ন, তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধ জীবাত্মা, কিন্তু তাই বলিয়া ঘটাকাশ-মহাকাশ-ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে না অর্থাৎ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ ভঙ্গে আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যাইবে এরূপ মায়াবাদ অবলম্বন করিতে হইবে না। আমরা অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ পরমেশ্বরে পরিণত হইব না। সসীম বস্তু কখনও অসীম হইতে পারে না। জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। আমাদের সীমাবদ্ধ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে আমরা অর্থাৎ জীব কখনও ঈশ্বর পদবাচ্য হইতে পারি না। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনি পরব্রহ্ম, অতি বৃহৎ তাঁহার সমান বা তাঁহাদের চেয়ে বড় আর কেহই নাই। ওহে জীব, তোমার সেই ভগবত্তা কোথায়? তোমার সেই বৃহত্ত্ব কোথায়? তোমার অসীমত্ব কোথায়? তুমি যে সসীম, তুমি যে ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র. একবারও কি ভাবিয়া দেখ না? শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া জানাইয়াছেন যে, আমরা কার্ষ্ণ বস্তু আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ আমরা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু; আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নহি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহই বিষ্ণু, এবং বিষ্ণুর মাধুর্য্য বিগ্রহই কৃষ্ণ। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতে কোন ভেদ নাই। কার্ষ্ণস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই।

যখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপবিস্মৃত হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। তখন মনের কার্য্যই প্রবল হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগে ব্যস্ত হয়। আমাদের চেতনের বৃত্তি বর্ত্তমানে দেহ-মনে আবদ্ধ, সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশ কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিযুক্ত না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত। কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মন সহস্র বিষয়ে প্রধাবিত হইলে সহস্র দিক হইতে সহস্র সহস্র বিষয় বহু সপত্নীযুক্ত গৃহপতির ন্যায় মনকে নাস্তানাবুদ্ ক'রে। কাজেই আমরা তখন কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত হইয়া বিষয়ী বলিয়া অভিহিত হই। কিন্তু যখন সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমরা আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত হই, তখন আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম দেহের প্রতীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, জাগতিক কর্ত্তব্য বুদ্ধিগুলি হইতে ছুটী পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার সৌভাগ্য পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

যাবতীয় কপটতাপূর্ণ উপাসনার অভিনয়-সমূহ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত না হইলে শ্রীব্যাসদেবের অপ্রাকৃত চিন্ময় উপাসনায় বৃত্তি উদিত হইতে পারে না। শ্রীব্যাসদেবের উপাসনাবঞ্চিত ব্যক্তির কখনই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হয় না।

শ্রীধাম পরিক্রমা

আগামী ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ শনিবার হইতে নয় দিবস কাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে। ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিবরণ-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী [illegible] কৃষ্ণ-কাঞ্চনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস চিন্মাত্র-অচিন্ময়াত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ পাঁচ আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

চৈতন্যশি[illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে না[illegible] গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টা[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—[illegible] মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible] যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতক—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যা[illegible]

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত [illegible] বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ [illegible] করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও [illegible]র্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ [illegible] মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনপ্রার্থীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-[illegible] নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ১, পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-[illegible] জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় [illegible]পদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে যোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী [illegible] মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, যথা,—ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লাহোর। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে সজ্জনদের বিচার-বৈভবশ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তার

বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবার পর ২৬.৫ খোকসা জানীপুর কংগ্রেসের প্রথম অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত, জলবাগা গ্রামের শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ চাকী খোকসায় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া বক্তৃতা করায় ধৃত হন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে।

স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করায় সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এবং অপর ৭ জনকে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ৮ জন যুবককে কংগ্রেসের পতাকাসহ দেওয়ানী আদালতের প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহারা পতাকা উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছিলেন। ধৃত যুবকদের মধ্যে একজন অট্টালিকার উপরে উঠিয়া পতাকা উত্তোলন করেন কিন্তু তৎপরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

[illegible] হইতে প্রকাশ, হরিপদ [illegible] নামক এক যুবককে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত [illegible] ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসা হয় এবং রাত্রিতে তাঁহাকে হাজতে রাখিতে হয়। প্রকাশ, [illegible] অন্তর্গত দেওকোপ [illegible]।

হাওড়ায় কারাদণ্ড

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর [illegible] গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত [illegible] অধিকারী, [illegible] মুখোপাধ্যায় ও অপর ১ ব্যক্তির ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

[illegible] অধিক কালের কারাদণ্ড। অভিযোগ, ইহারা আইন অমান্য আন্দোলনের [illegible] সমিতির গোপনতায় সভাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি[illegible]

[illegible] অপরাধে [illegible] করিবার অভিযোগে [illegible] ঘোষ, [illegible] তারকনাথ দত্ত ও [illegible] গোস্বামী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

[illegible] তারকনাথ দত্ত ও কানাই-লাল গোস্বামীকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠক

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী লাট প্রাসাদে গোল টেবিল বৈঠকের পরামর্শ কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড উইলিংডন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার আসনের ব্যবস্থা অন্য রকম হইয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, এবারকার সভা যেন একটি ছোটখাটো গোল টেবিল বৈঠক। গতবার বক্তৃতা শুনিবার অসুবিধা হওয়ায় এবার গোল টেবিলের সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শুনা যাইতেছে, পরামর্শ কমিটী বলিয়াছেন, যতক্ষণ না সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে ততদিন তাঁহারা কাজের কাজ কিছুই করিতে পারিবেন না।

কমিটীর সদস্যগণ কোন পক্ষকালেই তাঁহাদের কাজ করিবেন বলিয়া আসিতেছিলেন। এখন দেখা যাক কতদূর কি হয়।

কলিকাতায় চুরির হিড়িক

জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গত মঙ্গলবারে জোতারাম মাড়োয়ারী প্রভৃতি ৭ ব্যক্তি চুরি করিবার অভিযোগে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। অভিযোগ, ইহারা গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে আনন্দতলা ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে সিঁধযোগে চুরি করিয়াছিল। ইহারা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া খাতাপত্র, গহনা ও টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, উত্তর কলিকাতায়, বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কয়েকটী স্থানে চুরি হইতে থাকায় গোয়েন্দাপুলিস অনেকটি বাড়ীতে খানা-তল্লাস করিয়া লোহার সিন্দুক ও অন্যান্য [illegible] গ্রেপ্তার করে।

ইন্সপেক্টর [illegible], মুখার্জ্জী জবান-[illegible] তিনি সংবাদ পাইয়া কাশীনাথ মল্লিক লেনে যায়েন এবং অনুসন্ধানের পর ২ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তৎপরে তিনি মুন্সী সদরুদ্দীন লেনে যাইয়া একটি মোটর গ্যারেজে তল্লাস করেন এবং তথা হইতে ২ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করেন ও চোরাই মাল উদ্ধার করেন। তিনি একখানি মোটর গাড়ীও তথায় প্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর অপর আসামীরাও ধরা পড়ে। শেষোক্ত আসামী কুলীর সাহায্যে একটি লোহার সিন্দুক সহ তাহাকে গ্রেপ্তার [illegible]

আরও কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবার পর এই মামলা মুলতুবী থাকে।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অপর ১টি মামলায় জুরাকবক্সী সিং ও অপর ৮ ব্যক্তি চাকুরিয়াবাগান লেনের একটি গুদামে দিবাভাগে চুরি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা এই স্থান হইতে ৯ পেটি চা চুরি করিয়াছিল। এই চা'র মূল্য ৪৫০৲ টাকা।

কয়েকজন সাক্ষীর জবান গৃহীত [illegible]

[illegible] ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকে।

টাঙ্গাইলে উকীল গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, [illegible] ডাকাতি সম্পর্কে উকিল শ্রীযুত দেবেন্দ্র-কিশোর [illegible] ও তাঁহার কেরাণীকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিখিল আরব কংগ্রেস

জেরুজালেম হইতে প্রকাশ, মক্কায় নিখিল আরব কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই অধিবেশন শীঘ্রই আহুত হইবে। আরবী লীগ অব নেশন্স বা জাতি-সঙ্ঘ গঠন করিবার আবেদন রাজাদিগকে আদেশ বহনের ভার হইতে মুক্ত করিবার ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সভার অধিবেশন হইতেছে।

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত-সচিবের উক্তি

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গ এবং মাদ্রাজ সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট সন্তোষজনক হইলেও কংগ্রেস আন্দোলনের ফলে এখনও মাঝে মাঝে উপদ্রব দেখা যাইতেছে। স্যার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মুঙ্গেরজিলার এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত কথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, মুঙ্গেরের ঘটনায় পুলিসের উপর আক্রমণের কথা হয়, পুলিস গুলী চালাইয়া জনতাকে আক্রমণ ব্যর্থ করে। ভারত সচিব বলেন, এরূপ উপদ্রব মাঝে মাঝে ঘটিতেছে। কাশ্মীর ও আলওয়ারের অবস্থা উন্নতি হইতেছে, কিন্তু ঐ স্থানে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ পাইয়া অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১৪ হাজার লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আমেদাবাদে ডাকাইতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কয়েক দিবস পূর্ব্বে বিরমগাম তালুকের [illegible] গ্রামে এক দল সশস্ত্র ডাকাইত কর্ত্তৃক এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ গুলী করিয়া দুইজন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে ও একজন মহিলাকে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে। প্রকাশ, মহিলাটীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডাকাতগণ যে সমস্ত দ্রব্য লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার মূল্য কয়েক সহস্র টাকা হইবে।

মাণিকগঞ্জে সশস্ত্র রাহাজানি

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, [illegible] কিশোরীলাল সাহাকে জাহাঙ্গীর নগর হইতে মাণিকগঞ্জ যাইবার পথে [illegible] লোক ছুরিকাহস্তে আক্রমণ করে। কিশোরীলালের নিকট একটি ব্যাগে টাকা ছিল। উক্ত দুই ব্যক্তি তাহাকে [illegible] দেখাইয়া টাকার থলি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। মাণিকগঞ্জ সহরের সন্নিকট [illegible] গ্রামে একটী মাঠের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

আবার ট্রেণ ধ্বংসের উদ্যম

পাটনা হইতে প্রকাশ, ট্রেণ ধ্বংসের অপর আর একটি উদ্যম দেখা গিয়াছে। আবার সন্নিকটে কোন অজ্ঞাত লোক নাকি এই কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সংবাদে প্রকাশ, একজন চৌকিদার পাহারা দিবার সময়ে দেখিতে পায় যে, একজন লোক ৩৬০-২১ মাইল স্থানে লাইনের উপর বসিয়া বোল্ট ও [illegible] খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। চৌকীদার ইহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু পুলিস ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্ব্বে লোকটি পলাইয়া যায়। এ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।